

# ভগবৎসন্দর্ভঃ ।

—\*—

শ্রীলশ্রী পুজ্যপাদ-জীবগোস্বামিপ্রণীতঃ

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানুদিতঃ

শ্রীরাসবিহারিসাধ্যতীর্থেন-  
সংশোধিতঃ ।

শ্রীরামদেবমিশ্রকর্তৃক-  
দ্বিতীয়সংস্করণং  
প্রকাশিতক ।



মুশিদাবাদ;

শ্রীশ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনীসভাতঃ

বহরমপুর,—রাধাক্রমণযন্ত্রে

শ্রীব্রজনাথমিশ্র-পিণ্ডারেন

মুদ্রিতং ।

—\*—

১৩২৪ সাল-বৈশাখে ।



Sri Keshabji Gourdiya  
Kans Tilla, Agra Road  
Mathura-281001 U.P.



## ভগবৎসম্ভাষঃ।

—:~:—

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দো জয়তঃ ॥

তো সন্তোষয়তা সন্তো শ্রীলরূপসনাতনো ।

দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরুত্থিবিচ্যতে ॥ ১ ॥

স্তম্ভাদ্যগ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতং ।

পর্যালোচ্যথ পর্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥ ২ ॥

অথৈবমদ্বয়জ্ঞানলক্ষণং তত্ত্বং সামান্যতো লক্ষয়িত্বা

পুনরুপাসকযোগ্যতাবৈশিষ্ট্যেন প্রকটিতনিজসত্তাবিশেষং

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ ॥

প্রসিদ্ধ শ্রীল রূপ সনাতনের সন্তোষকারী দক্ষিণদেশীয়

শ্রীগোপালভট্ট পুনরায় এই গ্রন্থের বিচার করিতেছেন ॥ ১ ॥

জীবনামা কোন ব্যক্তি তাঁহার আদ্য লিখিত গ্রন্থ পর্যালোচনা করিয়া ক্রম ব্যতিক্রম খণ্ডন পূর্বক পর্যায়ক্রমে লিখিতেছেন ॥ ২ ॥

অনন্তর এই প্রকার অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ সেই তত্ত্বকে সামান্য রূপে নিরূপণ করিয়া পুনরায় উপাসকের যোগ্যতা বৈশিষ্ট্য দ্বারা যিনি স্থায়ী সত্তাকে অর্থাৎ বিদ্যমানতাকে বিশেষ রূপে

বিশেষতো নিরূপয়তি বদন্তীত্যস্যৈবোত্তরার্ধেন ।

ব্রহ্মেতি পরমাংসেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৩ ॥ ১ ॥

অত্র শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যে এব শাস্ত্রে কচিদন্যত্রাপি তদেকং  
তদ্বৎ ত্রিধা শব্দ্যতে । কচিদ্ব্রহ্মেতি । কচিং পরমাংসেতি ।  
কচিদ্ভগবানিতি চ ।

কিন্তুত্র শ্রীমদ্ব্যাসসমাধিলক্কাদেদাজ্জীব ইতি শব্দ্যত  
ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪ ॥

তত্র ব্রহ্মভগবতোৰ্বাখ্যাতয়োঃ পরমাংসা স্বয়মেব ব্যাখ্যা-  
তো ভবতীতি প্রথমতস্তাবেব প্রস্তুয়েতে । মূলেতু ক্রমাদ্-

প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহাকেই বিশেষরূপে ১ স্কন্ধের  
২ অধ্যায়ে বদন্তীতি ১১ শ্লোকের উত্তরার্ধ দ্বারা নিরূপণ  
করিতেছেন । যথা ॥

তদ্বজ্জ ব্যক্তিরা সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাংসা  
ও ভগবান্ বলিয়া কীর্তন করেন ॥ ৩ ॥ ১ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে, কখন অন্যত্রও সেই এক তত্ত্বকে  
তিন প্রকারে বলিয়াছেন । যথা কোন স্থানে ব্রহ্ম, কোন স্থানে  
পরমাংসা এবং কোথাও ভগবান্ । কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতে  
বেদব্যাসের সমাধিলক্ক ভেদপ্রযুক্ত জীবকেও যে বলিয়াছেন,  
তাহা উক্ত হয় নাই, জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

উক্ত তিনের মধ্যে ব্রহ্ম ও ভগবান্কে ব্যাখ্যা করিলে  
পরমাংসা আপনিই ব্যাখ্যাত হইবেন । অতএব প্রথমতঃ



বৈশিষ্ট্যাদ্যোক্তনাম তথা বিন্যাসঃ । অয়মর্থঃ ॥ ৫ ॥

তদেকমেবাখণ্ডানন্দস্বরূপং তত্ত্বং খুংকৃতপারমেষ্ঠ্যাদিকা-  
নন্দনমুদায়ানাং পরমহংসানাং সাধনবশাভাদাত্ম্যমাপন্যে  
সত্যামপি তদীয়স্বরূপশক্তিবৈচিত্র্যাং তদগ্রহণাসামর্থ্যে  
চেতসি যথা সামান্যাতো লক্ষিতং তথৈব ক্ষুরদ্বা তদ্বদেবা-  
বিবিক্তশক্তিশক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং বা ব্রহ্মেতি  
শব্দ্যতে ॥ ৬ ॥

অথ তদেকা তত্ত্বং স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা । কমপি বিশেষঃ

ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুইকে নিরূপণ করা হইতেছে ।

মূলে যে ক্রমপূর্বক নিখিত হইয়াছে, তাহার উত্তরোত্তর  
শ্রেষ্ঠতা প্রকাশের নিমিত্ত তদ্রূপ বিন্যাস । ইহার এই অর্থ ॥ ৫

যাঁহারা পারমেষ্ঠ্যাদি স্তম্ভসকলকে খুংকার করিয়াছেন,  
যাঁহাদের চিত্ত সাধনাধীন তৎস্বরূপতাকে প্রাপ্ত হইয়াও সেই  
তত্ত্বের স্বরূপশক্তির বৈচিত্র্য হেতু তাহা গ্রহণ করিতে অস-  
মর্থচিত্ত হইয়াছেন, এতাদৃশ পরমহংসদিগের যথাবৎ সামান্য-  
রূপে লক্ষিত ও তদ্রূপে ক্ষুণ্ণ হওয়াতে অথবা শক্তি ও শক্তি-  
মান্কে পৃথক্ না করিয়া তদুভয়ের অভেদত্ব প্রতিপন্ন হও-  
য়াতে, তাঁহারা সেই এক পূর্ণানন্দস্বরূপ তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া  
কৌতূহল করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অন্তর স্বরূপভূতা অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তিবারা কোন বিশে-  
ষকে ধারণ করিয়া যিনি অন্যান্য শক্তি সকলের মূল আশ্রয়

ধর্তৃ পরাসামপি শক্তৌনাং মূলপ্রায়রূপং তদনুভবানন্দসন্দো-  
 হাস্তর্ভাবিততাদৃশব্রহ্মনন্দানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথা-  
 নুভবৈকসাধকতমতদীয়স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মকভক্তি-  
 ভাবিতেষ্বন্তর্বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরিষ্কুরদ্বা তদ্বদেব বিবিক্ত-  
 তাদৃশশক্তিশক্তিমন্ত্রাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং  
 বা ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৭ ॥

এবমেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন ।

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-  
 মনন্তরং ত্ববহিব্রহ্ম সত্যং ।

হইয়াছেন, তাঁহারই অনুভবরূপ আনন্দসমূহে যে সকল  
 ব্রহ্মানন্দসম্পন্ন ভাগবত পরমহংসনিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ  
 হইয়াছে, তাঁহাদিগেরই তক্রূপ অনুভবের মুখ্যসাধক স্বরূপ  
 তদীয় স্বরূপানন্দ শক্তি বিশেষাত্মক যে ভক্তি, তদ্বারা পরি-  
 শুদ্ধ অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয়সকলে যিনি সর্বতোভাবে স্ফূর্তি  
 পাইয়া থাকেন, অথবা পৃথক্ তাদৃশ শক্তিমানের ভেদদ্বারা  
 প্রতিপন্ন হইয়েন, সেই তদ্বই ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়া  
 ছেন ॥ ৭ ॥

৫ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে রহুগণের প্রতি ঐ  
 প্রকার জড়ভরত কহিয়াছেন ॥

মহারাজ ! বিশুদ্ধ, বাহ্যভাস্তর শূন্য, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন  
 এবং নির্বিকার যে জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ সত্য, সেই জ্ঞানের



প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং

যদ্বাস্তদেবং কবয়ো বদন্তীতি ॥

শ্রীধ্রুবং প্রতিমনুরূবাচ ।

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে

আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তাবিতি ॥ ৮ ॥

এবং আনন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি

বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতং তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে

পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাথগুণতত্ত্বরূপোহসৌ ভগবান্ ব্রহ্ম তু

নাম ভগবৎ শব্দ, সেই জ্ঞানকেই পণ্ডিতেরা বাস্তুদেব বলিয়া  
থাকেন ॥

৪ স্কন্ধে ১১ শ্লোকে শ্রীধ্রুবের প্রতি স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়া  
ছেন ॥

হে তাত ! তিনি প্রত্যগাত্মা, ভগবান্, অনন্ত এবং সমস্ত  
শক্তিসম্পন্ন, আনন্দমাত্র তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রতি ভক্তি  
করিলে ক্রমে “আমি আমার” ইত্যাকার স্বদৃঢ় অহঙ্কার ভেদ  
করিতে পারিবে ॥ ৮ ॥

এই প্রকার হওয়াতে আনন্দমাত্রই বিশেষ্য এবং সকল  
শক্তিই বিশেষণ । সর্বাপেক্ষা ভগবান্‌ই শ্রেষ্ঠ হইলেন, উক্ত  
বচন দ্বয়ে ইহাই প্রাপ্ত হইল ।

এই রূপে ভগবানের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হওয়ায় পূর্ণাবির্ভাব  
প্রযুক্ত ভগবান্‌ই অথগুণ তত্ত্বস্বরূপ । আর ব্রহ্ম সামান্য ব্রহ্ম

ক্ষুটমপ্রকটিতবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন ( সামান্যসত্তাকারত্বেন )  
তসৌবাসম্যাগাবির্ভাব ইत्याয়াতং । ইদন্তু পুরতো বিস্ত-  
রেণ বিবেচনীয়ং ॥ ৯ ॥

ভগবচ্ছদার্থশ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তঃ ।

যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমক্ষয়ং ।

অনির্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতং ।

বিভুং সর্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণং ।

ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্বং তদৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।

তদ্ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ব্যয়ং মোক্ষকাজিকাং ।

শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং

তদেতত্ত্বগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ ।

প্রযুক্ত তাঁহার সমগ্র আবির্ভাব নহে ইহাই প্রাপ্ত হইল ।

যাহা হউক, ইহা অগ্রে বিস্তার রূপে বিচার করিব ॥ ৯ ॥

ভগবৎ শব্দের অর্থ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি অব্যক্ত, জরারহিত, অচিন্ত্য জন্মশূন্য, অক্ষয়, অনি-  
র্দেশ্য, অরূপ, প্রাকৃত হস্ত পদাদিতে অসংযুক্ত, বিভু, সর্ব-  
গত, নিত্য, ভূতসকলের উৎপত্তি স্থান, কারণাতীত, সর্ব  
ব্যাপক, অব্যাপ্য, যাহা হইতে সমুদায় হইতেছে, পণ্ডিতগণ  
তাঁহাকেই দর্শন করেন । তিনিই পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম,  
মোক্ষাভিলাষিদিগের ধোয় এবং বেদবাক্যে সূক্ষ্ম পদার্থ  
বলিয়া কথিত, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ । পরমাত্মার ইহাই  
ভগবদ্বাচ্য স্বরূপ কিন্তু লক্ষ্যস্বরূপ নহে । অতএব সেই আদ্য

বাচকো ভগচ্ছব্দস্তস্যাদ্যশ্চাক্রান্তনঃ ।

ইত্যাছ্যক্তা ॥ ১০ ॥

সংভর্তেতি তথা ভর্তা ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।

নেতা গময়িতা অ্রফ্টা গকারার্থস্তথা যুনে ॥

ঐশ্বর্যাস্য সমগ্র্যাস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব যুগ্মাং ভগ ইতীক্ষণা ।

বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতান্নান্যখিলাত্মনি ।

সচ ভূতেষশেষেষু বকারার্থস্ততোহব্যয়ঃ ইতি চোক্তা ॥ ১১ ॥

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংশ্চেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়েগুণাদিভিঃ । ইতি পর্যান্তেন  
পূর্ব্ববদত্রচ বিশেষণবিশিষ্টতা বিবেচনীয়া ॥ ১২ ॥

অবিচ্যুত আত্মার বাচক ভগবৎ শব্দ ইত্যাदि বলিয়া ॥ ১০ ॥

সংভর্তা ও ভর্তা এই দুইটি অর্থ সমন্বিত, আর গকার  
নেতা, গময়িতা ও অ্রফ্টা এই তিন অর্থবিশিষ্ট । অতএব হে  
যুনে ! সমগ্র ঐশ্বর্য্য সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র জ্ঞান ও  
সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টির নাম ভগ । সেই অখিল ভূতাত্মায়  
ভূত সকল বাস করিতেছে এবং সেই অখিল ভূতাত্মা ভূত-  
সকলে বাস করিতেছেন, ইহাই বা বকারের অর্থ, এই হেতু  
তিনি অব্যয়, ইহাই বলিয়া ॥ ১১ ॥

অশেষ জ্ঞান, অশেষ শক্তি, অশেষ বল, অশেষ ঐশ্বর্য্য,  
অশেষ বীর্য্য এবং অশেষ তেজঃ ইত্যাदि সকল ভগবৎ শব্দের  
বাচ্য, ইহাতে হেয় গুণসকল কিছু মাত্র নাই । বিষ্ণুপুরাণে  
এই পর্যান্ত বলিয়াছেন । পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলেও বিশেষ্যের  
বিশেষণবিশিষ্টতা বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ১২ ॥

বিশেষণসাপ্যাহেয়ত্বং ব্যক্তীভবিষ্যতীতিঅরূপং পাণি-  
পাদাদ্যসংযুতমিতীদং ব্রহ্মাখ্যকেবলবিশেষ্যাবির্ভাবনিষ্ঠং ।  
ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্যেত্যাদিকং কেবলবিশেষণনিষ্ঠং । বিভূ-  
সর্বগতমিত্যাদিকিস্তু বিশিষ্টনিষ্ঠং \* । অথবা অরূপমিত্যা-  
দিকং প্রাকৃতরূপাদিনিষেধনিষ্ঠং । অতএব পাণিপাদাদ্য-  
সংযুতমিতি সংযোগসম্বন্ধ এব পরিহ্রিয়তে নতু সমবায়-  
সম্বন্ধ ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৩ ॥

বিভূমিতি সর্ববৈভবযুক্তমিত্যর্থঃ । সর্বগতমপরিচ্ছিন্নং ।  
ব্যাপীতি সর্বব্যাপকং । অব্যাপ্যমনোনতু ব্যাপ্তুমশক্যং ।  
তদেতদ্‌ব্রহ্মস্বরূপং ভগবচ্ছব্দেন বাচ্যং নতু লক্ষ্যং তদেব

বিশেষণের অহেয়ত্ব অর্থাৎ অতুচ্ছত্ব ব্যক্ত হইবে । অরূপ  
ও পাণিপাদাদি অসংযুক্ত ইহা কেবল ব্রহ্মাখ্য বিশেষ্যের  
আবির্ভাবনিষ্ঠ ।

সমগ্র ঐশ্বর্য ইত্যাদি পদ কেবল বিশেষণনিষ্ঠ । বিভূ ও  
ভগবৎ ইত্যাদি পদ বিশিষ্টনিষ্ঠ । অথবা অরূপ ইত্যাদি পদ  
প্রাকৃত রূপাদিনিষেধনিষ্ঠ । অতএব ইহাও জানিতে হইবে  
যে, পাণি-পাদাদি অসংযুক্ত এই পদটী কেবল সংযোগসম্বন্ধ-  
কেই পরিহার করিতেছে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধকে পরিত্যাগ  
করে নাই ॥ ১৩ ॥

বিভূ এই শব্দের অর্থ সমুদায় বৈভবযুক্ত । ব্যাপী অর্থাৎ  
সর্বব্যাপক । অব্যাপ্য শব্দের অর্থ অন্যে যাঁহাকে ব্যাপিতে

\* বিশিষ্টশব্দেন গুণরূপাদি বিশিষ্টতা বোধ্যা । সংস্কৃতশব্দে স্বরূপযোগ্যা,  
ভগবতি চ ফলোপধায়িকা ॥ ( আয়, এস, )

নির্দ্ধারয়তি ॥ ১৪ ॥

ভগবচ্ছব্দোহয়ং তস্য নদীবিশেষস্য গঙ্গাশব্দব্যাচক এব  
নতু তটশব্দবল্লক্ষকঃ ॥ ১৫ ॥

এবং সতি অক্ষরসাম্যামিক্রয়াদিতি নিরুক্তমতমাশ্রিত্য  
( রুটিমপ্যাশ্রিত্য ) ভগাদিশব্দানামর্থমাহ ॥ ১৬ ॥

সম্ভর্তেতি । সম্ভর্তা স্বভক্তানাম্ পোষকঃ । ভর্তা ধারকঃ  
স্থাপক ইত্যর্থঃ । নেতা স্বভক্তিকলস্য প্রেমঃ প্রাপকঃ ।

পারে না । সেই এই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবৎ শব্দ দ্বারা বাচ্য  
কিন্তু লক্ষ্য নহে ॥ ১৪ ॥

এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিতেছেন । যেমন গঙ্গাশব্দ নদীবিশেষের  
বাচক তদ্রূপ ভগবৎ শব্দ ব্রহ্মের বাচক মাত্র, তট শব্দের  
ন্যায় লক্ষক নহে অর্থাৎ তট শব্দ যেমন নদীকে লক্ষ্য করে  
তাহার ন্যায় ভগবৎ শব্দ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে না ॥ ১৫ ॥

এই প্রকার হইলে অক্ষর সাম্য প্রযুক্ত ব্রহ্ম ও ভগবানে  
সমতা বলিতে হইবে ।

যাহা হউক, এক্ষণে বেদান্ত বিশেষের মতকে আশ্রয়  
করিয়া এবং রুটি বৃত্তিকেও অবলম্বন করিয়া ভগ প্রভৃতি শব্দ  
সকলের অর্থ বলিতেছেন যথা ॥ ১৬ ॥

সম্ভর্তা শব্দের অর্থ স্বীয় ভক্তসকলের পোষক, ভর্তা  
শব্দে ধারক অর্থাৎ স্থাপক । নেতা শব্দে স্বীয় ভক্তিকলরূপ  
প্রেমের প্রাপক অর্থাৎ প্রাপ্তি করাইয়া দেন । গময়িতা শব্দে

গময়িতা স্বলোকপ্রাপকঃ । অক্টা স্বভক্তেষু তত্তদগুণ-  
সম্যাদগময়িতা । জগৎপোষকত্বাদিকন্তু তস্য পরম্পরায়ৈব  
নতু সাক্ষাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৭ ॥

ঐশ্বর্য্যং সর্ব্ববশীকারিত্বং । সমগ্রস্যোতি সর্ব্বত্রাস্থেতি ।  
বীৰ্য্যং মণিমস্তাদেরিব প্রভাবঃ । যশো বাহ্মনঃশরীরানাং  
সাদগুণ্যখ্যাতিঃ । ক্রীসঃ সর্ব্বপ্রকারা সম্পৎ । জ্ঞানং সর্ব্ব-  
জ্ঞত্বং । বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুনাসক্তিঃ । ইঙ্গনা সংজ্ঞা ॥ ১৮ ॥

অক্ষরসাম্যপক্ষে ভগবানিতি বক্তব্যো মহুপো বলোপ-

স্বীয় লোক ( ধাম ) প্রাপ্ত করান । অক্টা শব্দে স্বীয় ভক্ত  
সকলে তত্তৎ গুণ সকল বোধ করান । জগৎ পোষকত্বাদি  
পরম্পরারারা হইয়া থাকে, তিনি সাক্ষাৎ করেন না, ইহা  
জানিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ সর্ব্ববশীকারিত্ব । সমগ্র এই পদ ঐশ্ব-  
র্য্যাদি ছয়টির সহিত অন্বয় হইবে । বীৰ্য্য শব্দের অর্থ মণিমস্তা-  
দির ন্যায় প্রভাব, যশঃ শব্দের অর্থ বাক্য, মন ও শরীরের  
সাদ্গুণ্যখ্যাতি । ক্রীশব্দে সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ । জ্ঞানশব্দে  
সর্ব্বজ্ঞত্ব, বৈরাগ্যশব্দে প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি । ইঙ্গনা  
শব্দে নাম ॥ ১৮ ॥

অক্ষরের সমতা পক্ষে ভগবান্ এই শব্দ প্রয়োগ করিতে  
হয়, কিন্তু তাহা যে উক্ত হয় নাই, ইহার কারণ এই যে



ছান্দসঃ । সম্ভর্ত্তেত্যাদিষু সম্ভর্ত্ত্বাদিশ্বেব তাৎপর্যং । যথা  
সুপ্তিঙন্তচয়ো বাক্যমিত্যত্র পচতি ভবতীত্যস্য বাক্যস্য  
পাকো ভবতীত্যর্থঃ ক্রিয়তে । যথাবা সন্তায়ামস্তি ভবতী-  
ত্যত্র ধাত্বর্থ এব বিবক্ষিতঃ

তদেকমেব ভগবানিত্যত্র মহুবর্থে যোজয়িতুং শক্যতে ॥১৯  
প্রকারান্তুরেণ ষড়্‌ভগান্ দর্শয়তি জ্ঞানশক্তিতি ।  
জ্ঞানমন্তঃকরণস্য, শক্তিরিন্দ্রিয়াণাং, বলং শরীরস্য ।  
ঐশ্বর্যবীৰ্য্যে ব্যাখ্যাতে । তেজঃ কান্তিঃ । অশেষতঃ সাম-

ছান্দস সূত্রে মহুপের বকার লোপ হইয়াছে ।

সম্ভর্ত্তা ইত্যাদিতে সম্ভর্ত্ত্বাদি ইহাই তাৎপর্য । যেমন  
সুপ্তিঙন্ত সমূহ বাক্য, এস্থলে পচতি ভবতি এই কাক্যের  
পাক হইতেছে এই রূপ অর্থ করিয়া থাকেন । অথবা সন্তা  
মাত্র অর্থে অসদাত্ম ও ভূদাত্মর প্রয়োগ অস্তি ও ভবতি অর্থাৎ  
আছে ও হইতেছে, এ স্থলে যেমন কেবল ধাত্বর্থমাত্রই  
বক্তার তাৎপর্য তদ্রূপ ভগবান্ এই স্থলে পণ্ডিতগণ মহুপের  
অর্থ যোজনা করিতে সমর্থ হয়েন না ॥ ১৯ ॥

অতএব অন্য প্রকারে ভগবৎশব্দের অর্থসকল দেখাইতে-  
ছেন যথা ॥

জ্ঞান অন্তঃকরণের, শক্তি ইন্দ্রিয়সকলের, বল শরীরের ।  
ঐশ্বর্য ও বীৰ্য্য পূর্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । তেজঃ শব্দে  
কান্তি । অশেষতঃ শব্দের অর্থ সমগ্ররূপে । ভগবৎশব্দের

শ্রোণেত্যর্থঃ । ভাগবচ্ছব্দ বাচ্যানীতি ভগবতো বিশেষ-  
ণান্যেবৈতানি নতুপলক্ষণানীত্যর্থঃ । অত্র ভগবানীতি  
নিত্যযোগে মতুপ্ ॥ ২০ ॥

অথ তথাবিধভগবদ্রূপপূর্ণাবির্ভাবঃ তত্ত্বং পূর্ববজ্জীবাদি-  
নিম্নত্বেন ক্ষুরদ্বা প্রতিপাদ্যমানং বা পরমাত্মেতি শব্দ্যত  
ইতি । যদাপোতে ব্রহ্মাদিশব্দা প্রায়োমেথাহর্থেষু  
বর্তন্তে তথাপি তত্র সঙ্কেতপ্রাধান্যবিবক্ষয়েদমুক্তং ॥ ১ ॥

২. ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ২১ ॥

এবমেব প্রশ্নোত্তরাভ্যাং বিবৃণোতি ।

বাচ্য এই পদের অর্থ ইহারা সকল ভগবানের বিশেষণ, কিন্তু  
উপলক্ষণ নহে ভগবান্ এই স্থলে নিত্যযোগে মতুপ্ হই-  
য়াছে ॥ ২০ ॥

অন্তের উক্ত প্রকার ভগবদ্রূপের পূর্ণাবির্ভাব রূপ সেই  
তত্ত্বকেই পূর্বের ন্যায় জীবাদির নিম্নত্ব রূপে ক্ষুণ্ণ হও-  
রাতে অথবা প্রতিপাদ্যমান অর্থাৎ জ্ঞাপনের বিষয় হওয়াতে  
পরমাত্মা বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । যদিও এই ব্রহ্মাদি শব্দ-  
সকল প্রায় পরস্পর অর্থ সকলে বর্তমান হইয়াছে, তথাপি  
সেই সেই ব্রহ্মাদি স্থলে সঙ্কেত প্রাধান্য কথনেচ্ছায় এই রূপ  
উক্ত হইয়াছে । এই সকল বিষয় প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে  
শ্রীসূত বলিয়াছেন ॥ ২১ ॥

এই প্রকার প্রশ্নোত্তর দ্বারা ১১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৫।৩৬

রাজোবাচ ॥

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।

নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যুয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ ॥

স্থিত্যন্তুবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য

যৎস্বপ্নজাগরত্ববুদ্ভিষু সত্বহিচ্চ ॥

দেহেন্দ্রিয়াত্মহৃদয়ানি চরন্তি যেন

সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ২২ ॥ ২ ॥

অত্র প্রশ্নস্যার্থঃ ।

নারায়ণাভিধানস্য ভগবতঃ ব্রহ্মৈতি পরমাত্মৈত্যাदि-

শ্লোকে বিস্তার করিতেছেন যথা ॥

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করিলেন হে ঋষিগণ ! আপনারা ব্রহ্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, অতএব নারায়ণ নামক পরমাত্মা পর-  
ব্রহ্মের কিরূপ নিষ্ঠা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কি আমাকে উপ-  
দেশ করুন ॥

পিপ্পলায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র ! যিনি এই জগতের সৃষ্টি  
স্থিতি প্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি স্বপ্ন জাগ্রৎ  
স্বষুপ্তি কালে ও সমাধিতে সাক্ষ্যে বর্তমান, আর দেহ ইন্দ্রিয়  
মনঃ ইহারা যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে তাঁহা-  
কেই পরমতত্ত্ব বলিয়া জানিবা ॥ ২২ ॥ ২ ॥

উক্ত স্থলে প্রশ্নের এই অর্থ ॥

প্রসিদ্ধতৎসমুদায়তৃতীয়তয়া পাঠাৎ । ( স্বাংশেন বিষ্ণুঃ  
পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ । ) ইত্যত্র তৎসমা-  
নার্থত্বাৎ । নারায়ণস্বমিত্যাদৌ বক্ষ্যমাণনিকৃষ্টানুসারাচ্চ ) ।  
নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিত্যে ইত্যাদৌ স্পষ্টী-  
ভাবিত্বাচ্চ । নিষ্ঠাং তদ্বং ॥ ২৩ ॥

প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরমাহ স্থিতীতি যৎ স্থিত্যাদিহেতু-

নারায়ণনামক ভগবানের ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ইত্যাদি  
বলিয়া যে সকল নাম প্রসিদ্ধ আছে তৎসমুদায়ের তৃতীয়  
পাঠ হেতু । স্বসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্মাণ-  
পূর্বক অংশরূপে তাহাতে প্রবেশ করত আদিদেব নারায়ণ  
পুরুষ সংজ্ঞা ধারণ করিয়াছেন । ইহা একাদশস্কন্ধের ৪  
অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের অর্থের সহিত সমানার্থ প্রযুক্ত, নারা-  
য়ণস্ব মিত্যাदि দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ সিন্ধাস্ত হেতু  
নারায়ণে তুরীয়াখ্যে অর্থাৎ তুরীয় নারায়ণ রূপ ভগবৎ শব্দ  
শব্দিত আমাতে যে যোগী মন ধারণ করেন, তিনি মদ্ধর্শ্ম-  
বিশিষ্ট হইয়া বশিত্ব প্রাপ্ত হইবেন ।

এই বিষয় একাদশস্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে স্পষ্ট  
হইবে, এ প্রযুক্ত নারায়ণ শব্দ ভগবান্কেই লক্ষ্য করিয়াছে ।  
নিষ্ঠা শব্দের অর্থ তদ্বং ॥ ২৩ ॥

প্রশ্নক্রমে উত্তর করিতেছেন যথা স্থিতীতি । যিনি  
স্থিত্যাদির হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি জাগ্রৎ প্রভৃতিতে

রহেতুশ্চ ভবতি যচ্চ জাগরাদিষু সদ্বহিষ্চ ভবতি বেনচ  
 দেহাদৌনি সংজীবিতানি সন্তি চরন্তি । তদেকমেব পরং  
 তদ্বৎ প্রশ্নক্রমেণ নারায়ণাদিরূপং বিদ্বীতি যোজনীয়ং ॥২৪  
 তথাপি ব্রহ্মত্বস্পষ্টীকরণায় বিপর্যয়েণ ব্যাখ্যায়তে ।  
 তত্রৈকসৈব বিশেষণভেদেন তদবিশিষ্টত্বেনচ প্রতিপাদ-  
 নাং তথৈব তত্তত্বপাসকপুরুষানুভবভেদাচ্চাবির্ভাবনান্নো-  
 র্ভেদ ইত্যন্তরবাক্যতাৎপর্যং ॥ ২৫ ॥

এতদ্বক্তং ভবতি । স্বয়মহেতুঃ স্বরূপশক্ত্যেকবিলাসময়-

ও সমাধিতে সক্রপে বর্তমান আছেন । আর যাঁহার দ্বারা  
 দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, এই সকল জীবিত থাকিয়া নিচরণ করে  
 সেই এক পরম তত্ত্বকে প্রশ্ন ক্রমে নারায়ণাদিরূপ জানিবা ।  
 ইহাই যোজনা করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

তথাপি ব্রহ্মকে স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত বিপর্যায়রূপে  
 ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা ॥

তন্মধ্যে একেরই বিশেষণভেদ ও তাঁহার বিশিষ্টত্ব প্রতি-  
 পাদন হেতু এবং সেই রূপই তত্তত্বপাসক পুরুষের অনুভব-  
 ভেদাধীন, আবির্ভাব ও নামের ভেদ হইয়াছে । ইহাই উত্তর  
 বাক্যের তাৎপর্য্য ॥ ২৫ ॥

ইহাদ্বারা ইহাই বলা হইল, যথা—

স্বরূপশক্তির এক বিলাসমরূপ প্রযুক্ত যিনি স্বয়ং  
 অহেতু হইয়াছেন । স্থিত্যদি বিষয়ে উদাসীন হইয়াও যিনি

ত্বেন তত্রোদাসীনমপি প্রকৃতিজীবপ্রবর্তকাবস্থাপরমাত্মা-  
পরপর্যায়স্বাংশলক্ষণপুরুষদ্বারা বদস্য সর্গস্থিত্যাদিহেতু-  
র্ভবতি তদুপলক্ষণং বিদ্ধি ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মতা চৈবমুপতিষ্ঠতীত্যাহ পুনস্তেনৈব যেন হেতু-  
কর্তা আত্মাংশভূতজীবপ্রবেশনদ্বারা সংজীবিতানি সন্তি  
দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি প্রধাদিসর্বাণ্যেব তদ্বানি  
যেনৈব প্রেরিততয়ৈব চরন্তি স্বস্বকার্যে প্রবর্তন্তে তৎপর-  
মাত্মরূপং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

তথাচ । তস্মৈ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মেন । ইত্যত্র  
বরুণকৃতশ্রীকৃষ্ণস্তুতি । টীকাচ । পরমাত্মনে সর্বজীবনিস্ত্রে

প্রাকৃত ও জীবের প্রবর্তক অবস্থায় পরমাত্মার অন্যপর্যায়ের  
নিমিত্ত স্বীয় অংশস্বরূপ পুরুষদ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিত্যা-  
দির হেতু হইয়াছেন, তাঁহাকেই ভগবদ্রূপ বলিবে ॥ ২৬ ॥

পুনরায় সেই প্রকারেই যিনি হেতুকর্তা । ঐহার আত্মাংশ  
ভূত জীবরূপে প্রবেশ দ্বারা দেহাদি এবং দেহাদি উপলক্ষিত  
প্রকৃতি প্রভৃতি তদ্বনকল সংজীবিত হইয়াছে এবং ঐহা  
কর্তৃক প্রেরিত হইয়া চরিত অর্থাৎ স্বস্ব কার্যে প্রবৃত্ত হই-  
তেছে । তাঁহাকেই পরমাত্মরূপ বলিয়া জানিবা ॥ ২৭ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ॥

তুমি ভগবান্, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার । দশম  
স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে বরুণকৃত এই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিতে শ্রীধর-

ইত্যেযা । জীবস্যাভ্যুত্থং তদপেক্ষয়া তস্য পরমাত্মাহ্মমিত্যতঃ  
পরমাত্মশব্দেন তৎসহযোগী স এব ব্যজ্যতে ইতি । তদ-  
বশিষ্টত্বেন ব্রহ্মত্বমাত্রং চৈবমুপতিষ্ঠতীত্যাহ স্বপ্নেতি ।  
জাগরে স্বপ্নে সুষুপ্তৌচ যৎ সৎ অস্থিতং তদ্বহিঃ সমাধ্যা-  
দৌচ বদবশিষ্টং চিন্মাত্রত্বেন প্রকাশমানং ॥ ২৮ ॥

যদ্যপি । জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিরুভয়ঃ । তাঙ্গাং  
বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ । ইতি দর্শনেন  
শুদ্ধ জীব স্বরূপমেবাত্রোপস্থিতং ভবতি তথাপ্যত্র ন

স্বামী টীকাতে বলিয়াছেন, পরমাত্মা শব্দের অর্থ সমস্তজীবের  
নিয়ন্তা । এই রূপ ব্যাখ্যায় জীবের আত্মত্ব এবং জীব অপেক্ষা  
তঁাহার পরমাত্মত্ব, অতএব পরমাত্মশব্দ দ্বারা তিনি জীবের  
সহযোগী ইহাই প্রকাশ হইতেছে । আর ভগবান্ ও পরমাত্মা  
এই দুইয়ের অবশিষ্টতা প্রযুক্ত কেবল ব্রহ্মত্বই উপস্থিত হই-  
তেছে, এই বিষয় বলিতেছেন “স্বপ্নেতি” । যিনি জাগরণ,  
স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি কালে অস্থিত (যুক্ত) তিনিই সমাধিতে  
অস্থিত, অতএব যিনি অবশিষ্ট অর্থাৎ কেবল চৈতন্যরূপে  
প্রকাশমান, তঁাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ২৮ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন বুদ্ধির বৃত্তি বটে, কিন্তু  
স্বাভাবিক বৃত্তি নহে, ইহারা মন্থ রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য  
মাত্র, আর জীব তাহাদিগের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান, সুতরাং সে  
সকল হইতে ভিন্ন হয়েন । এই একাদশস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ের

তন্মাত্রং বিবক্ষিতং কিন্তুন্তুভূতজীবাখ্যাশক্তিকং পূর্ণ-  
চিদ্রূপমেব বিবক্ষিতং ॥ ২৯ ॥

যত্র পূর্ণং বস্তু দর্শয়িতুং ন শকাতে তত্রৈকদেশনির্দেশে-  
নৈবোদ্दिश्यते । অঙ্গুণ্যাগ্রে সমুদ্রোহয়গিতিবৎ । ব্রহ্মহ-  
গ্রহণং চাভেদদৃষ্ট্যেব স্যাদিতি তদভেদনির্দেশশ্চাত্রোপ-  
যুক্ত এব । এবমন্যত্রোপ্যভয়ো বিবেচীয়ঃ । যদি ভেদো-  
ক্তোপনীয়স্তদা স্বপ্নাদৌ বদন্বয়েন স্থিতং যচ্চ তদ্বহিঃ শুদ্ধা-  
য়াং জীবাখ্যশক্তৌ তথা স্থিতং চকারাং ততঃ পরত্রাপি

২৬ শ্লোকের উক্তি হেতু এ স্থলে শুদ্ধ জীবস্বরূপ উপস্থিত  
হইলেও তথাপি জীবমাত্রই নহে, কিন্তু অন্তর্ভূত জীবাখ্যাশ-  
ক্তিকেই এ স্থলে পূর্ণ চিদ্রূপেই কহিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

যে স্থলে পূর্ণ বস্তুকে দেখাইতে সমর্থ না হয়েন, সে স্থলে  
একদেশের নির্দেশদ্বারাই উদ্দেশ্য করিয়া থাকেন । যেমন এই  
সমুদ্রে বলিয়া অঙ্গুলির অগ্রদ্বারা নির্দেশ করেন, তদ্রূপ, এস্থলে

ব্রহ্মের সহিত জীবাখ্যার অভেদ নির্দেশ উপযুক্তই হই-  
য়াছে । এই প্রকার অন্যত্রও অভেদনির্দেশ বিবেচনা করিতে  
হইবে । যদি ভেদ জানাইবার আবশ্যক হয় তবে স্বপ্নাদিতে  
যিনি অন্বয়দ্বারা স্থিত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার বাহিরে  
অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাখ্য শক্তিতে তদ্রূপভাবে অবস্থিত । চকার  
প্রয়োগ হেতু তাহার পরেও যিনি ব্যতিরেকদ্বারা অবস্থিত



ত্ৰাপি ব্যতিৰেক্ষণ স্থিতং স্বয়মবশিষ্টমিতি ব্যাখ্যেয়ং  
তদৈবং যং ত্ৰিবিধত্বেনৈবাবিৰ্ভবতি তৎপৰমেব তদ্ব্যগবৈ-  
হীতি ॥ ১১ ॥ ৩ ॥ শ্ৰীনারদঃ ॥ ৩০ ॥

ইদমেব ত্ৰয়ং সিদ্ধিপ্রসঙ্গেহপ্যাহ ত্ৰিভিঃ—

বিক্ষৌ ত্ৰাধীশ্বরে চিত্তং ধাৰয়েৎ কালবিগ্রহে ।

স ঈশিত্বসনাপ্নোতি ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰজ্ঞচোদনং ।

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতৈ ।

মনো মযাদধদেযোগী মদ্বর্গাবশিতামিয়াৎ ।

এবং যিনি স্বয়ং অবশিষ্ট, তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা  
করিবে। অতএব এই প্রকারে যিনি ত্ৰিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্ম  
আত্মা ও ভগবান্ নামে আবির্ভূত হইলেন তাহাকেই পরমতত্ত্ব  
বলিয়া অবগত হইবা। এই বিষয় একাদশস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে  
পিপ্পলায়ন বলিয়াছেন। এই সমুদায় নারদের উক্তি ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনকেই সিদ্ধিপ্রসঙ্গেও ১১  
স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৫। ১৬। ১৭। এই তিন শ্লোকে  
ভগবান্ উক্তবের প্রতি বলিয়াছেন যথা ।

কালকলয়িতা ত্ৰিগুণমায়াধীশ্বর বিষ্ণুরূপ আমাতে যে  
ব্যক্তি মন ধারণ করেন, তিনি উপাধির সহিত জীবের রচয়িতা  
রূপ ঈশিত্ব প্রাপ্ত হইবেন ॥

তুরীয় নারায়ণরূপ ভগবৎশব্দে শব্দিত আমাতে যে যোগী  
মন ধারণ করেন, তিনি মদ্বর্গাবশিষ্ট হইয়া বশিত্ব প্রাপ্ত হইবেন ॥

নিগুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ ।

পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোহবসীয়তে ॥ ৩ ॥

টীকাচ । ত্র্যধীশ্বরে ত্রিগুণমায়া নিয়ন্তরি । অতএব কাল-  
বিগ্রহে আকলয়িতরূপে অন্তর্ধামিনি । তুরীয়াখ্যে—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেতু্যপাধ্যঃ । ঈশস্য যন্ত্রি-  
ভিহীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ । ইত্যেবংলক্ষণে । যদ্বাং

ভগ ইতীক্ষনা তদ্বতি ভগবচ্ছব্দশব্দিতৈ ইত্যেবা ॥ ৩১ ॥

১৫ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৩ ॥

অথ বদন্তীত্যাদ্যস্য প্রত্যবস্থাপনং যাবত্ ত্রীয়াসন্দর্ভমুদ্ভা-

নিগুণ ব্রহ্মরূপ আমাতে যিনি নিঃশূল মন ধারণ করেন,  
তিনি ক্ষুৎ পিপাসাদি ষড়্‌গুণি রহিত হইয়া যথায় কামের অব-  
সান হয়, তাদৃশ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যে, ত্র্যধীশ্বর অর্থাৎ ত্রিগুণ মায়ায়  
নিয়ন্তা, অতএব কালবিগ্রহ, কালকলয়িতা, অন্তর্ধামী ও  
তুরীয়াখ্য । তুরীয়াখ্যের অর্থ এই যে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও  
কারণ অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ এই তিনটি  
ঈশ্বরের উপাধি, যিনি এই তিনটি বর্জিত তাঁহার নাম তুরীয় ।  
সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র বলঃ, সমগ্র সম্পৎ, সমগ্র  
জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য, এই ছয়টির নাম ভগ । যিনি এই সমু-  
দায় বিশিষ্ট তিনিই ভগবৎশব্দের বাচ্য ॥ ৩১ ॥

অনন্তর ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের “বদন্তীতি” এই আদ্য শ্লোকের

ব্যতে । তত্র যোগ্যতাবৈশিষ্ট্যেনাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং বক্তুং  
ব্রহ্মাবির্ভাবে তাবদযোগ্যতামাহ ।

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোধুর্মহত্যমলান্তরাভিঃ ।  
অবিক্রিয়াং স্বানুভবাদরূতো হনন্যবোধ্যাত্মতয়া নচান্যথা ॥৪॥

যদ্যপি ব্রহ্মত্বে ভগবত্ত্বেচ দুজ্জৈয়ত্বমুক্তং তথাপি, হে  
ভূমন্ স্বরূপেণ গুণেনচ অনন্ত আবিষ্কৃতসর্বগুণস্বরূপতয়া  
পরিপূর্ণপ্রকাশ । অগুণস্যানাবিস্কৃতস্বরূপভূতগুণস্য সতন্তে

তৃতীয় সন্দর্ভপর্যন্ত স্থাপন করিব, তন্মধ্যে যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য  
বলিবার নিমিত্ত ব্রহ্মের আবির্ভাবের যোগ্যতা কহিতেছেন ।

যথা দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীভগ-  
বান্কে বলিয়াছেন ॥

হে অপরিচ্ছিন্ন ! যদিও সগুণ নিগুণ উভয়ই অবিশেষে  
দুজ্জৈয়, তথাপি প্রত্যাহত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা অগুণের মহিমা  
মহজে জ্ঞান গোচর হইবার সম্ভব, যে হেতু আত্মাকার অন্তঃ-  
করণের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে । বিশেষাকাররহিত হও-  
য়াতে ঐ আত্মাকারতা অসম্ভব নহে । পরন্তু যদিও অন্তঃকরণ  
সাক্ষাৎকারের বিষয়, তথাপি ফলবিশেষ না হওয়াতে অনা-  
ত্মত্ব প্রসক্তি নাই । প্রভো ! স্বপ্রকাশত্বহেতু উহার স্ফূর্তি  
হইয়া থাকে, অন্য প্রকার হইলে তাহা হইত না ॥ ৪ ॥

যদিচ ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ব উভয়ই দুজ্জৈয়ত্ব বলিয়া উক্ত হই  
য়াছে, তথাপি হে ভূমন্ ! অর্থাৎ আবিষ্কৃত সর্বগুণস্বরূপযুক্ত

তব যো মহিমা মহত্ত্বং বৃহত্ত্বং ব্রহ্মত্বমিতি যাবৎ । অথ  
কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি শ্রুতেঃ । স তব  
মহিমা অমলান্তরাত্মাভিঃ প্রত্যাহতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শুদ্ধান্তঃ-  
করণৈর্জনৈর্বিবোধুং বোধগোচরীভবিতুমর্হতি তেষাং  
বোধে প্রকাশিতুমর্হতি সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ । কস্মা-  
ন্নিমিত্তান্তব্রাহ্ম স্যানুভবাৎ ( শুদ্ধত্বম্পদার্থস্য বোধাত্ )  
শুদ্ধাত্মাকারান্তঃকরণসাক্ষাৎকারাৎ । নহন্তঃকরণমপি  
সবিকারমেব বিষয়ীকরোতীতি কং হনাকং হনং হন্য অত  
আহ অবিক্রিয়াদिति । বিক্রিয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারস্তুদ্রহি-  
তাৎ । দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারপরিত্যাগ এবাত্মাকারতৈত্যর্থঃ ।  
নহন্তঃকরণসাক্ষাৎকারবিষয়ত্বেনাপ্যনাত্মত্বং প্রসজ্জত

আপনি পরিপূর্ণ প্রকাশ । আপনি অগুণ অর্থাৎ গুণ প্রকাশ  
করেন নাই একারণ আপনার মহিমা অর্থাৎ মহত্ত্ব । মহত্ত্বের  
অর্থ বৃহত্ত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মত্ব । যাঁহারা অমলান্তরাত্মা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়  
সকলকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই  
ঐ ব্রহ্মত্ব বোধের বিষয় হইয়া থাকেন । যদি বলেন অন্তঃ  
করণও সবিকার পদার্থকেই বিষয় করে তবে কি প্রকারে  
অন্তঃকরণের তদাকারতা হইবে, ইহার উত্তর এই যে, অবি-  
ক্রিয় অর্থাৎ বিক্রিয়া শব্দে ইন্দ্রিয়াদির আকার তাহার অভাব  
হেতু অন্তঃকরণের আত্মাকারতা হয় । দেহেন্দ্রিয়াদির আকার  
পরিত্যাগকেই আত্মাকারতা বলে ।

যদি বলেন অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকারের বিষয় হইলে অনাত্মত্ব

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

— ০ঃ\*ঃ০ —

শ্রীশ্রীপূজাপাদ-জীকগোষামিপ্রণীতঃ

— — —

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানুদিতঃ

— — —

শ্রীরামবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেন

সংগৃহীতং অনুদিতং সংশোধিতক ।

— — —

শ্রীরামদেবমিশ্রেন—

প্রকাশিতং ।

দ্বিতীয়সংস্করণ—

— — —

যুর্ণিদাবাদ ।

হরিতক্টিপ্রদায়িনী সত্য—বহরমপুর-রাধারমণকর্ত্তে

শ্রীব্রজনাথমিশ্র-প্রণ্টারেণ

মুদ্রিতং ।

— — —

সন ১৩২৫ সালে । মাঘে ।



তত্রাহ অরূপত ইতি । রূপাতে ভাব্যতে ইতি রূপো  
বিষয়ঃ । অবিষয়াৎ তদাকারতারাহিতাৎ । ( ৭ ) বৃত্তিবিষ-  
য়ত্বমেবাত্মনো নতু ফলবিষয়ত্বঃ অতো নাযং দোষ ইতি  
ভাবঃ । বৃত্তির্হি বর্ত্তমানমাত্রং ফলন্তু তত্তদ্বৈদাকারতয়ৈব ।  
ননু কথমাত্মাকারান্তঃকরণে ভগবৎস্বরূপভূতম্য ব্রহ্মণঃ  
স্ফূর্ত্তিঃ । তত্রাহ । অনন্যবোধাত্মতয়া চিদাকারতাসাম্যেন  
স্বশুদ্ধাত্মৈক্যভাবনাবোধাস্বরূপতয়া । তথা চিস্তনে স্বাত্মনি  
স্বয়মেন তৎ প্রকাশত ইত্যর্থঃ ।

যদ্যপি তাদৃগাত্মানুভবানন্তরং তদনন্যবোধ্যতী-  
কৃতৌ সাধকশক্তির্নাস্তি তথাপি পূর্বাং তদর্থমেব কৃতয়া

প্রসঙ্গ হয়, ইহার উত্তর এই যে “অরূপতঃ” অর্থাৎ রূপ-  
শব্দের অর্থ বিষয়, সেই বিষয়বাহিভূত হেতু অনাত্মত্ব-প্রসঙ্গ  
হয় না । আত্মার বৃত্তিবিষয়ত্বই হইয়া থাকে, ফলবিষয়ত্ব হয়  
না, অতএব ইহা দোষ নহে । বৃত্তি শব্দের অর্থ কেবল বর্ত্ত-  
মান মাত্র, আর ফল শব্দের অর্থ তত্তদ্বৈদের আকারস্বরূপ  
অর্থাৎ বিষয়াকার চিদাভাসের অহঙ্কারযুক্তকেই ফল বলে ।  
অপর যদি বলেন আত্মস্বরূপ অন্তঃকরণে কি প্রকারে ভগবৎ-  
স্বরূপবিশেষ ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে ? তাহাতে উত্তর  
এই যে, অনন্যবোধাত্ম প্রযুক্ত অর্থাৎ চিদাকারের সমতা  
দ্বারা স্থায়ী শুদ্ধ আত্মার ঐক্য ভাবনার বোধযোগ্য স্বরূপ

( + ) অত্রায়মতিরিক্তঃ পাঠোহপি দৃশ্যতে যথা— “দেহদয়াবেশবিষয়াকার-  
তারাহিতৌ সতি স্বয়ং শুদ্ধব্রহ্মদার্থঃ প্রকাশতে ইতি ভাবঃ । ননু স্বস্মচ্চিদ্রূপব্রহ্ম-  
দার্থানুভবে কথং পূর্ণচিদাকাররূপমদীয়ব্রহ্মস্বরূপং স্ফুরতু তত্রাহ, অনন্য-  
বোধাত্মতয়া, চিদাকারতাসাম্যেন শুদ্ধব্রহ্মদার্থৈক্যবোধাস্বরূপতয়া ।” অতঃপরঃ  
“যদ্যপি” ইত্যাদি মূলপাঠঃ ।

সৰ্ব্বত্রাপ্যুপজীব্যয়া। সাধনভক্ত্যারাধিতস্য শ্রীভগবতঃ  
প্রভাবাদেব তদপি তত্রোদয়ত ইতি ভাবঃ ॥

যত্ন বদন্তীত্যস্যানন্তরং “তচ্ছুদ্ধানাং মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্য  
যুক্তয়া” ইতি পদ্যে সামান্যেন তত্তত্ত্বং ভক্ত্যেব গৃহ্যতে  
ইত্যুক্তং, তৎ খলু ভক্তিং বিনা তথাভূতব্রহ্মানুভবোহপি  
ন সম্ভবেদিত্যেবং বিবক্ষিতং । কিন্তু তদনুভবে সাধনা-  
গ্নিকৈব সা জ্ঞেয়া ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তঃ ॥ ৩২ ॥

হেতু তদ্রূপ চিন্তা করাতে স্বীয় অন্তঃকরণে ব্রহ্ম স্বয়ংই  
প্রকাশ পাইয়া থাকেন । যদিচ আত্মার ঐ প্রকার অনু-  
ভবের পর, তাঁহার অনন্যবোধ্যতা-করণে সাধকের শক্তি নাই,  
তথাপি পূর্বের তরোধের নিমিত্ত সৰ্ব্বত্রই উপজীব্য-স্বরূপ  
সাধনভক্তি দ্বারা আরাধিত শ্রীভগবানের প্রভাবাধীন সেই  
ব্রহ্মের তাহাতে উদয় হইয়া থাকে । এই বিষয় ১ স্কন্ধের  
২ অধ্যায়ে বদন্তীতি পদ্যের পর “তচ্ছুদ্ধানাং” অর্থাৎ যে সকল  
শ্রদ্ধাশালিদিগের বেদান্ত শ্রবণদ্বারা জ্ঞান এবং বৈরাগ্য যুক্ত  
ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই তদ্বারা আপনাতে সেই তত্ত্ব  
দেখিতে পান । এই দ্বাদশ শ্লোকে সামান্য রূপে সেই তত্ত্ব  
কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য হয়, ইহাই উক্ত হইল । অতএব  
ভক্তিব্যতিরেকে তদ্রূপ ব্রহ্মের অনুভবও সম্ভব হয় না, ইহাই  
কথনেচ্ছার বিষয় হইল, । কিন্তু ইহার অনুভবকরণ বিষয়ে  
সাধনাত্মিকা ভক্তিকেই মুখ্য কারণ জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥



তাদৃশাবির্ভাবো যথা সাদ্ধেন—

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং

শুক্রং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বং ।

শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো

মায়া পরৈত্যাভিমুখেচ বিলজ্জমানা ॥

তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো

ব্রহ্মৈতি যদ্বিছুরজস্রস্বথং বিশোকং ॥ ৫ ॥ (ভা ২।৭।৪৭)

অজস্রং নিত্যঞ্চ তৎ স্বথং চেতি অজস্রস্বথং বিশোকঞ্চ

যৎ তদ্ব্রহ্মৈতি বিছুরিত্যশ্বয়ঃ । অজস্রস্বথত্বে হেতুঃ—

উক্ত প্রকার আবির্ভাব ২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে সার্ক ৪৬  
শ্লোকে নারদের প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন যথা—

বৎস ! মুনিগণ ঐহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহাই সেই ভগ-  
বানের রূপ, তাহাই নিত্য স্বথ স্বরূপ, তাহাতে শোকের  
লেশমাত্র নাই, সর্বদা প্রশান্ত, অভয় এবং ভেদশূন্য, ফলতঃ  
তঁাহার রূপ, বিষয় ও করণের সম্বন্ধশূন্য, নির্মল জ্ঞানমাত্র, সেই  
জ্ঞানও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শব্দব্যাপার তঁাহার  
বোধক নহে, অপর তঁাহাতে চতুর্বিধ উৎপত্ত্যাতি ক্রিয়া-  
ফলও কিছুই নাই, আর মায়াও তঁাহার অভিমুখে অবস্থিতি  
করিতে লজ্জিতা হইয়া দূরে প্রস্থান করেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য । অজস্র শব্দের অর্থ নিত্য । যিনি নিত্য স্বথ-  
স্বরূপ, ঐহাতে শোকের লেশমাত্র নাই, মুনিগণ তঁাহাকেই

শশ্বৎ সদা প্রশান্তং নিত্যমেব ক্ষোভরহিতং । বিশোকহে  
 হেতুঃ-অভয়ং, কুতঃ যতঃ সমং ভেদশূন্যং । দ্বিতীয়াদৈ  
 ভয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ । তৎ কুতঃ-প্রতিবোধমাত্রং  
 জ্ঞানৈকরসং । ননু জ্ঞানস্যাপি নীলাদ্যাকারত্বেন চক্ষুরাদি-  
 করণভেদেনচ ভেদো দৃশ্যতে ন শুদ্ধং নির্মলং তৎ কুতঃ  
 সদসতঃ পরং বিষয়করণসম্বন্ধশূন্যং কারণকার্য্যবর্গা-  
 ছুপরিস্থিতং । তাদৃশপ্রতিবোধমাত্রত্বাদেব নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ পুরু

ব্রহ্ম বলিয়া জানেন । তাঁহার নিত্য স্তব্ধত্বের প্রতি হেতু এই  
 যে, শশ্বৎ শব্দের অর্থ সদা । তিনি সর্বদা প্রশান্ত অর্থাৎ  
 নিত্য ক্ষোভরহিত । বিশোকহেতুর প্রতি হেতু এই যে, তিনি  
 অভয় অর্থাৎ ভয়রহিত । যদি বলেন অভয় কি প্রকারে হয়,  
 তাহার প্রতি হেতু এই যে, তিনি সম অর্থাৎ ভেদশূন্য ।  
 কারণ দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থাকে । এই বিষয় শ্রুতিতে  
 বর্ণিত আছে । যদি বলেন অভয় কি প্রকারে হয়, তাহার  
 কারণ, এই, তিনি প্রতিবোধমাত্র অর্থাৎ জ্ঞানের এক রস-  
 স্বরূপ । যদি বলেন, নীলাদি আকারত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানেরও ভেদ  
 দৃষ্ট হয়, ইহা বলিতে পারেন না । তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্মল ।  
 যদি বলেন তিনি নির্মল কি রূপে হইলেন, তাহার প্রতি  
 কারণ এই । তিনি সৎ ও অসৎ হইতে পর অর্থাৎ শব্দস্পর্শ  
 রূপাদি ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধশূন্য । অপর তিনি ঐ প্রকার প্রতি-  
 বোধ অর্থাৎ অনুভবমাত্র প্রযুক্ত নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁহাকে  
 বোধ করাইবার জন্য “পুরুকারকবান্” অর্থাৎ কর্তৃ কৰ্ম্মাদি

কারকণান্ কর্তৃকশ্মাদিকারকান্বিতঃ ।

তথা ক্রিয়ার্থঃ ক্রিয়ায়া অর্থঃ উৎপত্তিপ্ৰাপ্তিবিকার-  
সংস্কাররূপং চতুর্কিঞ্চ ফলং, তদাত্মকশ্চ শব্দো যত্র  
নাস্তি । প্রতিবোধমাত্রাদিশব্দবোধাত্বে তু ন তন্মাত্রত্বাদি-  
হানিঃ তচ্ছব্দবলাদেবেতি ভাবঃ । কারকোৎপত্তাদ্য-  
ভাবাচ্চ তস্য স্বপস্যাজস্রমপি ব্যক্তং ।

ননুৎপত্তাদ্যভাবেহপি মায়ামলাপকরণেন বিকার্যত্বং  
ম্যাদেব ত্রীহীণামি ন তুষাপকরণেন । ইত্যাশঙ্ক্যাহ ।  
মায়া অভিমুখে যদ্বন্মুগতয়া স্থিতে জীবন্মুক্তগণে স্হাতুং  
বিলজ্জমানেষ যস্মাৎ পঠৈতি দূরতো হপসরতি । যদনু-

বহু কারক বিশিষ্ট, তথা ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ ক্রিয়ার যে অর্থ  
উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কাররূপ চারি প্রকার ফল,  
তৎস্বরূপ কোন শব্দ যাহাতে নাই । প্রতিবোধমাত্রাদি  
শব্দের বোধবিষয় হওয়াতে তৎশব্দের বল পুষুক্ত তাঁহার  
তন্মাত্রের অর্থাৎ পুত্তিবোধ মাত্রত্বাদির হানি হয় নাই ।  
কারক ও উৎপত্তাদির অভাবপুষুক্ত সেই স্থলের অজস্রত্ব  
অর্থাৎ নিত্যত্ব ব্যক্ত হইল । যদি বলেন উৎপত্তাদির অভাব  
হইলেও মায়ার বল দূরীকরণ নিমিত্ত তিনি বিকারী হইবেন,  
যেমন ধান্যাদির ভুস দূরীকরণ দ্বারা বিকারিত্ব প্রকাশ পায়  
তদ্রূপ । এই আশঙ্কায় বলিতেছেন । মায়া সন্মুখে অবস্থিতি  
করিতে লজ্জিতার ন্যায় হইয়া তাঁহার নিকট হইতে  
দূরে পলায়ন করেন । কারণ, যাঁহার অনুভবে আপনার কার্য্য

ভবে সতি সা স্বকার্যা নানুভূয়ত ইত্যর্থঃ ।

নহেতেন তস্য স্বরূপশক্তিরন্যা লক্ষ্যতে । যথাভিভূতা-  
হসৌ পলায়ত ইতি । তৎ কথং তস্য তাদৃশত্বমিত্যাद्या-  
লোচ্যাহ ভগবতঃ পদমিতি । ব্যক্তমচ্চিদানন্দঘনস্য  
ভগবতঃ সামান্যসত্তাকারপ্রকাশরূপত্বেন প্রথমাভিব্যক্তং  
সত্তদভিব্যক্তিস্থানতয়া রূপ্যমিত্যর্থঃ । ততস্তদপ্যস্ফুট-  
স্বরূপশক্তিমৎ । যতএব সধর্ম্মত্বাৎ প্রশান্তাদিবিশেষণভেদা  
বিধিমুখেন বা ব্যাবৃতিমুখেন বা ষট্‌স্তে নান্যথেতি  
ভাবঃ ॥ ২ ॥ ৭ ॥ শ্রীভ্রূক্ষা নারদঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুভব করিতে পারেন না । যদি বলেন এতদ্বারা ভগবানের  
অন্য কোন স্বরূপশক্তি লক্ষিত হইতেছে, কারণ যঁহা কর্তৃক  
অভিভূতা হইয়া মায়া পলায়ন করেন । তবে কি প্রকারে ভগ-  
বানের তাদৃশত্ব অর্থাৎ প্রতিবোধ মাত্রত্ব হইবে, এই আলো-  
চনা পূর্ব্বক কহিতেছেন “ভগবতঃ পদং” অর্থাৎ ব্যক্ত মচ্চি-  
দানন্দঘনস্বরূপ ভগবানের সামান্য সত্তাকার প্রকাশরূপত্ব  
হেতু প্রথম অভিব্যক্ত যে সৎ, তিনি সেই সেই প্রকাশ স্থান  
বলিয়া নিরূপণীয় হইয়াছেন । অতএব তাহাও অস্ফুট শক্তি-  
বিশিষ্ট । যে হেতু সধর্ম্মত্ব ও প্রশান্তত্বাদি ভেদসকল বিধি-  
মুখে অথবা ব্যাবৃতি অর্থাৎ ধণ্ডনমুখে সংঘটিত হয়, অন্য  
প্রকারে হয় না ॥ ৩৩ ॥

ব্যঞ্জিতে ভগবত্ত্বত্তে ব্রহ্ম চ বাজ্যতে স্বয়ং ।

অতোহত্র ব্রহ্মসন্দর্ভোহপ্যবাস্তুরতয়া মতঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ ভগবদবির্ভাবে যোগ্যতামাহ—

ভক্তিয়োগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে ।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণমিতি ( ১ । ৭ । ৪ ) ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যাতমেব ॥ ১ ॥ ৭ ॥ তদিত্থং ব্রহ্মণা চোক্তং—

ত্বং ভক্তিয়োগপরিভাবিতহিংসরোজো, আস্মৈ শ্রুতে-  
ক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং । ইতি ( ভা । ৩ । ৯ । ১১ )

শ্রীসূতঃ ॥ ৩৫ ॥ তদাবির্ভাবমাহ সার্বৈদর্শভিঃ—

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ

ভগবত্ত্ব প্রকাশ হইলে ব্রহ্ম আপনিই প্রকাশ পাইবেন,  
অতএব এস্থলে ব্রহ্মসন্দর্ভও এই ভগবৎসন্দর্ভের অবাস্তুর  
অর্থাৎ ইহারই কিঞ্চিৎ ভেদ বলিয়া মানিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

অনন্তর ভগবানের আবির্ভাবের যোগ্যতা বলিয়াছেন ॥

প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে শ্রীসূত কহিয়াছেন ॥

ভক্তিয়োগ দ্বারা নির্মলচিত্ত সম্যক্ রূপে স্থিতির হইলে  
প্রথমতঃ পূর্ণস্বরূপ পুরুষ, তদনন্তর তদধীনা মায়া বেদব্যাসের  
দর্শনগোচর হইলেন । ইহা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হই-  
য়াছে ॥ ৬ ॥ ৩৫ ॥

ভগবানের আবির্ভাব বলিতেছেন ॥

দ্বিতীয়স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে হইতে সার্কি অষ্টাদশ  
শ্লোক পর্য্যন্ত সার্কি দশ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের  
উক্তি যথা ॥

ব্রহ্মার ঐ রূপ তপস্যাতে ভগবান্ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরং ।

ব্যাপেতসংক্লেশ-নিমোহসাধ্বসং

স্বদৃষ্টবুদ্ধিবিবুধৈরভিষ্কৃতং ॥ ৩৬ ॥

প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ

সত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ ।

ন যত্র মায়া কিনূতাপরে হরে-

রনুত্রতা যত্র সুরাসুরার্চিষ্ঠাঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্যামাদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ

পিসঙ্গবস্ত্রাঃ সুরূচাঃ সুপেশসঃ ।

আপনার পরম শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন, ঐ লোকে  
অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ রূপ পঞ্চ মহা  
ক্লেশ, তথা মোহ, ভয় ইত্যাদির লেশমাত্রও নাই, পুণ্যবান  
পুরুষেরা সর্বদাই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

অপর সে স্থানে রজো বা তমোগুণের প্রভাব নাই এবং  
ঐ দুইগুণে মিশ্রিত সত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে  
না, আর সে স্থানে কালকৃত বিনাশও হয় না, ইহাতে অন্য  
শোক মোহাদির কথা কি ? অর্থাৎ সে স্থানে উহাদের থাকি-  
বার অধিকার নাই, এনিমিত্ত তত্রত্য ভগবৎপার্ষদগণকে সুর  
এবং অসুরগণে নিরন্তর অর্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

উক্ত বৈকুণ্ঠে যে সকল পারিষদগণ আছেন, তাঁহাদের  
শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষুঃ পদ্মসদৃশ, পীতবসন পরিধান

সর্বৈ চতুর্বাহব উন্মিষন্মণি—

প্রবেকনিক্কাভরণাঃ স্ববর্চসঃ ॥ ৩৮ ॥

প্রবালবৈদূর্য্যয়ুগালবর্চসঃ

পরিষ্ফুরৎকুণ্ডল-মৌলিমালিনঃ ॥ ৩৯ ॥

ভ্রাজিষ্ণুভিষঃ পরিতো বিরাজতে

লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাং ।

বিদ্যোতমান-প্রমদোত্তমাছাভিঃ

সবিছাদব্ভ্রাবলিভির্বথা নভঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রীর্যত্র রূপিণারুণায়পাদয়োঃ

অতি কমনীয় ও স্নকুমার আকার, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেরই বক্ষঃস্থলে অতিশয় প্রভাশালি মণিযুক্ত পদক দেদীপ্যমান এবং সকলেই অতিশয় তেজস্বী ॥ ৩৮ ॥

অপর তাঁহাদিগের বর্ণ প্রবাল, বৈদূর্য ও যুগালের তুল্য, আর তাঁহারা সকলেই দীপ্তিশালি কুণ্ডল এবং মৌলি ও মালা ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

আর বৈকুণ্ঠের চতুর্দিকে মগ্নাদিগের বিমানশ্রেণী দেদীপ্যমান, তাহাতে তাহার অতিশয় শোভা হইয়াছে, আর দিব্যাজ্ঞানগণের রূপলাবণ্য দ্বারাও তাহা অতিশয় শোভমান, ফলতঃ বিছুৎসহ মেঘশ্রণী গগনমণ্ডলে উদ্ভিত হইলে তাহার যেমন শোভা হয় ঐ শোভা মতত তদ্রূপে বিরাজমান ॥ ৪০ ॥

ঐ স্থানে সম্পত্তিকরুণা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া নানাবিধ

করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ ।

প্রেম্মাং শ্রিতা বা কুসুমাকরানুগৈ—

বিগীয়মানা প্রিয়কৰ্ম্ম গায়তী ॥ ৪১ ॥

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং

শ্রিয়ঃপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিং ।

স্বনন্দনন্দপ্রবলাহঁগাদিভিঃ

স্বপার্বদাট্র্যোঃ পরিষেবিতং বিভুং ॥ ৪২ ॥

ভূত্যাশ্রমাদাভিমুখং দৃগাসবং

প্রসন্নহাসারুণলোচনাননং ॥

বিভব দ্বারা ভগবানের পদদ্বয়ের সেবা করিতেছেন, কিন্তু বস-  
স্তের অনুচর ভ্রমরসকল নানাপ্রকারে গুণ গান করাতে ঐ  
লক্ষ্যাকে যেন আন্দোলন আশ্রয় করিতে হইয়াছে, পরন্তু  
তিনি আত্মপ্রিয় হরির কীর্ত্তি গান করিতে ক্ষণকালের জন্যও  
ক্ষান্ত নহেন ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মা দেখিলেন উক্তরূপ বৈকুণ্ঠে স্বনন্দ, নন্দ, প্রবল,  
অর্হণ ইত্যাদি প্রধান প্রধান পারিষদগণ কর্তৃক চতুর্দিকে পরি-  
বেষ্টিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি, যজ্ঞের পতি, এবং জগৎ-  
পতি ভগবান্ শ্রীপতি সেবিত হইতেছেন ॥ ৪২ ॥

তিনি ভূত্যাশ্রমের প্রতি প্রসাদ বিস্তার নিমিত্ত যেন অভি-  
মুখ হইতেছেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন দর্শকদিগের হর্ষকর আসব-  
তুল্য দেখাইতেছে, অপর তাঁহার বদন হাস্যযুক্ত, লোচন-



কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং

পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া ॥ ৪৩ ॥

অধ্যাহ্নীয়াসনমাস্থিতং পরং

বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ ।

যুক্তং ভগৈঃ সৈরিতরত্র চাক্রবৈঃ

স্ব এব ধামন্ রমমাগমীশ্বরং ॥ ৪৪ ॥

তদর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তুরো

হৃদ্যভনুঃ প্রেমভরাশ্রলোচনঃ ।

ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বস্থগ্

অরুণবর্ণ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পীতাম্বর পরিধান, আর তাঁহার চারিটা হস্ত এবং বক্ষস্থল লক্ষ্মীদ্বারা অলঙ্কৃত ॥৪৩

অপর তিনি উত্তম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং প্রকৃতি পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার এই চারি তথা একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহা-ভূত এই ষোড়শ, অপর পঞ্চ তন্মাত্র এই পঞ্চ শক্তিতে পরি-বেষ্টিত । আর স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যে এবং যোগিদিগের আগন্তুক ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন । পরন্তু এই প্রকার হইয়াও আপনার স্বরূপেই ক্রীড়া করিতেছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরই আছেন ॥ ৪৪ ॥

ভগবানের ঐ রূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে ব্যাপ্ত এবং শরীর লোমাক্ষিত হইল, আর প্রেমভরে লোচন-দ্বয় হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল । তিনি ভক্তিপূর্ব্বক

যৎ পারমহংস্তেন পথাহধিগম্যতে ॥ ৪৫ ॥

তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিঃ

প্রজাবিসর্গে নিজশাসনাহংগং ।

বভাষ ঈষৎস্মিতবোচিণা গিরা

প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্ ॥ ৭ ॥ ৪৬ ॥

তস্মৈ ভগবদাজ্ঞাপুরস্কারেণ নারায়ণাস্বয়পুরুষনাভিপঙ্কজে

স্থিহৈব ততোষণৈস্তপোভির্ভজতে ব্রহ্মণে সভাজিতেন্তেন

ভজনেন বশীকৃতঃ সন্ স্বলোকং বৈকুণ্ঠং ভুবনোত্তমং ভগবান্

সম্যক্ দর্শয়ামাস । যদ্ যতো বৈকুণ্ঠলোকাং পরং অন্য-

দ্বৈকুণ্ঠং পরং শ্রেষ্ঠং ন বিদ্যতে পরমভগবদ্বৈকুণ্ঠত্বাৎ ।

তঁহার সেই পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন, যাহা কেবল জ্ঞান-  
মার্গবরাই লভ্য হয় ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মাকে দেখিয়া ভগবান্ বিবেচনা করিলেন, আমার  
নিয়োগযোগ্য প্রজাসৃষ্টি কার্যার্থ ইনি উপস্থিত হইয়াছেন,  
এ বিষয়ে ইহঁাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক, অতএব সাত-  
শয় সন্তোষ প্রকাশপূর্বক আপনার হস্তদ্বারা তঁহার হস্ত  
স্পর্শ করত ঈষৎহাস্যদ্বারা শোভাশালি বাক্য কাহিতে আরম্ভ  
করিলেন ॥ ৭ ॥ ৪৬ ॥

তাৎপর্য্য । শ্রীভগবানের আজ্ঞা পুরস্কারদ্বারা ব্রহ্মা শ্রীনারা-  
য়ণ নামক পুরুষের নাভিপঙ্কজে উপবেশন করিয়াই ভগবানের  
তুষ্টিজনক তপস্যা দ্বারা তঁহার আরাধনা করায়, ভগবান্  
সেই ভজনে বশীভূত হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার অতু্যত্তম ভুবন  
বৈকুণ্ঠলোক সম্যকরূপে দর্শন করাইয়াছিলেন । যে বৈকুণ্ঠ

যদ্বা । যদ্যু যতো বৈকুণ্ঠাৎ পরং ব্রহ্মাখ্যং তদ্বৎ পরং ভিন্নং  
 ন ভবতি । স্বরূপশক্তিবিশেষাবিকারেণ \* মায়াযানারূতং  
 তদেব তদ্রূপমিত্যর্থঃ । অগ্রে হি দং ব্যক্তীকরিষ্যতে ।  
 তাদৃশস্তে হেতুঃ । ব্যাপেতেতি স্বদৃষ্টেতি চ । অবিদ্যা-অস্মিতা-  
 রাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ, বিমোহস্তৈবৈচ্ছিত্যং,  
 সাধ্বসং ভয়ং, ব্যাপেতানি যত্র তং । স্বস্য দৃষ্টংদর্শনং তদ্বি-  
 দ্যাতে যেষাং তৈরাহুবিদ্বিরপি অভিতঃ সৰ্ব্বাংশেনৈব  
 স্তুতং শ্লাঘিতং ॥ ৪৭ ॥

হইতে অন্য শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ আর নাই, যে হেতু পরম ভগবান্ই  
 বৈকুণ্ঠ ।

অথবা যে বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মনামক তদ্বৎ ভিন্ন নহে ।  
 স্বরূপশক্তির বিশেষ আবিষ্কার দ্বারা মায়াতীত এবং ভগবৎ  
 কারণ এই যে, “স্বদৃষ্টেতি” অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং  
 অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ । বিমোহশব্দের অর্থ চিত্তের  
 বিভ্রম । সাধ্বস শব্দের অর্থ ভয় । ইত্যাদি ক্লেশসকল যে স্থানে  
 নিবৃত্ত হইয়াছে । যাহাদের সম্বন্ধে আপনার দর্শন বিদ্যমান  
 সেই সকল আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সৰ্ব্বতোভাবে ঐ ধামের প্রশংসা  
 করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

তৃতীয় স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে দেবগণের প্রতি  
 ব্রহ্মার বাক্য ॥

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনং ।

বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ং প্রভুং ॥

ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্যচ ।

প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ সংশস্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়ং ॥ ভা ৩।১৬

ইতি তৃতীয়াং ॥ ৩৮ ॥

পুনস্তাদৃশত্বমেব ব্যনক্তি প্রবর্তত ইতি । যত্র বৈকুণ্ঠে

রজস্তুমশ্চ ন প্রবর্ততে । তয়োর্মিশ্রং সহচরং জড়ং যৎ

সত্বং তদপি ন কিন্তু অন্তদেব । তচ্চ যা স্তৃষ্ট জ্ঞাপয়ম্যমাণা

মায়াতঃ পরা ভগবৎস্বরূপশক্তিস্তস্য বৃত্তিহেন চিদ্রূপং

অনন্তর সেই মুনিগণ বিকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ উভয়রূপে দর্শন করিলেন । ভগবান্ এবং তদীয় নিবাসভবন উভয়ই নেত্রোৎসবজনক ও সচ্চিদানন্দ প্রযুক্ত স্বয়ং প্রকাশমান, সূতরাং তদবলোকনে তাঁহাদের অতিশয় আনন্দানুভব হইল । পরে তাঁহারা প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম করিয়া ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করত প্রমুদিত হইয়া ভগবানের ঐশ্বর্য্যের কথা কহিতে কহিতে স্বস্থ স্থানে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৪৮ ॥

পুনরায় ব্রহ্মস্বরূপত্ব প্রকাশ করিতেছেন, যথা—

“প্রবর্তত ইতি” পূর্বোক্ত ত্রিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকের তাৎপর্য্য । যে বৈকুণ্ঠে রজোগুণ ও তমোগুণের প্রবেশ নাই, ঐ দুই গুণে মিশ্র অর্থাৎ সহচর জড়স্বরূপ যে সত্ব তাহাও নাই, কিন্তু ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিস্বরূপ অন্য প্রকার সত্বই বিরাজমান যাহা পরে সুন্দররূপে জানান হইবে এবং যাহা মায়া হইতে পরা অর্থাৎ তথায় জ্ঞানময়

শুদ্ধসত্ত্বাখ্যং সত্ত্বমিতি তদীয়প্রকারণ এব জ্ঞাপয়ি-  
ষ্যতে । তদেবচ সত্ত্বং প্রবর্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে “জিতন্তে” শ্লোকে—

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্‌গুণসংযুতং ।

অবৈষ্ণবানাম প্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতং । ইতি ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডেতু বৈকুণ্ঠনিক্রপণে তস্য সত্ত্বম্যাপ্রাকৃতত্বং  
স্বটমেব দর্শিতং । যত উক্তং প্রকৃতিবিভূতিবর্ণনানন্তরং ।

এবং প্রাকৃতরূপায়া বিভূতেরূপমুভয়ং ।

ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্ত শৃণু ভূধরনন্দিনি ।

শুদ্ধসত্ত্ব নামক সত্ত্ব বর্তমান আছে ইহা সেই প্রকরণে জানান  
হইবে ॥ ৪৯ ॥

অতএব নারদপঞ্চরাত্রে “জিতন্তে” শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—  
বৈকুণ্ঠনামক লোক অলৌকিক ষড়্‌গুণসম্পন্ন, গুণত্রয়-  
বির্জিত এবং যাঁহারা বৈষ্ণব নহেন তাঁহাদের ঐ লোক প্রাপ্তি  
হয় না ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও বৈকুণ্ঠনিক্রপণে বৈকুণ্ঠস্থ সত্ত্বের  
অপ্রাকৃতত্ব স্পষ্টরূপে দর্শিত হইয়াছে । যে হেতু, প্রকৃতি-  
বিভূতির বর্ণনের পর পার্শ্বতীর প্রতি মহাদেব কহিয়াছেন  
যথা—

হে পর্বতনন্দিনি । এই প্রকার প্রাকৃতরূপা বিভূতির  
উৎকৃষ্ট রূপ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে ত্রিপাদ্বিভূতির রূপ বলি  
শ্রবণ কর ।

প্রধানপরমব্যোম্মোরন্তরে বিরজা নদী ।

বেদাঙ্গশ্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ।

তস্মাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদুতং সনাতনং ।

অমৃতং শাস্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ।

শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদং ॥ ইত্যাদি ॥ ৫০ ॥

প্রাকৃতগুণানাং পরস্পরাব্যভিচারিত্বং তুচ্ছং সাম্ব্যতত্ত্ব-  
কৌমুদ্যাং । অন্যান্যমিথুনরত্নয় ইতি ।

তট্টাকায়াক্ষ । অন্যান্যসহচরা অবিনাভাবরত্নয় ইতি  
যাবৎ । ভবতি চাত্রাগমঃ ॥

প্রকৃতি ও পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ এই দুইয়ের মধ্যে  
বেদাঙ্গশ্বেদজনিত জলদ্বারা পবিত্ররূপা বিরজা নদী প্রস্রাবিত  
হইতেছেন । উহার পারে পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, তাহাতে  
ত্রিপাদস্বরূপ, সনাতন, অমৃত, শাস্বত, নিত্য, অনন্ত, যে পরম  
পদ এবং শুদ্ধসত্ত্বময়, অলৌকিক ও চ্যুতিরহিত তাহাই ব্রহ্মের  
পরমপদ ইত্যাদি ॥ ৫০ ॥

প্রাকৃত গুণ সকলের পরস্পর ব্যভিচার নাই । অতএব  
সাম্ব্যচার্য্য ত্রিপাদ ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাম্ব্যতত্ত্বকৌমুদীতে উক্ত  
হইয়াছে ॥

গুণসকল পরস্পর মিথুন অর্থাৎ যুগলবৃদ্ধি । টীকাকার  
ষড়্‌দর্শনব্যাখ্যাতা শ্রীল বাচস্পতিমিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়া-  
ছেন । গুণসকল পরস্পর সহচর অর্থাৎ সঙ্গী, ইহারা অবি-  
নাভাববৃদ্ধি অর্থাৎ গুণসকলের পরস্পর পৃথক বৃদ্ধি নাই,  
সকলেরই একবৃদ্ধি । এ বিষয়ে তন্ত্রও আছে যথা—

অন্যোন্য়ামিথুনাঃ সর্কে সর্কে সর্বত্র গামিনঃ ।

রজসো মিথুনং সত্বং ইত্যাছুপক্রম্য

নৈষামাদিশ্চ সংযোগো বিয়োগো বোপা লভ্যত ॥ ইতি ॥

তস্মাদত্র রজসোহসদ্ভাবাদস্বজ্যত্বং তমসোহসদ্ভাবাদনাশ্চত্বং

প্রাকৃতসত্ত্বাভাবাচ্চ সচ্চিদানন্দরূপত্বং তস্য দর্শিতং ॥ ৫১ ॥

তত্র হেতুঃ নচ কালবিক্রম ইতি । কালবিক্রমেণ হি

প্রকৃতিক্ষোভাৎ সত্ত্বাদয়ঃ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে । তস্মাদন্যত্রাসৌ

গুণ সকল পরস্পর মিথুন এবং সকল গুণই সকল স্থানে  
যাইতে পারে । রজোগুণের মিথুন সত্বগুণ, ইত্যাদি আরম্ভ  
করিয়া শেষে বলিয়াছেন, গুণসকলের আদি নাই অর্থাৎ  
অগ্রে কোন্ গুণ হইয়াছে, ইহার স্থিরতা নাই এবং ঐ সকলের  
সংযোগ, বিয়োগ ও উপলব্ধি হয় না, অতএব রজোগুণের  
অভাব হেতু অস্বজ্যত্ব অর্থাৎ কাহারও কর্তৃক বৈকুণ্ঠ নির্মিত  
নহে । আর তমোগুণের অসদ্ভাব হেতু অনাশ্য অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের  
বিনাশ নাই । প্রাকৃত সত্ত্বের অভাব হেতু বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দ  
রূপত্ব অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ প্রদর্শিত হইল ॥ ৫১

তদ্বিষয়ে অর্থৎ বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বে হেতু এই  
যে, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় স্কন্ধ পদ্যে “নচ কালবিক্রমঃ” অর্থাৎ  
বৈকুণ্ঠে কালের বিক্রম নাই, তাহার কারণ এই, কালের  
বিক্রম কর্তৃক প্রকৃতি ক্ষোভযুক্তা হইলে তাহা হইতে সত্ত্বাদি  
গুণত্রয় পৃথক্ পৃথক্ কৃত হয়, অর্থাৎ কালই সত্বগুণ, রজোগুণ

ষড়্‌ভাববিকারহেতুঃ কালবিক্রম এব ন প্রবর্ততে তত্র  
তেষামভাবঃ স্তুরামেবেতি ভাবঃ । কিঞ্চ তেষাং মূলত  
এব কুঠার ইত্যাহ ॥ ৫২ ॥

ন যত্র মায়েতি । মায়াইত্র জগৎসৃষ্ট্যাদিহেতুর্ভগবচ্ছক্তি-  
ন'তু কাপট্যমাত্ররজআদিনিষেধেনৈব তদ্ব্যুদাসাৎ অথবা  
যত্র তয়োঃ সম্বন্ধি সত্ত্বং যত্নদপি ন প্রবর্ততে মিশ্রং  
অপৃথগ্‌ভূতগুণত্রয়ং প্রধানঞ্চ । অতএবেশিতব্যাভাবাৎ

তমোগুণকে ভিন্ন করিয়া বিভাগ করেন । অতএব ঐ বৈকুণ্ঠে  
ষড়্‌ বিকার অর্থাৎ বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতুরূপ বিকারের  
কারণস্বরূপ কালের বিক্রম অধিকার করিতে পারে না,  
স্তুরাং সেই বৈকুণ্ঠে ষড়্‌ বিকারের অর্থাৎ বসন্তাদি ঋতু  
সকলের প্রবেশ নাই ॥

আরও বলি ॥

ঐ সকল ষড়্‌ বিকারের মূলে কুঠার পাত হইয়াছে, অর্থাৎ  
বৃক্ষের মূলে যেমন কুঠার পাত হইলে বৃক্ষ ছিন্ন হয় তদ্রূপ,  
এই বিষয়ে বলিতেছেন ॥ ৫২ ॥

“ন যত্র মায়েতি” যে স্থানে মায়া নাই । এস্থলে মায়া  
শব্দে জাগৎসৃষ্ট্যাতির কারণরূপা ভগবানের শক্তিকে বোধ  
করায়, কেবল কপটতামাত্র নহে, রজোগুণাদি নিষেধ দ্বারাই  
কপটতা উদন্ত ( নিরন্ত ) হইয়াছে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে কাপট্য  
নাই ।

অথবা যে স্থানে রজস্তমঃ সম্বন্ধি যে প্রাকৃত সত্ত্ব, তাহাও  
প্রবেশ করিতে পারে না । এবং যে স্থানে মিশ্র অর্থাৎ অপৃথক্‌



কালমায়ে অপি ন স্তঃ । অগ্রে মায়া প্রধানয়োর্ভেদো  
বিবেচনীয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

কৈমুত্যেনোক্তমেবার্থং দ্রুয়তি ! কিমুতাপরে ইতি ।  
তয়োবিমিশ্রং কিঞ্চিদ্রজস্তমোমিশ্রং সত্ত্বং চ নেতি  
ব্যাখ্যাতু পিষ্টপেষণমেব । সামান্যতো রজস্তমোনিষেধে-  
নৈব তৎপ্রতিপত্তেঃ ॥ ৫৪ ॥

বক্ষ্যতেচ তস্য সত্ত্বস্য প্রাকৃতাদন্যতমত্বং দ্বাদশে । শ্রীনারা  
য়ণর্ষিং প্রতি মার্কণ্ডেয়ৈন ।

রূপ গুণত্রয় ও প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি ইহাদের প্রযুক্তি নাই ।  
অতএব ঈশিতব্যের অর্থাৎ স্বীয় অধীনস্থ করার অভাব হেতু  
ঐ বৈকুণ্ঠে কাল ও মায়া এই দুয়েরই প্রবেশ নিরস্ত হইল ।  
মায়া ও প্রধান এই উভয়ের ভেদ পরে বিচার কার্য ॥ ৫৩ ॥

কৈমুতিক ন্যায় দ্বারা উক্ত অর্থকে দৃঢ়ীভূত করিতেছেন ॥

“কিমুতাপরে ইতি” অর্থাৎ আর অধিক কি বলিব, ঐ  
বৈকুণ্ঠে রজস্তমোমিশ্র অর্থাৎ কিঞ্চিৎ রজঃ ও কিঞ্চিদ্ভমো-  
মিশ্র সত্ত্বভ নাই । এইরূপ ব্যাখ্যা করাও কেবল পিষ্টপেষণ  
মাত্র অর্থাৎ চূর্ণকে যেমন চূর্ণ করিতে গেলে কোন ফল হয়  
না তদ্রূপ মাত্র । সামান্যাকারে রজস্তমোর নিষেধকারাই  
কিঞ্চিৎ রজস্তমোমিশ্রিত সত্ত্বেরও নিষেধ প্রতিপন্ন হই-  
য়াছে ॥ ৫৪ ॥

সেই বৈকুণ্ঠস্থ সত্ত্বের প্রাকৃত সত্ত্ব হইতে ভিন্নত্ব, এই  
বিষয় দ্বাদশ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ৩৯ । ৪০ এই দুই শ্লোকে  
শ্রীনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় কহিবেন । যথা ॥

সত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো  
 মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োস্তবহেতবোহস্য ।  
 লীলাধ্বতা যন্ পিসত্বময়ী প্রশান্তৈস্ত্য  
 নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাং ॥  
 তস্মাদ্ভবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং  
 শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি ।  
 যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সহং  
 লোকো যতোহভয়মুতান্নস্বখং নচান্যদিতি ॥  
 অনয়োরর্থঃ । হে ঈশ যদিপি সহং রজস্তম ইতি তবৈব  
 মায়াকৃতা লীলাঃ । কথন্তু তাঃ ! অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিহেতবঃ  
 তথাপি যা সত্বময়ী সৈব প্রশান্তৈস্ত্য প্রকৃষ্টস্বথায় ভবতি ।  
 নান্যে রজস্তমোময়ৌ । ন কেবলং প্রশান্ত্যভাবমাত্র-  
 মন্যয়োঃ । কিম্বনিক্টেত্যাহ ব্যসনেতি । হে ভগবন্

শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এই যে ॥

হে ঈশ ! যদিচ সহ রজস্তমঃ এই গুণত্রয় তোমারই মায়া-  
 কৃত লীলা, এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু স্বরূপ,  
 তথাপি যে সত্বময়ী লীলা, তাহাই প্রকৃষ্ট স্বথের নিমিত্ত হইয়া  
 থাকে, রজস্তম তদ্রূপ নহে । অপর ঐ রজস্তমের কেবল  
 প্রকৃষ্ট স্বথের অভাবমাত্র এমত নহে, বরং তাহাতে অনিষ্টও  
 ঘটিয়া থাকে, ইহাই কহিতেছেন “ব্যসনেতি” অর্থাৎ রজো  
 গুণ ও তমোগুণময়ী লীলা ব্যসন, মোহ ও ভয়ের হেতু স্বরূপ ॥

তস্মাত্তব শুক্লাং সত্বময়লীলাধিষ্ঠাত্রীং তনুং শ্রীবিষ্ণুরূপাং  
 কুশলা নিপুণা ভজন্তি সেবন্তে, নত্বন্যাং ব্রহ্মরুদ্ররূপাং  
 তে ভজন্তি অনুসরন্ত নতু দক্ষভৈরবাদিরূপাং কথং-  
 ভূতাং স্বস্য তবাপি দয়িতাং লোকশান্তিকরত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥  
 ননু মম রূপমপি সত্বাত্মকমিতি প্রসিদ্ধং তর্হি কথং  
 তস্যাপি মায়াময়ত্বমেব নহি নহীত্যাহ সাত্বতাঃ শ্রীভাগবতা  
 যৎ সত্বং পুরুষস্য তব রূপং প্রকাশমুশস্তি মন্যন্তে যতশ্চ  
 সত্বাৎ লোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ প্রকাশতে তদভয়মাত্মহুখং

হে ভগবন্ ! সেই হেতু তোমার শুক্লা অর্থাৎ সত্বময়ী লীলা-  
 ধিষ্ঠাত্রী শ্রীবিষ্ণুরূপা তনুকে নিপুণ ব্যক্তিগণ সেবা করিয়া  
 থাকেন, অন্য ব্রহ্ম রুদ্রাদি রূপের সেবা করেন না । কিন্তু  
 তাঁহারা ত্বদীয় জীবগণের মধ্যে যে সকল কেবল তোমার ভক্ত  
 লক্ষণ স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি রূপ একান্ত সত্ব গুণনিষ্ঠ তনু,  
 সেই সকলের অনুসরণ করিয়া থাকেন, দক্ষ ভৈরবাদি মূর্তির  
 অনুসরণ করেন না । পরন্তু ঐ স্বায়ম্ভুবাদি সত্বতনু তোমার  
 ও প্রিয়তম স্বরূপ, যে হেতু তদ্বারা লোকের শান্তি বিধান  
 হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

ইহাতে ভগবান্ যদি বলেন অহে ! আমার রূপও স্বত্ব  
 স্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তবে কি প্রকারে তাহারও মায়াময়ত্ব  
 বলিলা, এই বিতর্কের সমাধান করিয়া বলিতেছেন, তা নয়,  
 তা নয়, শ্রীভগবদ্ভক্ত সকল যে সত্বকে পুরুষ-রূপি তোমার  
 প্রকাশ বলিয়া মানিয়া থাকেন এবং যে সত্ব হইতে বৈকুণ্ঠ

পরব্রহ্মানন্দস্বরূপমেব নব্বন্যং প্রকৃতিজং সত্ত্বং তদ্বিতি ।  
অত্র সত্ত্বশব্দেন স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ  
উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেবশব্দিতং, যদীয়তে তত্র পুমানপার্বত  
ইত্যাদ্যদাহরিষ্যমাণানুসারাৎ । অগোচরত্বে হেতুঃ  
প্রকৃতিগুণঃ সত্ত্বমিত্যাশুদ্ধসত্ত্ব লক্ষণপ্রসিদ্ধ্যানুসারেণ তথা-

লোকও প্রকাশ পাইতেছে, সেই অভয় আত্মস্থ অর্থাৎ  
পরম ব্রহ্মানন্দ স্বরূপই তোমার সত্ত্ব রূপ, তাহা প্রকৃতিজনিত  
সত্ত্ব নহে । এস্থলে সত্ত্বশব্দে স্বপ্রকাশতালক্ষণ স্বরূপবৃত্তি-  
বিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

চতুর্থ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে “সত্ত্বঃ বিশুদ্ধঃ” এই ২১ শ্লোকে  
মহাদেব কহিলেন, হে স্তম্ভরি । আমি কেবল অভ্যাগত  
ব্যক্তিকে বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমন নহে, নিত্যই  
মনোমধ্যে বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি, বিশুদ্ধ যে গুণ  
তাহাই বাসুদেব এই শব্দে উক্ত হয়, যে হেতু নির্মল সত্ত্বগুণে  
পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পান । এই কারণে সেই সত্ত্ব-  
স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি  
মনঃ দ্বারা সতত নমস্কারপূর্বক সেবা করি ।

এই যে উদাহরণ করিব । তদনুসারে অগোচরের অর্থাৎ  
প্রাকৃত অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ প্রাকৃত সত্ত্ব  
অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অশুদ্ধ সত্ত্ব লক্ষণ অনুসারে হইয়া থাকে তথা

ভূতশিচ্ছক্তিৰুত্তিৰিশেষঃ সত্বমিতি সঙ্গতিলাভাচ্ ॥ ৫৭ ॥  
 ততশ্চ তস্য স্বরূপশক্তিৰুত্তিহেন স্বরূপাত্মতৈবেত্যুক্তং  
 তদভয়মাত্মস্থখমিতি । শক্তিপ্রাধান্যবিনিষ্কয়োক্তং লোকো  
 যত ইতি । অর্থান্তরে ভগবদ্ব্যগ্রহং প্রতি রূপং যদেত-  
 দিত্যাণৌ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপমাত্রত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ । অভয়মি-  
 ত্যাণৌ প্রাঞ্জলতাহানিচ্চ ভবতি । অন্যৎপদমৈক্যকমৈক্যব-  
 রজস্তমশ্চেতি দ্বিরাবৃত্তৌ প্রতিপত্তিগৌরবং চোৎপ-  
 দ্যতে ।

অপ্রাকৃত, অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ চিচ্ছক্তি  
 বিশেষ সত্ত্ব, ইহাই সঙ্গতি হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

সেই হেতু ঐমতের স্বরূপশক্তির বৃত্তিই প্রযুক্ত আত্ম-  
 স্বরূপই উক্ত হইয়াছে, অতএব ঐ বৈকুণ্ঠ অভয় ও আত্মস্থখ  
 স্বরূপ । শক্তির প্রাধান্য কথনেচ্ছায় উক্ত হইয়াছে যদ্বারা  
 বৈকুণ্ঠলোক ইতি ॥

অর্থান্তরে ভগবানের শ্রীমূর্তির প্রতি দ্বিতীয় স্কন্ধের ৮  
 অধ্যায়ে “রূপং যদেতৎ” এই ২ শ্লোকে শুদ্ধ স্বরূপমাত্রত্বের  
 প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, তথা অভয় ইত্যাদি স্থলে প্রাঞ্জলতা হানি হই-  
 য়াছে । অন্যৎ এই এক পদেরই রজস্তম এই দ্বিরাবৃত্তি অর্থাৎ  
 দুইয়ের কথনে প্রতিপত্তি গৌরব উপাস্ত হইয়াছে । পূর্বে  
 অর্থাৎ “সত্ত্বং রজস্তম” এই শ্লোকে “নান্যে” এই পদে দ্বিবচন

পূর্বমপি নানো ইতি দ্বিবচনেনৈব পরায়ুর্হে । তস্মাদস্তু  
প্রসিদ্ধাদন্যৎ স্বরূপভূতং সত্বং ॥ ৫৮ ॥

যদেবৈকাদশে, যৎকাষ এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশ ইত্যাদৌ  
জ্ঞানং সত ইত্যত্র টীকাকৃষ্মতং যস্য স্বরূপভূতাৎ সত্বাৎ  
তনুভূতাৎ জ্ঞানমিত্যনেন । তথা পরোরজঃ সবিতুর্জাত-  
বেদো দেবস্য ভর্গ ইত্যাদৌ শ্রীভরতজাপ্যে তস্মতং পরো  
রজঃ রজসঃ প্রকৃতেঃ পরং শুদ্ধসত্বাত্মকমিত্যাदिना अत-  
এব প্রাকৃতাঃ সত্ব দয়ো গুণা জীবন্ত্যেব নত্ৰীশস্তোতি  
ক্ষয়তে ॥ ৫৯ ॥

অথৈকাদশে ॥

নির্দেশ করায় রজস্তুমঃ বিবেচিত হইয়াছে । অতএব প্রসিদ্ধ  
সত্ব হইতে অম্য স্বরূপভূত সত্ব আছে ॥ ৫৮ ॥

যাহা একাদশ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে “যৎকাষ এষ”  
ইত্যাদি স্থলে, “জ্ঞানং সতঃ” এ স্থলেও টীকাকারের মত  
এই যে, যাহার স্বরূপভূত সত্ব হইতে দেহধারিদিগের জ্ঞান  
হইয়া থাকে ইত্যাদি দ্বারা । তথা পঞ্চম স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে  
১৪ শ্লোকে ভরতের জাপ্যমন্ত্রে । তাহার মত এই যে  
“পরোরজঃ” রজঃ শব্দে প্রকৃতি, অর্থাৎ যিনি প্রকৃতির পর  
শুদ্ধগত্ব স্বরূপ ইত্যাদি দ্বারা । অতএব প্রাকৃত সত্বাদি গুণ-  
সকল জীবেরই, ঈশ্বরের শুনা যায় না ॥ ৫৯ ॥

যথা একাদশ স্কন্ধে অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবন্ত্য নৈব মে ইতি ।

শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ ॥

যেচ বৈ সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাস্ত য়ে ।

মত্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ।

ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেতিঃসর্বমিদং জগৎ ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভাঃ পরমব্যয়ং ।

দৈবী হেমা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।

মামেব য়ে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি ত ইতি ॥ ৬০ ॥

যথা দশমে ॥

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব ! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণসকল  
জীবের ধর্ম আমার নহে ॥

ভগবদগৌতামেও যথা ॥

হে অর্জুন ! যে সকল সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভাব,  
তৎসমুদায় আমা হইতে উৎপন্ন জানিবা, কিন্তু ঐ সকল  
ভাবে আমি নাই এবং তাহারাও আমাতে নাই ॥

এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবদ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত  
হইয়া এই সকল গুণের পর যে আমি, আমাকে জানিতে  
পারে না ।

হে অর্জুন ! যাহারা কেবল আমাকেই আশ্রয় করেন,  
তাহারাই দৈবী গুণময়ী দুর্লভজ্ঞানীয়া আমার মায়া হইতে  
উত্তীর্ণ হয়েন ॥ ৬০ ॥

যথা দশমস্কন্ধে ৮৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ॥

হরির্হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্বদৃশপদ্রকো তং ভজন্নিগুণো ভবেদिति ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ॥

সত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্রচ প্রাকৃতা গুণাঃ ।

স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদাত্বতি ।

অত্র প্রাকৃতা ইতি বিশিষ্য অপ্রাকৃতাস্থন্যো গুণাস্থশ্চিন্  
সন্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতং তত্রৈব ॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সশ্চিদ্ব্যেকা সর্বসংশ্রয়ে ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিত ইতি ॥ ৬১ ॥

হরি সাক্ষাৎ নিগুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর ও সর্বসাক্ষী  
তাহাকে ভজনা করিলেই নিগুণত্ব প্রাপ্ত হয় ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ॥

সত্বাদি প্রাকৃত গুণ সকল যে ঈশ্বরে নাই, সমুদায় শুদ্ধ  
হইতে শুদ্ধ, সেই আদ্য পুরুষ প্রসন্ন হউন ॥

এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে প্রাকৃত এই শব্দ উল্লেখ হেতু  
প্রাকৃত সত্বাদি ভিন্ন অন্য বিশিষ্ট অপ্রাকৃত গুণ সকল হরিতে  
বিদ্যমান আছে, ইহাই প্রকাশ হইল ॥

ঐ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেই বলিয়াছেন ॥

হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সশ্চিদ্ব্যে এই তিন শাক্ত সর্বাশ্রয়  
তোমাতে একরূপা হইয়া অবস্থিত আছেন, গুণবর্জিত  
তোমাকে আহ্লাদ ও তাপকরী মিশ্রা শাক্তর প্রবেশ মাত্র  
নাই ॥ ৬১ ॥



তথাচ শ্রীদশমে । দেবেন্দ্রেণোক্তং ॥

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং

তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কং ।

মায়াময়ো হযং গুণসং প্রবাহো

ন বিদ্যতে তে হগ্রণানুবন্ধ ইতি ॥

অয়মর্থঃ । ধাম স্বরূপভূত প্রকাশ শক্তিঃ । বিশুদ্ধত্বাৎ

বিশেষণদ্বয়েন । ধ্বস্তরজস্তমস্কং তপোময়মিতি চ ।

তপোহিত্র জ্ঞানং স তপোহিতপ্যতেতি শ্রুতেঃ । তপো

ময়ং প্রচুরজ্ঞানস্বরূপং । জাড্যাংশেনাপি রহিতমিত্যর্থঃ

অতএব দশমস্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে

ইন্দ্রের উক্তি যথা ॥

হে ভগবন্ ! আপনকার স্বরূপ শান্ত অর্থাৎ একরূপ,

তপোময় এবং জ্ঞানপ্রচুর অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, তাহাতে রজোগুণ

ও তমোগুণ ধ্বস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব অতএব

অস্মাদৃশ জন সন্নিধানে দৃশ্যমান এই যে মায়াময় সংসার বাহা

অজ্ঞানে অনুবন্ধ, তাহা আপনকার নাই ॥

তাৎপর্য্য । ধামশব্দেরস্বরূপ ভূত প্রকাশশক্তি । দুইটি

বিশেষণ দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব কহিতেছেন, “ধ্বস্তরজস্তমস্কং,

তপোময়ং” । এস্থলে তপঃ শব্দে জ্ঞান । শ্রুতিতে উক্ত হই-

য়াছে, তিতি তপসা করেন । তপোময় শব্দের অর্থ প্রচুর

জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ তাহাতে জড়ের লেশ মাত্র নাই । আত্মা

জ্ঞানময় ও শুদ্ধ এই বচনাধীন তাহাতে জাড্যাংশ মাত্র নাই ।

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধ ইতিবৎ । অতঃ প্রাকৃত সত্ত্বমপি  
ব্যাবৃত্তং । অতএব মায়াময়োহয়ং সত্ত্বাদি গুণ প্রবাহ স্তে  
তব ন বিদ্যতে । যতোহসাবজ্ঞানেনৈবানুবন্ধ ইতি ॥ ৬২ ॥

অতএব শ্রীভগবন্তঃ প্রতি ব্রহ্মাদীনাং সমুক্তিকং ।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ

শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ ।

বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-

স্তবাহরণং যেন জনঃ সমীহতে ॥

সত্ত্বং নচেদ্ধাতরিদং ভবে-

অতএব প্রাকৃত সত্ত্ব নিরস্ত হইল । এ কারণ মায়াময় এই  
সত্ত্বাদি গুণ প্রবাহ ভোমার নাই । যে হেতু এই গুণপ্রবাহ  
সংসার অজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ॥ ৬২ ॥

অতএব ভগবানের প্রতি ব্রহ্মাদির সমুক্তিক বাক্য যথা :

দশমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৮ । ২৯ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে প্রভো ! আপনি স্থিতকালে বিশুদ্ধ  
সত্ত্ব রূপ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন, আপনকার সেই দেহ  
দেহিদিগের কৰ্ম্ম ফল দায়ক, অতএব স্থখাবহ, যে হেতু সেই  
শরীর যোগে লোকে বেদ, ক্রিয়া, যোগ, তপস্যা এবং সমাধি  
দ্বারা অর্থাৎ চতুর্বিধ আশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা আপনকার পূজা করিয়া  
থাকেন । আপনি শরীর আশ্রয় না করিলে পূজার অভাবে  
কৰ্ম্মফল সিদ্ধ হইতে পারিত না ॥

হে ধাতঃ ! এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব যদি আপনকার নিজ শরীর

দ্বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনং ।

গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্

প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণ ইতি ॥ ৬৩ ॥

অর্থঃ । সত্ত্বং তেন প্রকাশমানত্বাৎ তদভিন্নতয়া রূপিতং  
বপুর্ভবান্ শ্রয়তে প্রকটয়তি । কথন্তুতং সত্ত্বং বিশুদ্ধং ।

অন্যস্য রজস্তমোভ্যামমিশ্রস্যাপি প্রাকৃতত্বেন জাড্যাংশ-

না হয়, তাহা হইলে বিশিষ্ট জ্ঞান যাহাতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান  
কৃত ভেদ নিবৃত্ত হয়, তাহাও হইতে পারে না, গুণ প্রকাশ  
দ্বারা আপনি সর্বসাক্ষী, পরিপূর্ণ স্বরূপ, এই প্রকার কল্পনাই  
হইতে পারে অর্থাৎ আপনকার বুদ্ধ্যাদি গুণ প্রকাশ পাইতেছে  
আপনিও গুণসাক্ষী, বুদ্ধিতে আরোহণ করিয়া প্রমাতা হও-  
য়াতে আপনকার গুণ প্রকাশ হইল এরূপ অনুমান করা  
যাইতে পারে, 'আপনাকে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না ।  
পরন্তু শুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তির সেবা' করিলে সেবকের অন্তঃকরণ আপন-  
কার আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আপনকার প্রসাদে অবশ্যই  
সাক্ষাৎ কার ঘটে ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য । শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা প্রকাশমানত্ব হেতু তাহা  
হইতে অভিন্ন রূপে নিরূপিত শরীর আপনি প্রকট করেন,  
সেই শরীর কি রূপ এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, তাহা বিশুদ্ধ  
সত্ত্ব । 'ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে অন্য সত্ত্বের রজ  
স্তম গুণদ্বারা অমিশ্র হইলে প্রাকৃতত্ব হেতু, জাড্যাংশ সম্বলিত

সম্বলিতহ্মান বিশেষেণ শুদ্ধত্বং । অন্যস্য রজস্তমোভ্যামমি-  
 শ্রস্যাপি প্রাকৃতত্বেন জাড্যাংশ সম্বলিতহ্মান বিশেষেণ  
 শুদ্ধত্বং । এতত্ত্ব স্বরূপশক্ত্যাত্মত্বেন তদংশস্যাপ্যস্পর্শা-  
 দতীব শুদ্ধমিতার্থঃ । কিমর্থং শ্রয়ে । শরীরিণাং স্থিতৌ  
 নিজচরণারবিন্দে মনঃ স্থৈর্য্যায় সর্বত্র ভক্তিসুখদানসৌব-  
 হুদায়মুখ্য প্রয়োজনত্বাদিতি ভাবঃ । ভক্তিযোগবিধানর্থ-  
 মिति শ্রীকৃষ্ণীবাक्याং ॥ ৬৪ ॥

কথম্তুতং বপুঃ শ্রেয়সাং সর্বেষাং পুরুষার্থানাং উপায়নং  
 আশ্রয়ং । নিত্যানন্দপরমানন্দরূপমিতার্থঃ । অতো

প্রযুক্ত বিশিষ্ট রূপে শুদ্ধি হয় না । আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব  
 স্বরূপ শক্তির প্রকাশ হেতু ইহাতে জড়্যাংশেরও স্পর্শ নাই  
 অতএব ইহা অতিশয় শুদ্ধ । যদি বলেন, আমি এই শরীর  
 কেন আশ্রয় করি, ইহার সমাধান করিয়া কহিতেছেন, আপনি  
 স্থিতি কালে দেহধারিদিগের নিজ চরণারবিন্দে মনঃ স্থির  
 করিবার নিমিত্ত ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব শরীর প্রকটন করেন । যে  
 হেতু সর্বত্র ভক্তি সুখ প্রকটন করাই আপনার মুখ্য প্রয়ো-  
 জন । কেন না প্রথমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে কুন্তি বলিয়া-  
 যাছেন, ভক্তিযোগ বিধানের নিমিত্ত তুমি জন্ম গ্রহণ করি-  
 যাছ ॥ ৬৪ ॥

কি রূপ বপুঃ এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, ঐ শরীর সমস্ত  
 পুরুষার্থের আশ্রয় অর্থাৎ নিত্য, অনন্ত ও পরমানন্দ রূপ ।  
 অতএব শরীর ও তোমার এই ভেদ নিরূপণ, কেবল আরোপিত

বপুষস্তব চ ভেদনির্দেশোহয়মৌপচারিক এবৈতি ভাবঃ ।  
 অতএব যেন বপুষা যবপুরালম্বনেনৈব জনস্তবাহঁণং পূজাং  
 কৰোতি । কৈঃ সাধনৈঃ বেদাদিভিত্ত্যদালম্বকৈরিত্যর্থঃ ।  
 সাধারণৈস্তুর্পি তৈরেব ত্বদহঁণপ্রায়তাসিদ্ধাবপি বপুষো  
 হনপেক্ষত্বাৎ । তাদৃশবপুঃপ্রকাশহেতুত্বেন স্বরূপাত্মকত্বং  
 স্পষ্টয়ন্তি ॥ ৬৫ ॥

হে ধাতশ্চেদযদি ইদং সত্বং যন্তব নিজং বিজ্ঞানং অনুভবঃ  
 তদাত্মিকা স্বপ্রকাশতাপ্তিরিত্যর্থঃ । তন্ন ভবেৎ তর্হি তু  
 অজ্ঞানভিদা স্বপ্রকাশস্য তবানুভবপ্রকার এব মার্জনং  
 শুদ্ধিমবাপ । সৈব জগতি পর্য্যবসীয়তে নতু তবানুভব-

মাত্র । কারণ যে বপু দ্বারা অর্থাৎ বপু আশ্রয় করাতেই জন-  
 সকল তোমার পূজা করিয়া থাকে । যদি বলেন কি কি সাধন  
 দ্বারা আমার পূজা করে, তাহার উত্তর এই, তুমি যাহাদের  
 আশ্রয় হইয়াছ সেই বেদাদি দ্বারা পূজা করিয়া থাকে । সাধা-  
 রণ রূপে অর্পিত হইলেও তোমার অর্চন প্রায় সিদ্ধ হয় সত্য,  
 তাহা হইলে শরীরের অপেক্ষা করিত না । ঐ প্রকার বপু  
 প্রকাশ করণের হেতুতেই ঐবিশুদ্ধ সত্ত্বের স্বরূপাত্মকই স্পষ্ট  
 হইল ॥ ৬৫ ॥

হে ধাতঃ ! যদি এই যে সত্ব তোমার নিজ বিজ্ঞান  
 (অনুভব) স্বপ্রকাশতা শক্তি না হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান  
 কৃত ভেদ দ্বারা স্বপ্রকাশ স্বরূপ তোমার অনুভব প্রকারেই  
 শুদ্ধি প্রাপ্ত হইত না । জগতে সেই অজ্ঞান কৃত ভেদই পর্য্যাব

লেশোপী হ্যর্থঃ । ননু প্রাকৃত সত্ব গুণেনৈধ ভবতু কিং  
নিজেনেত্যাহ । প্রাকৃতগুণপ্রকাশৈর্ভবান্ কেবলমনু  
মীয়তে নতু সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । অথবা । তব বিজ্ঞান-  
রূপং অজ্ঞানভিদায়া অপমার্জনং চ যন্নিজং সত্বং তদযদি  
ন ভবেৎ নাবির্ভবতি তদৈব প্রাকৃতসত্বাদিগুণপ্রকাশৈ-  
র্ভবাননুমীয়তে হ্মনিজসত্বাবির্ভাবেনতু সাক্ষাৎ ক্রিয়ত  
এবেত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

তদেব স্পষ্টয়িতুং তত্রানুমাণে দ্বৈবিধ্যমাত্মঃ যস্য গুণঃ  
প্রকাশত ইতি । অস্বরূপভূতস্যৈব সত্বাদিগুণস্য ত্বদব্য-

সিত হইত, তোমার অনুভবেয় লেশ মাত্র হইত না ॥

যদি বলেন প্রাকৃত সত্ব দ্বারাই আমার অনুভব হউক,  
নিজ সত্ব দ্বারা কি হইবে এই বিষয় বলিতেছেন । প্রাকৃত গুণ  
সকলের প্রকাশ দ্বারা তুমি কেবল অনুমানের বিষয় মাত্র,  
তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে পারাযায় না । অথবা তোমার  
বিজ্ঞানরূপ ও অজ্ঞানভেদের অপমার্জন যে নিজের সত্ব তাহা  
যদি আবির্ভূত না হইত তাহা হইলে প্রাকৃত সত্বাদি গুণ সক-  
লের প্রকাশ দ্বারা তুমি অনুমিত হইত, তোমার নিজ সত্বের  
আবির্ভাব দ্বারা তুমি সাক্ষাৎকৃত হও ॥ ৬৬ ॥

ইহাই স্পষ্ট করিবার নিমিও তদ্বিয়ক অনুমাণে দুই  
প্রকার দেখাইতেছেন । যাহার গুণ প্রকাশ হয় অথবা যাহার  
দ্বারা গুণ প্রকাশ হয় । যাহা স্বরূপ ভূত নহে এমত প্রাকৃত  
সত্বাদি গুণের তোমার অব্যভিচারি সম্বন্ধিত্ব মাত্র দ্বারা কিম্বা

ভিচারি সম্বন্ধিত্বমাত্রেন বা ত্বদেকপ্রকাশ্যমানতামাত্রেন  
 বা ত্বল্লিপ্তত্বমিত্যর্থঃ । যথা অরুণোদয়স্য সূর্য্যোদয় সান্নিধ্য-  
 লিপ্তত্বং যথা বা ধূমস্ত্যাগ্নিলিপ্তত্বমিতি তত উভয়থাহপি  
 তব সাক্ষাৎকারে তস্য সাধকতমত্বাভাবো যুক্ত ইতি  
 ভাবঃ । তদেবমপ্রাকৃতমত্বস্য তদীয়স্বপ্রকাশতারূপত্বং  
 যেন স্বপ্রকাশস্য তব সাক্ষাৎকারো ভবতীতি স্থাপিতং  
 অত্র যে বিশুদ্ধমত্বং নাম প্রাকৃতমেব রজস্তমঃশূন্যং মত্বা  
 তৎ কার্য্যং ভগবদ্ধিগ্রাহাদিকং গন্যন্তে তেতু ন কেনা-  
 প্যনুগ্রহীতাঃ ॥ ৬৭ ॥

রজঃসম্বন্ধাভাবেন স্বতঃপ্রশান্তস্বভাবস্য সন্দ্বিত্তোদাসীনতা-

তোমার প্রকাশ্যমানতামাত্রদ্বারা তোমার স্বরূপ প্রকাশ  
 হয়, অরুণোদয় যেমন সূর্য্যোদয়ের সান্নিধ্য প্রকাশক, অথবা  
 ধূম যেমন অগ্নির প্রকাশক, সেই হেতু উদয়প্রকারেই  
 তোমার সাক্ষাৎকার বিষয়ে প্রাকৃতগুণের উত্তর সাধকত্বের  
 অভাব যুক্ত বটে ইহাই ভাবার্থ । এই প্রকারে অপ্রাকৃত মত্বের  
 ত্বদীয় স্বপ্রকাশরূপত্ব হইল, উহার দ্বারা স্বপ্রকাশ তোমার  
 সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল ।

এ স্থলে যাহারা বিশুদ্ধ মত্বকে প্রাকৃত রজস্তমঃশূন্য জ্ঞান  
 করিয়া তাহার কার্য্যরূপে ভগবদ্ধিগ্রাহাদিকে বোধ করেন,  
 তাহারা কাহারও নিকট অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে না ॥ ৬৭

রজঃসম্বন্ধের অভাবনিমিত্ত স্বতঃসিদ্ধ শান্তস্বভাবের

কৃতিহেতোস্তস্য ক্ষোভাসম্ভাবাং বিদ্যাময়ত্বেন যথা  
বস্থিতবস্তুপ্রকাশিতামাত্র ধর্ম্যত্বাৎ । তস্য কল্পনাস্তরা-  
যোগ্যত্বাচ্চ । তদুক্তমপি অগোচরস্য গোচরত্বে হেতুঃ  
প্রকৃতিগুণঃ সত্বঃ । গোচরস্য বহুরূপত্বে রজঃ । বহুরূপস্য  
তিরোহিতত্বে তমঃ । তথা পরস্পরোদাসীনত্বে সত্বঃ ।  
উপকারিত্বে রজঃ । অপকারিত্বে তমঃ । গোচরত্বাদানি  
স্থিতিস্থিতিসংহারঃ, উদাসীনত্বাদানি চেতি ॥ ৬৮ ॥

অথ রজোলেণে তত্র মন্ত্যব্যে বিশুদ্ধপদবৈপর্য্যমিত্যাং

সর্বত্র উদাসীনতা আকৃতি হেতু, সেই সত্বেই ক্ষোভ অসম্ভব  
হেতু, জ্ঞানময়ত্ব প্রযুক্ত, যথাবস্থিত বস্তু প্রকাশ মাত্র ধর্ম্য হেতু  
এবং তাহার কল্পনাস্তরের অযোগ্যত্ব প্রযুক্ত ভগবদ্বিগ্রহাদির  
গুণকার্য্যত্ব সম্ভব হয় না ॥

অতএব উক্ত হইয়াছে ॥

অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রকৃতির সত্বগুণ হেতু,  
প্রত্যক্ষের বহুরূপত্ববিষয়ে রজোগুণ হেতু এবং বহুরূপের  
অস্তুর্দ্ধানবিষয়ে তমোগুণ হেতু, তথা পরস্পর উদাসীনত্ব  
বিষয়ে সত্বগুণ, উপকারিত্ববিষয়ে রজোগুণ এবং অপকারিত্ব-  
বিষয়ে তমোগুণ । গোচরত্বাদি অর্থাৎ গোচরত্ব, বহুরূপত্ব ও  
তিরোহিতত্ব, অর্থাৎ স্থিতি স্থিতি এবং সংহার বিষয়ে উদাসীনত্ব,  
উপকারিত্ব ও অপকারিত্ব জানিতে হইবে ॥ ৬৮ ॥

অপর ঐ সত্বে রজোগুণের লেশ আছে বালিয়া যদি মানা যায়



তন্মতরজোঘটপ্রঘটনয়েতি । পাদ্মোত্তরখণ্ডেতু বৈকুণ্ঠ-  
নিকূপণে তস্য সত্বস্যাপ্রাকৃতত্বং স্পৃষ্টমেব দর্শিতং । যত  
উক্তং প্রকৃতিবিভূতিবর্ণনাস্তরং ॥

এবং প্রাকৃতরূপায় বিভূতেরূপমুত্তমং ।

ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্ত শৃণু ভূধরনন্দিনি ।

প্রধানপরমব্যোম্মোরত্তরে বিরজানদী ।

বেদাঙ্গশ্বেদজনিততৌগৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ।

তস্যাপারে পরব্যোম ত্রিপাদুতং সনাতনং ।

অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ।

তাহা হইলে বিশুদ্ধ পদের ব্যর্থতা হয়, অতএব ঐ মতস্বরূপ  
রজোঘটের চালনায় প্রয়োজন নাই ।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বৈকুণ্ঠনিকূপণে ঐ সত্ত্বের অপ্রা-  
কৃতত্ব স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, যে হেতু তাহা প্রকৃতিবিভূতির  
বর্ণনের পর উক্ত হইয়াছে ।

পার্বতীর প্রতি মহাদেব কহিয়াছেন, হে পর্বতনন্দিনি !  
এইত প্রাকৃত বিভূতির অভ্যুত্তম রূপ বর্ণন করিলাম, এখন  
ত্রিপাদ্বিভূতির রূপ বর্ণন করি শ্রবণ কর ।

প্রকৃতি ও বৈকুণ্ঠ এই দুইয়ের মধ্যে পবিত্র বিরজা নামে  
নদী আছেন, উহা বেদাঙ্গ বস্ম জনিত জলসমূহে প্রস্রাবিত,  
উহারই পারে পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, তাহা ত্রিপাদরূপ,  
সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত, পরম পদ, শুদ্ধসত্বময়,  
অলৌকিক, অবিনশ্বর ও ব্রহ্মের পরমপদ ইত্যাদি । প্রসঙ্গা-

শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদমিত্যাदि ।

তদেতৎ সমাপ্তং প্রামাণিকং শুদ্ধসত্ত্ব বিবেচনং ॥

অথ প্রবর্ততে ইত্যাদি প্রকৃতমেব পদ্যং ব্যাখ্যায়তে ॥ ৬৯  
ননু গুণাদ্যভাবান্নির্বিশেষ এবাসৌ লোক ইত্যাশঙ্ক্য তত্র  
বিশেষস্তম্যাঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকায়াঃ স্বরূপানতিরিক্তশক্তে-  
রেব বিলাসরূপ ইতি দ্যোতয়ন্তমেব বিশেষং দর্শয়তি  
হরেরিতি । সুরাঃ সত্ত্বপ্রভবাঃ অসুরাঃ রজস্তমঃপ্রভবাঃ তৈ  
রর্চিতাঃ । তেভ্যোহহর্তৃমা ইত্যর্থঃ । গুণাতীতত্বাদেবেতি  
ভাবঃ ॥ ৭০ ॥

তানেব বর্ণয়তি শ্যামাবদাতা ইতি । শ্যামাশ্চ অবদাতা

ধীন প্রাপ্ত সেই এই শুদ্ধসত্ত্বের বিচার সমাপ্ত হইল । এক্ষণে  
দ্বিতীয় স্কন্ধের “প্রবর্ততে” ইত্যাদি প্রকৃত পদ্যের ব্যাখ্যা  
করি ॥ ৬৯ ॥

অহে ! গুণাদির অভাব হেতু এই বৈকুণ্ঠলোক নির্বিশেষ,  
যদি এরূপ আশঙ্কা কর, তাহাতে নিশেষ এই যে, সেই শুদ্ধ-  
সত্ত্বাত্মিকার অর্থাৎ স্বরূপের অনতিরিক্ত শক্তিরই বিলাস রূপ  
ইহাই প্রকাশ করত সেই বিশেষ দেখাইতেছেন । “হরেরিতি”  
বৈকুণ্ঠস্থ ভগবৎপারিষদগণকে সত্ত্বপ্রভব দেবগণ, এবং রজ-  
স্তমঃপ্রভব অসুরগণ পূজা করিয়া থাকেন । অর্থাৎ সেই সকল  
দেব অসুর হইতে তাঁহারা পূজ্যতম, যে হেতু তাঁহারা সকলেই  
গুণাতীত, অতএব সকলেরই পূজনীয় ইতি ভাবার্থ ॥ ৭০ ॥

সেই ভগবৎপারিষদসকলের রূপ কহিতেছেন, দ্বিতীয়

উজ্জ্বলাশ্চ তে । পীতবস্ত্রাঃ স্পৃশ্যশমোহতিস্বকুমারাঃ উন্মি-  
ষন্ত ইব প্রভাবন্তো মণিপ্রবেকা মণ্ডাণ্ডমা যেষু তানি  
নিষ্কানি পদকান্যাভরণানি যেষাং তে স্ববর্চসমুজ-  
স্বিনঃ ॥ ৭১ ॥

প্রবালেতি । কেহপি তেভ্যঃ শ্রীভগবৎসারূপ্যং লব্ধবস্ত্রো  
হনো প্রবালাদিসমবর্ণাঃ । পুনরপি লোকং বর্ণয়তি ভ্রাজি-  
ষ্ণুভিরিতি । শ্রীর্ঘত্রেতি শ্রীঃ স্বরূপশক্তিঃ রূপিণী তৎ-  
প্রেয়সীরূপা মানং পূজাং বিভূতিভিঃ সমখীরূপাভিঃ ।  
প্রেম্য আন্দোলনং শ্রিতা বিলাসেন । কুসুমাকরো বসন্ত-

স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ের “শ্যামাবদাতাঃ” এই ১১ শ্লোকের তাৎ-  
পর্য্য যথা ॥

তঁাহারা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পীতবসন পরিধান, অতি স্বকুমার  
অত্যন্ত প্রভাশালী, উত্তম উত্তম মণিযুক্ত পদকে দেদীপ্যমান  
এবং সকলেই তেজস্বী ॥ ৭১ ॥

“প্রবালেতি” যাঁহারা ভগবৎসারূপ্য লাভ করিয়াছেন  
তঁাহাদিগের হইতে অন্যান্য বৈকুণ্ঠস্থ ব্যক্তিগণের বর্ণ প্রবাল,  
বৈদূর্য্য ও মৃণালের তুল্য ॥

পুনরায় বৈকুণ্ঠ বর্ণন করিতেছেন ॥

“শ্রীর্ঘত্রেতি” যে স্থলে স্বরূপশক্তিস্বরূপা ভগবৎ প্রেয়সী  
লক্ষ্মী স্বীয় সমখীগণের সহিত ভগবানের পূজা করিতেছেন,  
কিন্তু বসন্তের অনুচর ভ্রমর সকল নানা প্রকারে গুণগান  
করাতে ঐ লক্ষ্মীকে যেন ক্রৌড়া নিবন্ধন আন্দোলন আশ্রয়

স্তদমুগা ভ্রমরান্‌স্তম্ভিবিধং গীয়মানা । স্বয়ং প্রিয়স্য হরেঃ  
কৰ্ম্ম গায়ন্তী ভবতি ॥ ৭২ ॥

দদর্শেতি তত্র লোক ইতি প্রাক্তনানাং যচ্ছব্দানাং বিশেষ্য  
অখিলসাত্বতাং সর্বেষাং সাত্বতানাং যাদববীরাণাং পতিং  
শ্রিয়ঃপতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতির্ধীরাংপতিলোকপতি-  
ধীরাপতিঃ । পতির্গতি শ্চাক্ষক বৃষ্টি সাত্বতাং প্রসী-  
দতাং মে ভগবান্ সতাংপতিরিত্যেতদ্বাক্যসম্বাদিত্বাৎ ।  
শ্রীভাগবতমতে শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগবত্বেন প্রতি পাদ-

করিতে হইয়াছে, পরন্তু তিনি স্বয়ং আত্মাশ্রয় হরির কীর্ত্তি  
গানকরণে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষান্ত নহেন ॥ ৭২ ॥

“দদর্শেতি” তত্র এই শব্দে সেই বৈকুণ্ঠলোকে, পূর্বে যে  
সকল যৎ শব্দ হইয়াছে, তত্র শব্দ সেই সকল শব্দের  
বিশেষ্য । অখিল সাত্বতসকলের অর্থাৎ সমস্ত যাদববীর-  
দিগের পতি ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি  
শুকদেব কহিয়াছেন, তিনি লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি  
বুদ্ধির পতি, লোকের পতি, পৃথিবীর পতি, তথা অক্ষক,  
বৃষ্টি ও সাত্বতগণে সকল আপদসময়ে রক্ষক এবং  
পতি । আর তিনি সাধুদিগের পতি, সেই ভগবান্ আমার  
প্রতি পসন্ন হউন । এই বাক্যের সম্বাদিত্বহেতু শ্রীভাগবতমতে  
শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্বরূপে প্রতিপন্ন হইবে এইহেতু । অপর

যিস্যাগ্নত্রাৎ । যচ্চৈকদনস্তরং ব্রহ্মণে চতুঃশ্লোকীকূপং  
ভাগবতং শ্রীভগবতোপদিষ্টং তত্রচ ।

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে

পদ্মে নিষগ্নায় মমাদিসর্গে ।

জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং

যং শূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥

ইতি তৃতীয়ে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যানুসারেণ ॥ ৭৩ ॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং

ও যবিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ ।

ইহার পরে দ্বিতীয়স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৯ হইতে ৪ শ্লোকে  
শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন ।

তৎপরে ৩ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি  
শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, হে উদ্ধব ! পূর্বের পাদ্যকল্পে সৃষ্টির উপ-  
ক্রমসময়ে আমি আপনার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে  
আত্মমহিমান্বিত পরমজ্ঞান কহিয়াছিলাম, জ্ঞানিগণ  
তাঁহাকেই ভাগবত বলিয়া থাকেন । এই বাক্যানুসারে সাত্ত্বত-  
পতি শব্দে যদুদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৭৩ ॥

যে পুরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি কালে ব্রহ্মাকে রচনা করিয়া  
ছেন এবং তদর্থ হয়গ্রীব ও মৎস্য মূর্তি ধারণপূর্বক প্রলয়  
পয়োধিজল হইতে গোপাল বিদ্যারূপ বেদগণকে রক্ষা করত  
তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্ম বুদ্ধি প্রকাশক

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশঃ

মমুক্ষুর্কৈ শরণমমং ব্রজেদিতি ।

শ্রীগোপতাপন্যানুসারেণ চ তস্মৈ বোপদেক্ষত্শ্রুতঃ ।

তদুহোবাচ ব্রাহ্মণোহসাবনবরতং মে ধাতঃ স্তুতঃ পরাধ্বান্তে

মোহবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবিবভূবৈতি শ্রীগো-

পালতাপন্যানুসারেণৈব কচিৎ কল্পে শ্রীগোপালরূপেণচ

সৃষ্টাদাবিখ্যমেব ব্রহ্মণে দর্শিতনিজরূপতাং তদ্বান্মো

মহাবৈকুণ্ঠেহেন শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে সাধয়িষ্যমাণত্বাচ্চ দ্বারকায়াং

দেবকে মোক্ষার্থী হইয়া আশ্রয় করিবেক, গোপালতাপনীর  
অনুসারেও সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে কহিয়াছেন এই শ্রুতি  
আছে ।

“তদুহোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মে ধাতঃ স্তুতঃ পরাধ্বান্তে

মোহবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবিবভূব” ॥

ব্রহ্মা সনকাদিকে কহিলেন পুত্রগণ ! এই যে আমি বর্ত-

মান আছি, আমার পূর্ব পরাধ্বকাল আমি কর্তৃক পরব্রহ্ম

শ্রীকৃষ্ণ ধাত ও স্তুত হয়েন, পরে ব্রাহ্মী নিশার অবমান হইলে

সেই গোপবেশ পুরুষ যোগনিদ্রা হইতে উথিত হইয়া আমার

অগ্রে আনিভূত হইয়াছিলেন ।

এই গোপালতাপনীর অনুসারেও কোন কল্পে শ্রীগোপাল

রূপে সৃষ্টাদি বিষয়ে ব্রহ্মাকে নিজরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন

এই হেতু সাত্বতপতি শব্দে যদুবীরদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ ॥  
সেই শ্রীকৃষ্ণের ধাম মহাবৈকুণ্ঠ, ইহা কৃষ্ণসন্দর্ভে স্থাপন

প্রাকট্যাধসরে শ্রুতস্বনন্দনন্দাদিসাহচর্যেণ শ্রীপ্রবলা-  
দযোহপি জ্ঞেয়াঃ ।

যথোক্তং প্রথমে ॥

স্বনন্দনন্দশীর্ষণ্য! যে চাম্যে সাত্ত্বত্বভা ইতি ॥ ৭৪ ॥

ভূত্যা প্রসাদেতি দৃগেবাসব ইব দ্রষ্টৃণাং মদকরী যস্য তং ।

শ্রিগা বক্ষোবামভাগে স্বর্ণরেখাকারয়া । অধ্যাহ্নীয়েতি

চতস্রঃ শক্তয়ো ধর্মাদ্যাঃ । পাদ্মোত্তরখণ্ডে যোগপীঠে

ত এব কথিতাঃ । ন বহিরঙ্গা অধর্মাদ্যা ইতি । তথাহি ।

করিব । দ্বারকায় প্রকটলীলা কালীন শ্রীনন্দাদির সাহচর্য্য  
হেতু প্রবল প্রভৃতিকেও জানিতে হইবে ॥

এই বিষয় প্রথম স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে উক্ত  
হইয়াছে যথা ।

স্বনন্দ নন্দ প্রভৃতি যে কেহ সাত্ত্বত্ব শ্রেষ্ঠ, ইহঁরা ত  
সকলে কুশলে আছেন ? ॥ ৭৪ ॥

“ভূত্যা প্রসাদেতি” দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকের  
তাৎপর্য্য এই যে । তাঁহার দৃষ্টি যেন দ্রষ্টাদিগের আসব তুল্য  
হর্ষকারী দেখাইতেছে এবং বক্ষঃস্থলের বামভাগে স্বর্ণরেখা  
রূপ লক্ষ্মী দ্বারা অলঙ্কৃত ॥

“অধ্যাহ্নীয়েতি” ২ স্কন্ধের ১৭ শ্লোকের তাৎপর্য্য ।  
ধর্মাদি চারিটি শক্তি । পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে যোগপীঠে ঐ  
চারিটিই কথিত হইয়াছে, অধর্মাদি বহিরঙ্গ কথিত হয় নাই ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

ধর্মজ্ঞানতথৈশ্বর্যাবৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ । ঋগ্‌যজুঃ  
সামখর্ষাণরূপৈর্নিত্যং বৃতং ক্রমাদিতি । সমস্তাস্তস্তথা  
শব্দপ্রয়োগস্তার্থঃ । ষোড়শশক্তয়শ্চণ্ডাদ্যাঃ ॥ ৭৫ ॥

তথাচ তত্রৈব ॥

চণ্ডাদিদ্বারপালৈস্ত কুমুদাদৈঃ সুরক্ষিতেতি । নগরীতি  
পূর্বেণান্বয়ঃ । তেচ—

চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্‌দ্বারে যাম্যে ভদ্রস্তভদ্রকৌ ।

বারুণ্যং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃবিধাতরৌ ।

কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোহথ বামনঃ ।

শঙ্কুকর্ণঃ সর্বনেত্রঃ স্মৃগ্নঃ স্প্রতিষ্ঠিতঃ ।

এতে দিক্‌পতয়ঃ প্রেক্ষাঃ পূর্য্যামত্র সশোভনে ইতি ॥

ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অখর্ষ রূপ পাদ বিগ্রহ, ধর্ম, জ্ঞান,  
ঐশ্বর্য এবং বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমান্বয়ে নিত্য আবৃত । “ধর্মজ্ঞান-  
তথৈশ্বর্য্য” এইস্থলে সমাসান্ত তথাশব্দের প্রয়োগ আর্ষ ।  
চণ্ডাদি ষোড়শ শক্তি ॥ ৭৫ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ॥

চণ্ডাদি দ্বারপাল ও কুমুদাদি দিক্‌পাল দ্বারা ঐ বৈকুণ্ঠ-  
পুরী স্তম্বররূপে রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে ।

ঐ সকল দ্বারপালদিগের মধ্যে পূর্ব দ্বারে চণ্ড, প্রচণ্ড,  
দক্ষিণ দ্বারে ভদ্র স্তভদ্র, পশ্চিম দ্বারে জয় বিজয় এবং উত্তর  
দ্বারে ধাতা ও বিধাতা দ্বারপাল অবস্থিত ।

অপিচ কুমুদ, কুমুদাখ্য, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব-  
নেত্র, স্মৃগ্ন ও স্প্রতিষ্ঠিত, এই আট জন ঐ মনোহর বৈকুণ্ঠ-



কুমুদাদয়স্ত্ব দ্বৌ দ্বাবাণ্ণেয়াদিদিকৃপতয় ইতি শেষঃ ॥ ৭৬ ॥

পঞ্চশক্তয়ঃ কূর্মাাদ্যাঃ ॥

তথাচ তত্রৈব ।

কূর্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়ীশ্বরঃ ।

ছন্দাংসি সর্বমন্ত্ৰাশ্চ পীঠরুত্ৰমাস্থিতা ইতি ॥

ত্রয়ীশ্বর ইতি বৈনতেয়বিশেষণং । তস্য ছন্দোময়ত্বাৎ ।

যদ্যপুত্তরথগুবচনং তৎ পরমব্যোমপরং তথাপি তৎ-  
সাদৃশ্যাগমাগমাদি প্রসিদ্ধেশ্চ । শ্রীকৃষ্ণযোগপীঠমপিচ

তদ্বজ্জ্জ্বেয়ং । অত্র ষোড়শ শক্তয়ঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণে এব  
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পুরস্তাদুদাহরিষ্যমাণ প্রভাসথগুচনাৎ

পুরীর দিকৃপাল । অর্থাৎ কুমুদাদি দুইটি করিয়া অগ্নি কোণা-  
দির দিকৃপতি হইয়াছেন ॥ ৭৬ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরগে ॥

কূর্ম, নাগরাজ, দেবদীশ্বর গরুড়, ছন্দ ও মন্ত্ৰ সকল পীঠ-  
রূপে অবস্থিত । ত্রয়ীশ্বর এই পদটি গরুড়ের বিশেষণ, যে হেতু  
তিনি ছন্দোময় ।

যদিচ পদ্মপুরাণের উত্তরথগুর বচন ঐ পরব্যোম অর্থাৎ  
বৈকুণ্ঠপর, তথাপি তৎসাদৃশ্যা আগমাদিপ্রসিদ্ধ হেতু শ্রীকৃ-  
ষ্ণের যোগপীঠকেও সেই রূপ জানিতে হইবে । এস্থলে সাক্ষাৎ  
শ্রীকৃষ্ণেরই ষোলটি শক্তি, পরে কৃষ্ণসন্দর্ভে প্রভাসথগুর  
যে বচন উদাহরণ দেওয়া হইবে সেই ধচন প্রযুক্ত শ্রুতি,

শ্রুতালম্বিতাদয় এব বা জ্ঞেয়া ইতি ॥ ৭৭ ॥

স্বৈঃ স্বরূপভূতৈরৈশ্বর্যাদিভিযুক্তং । ইতরত্র যোগিষু  
অধ্রুবৈঃ আগন্তুকনশ্বরৈঃ । তৎপ্রসাদাদেব কদাচিত্তদা-  
ভাসরূপতয়ৈব প্রাপ্তৈশ্বরিত্যর্থঃ । স্বস্বরূপ এব ধামনি  
ত্রীবৈকুণ্ঠে রমমাণং অতএবেশ্বরং । কথমপি পরাধীন-  
সিদ্ধত্বাভাবাৎ ॥ ৭৮ ॥

তদর্শনেতি । যৎ পদান্বজং 'পারমহংসেন পথাধিগম্যত  
ইতি সচ্চিদানন্দঘনত্বং তস্য ব্যনক্তি । ত্বং প্রীয়মাণমিতি  
তৎ ব্রহ্মাণং ভগবান্ বভাষে । প্রজাবিসর্গে কার্য্যে নিজস্য

আলম্বিনী প্রভৃতি শক্তি সকলকেও জানিতে হইবেক ॥ ৭৭ ॥

পূর্বেবোক্ত দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে ।

স্বৈঃ পদের অর্থ স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্যাসমূহে যুক্ত, ইতরত্র  
যোগি সকলে অধ্রুব অর্থাৎ আগন্তুক নশ্বর ঐশ্বর্য্যাসকলে  
সম্পন্ন অর্থাৎ ভগবানের অনুগ্রহাধীনই কখন তাহা আভাস  
রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে । “স্ব এব ধামন্” ইহার অর্থ এই  
যে স্বীয় স্বরূপভূত বৈকুণ্ঠধামেই রমমাণ । অতএব তিনি  
ঈশ্বর, কোন ক্রমেই পরাধীন হয়েন না ॥ ৭৮ ॥

“তদর্শনেতি” ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে । ঐহার  
চরণান্বজে পারমহংস্য পথদ্বারা গম্য হয়, এতদ্বারা তাঁহার  
সচ্চিদানন্দঘনত্ব প্রকাশ করিলেন ॥

“তং প্রীয়মাণমিতি” ঐ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে ।  
প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে নিজের অংশস্বরূপ পুরুষের শাসনযোগ্য

স্বাংশভূতস্য পুরুষস্য শাসনেহহং যোগ্যং ।

নমসৌ পুরুষ এব তমনুগ্রহাতু শ্রীভগবতস্ত পরাবস্থাছাত্তেন  
প্রাকৃতসৃষ্টিকর্তা সংবন্ধোহপি ন সম্বন্ধ ইত্যশঙ্ক্য তস্য  
ভক্তবাৎসল্যাতিশয় এবায়মিত্যাহ । প্রিয়ং তস্মিন্ প্রেম-  
বন্তং । যতঃ সোহপি প্রিয়ঃ প্রেমবশঃ । তত্রাপি প্রী-  
য়মাণমিতি প্রীতমনা ইতিচ বিশেষণং তদানীং প্রেমোল্লাসা-  
তিশয়দ্যোতকং । তং প্রতি ভগবচ্ছিহৃদর্শনেন তস্যাপি  
তত্র প্রীত্যাতিশয়ং ব্যঞ্জয়তি ঈষৎস্মিতরোচিষা গিরেতি  
করে স্পৃনম্নিতিচ । অস্য শ্রীকৃষ্ণোপাসকত্বং শ্রীগোপাল-

ব্রহ্মাকে কহিলেন । অহে ! যদি বল, ঐ অংশস্বরূপ পুরুষই  
ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করুন, শ্রীভগবান্ নিগুণ তুরীয় পদার্থ, একা-  
রণ প্রাকৃত সৃষ্টিকর্তার সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা সম্বন্ধ  
নয়, এই আশঙ্কায়, ইহা তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের আতিশয্য  
মাত্র, এই বিষয়ে বলিতেছেন “প্রিয়ং” অর্থাৎ ঐ ব্রহ্মার প্রতি  
অতিশয় প্রেমবান্, যে হেতু তিনিও প্রিয়, অর্থাৎ প্রেমের  
অধীন । তাহাতেও প্রীয়মাণ এবং প্রীতমনা এই দুইটী বিশেষণ  
তৎ কালীন প্রেমের অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিতেছে ।  
ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের প্রীতিচিহ্ন দর্শনে, ব্রহ্মারও ভগবানের  
প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, ঈষৎ হাস্য বশতঃ  
শোভাশালি বাক্য দ্বারা তথা হস্তদ্বারা হস্তস্পর্শ করিয়া এই  
দুই পদে বোধ করাইতেছে ॥

অপর শ্রীগোপালতাপনীর বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই

তাপনী বাক্যেন দর্শিতং ॥ ৭৯ ॥

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

তত্র ব্রহ্মা ভবন্তু যশ্চতুর্বেদী চতুর্মুখঃ ।

স জতো ভগবচ্ছক্ত্যা তৎকালং কিল চোদিতঃ ।

সিসৃক্ষায়াং মতিক্রমে পূর্বসংস্কারসংস্কৃতাং ।

দৃদর্শ কেবলং ধ্বাস্তং নানাং কিমপি সর্বতঃ ।

উবাচ পুরতন্তস্মৈ তস্ম দিব্যা সরস্বতী ।

কামঃ কৃষ্ণায় গোবিন্দ ও গোপীজন ইত্যপি ।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন ॥ ৭৯ ॥

ঐ প্রকার ব্রহ্মসংহিতাতেও বর্ণিত আছে ॥

ভগবানের নাভি হইতে যে পদ্ম উৎপন্ন হইল তাহাতে চতুর্বেদ স্বরূপ চতুর্মুখবিশিষ্ট ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন । তিনি জন্মগ্রহণ করত তখন ভগবৎ-শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্বে যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই সংস্কারদ্বারা সংস্কৃতা অর্থাৎ অভ্যাসপ্রাপ্ত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । কিন্তু তৎকালে কেবল অন্ধকারময় জগৎ ব্যতীত আর কিছুমাত্র দেখিতে পান নাই ।

ব্রহ্মাকে চিন্তিতমনা অবলোকন করিয়া ভগবান্ পরম-পুরুষ দৈববাণীতে তাঁহাকে তাহার পূর্বোপাস্য উপাসনীয় মন্ত্ররাজ উপদেশ করিলেন । ভো ব্রহ্মন্ ! “আমি তোমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমার পূর্ব্বারাধিত মন্ত্র স্মরণ করা-ইতেছি, “কামবীজপূর্ব্বক কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-

বল্লভায় প্রিয়াবহুরয়ং তে দাস্যতি প্রিয়ং ।

তপ ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ।

অথ তেপে স সূচিরং শ্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়মিত্যাदि ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ৮০ ॥

অথ সা ভগবত্তাচ নারোপিতা কিস্তু স্বরূপভূতৈবেত্যে-  
তমর্থং পুনর্বিশেষতঃ স্থাপয়িতুং প্রকরণান্তরমারভ্যতে ।

তত্র বস্তুনস্তস্য শক্তিত্বমাহ !

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তিত্যস্য বিশেষণাত্যামেব শিবদং

বল্লভায় বহ্নিজায়ান্ত অর্থাৎ “ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-  
বল্লভায় স্বাহা” এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র উপাসনা কর, ইনি  
তোমার প্রিয় বিধান করিবেন ॥

পরম আকাশসম্ভূত বাক্যে ভগবান্ ব্রহ্মাকে এই উপদেশ  
করিলেন যে, তুমি তপস্যা কর, তোমার অভিলাষিত ফলসিদ্ধি  
হইবে । আকাশবাণী শ্রবণান্তর জগদ্বিধাতা সৃষ্টিকার্য্যসম্পন্ন  
করিবার নিমিত্ত স্থায়ী আসন পদ্মোপরিপউবিষ্ট হইয়া একান্ত  
ভাবে বহু কাল ব্যাপিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৮০

অনন্তর এই ভগবন্ত্ আরোপিত নহে, ইহা স্বরূপভূত,  
অতএব পুনরায় বিশেষ করিয়া এই মত স্থাপন করিবার নিমিত্ত  
অঙ্গ প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে

শ্রীব্যাসবাক্য যথা ॥

“বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু” ইহার শিবদ ও তাপত্রয়োন্মূলন

তাপত্রয়োন্মূলনমিতি ॥ ৮ ॥

শিবং পরমানন্দঃ তদানং স্বরূপশক্ত্যা । তাপত্রয়ং মায়া-  
শক্তিকার্য্যং তদুন্মূলনং চ তয়ৈবে ত । ১।১ শ্রীব্যাসঃ ॥ ৮১ ॥

তেচ মায়াশক্তিস্বরূপশক্তী পরম্পরবিরুদ্ধে তথা তয়ো-  
বৃত্তয়শ্চ স্বস্বগণ এব পরম্পরবিরুদ্ধা অপি বহব্যঃ ।  
তথাপি তাসামেকং নিধানং তদেবেতাহ ।

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ

বিবাদসম্বাদভূবো ভবন্তি ।

এই দুই বিশেষণদ্বারা এস্থলে সেই বস্তুর শক্তিত্ব কহিয়া-  
ছেন ॥ ৮ ॥

শিব শব্দের অর্থ পরম আনন্দ স্বরূপশক্তি দ্বারা তাহাই  
দান করেন । তাপত্রয় শব্দের অর্থ মায়াশক্তির কার্য্য, ঐ  
স্বরূপশক্তি দ্বারাই উন্মূলন করেন ॥ ৮১ ॥

সেই মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি পরম্পরবিরুদ্ধ, তথা ঐ  
দুইয়ের বৃত্তিসবলও পরম্পর বিরুদ্ধ হইয়াও স্বীয় স্বীয় গণে  
বহু হইলেও, তথাপি তাহাদের একমাত্র সেই ভগবানুই  
আশ্রয়, এই বিষয় কহিতেছেন ॥

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি  
দক্ষের স্তুতি যথা ॥

যাঁহার মায়া ও বিদ্যাদি শক্তিসকল বিবাদকারি বাদি-  
দিগের নিকট কখন বিবাদের কখন বা সম্বাদের স্থান হইয়া

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

— ০ঃ\*ঃ০ —

শ্রী শ্রী পূজ্যপাদ-জীবগোস্বামি প্রণীতঃ

— — —

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানুদিতঃ

— — —

শ্রী রাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেন

সংগৃহীতং অনুদিতং সংশোধিতঞ্চ ।

— — —

শ্রীরামদেবমিশ্রেশ্বরেণ—

প্রকাশিতং ।

দ্বিতীয়সংস্করণ—

— — —

মুর্শিদাবাদ ;

হরিতক্তিপ্রদায়িনী সভা—বহরমপুর-রাধারমণবজ্রে

শ্রী ব্রজনাথমিশ্র-প্রিন্টারেণ

মুদ্রিতং ।

— — —

সন ১৩২৫ সালে । মাঘে ।





কুর্কস্তু চৈবাং মুহুরাত্মমোহং

তস্মৈ নমোহনন্তু গুণায় ভূম্নে ॥ ৯ ॥

স্পষ্টং ॥ ৬ । ৪ ॥ দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমং ॥ ৮২ ॥

তথা ॥

যস্মিন্ বিরুদ্ধগত্যো হুনিশং পতন্তি

বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যা ।

তদ্বাক্ষা বিশ্বভবমেকমনস্তমাদ্য-

মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥ ১০ ॥

আনুপূর্ব্যা স্ববর্গে উত্তমমধ্যমকনিষ্ঠভাবেন বর্তমানা

বিবিধশক্তয়ঃ প্রায়ঃ পরস্পরং বিরুদ্ধগত্যোহপি

থাকে এবং সেই সকল বাঁদিদিগের আত্মাতে মুহূর্হুঃ মোদ উপস্থিত করিয়া দেয়, সেই অনন্ত গুণে অলঙ্কৃত পরমপুরুষ ভগবান্কে আমি নমস্কার করি ॥ ৯ ॥ ৮২ ॥

উক্ত রূপ ৪ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ভগবান্ পৃথ্বি-  
গর্তের প্রতি ক্রবের বাক্য যথা ॥

অহো! যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং যাহাদের শক্তি বিবিধ প্রকার, সেই সকল বিদ্যাাদি নিরন্তর যথাক্রমে যাহা হইতে উদ্ভাবিত হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই এই বিশ্বের উৎপাদক, তিনি অখণ্ড, অণাদি, অবিকার এবং আনন্দ-  
মাত্র, অদ্য আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য । উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাব দ্বারা স্বীয় বর্গে আনুপূর্ব্বিক বিবিধ শক্তি সকল প্রায় পরস্পর বিরুদ্ধ গতি

যস্মিন্ যদাশ্রিত্য অনিশং পতন্তি স্বস্বব্যাপারং কুর্কন্তি

॥ ৪ ॥ ৯ ॥ ধ্রুবঃ শ্রীপুঙ্গবর্তুং ॥

তথা ॥

সর্গাদি যোহস্যানুরূপাঙ্গি শক্তিভি-

র্জব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ ।

তস্মৈ সমুদ্রদ্ববিরুদ্ধশক্তয়ে

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥ ১১ ॥

অনুরূপাঙ্গি করোতি ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরং ॥

তাগামচিন্ত্যত্বমাহ । আত্মেশ্বরোহতর্ক্যসহস্রশক্তিরিতি ॥

হইয়াও বাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর পতিত হইতেছে  
অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যাপার করিতেছে ॥

উক্ত প্রকার ৪ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে মৈত্রেয়  
ঋষি বিদুরকে পৃথুর প্রতি পৃথিবীর বাক্য কহিয়াছেন যথা ॥

আপনার শক্তিস্বরূপ যে সকল মহাত্ম, ইন্দ্রিয়, দেবতা,  
বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয়  
করিতেছেন, আপনি সেই পুরুষ, আপনকার শক্তি অচিন্ত্য,  
আমি কেবল আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

এই শ্লোকে রূপাঙ্গি ক্রিয়ার করিতেছেন এই অর্থ ॥

ঐ সকল শক্তির অচিন্ত্যত্ব কহিতেছেন ।

৩ স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে কপিলদেবের প্রতি  
শ্রীদেবহুতির বাক্য যথা ।

তুমি জীবসকলের ঈশ্বর, তোমার সহস্র শক্তি, তৎ

১২ ॥ স্পষ্টং ॥

উক্তং চাচিন্ত্যত্বং শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিত্যাদৌ ।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হীত্যাদৌ চ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীদেবহুতিঃ কপিলদেবং ।

শক্তিস্তৎস্বাভাবিকরূপত্বমাহ ।

সত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকমাদৌ

সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তু জীবং ।

সমুদায় তর্কের গোচর হয় না ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমপাদে “শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ” এই অষ্টাবিংশতি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সগুণ নিগুণত্বাদি শ্রুতির অর্থাৎ শ্রবণের বেদোক্ত শব্দই মূল । তথা “আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি” এই উনবিংশ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে পরমাত্মার শক্তি সকল বিচিত্র, জীবের তদ্রূপ নহে, এই দুই সূত্রে ভগবৎ শক্তি সকলের অচিন্ত্যত্ব কথিত হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥

শক্তির এবং ভগবানের স্বাভাবিক রূপ বলিতেছেন ॥

১১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে নিমিরাজের প্রতি পিপ্পলায়নের বাক্য যথা ॥

৩৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যে একরূপ অনুভব হইতেছে যে, প্রমাণের অবিষয় প্রযুক্ত ব্রহ্ম নাই এই রূপ প্রসক্তি হইল, অতএব সমাধান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্ ! সৃষ্টির পূর্ব্ব একমাত্র ব্রহ্ম, সত্ব রজ স্তম এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান রূপে উক্ত

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি-

ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মৈব উরুশক্তি অনেকাত্মকশক্তিগুণ্যত্বাৎ এব কারণে  
ব্রহ্মণ এবমশক্তি ন তু কল্পিতেতি স্বাভাবিকরূপত্বং  
শক্তের্বোধয়তি ॥

তত্র হেতুঃ যৎ ব্রহ্ম সৎ স্মৃণং কার্যং পৃথিব্যাদিকরূপং ।  
অসৎ সূক্ষ্মং কারণং প্রকৃতিাদিকরূপং । তয়োর্বহিরঙ্গ-  
বৈভবয়োঃ পর- স্বরূপবৈভবং ক্রীবৈকুণ্ঠাদি রূপং ।  
তটস্থবৈভবং শুদ্ধজীবরূপক । অন্যথা তত্‌ত্বাবাসিদ্ধিঃ ।

হয়েন, পরে তিনি জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা মহান্ বলিয়া উক্ত  
হয়েন, তৎপরে অহঙ্কারাত্মক জীব রূপে কথিত হয়েন, যে  
হেতু সেই উরুশক্তি ব্রহ্মই কার্য কারণ এবং তদুভয়েরও  
কারণ হয়েন ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য । ব্রহ্মই উক্তশক্তি অর্থাৎ অনেকাত্মক শক্তি-  
বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন । এব শব্দ প্রয়োগদ্বারা  
ব্রহ্মেরই সেই শক্তি, উহা কল্পিত নহে । এতদ্বারা শক্তির  
স্বাভাবিকরূপত্ব বোধ করাইতেছে । তদ্বিষয়ে হেতু এই যে ।  
যে ব্রহ্ম, সৎ অর্থাৎ স্মূল পৃথিবী প্রভৃতি কার্যরূপ । এবং  
অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রকৃতি প্রভৃতি কারণরূপ, এই দুই বহি-  
রঙ্গ বৈভবের পর অর্থাৎ স্বরূপবৈভব ক্রীবৈকুণ্ঠাদি রূপ ।  
তথা তটস্থ বৈভব শুদ্ধ জীবরূপও হয়েন । তাহা না হইলে  
অর্থাৎ ঐ সকল ব্রহ্ম না হইলে সেই সেই ভাবের সিদ্ধি  
হইত না । যদি বল সেই সেই ভাবের রূপ কি ? এই প্রশ্নে

কিংরূপতয়া কৃত্তদ্রুপং তত্রাহ ॥ জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপ  
তয়া । মহাদাদিলক্ষণজ্ঞানশক্তিরূপত্বেন সূত্রাদিলক্ষণ-  
ক্রিয়াশক্তি রূপত্বেন তন্মাত্রাদিলক্ষণার্থরূপত্বেন । প্রকৃতি-  
লক্ষণতত্ত্বংসর্বৈক্যরূপত্বেন তয়োঃ পরং । তত্র ফলং  
পুরুষার্থস্বরূপং সর্বৈক্যং ভগবদাখ্যং চিদ্রস্তু । তদনুগত-  
ত্বচ্ছূদ্রজীবাখ্যং চিদ্রস্তু চ । এতেন জ্ঞানক্রিয়াদি রূপে-  
ণৌরুশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতং ॥ ৮৪ ॥

শক্তেঃ স্বাভাবিকস্বরূপত্বং সপ্রমাণং স্পষ্টয়তি ।

আদৌ যদেকং ব্রহ্ম তদেব সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিৎ

কহিতেছেন, জ্ঞান, ক্রিয়া, অর্থ ও ফলরূপ দ্বারা অর্থাৎ মহ-  
তত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানশক্তি দ্বারা সূত্রাদিরূপ ক্রিয়াশক্তি দ্বারা,  
তন্মাত্রাদি অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি অর্থরূপ দ্বারা, প্রকৃতি  
রূপ সেই সেই মহাদাদি সকলের ঐক্যরূপ দ্বারা এবং সৎ  
অসৎ স্বরূপ, ফলরূপ দ্বারা সেই ব্রহ্ম ঐ দুই স্তূল সূক্ষ্মের পর ॥

তন্মধ্যে পুরুষার্থস্বরূপ, সর্বৈক্য ভগবদামক চৈতন্যবস্তু  
এবং তাঁহার অনুগত প্রযুক্ত শুদ্ধ জীবনামক চৈতন্য বস্তু এই  
দুইকে ফল বলা যায় । এই জ্ঞান ক্রিয়াদিরূপ দ্বারা ব্রহ্মের  
বহু শক্তিত্ব প্রকাশ হইল ॥ ৮৪ ॥

শক্তির স্বাভাবিক স্বরূপত্ব প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট করিছেন ॥

আদিতে যে এক ব্রহ্ম, তিনিই সত্ত্ব রজ স্তমঃ এই ত্রিগুণ  
স্বরূপ প্রধান । তৎপরে ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সূত্র এবং জ্ঞান

প্রধানং । ততঃ ক্রিয়াশক্ত্যা সূত্রং জ্ঞানশক্ত্যা মহানিতি  
 ততোহহমহঙ্কার ইতি তদেবচ জীবং শুদ্ধস্বরূপং জীবা-  
 ত্মানং । তদুপলক্ষণং বৈকুণ্ঠাদি বৈভবঞ্চ প্রবদন্তি বেদাঃ ।  
 তে চ সন্দেব সৌম্যোদমগ্র আসীদিত্যাद्याঃ । আদাবেকং  
 ততস্তদ্রূপত্বমিতি স্বাভাবিকত্বমেব শক্তেরায়াতং । অন্যস্য  
 অসম্ভাবেনোপাধিকত্বাযোগাৎ স্বরূপবৈভবস্যঙ্গপ্রত্যঙ্গবৎ  
 নিত্যসিদ্ধত্বেহপি সূর্য্যসত্তয়া তজ্জ্যোতিঃ পরমাণুবৃন্দস্যেব  
 তৎসত্তয়া লক্ষসত্তাকত্বাত্তদুপাদানকত্বং তদাদিকত্বঞ্চ

শক্তি দ্বারা মহান্ । তদনন্তর অহঙ্কার, ঐ অহঙ্কারই জীব  
 অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ জীবাত্মা । ঐ শুদ্ধ জীবাত্মা উপলক্ষিত  
 বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্য, বেদ সকল এই রূপ বলেন ॥

বেদের উক্তি এই যে ॥

হে সৌম্য ! অগ্রে এই জগৎ সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপেই  
 ছিল । ইত্যাদি । প্রথমে এক, তৎপরে মহাদাদি রূপত্ব, এত-  
 দ্বারা শক্তির স্বাভাবিকত্ব প্রাপ্তি হইল । অন্যের অর্থাৎ মহাদা-  
 দির অসম্ভাব দ্বারা ঐ ব্রহ্মের উপাধি না থাকায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ  
 তুল্য স্বরূপ বৈভবের নিত্যসিদ্ধত্ব হইলেও যেমন সূর্য্যের  
 বিদ্যমানতা দ্বারা তাঁহার রশ্মি পরমাণু সকলের সত্তা লাভ  
 হয়, তাহার ন্যায় তদীয় সত্তা দ্বারা মহান্ প্রভৃতি সত্তা লাভ  
 করায় তদুপাদানকত্ব এবং তদাদিকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মই তাহাদের  
 উপাদান ও ব্রহ্মই তাহাদের আদি হইয়াছেন ॥

স্যাৎ যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৮৫ ॥

শক্তির'চিন্ত্যত্বং স্বাভাবিকত্বং চোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥  
নিগুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যগলায়নঃ । কথং সর্গাদি-  
কর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে । ইতি মৈত্রেয়প্রশ্নানস্তরং  
শ্রীপরাশর উবাচ । শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞান-  
গোচরাঃ । যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ।  
ভবান্ত তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোক্তেতি । অত্র  
শ্রীধরস্বামিটীকাচ । তদেবং ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যদিকর্তৃত্ব-

শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যাঁহার দীপ্তি এই সমুদায় মহাদা-  
দিকে প্রকাশ করিতেছে ॥ ৮৫ ॥

শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও স্বাভাবিকত্ব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত  
হইয়াছে যথা ॥

যিনি নিগুণ, পরিচ্ছেদ শূন্য, শুদ্ধ ও নিৰ্ম্মল স্বরূপ, সেই  
ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব স্বীকার করা যাইতে  
পারে। মৈত্রেয় মুনি এই রূপ প্রশ্ন করিলে পরাশর কহিলেন  
হে তাপসশ্রেষ্ঠ ! যে হেতু সমুদায় বস্তুর শক্তি সকল অচিন্ত্য-  
জ্ঞানের গোচর, সেই সেই হেতু ব্রহ্মেরও সৃষ্টি প্রভৃতি ভাব  
শক্তি সকল অচিন্ত্য জ্ঞানের গোচর, যেমন অগ্নির উষ্ণতা শক্তি  
অনুভব করা যায় না তদ্রূপ ।

এই স্থলে শ্রীধরস্বামী টীকাতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । অত-  
এব এই প্রকারে ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব উক্ত হইল । ইহাতে

যুক্ত । তত্র শঙ্কতে নিগুণস্যেতি সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য  
অপ্রমেয়স্য দেশকালাদপরিচ্ছিন্নস্য শুদ্ধস্য অদেহস্য সহ-  
কারিশূন্যস্যেতি বা । অমলাত্মনঃ পুণ্যপাপ সংস্কারশূন্যস্য  
রাগাদিশূন্যস্যেতি বা । এবমুভয়স্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদি-  
কর্তৃত্বমিষ্যতে । এতদ্বিগক্ষণস্যৈব লোকে ঘটাদিষু  
কর্তৃত্বাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

পরিহরতি শক্তয় ইতি সার্কেন । লোকেহি সর্বেষাং  
ভাবানাং মণিমল্লাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।  
অচিন্ত্যং তর্কাসহং যৎজ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিজ্-  
প্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি । যবা । অচিন্ত্যা ভিন্না-

এই বিতর্ক উপস্থিত হইতেছে । অহে ! যিনি নিগুণ অর্থাৎ  
সত্ত্বাদি গুণ রহিত, অপ্রমেয় অর্থাৎ দেশ কালাদি পরিচ্ছেদ  
শূন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ দেহরহিত অথবা সহকারিশূন্য এবং অম-  
লাত্মা অর্থাৎ পাপ পুণ্য সংস্কার শূন্য, কিম্বা রাগাদিশূন্য,  
এতাদৃশ সেই ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্টাদির প্রতি কর্তৃত্ব  
স্বীকার করা যায়, যে হেতু এই রূপ লক্ষণরহিত ব্যক্তিরই  
লোক মধ্যে ঘটাদি নিৰ্ম্মাণ বিষয়ে কর্তৃত্ব দেখিতেছি ॥ ৮৬ ॥

বিতর্কের সমাধান করত “শক্তয়ঃ” এই সার্কি শ্লোকে  
কহিতেছেন । সংসারমধ্যে মণিমল্লাদি পদার্থ সমূহের  
প্রকৃতি সকল অচিন্ত্য জ্ঞান গোচর অর্থাৎ অচিন্ত্য শব্দে  
তর্কের অগোচর যে জ্ঞান কার্য্যের অন্য প্রকার অসঙ্গতির



ভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিস্ত্যিতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি-  
জ্ঞানগোচরাঃ সন্তি । যত এবং, অতো ব্রহ্মণোহপি তাস্তথা  
বিবিধা শক্তয়ঃ স্বার্থাদিহেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ  
শক্তয়ঃ সম্ভাব্য পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ, অতো  
গুণাদিহীনম্যাপি অচিস্ত্যশক্তিমদ্বার-ক্রমঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং  
ঘটতে ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

শ্রুতিশ্চ ॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে  
ন তৎসমস্তাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।  
পরাস্মা শক্তির্বিনিধৈব শ্রুয়তে

প্রমাণস্বরূপ ঐ সকল শক্তি তাঁহারই গোচর হয় । অথবা  
অচিস্ত্য অর্থাৎ ভিন্ন অভিন্ন প্রভৃতি বিবিধ কল্পনাদ্বারা চিস্তা  
করিবার নিমিত্ত অসমর্থ হেতু কেবল অর্থাপত্তিজ্ঞানের গম্য  
হয়, যখন এই প্রকার হইল, তখন ব্রহ্মেরও সেই প্রকার বিবিধ  
শক্তি সকল অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রভৃতির হেতুভূত ভাবশক্তি সকল  
অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ শক্তিসকল আছে ।  
অতএব গুণাদিহীন, অচিস্ত্য শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরও সৃষ্টিপ্রভৃতি  
কার্য্যে কর্তৃত্ব সম্ভব হয় ॥ ৮৭ ॥

এই বিষয়ে শ্রুতি যথা ॥

ব্রহ্মের কার্য্য নাই, করণও নাই, তাঁহার সমান বা তাঁহা  
অপেক্ষা অধিকও দৃষ্ট হয় না । তাঁহার স্বাভাবিক নানা প্রকার

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাশ্মায়িনস্তু মহেশ্বরমিত্যাদেঃ ।  
যদ্যেবং যোজনা । সর্বেষাং ভাবানাং পাবকসৌক্ষ্যতা-  
শক্তিবদচিস্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব । ব্রহ্মণঃ  
পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ পরাস্য শক্তি-  
বিবিধৈব শ্রুয়তে ইতি শ্রুতেঃ । অতো মণিমস্ত্রাদিভি-  
রগ্নৌক্ষবস্তু কেনচিদ্বিহস্তুং শক্যন্তে । অতএব তস্য নিরঙ্কুশ-  
ঐশ্বর্যাং । তথাচ শ্রুতিঃ । স বা অয়মস্যা বশী সর্বস্যেশানঃ  
সর্বস্যাদিপতিরিত্যাদিঃ । যত এবং ততো ব্রহ্মণো হেতোঃ

পরশক্তি তথা জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তিও শ্রুত আছে ॥

মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়াবিশিষ্টকে মহেশ্বর জানিবে  
ইত্যাদি । যদি এই প্রকার যোজনা হইল, তাহা হইলে  
অগ্নির উষ্ণতাশক্তির ন্যায় সমস্ত বস্তুর অচিস্ত্য জ্ঞানগোচর  
শক্তিসকল আছে । অতএব ব্রহ্মের সেই স্বাভাবিক স্বরূপের  
অভিন্ন শক্তি সকল সিদ্ধ হইল, যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন,  
ইহার বিবিধ প্রকার পরা শক্তি শ্রুত হইয়াছে । এই কারণ  
মণিমস্ত্রাদি দ্বারা অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় তাঁহার শক্তিসকলকে  
কেহ বিনষ্ট করিতে পারে না । অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য্য নির-  
ঙ্কুশ অর্থাৎ বাধাশূন্য, এই বিষয়ে শ্রুতি এই যে, সেই এই  
ব্রহ্ম এই জগতের বশকারী, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের  
অধিপতি ইত্যাদি । যখন শ্রুতিতে এই রূপ বর্ণন করিলেন,

সর্গাদ্যা ভবন্তি নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিত্যেযা ॥ ৮৮ ॥

অত্র প্রশ্নঃ । সোহয়ং ব্রহ্ম খলু নির্বিশেষমেবেতি  
পক্ষমাত্রিত্য । পরিহারস্ত সর্বিশেষমেবেতি পক্ষমাত্রিত্য  
কৃত ইতি জ্ঞেয়ং । অতএব প্রশ্নে শুদ্ধস্যেত্যাদেহস্যে-  
ত্যাদি ব্যাখ্যাতং । শুদ্ধত্বং হত্র কেবলত্বং মতং । তচ্চ  
যুক্তং, পরিহারে ব্রহ্মণি শক্তিস্থাপনাং, পূর্বপক্ষমতে  
ব্রহ্মণি শক্তিরপি নাস্তীতি গম্যতে ততঃ প্রশ্নবাক্যে-  
হপ্যেবমর্থান্তরং জ্ঞেয়ং ॥ ৮৯ ॥

নিগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য অতএব প্রমাণাগোচরস্য

তখন এই ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট্যাদি হইয়া থাকে । এই রূপ  
হইলে এস্থলে কোন অনুপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি নাই ॥ ৮৮ ॥

সেই এই ব্রহ্ম নির্বিশেষই, এই পক্ষ আশ্রয় করিয়া  
এস্থলে প্রশ্ন । তিনি বিশেষ, এই পক্ষ আশ্রয় করিয়া সমাধান  
করা হইয়াছে, ইহা জানিতে হইবেক, অতএব প্রশ্নে শুদ্ধ  
সত্ত্বের, এই স্থলে দেহরহিতের এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,  
শুদ্ধত্ব এই স্থলে কেবলত্ব বলিয়া সম্মত । ইহা উপযুক্ত । শক্তি-  
স্থাপন হেতু ব্রহ্মে পরিহার হইয়াছে । পূর্ব পক্ষ মতে ব্রহ্মে  
শক্তিমাত্র নাই ইহাই বোধ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্ন-  
বাক্যেও এই প্রকার অর্থান্তর জানিতে হইবে ॥ ৮৯ ॥

ব্রহ্ম নিগুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত, অতএব প্রমাণের

তত এবামলাত্মনোহপি শুদ্ধস্য নহু স্ফটিকাদেরিব পর-  
 ছায়য়াহন্যথাদৃষ্টস্য তদেবং নির্বিশেষতামবলম্ব্য প্রপ্নে  
 সিদ্ধে পরিহারে তু প্রথমযোজনায়াং নির্বিশেষপক্ষমনা-  
 দৃত্য ব্রহ্মণি কর্তৃত্ব প্রতিপত্ত্যর্থং শক্তয়ঃ সাধিতাঃ । দ্বিতীয়-  
 যোজনায়াং তত্রৈব বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থং যথা জলাদিষু  
 কদাচিৎক্ষুণ্ণতাাদিকমাগন্তুকং স্যাত্তথা ব্রহ্মণি ন স্যাদিতি  
 নির্দ্ধারিতং ন তৎসমশ্চাত্তাধিকশ্চ দৃশ্যতে ইতি শ্রুতং ॥৯০

তথা মণিমন্তাদিভিরিতি ব্যতিরেক এব দৃষ্টান্ত ইত্যতো

অগোচর । সেই হেতুই অমলাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের স্ফটি-  
 কাদির ন্যায় অন্যের প্রভাবারা অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়েন না,  
 অতএব নির্বিশেষ পক্ষ আশ্রয় করিয়া প্রশ্ন সিদ্ধ হইয়াছে ।  
 পরিহার অর্থাৎ উত্তরেও তাঁহার শক্তি যে অচিন্ত্য এই প্রথম  
 যোজনায় নির্বিশেষ পক্ষকে অনাদর করিয়া ব্রহ্মের কর্তৃত্ব  
 প্রতিপাদননিমিত্ত শক্তিসকল সাধিত হইয়াছে । তাঁহার শক্তি  
 যে স্বতঃসিদ্ধ এই দ্বিতীয়যোজনায় তাঁহাতে বিশেষ প্রতিপাদন  
 নিমিত্ত । যেমন জলাদিতে কখন উষ্ণতাদি আগন্তুক হয়, ব্রহ্মে  
 তদ্রূপ হয় না, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল । কেন না শ্রুতিতে বলি-  
 যাছেন, তাঁহা অপেক্ষা সমান বা তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয়  
 না ॥ ৯০ ॥

অপর মণিমন্ত দ্বারা এই যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে

ব্রহ্মশক্তয়স্তু নান্যেন পরাভূতা ইত্যেতচ্চ দর্শিতং উক্ত-  
 ত্রচ । স্বরূপশক্তিপ্রভাবমাত্রেন প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণপরিণাম-  
 রূপসর্গাদিসাধকত্বাদাবেশাভাবেন তদোষস্যালোপশ্চ  
 দর্শিতঃ । কিঞ্চ ব্রহ্মপদেন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং  
 ব্যজ্য সত্ত্বাদিগুণময় মায়ায়াস্তদনন্যত্বেহপি নিগুণস্যেতি,  
 প্রাকৃতগুণৈরম্পৃষ্টত্বমঙ্গীকৃত্য তেষাং বহিরঙ্গত্বং স্বীকৃতং  
 তদেতদেব, মায়াঞ্চ প্রকৃতিং বিদ্যাদিত্যেযা শ্রুতিঃ স্বী-

তাহা এস্থলে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে । অতএব  
 ব্রহ্মের শক্তিসকল অন্যকর্তৃক পরাভূত হয় না ইহাও উক্ত-  
 যত্র অর্থাৎ প্রথমযোজনায় ও দ্বিতীয়যোজনায় দেখান হইল ॥

অর্থাৎ স্বরূপশক্তির প্রভাবমাত্র দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বাদি  
 গুণের পরিণামরূপ সৃষ্ট্যাদির সাধক হেতু, আবেশের অভাব  
 দ্বারা পূর্বকথিত দোষ লিপ্ত হয় না, ইহাও দর্শিত হইল ॥

আরও ॥

ব্রহ্মপদ দ্বারা, নিশ্চয় এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম, এই প্রসিদ্ধ  
 শ্রুতি প্রকাশ করিয়া তিনি সত্ত্বাদি গুণমায়ার অনন্যত্ব হইলেও,  
 নিগুণের প্রাকৃত গুণদ্বারা অম্পৃষ্টত্ব অঙ্গীকার করিয়া সেই  
 মহাদির বহিরঙ্গত্ব স্বীকার করা হইল । এই কারণেই মায়া-  
 কেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এই শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন ।

চকার । মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ামিতিবন্মহেশ্বরঃ মায়ায়া বহি-  
রঙ্গায়া আশ্রয় ইতি তাং পরাভূয় স্থিতিরिति চ  
লভ্যতে ॥ ৯১ ॥

তস্মাৎ পূর্ববদত্রাপি শক্তিমাত্রস্য স্বাভাবিকত্বং মায়া-  
দোষাস্পৃষ্টত্বঞ্চ সাধিতং । অতএব প্রয়োগশ্চায়ং । ব্রহ্ম  
স্বাভাবিকশক্তিমৎ বস্তুত্বাৎ, অগ্নিবৎ ব্যতিরেকে শশবিষা-  
ণাদিবদिति । শ্রুতৌ চ ॥

প্রথমস্কন্ধে ব্যাসের সমাধিদর্শনে তাঁহার অপাশ্রয়া মায়াকেও  
দেখিতে পাইলেন, অতএব সেই ব্রহ্ম মহেশ্বর হেতু বহিরঙ্গা  
মায়ার আশ্রয় । অপর আশ্রয় এই শব্দে ঐ মায়াকে পরাভব  
করিয়া অবস্থিত আছেন ইহাও উপলব্ধি হইল ॥ ৯১ ॥

অতএব পূর্বের ন্যায় এস্থলেও শক্তিমাত্রের এবং মায়া-  
দোষের অস্পৃষ্টত্ব অর্থাৎ মায়াদোষ স্পর্শ করিতে পারে না,  
ইহাও সাধিত হইল ॥

ইহার প্রয়োগ এই ॥

ব্রহ্ম স্বাভাবিক শক্তিবিশিষ্ট, তাহার কারণ এই তিনি  
বস্তু । যেমন অগ্নিপদার্থ দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট তদ্রূপ । ব্যতি-  
রেকে অর্থাৎ অভাবস্থলে যেমন শশশৃঙ্গ, তাহার ন্যায় ব্রহ্ম  
অলীক নহেন ॥

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ॥

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাশ্মাশ্বিনস্তু মহেশ্বরমিতি ।

ন তস্যাকার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যাতে

ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যাতে ।

পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রুয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি ॥ ৯২ ॥

শ্রীগীতোপনিষৎসূচ ॥

জ্ঞেয়ং যদ্বৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্বুতে ।

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসদুচ্যতে ।

সর্ব্বতঃ পানিপাদং তদিত্যাदि ॥ ৯৩ ॥

অত্রেয়ং প্রক্রিয়া ॥

মায়াকে প্রকৃতি জানিবা এবং মায়াবিশিষ্টকে মহেশ্বর জানিবা । তাঁহার কার্য্য নাই, করণ নাই এবং তাঁহার সমান বা অধিকও দেখা যায় না । তাঁহার বহুপ্রকার শক্তি শুনা যায় এবং তাঁহার জ্ঞান, বল, ক্রিয়া, এ সকল স্বাভাবিকী অর্থাৎ এসকলই নিত্যস্বরূপ ॥ ৯২ ॥

ভগবদ্গীতোপনিষদে যথা ॥

যাহা জানিবার যোগ্য তাহা আমি কহিব, তাহা জানিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । পরম ব্রহ্ম অনাদি বিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই । তিনি সৎ ও অসৎ বলিয়া উক্ত হয়েন নাই । তাঁহার সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই পদ ইত্যাদি ॥ ৯৩ ॥

এই স্থলের এই প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রকার ॥

একমেব তৎ পরমং তদ্বৎ স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সৰ্বদৈব-  
স্বরূপতদ্রূপবৈভবজীবপ্রধানরূপেণ চতুর্দাবতিষ্ঠতে ।

সূর্যাস্ত্রম'ণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গতরশ্মিতৎপ্রতি-  
চ্ছবিরশ্ম্যাদিকরূপেণ ॥ ৯৪ ॥

এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

একদেশস্থিতস্যাম্বেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগদিতি ॥

যস্য ভাষা সৰ্বমিদং বিভাতিতি শ্রুতেঃ ॥

এক মাত্র পরম ব্রহ্ম স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সৰ্ব-  
দাই স্বরূপ, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য, জীব ও প্রধানরূপে চারি প্রকারে  
অবস্থিত । যেমন সূর্য্যের অন্তর্গত মণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল, মণ্ড-  
লের বহির্গত রশ্মি ও তাহার প্রতিবিশ্ব রশ্মি রূপদ্বারা চতুর্বিধ  
হয় তদ্রূপ ॥ ৯৪ ॥

এই প্রকারই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে ॥

যেমন একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না সকলদেশে  
বিস্তৃত হইয়া থাকে, তাহার ন্যায় পরব্রহ্মের শক্তি এই জগতে  
বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে ॥

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যাহার তেজ দ্বারা এই সমুদায়  
জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥

এস্থলে যদি এরূপ বল, পরম ব্রহ্ম সৰ্বব্যাপক তাহার  
পূর্বোক্ত প্রকার চতুর্কয় রূপে অবস্থিতি সম্ভব হয় না,



অত্র ব্যাপকত্বাদিনা তত্ত্বং সমাবেশাদ্যনুপপত্তিঃ শক্তে-  
রচিন্ত্যাহেনৈব পরাহতা । দুর্ঘটঘটকত্বং চাচিন্ত্যত্বং ॥ ৯০ ॥

শক্তিঃ চ সা ত্রিধা । অন্তরঙ্গা তটস্থা বহিরঙ্গা চ । তত্রা-  
ন্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যায়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদি  
স্বরূপবৈভবরূপেণ চাণতিষ্ঠতে । তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়-  
চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যায়া প্রতিচ্ছবি-  
গতবর্ণশাবল্যস্থানীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্ম-প্রধান-রূপেণ চ  
ইতি চতুর্ধাত্বং ॥ ৯৬ ॥

ইহার সমাধান করত কহিতেছেন, পরব্রহ্মের শক্তি অচিন্ত্য  
এ প্রযুক্ত ঐ অনুপপত্তি নিরস্ত হইল অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তি  
দ্বারা সকলই সম্ভব হয়, অচিন্ত্য শব্দের অর্থ এই যে, যাহা  
ঘটনা হয় না তাহা সম্পন্ন করা ॥ ৯৫ ॥

ঐ শক্তি তিন প্রকার, যথা—অন্তরঙ্গা তটস্থা ও বহিরঙ্গা ।  
তন্মধ্যে স্বরূপনাম্নী অন্তরঙ্গা শক্তিদ্বারা পরমব্রহ্ম সূর্য্যমণ্ডল  
স্থানীয় পূর্ণ স্বরূপই বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপ ঐশ্বর্য্যরূপে অবস্থিত  
হয়েন । জীবনাম্নী তটস্থা শক্তি দ্বারা রশ্মিস্থানীয় চিন্ময় শুদ্ধ-  
জীব রূপে অবস্থিত হয়েন এবং মায়া নাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি  
দ্বারা প্রতিবিশ্বগত বর্ণশাবল্য অর্থাৎ মলিন বর্ণ স্থানীয় তদীয়  
বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্য জড় স্বরূপ প্রধান ( প্রকৃতি ) রূপে অবস্থিত  
হয়েন । পরম ব্রহ্মের এই চারি প্রকারে অবস্থান হয় ॥ ৯৬ ॥

অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং প্রধানম্যচ  
 মায়াস্তভূতত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গণিতং ।  
 বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঃ পরা ।  
 অবিদ্যা কৰ্মসংজ্ঞাহন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যত ইতি ।  
 তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজসংজ্ঞিতা ।  
 সৰ্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে ॥ ইতি ।  
 অবিদ্যা কৰ্ম কার্য্যং যম্যাঃ সা তৎসঙ্গা মায়েত্যর্থঃ ।

যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যম্যা তটস্থশক্তিময়মপি  
 জীবমাবরিভুং সামর্থ্যমন্তীত্যাহ তয়েতি । তারতম্যেন

অতএব তটস্থ শক্তি স্বরূপত্ব প্রযুক্ত জীবেরই তটস্থ  
 শক্তিত্ব, আর প্রধানের মায়ার অন্তভূতত্ব অভিপ্রায় করিয়া  
 বিষ্ণুপুরাণে তিন শক্তি গণনা করিয়াছেন যথা । বিষ্ণুশক্তিকে  
 পরা অর্থাৎ অন্তরঙ্গা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাকে অপরা অর্থাৎ তটস্থা  
 বলিয়া কথিত হইয়াছে, আর অবিদ্যা কৰ্মসংজ্ঞা অন্য অর্থাৎ  
 মায়া, পণ্ডিতগণ এই তিন প্রকার শক্তি ইচ্ছা করেন । হে  
 ভূপাল ! ক্ষেত্রজ্ঞা জীবশক্তি মায়াশক্তি দ্বারা অন্তর্ভূত হইয়া  
 সকল ভূতে তারতম্য রূপে বর্তমান আছেন, । অবিদ্যা কৰ্ম  
 অর্থাৎ কার্য্য যাহার সেই তন্মাম বিশিষ্টাকে মায়া বলে ॥

যদ্যপি ইনি বহিরঙ্গা তথাপি ইহার তটস্থ শক্তি স্বরূপ  
 জীবকে আবরণ করিবার শক্তি আছে, এই বিষয় বলিতে-  
 ছেন যথা । “তয়েতি” এই শ্লোকে তারতম্য রূপে অর্থাৎ

তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরাস্তেষুলঘুগুরুভাবেণ বর্তত  
ইত্যর্থঃ ।

তদুক্তং । যয়া সংমোহিতো জীব ইতি যয়ৈবা-  
হচিস্ত্যয়া মায়ায়া চিদ্রূপতানির্বিকারতাদিগুণরহিতস্য  
প্রধানস্য বিকারিত্বং চেতি জ্ঞেয়ং । প্রধানস্য মায়াব্যঙ্গ্যত্বং  
চাত্রে দর্শয়িষ্যতে ॥ ৯৭ ॥

অতএব জীবস্য রশ্মিস্থানীয়ত্বাৎ মণ্ডলবিলক্ষণং মায়া-  
ব্যবধানতিরোধাপনীয় বৈভবত্বং যুক্তং । তদনন্তরং চোক্তং  
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্তত ইতি । অত্রাস্ত

মায়াকৃত আবরণের ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্ত সকলের লঘু গুরু ভাবে  
বর্তমান হয় ॥

এই বিষয় উক্ত হইরাছে ॥

প্রথমস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে যয়া সংমোহিত এই শ্লোকে ।  
যে অচিস্ত্য। মায়া দ্বারা চিৎস্বরূপতা ও নির্বিকারতাদি  
গুণরহিত প্রধানের বিকারিত্ব জানিতে হইবে । প্রধানের মায়া  
ব্যঙ্গত্ব অর্থাৎ মায়াতাপর্য্যকত্ব পরে দেখাইব ॥ ৯৭ ॥

অতএব জীবের রশ্মি স্থানীয়ত্ব প্রযুক্ত মণ্ডল হইতে ভিন্নত্ব  
ও মায়া ব্যবধান দ্বারা অন্তর্হিত ঐশ্বর্য্যত্ব যুক্তিসঙ্গত । তদন-  
ন্তর কথিত হইরাছে । মায়াকর্তৃক ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি, লঘু গুরু  
রূপে অবস্থিত হয়েন ॥

এস্থলে অন্তরঙ্গত্ব, তটস্থত্ব ও বহিরঙ্গত্বাদি দ্বারাই সেই

রসস্ব তটস্থত্ব বহিরঙ্গত্বাদিনৈব তেষামেকাত্মনাং তত্তৎ-  
সাম্যং নতু সর্বাভ্যুত্থানেতি তত্তৎস্থানীয়ত্বমেবোক্তং নতু তত্ত-  
দ্রূপত্বং । ততস্তত্তদোষা অপি নাবকাশং লভন্ত ইতি ॥ ১১  
॥ ৩ ॥ শ্রীপিঙ্গলায়নো নির্মিঃ ॥ ৯৮ ॥

তদেবং সর্বাভিমিলিত্বা চিদচিচ্ছক্তির্ভগবান্ । এব-  
মেব পরমেশ্বরত্বেন স্তুয়মানং ব্রহ্মাণং প্রতি হিরণ্যকশিপু-  
নাত্মপুত্রেণ । চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায়ৈতি । চিদ্রস্তুনশ্চিদ্রস্তুস্তরা  
শ্রয়ত্বং রশ্ম্যভাসাদি জ্যোতিষো জ্যোতির্মণ্ডলাশ্রয়ত্বমিব ।

একাত্মক সকলের অর্থাৎ স্বরূপবৈভব জীব প্রধানদিগের  
তত্তৎ বিষয়ে সমতা, কিন্তু সর্বপ্রকারে নহে, তত্তৎ স্থানীয়-  
ত্বই উক্ত হইয়াছে তত্তদ্রূপত্ব উক্ত হয় নাই । অতএব তত্তৎ-  
বিষয়ক দোষসকলও প্রবেশ করিতে অবকাশ লাভ করিতে  
পারে নাই ॥ ৯৮ ॥

অতএব এই প্রকারে সকল শক্তির সহিত মিলিত হইয়া  
ভগবান্ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট  
হইয়াছে । এই প্রকারই সপ্তমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে  
পরমেশ্বর রূপে স্তব করত ব্রহ্মার প্রতি হিরণ্যকশিপুও কহি-  
য়াছেন । আপনি চিৎ শক্তি (বিদ্যা) এবং অচিৎ শক্তি  
(মায়া) এই উভয়ে মিলিত । চিদ্রস্তুর চিদ্রস্তু আশ্রয়ত্ব । যেমন  
রশ্ম্যভাসাদি অর্থাৎ চাক্টিক্য ছটাди তত্রস্থ জ্যোতির্ময়  
পদার্থ সকলের জ্যোতির্মণ্ডল আশ্রয়ত্ব তদ্রূপ । অপর অব-

তটস্থাত্মা জীবশক্তি যথাবসরং পরমাত্মসন্দর্ভে বিবরণীয়া ।

অন্তরঙ্গাথাবিবরণায় বহিরঙ্গাহুপ্যুদ্दिश्यते ॥ ৯৯ ॥

যেচাহ পরা পরাচেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রুয়তে ।

সর্বভূতেষু সর্বাঙ্গান্ যা শক্তিরপরা তব ।

গুণাশ্রয়া নমস্তন্যৈ শাস্ততায়ৈশ্বরেশ্বর ।

যাহতীতাগোচরা বাচাং মনসাং বাবিশেষণা ।

জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদা বন্দে তামীশ্বরীং পরামিতি ॥

সৈষা বহুবৃত্তিকৈব জ্ঞেয়া । পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রুয়তে

ইতি শ্রুতেঃ ॥

কালক্রমে পরমাত্মসন্দর্ভে তটস্থাত্মা জীবশক্তির বিবরণ বিস্তার

করিব । এক্ষণে অন্তরঙ্গা নাম্নী শক্তির বিবরণ নিমিত্ত বহিরঙ্গা

শক্তিরও উদ্দেশ করা হইতেছে ॥ ৯৯ ॥

অপরা ও পরা যে শক্তিদ্বয়, তাহা বিষ্ণুপুরাণে শ্রুত হই-

য়াছে যথা—হে সর্বাঙ্গান্ ! হে দেবেশ্বর ! সকলভূতে তোমার

গুণময়ী যে শক্তি তাহার নাম অপরা, ঐ নিত্যরূপা শক্তিকে

নমস্কার করি । আর যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যাঁহার

বিশেষ নাই এবং যিনি জ্ঞানিদিগের জ্ঞানের চরম সীমা সেই

ঈশ্বরী পরা শক্তিকে নমস্কার করি ॥

সেই এই পরা শক্তিকে বহুবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া জানিতে

হইবে, যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন এই পরমেশ্বরের বিবিধ

প্রকার শক্তি শ্রুত আছে ॥

তত্র বহিরঙ্গামাহ ॥

স্বতেহর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎ প্রতীয়েত মৎ  
প্রতীতো তৎ প্রতীত্যভাবাৎ । মন্তো বহিরেব যস্য প্রতী-  
তিরিত্যর্থঃ । যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত যস্য চ সদাশ্রয়ত্বং বিনা

তন্মাধ্যে বহিরঙ্গা শক্তি কহিতেছেন দ্বিতীয়স্কন্ধের

৯ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মন্ । আমার মায়ার স্বরূপ এই  
যে, যে যে বস্তু কোন অর্থ ব্যতিরেকে প্রতীয়মান হয় এবং  
সৎ হইলেও যাহা আত্মাতে প্রতীয়মান হয় না, তাহাই আমার  
মায়া অর্থাৎ দুই চন্দ্র যেমন অর্থ বিনা প্রতীতিমাত্র হয়, আর  
যেমন অন্ধকার বস্তুতঃ একটা পদার্থ হইলেও প্রকাশ পায় না,  
তাহার ন্যায় মায়ারও কখন কখন আত্মাতে প্রকাশ হয় না ॥ ১৪

তাৎপর্য্য । অর্থশব্দে পরমার্থস্বরূপ । আমা ব্যতিরেকে  
যাহা প্রতীত হয়, এবং আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি  
হয় না । অর্থাৎ আমা হইতে বাহ্যেতেই যাহার প্রতীতি ।  
যাহা আত্মাতে প্রকাশ পায় না, ইহার অর্থ এই যে, আমার  
আশ্রয়ত্ব ব্যতীত যাহার আপনা হইতে প্রতীতি হয় না । এই  
রূপ লক্ষণাক্রান্ত বস্তুকে আমি যে পরমেশ্বর আমার মায়া

স্বতঃ প্রতীতিনাস্তীত্যর্থঃ তথা । লক্ষণং বস্তু । আত্মনো মম  
পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়া গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং  
মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ ॥ ১০০ ॥

অত্র শুদ্ধজীবম্যপি চিদ্রূপত্বাবিশেষগতদীয়রশ্মিস্থা-  
নীয়ত্বেন চ স্বাতঃপাত এব বিবক্ষিতঃ । তত্রাহম্যা দ্ব্যাত্মি-  
কত্বেনাভিধানং দৃষ্টান্তদ্বৈবিধ্যেন লভ্যতে তত্র জীব-  
মায়াখ্যস্য প্রথমাংশস্য তাদৃশত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়ন্ অস-  
ম্ভাবনাং নিরসতি যথাভাস ইতি ॥ ১০১ ॥

আভাসো জ্যোতির্বিষ্মস্য স্বকীয়প্রকাশাবহিত-

জানিবে অর্থাৎ জীময়াখ্য ভেদে মায়াখ্য শক্তি দুই প্রকার  
হইয়া থাকেন ॥ ১০০ ॥

এস্থলে শুদ্ধ জীবেরও চিৎস্বরূপত্বের অবিশেষ দ্বারা  
তাহার রশ্মিস্থানীয়ত্ব দ্বারাও আপনার অন্তঃপাতও বিবক্ষিত  
হইয়াছে । তন্মধ্যে এই মায়ার দ্ব্যাত্মিকত্ব রূপে অর্থাৎ  
জীবমায়া ও গুণমায়া বলিয়া যে সংজ্ঞা হইয়াছে, তাহা দুই  
প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা উপলব্ধি হয় । তন্মধ্যে প্রথমাংশ জীব-  
মায়াখ্যের যে মায়াত্ব তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত  
অসম্ভাবনা নিরাস পূর্বক কহিতেছেন “যথাভাস ইতি” ॥ ১০১

জ্যোতির্বিষ্মের আভাস স্বকীয় প্রকাশ হইতে ব্যবহিত  
স্থানে কোন প্রকারে উচ্ছলিত প্রতিবিম্ব বিশেষ যেমন

কথঞ্চিচ্ছলিতচ্ছটা বিশেষঃ স যথা তস্মাদ্রহিরেব প্রতী-  
 যতে নচ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সাহসীত্যর্থঃ ।  
 অনেনাভাসধর্ম্মত্বেন তস্যাগাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতং ।  
 অতস্তৎকার্য্যাস্যাভাসাখ্যত্বং কচিৎ । অভাসশ্চ নিরোধ-  
 শ্চেত্যাদৌ । অত্র স যথা কচিদত্মন্তোদ্ভুতাত্মা স্বচাক্-  
 চিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবগোতি ॥

তমাবগোচরেনাত্মন্তোদ্ভুততেজস্বেনৈব দ্রষ্টৃনেত্রং  
 ব্যাকুলয়ন শ্লোপকণ্ঠে বর্ণশাবল্যমুদগারতি । কদাচিত্তদেব  
 পৃথগ্ভাবেন নানাকারতয়া পরিণময়তি । তথেষমপি

জ্যোতির্কিংশের বাহিরেই প্রতীত হয়, কিন্তু জ্যোতির্কিংশ  
 ব্যতিরেকে অভাসের প্রতীতি হয় না, তাহার ন্যায় মায়া  
 উপলব্ধি হয় না । এতদ্বারা অভাসধর্ম্মই প্রযুক্ত মায়া  
 অভাসাখ্যত্বও ধ্বনিত (শব্দিত) হইল । অতএব মায়া  
 কার্য্যের অভাসত্বও কোন স্থানে অর্থাৎ যথা দ্বিতীয়স্কন্ধের  
 ১০ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে । “অভাসশ্চ নিরোধশ্চ” ইত্যাদি  
 স্থলে বর্ণিত হইয়াছে । এইস্থলে অত্যন্ত উদ্ভুত স্বরূপ অভাস  
 যেমন কোথাও নিজের চাক্‌চিক্য ছটায় পতিতনেত্র জন-  
 সকলের নেত্রপ্রকাশকে আবরণ করে, স্বীয় অত্যন্ত উদ্ভুত  
 তেজস্ব দ্বারাই সেই দ্রষ্টার নেত্রকে ব্যাকুল করত স্বীয়  
 সমীপে বর্ণশাবল্যকে উদগার করে, কখন বর্ণশাবল্য-  
 কেই পৃথক্ ভাব দ্বারা নানা প্রকার রূপে বিকারাপন্ন



জীবজ্ঞানমাবুণোতি সত্বাদিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং  
জড়াং প্রকৃতিমুদ্বিগতি । কদাচিৎ পৃথগ্ভূতান্ সত্বাদি-  
গুণান্ নানাকারতয়া পরিণময়তি চেতাপি জ্ঞেয়ং ॥ ১০২ ॥

তদুক্তং । একদেশস্থিতস্যাগ্নেরিত্যাदि ।

তথাচ । আয়ুর্বেদবিদঃ ।

জগদ্যোনিরাচক্ষ্যম্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ ।

পুংসোহস্তি প্রকৃতির্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ ।

অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ ।

অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিরিতি ।

করায়, সেই রূপ এই মায়া ও জীবের জ্ঞানকে আবরণ করে ।  
সত্বাদি গুণের সাম্যরূপা গুণমায়া নাম্নী জড়া প্রকৃতিকে  
উদ্বিগরণ করে এবং কখন কখন পৃথগ্ভূত সত্বাদি গুণ সক-  
লকে নানা প্রকারে বিকারাপন্ন করে, ইহাও জানিতে  
হইবে ॥ ১০২ ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

যেমন একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না সর্বতঃ সঞ্চারিত  
হয় তদ্রূপ ।

এই প্রকার আয়ুর্বেদবেত্তাও বলিয়াছেন ॥

অচিন্ত্য এবং এক চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষের সূর্য্যের প্রতি-  
চ্ছায়ার ন্যায়, জগদ্যোনি, নাটকাকৃতি নিত্যা প্রকৃতি আছেন,  
তিনি অচেতনা হইয়াও পরমাত্মার চৈতন্যযোগ দ্বারা অনিত্য,  
অখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব এই প্রকার নির্মি-  
তাংশ জীবমায়া ও উপাদানাংশ গুণমায়া পরে বিচার

ভদেবং নিমিত্তাংশো গুণমায়েত্যগ্রেহপি বিবেচনীয়াং ॥ ১০৩  
 অথৈবং সিদ্ধং জীবমায়াখ্যং গুণমায়াখ্যং দ্বিতীয়মপ্যাংশং  
 দৃষ্টান্তেন স্পর্শয়তি যথা তম ইতি । তমঃশব্দেনাত্র  
 পূর্বপ্রোক্তং তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে । তদ্বথা তন্মূল-  
 জ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদীয়-  
 পীতি । অথবা মায়ামাত্রনিকূপণ এব পৃথগ্ দৃষ্টান্ত-  
 দ্বয়ং । তত্রাভাসদৃষ্টান্তো ব্যাখ্যাতঃ । তমোদৃষ্টান্তশ্চ যথা  
 অন্ধকারো জ্যোতিষোহন্যত্রৈব প্রতীয়তে জ্যোতির্বিদ্যাচ

করিব ॥ ১০৩ ॥

অনন্তর এই প্রকারে জীবমায়াখ্য সিদ্ধ করিয়া গুণমায়াখ্য  
 দ্বিতীয়কেও দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পর্শ করিতেছেন “যথা তম ইতি” ॥

এস্থলে তমঃশব্দে পূর্বকথিত তমঃপ্রায় বর্ণশাবল্যকে  
 বলা যায় । যেমন স্বীয় স্বীয় মূল স্বরূপ জ্যোতিতে অবিদ্যা-  
 মান থাকিয়াও ঐ জ্যোতির আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না,  
 তদ্রূপ এই মায়াকেও জানিতে হইবে । অথবা মায়ামাত্র  
 নিকূপণে দুইটী দৃষ্টান্ত পৃথক্ হইয়াছে । তন্মধ্যে আভাস  
 ব্যাখ্যা করা হইল ॥

তমো দৃষ্টান্তও ব্যাখ্যা করিতেছি ॥

যেমন অন্ধকার জ্যোতির অন্যত্রই প্রতীত হয়, কিন্তু  
 জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে তাহার প্রতীতি হয় না এবং জ্যোতিঃ

ন প্রতীয়তে । জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুর্ষৈব তৎপ্রতীতিন্  
 পৃষ্ঠাদিনেতি তথেষ্মপীত্যেব জ্ঞেয়ং । ততশ্চাংশদ্বয়স্ত  
 প্রবৃত্তিভেদেনৈবেকং নতু দৃষ্টাস্তভেদেন । প্রাক্তনদৃষ্টাস্ত-  
 দ্বেধাতিপ্রায়েণ তু পূর্বস্যা আভাসপর্যায়চ্ছায়াশব্দেন  
 কচিৎ প্রয়োগঃ উত্তরস্যাস্তমঃশব্দেনৈব বেতি ॥ ১০৪ ॥  
 যথা ॥

সমর্জ্জ ছায়য়াহবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ ।

তমো মোহো মহামোহস্তামিশ্রো হৃক্ষসংজ্ঞিতঃ ।

ইত্যত্র তথাচ । কাহং তমো মহদহমিত্যাদৌ ।

পূর্ব্বত্রাবিদ্যাবিদ্যাখ্যানিমিত্তশক্তি-বৃত্তিত্বাজ্জীববিষয়কত্বেন-

স্বরূপ চক্ষুর্দ্বারাই তাহার প্রতীতি হয় কিন্তু পৃষ্ঠদেশের দ্বারা  
 প্রতীতি হয় না, সেইরূপ এই মায়াও হইয়াছেন, ইহা জানিতে  
 হইবে। অতএব অংশদ্বয়ও প্রবৃত্তিভেদ দ্বারাই ইচ্ছা হইয়াছে,  
 দৃষ্টাস্তভেদ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জীবমায়ার আভাসপর্যায় ছায়া  
 শব্দ দ্বারা, উত্তরোক্ত গুণমায়ার তমঃশব্দ দ্বারা কোথাও  
 প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

৩ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে যথা ॥

অগ্রে প্রভাপ্রতিযোগিনী ছায়া দ্বারা অর্থাৎ অবুদ্ধিকরণক  
 পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা অর্থাৎ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিশ্র ও  
 অন্ধতামিশ্র এই পাঁচটি সৃষ্টি করিলেন। এস্থলে তথা ১০  
 স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে “কাহং তমোমহদহং” ইত্যাদি ১১শ্লোকে ।

জীবমায়াত্বং । উত্তরত্র স্বীয়তত্ত্বগুণময়মহাদ্যপাদান-  
শক্তিবৃত্তিত্বাদ্ গুণমায়াত্বং । তথা সমর্জেজ্যাদৌ ছায়া-  
শক্তিং মায়াবলস্য সৃষ্টিরন্তে ব্রহ্মা স্বয়মবিদ্যামাবির্ভাবি-  
তবানিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

বিদ্যাবিদ্যে মম তনু বিদ্যুৎকব শরীরিণাং । বন্ধমোক্ষ-  
করী আদ্যে মায়ায়া মে বিনির্গিতে । ইতুত্ত্বাৎ অনয়ো-  
রাবির্ভাবশ্চ শ্রুয়তে । তত্র পূর্বস্যাঃ পাদৌ শ্রীকৃষ্ণসত্য-  
ভামাসম্বাদীয়কার্ত্তিকনাহাত্যে দেবগণকৃতমায়াস্ততো ।

পূর্বের অবদ্যা ও বিদ্যা নামক নিমিত্তশক্তি বৃত্তিহেতু জীব-  
বিষয়কত্ব রূপে জীবমায়াত্ব, উত্তর ভাগে স্বীয় সেই সেই গুণময়  
মহাদির অপদান শক্তিবৃত্তিত্ব প্রযুক্ত গুণমায়াত্ব হইয়াছে ।  
তথা “সমর্জ” এই তৃতীয়স্কন্ধীয় পদ্যে ছায়া শক্তি মায়াকে অব-  
লম্বন করিয়া সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মা স্বয়ং অবিদ্যাকে আবির্ভাব  
করাইয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥

একাদশস্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

ভগবান্‌ কহিলেন হে উদ্ধব ! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়  
আমার শক্তি, উভয়েই শরীরদিগের বন্ধমোক্ষকরী ও উভয়েই  
অনাদি, ঐ উভকেই আমার নয়াবারা নির্মিত জানিবে ॥

এই উক্তিপ্রযুক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যার আবির্ভাবভেদও  
শুনা যায় । তদ্বধ্যে পূর্ববার অর্থাৎ বিদ্যার ভেদ পদ্মপুরাণে  
শ্রীকৃষ্ণসত্যভামা-সম্বাদসম্বন্ধে কার্ত্তিকনাহাত্যে দেবগণকৃত

ইতি স্তবস্তস্তে দেবাস্তেজোমণ্ডলসংস্থিতাং ।

দদৃশুর্গগণে তত্র তেজোব্যাপ্তদিগন্তরং ।

তন্মধ্যাদ্ভারতীং সর্বে শুশ্রুবুর্ব্যোমচারিণীং ।

অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈরিত্যাदि ॥

উত্তরস্যাঃ পান্নোত্তরখণ্ডে ।

অসংখ্যং প্রকৃতিস্থানং নিবিড়ঞ্চাস্তমব্যয়মিতি

। ২ । ৯ । শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণং ॥ ১০৬ ॥

অথ স্বরূপভূতাখ্যামন্তরঙ্গাং শক্তিং সর্বস্যাপি প্রবৃত্ত্যনুযা

নুপপত্ত্যা তাবদাহ দ্বাভ্যাং ॥

মায়াস্তুতিতে যথা ॥

দেবগণ তেজোমণ্ডলসংস্থিতা বিদ্যাকে এই প্রকার স্তব করিতে করিতে সেই গগণে, তেজঃপরিপূর্ণ দিক্‌সকল অবলোকন করিলেন, পরে ঐ তেজোমধ্যে, “আমিই ত্রিগুণ দ্বারা তিন রূপে ভিন্ন হইয়া অবস্থিত আছি” এই রূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন ।

অনন্তর উত্তরা অবিদ্যার আবির্ভাব যথা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে । যাহার বিনাশ নাই; ঘোর অন্ধকারময় এমন অসংখ্য প্রকৃতির স্থান দর্শন করিয়াছিলেন । ২ । ৯ । দ্বিতীয়-স্কন্ধে নব অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার প্রতি কহিয়াছেন ॥ ১০৬

অনন্তর সকলেরই প্রবৃত্তির অন্য প্রকার অনুপত্তি দ্বারা স্বরূপময়ী অন্তরঙ্গা শক্তি দুই শ্লোকে কহিয়াছেন যথা ॥

যম স্পৃশন্তি ন বিদুম'নোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ ।

অন্তর্বহিষ্চ বিততং ব্যোমবভ্রমতোহস্ম্যহং ।

দেহেন্দ্রিয় প্রাণমনোধিয়ৌহমী

যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কস্মিন্ ।

নৈবান্যদা লোহমিবাপ্রতপ্তং

৬ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ১৯ । ২০ শ্লোকে

চিত্রকেতুর প্রতি নারদের বাক্য যথা ॥

আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও যাহাকে  
মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সকল ক্রিয়া শক্তি দ্বারা স্পর্শ  
করিতে এবং জ্ঞানশক্তি দ্বারা জানিতে পারে না তিনিই ব্রহ্ম  
তাহাকে নমস্কার করি ॥

ফলতঃ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এসকল আত্ম  
চৈতন্যাংশে আবিস্ট হইয়াই জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে স্ব স্ব বিষয়ে  
প্রচরণশীল হয় । অন্য সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তি ও মূচ্ছাদির কালে  
চৈতন্যাংশ না থাকাতে অপ্রতপ্ত লোহ যেমন দগ্ধ করিতে  
পারে না, তাহায় ন্যায় স্ব স্ব বিষয়ে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হয়  
না, অতএব যদ্রূপ লোহ অগ্নিশক্তি দ্বারা দাহক হইয়া থাকে  
অথচ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না তদ্রূপ, দেহাদি ব্রহ্মগত  
জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা যদিও ক্রিয়াবান্ ও জ্ঞানবান্ হয়  
তথাচ তাহাকে স্পর্শ করে না এবং জানিতেও পারে না, যদ্যপি  
জীব দ্রষ্টা থাকেন সত্য, তথাচ জীবেরও জানিবার সম্ভব নাই,

স্থানেষু তদ্রূপদেশমেতি ॥ ১৫ ॥

টীকাচ । যদ্রূপ বোমবদ্বিততমপি অসবঃ প্রাণাঃ  
ক্রিয়াশক্ত্যা ন স্পৃশস্তি মন আদীনিচ জ্ঞানশক্ত্যা ন বিদুঃ  
তদ্রূপ নতোহস্মি । তেষাং তদজ্ঞানে হেতুমাহ দেহেন্দ্রি-  
য়াদয়োহমৌ যদংশবিদ্ধা যচ্চৈতন্যাংশেনাবিষ্টাঃ সন্তুঃ কৰ্ম্মসু  
স্বস্ববিষয়েষু প্রচরন্তি জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ অন্যদা স্মৃপ্তি-  
মূচ্ছাদৌ নৈব প্রচরন্তি । যথা অপ্রতপ্তং লৌহং ন দহতি ।

যে হেতু জাগ্রদাদি অবস্থায় সেই সময়ের নিমিত্তই তিনি ত্রুষ্টি  
এই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ১৫ ॥

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকা ॥

আকাশের ন্যায় বিস্তৃত হইলেও যে ব্রহ্মকে অহু ( প্রাণ )  
সকল ক্রিয়াশক্তি দ্বারা স্পর্শ করিতে পারে না, এবং মন  
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞানশক্তি দ্বারা যে ব্রহ্মকে জানিতে  
পারে না, আমি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি । ঐ ব্রহ্মকে না  
জানিতে পারার কারণ এই যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ মন এবং  
বুদ্ধি এ সকল যাঁহার চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্ন  
কালে স্বীয় স্বীয় বিষয়ে প্রচরণশীল হয়, অন্যসময়ে অর্থাৎ  
স্মৃপ্তি মূচ্ছাদিতে প্রচরণ করে না, অপ্রতপ্ত লৌহ যেমন দগ্ধ  
করিতে পারে না তদ্রূপ, অতএব লৌহ যেমন অগ্নিশক্তি  
দ্বারাই অন্যকে দগ্ধ করে কিন্তু অগ্নিকে দগ্ধ করে না । এই

অতো যথা লৌহমগ্নিশক্ত্যেব দাহকং সদগ্নিং ন দহতি ।  
এবং ব্রহ্মগতজ্ঞানক্রিয়াশক্তিত্যাং অবর্ত্তমানা দেহাদয়স্তন্ম  
স্পৃশন্তি ন বিদুশ্চেতি ভাবঃ । ইত্যেযা ॥ ১০৭ ॥

অত্রাঐতশারীরকেহপি সাক্ষ্যমাক্ষিপ্যোক্তং যথা ।  
অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিত্বং প্রধানস্য কল্পেত্যত । যথা-  
হগ্নিনিমিত্তময়ঃপিণ্ডাদেদং কৃত্বং । তথা সতি যন্নিমিত্তমী-  
ক্ষিত্বং প্রধানস্য তদেব সর্ব্বজ্ঞং মুখ্যং জগতঃ কারণ-  
মিতি ॥ ১০৮ ॥

শ্রুতিশ্চাত্র ॥

তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্ব্বং, কো হেবান্যাং কঃ প্রাণ্যা-

প্রকার ব্রহ্মগত জ্ঞানও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা অবর্ত্তমান দেহাদি  
ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে অর্থাৎ জানিতে পারে না ॥ ১০৭ ॥

এই স্থলে অঐতশারীরকেও সাক্ষ্যকে আক্ষেপ

করিয়া বলিয়াছেন যথা ॥

যেমন অগ্নিনিমিত্ত লৌহপিণ্ডাদির দাহকতা শক্তি হয়,  
তদ্রূপ সাক্ষিস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রধানের দর্শনকর্তৃত্ব অর্থাৎ  
জগৎকারণত্ব শক্তি কল্পিত হইয়াছে । ঐ রূপ হইলে যাহাকে  
নিমিত্ত করিয়া প্রধানের ঈক্ষণকর্তৃত্ব হইয়াছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ  
ব্রহ্মই জগতের মুখ্য কারণ হইলেন ॥ ১০৮ ॥

এস্থলে শ্রুতিও কহিয়াছেন ॥

সেই দীপ্তিমান ব্রহ্মেরই দীপ্তিতে সমুদায় জগৎ প্রকাশ



দৃশ্যদেব আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ । চক্ষুষশ্চক্ষু রুত  
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাद्या ॥ ১০৯ ॥

অথ প্রকৃতাংশিষ্টিটীকা । জীবন্তুর্হি দ্রষ্টৃত্বজ্ঞানাতু  
নেতাহ । স্থানেষু জাগ্রদাদিষু দ্রষ্টৃপদেশং দ্রষ্টৃসংজ্ঞাং  
তদেব এতি প্রাপ্নোতি । নান্যো জীবো নামাস্তি নান্য-  
তোহস্তি দ্রষ্টেত্যাदि শ্রুতং । যবা । দ্রষ্টৃপদেশং দ্রষ্টৃসংজ্ঞাং  
জীবমপি তদৈবেতি জানাতি নতু জীবন্তং জানাতীত্যর্থঃ  
ইত্যেবা । তদুক্তং । ত্রিতরং তত্র যো বেদ স আত্মা

পাইতেছে । অন্য কোন্ প্রাণী অপানচেষ্টা করিবে ? অন্য  
কোন্ প্রাণী প্রাণচেষ্টা করিবে ? । যে হেতু এই আনন্দ  
আকাশে নাই । তিনি চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র । ইত্যাদি ॥ ১০৯

অনন্তর পূর্বোক্ত টীকার অবশেষ ॥

জীবের যদি দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ দর্শনকারিত্ব হইল তবে জীব  
ব্রহ্মকে জানুন এই প্রশ্নে কহিতেছেন, জীব জানিতে পারেন  
না, কেবল তিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রেয়ে দ্রষ্টা এই নামমাত্র  
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, জীবনামে অন্য কেহ নাই । পরব্রহ্ম  
হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রুতিতে এই রূপ বর্ণিত হই-  
য়াছে । অথবা দ্রষ্টৃ নামক জীবকেও সেই পরব্রহ্মই জানেন,  
জীব তাঁহাকে জানিতে পারেন না ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাকে যিনি জানেন, তিনিই

স্বাশ্রয়াশ্রয় ইতি ॥

শ্রুতৌচ ॥

জীবনামাহতোহন্যঃ স্বয়ংসিক্তো নাস্তি পরন্তু তদা-  
ত্মক এবৈত্যর্থঃ । তথাহতোহন্যো দ্রষ্টা নাস্তি সর্বদ্রষ্টু-  
স্বাপরো দ্রষ্টা নাস্তীত্যর্থঃ ইতি ব্যাখ্যায়ং ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

শ্রীনারদশিষ্যকৃত্যং ॥ ১১০ ॥

কিঞ্চ ॥

দেহোহসবোহক্ষা মনবো ভূতমাত্রা

নাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ ।

আত্মা, তাঁহার কেহ আশ্রয় নাই, তিনিই সকলের আশ্রয় ॥

শ্রুতিতেও কহিয়াছেন ॥

এই পরব্রহ্ম হইতে জীবনামে স্বয়ংসিক্ত অন্য কেহ নাই,  
পরন্তু পরব্রহ্ম স্বরূপই আছেন । অতএব পরব্রহ্ম হইতে অন্য  
দ্রষ্টা নাই অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা পরব্রহ্মের অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই ।  
এই ব্যাখ্যা হইল ॥ ১০০ ॥

আরও ॥

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে দক্ষ শ্রীপুরুষোত্তমকে  
কহিয়াছেন যথা ॥

দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ পঞ্চভূত ও পঞ্চতমাত্র  
ইহারা আত্মাতে অর্থাৎ স্বীয় রূপকে, অন্য ইন্দ্রিয়বর্গকে এবং  
ঐ দুয়ের শ্রেষ্ঠ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না, যদিও পুরুষ

সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো

ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তগীড়ে ॥ ১৬ ॥

দেহশ্চাসবশ্চ প্রাণা অক্ষাণীন্দ্রিয়ানিচ মনবোহস্তঃ-  
করণানি ভূতানিচ মাত্ৰাশ্চ তন্মাত্ৰাণি আত্মানং স্বস্বরূপং  
অন্যং স্বস্ববিষয়বর্গং তয়োঃ পরং দেবতাবর্গঞ্চ ন বিদুঃ ।  
পুমান্ জীবন্ত সর্বং আত্মানং স্বস্বরূপং তদন্যং প্রমাতারং  
তয়োঃ পরং দেহাদ্যর্থজাতং । তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গঞ্চ  
বেদ । তথা দেহাদিমূলভূতান্ গুণাংশ্চ সত্বাদীন্ বেদ  
তত্তজ্জ্ঞোহপ্যসৌ যং সর্বজ্ঞং দেহাদিজীবাস্তাশেষ-

অর্থাৎ জীব এই তিন এবং ঐ তিনের মূলীভূত গুণসকলকেও  
জানেন, তথাচ তিনি ঐরূপ জ্ঞাতা হইয়াও যে সর্বজ্ঞ ভগ-  
বান্কে জানিতে পারেন না, আমি সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে  
স্তব করি ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য । দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অস্তঃকরণ, পৃথিব্যাदि  
পঞ্চভূত এবং রূপ প্রভৃতি পঞ্চ তন্মাত্ৰ, ইহারা সকল আপ-  
নাকে অর্থাৎ স্বস্বরূপকে, অন্য অর্থাৎ স্বস্ব বিষয়বর্গকে,  
এবং ঐ দুই হইতে পৃথক্ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না,  
কিন্তু পুরুষ অর্থাৎ জীব আপনাকে ( স্বীয় স্বরূপকে ) তাহা  
হইতে অন্য প্রমাতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গকে ও তদুভয় ভিন্ন  
দেহাদি অর্থ সকলকে এবং তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গকে, তথা  
দেহাদির মূলীভূত সত্বাদি গুণ সকলকে জানিয়াও যে সর্ব-

জ্ঞাতারং ন বেদ । তমনন্তং স্বয়মনন্তহাং স্বরূপভূতানন্ত-  
শক্তিমোড়ে ॥ ১১১ ॥

অতএব যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং  
পশ্যতীত্যারভ্য জীবসোতরদ্রষ্টৃহুগুক্তা যত্র ত্বস্য সর্ব-  
মাত্মৈবাবুৎ, তং কেন কং পশ্যেদিত্যাदि। তস্য পরমাত্ম-  
দ্রষ্টৃত্বং নিষিদ্ধা পরমাত্মনস্ত তত্তৎসর্বদ্রষ্টৃত্বং  
স্বদ্রষ্টৃত্বমপ্যন্তীতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্য-

জ্ঞকে অর্থাৎ দেহাদি জীবপর্যন্ত সকলের জ্ঞাতাকে জানেন  
না । যিনি অনন্ত অর্থাৎ স্বয়ং অনন্ত প্রযুক্ত স্বরূপভূত অনন্ত  
শক্তি । আমি তাঁহাকে স্তব করি ॥ ১১১ ॥

অতএব যাহাতে অর্থাৎ মায়াগেভাবে যিনি দ্বৈতের ন্যায়  
হয়েন, তিনি ইতর ইতরকে অবলোকন করেন, এই কথা  
বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া জীবের ইতর দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ সামান্য বস্তু  
দর্শনকারিত্ব উল্লেখ করত যাহাতে এই জীবের আত্মাই সকল  
হইয়াছেন । তাহাতে সেই জীব কাহার দ্বারা কাহাকে দেখি-  
বেন, এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই জীবের পরমাত্মদ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ  
পরমাত্মাকে জানিতে পারা নিষেধ করিয়া, পরমাত্মার সেই  
সেই সমুদায়ের দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ আপনাকে জনিবার সমর্থত্বও  
আছে । অরে ! বিজ্ঞাতাকে অর্থাৎ সর্বজ্ঞকে কে জানিতে  
পারে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বলিতেছেন । পরমাত্মার অধিষ্ঠান  
স্বরূপ এই জীবের যিনি আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা তিনিই

নেনাহ অস্যা জীবস্য তদধিষ্ঠানভূতস্য য আত্মা পরমাত্মা  
স এব যত্র স্বরূপে তচ্ছক্ত্যাদিকং সৰ্ব্বমভূৎ । নতু বস্তু  
স্তরপ্রবেশেনেত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥

অর্থঃ । যত্র মায়াবৈভবে দ্বৈতমিব ভবতি তন্মূল-  
কত্বাত্তদনন্যদপি মায়াখ্যাচিন্ত্যশক্তিহেতুকতয়া জড়মলিন  
নশ্বরত্বেন তদ্বিলক্ষণতয়া সম্পাদিতং ততঃ স্বতন্ত্রসত্তাকমিব  
মুর্ছ্যায়তে তত্র ইতরো জীব ইতরং পদার্থং পশ্চাতি  
তস্য করণদৃশ্যয়ো মিথো যোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ । যত্রতু  
স্বরূপবৈভবে অস্যা জীবস্য রশ্মিস্থানীয়স্য মণ্ডলস্থানীয়ো

যাহাতে অর্থাৎ মায়াবৈভবে নিজস্বরূপে স্বীয় শক্তিপ্রভৃতি  
সমুদায় হইয়াছেন, অন্য কোন বস্তুস্তর প্রবেশদ্বারা অর্থাৎ  
কোন বস্তুর সংযোগে হয় নাই ॥ ১১২ ॥

ইহার অর্থ এই ॥

যে মায়াবৈভবে ( জগতে ) মায়ার মূলহেতু ব্রহ্ম দ্বৈতের  
ন্যায় হইয়াছেন, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও মায়ানাম্নী  
অচিন্ত্য শক্তির হেতু জড়, মলিন ও নশ্বরত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্ম হইতে  
ভিন্ন রূপে সম্পাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিদ্যমানের ন্যায়  
বারম্বার জন্মিতেছে । ইতর ( জীব ) করণ ( ইন্দ্রিয় ) দৃশ্য  
( দেহ ) জীব, ইন্দ্রিয় ও দেহ এই দুয়ের পরস্পর যোগ থাকা  
প্রযুক্ত ইতর পদার্থকে অবলোকন করে । যে স্বরূপবৈভবে  
এই রশ্মিস্থানীয় জীবের মণ্ডলস্থানীয় যে আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা

য আত্মা পরমাত্মা স এব যত্র স্বস্মিন্ স্বরূপে তচ্ছক্ত্যা  
সর্বমভূৎ অনাদিত এব ভবমাস্তে নতু বস্তুস্তরপ্রবেশে-  
নেত্যর্থঃ । তত্তত্র ইতরঃ স জীবঃ কেনেতরেণ করণভূতেন  
কং পদার্থং পশ্যেৎ ন কেনাপি কমপি পশ্যেৎ নহি রশ্ময়ঃ  
স্বশক্ত্যা সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গতবৈভবং প্রকাশয়েয়ুঃ । নচার্চ্চিষো  
বহিঃ নির্দেহেয়ুরিতি ভাবঃ ॥ ১১৩ ॥

তদেবং সতি যস্য খল্বেবমনন্তস্বরূপবৈভবং তং বিজ্ঞা-  
তারংসর্বজ্ঞং পরমাত্মানং কেনেতরেণ করণেন বিজানীয়াৎ  
ন কেনাপীত্যর্থঃ । তদেব জ্ঞানশক্তৌ তত্র সিদ্ধায়াং

তিনিই স্বরূপশক্তিদ্বারা সকল হইয়াছেন অর্থাৎ অনাদি  
কাল হইতে রহিয়াছেন, কিন্তু অন্য বস্তুর সহিত প্রবেশ করেন  
নাই । সেই স্বরূপবৈভবে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে সেই জীব কোন্  
ইতর ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন্ পদার্থকে দেখিবে ? । অর্থাৎ কাহার  
দ্বারাও দেখিতে পান না, অর্থাৎ কিরণ সকল আপনার শক্তি-  
দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত বৈভবকে প্রকাশ করিতে পারে  
না, যেমন অগ্নির জ্বালা সকল আগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না  
তদ্রূপ ॥ ১১৩ ॥

অতএব এই প্রকার হওয়াতে নিশ্চয় যাহার এই প্রকার  
অনন্ত স্বরূপ বৈভব, সেই বিজ্ঞাতাকে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ পরমা-  
ত্মাকে কোনি ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারিবে ? অর্থাৎ কোন্  
ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিবার শক্তি নাই, অতএব এই প্রকার সেই

ক্রিয়েচ্ছা শক্তৌ লক্ষ্যোতে ॥

। ৬ । ৪ । দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ১১৪ ॥

বশীকৃতমায়ত্বেনাপি তামাহ ।

স ত্বং হি নিত্যবিজিগীষুগুণঃ স্বধাম্না

কালো বশীকৃতবিসৃজ্যাবিসর্গশক্তিরিতি ॥ ১১৭ ॥

স্বধাম্না চিচ্ছক্ত্যা যতঃ কালো মায়াপ্রেরক ইতি ।

টীকাচ । আত্মা ত্বত্র জীবঃ তস্য গুণাঃ সত্বাদয়ঃ সত্বং

জ্ঞানশক্তি সিদ্ধ হওয়াতে ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তি লক্ষিত হই-  
তেছে ॥ ১১৪ ॥

ভগবান্‌ যে মায়া বশীভূত করিয়াছেন তাহার স্বরূপ কহি-  
তেছেন ।

৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে কহিয়াছেন ॥

হে ভগবান্‌ । যিনি চিৎ-শক্তি দ্বারা বুদ্ধির গুণ সকলকে

নিত্য জয় করিয়াছেন, আপনি সেই পুরুষ । অপর, যে হেতু  
আপনি কালস্বরূপ, অতএব কার্য্য কারণ সকলের শক্তি  
আপনকার বশীভূত ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা এই যে, স্বধাম শব্দে চিৎশক্তি, তদ্বারা  
যে হেতু কাল অর্থাৎ মায়ার প্রেরক । ইহার তাৎপর্য্য এই যে,  
এ স্থলে আত্মা শব্দে জীব, জীবেরই সত্ব প্রভৃতি গুণ, কেন না  
ভগবান্‌ কহিয়াছেন সত্ব রজঃ এবং তমঃ, এই তিন গুণ জীবের

রজস্তুম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে ইত্যুক্তত্বাৎ । ৭ । ৯ ।

শ্রী প্রহ্লাদঃ শ্রীনরসিংহঃ ॥ ১১৫ ॥

তথাচ ॥

করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং

যস্যোপ্সিতং নেন্সিতমীক্ষিতু গুণৈঃ ।

মায়া যথাযো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং

ত্রাবৌ নমস্তে গুণকর্মসাক্ষিণে ॥ ১৮ ॥

টীকাচ ॥

যশ্চোক্ষিতুজীবার্থমীপ্সিতং । অত্যন্তানিচ্ছায়ামীক্ষীণা-  
যোগাৎ স্বার্থং তু নেন্সিতং । বিশ্বস্থিত্যাদি স্বগুণৈ-

কিন্তু ইহা আমার নহে ॥ ১১৫ ॥

অতএব ৫ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে পৃথিবী  
শ্রীবরাহদেবকে কহিয়াছেন ॥

যেমন অয়স্কান্ত মণির সন্নির্কর্ষ হেতু লোহ তদভিমুখবর্তী-  
হইয়া ভ্রমণ করে তাহার ন্যায়, যে মায়াদ্রষ্টা পরমেশ্বরের  
ঈক্ষণ হেতু জীবের নিমিত্ত আপনার ঈপ্সিত না হইলেও এই  
বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছেন, সেই গুণ কর্ম এবং অদৃ-  
ষ্টের সাক্ষিস্বরূপ ভগবানকে নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥

উক্তশ্লোকের টীকা এই যে, দর্শনকর্তা ঈশ্বরের বিশ্ব সৃষ্টি  
স্থিতি প্রলয়ের প্রতি যে ইচ্ছা তাহা জীবের নিমিত্তই, আপ-



মীমাংসা করোতি । তস্য জড়মেহপৌশ্বরসমিধানাং প্রবৃতিঃ  
 দৃষ্টাভেদাৎ যথাহ যো লৌহং গ্রাসেৎ ইক্ষুক্ষাস্তামিমিত্তাৎ  
 ভ্রমতি তদাশ্রয়ং তদভিমুখং সৎ গুণানাং কর্মণাঞ্চ জীবা-  
 দৃষ্টানাং সাক্ষিপে তস্মৈ নম ইতোষা । ৫ । ১৮ । সূঃ  
 শ্রীবরাহদেবঃ ॥ ১১৬ ॥

অথ মায়াশক্তিগানলো কৈবল্যানুপপত্তেঃ কৈবল্যো  
 হপানুভবভাবে তদানন্দসার্থতামুপপত্তেচ্চাত্মানু-  
 পপত্তিঃ প্রমাণাতস্তামেবাহ ।

নার নিমিত্ত নহে, কেন, না, যদি ঈশ্বরের অন্তান্ত অনিচ্ছা  
 হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃতির প্রতি ঈকগ হইত না ।  
 মায়া নিজেব সম্বাদিগুণ দ্বারা নিশ্চয় স্বকোপিত করিতেছেন,  
 ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতেছেন, যেমন অগ্নিঃ ( লৌহ ) গ্রাসণ  
 অর্থাৎ অক্ষুক্ষান্ত মণিনিমিত্ত তাহার অভিমুখে ভ্রমণ করে,  
 তদ্রূপ গুণ, কর্ম ও জীবের সদৃষ্টের সাক্ষরূপ যে পদমে-  
 শ্বর তাঁহার সমিধানপ্রযুক্ত সেই মায়া জড় হইয়াও সৃষ্টিকার্য্য  
 প্রবৃত্ত হইয়াছেন অতএব সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার  
 করি ॥ ১১৬ ॥

অপর পরমেশ্বর যদি মায়াশক্তিব্যুক্ত হয়েন, তাহা হইলে  
 কৈবল্যের অর্থাৎ মোক্ষের সম্ভাবিত হয় না, কৈবল্যেও অনু-  
 ভবের অর্থাৎ জ্ঞানের অভাবে মোক্ষানন্দের বিষয় হয় না,  
 একারণ অন্যপ্রকার অসম্বিত্তির প্রমাণদ্বারা সেই মায়াশক্তিকে  
 কহিতেছেন ॥

হুমায়াঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

মায়াশুদস্য চিহ্নত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥ ১৯ ॥

ত্বং সাক্ষাৎ স্বয়মেবাদাঃ পুরুষো ভগবান্ তথা । য ইশ্বরঃ  
অন্তর্যাম্যাত্মাঃ পুরুষঃ সোহপি ত্বমেব । তদেবমুভয়-  
স্মিষপি প্রকাশে প্রকৃতেঃ পরস্তদসঙ্গী । ননু কথং  
কেবলাশুভবানন্দস্যাপি তদনুভবিত্বং যতো ভগবত্ত্বমপি  
লভ্যেত । কথং চেশ্বরত্বাৎ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বেহপি তদ-  
সঙ্গিত্বং তত্রাহ মায়াঃ বুদসোতি । অব্যভিচারিণী স্বরূপ-

যথা প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ॥

শ্রী অর্জুনের বাক্যে ॥

অর্জুন কহিলেন হে ভগবন্ ! তুমি আদিপুরুষ, তুমিই  
সাক্ষাৎ সর্বনিমস্তা ইশ্বর এবং প্রকৃতির প্রবর্তক, তুমিই চিৎ-  
শক্তি দ্বারা মায়ার অভিব্যক্তি করিয়া পরমানন্দস্বরূপে অব-  
স্থিত ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য । তুমি সাক্ষাৎ আদিপুরুষ অর্থাৎ ভগবান্, তথা  
যিনি ইশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামিনামক পুরুষ তাহাও তুমিই, অত-  
এব তুমি ভগবান্ ও পরমাত্মরূপে প্রকাশ হইলেও তুমি  
প্রকৃতির পর অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গী নহ । অহে ! যদি বল  
যিনি কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ, তিনি কিপ্রকারে আনন্দা  
অনুভব করেন ? যে হেতু তাঁহার ভগবত্ত্ব লক্ষ্য হইতেছে ।  
আর কি প্রকারেই বা ইশ্বরত্ব প্রযুক্ত তাঁহার প্রকৃতির অধি-

শক্ত্যা তাগাভাসশক্তিং দূরে বিধায় তয়ৈব স্বরূপশক্ত্যা  
কৈবল্যে,—

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজিতঃ ।

● কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ ॥

ইত্যেকাদশোক্তরীত্য। কৈল্যাণ্যে কেবলানুভবানন্দে  
আত্মনি স্বস্বরূপে স্থিতঃ অনুভূতস্বরূপস্থ ইত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥  
তদুক্তং ষষ্ঠে দেবৈরপি । স্বয়মুপলব্ধনিজস্থথানুভবো  
ভবানিতি । সন্দোহশব্দেন চ একাদশে বৈচিত্রী দর্শিতা

ঠাত্ত্বৈও প্রকৃতির অসংগতি হয় ? এই দুই বাদের নিরাকরণ  
পূর্বক কহিতেছেন, তিনি মায়াকে অভিভব করিয়া অর্থাৎ  
অব্যতিকারিণী স্বীয় শক্তিদ্বারা সেই আভাসশক্তি মায়াকে  
দূরে রাখিয়া ঐ স্বরূপশক্তি সহকারে কৈবল্যে অর্থাৎ মোক্ষ-  
স্বরূপে । পর ব্রহ্মা দ ও অবর মুক্তজীব, এসকলের প্রাপ্য  
মোক্ষস্বরূপে অবস্থান করেন, যে হেতু তিনি নির্বিষয়, স্বপ্র-  
কাশ ও আনন্দসন্দোহ এবং নিরুপাধিক হয়েন । এই একাদশ-  
স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে কথিত রীতি অনুসারে কৈবল্য  
নামক কেবল অনুভবানন্দ আত্মায় ( নিজস্বরূপে ) অবস্থিত,  
অর্থাৎ তিনি অনুভূতস্থথস্বরূপ ॥ ১১৭ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩০ গণ্যে দেবগণ

উল্লিখিত বিষয় বর্ণন করিয়াছেন ।

হে ভগবন্ ! হে নারায়ণ ! হে বাসুদেব ! হে আদিপুরুষ !  
হে ! মহানুভব ! হে পরমমঙ্গল ! হে পরমকল্যাণ ! হে পরম-

চ । শক্তিবৈচিত্র্যাদেব ভবতীতি ॥

অতএবমন্ত্যেব স্বরূপশক্তিঃ । প্রকৃতির্নামাত্র মায়ায়া  
স্ত্রৈগুণ্যং । এবমেব শক্তিত্রয়বিরূতিঃ স্বামিভিরেব  
দর্শিতা ॥ ১১৮ ॥

তথাহি শ্রীদেবহুতিবাক্যে ॥

কারুণিক ! হে সর্বেশ্বর ! হে লক্ষ্মীনাথ ! পরমহংস পরিত্রাজ-  
কেরা অষ্টাঙ্গসমন্বিত পরম আত্মাযোগদ্বারা যে সমাধি অর্থাৎ  
চিহ্নকাগ্ৰা হ", সেই সমাধির অনুষ্ঠানপূর্বক যে পরিষ্কৃত  
পারমহংস্য ধর্মের অনুশীলন করেন, তাহাতে বখন তাঁহাদের  
চিত্তের তনোরূপ কবটি উদ্ঘাটিত এবং প্রত্যক্ষরূপ আত্ম-  
লোক প্রকটমান হয়, সেই সময় যে স্বাভাবিক স্বরূপস্থিত স্বয়ং  
অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তুমি তাহার অনুভবস্বরূপ অতএব  
তোমাকে নমস্কার করি ॥

সমোহ শব্দদ্বারাও একাদশস্কন্ধ বিচিত্রতা দেখান হই  
য়াছে । শক্তির বিচিত্রতা হেতুই হইয়া থাকে । অতএব এই  
প্রকারে স্বরূপ শক্তি আছেন, এস্থানে মায়ার সহাদি গুণত্রয়কে  
প্রকৃতি বলে । শ্রীধরস্বামী এইরূপ শক্তিত্রয়ের বিস্তার দেখা-  
ইয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

যথা তৃতীয়স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে

শ্রীকর্দমের বাক্যে ॥

কর্দম কহিলেন হে ঈশ ! তুমি পরমেশ্বর, যে যে হেতু  
তোমার শক্তি স্বাধান, তুমিহ স্বাধান অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ

পরং প্রধানং পুরুষং মহাস্তং

কালং কবিং ত্রিরতং লোকপালং ।

আত্মানুভূত্যানুগত প্রপঞ্চং

স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥

ইত্যত্র পরং পরমেশ্বরং । তত্র হেতুঃ । স্বচ্ছন্দাঃ শক্তয়ো যস্য  
তা এবাহ প্রধানং প্রকৃতিরূপং পুরুষং তদধিষ্ঠাতারং মহাস্তং  
মহত্ত্বরূপং কালং তেষাং ক্ষোভকং ত্রিরতমহঙ্কারভূতং  
লোকাত্মকং তৎপালকঞ্চ । তদেবং ম'য়া প্রধানাদিরূপতা-  
মুক্ত্বা চিচ্ছক্ত্যা নিম্প্রপঞ্চতামাহ আত্মানুভূত্যা অনুগতঃ

তুমিই পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, তুমিই মহৎ অর্থাৎ  
মহত্ত্ব, তুমিই কাল অর্থাৎ সকলের ক্ষোভক, তুমিই ত্রিরৎ  
অর্থাৎ অহঙ্কারস্বরূপ, তুমিই লোকপাল অর্থাৎ ঐ অহঙ্কারের  
এবং এই প্রপঞ্চ বাহাতে জ্ঞানশক্তি দ্বারা লীন হয় তুমি সেই  
সর্বজ্ঞ অর্থাৎ প্রধানাদির আনির্ভাব ও তিরোতাবের সাক্ষী,  
অতএব আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম ॥

এই শ্লোকে স্বামির ঢীকার ব্যাখ্যা । পর শব্দের অর্থ পর-  
মেশ্বর, তাহাতে হেতু এই যে, তাঁহার শক্তিসকল স্বাধীন,  
নেই শক্তিসকল কহিতেছেন । প্রধানশব্দে প্রকৃতিরূপ,  
পুরুষশব্দে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, মহান্ শব্দে মহত্ত্বরূপ,

স্বস্মিন্ লীনঃ প্রপঞ্চো যস্য তং কবিং সর্বজ্ঞং প্রধানাদ্যা-  
বির্ভাবসাক্ষীগমিত্যর্থঃ । অত্র পুরুষস্যাপি মায়াহন্তঃপাতিত্বং  
তদধিষ্ঠাতৃন্যোপচর্যাত এব । বস্তুতস্তদাতু তস্যঃ পরত্বং ।  
তথাচ শ্রীকলিদেববাক্যে ॥

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

কাল শব্দে ঐ সকল প্রকৃতিপ্রভৃতির ক্ষোভক, ত্রিব্রহ্ম শব্দে  
অহঙ্কার রূপ লোকাত্মক এবং ঐ লোকের পালক । অতএব  
এই প্রকারে মায়াদ্বারা প্রধানাদি রূপ উল্লেখ করিয়া চিৎ-  
শক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের নিষ্স্পৃহ অর্থাৎ জগৎ হইতে  
তাঁহার ভিন্নত্ব কহিতেছেন ॥

যিনি আত্মানুভূতি অর্থাৎ চিৎশক্তি দ্বারা অনুগত অর্থাৎ  
আপনাতে জগৎকে লীন করিয়াছেন । কবি শব্দের অর্থ সর্বজ্ঞ  
অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাবের সাক্ষী । এস্থলে পুরুষেও  
মায়ার অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রযুক্ত মায়ার অন্তঃপাতিতা উপচারমাত্র  
হয়, বস্তুতঃ তিনি মায়ার পর অর্থাৎ মায়া হইতে ভিন্ন ।

এই বিষয় ৩ স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে কপিল-  
দেবের বাক্যে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যথা—

কপিলদেব দেবহৃতিকে কহিলেন মা ! সর্বেন্দ্রিয়ের অগম্য  
ধামবিশিষ্ট যে আত্মা তিনিই পুরুষ, তিনিই অনাদি, তিনিই  
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির সম্বর্জিত, নিগুণ এবং

প্রত্যগ্‌ধাতা স্বয়ং জ্যোতির্বিধং যেন সমন্বিতমিতি ॥ ১১৯ ॥

নাম স্বরূপয়োনিরূপণেন মহাসংহিতায়ামপি বিবিক্তং  
তত্রিশক্তি ॥

শ্রীভূতুর্গেতি যা তিনা জীবমায়া মহাত্মনঃ ।

আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎগুণমায়া জড়ায়িকৈতি ॥

আসার্যঃ । শ্রীরত্র জগৎপালনশক্তিঃ ভূত্বং সৃষ্টিশক্তিঃ

দুর্গা তৎপ্রলয়শক্তিঃ, তক্রপেণ যা ভেদঃ প্রাপ্তা সা

জীববিষয়া তচ্ছক্তিঃ জীবমায়েত্যাচ্যতে ॥ ১২০ ॥

স্বয়ং প্রকাশ, এই বিশ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ  
পাইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

নাম ও স্বরূপের নিরূপণ দ্বারা মহাসংহিতায় পূর্বোক্ত  
ঐ তিন শক্তির বিস্তার হইয় ছে যথা ॥

পরমাত্মার যে শক্তি শ্রী, ভূ ও দুর্গা নামে ভেদপ্রাপ্ত  
হইয়াছেন, তাঁহার নাম জীবমায়া, আর পরমাত্মার ইচ্ছারূপা  
যে শক্তি, তাঁহার নাম আত্মমায়া এবং যে শক্তি জড়স্বরূপা  
তাঁহার নাম গুণমায়া ॥

উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥

শ্রী এস্থলে জগৎপালন শক্তি, ভূ পরমাত্মার সৃষ্টিশক্তি  
এবং দুর্গা তাঁহার প্রলয়শক্তি । এই তিন রূপে যিনি ভেদপ্রাপ্ত  
হইয়াছেন, তিনি জীববিষয়া, তাঁহার নাম জীবমায়া ॥ ১২০ ॥

পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামা-সম্বাদীয় কার্তিকমাহাত্ম্যে ॥

অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈশ্চৈগৈরিত্যেতৎ-  
তদ্বাক্যানন্তরং ।

ততঃ সর্ব্বেহপি তে দেবাঃ শ্রদ্ধা তদ্বাক্যচোদিতাঃ ।

গৌরীং লক্ষ্মীং ধরাকৈবং প্রণেমুর্ভক্তি তৎপরাঃ ॥ ইতি ॥

একাদশে চ ॥

এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।

ত্রিবার্ণা বর্ণিতাহম্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসীতি ॥

আত্মমায়া স্বরূপশক্তিঃ মীয়তেহনয়েতি মায়াশব্দেন শক্তি-  
মাত্রমপি ভণ্যতে ।

পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসম্বাদ বিষয়ক কার্তিক-  
মাহাত্ম্যে ॥

আমিই ত্রিবিধ গুণ দ্বারা তিন প্রকার ভেদে ভিন্ন হইয়া  
অবস্থিতি করিতেছি । তাঁহার এই বাক্যানন্তর । পরে সেই  
সকল দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার বাক্যে  
প্রেরিত হইয়া ভক্তিসহকারে গৌরী, লক্ষ্মী ও ধরাকে প্রণাম  
করিলেন ॥

একাদশস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে ॥

অন্তরীক্ষ নিমিকে কহিলেন হে রাজন্ ! ভগবানের এই  
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকা রণী ত্রিগুণরূপা মায়ার স্বরূপ বর্ণন  
করিলাম, এক্ষণে আপনি কি শুনিতে ইচ্ছা করেন বলুন ॥

আত্মমায়ার অর্থ স্বরূপশক্তি । যাঁহার দ্বারা পরিমাণ



# ଷଟ୍‌ସନ୍ଦର୍ଭଃ ।

—୦୦\*୦୦—

ଶ୍ରୀମତ୍ରୀପୂଜ୍ୟପାଦ-ଜୀବଗୋସ୍ଥାମିଶ୍ରଣୀତଃ

—

ଶ୍ରୀରାମନାରାୟଣବିହାରତ୍ରେନାନ୍ଦିତଃ

—

ଶ୍ରୀରାମବିହାରିସାଧ୍ୟତୀର୍ଥେନ

ସଂଗୃହୀତଃ ଅନୁଦିତଃ ସଂଶୋଧିତଃ ।

—

ଶ୍ରୀରାମଦେବମିଶ୍ରେଣ—

ପ୍ରକାଶିତଃ ।

ଦ୍ଵିତୀୟସଂସ୍କରଣ—

—

ସୁର୍ନିଦାବାଦ ;

ଝରିତକ୍ତିଆନାମିନୀ ମତା—ବହରମପୁର-ଆଧାରମ୍ବବଦ୍ରେ

ଶ୍ରୀବ୍ରଜନାଥମିଶ୍ର-ପ୍ରିଣ୍ଟାରେଜ

ସୁଦ୍ରିତଃ ।

—

ମନ ୧୭୨୬ ମାଲେ । ଆଷାଢ଼େ ।



স্বরূপভূম্যা নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যা যুক্তঃ ।

অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি ॥

চতুর্বেদাখ্যা শ্রুতিশ্চ তথৈব প্রবর্ততে অতশ্চাত্মমায়া  
তদিচ্ছা মাদিতি অত্র জ্ঞানক্রিয়াবৃত্ত্যোরপীচ্ছোপলক্ষিত-  
জ্ঞাত্রে অপি গৃহ্যেতে । অতএব মায়া বয়ুনঃ জ্ঞানমিতি  
নির্ঘণ্টৌ পর্যায়শব্দাঃ ॥ ১২১ ॥

ত্রিগুণাত্মিকাণ জ্ঞানক বিষ্ণুশক্তিস্তদৈব চ ।

করা যায় তাঁহার নাম মায়া । মায়াশব্দ দ্বারা স্বরূপশক্তি-  
মাত্রকেই কহা যায় ॥

চতুর্বেদশিখানাম্নৌ শ্রুতিঃ ঐ প্রকার বর্ণন

করিয়াছেন যথা ॥

পরব্রহ্ম নামানাম্নৌ স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি যুক্ত, একারণ  
সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় করিয়া বর্ণন করেন । এই হেতু উক্ত  
হইয়াছে, আত্মময়া শব্দে পরব্রহ্মের ইচ্ছা । এস্থলে জ্ঞান  
ও ক্রিয়া এই দুই বৃত্তি ইচ্ছার অধীন প্রযুক্ত ঐ জ্ঞান ক্রিয়া-  
কেই গ্রহণ করা যায় । অতএব নির্ঘণ্টু অর্থাৎ শব্দ প্রমাণীয়  
কোষে, মায়া, বয়ুন ও জ্ঞান এই সকল পর্যায় শব্দ ॥ ১২১ ॥

শব্দগহোদধিগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ॥

শব্দতত্ত্বার্থবেত্তা পণ্ডিতসকল মায়াশব্দে ত্রিগুণাত্মিকা,  
জ্ঞান ও বিষ্ণুশক্তি এই ত্রিবিধ ভেদ বর্ণন করেন । ত্রিগুণা-

মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতদ্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহা  
দধৌ । ত্রিগুণাত্মিকা জগৎসৃষ্টাদিশক্তিঃ সা চ বেদ-  
ভ্যাস্তমেব । মায়া সাচ্ছান্দরীবুদ্ধ্যারিতি ত্রিকাংশেষে ।  
মায়া দন্তে কুপায়াক্ষেতি বিশ্বপ্রকাশে ॥ ১২২ ॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ । টীকাকৃষ্টিরেকাদশে । কালো মায়াময়ে  
জীবে । ইত্যত্র মায়াপ্রবর্তকে জ্ঞানময়ে গতি । নবমে ।  
দৌশস্তিরত্যগাম্মায়াং দেবানাং গুরুমাযয়াবিত্যত্র দেবা-  
নামপি বৈভবমিতি ॥

তৃতীয়েহপি আপুঃ পরাং মূদমিত্যাদৌ যোগমায়াশব্দেন

ত্মিকা এস্থলে জগৎসৃষ্টাদি শক্তি । ঐ শক্তি দুই প্রকারে  
কথিত হইয়াছে । ত্রিকাংশেষ অতিধানে মাযাকে শাস্ত্রী  
ও বুদ্ধি কহিয়াছেন । বিশ্বপ্রকাশ অতিধানে মায়াশব্দে দন্ত  
ও কুপা কহিয়াছেন ॥ ১২২ ॥

একাদশস্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে টীকাকার ব্যাখ্যা  
করিয়াছেন । “কালো মায়াময়ে জীবে” এই স্থলে মায়াময়-  
শব্দে মায়াপ্রবর্তক অথবা জ্ঞানময় । নবমস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে  
১৭ শ্লোকে । দুহস্তপুত্র ভরত দেবতাসকলের মায়া অতিক্রম  
করিয়া গুরু অর্থাৎ হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এস্থলে মায়া-  
শব্দের অর্থ বৈভব । তৃতীয়স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকেও  
“আপুঃ পরাং মূদমপূর্ব্বমুপেত্য যোগমায়াবলেন মুনয়নুদধৌ  
বিকুণ্ঠং” এই শ্লোকের তাৎপর্য্য । হে হে দেবগণ ! অনন্তর

মনকাদিবর্জ্যযোগপ্রভাবং ব্যাখ্যায় পরমেশ্বরে তু  
চিচ্ছক্তিবিলাসো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১২৩ ॥

তম্যাং তগোবমৈহারং খদ্যোতার্কির্নিবাহনি ।

মহতাতরমায়ৈশ্চাং নিহন্ত্যাজ্জনি যুজ্জত ইতি

ব্রহ্মবাক্যং তথৈব সঙ্গচ্ছতে । শক্তিমাত্রস্য তারতম্যং  
হি তত্র বিবক্ষিতং ॥ ১২৪ ॥

স্বল্পা শক্তিঃ খল্বনৃতস্য সত্যস্য বা ব্যঞ্জিকা ভবতু নাম

মনকাদি মুনিগণ যোগমায়া বলে অর্থাৎ অর্চ্য যোগপ্রভাবে  
উক্ত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়া পরমোৎকৃষ্ট হর্ষপ্রাপ্ত হই-  
লেন । এই স্থলে মনকাদিতে অর্চ্য যোগ প্রভাব ব্যাখ্যা  
করিয়া পরমেশ্বর চিৎ শক্তি বিলাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১২৩ ॥

দশমস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে ।

হে রাজন্ ! তমিমাং রজনীতে হিমকণ প্রভব অন্ধকার  
যজ্জপ পৃথক্ আবরণকারী হয় না, রাত্রির অন্ধকারেই লীন  
হয় এবং রাত্রিকালীন খদ্যোতের জ্যোতিঃ যজ্জপ দিবসে  
পৃথক্ প্রকাশ হয় না, সূর্য্যকিরণেই লীন হইয়া যায়, তজ্জপ  
যে পুরুষ মহৎ পুরুষে আত্মযোগ করণ তাঁহার প্রতি ইতর  
মায়া কিছু করিতে পারে না, আপনারই সামর্থ্য বিনষ্ট করে ।  
এই ব্রহ্মবাক্য তজ্জপই সঙ্গত হয় । ঐ স্থলে শক্তিমাত্রের  
তারতম্যই কথনেচ্ছায় বিষয় হইয়াছে ॥ ১২৪ ॥

অত্যল্প শক্তি মিথ্যা কিস্বা সত্যের প্রকাশিকা হইলেও

পরাভবাৎ কল্পত এন ইতি হি তত্র গমাতে দৃষ্টান্তাভ্যাং  
তথৈব প্রকটিতং তম্যাং তমোবদিতাদিত্যাং । তথা যুদ্ধেযু  
মায়াময়শস্ত্রাদিনা বহবাশ্ছমভিন্না জাতা ইতি পুরাণ-  
দিযু শ্রুয়তে ততঃ সাচ মায়া মিথ্যা কল্পিতা ন ভবতীতি  
গমাতে নহি মরুমরৌচিকাজলেন কে'চদার্ত্ত ভবতীতি ।  
ততঃ স্ত্রভেদৈরাভ্যাগারেতি সিদ্ধং ॥ ১২৫ ॥

যত্নু । মহামায়েতারিদ্যেতি নিয়ত্তি মোহিনীতি চ ।

প্রকৃতিবাসনোত্যেবং তবেচ্ছাহনস্ত কথাত ইতি ।

জীবমায়ায়া অপীচ্ছাত্ত্বং দৃশ্যতে তদিচ্ছাভ্যাগে নৈবেতি

তাহা পরাভবের নিমিত্তই হইয়া থাকে, ইহা সেট স্থলেই  
বোধ হইয়াছে । “তম্যাং তমোবদিতাহারং খদ্যোতা'র্জ্জরিশাহনি”  
এই দুই দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই রূপই প্রকাশ হইয়াছে । তথা  
যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াময় শস্ত্রনকল দ্বারা অনেকট টিন্ন ভিন্ন হই-  
য়াছে, ইহা পুরাণাদিতে শুনা যায় । অতএব সেট মায়া মিথ্যা  
কল্পিতা নয়, ইহা বোধ হইতেছে । কেননা মরুমরৌচিকা  
অর্থাৎ মৃগতৃষ্ণার জল দ্বারা কেহ আর্ত্ত হয় নাই এই কারণে  
জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছা এই ত্রিবিধ ভেদ দ্বারা আভ্যাগায়া সিদ্ধ  
হইল ॥ ১২৫ ॥

যে হেতু উক্ত হইয়াছে । হে অনন্ত ! মহামায়া, অবিদ্যা,  
নিয়ত্তি, মোহিনী, প্রকৃতি ও বাসনা, এই সকলকে পণ্ডিতগণ  
তোমা'র ইচ্ছা কহিয়াছেন ॥

জীবমায়া'রও যে ইচ্ছাত্ত্ব দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও ভগবানের

জ্ঞেয়ং । জগৎ কার্য্যাহেতৌ তস্যাং সাক্ষাদ্দিচ্ছাত্ত্বানভ্য-  
 পগমাং । গুণমায়া ত্রিগুণমায়াং প্রধানমিতি । অথবা  
 ত্বমাদ্যঃ পুরুষ ইত্যাদি মূলপদ্যমেবমবতারাং শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠে  
 মায়াং নিষেধমপি সাক্ষাত্ত্বমেবাহ । ত্বমাদ্য ইতি ।  
 কৈবল্যো মোক্ষাখ্যো শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠলোকে আত্মনি অংশ এষ  
 হিঃ । কিং কৃত্বা তত্রাতিবিরাজমানয়া চিচ্ছক্যা মায়াং  
 দূরস্থিতাসপি তিরস্কৃত্যেব । মনুশৈতন্যাদিকং নিষেধতা

ইচ্ছার আভাসত্ব রূপই জানেতে হইবে । যে হেতু জগৎ-  
 কার্য্য নিমিত্ত ঐ জীবমায়াতে ভগবানের সাক্ষাৎ ইচ্ছাত্ত্বের  
 অভ্যুপগম অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় হয় নাই । অপর গুণমায়া  
 ত্রিগুণমায়া প্রধান বলিয়া কথিত হয়েন ॥

যাহা হউক এক্ষণে প্রথমস্কন্ধের ৭ অপায়ের “ত্বমাদ্যঃ  
 পুরুষঃ সাক্ষাৎ” এই মূল শ্লোকের অবতরণ করা যাউক ॥

শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠে মায়াকে নিষেধ করিয়াই সাক্ষাৎ সেই চিচ্ছ-  
 ক্তিকেই কহিতেছেন । “ত্বমাদ্যঃ” এই শ্লোকে কৈবল্য শব্দের  
 অর্থ মোক্ষ নামক শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠলোক, আত্মা শব্দের অর্থ স্বীয়  
 অংশ অর্থাৎ মোক্ষনামক শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠলোক যাহা স্বীয় অংশ  
 স্বরূপ, তাহাতে অবস্থিত । যদি বল কি রূপে আছেন, তাহার  
 উত্তর এই যে, সেই বৈকুণ্ঠ অতিশয়রূপে বিরাজমানা চিৎ  
 শক্তি দ্বারা মায়া দূরে থাকলেও তাহাকে তিরস্কৃত করিয়াই  
 অবাস্তব আছেন ॥

শ্রীশুকদেবেন ।

প্রপত্ততে যত্র রজস্বমস্তয়োঃ

সত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ ।

ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে

রনুভ্রতা যত্র সুরাসুরার্চি তা ইতি ॥

মোক্ষং পরংপদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরমিতি পাদ্মোত্তর-  
খণ্ডে শ্রীবৈকুণ্ঠপর্যায়শব্দাঃ ॥ ১৭ ॥

অৰ্জুনঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১২৬ ॥

মায়া নিষেধকারি শুকদেবও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন ।

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

বৈকুণ্ঠে রজ বা তম গুণের প্রভাব নাই এবং ঐ দুই গুণে  
মিশ্রিত সত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, আর সে  
স্থানে কালকৃত বিনাশও হয় না, অধিক কি বলিব মায়াও সে  
স্থানে যাইতে পারে না, ইহাতে অন্যান্য শোক মোহাদির  
বক্তব্য কি ? অর্থাৎ সে স্থানে উহাদের থাকিবার অধকার  
নাই, এ নিমিত্ত তত্রত্য ভগবৎ পারিষদগণকে সুর এবং অসুর-  
গণে নিরন্তর অর্চনা করিয়া থাকেন ॥

অপর পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে-বৈকুণ্ঠ শব্দের মোক্ষ, পরং-  
পদ, লিঙ্গ অমৃত ও বিষ্ণুমন্দির এই সকল পর্যায় কহিয়া-  
ছেন ॥

উক্ত বিষয় প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে অৰ্জুন ভগবান্কে  
কহিয়াছেন ॥ ১২৬ ॥



অত উর্দ্ধং গুণাদীনাং স্বরূপাত্মকত্বনিগমাৎ স্বরূপশক্তি-  
রেব পুনরপি বিব্রিয়তে যাবৎসন্দর্ভসমাপ্তি ।

তত্র গুণদানাং স্বরূপাত্মকত্বমাহঃ শ্রুতয়ঃ ॥

স যদজয়াত্বজ্জা মনুষ্যীত গুণাংশ্চ জুষন্

ভজতি স্বরূপতাং তদনুমত্বামপেতভগঃ ।

যমুত জহাসি তাম চরিব ত্বচমাভভগো

মহসি মহীয়সেহৃষ্ট গুণিতে হপরিমেয়ভগঃ ॥ ২০ ॥

সতু জীবঃ যৎ যস্মাৎ অজয়া মায়ায়া অজাবিদ্যামনুষ্যীত  
আলিঙ্গত । ততশ্চ গুণাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ জুষন্

ইহার পর গুণাদির স্বরূপাত্মক নিগম হেতু, সন্দর্ভ  
সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাবৎ স্বরূপশক্তিরই বিস্তার করিব ॥

তন্মধ্যে গুণসকলের স্বরূপাত্মকত্ব ১০ স্কন্ধের ৮৭  
অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে শ্রুতিসকল কহিয়াছেন যথা ॥

সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন,  
তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করত পশ্চাৎ তদ্বর্ষযুক্ত হইয়া  
স্বরূপ বিস্মৃতিপূর্বক জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হইবেন,  
কিন্তু তুমি যখন ত্বচ বিনিষ্মুক্ত মর্পের ন্যায় সেই মায়াকে  
পরিশ্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হও তখন অগ্নিসাদি অক্টগুণিত  
পরমৈশ্বর্য্যো ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া অপরিচ্ছিন্ন রূপে পূজনীয় হইয়া  
থাক ॥ ২০ ॥

উক্ত শ্লোকের টীকা এই যে । সেই জীব যখন মায়া দ্বারা

সেবমানঃ আত্মতয়া অপ্যস্যন্ । তদসু তদনন্তরং স্বরূপতাং  
তদ্ব্যর্থযোগক জ্ঞানং অপেতভগঃ পিহিতানন্দাদিগুণ-  
সন্ যত্নাং সংসারং ভজতি প্রাপ্নোতি ত্বয় ত্বং তু জহাসি  
তাং মায়াং । নসু সা মযোবাস্তি কথং ত্যাগঃ তত্রাহ  
অহিরিব ত্বচমিতি । অয়ং ভাবঃ । যথা ভুজঙ্গঃ স্বগত্মপি  
কঞ্চুকং গুণবুদ্ধা নাভিমন্তে তথা ত্বমজ্ঞাং মায়াং ।  
নহি নিরন্তরাহ্লাদিমংবিৎকামধেনুবৃন্দপাতেরজ্যাক্রতা  
মিতি তামূপেক্ষসে । কুত এতত্তদাহ । আত্মভগঃ নিক  
প্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ মহসি পরমৈশ্বর্য্যো ! অষ্টগুণিতে অনিমান্যস্ট

সেবা অর্থাৎ আপনার বলিয়া স্বীকার করেন, তখন ঐ  
দেহেন্দ্রিয়াদির স্বরূপত্ব অর্থাৎ স্বভাবনিশ্চিষ্ট হইয়া আনন্দ-  
গুণে বিরচিত হওত সংসার প্রাপ্ত হয়েন । কিন্তু তুমি সেই  
মায়াকে পরিত্যাগ কর । যদি বলেন, অহে ! সেই মায়া  
আমাতেই আছে কি রূপে তাহার ত্যাগ হইবে, এই প্রশ্নে  
কহিতেছেন, সর্পের কঞ্চুক পরিত্যাগ করায় নায, উহার ভাব  
এই, সর্প কেন স্বাদহস্ত কঞ্চুককে গুণবুদ্ধিতে অর্থাৎ আদর-  
ণীয় বস্তু বিবেচনায় আদর করে না, তজ্জ্ঞান তুমি মায়াকে  
আদর কর না, কেন না যে বস্তু নিরন্তর আহ্লাদপ্রদ জ্ঞান  
রূপ কামধেনুবৃন্দের পতি, তাহার অজ্ঞা ( ছাগী ) দ্বারা  
কোন কার্য্য নাই, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই থাকেন । যদি  
বলেন ইহা কি রূপে হয়, তাহার উত্তর এই, তুমি আত্মভগ  
অর্থাৎ সর্বদা ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া অনিমান্য অষ্ট বিভূতিরূপ

বিভূতিমতি মহীয়সে নিরার্জসে । কথং ভূতঃ অপরিমেয়-  
ভগঃ অপরিমেয়ৈশ্বর্য্যঃ । নহ্মমোয়ামিব দেশকাল পরি-  
চ্ছিন্নং তবানুগুণি কৈশ্বর্য্যং অপিতু পরিপূর্ণ স্বরূপানুব-  
ন্ধিত্বাদপরিমিতমিত্যর্থ ইতোষা ॥ ১২৭ ॥

তথাচ । তত্রৈব পূর্ণমুক্তং ।

ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুন্ধ সমস্তভগঃ ইতি স্বাভাবিকঃ।  
যদ্বা অহিরিণ ত্বমিত্যত্র ত্বকৃশব্দেন পরিত্যক্তজীর্ণত্বগে-  
বোচ্যতে । স যথা তাং জহাতীতি তৎসমীপমপি ন

পরম ঐশ্বর্য্য পূজিত হইতেছে যদি বল তাহা কি রূপ, তাহার  
উত্তর এই, তুমি অপরিমেয় ভগ অর্থাৎ তোমার ঐশ্বর্য্যের  
পরিমাণ নাই । কিন্তু অন্যের ন্যায় তোমার অনিগাদি অষ্ট  
ঐশ্বর্য্য দেশ ও কালে পরিচ্ছিন্ন নহে, বস্তুতঃ পরিপূর্ণস্বরূপানু-  
বন্ধি হেতু অপরিমিত হইয়াছে ॥ ১২৭ ॥

উক্ত রূপই ১৭ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে প্রতিগণ  
কহিয়াছেন, হে ভগবন্ ! তুমি স্বীয় স্বরূপ আবরণার্থ গৃহীত  
মহাদি গুণবিশিষ্ট অবিদ্যাকে নষ্ট কর, যে হেতু তুমি স্বরূ-  
পতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ, পরব্রহ্মের ইহা স্বাভাবিক  
ঐশ্বর্য্য ॥

অথবা “অহিরিবৃদ্ধং” এই স্থলে ত্বকৃ শব্দে পরিত্যক্ত  
জীর্ণ ত্বকৃই বলা যায় । সর্প যেমন জীর্ণত্বকৃ পরিত্যাগ করিয়া  
আর তাহার নিকট যায় না, তাহার ন্যায় তুমিও মায়া

ব্রজতি তথা ত্বমপি মায়াসমীপং ন মাসীত্যর্থঃ । অন্যত্রচ

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া

সমাপ্তসর্বার্থমোদনাপ্তিমিতি ॥

তথোক্তবৎ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ॥

সিদ্ধয়োহষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ ।

তাসামকৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতব ইতি ॥

অত্রোচ ॥

এত। মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টানোৎপত্তিকা মতা ইতি ॥১২৮

তথা দৈত্যবালকান্ প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যং ॥

সমীপে গমন কর না ॥

অন্যত্রও ঐরূপ কথিত হইয়াছে ॥

পরমব্রহ্ম বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন, তিনি আত্মস্থ স্বরূপ শক্তি  
দ্বারা সকল অর্থই প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥

উক্ত রূপ একাদশস্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে

। উক্তবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন যোগপারগ ঋষিগণ সিদ্ধি অষ্টাদশ  
প্রকার ও ধারণাও অষ্টাদশ প্রকার কহিয়াছেন, তাহাদিগের  
মধ্যে আটটি আমার আশ্রিত, অবশিষ্ট দশটি গুণকার্য্য ॥

ইহার পর ঐ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে কহিয়াছেন । হে সৌম্য !  
এই অষ্টসিদ্ধি আমার স্বাভাবিকী ॥ ২৮ ॥

এই রূপ সপ্তমস্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ ।

মায়য়াহন্ত হি তৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়েতি ॥

টীকাচ ॥

ননু সএব চেৎ সর্বত্র তর্হি সর্বজ্ঞত্বাভ্যুপলভ্যেত তত্রাহ ।

গুণাত্মকঃ সর্গো যস্যঃ তয়া মায়য়া অন্তর্হিতমৈশ্বর্য্যং যেন

ইত্যেযা । অত্র ভগবদৈশ্বর্য্যস্য মায়য়া হন্তর্হিতত্বেন গুণ-

সর্গয়েতি মায়য়া বিশেষণবিন্যাসেন তদতীতত্বং বোধয়তি

স্বরূপবৎ । অতঃ পরমেশ্বর ইতি বিশেষণমপি তৎসহ-

যোগেন পূর্বমেব দত্তমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১২৯ ॥

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে কহিয়াছেন, হে বয়স্যবর্গ !

পরমেশ্বর কেবল অনুভব স্বরূপ, তিনি গুণসৃষ্টিক্রপা মায়া-

দ্বারা ঐশ্বর্য্য সম্বরণ করিয়া থাকেন ॥

টীকা যথা ॥

অহে ! যদি এরূপ বল সেই পরমেশ্বরই যদি সর্বত্র, তবে

সর্বত্র সজ্ঞত্বাদি উপলব্ধি হউক, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ।

যাহার গুণরূপা সৃষ্টি সেই মায়া দ্বারা যিনি ঐশ্বর্য্য অন্তর্দান

করিয়াছেন । এস্থলে ভগবদৈশ্বর্য্যের মায়া দ্বারা অন্তর্হিত হও-

য়াতে মায়ার গুণসর্গা এই বিশেষণ বিন্যাস দ্বারাও পরমেশ্বরের

মায়াতীতত্ব স্বরূপের ন্যায় বোধ করাইতেছে । অতএব পরমে-

শ্বর এই বিশেষণও মায়া সহযোগ প্রযুক্ত পূর্বেই দেওয়া হই-

য়াছে জানিতে হইবে ॥ ১২৯ ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

অজামেকাং লোহিতশুক্র কৃষ্ণাং

বহ্বীং প্রজাং সৃজমানাং স্বরূপাং ।

অজো হ্যেকো জুমাণোহনুশেতে

জহাতেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥

যদাত্মকো ভগবাৎসুদাত্মিক শক্তিঃ, কিমাত্মকো ভগবান্

জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চ । দেবাত্মশক্তিঃ

স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিত্যাদ্যাঃ । অত্র স্বগুণৈরিত্যিতি যা তাং

শ্রুতিসকল যথা ॥

রক্ত, শুক্র ও কৃষ্ণবর্ণা এক যে অজা অর্থাৎ মায়াঃ তিনি আত্মতুল্য অর্থাৎ রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণময় বহু বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন । কিন্তু এক অজ অর্থাৎ জীব ঐ মায়ার গুণসলকে সেবন করিয়া তাহাতে অনুশয়ন অর্থাৎ মুগ্ধ হইয়াছেন । আর অন্য এক যে অজ অর্থাৎ পরমেশ্বর তিনি মায়ার গুণসকল উপভোগ করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ॥

ভগবান্ যে রূপ, তাঁহার শক্তিও তদনুরূপা ॥

ভগবানের স্বরূপ কি এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন । তিনি জ্ঞানময়, ঐশ্বর্যময় এবং শক্তি ময় । হে দেব ! তোমার শক্তি স্বীয় গুণে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন । এ স্থলে যে মায়া

অগোচরামিত্যুত্থৈঃ স্বীয়স্বভাবৈবিত্যর্থঃ ।

অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে ॥

নিরস্তাতিশয়াহ্লাদেত্যাঙ্গি প্রকরণং । তদীয়শ্রীধরস্বামি-  
টীকা চানুসন্ধেয়া ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥  
॥ ১৩০ ॥ তথা ॥

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বের নিগুণং নিরপেক্ষকং ।

সুহৃদং প্রিয়মাত্মনং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ ॥ ২১ ॥

টীকাচ । কথমুতাঃ অগুণাঃ গুণপরিণামরূপেণ ভবন্তি  
কিন্তু নিত্যা ইত্যর্থ ইত্যেবা ॥

অগোচরা, তিনি স্বীয় স্বভাবে আবৃত্তা হইয়াছেন । এস্থলে  
বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাঙ্কে “নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ” ইত্যাদি প্রকরণে  
তদীয় শ্রীধরস্বামির টীকা অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ১৩০ ॥

উক্ত রূপ একাদশস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে

শ্রীহংসদেব সনকাদিকে কহিয়াছেন যথা ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! আমি নিগুণ, নিরপেক্ষ, সুহৃদ, প্রিয়,  
আত্মা, সমুদায় নিত্যসাম্য অসঙ্গাদি গুণ সকল আমাকে  
ভজনা করে ॥

এই শ্লোকের টীকা । অগুণ সকল কিরূপ এই আকাঙ্ক্ষায়  
কহিতেছেন, তাহারা গুণের পরিণামরূপে হয়, কিন্তু তৎ  
সমুদায় নিত্য ॥

তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে জিতেন্ত্রে স্তোত্রে ॥

নমঃ সর্বগুণাভীত যদ্গুণায়াদিবৈধম ইতি ॥

তদুক্তং ব্রহ্মতর্কে ॥

শ্রীঃ স্বরূপভূতৈশ্চ গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ ।

ন বিশেষ্য নচ যুক্তানাং কাপি ভিন্নো গুণো যত ইতি ॥

কালিকাপুরাণে দেবীকৃতবিষ্ণুস্তবে ॥

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ।

ন বিবৃষন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে ।

দ্বিষা ময়া তে কিং জ্ঞেয়া নিগুণস্য গুণাঃ প্রভো ।

উক্ত রূপই নারদ পঞ্চরাত্রে জিতেন্ত্রে স্তোত্রে ॥

তুমি সর্বগুণাভীত, যদ্গুণ, আদি বিধাতা, তোমাকে  
নমস্কার ॥

উক্তরূপ ব্রহ্মতর্কে কথিত হইয়াছে ॥

স্বরূপভূতগুণসমূহ দ্বারা এই হরি ঈশ্বর গুনবান্ হইয়াছেন ।  
পরস্তু বিষ্ণু ও যুক্তপুরুষসকলের গুণ কেথাও ভিন্ন বলিয়া  
অভিमत হয় নাই ॥

কালিকাপুরাণে দেবীকৃত বিষ্ণুস্তবে যথা ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেব এবং তপোধন মুনীগণ ঐহার রূপ  
সকল বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন না, কি প্রকারে আমি তাঁহাকে  
বর্ণন করিব ॥

হে প্রভো! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ঐহার রূপ জানিতে



নৈব জানন্তি যদ্রূপং সেদ্রা অপি সুরা ইতি ॥ ১১ ॥ ১৩ ॥

শ্রীহংসদেবঃ সনকাদীন্ ॥ ১৩১ ॥

অন্যত্রৈচ । শ্রীহংসবাক্যস্থিতাদিগ্রহণক্ৰোড়ীকৃতান্ তান্  
বহুনেব সত্যং শৌচমিত্যাদিভির্গণয়িত্বাহ ॥

ইমে চান্যেচ ভগবন্মিত্যা যত্র মহাশুণাঃ ।

প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছন্তি ন'বিয়ন্তি স্ম কহি'চিৎ ॥ ২২ ॥

টীকাচ । এতে একোনচত্বারিংশৎ । অন্যেচ ব্রহ্মণ্যত্ব-  
শরণ্যত্বাদয়ো মহান্তো গুণা যস্মিন্ নিত্যাঃ সহজা ন

পারেন না, আমি স্ত্রী হইয়া নিগুণ যে তুমি তোমার গুণ কি  
রূপে জানিতে পারিব ? ॥ ১৩১ ॥

অন্যত্রৈও শ্রীহংসের বাক্যস্থিত আদি পদগ্রহণে ক্রোড়ী-  
কৃত সেই সত্য শৌচ ইত্যাদি গুণের সহিত গণনা করিয়া  
বহু গুণ কহিয়াছেন ॥

যথা প্রথমস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে পৃথিবী

ধর্মকে কহিয়াছেন ॥

হে ধর্ম ! এই একোন চত্বারিংশদগুণ যাঁহাতে স্বভাবত  
নিত্যই বর্তমান আছে, কখন ক্ষয় পায় না, যাঁহারা মহত্ব ইচ্ছা  
করেন তাঁহারা ঐ সকল গুণকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥ ২২

টীকা যথা । এই একোনচত্বারিংশৎ । অন্য পদে ব্রহ্মণ্যত্ব,  
শরণ্যত্ব, প্রভৃতি মহা গুণ সকল যাঁহাতে নিত্য অর্থাৎ সহজ ।

বিয়ন্তি নক্ষীয়ন্তে স্মেতোষা ॥

অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণং ॥

কলা মুহূর্তাদিময়শ্চ কালো ন যদিভূতেঃ পরিণামহেতুরিতি

॥ ১ ॥ ১৬ ॥ শ্রীপৃথিবী ধর্ম্মং ॥ ১৩২ ॥

অতএবাহ ॥

নমস্তভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ।

ন যত্র শ্রয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥ ২৩ ॥

যত্র ভগবদাদিত্বেন ত্রিবিধৈব স্ফুরতি স্বরূপে মায়া ন

ত বিয়ন্তি এই ক্রিয়াপদের অর্থ, ক্ষয় হয় না ॥

এই স্থলে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ॥

কলা মুহূর্তাদি রূপ যে কাল তিনিও যাঁহার বিভূতির  
পরিণামের কারণ হয়েন না ॥ ১৩২ ॥

অতএব দশমস্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ভগবানের

প্রতি বরুণ কহিয়াছেন যথা ॥

বরুণ কহিলেন হে প্রভো ! আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য  
রূপী পূর্ণ স্বরূপ এবং সর্ব জীবের নিয়ন্তা, কারণ যে মায়া  
লোকসৃষ্টি বিকল্পিত করে তাহাও আপনাকে আশ্রয় করে না,  
অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১২৩ ॥

যাঁহাতে ভগবদ্ভূতি তিন প্রকারই স্ফুর্তি পাইতেছে,  
সেই স্বরূপে মায়া শ্রুত হওয়া যায় না, তাঁহার তথা তথা

শ্রীমতে তস্য তথা তথা স্ফূর্তি মায়্যা ন ভবতীত্যর্থঃ ।  
 তত্র হেতুঃ লোকসৃষ্টাবেব কল্লিতুং সৃষ্টি স্থিতি সংহারৈ-  
 র্বিবিধং নিৰ্ম্মাতুং শীলং যম্যাঃ সা । অতএব ভূগোলপ্রশ্ন-  
 হেতুত্বেন রাজাহপ্যুক্তং । ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ  
 আবেশিতং মনো হৃগ্গণেহপি সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতিষি  
 পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুমিতি ॥  
 ॥ ১০ ॥ ২৭ ॥ বরুণঃ শ্রীভগবন্তুং ॥ ১৩৩ ॥

তথা ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি ।

অর্থাৎ ভগবদাদিরূপে স্ফূর্তি মায়া দ্বারা সম্ভব হয় হয় না ।  
 তাহার হেতু এই, মায়ার লোকসৃষ্টিতেই বিকল্প করিবার  
 নিমিত্ত অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি সংহার দ্বারা কিবিধ রূপে নিৰ্ম্মাণ  
 করিবার জন্য স্বভাব হইয়াছে ॥

অতএব ভূগোলপ্রশ্নে হেতুত্ব রূপে ৫ স্কন্ধে ১৬

অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে পরিক্ষীতের বাক্য যথা ॥

হে যুনে । শ্রীভগবানের গুণময় স্থূল রূপে নিবেশিত মনও  
 কদাচিৎ নিগুণ সূক্ষ্মতম জ্যোতির্ময় পরমব্রহ্ম স্বরূপ যে  
 পরম পুরুষ বাসুদেব, তাঁহাতে নিবিষ্ট হইতে সক্ষম হয় ॥ ১৩৩ ॥

উক্তরূপ দ্বিতীয়স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১২ । ১৩ শ্লোকে

ব্রহ্মা নারদকে কহিয়াছেন ॥

সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি এবং তাঁহাকেই

যান্মায়য়া দুর্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্‌গুরুং ॥

বিলজ্জমানয়া যস্য স্মাতুমীক্ষাপথেমুহয়া ।

বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ২৪ ॥

তম আদিময়ত্বেন স্বস্য সদোষত্বাং সচ্চিদানন্দঘনত্বেন

তস্য নির্দোষস্য নেত্রগোচরে বিলজ্জমানয়া অমুয়া মায়য়া

বিমোহিতা অস্মদাদয়ো দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ২ ॥ ৫ ॥ শ্রীব্রহ্মা

শ্রীনারদং ॥ ১৩৪ ॥

তদেবং ঐশ্বর্যাদি ষট্‌কস্য স্বরূপ ভূতত্বমুক্ত্বা শ্রীবিগ্রহস্য

ধ্যান করি, তাঁহার দুর্জয় মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোমরা আমাকে  
জগতের গুরু বলিতেছ ॥

কিন্তু ঐ মায়ার “এই মদীয় প্রভু আমার কপট জানেন”  
এই বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিতা হয়, সুতরাং  
তাঁহার উপরে আপনার কার্য্য করিতে পারে না, কেবল অস্মদ-  
াদি সদৃশ দুর্দ্ধি লোকদিগকেই মোহিত করে এবং দুর্দ্ধি  
লোকদিগেরই জ্ঞান অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন হওয়াতে তাহারাই  
“আমি আমার” এই রূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

তম আদি স্বরূপা মায়ার নিজের সদোষত্ব হেতু, সচ্চিদা-  
নন্দঘনত্ব প্রযুক্ত নির্দোষ পরমেশ্বরের নেত্রগোচরে থাকিতে  
বিলজ্জমানা মায়ায় মোহিত হইয়া আগরা সকল দুর্দ্ধি  
হইয়াছি ॥ ১৩৪ ॥

অতএব এই প্রকার ঐশ্বর্যাদি ছয়টির স্বরূপ ভূতত্ব বর্ণন

পূর্ণস্বরূপভূতত্বং বক্তুং প্রকরণমারভ্যতে ॥

অত্র তস্য তাদৃশত্বং সচিবং নিত্যত্বং তাবদাহ ত্রিভিঃ ॥

নষ্টে লোকে দ্বিপরাদ্ধাবসানে

মহাভূতেষাদিভূতং গতেষু ।

বক্তোহব্যক্তং কালবেগেন যাতে

ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥

অতঃ শেষসংজ্ঞঃ । তত্র যুক্তিঃ ॥

যোহয়ং কালস্তস্য তেহব্যক্তব্যক্তো

করিয়া ক্রীবিগ্রহেরপূর্ণ স্বরূপ ভূতত্ব বলিবার জন্য প্রকরণ  
আরম্ভ করিতেছেন ॥

তদ্বিষয়ে ক্রীবিগ্রহের স্বরূপ ভূতত্বের সহায় এবং নিত্যত্ব  
দশমস্কন্ধের ওষ্মাধ্যায়ে ২২ । ২৩ । ২৪ এই তিন শ্লোকে

প্রভো ! দ্বিপরাদ্ধ কালের অবসানে চরাচর শ্লোক বিনষ্ট  
হয়, সে সময় পৃথিব্যাदि মহাভূত আদিভূতে অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে  
বিলয় পায়, পরে ব্যক্ত সেই আদিভূত কাবশতঃ অব্যক্ত  
অর্থাৎ প্রধানকে প্রাপ্ত হইলে এক আপনিই অবশিষ্ট থাকেন ।  
সে সময় অশেষাত্মক প্রধানে আপনকার প্রজ্ঞা হয় অর্থাৎ  
আমাতেই এই সমস্ত বিলীন আছে এই রূপ বোধ করেন ॥২৫

অতএব শেষসংজ্ঞ এই স্থলে এই যুক্তি । অপিচ হে  
প্রকৃতিপ্রবর্তক ভগবন্ ! নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিপরাদ্ধ

চেট্টামাল্শ্চেচক্‌তে যেন বিশ্বং ।

নিমেষাদিবৎসরাস্তে। মহীয়াং

স্তং ত্বেশানং ক্ষেনধাম প্রপদ্যে ॥ ২৬ ॥

হে অব্যক্তবাক্তো সান্নিধ্যমাত্রেণ প্রকৃতিপ্রবর্তক চেট্টাং  
নিমেষোন্মেষরূপাং ॥

শ্রুতিশ্চ ॥

সর্বৈ নিমেষা জঙ্ঘিরে বিদ্যাতঃ পুরুষাদধীতি ॥

সর্বৈ নিমেষাদয়ঃ কালাবয়বাঃ । বিশেষেণ দ্যোততে  
বিদ্যাতঃ পুরুষঃ পরমাত্মেতি শ্রুতিপদার্থঃ সর্বত্র সৃষ্টি

রূপ এই কাল, যাহাতে বিশ্বের পরিবর্তন হইতেছে, তদ্বজ্জ  
পণ্ডিতেরা বলেন ঐ কাল তোমার লীলা মাত্র । প্রভো তুমি  
এতাদৃশ অভয় স্থান, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২৯ ॥

হে অব্যক্তবাক্তো ! তুমি সান্নিধ্যমাত্রে প্রকৃতির প্রবর্তক ।  
চেট্টা শব্দের অর্থ নিমেষ ও উন্মেষ অর্থাৎ চক্ষু মুদ্রিত করা  
ও প্রকাশ করা ॥

শ্রুতিও যথা ॥

তেজোময় পুরুষকে অধিকার করিয়া নিমেষ সকল জন্মি-  
য়াছে ॥

সমুদায় নিমেষ, কালের অবয়ব । বিশেষ রূপে প্রকাশ  
পান এই অর্থে বিদ্যাতঃ পুরুষ শব্দে পরমাত্মা, শ্রুতিপদের  
এই অর্থ ॥

সংহারয়ো নির্মিত্ত কালএব তস্যাহু তদঙ্গচেষ্টারূপত্বাৎ  
তোঁ তত্র ন সংভবত এবতি ভাবঃ । হেতুস্তরং ক্ষেম-  
ধামেতি । ত্বা ত্বাং অত্র স্বাভীষ্টান্তস্মাদাবির্ভাবাদেব কংস-  
ভয়ং কৈমুত্যেনন বারিতবতী ॥

তথৈব স্পষ্টং পুনরাহ ॥

মর্তো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন  
লোকান্ সর্বাগ্নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ ।

ত্বংপাদাজ্জং প্রাপ্য যদুয়াদ্য

সর্পত্র সৃষ্টি সংহারের প্রতি কালই নির্মিত্ত, সেই কাল  
তোমার অঙ্গ চেষ্টা স্বরূপ হওয়ায়, তুমি যে ভগবান্ তোমাতে  
সৃষ্টিসংহার নাই অর্থাৎ তোমার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ।  
তদ্বিশয়ে অন্য হেতু এই যে, তুমি ক্ষেমধাম অর্থাৎ অর্ভয়  
স্থান । ত্বা অর্থাৎ তোমাতে । এস্থলে নিজের অভীষ্ট সেই  
আবির্ভাব হইতেই কংসভয়কে কৈমুতিক ন্যায় দ্বারা নিবারণ  
করিলেন ।

ঐ প্রকার স্পষ্ট রূপে পুনরায় কহিলেন ॥

হে আদ্য ! এই মর্ত্যলোকে মৃত্যুরূপ বিষধর হইতে  
ভীত হইয়া পলায়ন করত সকল লোকের প্রতিই ধাবমান  
হইয়াছিল, কাহাকেও নির্ভয় পায় নাই ! কোন অনির্ক-  
চনীয় ভাগ্যোদয় হেতু তোমার পাদপদ্ম প্রাপ্ত বওয়াতে এক্ষণে  
সুস্থ হইয়া শয়ন করিতেছে, ইহার নিকট হইতে মৃত্যু অব-

স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ২৭ ॥

লোকান্ প্রাপ্য নির্ভয়ং ভয়াভাবং । ত্বংপাদাজং তু  
প্রাপ্যেতুভয়ত্রাপ্যম্বয়ঃ । অত্র ত্বংপাদাজমিতি শ্রীবিগ্রহ-  
মেব তথা বিস্পর্কং সাধিতবতী । অতএবায়তবপুরিতি  
সহস্রনামস্তোত্রে । মৃতং মরণং তদ্রহিতং বপুরস্যেতামৃত-  
বপুরিতি ॥

শঙ্করভাষ্যেহপি ॥

আদ্যোতি জন্মাতাবোহপি দর্শিতঃ । স জন্মনি সর্বত্র  
সাদিত্বস্যৈব সিদ্ধেঃ ॥ ১৩৫ ॥ তদুক্তং ।

গত হইল ॥ ২৭ ॥

লোকমকলকে প্রাপ্ত হইয়া । নির্ভয় শব্দের অর্থ ভয়াভাব ।  
তোমার পাদপদ্মকে প্রাপ্ত, এই বাক্যটির উভয় স্থানেই  
অম্বয় । এস্থলে তোমার পাদপদ্ম এতদ্বারা শ্রীদেবকীদেবী  
শ্রীবিগ্রহকেই স্পর্করূপে সাধন করিলেন । অতএব অমৃতবপুঃ  
ইহা সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত হইয়াছে । মৃত শব্দের অর্থ  
মরণ, মরণরহিত বপুঃ যাহার এই অর্থে অমৃতবপুঃ ॥

শঙ্করভাষ্যেও বর্ণিত আছে ॥

আদ্য এই বিশেষণ দ্বারা জন্মের অভাব দর্শিত হইয়াছে ।  
যাহার আদি আছে সর্বত্র তাহারই জন্ম সিদ্ধি হয় ॥ ১৩৫ ॥

একারণ ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে শুকদেব কহি-



প্রাচুরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুঙ্কল ইতি ॥

শ্রুতিশ্চাত্ত্ব ।

স ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তি । সোহিমুৎপত্তি-  
রলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দ ইতি মহোপনিষদি ॥

॥ ১০ ॥ ৩ ॥ শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তুং ॥

তথা উৎপত্তিস্থিতিলয়েত্যাদি পদ্যে যদ্রূপং ধ্রুবমকৃত  
মিতি ॥ ২৮ ॥

যস্য শ্রীসঙ্কর্ষণস্য রূপং ধ্রুবমনন্তং অকৃতং চানাদি । অত-

য়াছেন ॥

পূর্বদিকে যেমন চন্দ্র প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় দেব  
রূপিণী দেবকীর গর্ভে সর্বাস্ত্রধামা ভগবান্ হরি ঐশ্বররূপে  
আবির্ভূত হইলেন ॥

এস্থলে শ্রুতিপ্রমাণও যথা ॥

সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং তিনি রুদ্রে  
দ্বারা সংহার করেন, তাহার উৎপত্তিও নাই ও বিনাশও নাই,  
সেই হরিই পরমানন্দ স্বরূপ । এই বিষয় মহোপনিষদে  
বর্ণিত আছে ॥

উক্ত রূপ ৫ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে “উৎপত্তি স্থিতি লয়”  
এই ৯ শ্লোকে শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন, যাহার রূপ ধ্রুব ও  
অকৃত ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য—যে সঙ্কর্ণের রূপ ধ্রুব অর্থাৎ অনন্ত এবং

এব বর্ষাধিপোপাসনা বর্ণনে ভবেনাপি তদ্রূপমধিকৃত্যোক্তং ।

ন যস্য মায়া গুণচিহ্নবৃত্তিভি

নিরাক্ষতো হুণপি দৃষ্টিরজ্যত ইতি ।

যন্তু তত্র তদেব রূপমধিকৃত্য শ্রীশুকেন ।

যা বৈ কলা ভগবতস্তামসীতি ভবানীনাথৈরিত্যাদি-  
গদ্যে তামসী মূর্তিমিত্যুক্তং । তন্নিজাংশশিবদ্বারা তমো-

অকৃত অর্থাৎ অনাদি ॥

অতএব ৫ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে বর্ষাধিপের উপাসনা বর্ণন বিষয়ে ঐ সঙ্কর্ষণের রূপকে অধিকার করিয়া ক্রীমহাদেবও কহিয়াছেন । অহো ! আমরা ক্রোধবেগে জয় করণে অমসর্থ হওয়াতে আমাদের দৃষ্টি যেন ভগবান্ ঈশ্বরে বিলিপ্ত হয় না, তেমনি যিনি নিরীক্ষণ করিলেও যাঁহার দৃষ্টি আমার গুণ যে মহা রজঃ তমঃ, তাহাতে এবং অন্তঃকরণে অত্যন্তও লিপ্ত হয় না । ইন্দ্রিয়জয়েচ্ছু এবং মুমুকু কোন্ পুরুষ সমাদর না করিবে ? ॥

অপর ঐ পঞ্চমস্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে “যা বৈ কলা ভগবত-স্তামসীতি” এই ১ সংখ্যক গদ্যে । তথা ৫ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে “ভবানীনাথৈরিত্যাদি” ১৭ সংখ্যক গদ্যে উক্ত রূপ অধিকার করিয়া শুকদেব তামসী মূর্তি বর্ণন করিয়াছেন ॥

যাহা হউক, ঐ তামসী মূর্তি স্বীয় অংশ শিব দ্বারা তমো

গুণোপকারকত্বেন জ্ঞেয়ং । উৎপত্তিস্থিতিলয়েত্যাদি-  
গদ্যানন্তরং শ্রীশুকেনৈব ॥

মূর্তিঃ নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্বঃ

সংশুকং সদসদিদং বিভাতি যত্রেহ্যুক্তহাং ।

তস্মান্নিত্যমেব সর্বং ভগবদ্রূপং ॥ ১৩৬ ॥

তথাচ পাদোত্তরখণ্ডে তৎস্তুতিঃ ॥

অনাদিনিধনানন্তবপুষে বিশ্বরূপিণে ইতি ॥

যদত্র স্কান্দাদৌ কচিদ্ভ্রামকমস্তি । তত্সু তৎপুরাণানাং

গুণের উপকার নিমিত্ত জানিতে হইবে ॥

অপর ৫ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ের “উৎপত্তি স্থিতিলয়েত্যাদি”  
৯ সংখ্যক গদ্যের পর শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন ॥

যাঁহাতে সৎ অসৎ বস্তু সমুদায় প্রকাশ পায়, যিনি অস্ম-  
দাদি ভক্তজনের প্রতি অতিশয় কৃপা পূরঃসর শুদ্ধসত্ব মূর্তি  
ধারণ করিয়াছিলেন । এই উক্তি হেতু, সমুদায় ভগবদ্রূপই  
নিত্য ॥ ৩৬ ॥

উক্ত রূপই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দেবকীস্তুবে যথা-

তুমি অনাদিনিধন অর্থাৎ তোমার আদিও নাই এবং অন্তও  
নাই, তুমি অনন্তমূর্তি ও বিশ্বরূপী তোমাকে নমস্কার ॥

অপর যে স্কন্দপুরাণাদিতে কোন স্থানে ভ্রমজনক বর্ণন  
আছে, তাহা সেই সেই পুরাণসকলের তামস শাস্ত্র বিশেষ

বরগাদায়ুক্তমিব তদিতি ন ভগবত্ত্বপ্রতিপাদনপরং শুক-  
বৈরাগ্যশিবমহিমাদিতাৎপর্য্যকত্বাৎ । ততস্তৎপরত্বা-  
ভাবান্ন তত্র যাথার্থ্যক । তথাবিধং শিবাতিপ্রতিপাদকং  
শাস্ত্রং চ বৈষ্ণবৈর্ন গ্রাহ্যমিতি স্কন্ধএন যগ্মুখং প্রতি  
শ্রীশিবেনোক্তং ।

শিবশাস্ত্রেহপি তদগ্রাহ্যং বিষ্ণুশাস্ত্রোপযোগিযদিতি ॥  
অতএব পাদ্যোত্তরখণ্ডাদৌ তথাবিধপুরাণানামপি ভাগ-  
মত্বেষোক্তং । ন চৈবং তেষাং পুরাণানামপ্রামাণ্যমাপ-  
ত্তিতং পরমাত্মসন্দর্ভে দর্শয়িষ্যমাণেন মৎস্যপুরাণবচনানু-

কথাময়ত্ব হেতু সেই সেই শাস্ত্র বিশেষেও শ্রীভগবান্ কর্তৃক  
স্বীয় মহিমার আবরণ প্রযুক্ত তাহা অযুক্ত হইয়াছে । তাহা  
ভগবত্ত্ব প্রতিপাদন পর নহে, যে হেতু তৎসমুদায়ের শুদ্ধ  
বৈরাগ্য ও শিবমহিমাদি তাৎপর্য্য জানিতে হইবে ॥

উক্ত প্রকার শিবাতি প্রতিপাদক শাস্ত্রও বৈষ্ণবগণের গ্রহ-  
ণীয় নহে । স্কন্ধপুরাণেই কার্ত্তিকেশ্বর প্রতি শ্রীশিব কহিয়াছেন ॥

শিবশাস্ত্রের মধ্যে যাহা বিষ্ণুশাস্ত্রের উপযোগী তাহাই  
গ্রহণ করিবে ॥

অতএব পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদিতে উক্তপ্রকার পুরাণ  
সকলের ভাগমত্বেই কথিত হইয়াছে ॥

এতদ্বারা ঐ সমস্ত পুরাণের অপ্ৰামাণ্য হইল না । পর-  
মাত্মসন্দর্ভে মৎস্যপুরাণের যে বচন দেখান বইবে, তদনু-

সারেণ রাজসতামসকল্পকথাময়ত্বং তেষাং । সাত্ত্বিককল্প-  
কথাময়ত্বং তু বিষ্ণুপ্রতিপাদকানাং তত্তদগুণময়ত্বমিতি  
তৎকল্পং প্রাপ্য শ্রীবিষ্ণুরেব তথাহানং প্রত্যাশ্রিত্যে  
ইতি ॥ ১৩৭ ॥

তথা তথৈবচ তত্তৎ পুরাণং প্রস্তোতি তস্মাদ্যথাদৃষ্টমেব  
তত্ত্বচনং নান্যথা ত্বং বহতি কিন্তু সত্বাং সংজায়তে জ্ঞান-  
মিতি ব্রহ্মকাণ্ডেন্যেব সাত্ত্বিকপুরাণানাং সর্বোচ্চং জ্ঞানমি-  
ত্যেব লভ্যতে । তচ্চ সাত্ত্বিকপুরাণ এব দৃশ্যতে । তদপি  
পরমাত্মসন্দর্ভে লেখ্যং ॥

পাদ্মপাতালখণ্ডবৈশাখমাহাত্ম্যে চ ॥

সারে ঐ সকল পুরাণের তামস রাজস কল্প কথাময়ত্ব জানিতে  
হইবে । অপর যাহা সাত্ত্বিক কল্প কথাময়ত্ব তাহা বিষ্ণুপ্রতিপা-  
দক শাস্ত্র সকলের তদগুণময়ত্ব অর্থাৎ সাত্ত্বিকত্ব জানিতে  
হইবে । সেই কল্প অর্থাৎ শাস্ত্রবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুই  
আপনার স্বরূপকে সেই রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥ ১৩৭ ॥

তত্ত্বরূপেই সেই সেই পুরাণকে প্রশংসা করিতেছেন ।  
একারণ যথাদৃষ্টই তত্ত্বচন উল্লেখ করিব, অন্যথা কল্পনা  
হইবে না ॥

কিন্তু সত্ব হইতে জ্ঞান জন্মায় এই ব্রহ্মকাণ্ডের ন্যায়  
সাত্ত্বিকপুরাণসকলের সর্বোপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান ইহাই লাভ  
হইতেছে । ঐ জ্ঞান সাত্ত্বিকপুরাণেই দৃষ্ট হয় । এই বিষয়  
পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিত হইবে ॥

বামোহায় চরাচরস্য জগতস্তেতে পুরাণাগমা ইত্যুক্তং ।  
শ্রীমদ্ভাগবতেনাপি ॥

এবং বদন্তি রাজর্ষে ইত্যাদিনা তাদৃশং মতং দূষিতং ।  
স্বমতস্তু । সত্যং শোচং দয়া কান্তিরিত্যাদিনা শ্রীপৃথিবী-  
বাক্যেন । কান্তিসহওজ্ঞোৎসাহানামপি স্বাভাবিকত্বমব্য-  
ভিচারিত্বং চ দর্শয়তা দর্শিতং । নম্বে লোক ইত্যাদিনা

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যেও বর্ণিত আছে,  
সেই সেই পুরাণ ও আগম সকল চরাচর জগতের মোহ  
নিমিও জানিবে ।

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারাও অর্থাৎ ১০ স্কন্ধের ৭৭ অধ্যায়ের  
২০ শ্লোকে “এবং বদন্তি রাজর্ষে” অর্থাৎ হে রাজর্ষে ! পূর্বা-  
পরাভুগন্ধান রহিত কোন কোন ঋষিরা এই রূপ বর্ণন করেন,  
কিন্তু তাঁহারা স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধতা স্মরণ করেন না । এই  
বচন দ্বারা ঐ প্রকার মত দূষিত হইয়াছে ॥

স্বীয় মত এই যে । সত্য শোচ দয়া, কান্তি ইত্যাদি  
প্রথম স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে শ্রীপৃথিবীর বাক্য দ্বারা  
কান্তি, সহ, ওজ এবং বল এ সকলেও স্বাভাবিকত্ব ও অব্যভি-  
চারিত্ব দেখাইয়া তথা “নম্বে লোকে দ্বিপদাঙ্কবসানে” দশম-  
স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের “নম্বে লোকে” ইত্যাদি শ্রীদেবকীদেবীর  
বাক্য দ্বারা শ্রীশুকদেব স্বীয় মত দেখাইয়াছেন । অতএব ৫  
স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে “উৎপত্তি স্থিতি লয়” এই ৯ শ্লোকে যে

শ্রীদেবকীদেবীবাক্যেন চ । তস্মাৎ স'ধুক্তং বদ্রপং ক্রী-  
মকৃতমিতি ॥ ৫ ॥ ২৫ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৩৮ ॥

বিভূত্বমাহ ॥

নচাস্ত ন বহির্য়স্য ন পূর্দং নাপি চাপরং ।

পূর্দাপরং বহিঃচাস্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্তালিঙ্গমধোক্কজং ।

গোপিকোলুখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ২৯ ॥

টীকাচ । বন্ধনং হি বহিঃ পরীতেন দাম্না অন্তরারূতস্য

রূপ ধ্রুব ও অকৃত শ্রীশুকদেব এই যাহা কহিয়াছেন তাহা  
সাধু বলা হইয়াছে ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীভগবন্তুর্ভির বিভূত্ব কহিতেছেন যথা ॥

দশমস্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১১ । ১২ শ্লোকে শ্রীশুকদেব  
কহিয়াছেন । হে রাজন্ ! যশোদাকে কেন অনভিজ্ঞা কহি-  
লাম তাহার কারণ শুন, মঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্দ  
নাই, পর নাই, যিনি স্বয়ং জগতে জগতের পূর্দাপর, অন্তর  
বাহির, তথা আপনি জগতের স্বরূপ ॥

মানবলীলাকারি সেই অব্যক্ত অধোক্কজকে আত্মজ জ্ঞান  
করিয়া গোপী প্রাকৃতবালকের তুল্য রজ্জু দিয়া উদুখলে বন্ধন  
করিলেন ॥ ২৯ ॥

উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের টীকা ॥

বাহিরে পরিবেষ্টিত রজ্জু দ্বারা অন্তরে আবৃত বস্তুর বন্ধন

ভবতি । তথা পূর্ষাপর বিভাগবতো বস্তুনঃ পূর্ষতো দাম  
ধ্বা পরতঃ পরিরেক্ষেনেভ ভবতি । নত্বেতদন্তীত্যাহ ন  
চাস্তুরিতি ।

কিঞ্চ । ব্যাপকেন ব্যাপ্যস্য বন্ধো ভবতি । তচ্ছাত্ত্র বিপ-  
রীতমিত্যাহ পূর্ষাপরমিতি ।

কিঞ্চ । তদ্ব্যতিরিক্তস্য চাভাবান্নবন্ধ ইত্যাহ জগচ্চ যঃ  
ইতি । তং মর্ত্যালিঙ্গমধোক্জমাভুজং মত্বা ববন্ধেতি-  
ইতোষা । অত্র জগচ্ছ ইত্যত্র যস্য কারণস্য ব্যতিরেকেণ

হইয়া থাকে । এই রূপ পূর্ষ ও অপর বিভাগ বিশিষ্ট বস্তুর  
পূর্ষদিকে রজ্জু ধারণ করিয়া অন্য দিকে বেঁধেন করিলে  
বন্ধন হয় । কিন্তু “নচাস্ত ন বহিঃ” ইত্যাদি পদ্যে শ্রীকৃষ্ণ  
বিগ্রহের অন্ত বঁহা নাই ॥

আরও ॥

ব্যাপক দ্বারা ব্যাপ্যের বন্ধন ঘটে । কিন্তু তাহা এস্থলে  
বিপরীত, যে হেতু পূর্ষাপর এই পদ নির্দেশ করায় শ্রীকৃষ্ণের  
পূর্ষও নাই এবং পরও নাই ॥

আরও ॥

শ্রীকৃষ্ণ—ব্যতিরিক্ত বস্তুর অভাব প্রযুক্ত বন্ধন হইতে  
পারে না এই বিষয়ে কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জগতের স্বরূপ । সেই  
মর্ত্যমূর্ত্তি অধোক্জকে আগ্রজ জ্ঞান করিয়া যশোদা বন্ধন  
করিয়াছিলেন ॥

এই-শ্লোকে “জগচ্চ” এস্থলে, যে কারণের অভাবে কার্য্য



কার্যস্য জগতো ব্যতিরেকঃ স্যাदिति তদনন্যস্য জগতন্ত-  
 ক্ষতৈক্যব শক্তন্তদংশাংশ রূপয়া রজ্জ্বা কথং বন্ধঃ স্যাৎ  
 নহি বহ্নিমর্চ্চি.ষা দহেয়ুরिति ভাবঃ তং মর্ত্যালিঙ্গমিত্যাদৌ  
 টীকাকৃতাময়মভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

নহি ব্রহ্মাণ্ডগোলোকাদিকমপি কশ্চিদবধাতি তত্রাহ  
 মর্ত্যালিঙ্গং মনুষ্যবিগ্রহং তর্হি কথং ব্যাপকত্বং তত্রাহ  
 অধোক্ষজং অধঃকৃতং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন তং সর্বৈন্দ্রিয়  
 জ্ঞানাগোচরং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণৈরচিন্ত্যস্বরূপমিত্যর্থঃ ।

রূপ জগতেরও অভাব হইয়া থাকে । ঐ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অতিম  
 জগতের, তাঁহার শক্তি দ্বারাই শক্তির অংশাংশ রূপ রজ্জু  
 দ্বারা কি প্রকারে তাঁহার বন্ধন হইতে পারে, কেন না, অগ্নির  
 জ্বালা কখন অগ্নিকে দাহ করিতে পারে না এই ভাবার্থ “তং  
 মর্ত্যালিঙ্গ” ইত্যাদি স্থলে টীকাকারের এই অভিপ্রায় ॥ ১৩৯ ॥

অহে ! সর্বব্যাপককে কি প্রকারে বন্ধন করিলেন, যে  
 হেতু ব্রহ্মাণ্ড ও গোলোকাদিকে কেহ বন্ধন করিতে পারে  
 না । এই প্রশ্নে কহিতেছেন । মর্ত্যালিঙ্গ শব্দের অর্থ মনুষ্য-  
 বিগ্রহ । তবে কি প্রকারে তাঁহার ব্যাপকত্ব হইল । এই প্রশ্নে  
 কহিতেছেন, তিনি অধোক্ষজ অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জনিত  
 জ্ঞানকে অধঃ করিয়াছেন । তিনি সর্বৈন্দ্রিয়জ্ঞানের অগোচর  
 অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অচিন্ত্যস্বরূপ । অতএব

তস্মাত্তদাকারেহেহপি তস্মিন্ বিভূত্বস্যেব ইতি ভাবঃ ।  
 অধোকজ্জহাদেবাব্যক্তত্বমপি ব্যাখ্যাতমিতি তন্মোক্তং ।  
 ননু মনুষ্যবিগ্রহেহেতুপ্যপরিত্যক্তনিভূত্বং কথং মাতুর্নাস্থু-  
 রং । তত্রাহ । আত্মজং মত্রেতি । বৎসাদ্যভিধিপ্রেমসর  
 বিশেষস্য স্বভাবোহয়ং যদসৌ স্বানন্দপূরেণ তস্য তাদৃশত্বং  
 প্রত্যনুভবপদ্ধতি মাৰ্গণোত্তীত্যর্থ ইতি । ইথং চাতদ্বীৰ্য্য-  
 কোবিদত্বং তস্যা মাহাত্ম্যমো তং রজ্জুভিবন্ধমপি কৰ্ত্তু-  
 স্তস্য প্রেমরসস্যানুভাবরূপত্বাং ॥ ১৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যের আকার হইলেও তাঁহাতে বিভূত্ব আছে, এই  
 তাৎপর্য্য । অধোকজ্জত্ব প্রযুক্ত অন্যক্তত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে,  
 কিন্তু আমি তাহা উদ্ধার করিলাম না ॥

অহে ! শ্রীকৃষ্ণ যদি মনুষ্য বিগ্রহেও বিভূত্ব পরিত্যাগ  
 করেন নাই, তবে কেন তাহা শ্রীযশোদার স্ফূর্তি হয় নাই,  
 এই আশঙ্কায় কহিতেছেন । শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে আত্মজ  
 রূপে মানিয়াছিলেন । একারণ বাৎসল্য নামক প্রেমরস বিশে-  
 ষের স্বভাব এই যে, উহা নিজানন্দ প্রবাহদ্বারা তাঁহার বিভূ-  
 ত্বের প্রতি অনুভব পথ আবরণ করিয়াছিল । এই প্রকারই  
 শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম বিষয়ে অবিজ্ঞত্বই শ্রীযশোর মাহাত্ম্য ।  
 অপর শ্রীকৃষ্ণ যে রজ্জু দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছিলেন ইহার  
 কারণ, বন্ধনকারি প্রেমরসেরই প্রভাব জানিতে হইবে ॥ ১৪০

তচ্ছবং ॥

নেমং বিরিক্কে ন ভব ইত্যাদি । প্রাকৃতং যথেক্ত্যনেন  
অধোজ্জমিত্যনেন চ বস্তুতো ব্যাপকত্বং মায়ায়া তু মর্ত্য-  
লিঙ্গমিত্যপি পরিহৃতং । যন্নি তর্কগোচরো ভবতি  
তত্রৈব কদাচিদসম্ভবরীতিদর্শনেন সাহচর্যপগমাতে ।  
যন্তু অত্রৈব তদন্তীকং কত্র তৎস্বীকৃতিরতীতমূৰ্খতা । যথা  
বাড়ানাম্বে। বহুর্জলনিদিগদ্য এব দেদীপ্যমানতায়-

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে

শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন ॥

হে রাজন্ ! ভগবানের প্রসাদ অন্য ভক্তজনেরাও প্রাপ্ত  
হয় সত্য, কিন্তু যুক্তিপ্রব ভগবান্ হইতে যশোদা যে প্রসন্নতা  
লাভ করিলেন, তাহা কি ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, কি ভব আত্মা  
হইলেও, কি অশ্বাশ্রিতা লক্ষ্মী ভাৰ্য্যা হইলেও, কাহারও  
কখন সে রূপ প্রসাদ লাভ হয় নাই ॥

অপিচ যদ্রূপ প্রাকৃত বালককে বন্ধন করে তাহার ন্যায়  
যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিলেন, এতদ্বারা এবং অধোজ্জ  
এতদ্বারাও, বাস্তবিক ব্যাপকত্ব, কিন্তু মায়াদ্বারা মনুষ্যালিঙ্গত্ব  
পরিহৃত হইল । নিশ্চয় যাহা তর্কের গোচর হয়, তাহাতেই  
যদি কখন অসম্ভব রীতি দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা মায়া  
বলিয়া বোধ হয় । আর যাহা সম্ভাব্যতাই তর্কের অগোচর  
তাহাতে মায়া স্বীকার অতিশয় মূৰ্খতা, যেমন সমুদ্রমধ্যে

মৈন্দ্রজালিকতাস্বীকরণং ।

শ্রুতিঃ ।

অর্থাৎ দেবা অস্ম্য বিসর্জনেনাথ কো দেদ যত আবভূবে-  
ত্যায়া ॥ ১৪১ ॥

কিঞ্চ ॥

যদাতং বন্ধনং তস্য ত্রীবিগ্রহস্যৈব ব্যাপকত্বং বিবক্ষিতং ।  
যত্তদোঃ সামানাধিকরণ্যাং । তস্যাস্তত্রাকোবিদত্বোপ-  
পাদনাচ্চ । তত্র বিগ্রহত্বং পরিচ্ছিন্নতায়ামেব সংভবতি ।  
করচরণাদ্যাকারসম্মিবেশাৎ । তস্মাদস্ত্যেব তস্মিন্

বাড়বাগ্নির প্রকাশে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া স্বীকার করা তদ্রূপ ॥

শ্রুতিও কহিয়াছেন ॥

অর্থাৎ অর্থাৎ পূর্ববর্তী দেবতাসকল ইহঁার বিসর্জনে  
অর্থাৎ পরিত্যাগে প্রভু হয়েন না, কে তাঁহাকে জানিবে, যাঁহা  
হইতে সকলের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ১৪১ ॥

আরও ॥

যে শরীরগত বন্ধন সেই শরীরেরই ব্যাপকত্ব ইহাই  
কথনেচ্ছার বিষয় হইয়াছে । যে হেতু যৎ শব্দ ও তৎ শব্দের  
সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ যাহাতে যৎ শব্দ থাকে তাহাতেই  
তৎ শব্দের প্রয়োগ হয় । আর ঐ যশোদার তাহাতে অকো-  
বিদত্ব অর্থাৎ ত্রীকৃষ্ণপ্রভাবের অনভিজ্ঞত্ব হেতু ব্যাপক দেহে-  
রই বন্ধন জানিতে হইবে । এ স্থলে পরিচ্ছিন্নতাতেই ( ব্যাপ্য-  
পদার্থেই ) বিগ্রহত্ব সম্ভব হয়, কেন না তাহাতে হস্ত পদাদি

পরিচ্ছিন্নত্বং বিভূত্বঞ্চ যুগপদেব । মূলসিদ্ধান্ত এব পর-  
 ম্পরবিরোবিশক্তিশতনিধানত্বং তস্য দর্শিতং । দৃশ্যতে  
 হপি লোকে ত্রিদোষস্বমহৌষধাদীনাং তাদৃশং তথৈব  
 বিভূত্বমুক্তং ॥ ১৪২ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

পঞ্চাস্ত কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো  
 বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাং ।  
 সোহপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে  
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং তজামীতি ॥

আকারের সন্নিবেশ আছে । অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে পরি-  
 চ্ছিন্নত্ব এবং ব্যাপকত্ব এই দুই এক কালীনই রহিয়াছে ।  
 মূল সিদ্ধান্ত গ্রন্থেও ঐ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পরম্পর বিরোধি শত  
 শত শক্তির নিধানত্ব দর্শিত হইয়াছে । অপর সংসারমধ্যে  
 যেমন ত্রিদোষনাশক মহৌষধ সকলের এককালীন পরম্পর  
 বিরোধি শক্তিসকল দেখা যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেরও  
 বিভূত্ব জানিতে হইবে ॥ ১৪২ ॥

ঐ রূপ বিভূত্ব ব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বায়ু তীব্রগামী, তদপেক্ষা মন অতিশয় তীব্রগামী । কিন্তু  
 মুনিশ্রেষ্ঠদিগের কোটিশতবৎসর মন বায়ুপথে গমন করিয়াও  
 যে অচিন্ত্য তত্ত্বের চরণাগ্রে গমন করিতে পারে না, সেই  
 আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

শ্রুতিশ্চ মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা ।

অস্থূলোহনগুরুমধ্যমো মধ্যমে হব্যাপকো ব্যাপকো হরি-  
রাদিরনাদিরবিশ্বো বিশ্বঃ সগুণো নিগুণ ইতি ॥

তথা নৃসিংহতাপনী চ ॥

তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমনাত্মাননুগ্রহনুগ্রহং বীরমণীরং মহাস্ত-  
মমহাস্তং সর্বতোমুখমসর্বতোমুখানিত্যাদিকা ॥ ১৪৩ ॥

ব্রহ্মপুরাণেচ ॥

অস্থূলোহনগুরুপোহনাববিশ্বো বিশ্ব এব চ ।

বিরুদ্ধধর্মরূপোসাটৌশ্বর্য্যাং পুরুষাত্তম ইতি ॥

মধ্বভাষ্যে প্রমাণিত শ্রুতিও কহিয়াছেন ॥

হরি অস্থূল, অসূক্ষ্ম, অমধ্যম, মধ্যম, ব্যাপক, অব্যাপক,  
আদি, অনাদি, অবিশ্ব, বিশ্ব, সগুণ ও নিগুণ ॥

ঐ রূপ নৃসিংহতাপনীরও কহিয়াছেন ॥

ভগবান্ তুরীয় ( ব্রহ্ম ) অতুরীয়, আত্মা, অনাত্মা, উগ্র,  
অনুগ্রহ, বীর, অবীর, মহান্, অমহান্, বিষ্ণু, অবিষ্ণু, জ্বলন্ত,  
অজ্বলন্ত, সর্বতোমুখ এবং অসর্বতোমুখ ইত্যাদি ॥ ১৪৩ ॥

ব্রহ্মপুরাণেও ॥

এই ভগবান্ স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন অথচ স্থূলও  
বটেন ও সূক্ষ্মও বটেন, তথা বিশ্ব নহেন অথচ বিশ্ব, বিরুদ্ধ  
ধর্মরূপী এই হরি ঐশ্বর্য্যধীন পুরুষোত্তম নামে কথিত হইল ॥

তথৈব চ দৃষ্টং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে ॥

পরমাণুস্তপর্যন্তসহস্রাংশাণুমূর্ত্তয়ে ।

জঠরাস্তায়ুতাংশাস্থস্থিতব্রহ্মাণ্ডধারিণে ইতি ॥

অতঃ শ্রীগীতোপনিষদশ্চ ॥

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা ।

মংস্থানি সর্বভূতানি নচাহং তেষ্ববস্থি তঃ ।

নচ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমিতি ॥

অব্যক্তমূর্ত্তিনেতি অদৃশ্যরূপত্বাৎ বুদ্ধিদবভবাগোচরস্বভাব-

বিষ্ণুধর্ম্মেও ঐ রূপ দৃষ্ট হইয়াছে ॥

যাঁহার পরমাণুর অন্তর্পর্যন্ত সহস্রাংশে সূক্ষ্ম মূর্ত্তি এবং যিনি জঠর পর্যন্ত অয়ুতাংশ মধ্যবর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়াছেন সেই হরিকে নমস্কার ॥

অতএব শ্রীগীতোপনিষৎ সকল যথা ॥

৯ অধ্যায়ের ৪ । ৫ শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনকে কহিলেন, মখে ! আমার অব্যক্ত মূর্ত্তিকর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ প্রকটিত হইয়াছে, সকল মহাভূত আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করি না ॥

অথচ আমার ঐশ্বরিক যোগ অর্থাৎ সংঘটন দর্শন কর যে, ঐ সকল ভূত আমাতে নাই, এবং আমি ভূতগণের লালন ও পালন করিয়াও ভূতস্থ হই না । অব্যক্তমূর্ত্তি শব্দের অর্থ এই যে, অদৃশ্যরূপত্ব হেতু বুদ্ধিবৈভবের অগোচর স্বভাব

বিগ্রহেণেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৪৪ ॥

তদেবং পরিচ্ছিন্নস্যৈব তদাকারস্য বিভূত্বং পুনর্বিদ্বদনু-  
ভবেনোক্তপোষন্যায়েন দর্শয়িতুং প্রকরণমারভ্যতে ॥

তত্রৈকাদশ পদ্যান্যাহ ॥

কাহং তমো মহদহমিত্যাदि ॥ ৩০ ॥ স্পষ্টং ॥

বিশিষ্ট বিগ্রহ ॥ ১৪৪ ॥

অতএব এই প্রকার পরিচ্ছিন্নরূপ ভগবদাকারের বিভূত্বকে  
পুনর্ব্বার বিদ্বজ্জনের অনুভব সহকারে উক্তপোষ ন্যায়াদ্বারা  
দেখাইবার নিমিত্ত প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ॥

তদ্বিষয়ে একাদশ শ্লোক কহিতেছেন ॥

দয়মস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে যথা ॥

“কাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবাত্তু-

সম্বেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।

কেদৃগ্নিধাহবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা

বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং” ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্ ! প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার,  
আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত  
যে অণ্ডঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি মাত্র  
পরিমিত আমার শরীর, আমি আর আর আপনার মহিমাই  
বা কোথায় ? অতএব ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ বলিয়া আমি আপনাকে  
ঈশ্বর বলিতে পারি না । ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর বটে, কিন্তু



উৎক্ষেপণং গর্ত্তগতস্যেত্যাদি ॥ ৩১ ॥

অতঃ সর্বস্য কুক্ষিগতত্বেন মমাপি তথাহ্মাত্বদপরাধঃ  
সোঢব্য ইতি ভাবঃ ॥

এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণার্থ  
গবাক্ষের ন্যায় আপনকার শরীরের প্রত্যেক রোমবিবর,  
অতএব আমি অতিতুচ্ছ, আমাকে অনুকম্পা করুন ॥ ৩০ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥

দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১২ অধ শ্লোকে যথা ॥

“উৎক্ষেপণং গর্ত্তগতস্য পাদয়োঃ

কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগমে ।

কিমস্তি-নাস্তি-ব্যপদেশভূষিতং

তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ” ॥

হে অধোক্ষজ ! গর্ত্তস্থ শিশু জননী জঠরে থাকিয়া যে পাদ  
বিক্ষেপ করে, তাহাতে কি জননীর প্রতি তাহার অপরাধ হয় ?  
সংসারমধ্যে ভাব অভাব শব্দে কথিত যত বস্তু আছে, তন্মধ্যে  
কিঞ্চিন্মাত্র বস্তু আপনার কুক্ষির বহিঃস্থ নহে, অতএব সমস্ত  
বস্তু আপনার কুক্ষিগত হওয়াতে আমিও আপনার কুক্ষির  
মধ্যস্থিত, মাতৃবৎ আপনাকে আমার অপরাধ সহিতে  
হইবে ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য । সমস্ত কুক্ষিগত প্রযুক্ত আমিও আপনকার  
কুক্ষিগত হইলাম, অতএব মাতার ন্যায় অপরাধ সহ করুন ॥

কিঞ্চ । বিশেষতস্ত্ব ত্বভো মজ্জন্ম প্রসিদ্ধমিত্যাহ ॥

জগত্রয়ান্তোদধীত্যাди ॥ ৩২ ॥

তথাপি ত্বং ত্বভঃ কিং নু নোৎপন্নোহস্মি অপি তু ত্বভ  
এবোৎপন্নোহস্মীত্যর্থঃ । ননু যদাহং প্রলয়োদধিশায়ী

আরও ॥

বিশেষতঃ তোমা হইতেই আমার জন্ম, ইহা প্রসিদ্ধ, এই  
বিষয় ঐ ১০ স্কন্ধের :৪ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে কহিয়াছেন  
যথা ॥

“জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে

নারায়ণসোদরনাভিনালাং ।

বিনির্গতোহজস্বিতি বাঙ্‌ন বৈ মুম্বা

কিং স্বীশ্বর তন্ন বিনির্গতোহস্মি” ॥

হে ঈশ্বর ! জগতের অন্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে যখন সাগর  
সকলের একত্র যোগ হয়, তখন জলশায়ি নারায়ণের উদরস্থ  
নাভিনাল হইতে অজ (ব্রহ্মা.) বিনির্গত হইয়েন, এই যে একটী  
প্রবাদ আছে তাহা মিথ্যা নহে, কারণ আমি কি আপনা  
হইতে উৎপন্ন হই নাই ? আপনা হইতেই ত আমার উদ্ভব  
হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য । তথাপি আপনা হইতে কি আমি উৎপন্ন  
হই নাই, অবশ্য আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি ॥

ভগবান্ যদি এই কথা কহেন, ব্রহ্মন্ ! আমি যদি প্রলয়ে  
সমুদ্রশায়ী নারায়ণ হইতাম তাহা হইলে তুমি আমা হইতে

নারায়ণঃ স্যাৎ তর্হি মন্তুগুৎপমোহস্যত্যপি ঘটতে তত্ত্বনৌ-  
থৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ ॥

নারায়ণস্ত্বং নহীত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

উৎপন্ন হইয়াছে ইহা ঘটনা হইত, তাহা নয়, তোমার উদ্ভব  
নারায়ণ হইতে হইয়াছে এই আশঙ্কায় দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে  
১৪ শ্লোকে ব্রহ্মা কহিয়াছেন ॥

“নারায়ণস্ত্বং নহি সর্বদেহিনা-

মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।

নারায়ণোহঙ্গং নরভূজলায়না-

ভ্রুচাপি সত্যং ন তবৈব মায়া” ॥

হে অধীশ! আপনি কি নারায়ণ নহেন, আমি নিশ্চয়  
কহিতে পারি আপনিই নারায়ণ, যে হেতু আপনি সর্বদেহির  
আত্মা, এরূপ হইয়াও আপনি নারায়ণ নহেন এমনত নহে,  
কারণ নর অর্থাৎ জীবসমূহ আপনার অন্ন অর্থাৎ আশ্রয়,  
অতএব সর্বদেহির আশ্রয় প্রযুক্ত আপনিই নারায়ণ। অপর  
হে দেব! আপনি আখিললোকের সাক্ষী অর্থাৎ সমুদায়  
লোককে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন ইহাতেও আপনি নারায়ণ  
শব্দগাঢ্য, কারণ নার অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি অন্ন  
অর্থাৎ পরিজ্ঞান করেন তিনিই নারায়ণ। ভগবন্! নর হইতে  
উদ্ভূত যে সকল পদার্থ অর্থাৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, তথা তাহা  
হইতে উৎপন্ন যে জল, তন্মাত্র অন্ন আশ্রয় হওয়াতে যে

হে অধীশ ঈশস্য সৰ্ব্বাত্মান্তর্যামিনে নারায়ণস্যাপ্যুপরি  
বর্তমান হে ভগবন্নিত্যর্থঃ । হি নিশ্চতং স নারায়ণস্ত্বং  
নাসি কিন্তু নারায়ণোহসৌ তবৈবান্গমংশঃ । যদ্যপ্যেব  
মথাপি মম তদঙ্গোৎপন্নহৃদঙ্গিনস্তত্ত্ব এবোৎপত্তিরিতি  
ভাবঃ । কথমসৌ নারায়ণ উচ্যতে কথং বা মম তন্ময়ৈ-  
লক্ষণ্যং তত্রাহ । যোহসৌ দেহিনামাত্মা অন্তর্যামিপুরুষঃ ।  
অতএব নারস্য জীবস্য অয়নং আশ্রয়ো যত্রেতি তস্য

নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও আপনার মূর্তি ইহা সত্যই, আপনার  
মায়া নহে ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য । হে অধীশ ইহার অর্থ এই যে, সৰ্ব্বাত্মান্তর্যামি  
ঈশ্বর নারায়ণেরও উপরে বর্তমান, অর্থাৎ হে ভগবান্ ! । সেই  
নারায়ণ তোমারই অঙ্গ (অংশ) । যদি এই রূপ হইল তথাপি  
আমি তাঁহার অঙ্গোৎপন্ন হওয়ায় অঙ্গী যে আপনি, আপনা  
হইতেই আমার উদ্ভব হইয়াছে ॥

ভগবন্ ! যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, কি প্রকারে তিনি  
নারায়ণ বলিয়া কথিত হয়েন, কি প্রকারেই বা তাঁহা হইতে  
আমার বৈলক্ষণ্য, এই বিষয় সমাধান করিয়া কহিতেছেন ।  
যিনি এই দেহধারি সকলের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামি পুরুষ ।  
অতএব নার অর্থাৎ জীবের আশ্রয় যাঁহতে হইয়াছে, এত-  
দ্বারা তাঁহার নারায়ণত্ব । আর সাক্ষাৎ ভগবান্ যে আপনি

নারায়ণস্বং সাক্ষাদ্ভগবতস্তব তু তদন্তর্যামিতায়ামপ্যোদা-  
সীন্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৪৫ ॥

কিঞ্চ । অখিললোকসাক্ষী । যস্মাদখিললোকং সাক্ষাৎ  
পশ্যতি তস্মান্নারময়তে জানাতীতি নারায়ণোহসৌ । তং  
পুনস্তেনাংশেনৈব তদ্রূপা নতু সাক্ষাদিতি । তস্মাদ্বি-  
লক্ষণ ইত্যর্থঃ । তর্হি স নারায়ণস্বং ন ভবনীতি যমাপ্যন্যথা  
নারায়ণত্বমস্তুীতি ভবতা হস্তিপ্রেতং তৎ কথমিত্যসে্যোত্তরং  
তেনৈব সম্বোধনেন ব্যঞ্জয়তি । অধীশেতি ঈশ প্রবর্তক ।

আপনার ঐ নারায়ণের অন্তর্যামিতাতেও উদাসিন্ রহি-  
য়াছে ॥ ১৪৫ ॥

আরও ॥

নারায়ণ অখিললোকের সাক্ষী, যে হেতু সমুদায় লোককে  
সাক্ষাৎ দেখিতেছেন । অপর নার অর্থাৎ জীবকে জানেন  
এজন্য তিনি নারায়ণ । কিন্তু আপনি ঐ নারায়ণনামক অংশ  
দ্বারা উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সাক্ষাৎ করেন না,  
এই কারণে আপনি নারায়ণ হইতে বিলক্ষণ ॥

তবে আপনি কি সেই নারায়ণ নহেন, ব্রহ্মার এই বাক্যে  
ভগবান্ যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তবে আমারও অন্য  
প্রকার নারায়ণত্ব আছে তোমার অভিপ্রায়ে বোধ হইতেছে,  
তবে তাহা কি রূপ, এই প্রশ্নের উত্তর, হে অধীশ এই সম্বো-  
ধন পদদ্বারাই প্রকাশ করিতেছেন ॥

ততশ্চ নারায়ণস্য অয়নং প্রবৃদ্ধিৰ্যস্মাৎ স নারায়ণঃ । যথা  
মণ্ডলেশ্বরোহপি নৃপতিস্তেষামধিপোহপি নৃপতিরिति ।  
শ্রীকৃষ্ণনৈব সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবত্ত্বেন তস্মাদপি পরত্বং  
কৃষ্ণসন্দর্ভে প্রবন্ধেন দর্শয়িষ্যতে ॥ ১৪৬ ॥

নরু নরাজ্জাতানি তদ্বানি নারায়ণীতি বিদুৰ্বুধাঃ ।  
তস্য তান্যয়নং পূৰ্ণং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি ।  
তদ্যাপি নারায়ণ ইমনাথাপ্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ ।

হে অধীশ ! এই পদে ঈশশব্দের অর্থ প্রবর্তক, অতএব

নারের অয়ন অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি যাঁহা হইতে হয়, তিনি নারায়ণ,  
ঐ নারায়ণ অপেক্ষা আপনার অধিক ঐশ্বর্য্য হেতু আপনি  
অধীশ, অর্থাৎ আপনিই নারায়ণ । যেমন মণ্ডলেশ্বর নৃপতি  
বলিয়া কথিত হইলেও ঐ মণ্ডলেশ্বর নৃপতির অধিপতিকেও  
নৃপতি বলা যায় তদ্রূপ ॥

শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রযুক্ত, শ্রীনারায়ণ  
অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, এই বিষয় কৃষ্ণসন্দর্ভে প্রবন্ধদ্বারা  
দেখান হইবে ॥ ১৪৬ ॥

অহে ! নর হইতে জাত তত্ত্ব সকলকে পণ্ডিতগণ নার  
বলিয়া থাকেন, পূর্বে সেই সকল নার যাঁহার অয়ন অর্থাৎ  
আশ্রয়, একারণ তিনি নারায়ণ শব্দে অভিহিত হয়েন । অত-  
এব তাঁহার নারায়ণত্ব অন্য প্রকারে প্রসিদ্ধ আছে, এই  
আশঙ্কায় কহিতেনে “নরভূজলায়নাত্ত্বকাপৌতি” নর হইতে

নরভূজলায়নাত্তচাপীতি । নরাভুজুতা যেহর্থাস্থথা নরা-  
 জ্জাতং যজ্জলং তদয়নাৎ যতঃ তচ্চাপি নারায়ণত্বং ভবতি ।  
 তর্হি কথং প্রসিদ্ধি পরিত্যাগেনান্যথা নির্বক্ষীত্যত আহ  
 সত্যং নেতি । তৎপ্রলয়োদধিজলাদ্যাশ্রয়ত্বং সত্যং ন কিন্তু  
 তথা জ্ঞানং তবৈব মায়েত্যর্থঃ । দুর্বিতর্ক স্বরূপশক্ত্যেব  
 শ্লোকপরিচ্ছিন্নায়াস্ত্বম্মুর্ভে—জ্ঞানাদিভিরপরিচ্ছে—দাদিতি  
 ভাবঃ । চতুর্ক্রে হস্মিন্ যস্য নারায়ণস্যাস্তভূতং মহদা-  
 দিকং সর্বমেব জগৎ সোহপি তবাস্তভূত ইতি তাৎ-  
 পর্য্যং ॥ ১৪৭ ॥

নারায়ণস্য তাদৃশত্বে মন্ত্রবর্ণঃ ॥

যে সকল অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তথা নর হইতে উৎপন্ন যে  
 জল তন্মাত্র অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হওয়াতে তাহাও নারায়ণত্ব  
 হয় । অহে ! তবে কেন প্রসিদ্ধিপরিত্যাগ করিয়া অন্য  
 প্রকার কহিতেছ, এই প্রশ্নে কহিতেছেন “সত্যং নেতি” সেই  
 প্রলয় সমুদ্রের জলাদির আশ্রয়ত্ব সত্য নহে, কিন্তু ঐ রূপ  
 যে জ্ঞান হয় তাহা আপনারই মায়া, কেননা তর্কাতীত স্বরূপ-  
 শক্তি দ্বারা আপনার পরিচ্ছিন্না মূর্তির জলাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ  
 হয় নাই ॥

“কাহং তমোমহদহং” ইত্যাদি কথিত চারি শ্লোকে যে  
 নারায়ণের অন্তভূত মহদাদি সমুদায় জগৎ আছে, তিনিও  
 আপনার অন্তভূত আছেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৪৭ ॥

নারায়ণের মন্ত্রবর্ণ যথা ॥

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সৰ্বং দৃশ্যতে শ্রয়তেহপি বা ।  
 অন্তবাহিষ্ঠ তৎ সৰ্বং বাপ্য নারায়ণঃ স্থিত ইতি ।  
 তন্মূর্ত্তেৰ্জলাদিতিরপরিচ্ছেদে স্থানুভাবং প্রমাণয়তি ॥  
 তচ্চেজ্জলস্থমিত্যাदि ॥ ৩৪ ॥

অন্তর বাহ্যে যে কিছু জগৎ সমুদায় দেখা বা শুনা যায়,  
 তৎ সমুদায় ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত আছেন ॥

ভগবন্মূর্ত্তির জলাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ না হওয়াতে ব্রহ্মা  
 স্বীয় অনুভব প্রমাণ করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে যথা ॥

“তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ  
 কিং মে ন দৃষ্টং ভগবৎস্তদৈব হি ।  
 কিম্বা স্তুদৃষ্টং হদি মে তদৈব  
 কিং নোপসদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥

হে দেব ! জগতের আশ্রয়ভূত আপনার ঐ শরীর কল্পান্তে  
 জলশায়ি ছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি আপ-  
 নার নাভিকমলের নালরূপ বহ্ন্যযোগে আপনার অভ্যন্তরে  
 প্রবিষ্ট হইয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াছি, সে সময়ে  
 কেন তাহা দৃষ্ট হয় নাই । যদি বলেন আমার শরীর বাহ্যে  
 দৃষ্ট হইয়া পরে অন্তঃকরণে দৃশ্য হয়, তাহাতেও বক্তব্য এই,  
 তখন আমি তাহা হৃদয়েতেও দেখিতে পাই-নাই, পরন্তু তৎ-  
 কালেই আমি তপস্যা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্তম্বররূপে



জগদাশ্রয়ভূতং নারায়ণাভিধং তদ্বপুঃ জলস্থমেবেত্যেবং  
 যদি সৎ সত্যং স্যাৎ তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণান্তঃ  
 প্রবিশ্য সম্বৎসরশতং বিচিন্ত্যতাপি ময়া হে ভগবন্মচিন্তৈ  
 শর্য্য । তং কিমপি ন দৃষ্টং যদিচ তদ্বপুর্মায়ামাত্রং ময়া  
 সাচ্ছান্দ্ররীবুদ্ধ্যোরিতি ত্রিকাণ্ডশেষরীত্যা মিথ্যাবাক্য-  
 কলাবিশেষদর্শিতমাত্রং স্যাৎ তর্হি কিম্বা ক্লৃপসমাধি-  
 যোগবিরুদ্ধবোধেন ময়া হৃদি তদৈব স্মৃতু সচ্চিদানন্দ-  
 ঘনত্বেনাদৃষ্টং সমাধ্যানস্তরং কিংবা পুনঃ সপদ্যোব নো

দৃষ্ট হইয়াছে । তাহাতে উহা মায়ামাত্র এখন এমি বোধ  
 হইতেছে । অতএব আপনার শ্রীমূর্তির দেশ বিশেষে পরিচ্ছেদ  
 সত্য নহে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য । হে ভগবন্ ! অর্থাৎ অচিন্ত্যার্থ্য । জগতের  
 আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণনামক আপনকার সেই বপুঃ জলস্থ  
 ইহাই যদি সত্য হইত, তবে পদ্যনাল মার্গদ্বারা অন্তরে  
 প্রবেশ করিয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াও তৎকালে  
 আপনকার সেই বপুঃ আমার দৃষ্ট হইল না কেন ? যদিচ  
 সেই বপুঃ মায়ামাত্র, অর্থাৎ ময়াশব্দে শাস্ত্রী ও বুদ্ধি, এই  
 ত্রিকাণ্ডশেষ রীতিদ্বারা মিথ্যাপ্রকাশক কলাবিশেষের দর্শন-  
 মাত্র হইত, অথবা সমাধি যোগাবলম্বী জাতবোধ আমার  
 হৃদয়ে তৎকালেই সুন্দররূপে সচ্চিদানন্দঘন আপনকার  
 বপু দৃষ্ট না হইত তাহা, হইলে সমাধির পর কিম্বা পুনর্বার  
 তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হইত না । অতএব আপনকার মূর্তির ময়া

ব্যদর্শি ন দৃষ্টং । অতস্তদ্ব্যবর্ত্তেমায়াময়ত্বং দেশবিশেষ  
কৃতপরিচ্ছেদশ্চ সত্যো ন ভবতীত্যর্থঃ । এতদ্ব্যাখ্যান-  
নিদানং তৃতীয়স্কন্ধেতিহাসো দ্রষ্টব্যঃ ॥

অত্র তচ্চাপি সত্যমিত্যত্র তচ্চাপি অঙ্গং সত্যমেব নতু  
বিরাতদ্ব্যবর্ত্তেতি । তচ্চেজ্জলস্বমিত্যত্র চ তজ্জলস্বং সঙ্গপং  
তব বপুর্যদি জগৎ প্রপঞ্চান্তঃপাতি স্যাদিতি ব্যাকু-  
র্বন্তি । তস্মাদেব নারায়ণাঙ্গকস্য ভগবদ্বিগ্রহস্য বিশ্বো-  
হপি প্রপঞ্চান্তঃপাত ইতি স্বয়ং ভগবতা দর্শিতং ত্রীমত্যা-  
বনতীব্যানুভূতমিত্যাহ ॥

ময়ত্ব দেশবিশেষ দ্বারা কৃতপরিচ্ছেদত্ব সত্য নহে । এই  
ব্যাখ্যার কারণ জানিতে হইলে তৃতীয়স্কন্ধের ইতিহাসের  
প্রতি দৃষ্টি করা কর্তব্য ॥

এস্থলে “তচ্চাপি সত্যং” এই বাক্যে, সেই অঙ্গ সত্যই  
বটে, বিরাতের ন্যায় মায়াময় নহে । “তচ্চেজ্জলস্বং” এস্থলেও  
সেই জলস্ব নিত্য স্বরূপ আপনার বপু যদি জগৎ অর্থাৎ প্রপ-  
ঞ্চের অন্তর্গত হয়, এই বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন । অতএব  
নারায়ণ ঐহার অঙ্গ সেই ভগবদ্বিগ্রহের বিশ্বও অর্থাৎ প্রপ-  
ঞ্চও অন্তর্ভূত হয়, ইহা ভগবান্ আপনিই জননীকে দেখাইয়া-  
ছেন এবং জননীও তাহা অনুভব করিয়াছেন । এই বিষয় দশম-  
স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে কহিতেছেন যথা ॥

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

—\*—

ঐ. ল. শ্রী পূজ্যপাদ-জীবগোস্বামিপ্রণীতঃ

শ্রী রামনারায়ণবিদ্যারত্নেন শ্লোকান্ সংশোধ্য  
বঙ্গভাষয়া অনূদিতং ।

শ্রী রামবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেণ  
সংশোধিতং ।

শ্রী ব্রজনাথমিশ্রেন—  
তৃতীয়সংস্করণং ।  
প্রকাশিতং ।



মুর্শিদাবাদ ।

বহরমপুর, — রাধাক্রমণযত্নে

শ্রী উপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল প্রিন্টারেণ  
মুদ্রিতং ।

বঙ্গাব্দে ১৩৩৫ । পৌর্ণামে ।

মূল্য ৫০ আনা ।



অত্রৈব মায়াধমনাবতার ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

অত্রৈব ভাবঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যে মায়াপশমনে অবতারে প্রাচু-  
র্ভাবে বহিষ্ঠাশ্রুজঠরে চ স্ফুটস্য দৃষ্টস্য কুংসস্য জগতঃ  
মন্মথৈ পূর্বোক্তং যৎ মায়াহং প্রপঞ্চকৃতস্বপরিচ্ছেদ্যত্বস্য  
মিথ্যাত্বং তদেব জনন্যে তে হুয়া একটীকৃতং দর্শিতং ।  
তস্মাদ্ভবান্ জগদন্তঃস্থ এব জগতু ভববহিভূতমিত্যেবং

“অত্রৈব মায়াধমনাবতারে

হস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ স্ফুটস্য ।

কুংসস্য চান্তর্জঠরে জননা

মায়াহমেব একটীকৃতং তে” ॥

হে মায়াপশমন ! আপনি এই অবতারেই বহিঃ স্ফুট  
এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ আপনার জঠরমধ্যে জননীকে দর্শাই-  
য়াছেন, তদ্বারাও এ সকলের মায়াত্ব একটীকৃত হইয়াছে ।  
অতএব জলাদি প্রপঞ্চ সত্য না হওয়াতে তদ্বারা আপনার  
পরিচ্ছেদ সত্য নহে ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য । এই মায়াশাসক শ্রীকৃষ্ণনামক অবতারে অর্থাৎ  
প্রাচুর্ভাবে বাহিরে এবং জঠরমধ্যে স্ফুট ( দৃষ্ট ) সমগ্র  
জগৎমন্মথৈ পূর্বোক্ত যে মায়াহং এবং প্রপঞ্চকৃত আপনার  
পরিচ্ছেদ্যত্বের যে মিথ্যাত্ব তাহা আপনি জননীকে দর্শন  
করাইয়াছেন । অতএব আপনি জগতের মধ্যস্থই আছেন কিন্তু  
জগৎ আপনা হইতে বহিভূত রহিয়াছে, ইহাই মায়াধর্ম্ম ॥

মায়াধর্মঃ । বস্তুতস্তু দুর্ব্বিতর্কস্বরূপশক্ত্যা মধ্যমত্বেহপি  
ব্যাপকোহসীতি ভাবঃ ॥ ১৪৮ ॥

হে মায়াধমন মাযোপশমনেতি সম্বোধনং যদ্ববতা কৃপয়া  
যথাদৃষ্টপ্রমাণেহপি ত্রীবিগ্রহে সর্ব্বোহপি প্রপঞ্চোহস্ত-  
ভূত ইতি দর্শিতং তৎসত্যমেবেতি দ্যোতনর্থঃ । ভগব-  
ত্যাণ্যন্যথাপ্রতীতিনিরসনর্থকঃ । পূর্ব্বমেবার্থমুপপাদয়তি ॥  
যস্য কুক্ষাবিত্যাди ॥ ৩৬ ॥

ফলতঃ অবিতর্ক স্বরূপ শক্তি দ্বারা মধ্যম হইয়াও আপনি  
ব্যাপক হইয়াছেন ॥ ১৪৮ ॥

হে মায়াধমন ! অর্থাৎ হে মাযোপশমন ! এই সম্বোধন  
পদ । যে হেতু আপনি কৃপা করিয়া যথাদৃষ্ট প্রমাণ ত্রীবিগ্র-  
হেতেও সমুদায় প্রপঞ্চ অস্তভূত আছে ইহা দেখাইয়াছেন ॥  
তাহা সত্যই ইহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তথা ভগবানে  
অন্য প্রকার জ্ঞান-নিরসন জন্যও পূর্ব্বের অর্থই সম্পন্ন করি-  
তেছেন ।

দশগন্ধকের ১৪ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা ॥

“ যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা ।

তদ্ব্যপীহ তং সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥ ”

ভগবন্ আপনার সহিত এই সমস্ত জগৎ আপনার কুক্ষিতে  
যে প্রকারে প্রকাশ পায়, সে সকল বাহিরেও সেই প্রকারেই  
প্রকাশ পাইয়া থাকে, প্রভো ! মায়াব্যতিরেকে কি আপ-  
নাকে এ সকল ঘটিতে পারে ? অতএব বহিঃস্থিত জগৎপঞ্চপ্র

যস্য তব কুক্ষৌ সর্দমিদং সাত্মং ত্বং সহিতং যথা ভাতি  
 তৎ সর্দমিহ বহিরপি তথৈব ত্বয়ি ভাতিত্যন্বয়ঃ । অয়-  
 মর্থঃ স্বস্যা ব্রজেহন্তুভূততা দর্শয়ন্ তচ্চান্তবহির্দর্শনং কিং  
 স্বপ্ন এতদুত দেবমায়েত্যাদৌ শ্রীজনন্যা এব বিচারে  
 স্বাপ্নিক মায়িকত্ব বিশ্ব প্রতিবিশ্বতা নাম যোগ্যত্বাদেক-  
 মেবেত্যভিজ্ঞাপয়ন্ কিং স্বপ্ন ইত্যাদাবেব যঃ কশ্চন  
 ঔৎপত্তিক আত্মযোগ ইত্যনেন চরমপক্ষাবসিতয়া দুর্বি-

আপনার জঠরমধ্যে প্রতিবিশ্বত ইহাও বলিতে পারা গেল না,  
 কারণ তাহা হইলে আপনি আদর্শ স্থানীয় হইয়া পড়েন,  
 এবং আপনাতে ইহা প্রতীতি হয় না, স্ততরাং জগৎ প্রপঞ্চ  
 মিথ্যা মাত্র ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য । যে আপনকার কুক্ষিতে এই সমুদায় জগৎ  
 আপনার সহিত যে রূপ প্রকাশ পাইতেছে, তৎ সমুদায়  
 বাহিরেও আপনাতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহার অর্থ এই যে,  
 ব্রহ্মমণ্ডলমধ্যে স্থায় অন্তর্ভাব দর্শনের সহিত আপনাতে ব্রহ্ম  
 মণ্ডলের অন্তর্ভাব দর্শন করাইবার নিমিত্ত, সেই অন্তর বাহ্য  
 দর্শন “কিং স্বপ্ন এতদুতদেব মায়া” ইত্যাদি ১০ স্কন্ধের  
 ৮ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে, জননীর বিচারে স্বাপ্নিক, মায়িক, বিশ্ব  
 ও প্রতিবিশ্বত্বের অযোগ্য হেতু একটি মাত্র জানাইয়া “কিং  
 স্বপ্ন” ইত্যাদি শ্লোকেই যে কোন অনির্বচনীয় স্বাভাবিক আত্ম  
 যোগ, ইহার দ্বারা শেষ পক্ষ অবশিষ্ট হওয়ায় তর্কাতীত

তর্কস্বরূপশক্ত্যৈব মধ্যমপরিমাণবিশেষ এব সর্বব্যাপকো  
হমীতি স্বয়মেব ভগবান্ জননীং প্রীতি যুগপছুভয়াত্মকং  
নিজধর্মবিশেষং দর্শিতবান্ ॥ ১৪৯ ॥

অতএব দ্বিতীয়ে গৃহীত যদ্যছুপবন্ধমমুষ্য মাতেত্যাদৌ

স্বরূপ শক্তি দ্বারাই মধ্যম পরিমাণ বিশেষেও আপনি যে  
সর্ব ব্যাপক হইয়াছেন, ইহা ভগবান্ স্বয়ংই জননীর প্রীতি  
এক কালীন উভয়াত্মক অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যাপক স্বীয় ধর্ম  
বিশেষ দেখাইয়াছেন ॥ ১৪৯ ॥

অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে ॥

“গৃহীত যদ্যছুপবন্ধমমুষ্য মাতি।

শুশ্রুং স্মৃতস্য ন তু তত্তদমুষ্য মাতি ।

যজ্জুস্ততোহস্য বদনে ভুবনানি গোপী

সমীক্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ ॥

ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন নিমিত্ত  
যত যত রজ্জু গ্রহণ করেন, সে সকল তাঁহার বন্ধনে পর্য্যাপ্ত  
হয় নাই, ইতিমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জুস্তাত্যাগার্থ বদন  
ব্যাদান করিলে তাঁহার মুখমধ্যে চতুর্দশ ভূবন দৃষ্ট হইল,  
তাঁহাতে যশোদা বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য জানিতে  
পারিলেন । বৎস নারদ ! এ বিষয়ও অলৌকিকের ন্যায়,  
ইহাও কি অন্য হইতে সম্ভাব্য হয় ? ॥

এই শ্লোকে যশোদা প্রতিবোধিতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের



প্রতিবোধিতাসীদিত্যুক্তং । তস্মাত্তদ কুক্ষৌ সর্বমিদং  
যথাভাতি ইহ বহিরপি তথা, তদন্তর্ভূতোহপি তদ্যাপকো  
হনীতি প্রকারেণৈব ত্রয়ি তৎ সর্বং ভাতিতি । তদেবং  
তদ্বিদং প্রপঞ্চেন পরিচ্ছেদ্যত্বপ্রত্যয়নং তব মায়ায়া  
স্বাথার্থ্যাচরণশক্ত্যা বিনা কিং সম্ভবতি নৈব সম্ভব-  
তীত্যর্থঃ । মায়াপ্যেবমেবানুভূতমিত্যাহ ॥

অদৈব তদ্বতেহস্যেত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

“অদৈব তদ্বতেহস্য কিং মগ ন তে মায়াত্বমাদর্শিত  
মেকোহসি প্রথমং ততো ব্রহ্মসুহৃৎসংসাঃ সমস্তা অপি ।  
তাবন্তোহপি চতুর্ভূজা স্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপানিতা  
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভুস্তদমিতং ব্রহ্মারম্যঃ শিষ্যন্তে ॥

ঐশ্বর্য জানিতে পারিয়াছিলেন, ইহা উক্ত হইয়াছে । অতএব  
আপনার কুক্ষিতে এই সমস্ত জগৎ যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে  
বাহিরেও তদ্রূপ রহিয়াছে । অতএব আপনি জগতের অন্ত-  
র্গত হইয়াও জগতের ব্যাপক হইয়াছেন । এই প্রকরণ দ্বারাই  
আপনাতে সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে । যাহা হউক এই  
প্রকার প্রপঞ্চ দ্বারা সেই এই পরিচ্ছেদ্যত্ব অর্থাৎ বিভাগ  
বিশিষ্টত্ব জ্ঞান আপনকার স্বাথার্থ্য আচরণ শক্তিশালিনী মায়া  
ব্যক্তিরেকে কি সম্ভব হয় ? অর্থাৎ কখন সম্ভব হয় না ॥

আমিও এই প্রকার অনুভব করিয়াছি, ইহা কহিতেছেন

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে যথা ॥

অদৈব তে ত্বয়া কিমস্যা বিশ্বস্য ত্বদৃতে তত্তোবহি  
 মায়াত্বং মায়্যৈব স্ফুরণং ভবতীতি মম মাং প্রতি ন  
 দর্শিতং অপি তু দর্শিতমেব । এতন্মরাকাররূপত্বাত্তো  
 বহিরেবেদং জগদিত্তি যন্মুক্তানাং ভাতি তন্মায়্যৈবেত্যর্থঃ ।  
 কথমেতদাকাররূপস্য মম তাদৃশত্বং তত্রাহ । একো-

প্রভো ! আপনি যে কেবল জননীকেই গায়া দেখাইয়া-  
 ছেন এমন নয়, আপনা ভিন্ন এই বিশ্বের মায়ার আমাকেও  
 কি দেখান নাই, অদাই দেখাইলেন, তাহার নিদর্শন এই  
 প্রথমে একাকী ছিলেন, তাহার পর আপনিই সমস্ত ব্রজবাসী  
 বান্ধব এবং সমুদায় বৎস হইলেন, আমি যে সকলকে আবার  
 চতুর্ভূজ নিরীক্ষণ করি, তদনন্তর আমি অখিল তত্ত্বাবির সহিত  
 উপাসনা করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি চতুর্ভূজ হইয়াও তাবৎ  
 সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড হয় ! এক্ষণে অপরিমিত অদ্বয় ব্রহ্মমাত্র অব-  
 শিষ্ট আছেন ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য । আপনকার বাহিরে এই বিশ্বের মায়াত্ব অর্থাৎ  
 মায়াস্ফুরণ অদ্যই আপনি কি আমাকে দেখান নাই, বস্তুত  
 দেখাইয়াছেন । এই মনুষ্যাকার রূপ বিশিষ্ট আপনা হইতে  
 বাহিরেই এই জগৎ যাহা মায়ামুক্ত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে  
 প্রকাশ পায়, তাহা মায়া দ্বারাই জানিতে হইবে ।

ভগবান্ যদি এরূপ বলেন, নরাকাররূপী আমার কি  
 প্রকারে এতাদৃশত্ব অর্থাৎ ব্যাপকত্ব হইল এই আশঙ্কায় কহি-

হসীতি ব্রহ্মসুহৃদাদিরূপং যদযন্তাদাবিভূতং তত্তদখিল  
মধুনা তিরোধানসময়ে যেন পুনরনেন শ্রীবিগ্রহরূপেণ  
অবশিষ্যতে তদ্বয়ং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ । অশেষপ্রাপঞ্চিকা-  
প্রাপঞ্চিকবস্তুনাং প্রাদুর্ভাবস্থিতিতিরোভাবদর্শনেন তল্ল-  
ক্ষণাক্রান্তত্বাদিতি ভাবঃ । ততশ্চাস্য ব্রহ্মত্বে সিদ্ধে  
ব্যাপকত্বমপিসিদ্ধ্যতীতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৫০ ॥

ননু সৃষ্টাদৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরী ভিন্না এব কারণভূতা-  
স্তথা স্থিতৌ কেচিদন্যেহবতারাশ্চ তৎ কথং মমৈব সর্ব

তেছেন । আপান প্রথমে এক ছিলেন, তৎপরে যে ব্রহ্মসুহৃ-  
দাদি অর্থাৎ ব্রহ্মবালকাদি রূপ তাহাও আপনকার সেই  
নরাকার রূপ হইতে আবিভূত হইয়াছে । এক্ষণে সেই  
সমুদায় অখিল রূপের তিরোধান সময়ে পুনর্বার যে আপনি  
এই শ্রীবিগ্রহ রূপে অবশিষ্ট হইলেন তাহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মই  
জানিতে হইবে । কারণ প্রপঞ্চ জাত ও অপ্রপঞ্চ জাত অশেষ  
বস্তু সকলের প্রাদুর্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব দর্শন দ্বারা  
আপনি পূর্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়াছেন ॥

অতএব এই শ্রীবিগ্রহে ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলে ব্যাপকত্ব ও  
সিদ্ধ হইল ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৫০ ॥

অহে ! যদি সৃষ্টাদিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহারা  
পৃথক্ রূপেই কারণ স্বরূপ হইলেন, তথা স্থিতি বিষয়ে অন্য  
কোন কোন অবতার কারণ হইয়াছেন, এই প্রশ্নে ব্রহ্মা দশম

কারণত্বমুচ্যতে । তত্রাহ । অজানতামিত্যাदि ॥ ৩৮ ॥

ত্বমিত্যাস্য ভাগীভ্যেনেনাস্বধঃ । কর্তুঃ ক্রিয়ান্বয়স্যৈব  
প্রাথমিকত্বাৎ কর্তা চাত্ত ত্বমিত্যেব মধ্যমপুরুষেণ  
যোজ্যতে তস্মাদত্র ন ইব শব্দঃ সম্বধাতে কিন্তু এষ  
ইত্যত্রৈব নাম্য চায়ং ত্রীবিগ্রহোবাচ্যঃ স্বয়ং ভগবত্বেনাস্য

স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে কথিতেছেন যথা ॥

“অজানতাং তৎপদনীমগ্নান্ন

নান্নান্ননা ভাসি পিতত্য মায়াং ।

সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান

ইব ত্বমেমোহন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ” ॥

প্রভো ! আপনিই প্রকৃতিস্থ আত্মা, যে সকল ব্যক্তি  
আপনকার স্বরূপ জানে না তাহাদের নিকট আপনি স্বতন্ত্র  
রূপে মায়া বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন, যেমন জগ-  
তের সৃষ্টিতে আমি, পালনে আপনি এবং সংহারে ত্রিলোচন  
প্রকাশ পান তদ্রূপ ॥ ৩৮ ॥

ত্বং এইপদের ভাসি ক্রিয়ার সহিত অন্বয় । যে হেতু  
কর্তার ক্রিয়ার সহিত অন্বয়েরই প্রাথমিকত্ব অর্থাৎ প্রথম  
সম্বন্ধ । এস্থলে আপনি কর্তা ইহাই মধ্যম পুরুষের সহিত  
যোগ আছে, একারণ এস্থলে ইব শব্দের সহিত সম্বন্ধ হয়  
নাই কিন্তু “এষ” এই স্থলে “অস্য” পদের বাচ্য ত্রীবিগ্রহ  
নহে, ইহার স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রযুক্ত গুণাবতারত্বের অভাব

গুণাবতারত্বাভাবাৎ অদৈব্য ত্বদূতেহস্যেভ্যেনাব্যবহিত  
বচনেন বিরুদ্ধত্বাচ্চ । তস্মাদয়মর্থঃ । ত্বংপদবীং তব তথা  
ভূতং স্বরূপমজানতাং অজানতঃ প্রতি আত্মা তত্তদংশি  
স্বরূপত্বমেব আত্মনা তত্তদংশেন মায়াং সৃষ্টাদি নিমিত্ত  
শক্তিং অনাত্মনি জড়রূপে মহদাত্ম্যপাদানে প্রধানেন  
বিতত্য প্রবর্ত্য তত্তং কার্য্যভেদেন ভিন্ন ইব ভাসীত্যর্থঃ ।  
কথং জগতঃ সৃষ্টিবহং ব্রহ্মৈব বিধানে পালনে এষ ইব  
এতং কার্য্য পরিচ্ছিন্ন ইব পালনমাত্র কার্য্য ইব ॥

আছে, যে হেতু দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ের “অদৈব্য ত্বদূতে  
হস্য” এই অষ্টাদশ সংখ্যক অব্যবহিত বচনের সহিত বিরুদ্ধ  
হয় । অতএব ইহার অর্থ এই । “ত্বংপদবীং” অর্থাৎ আপন-  
কার ঐ প্রকার স্বরূপ বাহারা জানে না, তাহাদের প্রতি  
আপনিই আত্মা অর্থাৎ সেই সেই অংশি স্বরূপ । “আত্মনা”  
এই পদের অর্থ সেই সেই অংশ দ্বারা মায়াকে অর্থাৎ সৃষ্টি-  
দিগ প্রতি নিমিত্ত শক্তিকে “অনাত্মনি” অর্থাৎ জড়রূপ মহ-  
ত্ত্ব প্রভৃতির উপাদান স্বরূপ প্রকৃতিতে “বিতত্য” অর্থাৎ  
প্রবর্তিত করিয়া তত্তং কার্য্যভেদে ভিন্নের ন্যায় প্রকাশ  
পান । যদি বলেন জগতের সৃষ্টি বিষয়ে আমি ব্রহ্মার ন্যায়,  
পালনে “এষ” অর্থাৎ আপনকার মত । এই কার্য্য পরিচ্ছিন্নের  
ন্যায় অর্থাৎ পালনমাত্র কার্য্য সদৃশ ॥

অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে ব্রহ্মা

যতো দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাক্যং ॥

সৃজামি তন্মিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধ্বংগিতি ।

অতো ভগবৎস্বরূপৈকত্বেন ন ব্রহ্মাদিবদ্বিষ্ণুরিবেতি  
নির্দিষ্টং । অন্তে ত্রিনেত্র ইবেতি বস্তুত তমেব তদ্রূপ-  
েণ বর্ত্তসে মূঢ়াস্ত্ব স্বতস্তান্ পৃথক্ পশ্যন্তীতি ভাঃ  
এবং যথা গুণাবতারা স্তথাহন্যেপ্যবতারা ইত্যাহ ॥

স্বরেষু বিষীশেত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

নারদকে কহিলেন বৎস । তাঁহার নিয়োগে আমি এই বিশ্বের  
সৃজন করি, রুদ্র তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া এই বিশ্বের সংহার  
করেন, তিনি মায়াবী স্বয়ং বিষ্ণু রূপ ধারণ করিয়া ইহার  
পালন করেন ॥

অতএব ভগবৎ স্বরূপের একত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মার তুল্য “বিষ্ণু  
ইব” এরূপ শব্দ প্রয়োগ হয় নাই । অন্তে ত্রিনেত্রের ন্যায় ।  
হহার ভাবার্থ এই যে, বাস্তবিক আপনিই সেই সেই রূপে  
বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা আপনা হইতে তাঁহা-  
দিগকে পৃথক্ দেখিয়া থাকে । এই প্রকার যেমন আপনি  
গুণাবতার হইয়াছেন, তদ্রূপ অন্যান্য অবতার সকলও  
হইয়াছেন ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে  
কহিতেছেন যথা ॥

অজনস্য জন্মেত্যেনেন প্রাদুর্ভাবমাত্রঃ জন্মেতি বোধ-  
য়তি ননু ব্রহ্মন্ কিমত্র বিচারিতং ভবতা । যদেকস্য  
এব মম মূর্ত্তে ব্যাপিকত্বে সত্তন্যাসাং দর্শনস্থানং ন সম্ভ-  
বতি । তথা জড়বস্তূনাং ঘটাদীনামেব প্রাকট্য প্রকারো  
লোকে দৃষ্টঃ কথং তদিতর স্বভাবানাং চিৎবস্তূনাং মম  
শ্রীমূর্ত্তাদীনামিতি । তথা যাবন্ত্যো বিভূতয়ো মম ভবতা ।

“সুরেশ্বৃষিষীশ তথৈব নৃষপি  
তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তে হজনস্য ।  
জন্মাস্তাং দুৰ্ম্মদনিগ্রহায়  
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায়” ॥

হে ঈশ ! হে প্রভো ! হে বিধাতঃ ! আপনি জন্ম রহিত  
হইয়াও যে দেব, ঋষি, মনুষ্য, তথা তির্য্যকু যোনি সকলে  
জন্ম গ্রহণ করেন তাহা অসৎ ও দুৰ্ম্মদ জনের নিগ্রহ এবং  
সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত মাত্র ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য । অজনের জন্ম এস্থলে প্রাদুর্ভাব মাত্রকেই  
জন্ম বোধ করাইতেছে । ভগবান্ যদি একরূপ বলেন, ব্রহ্মন্ !  
তুমি এস্থলে কি বিচার করিলে, যে হেতু আমার এক মূর্ত্তির  
ব্যাপকত্ব হইলে অন্য মূর্ত্তি সকলের দর্শন স্থান সম্ভব হয় না ।  
তথা জড় বস্তু ঘটাদি সকলেরই প্রাকট্য প্রকার লোকে দৃষ্ট  
হয়, তবে কি প্রকারে ঐ জড় হইতে ভিন্ন স্বভাব আমার  
শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি চিৎবস্তু সকলের দর্শন হইবে ? । অপর আমার

দৃষ্টাঃ তাবতীতিরেব ভবান্ বিস্মিতো নাপরাঃ সন্তীতি  
 সম্ভাবয়ন্নিব তৎ পরিমিততামধিগতবানস্তীতি । তথা যে  
 মমাংশাঃ পূর্বং বালবৎসাদি রূপান্ত এব চতুর্ভূজা অভ-  
 বন্নিতি কস্যাপি রূপস্য কদাচিছুদ্ভবঃ কস্যাপি কদাচি-  
 দিতি । কিম্বা সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈক রসমূর্ত্তিত্বাৎ যুগ-  
 পদেব সর্বমপি তত্তরূপং বর্ততে এব কিন্তু যুয়ং সর্বদা  
 সর্বং ন পশ্যথেতি । তত্রৈচ যৌগপদ্যং কথ্যমিতি । তত্রাহ  
 কো বেত্তি ভূম্নিত্যাди ॥ ৪০ ॥

যত বিভূতি আছে তৎ সমুদায় তুমি দেখিয়াছ এবং সেই  
 সকল মূর্ত্তিতেও তুমি বিস্মিত হইয়াছিলে । অপর মূর্ত্তি সকল  
 নাই, ভগবান্ ইহা যেন ব্রহ্মাকে সম্ভাবনা করাইলে ব্রহ্মা  
 তাহারই পরিমিতত্ব অবগত হইলেন । তথা আমার যে সকল  
 অংশ পূর্বের বাল বৎসাদি রূপ ছিল, পরে তাহারাই চতুর্ভূজ  
 হয় । কোন রূপের কখন উদ্ভব হয়, কোন রূপের কখন  
 উদ্ভব হয় । অথবা সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দ স্বরূপ এক রস  
 মূর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত এককালীনই সেই সেই রূপ সকল বিদ্যমানই  
 আছে, কিন্তু তোমরা সর্বদা সকল রূপ দেখিতে পাও না,  
 তাহাতে কি প্রকারে এককালীন সকল রূপ দেখিবে ?  
 ভগবানের এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা কহিলেন ॥



নেন কল্পনায়া নিরস্তহাং সর্ব্ব রূপত্বেহপি ভক্তান্য-  
রুচিত রূপত্বেহপবাদঃ শ্রী বর্দ্ধম বাক্যেন ॥ ১৫৫ ॥

তান্যেব তে হভিরূপাণি রূপাণি ভগবন্তব ।

যানি যানি চ রোচন্তে সজ্জনা নাম রূপিণ ইতি ॥

যানি যানি চ হৃদীয় সজ্জনেভ্যো রোচন্তে তানি তান্যেব  
রূপাণি তে তব হভিরূপাণি যোগ্যানি অন্যান্যার্থঃ ।

অনন্যানি চ যাদৃশং রস্তিদেবায় কুৎসিতং রূপং প্রপঞ্চিতং  
তাদৃশানি জ্ঞেয়ানি । তাদৃশস্য চ মাযিকত্বমেব হি তত্রো-  
ক্তং ॥ ১৫৬ ॥

অর্থাৎ বিশেষ দেখাইয়াছেন ॥ যথা ॥ ১৫৫ ॥

কিন্তু হে ভগবন্ ! যদিও আপনি বস্তুতঃ প্রাকৃত রূপ  
রহিত তথাচ আপনার যে সকল অলৌকিক চতুর্ভুজাদি রূপ  
এবং যে যে রূপ আপনার ভক্তজনের অভিরাটি হয়, সে সকল  
রূপই আপনার উপযুক্ত ॥

তাৎপর্য্য । আপনকার ভক্তজনের রুচিজনক সেই সেই  
রূপই আপনকার উপযুক্ত, অন্য রূপ নহে । অর্থাৎ রুচি-  
দেবের নিকট যে কুৎসিত রূপ প্রকটিক করিয়াছিলেন সেই  
প্রকার রূপ সকল আপনকার উপযুক্ত নহে । ঐ প্রকার  
রূপই মাযিকত্ব অর্থাৎ রুচিদেবকে যে রূপ দেখাইয়াছিলেন  
নিশ্চয়ই তাহা মায়াসয় এ বিষয় ৯ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে

ক্বা কথং কতিবা কদাচি যোগমায়াঃ চুস্তকঃ চিচ্ছক্তিঃ  
 বিস্তারয়ন্ তথা তথা প্রবর্তয়ন্ ক্রীড়ণাত ভবত উতী  
 লীলাঃ ত্রিলোক্যাং কো বেতি ন কোহপীত্যর্থঃ ।  
 যস্যামতং মতং তস্য মতং যস্য ন বেদ স ইতি ভাবঃ ॥

“কো বেতি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্  
 যোগেশ্বরোত্তী ভবত ত্রিলোক্যাং ।  
 ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি  
 বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং” ॥

হে ভূমন্ ! হে ভগবন্ ! হে পরাত্মন্ ! হে যোগেশ্বর !  
 ত্রিলোকী মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোথায় কি প্রকারে কত  
 এবং কবেই বা আপনার উতী ( লীলা ) জানিতে পারে ?  
 ফলতঃ আপনার মায়া বৈভব অচিন্ত্য, আপনি যোগমায়া  
 বিস্তার করিয়া সত্যই ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

কোন স্থানে বা, কি প্রকারে বা, কত বা, এবং কোন  
 সময়ে বা যোগমায়াকে ( তর্কাতীত চিচ্ছক্তিকে ) বিস্তার  
 করিয়া অর্থাৎ সেই রূপে প্রবর্তিত করিয়া আপনি ক্রীড়া  
 করিতেছেন । ত্রিলোকী মধ্যে আপনার উতী ( লীলা )  
 কে জানিতে পারে অর্থাৎ কাহারও জানিবার শক্তি নাই ।  
 ভগবত্ত্বকে যে বলে আমি জানি না, সেই জানে, আর যে  
 বলে আমি জানি, সে কিছুই জানেনা ইহাই তাৎপর্যার্থ ॥

অত্র দুষ্কেষ্যতা পুরস্কৃত্যেনৈব সম্বোধন চতুষ্ঠয়েন চতুষ্টয়  
যুক্তিমাহ । হে ভূমন্ ক্রোড়ীকৃতানন্তমূর্ত্যাত্মক শ্রীমূর্তে ॥  
অয়ং ভাবঃ ॥

একমপি মুখ্যং ভগবদ্ভূতং যুগপদনস্তরূপাত্মকং ভবতি ॥ ১৫০  
তথৈবাত্মবৃত্তেণ স্তুতং । বহুমূর্ত্যে কমূর্ত্তিকমিতি ।  
তথাচাখ্য শ্রুতং ॥

একং সত্ত্বং বহুধা দৃশ্যমানমিতি । ততো যদা যাদৃশং  
যেবামুপাশ্রিত্যনোদয় ভূমিকাবস্থানং তদা তথৈব তে

অতএব ভগবল্লীলা দুষ্কেষ্যত্ব প্রযুক্ত সম্বোধন চতুষ্ঠয়  
দ্বারা চারিটিতে যুক্তি কহিতেছেন । হে ভূমন্! অর্থাৎ  
আপনান শ্রীমূর্ত্তিতে বহুতর মূর্ত্তির সমিবেশ আছে । ইহার  
তাৎপর্য্য এই । ভগবানের একটি মাত্রই রূপ মুখ্য কিন্তু  
এককালীন বহুতর রূপ হইয়া থাকেন ॥ ১৫১ ॥

উক্ত রূপই শ্রীঅত্রুর ১০ স্কন্ধের ৪০ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে  
স্তব করিয়াছেন । আপনি বহু মূর্ত্তিতেও এক মূর্ত্তি ॥

ঐ প্রকারে শ্রুতিতেও কহিয়াছেন ॥

এক হইয়া বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন ॥

উক্ত প্রকারই শ্রুতি যথা ॥

এক হইয়া বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন ।

অতএব বখন যাঁহাদের যে প্রকার উপাসনার ফলের  
উদয় ভূমিতে অবস্থান হয়, তখন তাঁহারা সেই রূপ দর্শন

পশ্যন্তি । তথাচ প্রজ্ঞান্তর পৃথক্‌বৎ দৃষ্টিশ্চ তদ্বক্ত  
মিতাত্ত্ব তু ব্রহ্মসূত্রে মধ্বভাষ্যঃ । উপাসনাভেদাদর্শন  
ভেদ ইতি ॥

দৃষ্টান্তশ্চ যথৈকমেব পট্ট বস্ত্র বিশেষ পিঞ্জাবয়ব বিশে-  
ষাদি দ্রব্যঃ নানা বর্ণনয় প্রধানৈক বর্ণমপি কুতশ্চিৎ  
স্থান বিশেষাদভ্যন্তরীণো জনস্য কেনাপি বর্ণ বিশেষেণ  
প্রতিভাশীতি । তত্রাত্ত্ব পট্ট বস্ত্র বিশেষাদি স্থানীয়  
নিজ প্রধান ভাগান্তর্ভাবিত তত্ত্বরূপান্তরং শ্রীকৃষ্ণরূপং ।

করেন ॥

উল্লিখিত প্রকারই ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয়  
পাদের “প্রজ্ঞান্তর পৃথক্‌ বৎ দৃষ্টিশ্চ তদ্বক্ত” এই ৪৮  
সংখ্যক সূত্রে মধ্বভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, উপাসনাভেদ  
হেতু দর্শনের ভেদ হয় ॥

এস্থলে দৃষ্টান্ত এই যে, যেনন এক নাত্র পট্টবস্ত্র বিশেষ  
তথা ময়ুর পুচ্ছের অবয়ব বিশেষ দ্রব্যে নানা বর্ণ স্বরূপ  
প্রধান এক বর্ণ হইলেও তাহা কোন স্থান বিশেষে দৃষ্টি-  
পাতকারি মনুষ্যের সম্মুখে বর্ণ বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়  
তদ্রূপ ।

এস্থলে অথও পট্ট বস্ত্র বিশেষ স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ নিজের  
প্রধান দীপ্তি দ্বারা সেই সেই রূপান্তরকে অন্তর্ভাব করিয়া  
ছেন । অন্য রূপ সকল সেই সেই বর্ণের প্রভা স্থানায়

তত্তদ্বর্ণছব স্থানীয়ানি রূপান্তরাণীতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৫২ ॥

তথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

মণি যথা বিভাগেন নীল পীতা দিভিযুতঃ ।

রূপভেদমণাপ্নোতি ধ্যানভেদান্তদা বিভূরিতি ।

মণিরত্র বৈদূর্য্যাখ্যঃ তদেবং কেতাস্য যুক্তিরুক্তা ।

এবমেব শ্রীবামনাবতারমুপলক্ষ্য শ্রীশুকবাক্যং ॥

যত্তদ্বপুত্ৰীতি বিভূষণায়ুধৈ

রবাস্তু চিব্যক্লমধারয়কারিঃ ।

বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ

জানিতে হইবে ॥ ১৫২ ॥

ঐ প্রকার নারদপঞ্চরাত্রে ॥

মণি যেমন নীল পীতা দি বিভাগবশতঃ রূপ ভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধ্যান ভেদাধীন স্ফূটাত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥

এস্থলে মণি বৈদূর্য্য নামক মণি । অতএব এই প্রকার কোণায়, ইহার এই যুক্তি কথিত হইল ।

এই প্রকারই বামনাবতার উপলক্ষ্য করিয়া ৮ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! ঐ যে ব্যক্তি বিগ্রহ ধারণ করিলেন যাহাতে চিৎ অব্যক্ত ছিল, স্বীয় দ্যুতি এবং ভূষণ ও আয়ুধ সাহিত সেই শরীর নটের ন্যায় দর্শন কারি

সংপশ্যতো দিব্যমতিৰ্য্থা নট ইতি ॥

অর্থ স্চায়াং ॥

যদ্বপুঃ শরীরং ন কেনাপি ব্যজ্যতে যৎ চিৎ পূর্ণানন্দঃ  
তৎ স্বরূপমেব সৎ বিভূষণায়ুধৈ ভাতি । তদ্বপুস্তদা  
প্রপঞ্চেহপি ব্যক্তঃ যথা স্যাত্তথা অধারয়ৎ স্থাপিতবান্ ।  
পুনশ্চ তেনৈব বপুষা বামনো বটু ব'ভুব হরিঃ । এব  
কারেণ পরিণাম বেশান্তর যোগাদিকং নিষিদ্ধং । কদা-  
পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ । তেনৈব বপুষা তদ্বাবে হেতুঃ ।

মাতা পিতার সমক্ষে বামন ব্রাহ্মণ কুমার হইলেন ।  
গতি দিব্য, ঐ রূপ হওয়া বিচিত্র নহে ॥

ইহার তাৎপৰ্য্য এই । যে বপুঃ অর্থাৎ শরীর কাহারও  
দ্বারা প্রকাশ হয় না । যাহা চিৎ অর্থাৎ পূর্ণ আনন্দ তাহাই  
স্বরূপ হওয়াতে সেই বপুঃ বিভূষণ ও অস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা  
দীপ্তি পাইতে লাগিল । সেই বপুঃ তৎকালীন জগতেও  
যে প্রকার ব্যক্ত হয় তদ্রূপ ধারণ অর্থাৎ স্থাপন করিয়া  
ছিলেন । পুনর্বার সেই বপুঃ দ্বারাই হরি বামন বটু হইয়া-  
ছিলেন । “তেনৈব” এই পদে এব শব্দ দ্বারা ভগবদ্বিগ্রহে  
পরিণাম বিশিষ্ট অনিত্য অপর বেশের যোগাদি নিষিদ্ধ অর্থাৎ  
ভগবদ্বিগ্রহে অন্য মায়িক বেশ ভূষাদির সংযোগ হয় না, তাহা  
না হইলো পিতা মাতার সমক্ষে সেই বপুঃ দ্বারাই বামন বটু  
হইয়াছিলেন । উক্ত প্রকার রূপ ধারণ করার হেতু এই

দিব্যাঃ পরমাচিন্ত্যাঃ । যদগতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যাদি  
শ্রুতেঃ ॥ ১৫৩ ॥

অগ্নিমেব নিত্যস্থিতানাং নানা সংস্থানানাং প্রকাশনা  
প্রকাশন রূপা গত্য চ্চেক্টা যস্য সঃ । তত্রালঙ্কিত  
স্বধর্ম্য মাত্রোল্লাসাংশে দৃষ্টান্তুলেশঃ । যথা নট ইতি  
নটোহপি কশ্চিদাশ্চর্য্যতমঃ দিব্যা পরম বিস্মাপিকা  
গতি হস্তকর রূপা চ্চেক্টা যস্য তথা ভূতঃ সন্ তেনৈব  
রূপেণ বেষ মায়াদিকমনুরীকৃত্যপি নানাকারণাৎ  
দর্শয়তি । স্বর্গো নটো বা দিব্যগতিঃ । ততশ্চ তত্ত-  
দনুকরণং তদ্যাত্যন্ততদাকারমেব ভবতি ॥

উঁহার গতি দিব্য অর্থাৎ পরম অচিন্ত্য, যেহেতু শ্রুতিতে  
উক্ত হইয়াছে, যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে এবং যাহা  
হইবে এ সমুদায়ই তিনি ॥ ১৫৩ ॥

অপর যাহার আপনাতেই নিত্য স্থিতি নানা সংস্থানের  
প্রকাশন ও অপ্রকাশন রূপ গতি অর্থাৎ চ্চেক্টা হইয়াছে ।  
তিনি এক্ষণে অপরিজ্ঞাত স্বীয় ধর্ম্য মাত্রের আনন্দাংশে  
কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত এই যে “যথা নট ইতি” যেমন কোন  
অত্যাশ্চর্য্য নট পরম বিস্মাপিকা হস্ত কর রূপা যে গতি  
তদ্বিশিষ্ট হইয়া বেষ মায়াদি স্বীকার না করিয়াও সেইরূপেই  
বিবিধ প্রকার আকারে দর্শন করায় তত্রূপ । অথবা দিব্য  
গতি অর্থাৎ স্বর্গীয় নট । অতএব উঁহার সেই সেই অনু-

অত্র পরমেশ্বরং বিনাহন্যস্য সৰ্ব্বাংশে তাদৃশত্বাভাবাৎ  
নচ দৃষ্টান্তে খণ্ডত্বদোষঃ প্রসঙ্গনীয়ঃ । যথা ভক্তিত কীট-  
পরিণামলালাজাততন্তুসাধনোইপূর্ণনাভঃ পরমেশ্বরস্য  
জগৎসৃষ্টাবনন্যসাধনত্বে দৃষ্টান্তঃ শ্রুয়তে । যথোৰ্গনাভি  
হৃদয়াদিত্যাদৌ তদ্বৎ ॥ ১৫৪ ॥

তদেবং ক্রীত্রক্কাপি সৰ্ব্বরূপসদ্বাবাতিপ্রায়ে  
গৈবোক্তং ॥

করণ অতিশয় রূপে তদ্রূপ আকারই হইয়া থাকে ।

এস্থলে পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্যের সৰ্ব্বাংশে নান্য  
রূপ হওয়ার অভাব প্রযুক্ত দৃষ্টান্তে খণ্ডত্ব দোষ প্রসঙ্গ হয়  
না । যেমন ভক্তিতকীটের পরিণাম প্রাপ্ত লালা জাত তন্তু  
সাধন রূপই উৰ্গনাভি ( মাকড়শা ) তদ্রূপ পরমেশ্বরের  
জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে অনন্য সাধনত্ব । উৰ্গনাভির সহিত পরমে-  
শ্বরের এই অংশে দৃষ্টান্ত শুনা যায় ।

যথা ১১ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ।

“যথোৰ্গনাভিহৃদয়াদূর্ণাং সংতত্য বজ্রতঃ ।

তয়া বিহত্য ভূয়স্তাং এসত্যেব মহেশ্বরঃ ॥”

তাৎপর্য্য । যেমন উৰ্গনাভ হৃদয় হইতে উর্ণা বিস্তৃত  
করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করতঃ পুনর্বার তাহা গ্রাস করে,  
তদ্রূপ মহেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন । এই  
বচনে মাকড়শার সহিত পরমেশ্বরের দৃষ্টান্ত আছে ॥ ১৫৪ ॥



হুং ভক্তিযোগপরিভাবিতহুংসরোজ

আম্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং ।

যদ্যদ্ব্যাস ত উরুগায় বি-বায়ন্তি

তত্ত্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়েতি ॥

প্রণয়সে প্রকটয়সি প্রাপয়সি শ্রুতেক্ষিতপথ ইত্য-

, অতএব শ্রীকৃষ্ণে সর্ব প্রকার রূপের সম্ভাব আছে এই  
অভিপ্রায়ে শ্রীভ্রম্মাণ্ড ৩ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে  
কহিয়াছেন যথা ॥

হে নাথ ! পুরুষদিগের হুংপদ্য ভক্তিযোগে শোধিত  
হইলে ত্বদীয় শ্রবণ দ্বারা তাহারা আপনকার পথ দেখিতে  
পায় এবং পুরুষ সকল তদ্রূপ হইলেই তাহাদের সেই হৃদয়  
সরোজে গিয়া আপনি অধিষ্ঠান করেন । হে উরুগায় ! আপ-  
নার কৃপার কথা কি বলিব ? আপনার ভক্তগণ শ্রবণ ব্যাতি-  
রেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনো দ্বারা আপনকার যে যে মूर्তি কল্পনা  
করিয়া ধ্যান করেন, আপনি তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ  
প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সেই সেই রূপই প্রকটিত করেন ॥

তাৎপর্য্য । “প্রণয়সে” এই ক্রিয়ার অর্থ প্রকটিত করেন ।  
“শ্রুতেক্ষিতপথ” এতদ্বারা কল্পনা নিরস্ত হইয়াছে । অতএব  
ভগবানের সর্ব রূপত্বেও ৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে  
শ্রীকর্দম বাক্যে ভক্তগণের অনাভরুচিত রূপ বিষয়ে অপবাদ

নেন কল্পনায়া নিরস্ত্বাহং সর্ব্ব রূপত্বেহপি ভক্তানিতি-  
রুচিত রূপত্বেহপবাদঃ শ্রী কদ্ম বাক্যেন ॥ ১৫৫ ॥

তান্যেব তে হভিরূপাণি রূপাণি ভগবৎস্তব ।

যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনা নাম রূপিণ ইতি ॥

যানি যানি চ হৃদীয় স্বজনেভ্যো রোচন্তে তানি তান্যেব  
রূপাণি তে তব অভিরূপাণি যোগ্যানি নান্যানীতার্থঃ ।

অনন্যানি চ বাদৃশং রস্তিদেবার কুৎসিতং রূপং প্রপঞ্চিতং  
তাদৃশানি জ্ঞেয়ানি । তাদৃশস্য চ মায়িকত্বমেব হি তত্রো-  
ক্তং ॥ ১৫৬ ॥

অর্থাৎ বিশেষ দেখাইয়াছেন ॥ যথা ॥ ১৫৫ ॥

কিন্তু হে ভগবন্ ! যদিও আপনি বস্তুতঃ প্রকৃত রূপ  
রহিত তথাচ আপনার যে সকল অলৌকিক চতুর্ভুজাদি রূপ  
এবং যে যে রূপ আপনার ভক্তজনের অভিরূচি হয়, সে সকল  
রূপই আপনার উপযুক্ত ॥

তাৎপর্য্য । আপনকার ভক্তজনের রূচিজনক সেই সেই  
রূপই আপনকার উপযুক্ত, অন্য রূপ নহে । অর্থাৎ রস্তি-  
দেবের নিকট যে কুৎসিত রূপ প্রকটিক করিয়াছিলেন সেই  
প্রকার রূপ সকল আপনকার উপযুক্ত নহে । ঐ প্রকার  
রূপই মায়িকত্ব অর্থাৎ রস্তিদেবকে যে রূপ দেখাইয়াছিলেন  
নিশ্চয়ই তাহা মায়াময় এ বিষয় ৯ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে

তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাং ।

অত্মানং দর্শয়াকরমায় বিষ্ণুর্বির্নশ্বিতা ইতি ॥

টীকাচ ॥

ত্রিভুবনাধীশাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ মায়াঃ তদীয় ধৈর্য্য পরীক্ষার্থং  
প্রথমঃ মায়ায়া বৃষলাদি রূপেণ প্রতীতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ।

ইতোষা ॥

অভিন্নরূপত্ব হেতুঃ । অরূপিণ ইতি প্রাকৃত রূপ  
বাহিতম্যোত টীকাচ । অপ্রাকৃতত্বেন কুৎসিতত্বাসংভা-

১০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যথা ॥ ১৫৬ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ত্রিভুবনের অধীশ্বর যে  
সকল ব্রহ্মাদি দেব ফলাকাঙ্ক্ষিপুরুষদিগকে ফলদান করিয়া-  
থাকেন, তাঁহারা মহারাজ রন্তিদেবের ধৈর্য্য পরীক্ষার্থ বিষ্ণু  
নির্মিত মায়া হইয়া বৃষলাদি রূপে স্ব স্ব মূর্তি প্রদর্শন করান ॥

টীকার অর্থ এই ॥

ত্রিভুবনের অধীশ্বর ব্রহ্মাদি দেব মায়া অর্থাৎ রন্তিদেবের  
ধৈর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত প্রথমে মায়া দ্বারা বৃষলাদি রূপে  
প্রতীত হইয়াছিলেন ইত্যাদি ॥

অভিন্নরূপ না হওয়ার হেতু এই যে ৩ স্বন্ধের ২৪  
অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে কৰ্দম কহিয়াছেন আপনি অরূপী  
অর্থাৎ আপনার প্রাকৃত রূপ নাই । অতএব শ্রীভগবন্মূর্তির

বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫৮ ॥

অথ প্রকৃতপদস্য কথং বেত্যাদি ত্রয়যুক্তয়েঃ বিশিষ্টং  
সম্বোধনত্রয়ং ব্যাখ্যায়তে হে ভগবন্ অচিন্ত্যশক্তে !  
অচিন্ত্যস্য ভগবন্মূর্ত্যাদ্যাবির্ভাবস্যান্যথানুপপত্তে রচিন্ত্যা-  
শক্তিরেব কারণমিতি ভাবঃ । ইয়ং কথং বেত্যস্য  
যুক্তিঃ ॥ ১৫৮ ॥

তথা হে পরাশ্রয়ন্ পরেষাং প্রত্যেক মপ্যনন্ত শক্তীনাং  
পুরুষাদ্যবতারানাং মাত্মন্যবতারিন্ । ত্বয়ি তু তাসাং

অপ্রাকৃত্য প্রযুক্ত তাঁহাতে কুংসিৎ রূপের সম্ভাবনা হইতে  
পারে না ॥ ১৫৭ ॥

এক্ষণে পূর্বোক্ত ১০ ক্ষকের ১৪ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে  
“কথং বা কতি বা কদোত” এই তিনের যুক্তি নির্মিত অব-  
শিষ্ট তিনটি সম্বোধন পদের ব্যাখ্যা করিতেছি ॥

হে ভগবন্ ! এই সম্বোধন পদের অর্থ, হে অচিন্ত্য  
শক্তে ! একরূপ ব্যাখ্যা না করিলে চিন্ত্যত্ব ভগবন্মূর্ত্তি  
প্রভৃতি আবির্ভাবের সম্ভাবিত হয় না, এ নিমিত্ত অচিন্ত্য  
কারণ হইয়াছে । কথং বা এই পদের এই যুক্তি ॥ ১৫৮ ॥

ঐ প্রকারই, হে পরাশ্রয়ন্ ! এই সম্বোধন পদের অর্থ  
এই যে, আপনি এক একটী অনন্ত শক্তি সম্পন্ন পুরুষাদি  
অবতার সকলেরই আত্মা অর্থাৎ অবতারী । সুতরাং  
আপনাতে সেই সকল মূর্ত্তির অসংখ্য প্রযুক্ত তৎ সমুদা-

সুতরামনন্তরাত্তদাবির্ভববিভূতয়ঃ কতি বা বাঙ্মন-  
সগোচরত্বমাপদ্যেরমিতি ভাবঃ ইয়ং কতি বেত্যস্য  
যুক্তিঃ ॥ ১৫৯ ॥

তথা হে যোগেশ্বর । একস্মিন্নেব রূপে নানা রূপ যোজনা  
লক্ষণায়াঃ যোগমায়ানাম্নাঃ স্বরূপশক্তে জ্ঞয়া বা ঈশন-  
শীল । অয়ং ভাবঃ । যথা তব প্রধানং রূপং অন্তর্ভূতানন্ত-  
রূপং তথা তবাংশ রূপঞ্চ । ততশ্চ বদা তব যত্রাংশে  
তত্ত্বুপাসনা ফলরূপস্য বস্য রূপস্য প্রকাশনেচ্ছা তদৈব  
তত্র তত্র তদ্রূপং প্রকাশত ইতি । ইয়ং কদেত্যস্য যুক্তিঃ  
তস্মান্নততং সর্বমপি তস্মিন ॥

যের আবির্ভাব রূপ বিভূতি কত বা বাক্য মনের গোচরত্ব  
প্রাপ্ত হইবে ? অর্থাৎ সেই সকল বিভূতির অন্ত করিবার  
শক্তি নাই, ইহার এই তাৎপর্য্য । কতি বা এই পদের এই  
যুক্তি ॥ ১৫৯ ॥

ঐ প্রকার হে যোগেশ্বর ! অর্থাৎ আপনি এক রূপেই  
নানা রূপের যোজনা স্বরূপ যোগমায়া নাম্নী স্বরূপ শক্তির  
অথবা ঐ শক্তির দ্বারা ঈশনশীল হইয়াছেন । ইহার তাৎ-  
পর্য্য এই যে যেমন আপনকার প্রধান রূপ ও অন্তর্গত অনন্ত  
রূপ সেই প্রকার অংশ রূপও হইয়াছে । একারণ যখন  
আপনার যে অংশে তত্ত্ব উপাসনার ফল স্বরূপ যে রূপের  
প্রকাশ করণের ইচ্ছা হয় তখনই সেই অংশে সেই রূপ

শ্রীকৃষ্ণরূপে হস্তভূতমিত্যেবমত্রাপি তাৎপর্যং ॥ ১৬০ ॥

উপসংহরতি ॥

তস্মাদিদং জগদশেষমসংস্করুণং

স্বপ্নাভমন্তদিষণং পুরুষঃখদুঃখং ।

ত্বন্যেব নিত্যস্বপ্নোদিতনাবনন্তে

মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ইত্যাদি ॥ ৪১ ॥

বস্মাদেবং প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ বস্তুনাং সর্বেষামপি তদ্বিপ্র-

প্রকাশ পাইয়া থাকে । কদা এই পদের এই বুক্তি ॥

অতএব প্রধান রূপ, অন্তর্গত অনন্তরূপ ও অংশ রূপ  
এ সমুদায়ই নেই শ্রীকৃষ্ণরূপে হস্তভূত আছে, এখানে ইহাই  
তাৎপর্য ॥ ১৬০ ॥

উপসংহার অর্থাৎ সমাপন করিতেছেন ।

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে যথা ॥

অতএব অসংস্করুণ, স্বপ্না তুল্য প্রতিভাশূন্য, দুঃখ  
বহুল, এই অশেষ জগৎ নিত্য স্বপ্ন ও নিত্য জ্ঞানরূপী অনন্ত  
যে আপনি আপনাতে মায়া দ্বারা উদ্ভূত হওয়াতে যদিও  
শেষে বিনশ্বর তথাচ নিত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে অর্থাৎ  
আপনি অধিষ্ঠান হওয়াতে আপনার গুণে তদ্বৎ প্রকারে  
প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য । আপনি যখন এই প্রকার প্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ  
সমুদায় বস্তুরই তদ্বনুষ্ঠি হইয়াছেন, তখনই নিত্য স্বপ্ন স্বরূপ

হোহি তস্মাদেব নিত্যস্ববোধলক্ষণা যা তমুস্তৎ স্বরূপে  
অনন্তে ত্রয়োবংশমিদং জগদবতাগীত্যন্বয়ঃ । কথং ভূতং  
সৎ । উদ্যদপি যৎ মুহুরুদ্ভবত্তিরোভচ্চ । যৎ যস্মিন্  
মুহুর্জায়তে লীয়তে চ ততস্মিন্নেব ভাতি ভুবি তদ্বিকার  
ইবেতি ভাবঃ ॥ ১৭১ ॥

তর্হি কিং মম বিকারিত্বং নেত্যাহ মায়াভো মায়ায়া  
ছদীয়াচিন্ত্যশক্তিবিশেষেণ বিকারাদিরহিতস্যৈব । শ্রুতে  
স্ত শব্দমূলত্বাদিত্যাদৌ পরিণাম স্বীকারাৎ । মুহুরুদ্ভ-  
বত্তিরোভবত্বাদেব স্বপ্নাভং তত্ত্বল্লভং নহজ্ঞানমাত্র কল্পি

যে মূর্তি, তৎ স্বরূপ অনন্তরূপী আপনাতে এই অশেষ  
জগৎ প্রকাশ পাই তেছে । ঐ জগৎ কি প্রকার সৎ  
( নিত্য ) এই প্রশ্নে কহিতেছেন “উদ্যদপি যৎ” অর্থাৎ এই  
জগৎ বারম্বার উদ্ভূত ও তিরোভূত হইয়া যাহাতে মুহুর্মুহুঃ  
জন্ম ও লয় পায় সূতরাং তাহাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে,  
যেমন পৃথিবীতে পৃথিবীর বিকার ঘটাди তদ্রূপ ॥ ১৬১ ॥

ভগবান্ যদি এরূপ কহেন তবে কি আমার বিকারিত্ব  
হইল, এই আশঙ্কায় ব্রহ্মা করিতেছেন তাহা নয়, আপনি  
বিকার রহিত, আপনকার অচিন্ত্য শক্তি বিশেষ মায়া দ্বারা  
জগতের উদ্ভব ও তিরোভাব হইয়া থাকে । কেননা ব্রহ্ম-  
সূত্রের ২ অধ্যায়ের প্রথম পাदे ২৮ সূত্রে “শ্রুতেস্ত শব্দ

ভ্রমাদপি : বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবদिति ।

ন্যায়েন ॥ ১৬২ ॥

তথা অবিদ্যাবৃত্তিক মায়া কার্যস্বাচ্চ অন্তর্ধিষণং জীব পর-  
মার্থ জ্ঞানলোপকর্তৃ । উভয়স্মাদপি হেতোঃ পুরু দুঃখ  
দুঃখং তদীয় সুখাভাসস্যাপি বস্তুতো দুঃখরূপত্বাৎ । বিনা  
ত্বৎ সত্যাতু অসৎ স্বরূপং শশবিষাণতুল্যং । তদেবং  
ভূতমপি সন্নিব অনশ্বরনিবাভাতি মুক্তানামিতি শেষঃ ।

মূলত্বাৎ” অর্থাৎ সত্ত্বগুণ নিগুণ শ্রুতির ( প্রবণের ) বেদোক্ত  
শব্দই মূল, ইত্যাদি স্থলে পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন অত-  
এব এই জগতে মূলমুহুঃ উদ্ভূত ও তিরোভূত প্রযুক্ত স্বপ্ন  
তুল্য কিন্তু অজ্ঞানমাত্র কল্পিত নয় । যে হেতু ব্রহ্ম সূত্রের ২  
অধ্যায়ের ২ পাদে “বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদি বৎ” এই ২৭ সূত্রে  
বৈধর্ম্য প্রযুক্ত এই জগৎ স্বপ্নাদির ন্যায় বর্ণিয়াছেন ॥ ১৬২ ॥

তথা ঐ জগৎ অবিদ্যা বৃত্তিক মায়া কার্য হেতু “অন্ত  
ধিষণং” অর্থাৎ জীবের পরমার্থ জ্ঞানের নাশক । এই দুই  
कारणे বহু দুঃখের আশ্পদ জগতের যে সুখ রূপ আভাস  
তাহাও বস্তুত দুঃখ স্বরূপ । হে ভগবন্ ! আপনকার সন্থা  
ব্যতিরেকে জগৎ অসৎ স্বরূপ অর্থাৎ শশবিষাণ তুল্য । অত-  
এব এই প্রকার হইয়াও সতের ন্যায় অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তিদিগের  
সম্বন্ধে অনশ্বর তুল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥



উপলক্ষণং চৈতৎ । ব্যবহার জ্ঞানময় মহাদাত্ত্বক ত্বাৎ  
জ্ঞানোদ্বোধকমিব স্বর্গাদাত্ত্বকত্বাৎ স্তুতমিব চ । তদেবম-  
ন্যস্য তৎপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ স্বরূপশক্ত্যৈব পরিচ্ছিন্ন অপরি-  
চ্ছিন্নঞ্চ তদেবং বপূরিত্তি প্রকরণার্থঃ ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তঃ ॥ ১৬৩ ॥

তদিশ্বং মধ্যমাকার এব সর্বসাধারত্বাবিভূত্বং । সর্ব গতত্বা-  
দপি সাধ্যতে ॥

চিত্রং বর্ত্তিতক্কেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।

ইহা উপলক্ষণ মাত্র । ব্যবহার জ্ঞানময় মহাদির স্বরূপ  
হওয়াতে জ্ঞানের উদ্বোধকের ন্যায় তথা স্বর্গাদি স্বরূপ প্রযুক্ত  
স্থলের ন্যায়ও হইয়াছে । অতএব অন্যের পরিচ্ছেদ্যত্ব অর্থাৎ  
পরিণেয়ত্ব হেতু স্বরূপ শক্তি দ্বারাই আপনকার এই শরীর  
পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন হইয়াছে । ইহা প্রকরণার্থ ॥ ১৬৩ ॥

অতএব এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যমাকারেই সকলের  
আধার স্বরূপত্ব প্রযুক্ত বিভূত্ব সাধন করা হইল ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের সপ্ত গতত্ব প্রযুক্তও বিভূত্ব সাধন  
করিতেছেন ।

১০ স্কন্ধের ৬৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

একা শ্রীকৃষ্ণ একদা ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর পাণি গ্রহণ  
পূর্বক একশরীরে প্রত্যেক স্ত্রীর গৃহে যে অবস্থান করেন

গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্থিয় এক উদাবহং ॥ ৪২ ॥

এতদ্বত অহো চিত্রং । কিং তৎ । 'এক এব শ্রীকৃষ্ণ দ্ব্যষ্ট  
সহস্র শ্রী বহুদাবহং পরিণীতবান্ । নমু কিমত্রাশ্চর্য্যং  
তত্রাহ । গৃহেষু স্থিতি তৎ সংখ্যাকেষু সর্বেষু স্থিতি শেষঃ ।  
ভবতু ততোহপি কিং তত্রাহ পৃথক্ পৃথগেব স্থিত্বা পাণি-  
গ্রহণাদি বিধিং কৃতবান্ । নমু ক্রমশ উদ্বাহে নাসম্ভব  
এতত্তত্রাহ যুগপদিতি । নমু যোগেশ্বরোহপি যুগপন্নান  
বপুংষি বিধায় তদ্বিধাতুং ।

শক্নোতি কিমত্র যোগেশ্বরান্যচরণানাং যুগ্মাকমপি

ইহা অতি আশ্চর্য্য । ইহা ভাবিয়া উৎসুক চিত্তে নারদ তদ-  
র্শনার্থ দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য । একি আশ্চর্য্য ! এক শ্রীকৃষ্ণই ষোড়শ সহস্র  
সংখ্যক শ্রীগণের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন । যদি বল ইহাতে  
আশ্চর্য্য কি, তাহার উত্তর এই যে, তাবৎ সংখ্যক গৃহ  
সকলে । হউক তাহাতেই বা কি হইল ? এই প্রশ্নে কহিতে-  
ছেন, শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ গৃহে অবস্থিতি করিয়া পাণি গ্রহ-  
ণাদি বিবিধ কার্য্য করিয়াছেন । অহে ! ক্রমশঃ বিবাহে ইহা  
অসম্ভব নহে, এই প্রশ্নে কহিতেছেন, তিনি এক কালীন  
ষোড়শ সহস্র শ্রীম পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন । অহে !  
যোগেশ্বর ব্যক্তিও যখন এককালীন নানা দেহ ধারণ করিয়া  
উহা বিধান করিতে সমর্থ হইলেন, তখন যোগেশ্বর ঐহাদিগের

চিত্রং । তত্রাহ । একেন বপুষেতি । তর্হি কথমনেক  
 বাহ্বাদিকেন ব্যাপকেনৈকেন বপুসা তৎ কৃতবান্ মৈবং ॥  
 আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাং ।  
 সবিশং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়যেতি ॥  
 ক্রীমদুদ্বব ব্যাক্যাদৌ তদনুরূপতা প্রসিদ্ধেঃ । ইত্যভি-  
 প্রেত্য পূর্বেনৈব পদোপন্যাসেন পরিহরতি পৃথগিতি

চরণ আরাধনা করিয়া থাকেন তাদৃশ আপনাদিগের উহা  
 বিধান করা আশ্চর্য্য কি ? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ  
 এক শরীরের দ্বারাই । অহে ! তবে কি প্রকারে হস্তাদি যুক্ত  
 ব্যাপক এক শরীর দ্বারা সেই কার্য্য করিয়াছিলেন । এই  
 আশঙ্কায় কহিতেছেন ইহা বলিও না । ৩ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে  
 ৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ॥

ঐ সকল রাজকন্যা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থিত ছিলেন,  
 ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মায়া দ্বারা যিনি যেমন তদনুরূপ হইয়া  
 যথাবিধি বিবাহোচিত রীতির সহিত তাঁহাদের পাণি গ্রহণ  
 করেন ॥

এই উদ্ববের ব্যাক্যাদিতে সেই সেই অনুরূপত্ব প্রসিদ্ধ  
 আছে, এই অভিপ্রায়ে পূর্ব বর্ণিত “পৃথক্” এই পদ উপক্রম  
 করিয়া সমাধান করিতেছেন । যথা ॥

একেন নরাকারেণৈব বপুষা পৃথক্ পৃথক্‌ত্বেন দৃশ্যমান  
স্তথা বিণ্ডিতবান্ । তস্মাদেকমেব নরবপুষ্যতো যুগপৎ সৰ্ব্বং  
দেশং সৰ্ব্বক্ৰিয়াঞ্চ ব্যাপ্নোতি তস্মান্মহাদেতদাশ্চৰ্য্যমিতি  
ব্যাক্য্যার্থঃ ॥ ১ ॥

ইত্থমেব চ পঞ্চমে ॥

লোকালোকাধিষ্ঠাতুঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্য তেষামিত্যাदि  
গদ্যোপদিষ্টস্য ব্যাখ্যাতে আদৃশ শ্রীধরমিচরনৈঃ । মহা-  
বিভূতেঃ পরমেশ্বর্যস্য পতিত্বাদেকয়েব মূর্ত্যা সমস্তাদাস্ত  
ইতি ।

এক নরাকার শরীর দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্‌ রূপে দৃশ্যমান  
হইয়া ঐ রূপ কার্য্য করিয়াছেন ! অতএব নর বপুঃ একটী  
মাত্র, তাহা যখন এককালীন সকল দেশ ও সকল ক্রিয়া  
ব্যাপিয়াছিল তখন উহা মহৎ আশ্চর্য্য, ইহাই ব্যাক্য্যার্থঃ ॥ ১ ॥

এই প্রকারই ৫ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে “তেষাং” ইত্যাদি  
৩১ সংখ্যক গদ্যোপদিষ্ট লোকালোক পৰ্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃ  
শ্রীভগবদ্বিগ্রহের তাদৃশই শ্রীধরস্বামি কর্তৃক ব্যাখ্যাত হই-  
য়াছে যথা । ভগবান্ মহাবিভূতির অর্ধাৎ পরম ঐশ্বর্য্যের  
পতি, এ প্রযুক্ত এক মূর্তি দ্বারাই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৫৯ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে যথা ॥

অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্‌বাগারেণ তাঃ স্থিয়ঃ ।  
 যথোপযেমে ভগবান্‌ তাবদ্রূপধরোহব্যয়ঃ ॥  
 ইত্যত্রোপ্যত স্তাবদ্রূপধরত্বং নাং যুগপত্তাবৎ প্রদেশ  
 প্রকাশত্বমেবেতি ব্যাখ্যেয়ং নতু নারায়ণাদিবৎ ভিন্নাকার-  
 ত্বং । যথোক্তং ॥  
 অনেকত্র প্রকটতা রূপসৌকম্য যৈকদা ।  
 সর্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥  
 এষ এবান্যত্রাকারস্য প্রকাশস্য চ ভেদোজ্জেষঃ ॥১০॥৬৯  
 শ্রীনারদঃ ॥ ২ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এক মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সেই সকল স্ত্রী  
 সংখ্যক মূর্ত্তি ধারণ করত নানা গৃহে গমন পূর্ব্বক এক সময়ে  
 সেই সকল কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন ॥

এস্থলেও ভগবানের তাবৎ সংখ্যক রূপ ধারণ এবং এক  
 কালেই তাবৎ প্রদেশে প্রকাশ ইহাই ব্যাখ্যার যোগ্য, নারা-  
 যণাদির ন্যায় ভিন্ন আকার নহে ।

সংক্ষেপে ভাগবতাস্ত্রিতে কথিত হইয়াছে ॥

এককালীন অনেক গৃহে এক রূপের যে প্রকটতা এবং  
 যাহা সর্বদা এক স্বরূপই থাকে, পণ্ডিত গণ তাহাকে  
 স্বপ্রকাশ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন ॥

অন্য স্থলে আকার ও প্রকাশের ইহাই ভেদ জানিতে  
 হইবে ॥ ২ ॥

তথৈবাহ ॥

ইত্যাচরন্তঃ সৰ্ব্বশ্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাং ।

তমেব সৰ্ব্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ ॥ ৪৩ ॥

সৰ্ব্বগেহেষু তমেব নতু তনাংগান্ । একমেব সন্তং নতু  
কায়ব্যাহেন বহুরূপং ।

একং সন্তং বহুবা দৃশ্যমানমিতি শ্রুতং ॥ ৩ ॥

ন চাস্তন'বহি র্বদ্যেত্যাদিনা বিভূত্বমিক্বেশ্চ । হ স্মৃট্

১০ স্কন্ধের ৬৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে শ্রীশুকদেব  
কহিয়াছেন ॥

এই রূপে অনুগৃহীত নারদ গৃহাশ্রমিদিগের অতি পবিত্র  
শোভন ধর্ম আচরণ করত সৰ্ব্ব গৃহে বর্তমান অথচ একমাত্র  
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য । নারদ সকল গৃহে তাঁহাকেই দর্শন করিয়া-  
ছিলেন কিন্তু তাঁহার অংশ সকলকে দর্শন করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ  
একাকীই বর্তমান ছিলেন কিন্তু কায়ব্যাহে অর্থাৎ এক মূর্তি  
হইতে অনেক মূর্তি প্রকাশ দ্বারা বহু রূপ হয়েন নাই ॥

যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন এক রূপে বর্তমান  
ধাকিয়া বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন ॥ ৩ ॥

অপর ১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে “নচাস্তন'বহির্বদ্য” অর্থাৎ  
যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব নাই, পর নাই, যিনি

মেব । দদর্শ ভগবদ্বশক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভূতবান্ নতু  
কেবলমনুগিতবান্ । নারদ ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

অতএব ॥

কৃষ্ণস্যানন্তবীৰ্য্যস্য যোগমায়ামহোদয়ঃ ।

মুহুদৃষ্ট্বা ঋষিগুর্ভবিস্মিতো জাতকৌতুকঃ ॥ ৪৪ ॥

অত্র যোগমায়া দুর্ঘটঘটনৌ চিচ্ছক্তিঃ । তৃতীয়ে শ্রীসনকা-

স্বয়ং জগতের পূর্ব পর, অন্তর বাহির তথা আপনি জগতের  
স্বরূপ । এই একাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্তিরই বিভূত্ব  
সিদ্ধ আছে ॥

উল্লিখিত শ্লোকে যে “হ” এই বর্ণের প্রয়োগ করিয়া-  
ছেন তাহার অর্থ স্পষ্ট । “দদর্শ” ক্রিয়ার অর্থ নারদ ভগবদ্বশ-  
ক্তি দ্বারা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কেবল  
অনুমান করেন নাই ॥ ৪ ॥

অতএব দশম স্কন্ধের ৬৯ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে শ্রীশুকদেব  
কহিয়াছেন ॥

নারদ অনন্তবীৰ্য্য শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাব জাত  
কৌতুকে বারম্বার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হই-  
লেন ॥

এই শ্লোকে যোগমায়া শব্দের অর্থ দুর্ঘট ঘটনৌ চিৎ-  
শক্তি ॥

এই বিষয় তৃতীয় স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে

দীনাং বৈকুণ্ঠগমনে যোগমায়াশব্দেন পরমেশ্বরে তু প্রযু-  
জ্যমানে চিচ্ছক্তিরূপ্যতে ইতি স্বামিভিরপি ব্যাখ্যাত-  
মন্তি । জাতকৌতুকো মুনি-মূলদৃষ্টো বিস্মিতোহভূৎ ।  
কাণ্ডব্যাহস্তাবস্তাদৃশেষপি বহুশ্চৈব সম্ভবতি তং বিনাহপি  
মধ্যমাকারে তস্মিন্ সৰ্বব্যাপকত্বমপূৰ্ব্বমিতি তস্যাপি  
বিস্ময়ে হেতু নান্যথেনি স্পষ্টমেব যথোক্তং জ্ঞেয়ং ॥ ৫ ॥  
অনেন সৰ্বতঃ পাণিপাদস্তদিতি তাদৃশ্যাং শ্রীমূর্ত্যামেব  
ব্যাখ্যাতং ভবতি । অতএব স্বস্থানতোহপি পরমোভয়-

মনকাদি ঋষিগণের বৈকুণ্ঠ গমন বিষয়ে যোগমায়া শব্দ  
প্রয়োগ করিয়াছেন, পরমেশ্বরে প্রয়োগ করা হইলে ঐ  
যোগমায়াকে চিচ্ছক্তি ( জ্ঞান শক্তি ) বলা যায়, শ্রীধরস্বামির  
টীকায় এই রূপ লিখিত আছে ॥

জাতকৌতুক মুনি নারদ বারম্বার দর্শন করিয়া বিস্মিত  
হইয়াছিলেন । নারদ সদৃশ অনেক ব্যক্তিতেই কাণ্ডব্যাহ সম্ভব  
হয় কিন্তু কাণ্ডব্যাহ ব্যতিরেকেও শ্রীকৃষ্ণের সেই মধ্যমাকারে  
যে সৰ্বব্যাপকত্ব ইহা শ্রীনারদেরও আশ্চর্য্যের প্রতি কারণ  
হইয়াছিল, অন্য প্রকার নহে । এই যাহা কথিত হইয়াছে  
তাহা স্পষ্টই জানিতে হইবে ॥ ৫ ॥

অপর সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই চরণ ইত্যাদি  
বচন দ্বারা ঐ প্রকার শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।  
অতএব সকল স্থানেই পরমেশ্বরের উভয় রূপ । তত্ত্ববাদি-



লিঙ্গং সর্বত্র হীতি সূত্রং তদ্বাদিভিরেবং যোজিতং ।  
 স্থানাপেক্ষাপি পরমাত্মনো ন ভিন্নং রূপং হি ষষ্ঠাত্ত-  
 দ্রুপং সর্বত্রৈব সর্বভূতেষু তমেব ব্রহ্মত্যাচক্ষত ইতি  
 শ্রুতেঃ ॥

এক এব পরোবিষ্ণুঃ সর্বত্রাপি ন সংশয়ঃ ।

ঐশ্বর্যম্ভূতমেকঞ্চ সূর্য্যবচ্ছদেয়ত ইতি মাৎস্য্যে ॥

প্রতি দৃশ্যমিব নৈকধার্ম্মিকং

সমধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহ ইতি শ্রীভাগবতাদেব ॥

গণ এই সূত্রকে এই প্রকারেই যোজনা করিয়াছেন। অর্থাৎ  
 স্থান অপেক্ষা করিয়া ও পরমাত্মার রূপ ভিন্ন হয় না যেহেতু  
 ঐ রূপেই সকল ভূতে অবস্থিত। কারণ তাঁহাকেই ব্রহ্ম  
 বলে এই শ্রুতি আছে ॥

অপিচ মাৎস্য্য পুরাণে বলিয়াছেন ॥

এক পরম ব্রহ্ম বিষ্ণু সকল স্থানেই অবস্থিত আছেন  
 ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ বিষ্ণু এক রূপ হইলেও ঐশ্বর্য্য  
 সূর্য্যের ন্যায় বহু প্রকারের প্রতীত হইয়া থাকেন ॥

শ্রীভাগবতেও বর্ণিয়াছেন, যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেক  
 দৃষ্টিতে অনেকাধিক রূপে প্রকাশমান হন, তাহার ন্যায় ইনিও  
 অধিষ্ঠান ভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, যাহা হউক  
 আশ্রয় হইাকে প্রাপ্ত হইলাম, ইহার দর্শনে আগার মোহ ও

এবং ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাদিত্যন্তস্য অপি  
চৈবমেকম্ ইত্যন্তস্য চ সূত্রস্য ব্যাখ্যানং তদ্বার্ষ্যে  
দৃশ্যং ॥ ১০ ॥ ৬৯ ॥ শ্রীশ্লোকঃ ॥ ৬ ॥

তথাচ । তমিমমহমঙ্গমিত্যাदि ॥ ৪৫ ॥

ভেদ জ্ঞান নিগারণ হইল ॥

এই প্রকার, “ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাং”  
তথা “অপিচৈবমেকে” ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয়  
পাদের একাদশ ও দ্বাদশ এই দুই সূত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যে  
দেখিতে হইবে ॥ ৬ ॥

এ প্রকারই প্রথম স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে ভীষ্ম  
মহাশয়ও কহিয়াছেন ॥

“তমিমমহমঙ্গং শরীরভাজাং

হৃদি হৃদি দিষ্ঠিতমাত্মকলিতানাং ।

প্রতি দৃশ্যমিব নৈকধার্কমেকং

সমদ্বিগতোহস্মি বিদুতভেদমোহিঃ” ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ অর্থাৎ ইহাঁর জ্ঞান নাই অর্থাৎ স্বয়ং  
অনির্জিত প্রাণিদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে অদিষ্ঠিত আর্ছম,  
যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেক দৃষ্টিতে অনেকধা রূপে প্রকাশ-  
মান হন, তাহার ন্যায়, ইনিও অদিষ্ঠিত ভেদে বহুরূপে  
প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, যাহা হইক আমি ইহাঁকে প্রাপ্ত  
হইলাম, ইহাঁর দর্শনে আমার মোহ ও ভেদ জ্ঞান নিবারণ

তমিমমগ্র ১০-বিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং ব্যাক্ত্যন্তর্যামি রূপেণ  
 নিজাংশেন শরীরভাজাং হৃদি হৃদ-ধর্তি-ং । কেচিৎ স্ব-  
 দেহান্তহৃদয়াব-াণে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমিত্যন্ত-  
 দিশা তত্তদ্রূপেণ ভিন্ন মূর্তিঃ সমস্তমাপ একমভিন্নমূর্তিমেব  
 সমধিগতোহস্মি । অয়ং পরম মোহন বিগ্রহ এব ব্যাপকঃ  
 স্বাস্তভূতেন নিজাকার বিশেষেণান্তর্যামিতয়া তত্র তত্র  
 স্মরতীতি বিজ্ঞাতবানস্মি । যতোহং বিধুভেদ-  
 মোহঃ । অসৌব রূপয়া দূরীকৃতো ভেদমোহঃ ভগবদ্বি-

হইল ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য । যিনি শরীরধারিণির প্রতি হৃদয়ে স্বীয়  
 অংশ রূপ ব্যাক্ত্যন্তর্যামি স্বরূপে অবাস্থত, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ  
 আমার অগ্রেই উপবিষ্ট আছেন ॥

২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে “কতকগুলি লোকে স্ব-  
 স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়রূপ অবকাশ আছে তাহাতে  
 বাসকারি প্রাদেশ মাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ  
 করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন । এই দৃশ্যদর্শন দ্বারা  
 সেই সেই ভিন্ন মূর্তির ন্যায় বাস করিয়াও যিনি এক অর্থাৎ  
 অভিন্ন মূর্তি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলাম, অর্থাৎ এই পরম  
 মোহন শ্রীমূর্তিই ব্যাপক, ইনি স্বীয় অংশবিশেষ অন্তর্যামি  
 রূপে সেই সেই হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহাই জানিতে  
 পারিলাম । যেহেতু আমার ভেদ মোহ নিবারণ হইল ।

এইস্যা ব্যাপকত্বাসম্ভাবনাজনিত তন্মানিত্ব জ্ঞান লক্ষণে  
মোহো যন্ত তথা ভূতোহহং । তেষু ব্যাপকত্বে হেতুঃ ।  
আত্মকল্পিতানাং আত্মশ্বেদাবিষ্ঠানে প্রাচুক্ষুতানাং অত্র  
দৃষ্টান্তং প্রতিদৃশমিতি । প্রাণিনাং নানা দেশ স্থিতানাম-  
বলোকনং প্রতি যথৈক এবাকৌবক্ষকুড্যাভ্যুপরিগতত্বেন  
তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সম্পূর্ণত্বেন সব্যবধানস্তসংপূর্ণ-  
ত্বেনানেকধা দৃশ্যতে তথৈক্যং । দৃষ্টান্তো হমসেকস্যৈব  
তত্র তত্রোদয় ইত্যেতন্মাত্রাংশে । বস্তুত্বস্ত্রীভগবদ্বি-

অর্থাৎ ভগবদ্বিগ্রহের ব্যাপকত্ব বিষয়ে অসম্ভাবনা জনিত  
তদীয় নানাত্ব রূপ যে আবার মোহ নাহা ইহাঁরই রূপায় দূরী-  
কৃত হইল ॥

সেই সকলে ব্যাপকত্বের প্রতি কারণ এই যে, আত্ম  
কল্পিত অর্থাৎ আত্ম স্বরূপ আধারে প্রকাশিত প্রাণিসমূহের ।  
এস্থলে দৃষ্টান্ত এই যে “প্রতিদৃশং” অর্থাৎ নানা দেশস্থিত  
প্রাণি সমূহের দর্শনের প্রতি যেমন এক সূর্য্য বক্ষ প্রাচীরাদির  
উপরে অবস্থিত হইয়াও, তাহাতে আবার কোন স্থানে সম্পূর্ণ  
রূপে অব্যবধান, কোথাও বা অসম্পূর্ণরূপে সব্যবধান হইয়া  
অনেক প্রকারে প্রকাশমান হইয়, তদ্রূপ এই শ্রীকৃষ্ণ হইয়া-  
ছেন । সূর্য্যের সহিত এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইব তাহা এক-  
রই সেই সেই স্থানে উদয় এই মাত্র অংশে জ্ঞানিতে হইবে ।  
বস্তুতঃ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা শ্রীভগবদ্বিগ্রহ একরূপে প্রকাশ

গ্রহোহচিস্ত্যশক্ত্যা ভাসতে । সূর্যাস্ত দূরস্থ বিস্তীর্ণাত্মতা  
স্বভাবেনেতি বিশেষঃ ॥ ৭ ॥

অথবা তং পূর্ববর্ণিত স্বরূপমিমমগ্রত এবোপবিষ্টং শরীর  
ভাজাং হৃদি হৃদি সন্তম'প সমধিগতোহস্মি । যদ্যপি অন্ত-  
র্যামি রূপমেতস্মাদ্রূপাদন্যাকারং তথাপ্যেতদ্রূপমেবা ধুনা  
ভজ্য তত্র গচ্ছামি । সর্বতো মহাপ্রভাবশ্চৈতন্য রূপাত্মা-  
গ্রতোহন্যরূপ স্ফুরণশক্তে রিতি ভাবঃ । অত্র দৃষ্টান্তো  
দেশভেদেহপ্যভেদ বোধনায় জ্ঞেয়ঃ নতু পূর্ণাপূর্ণত্ব বিব-  
ক্ষ্যমৈ ॥ ৮ ॥

পান, কিন্তু সূর্য্য দূরস্থ অতিবিস্তীর্ণ স্বরূপ স্বভাব হেতু প্রকাশ  
পাইয়া থাকেন এই ছুইয়ে এই মাত্র প্রভেদ ॥ ৭ ॥

অথবা সেই পূর্বে বর্ণিত এই স্ত্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শরীরধারি-  
দিগের প্রত্যেক হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও “ত্রিভুবন কমনং  
তমালবর্ণং” ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত স্বরূপে আমার অগ্রে  
উপবিষ্ট আছেন, আমি ইহাঁকে জানিতে পারিলাম । যদি চ  
এই রূপ হইতে অন্তর্যামি রূপ অন্য প্রকার, তথাপি আমি  
একণে সেই সেই স্থানে এই রূপ দেখিতেছি । কেননা  
সর্বতো ভাবে মহাপ্রভাব স্বরূপ এই রূপের অগ্রে অন্য রূপ  
প্রকাশ পাইতে সমর্থ হয় না । এস্থলে দেশভেদেও অভেদ  
জানাইবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে, কিন্তু পূর্ণত্ব ও  
অপূর্ণত্ব ভেদ কথনের জন্য নহে ॥ ৮ ॥

অমলিত দৃখ্যধারয়দিতি কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনো বাক্যায়  
 দৃষ্টিভিরিত্যুপক্রমোপসংহারাদিভিরত্র শ্রীবিগ্রহ এব প্রস্তু-  
 যতে ততো নেদং পদ্যং ব্রহ্মপরং ব্যাখ্যেয়ং তদেবং পরি-  
 চ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বয়োৰ্গুণপংশ্বিতে রচরং চরমেব চেত্যে  
 তদপ্যত্র সুসঙ্গচ্ছতে । অতো বিভূত্বৈহপি লীলাযাথার্থ্যং  
 সিদ্ধ্যতি ॥ ১ ॥ ৯ ॥

ভীষ্ম মহাশয় ১ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে সম্মুখ  
 স্থিত পীতাম্বরধারি চতুর্ভূজ আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অসঙ্গ মনঃ  
 ধারণ করিলেন, কিন্তু তিনি এই রূপে ধ্যানস্থ হইলেও শ্রী-  
 কৃষ্ণদর্শনার্থ তাঁহার নেত্রদ্বয় নিম্নলিত হইল না ॥

তথা ৪০ শ্লোকে ভীষ্ম এই রূপে মনঃ বাক্য এবং দৃষ্টি  
 বৃত্তি দ্বারা পরমাত্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসংযোগ করিয়া উপ-  
 রতি প্রাপ্ত হইলেন, প্রাণত্যাগ সময়ে তাঁহার নিশ্বাস বহির্ভাগে  
 নির্গত না হইয়া অন্তরেই বিলীন হইল ॥

এই আরম্ভ ও সমাপন দ্বারা এস্থলে শ্রীবিগ্রহকেই স্তব  
 করিয়াছিলেন অতএব প্রথম স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের “তমিম মহ-  
 মজং শরীরভাজং” এই ৩৯ শ্লোকে ব্রহ্মপর ব্যাখ্যাত হয়  
 নাই, অতএব এই প্রকার পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন এক  
 কালীন শ্রীভগবদ্বিগ্রহে স্থিত প্রযুক্ত “অচরং চরমেবচ” এই  
 শ্রুতি এস্থলে সুসঙ্গত হইতেছে অতএব বিভূত্বৈও লীলার  
 যাথার্থ্য সিদ্ধ হইল ॥ ৯ ॥

ভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৯ ॥

এবং তস্য নিত্যত্ব বিভূত্বৈ সাধিতৈ তথৈব ব্যাখ্যাতং  
শ্রীস্বামিভিরন্যত্রাপি ।

অনাবিরাবিরাসেয়ং নাভূতাভূদিতি ক্রবন্ ।

ব্রহ্মাভিপ্রৈতি নিত্যত্ব বিভূত্বৈ ভগবন্তনোরিতি ॥

তথাহি শ্লোকদ্বয়ং তট্টিকা চ ।

অজাতজন্মস্থিতি সংযমায়

হুণায় নির্বাণমুখার্ণবায় ।

অণোরণিম্নেহপরিগণ্যধাম্নে

উক্ত রূপ অষ্টম স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ভাবার্থ  
দীপিকায় শ্রীধরস্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা । ভগবানের  
এই শ্রীমূর্তি আবির্ভাব না হইয়াও আবির্ভাব হইয়াছেন, ইহা  
বলিয়া ব্রহ্মা ভগবানের শ্রীমূর্তি যে নিত্য ও সর্ব ব্যাপক এই  
এই অভিপ্রায়ে স্তব করিয়াছেন ॥

ইহার প্রমাণ স্বরূপ ৮ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮ । ৯ শ্লোক  
ও ঐ দুই শ্লোকের টীকা যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্ ! শ্রীমূর্তির এ আবির্ভাব মাত্র  
অস্মদাদির ন্যায় আপনকার জন্মাদি নাই, কারণ আপনকার  
জন্ম স্থিতি ও সংযম এই তিনই উৎপন্ন হয় না, তাহার হেতু  
আপনি নিগুণ, এই কারণে জ্ঞানিগণ আপনাকে নির্বাণ  
স্থলের অর্ণব বলিয়া থাকেন । পরন্তু আপনি ঐ রূপ হইলেও

মহানুভাবায় নমো নমস্তে ॥

রূপং তবৈতৎ পুরুষৰ্ষভেজ্যং

শ্রেয়োৰ্ণিভিবৈদিকতান্ত্রিকেণ ।

যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্

পশ্যাম্যমুষ্ণিরূহ বিশ্বমূর্তে ॥ ১০ ॥

ইতীদং পদ্যদ্বয়ং শ্রীমূর্তেরয়মাবির্ভাব এব নহস্মদাদি-  
বজ্জন্ম তবাস্তীত্যাহ ন জাতা জন্মাদয়ো যস্য কুতঃ অণু-

দুজ্জের্যত্ব প্রযুক্ত সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, বস্তুতঃ আপনকার  
মূর্তির ইয়ত্তা নাই । প্রভো ! আমি যাহা যাহা বলিলাম কিছুই  
অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনকার অনুভাব অচিন্ত্য অতএব  
আপনাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি ॥

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ! হে ধাতঃ ! কল্যাণার্থি পুরুষেরা  
বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা আপনকার এই মূর্তির সর্বদা  
পূজা করিয়া থাকেন । ভগবন্ ! আমরা দেবতা, পূজ্যত্ব রূপে  
প্রসিদ্ধ হইয়াছি সত্য, কিন্তু আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমা-  
দের সকলকেই অবলোকন করিতেছি, আপনকার এই মূর্তি  
ব্রহ্মাণ্ডের আধার অতএব আপনকার এই রূপ পরিচ্ছিন্ন  
নহে ॥ ১০ ॥

এই দুই শ্লোক শ্রীমূর্তির ইহা আবির্ভাব মাত্র, আমাদিগের  
ন্যায় আপনকার জন্মাদি নাই এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ।

আপনকার জন্মাদি নাই যেহেতু আপনি অণুণ অতএব



গায় অতো নির্বাণসুখম্যার্ণবায় অপারমোক্ষসুখরূপায়ে-  
 ত্যর্থঃ । তথাপি অণোরগিন্ধে অতি সূক্ষ্মায় দুজ্জানত্বাৎ  
 বস্তুতন্তু অপরিগণ্যমিয়তাভীতং ধাম মূর্তি রস্য তস্মৈ ।  
 ন চৈতদসম্ভাবিতং যতো মহান্ অচিন্ত্যানুভাবো যস্য  
 তন্মূর্তেঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্বং চোপপাদয়তি রূপমিতি ।  
 হে পুরুষর্ষভ হে ধাতঃ এতত্ত্ব রূপং বৈদিক তান্ত্রিকৈণ  
 চ যোগেন শ্রেয়োর্থিভিঃ সদা ইজ্যং পূজ্যং । অতোনেদ-  
 মিদানীমপূর্বং জাতমিতি ভাবঃ । ননু যুয়ং দেবাঃ পূজ্য-  
 ছেন প্রসিক্কাঃ সত্যং সর্বৈহপ্যত্রৈবান্তত্বা ইত্যা ই উ

নির্বাণ সুখের 'সমুদ্র' অর্থাৎ অপার মোক্ষ স্বরূপ । পরন্তু  
 আপনি ঐ রূপ হইলেও দুজ্জৈয়ত্ব প্রযুক্ত সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ।  
 বস্তুতঃ আপনকার মূর্তির ইয়ত্তা নাই । প্রভো ! আমি যাহা  
 যাহা কহিলাম কিছুই অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনি মহান্  
 অর্থাৎ আপনার অচিন্ত্য প্রভাব । ঐ মূর্তির নিত্যত্ব ও  
 অপরিমেয়ত্ব উপপন্ন করিতেছেন যথা "রূপমিতি" । হে  
 পুরুষ শ্রেষ্ঠ ! হে ধাতঃ ! আপনার এই রূপ কল্যাণার্থি  
 পুরুষ সকল বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা আপনকার এই  
 মূর্তির সর্বদা পূজা করেন । অতএব এখন এই মূর্তি অপূর্ব  
 হইয়া উৎপন্ন হয় মাই । হে ভগবন্ আমরা দেবতা পূজ্যত্ব  
 রূপে প্রসিক্ক সত্য, সকলেই এই শ্রীমূর্তিতে অন্তর্ভূত আছি

অহো । হ স্ফুটং । অমুস্মিন্ ত্বয়ি নঃ অস্মাংস্ত্রিলোকাংশ্চ  
সহ পশ্যামি, তত্র হেতুঃ বিশ্বমূর্তৌ বিশ্বং মূর্তৌ যস্য  
অতন্তুবৈতদ্রূপং পরিচ্ছিন্নমপি ন ভবতীত্যর্থ ইত্যেযা ।  
অত্র নির্বাণসুখার্ণবায়েত্যর্ণবরূপকেণ নির্বাণসুখমাত্রত্বং  
নিরস্য ততোহধিকমহাসুখত্বং দর্শিতং ॥ ১১ ॥

তদুক্তং শ্রীকৃবেণ ॥

যা নিরুতিস্তনুভূতামিত্যাदि । তথা অণোরণিন্নে ইতি

এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন । উ শব্দের অর্থ অহো । হ  
শব্দের অর্থ স্ফুট । আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমাদের  
সকলকেই দেখিতেছি । তাহাতে হেতু এই যে, আপনকার  
এই মূর্তি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, অতএব আপনকার এই মূর্তি  
পরিচ্ছিন্ন নহে । এস্থলে নির্বাণ সুখার্ণব পদের অর্থ অর্ণব  
রূপক দ্বারা নির্বাণ সুখ মাত্রকে নিরাস করিয়া তাহা হইতেও  
অধিক মহা সুখত্ব দর্শিত হইল ॥ ১১ ॥

অতএব চতুর্থ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীকৃব

কহিয়াছেন যথা ॥

“যা নিরুতি স্তনুভূতাং তব পাদপদ্ম-

ধ্যানাদ্রবজ্জনকথাস্রবণেন বা স্যাৎ ।

সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভুৎ

কিন্বন্তু কাসিনুগিতাং পততাং বিমানাং ॥”

প্রোচ্যাপরিমেয়ধান্ন ইত্যুক্তোরচিন্ত্যশক্তিত্বরূপেণ মহানু-  
ভাবত্বেন সর্বপরিমাণাধারত্বং তত্র দর্শিতমিতি বিশেষো  
ইপি জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

অথ সূক্ষ্মসূক্ষ্মাতিরিক্ততামাহ দ্বাভ্যাং ।

স বৈ ন দেবানুরমত্যতির্য্যাক্

হে নাথ ! আপনকার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনকার  
ভক্ত জনের কথা শ্রবণে দেহধারি ব্যক্তিদিগের যে নির্যুতি  
হয় আনন্দ রূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও সে সুখ লাভ হয় না,  
ইহাতে যে সকল লোক অন্তকের কাল রূপ অসি দ্বারা  
কর্ত্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে তাহাদের কথা কি ?  
অর্থাৎ ঐ সকল লোকের ঐ রূপ নির্যুতি লাভ সম্ভাবনা নাই,  
ইহা বলা বাহুল্য মাত্র ॥

তথা পূর্বোক্ত ৮ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে “অণো  
রগিন্বে” এই উল্লেখ করিয়া “অপরিমেয় ধান্নঃ” এই উক্তি  
হেতু অচিন্ত্য শক্তিত্বরূপে অর্থাৎ মহানুভবত্ব রূপে সকল  
পরিমাণের আধারত্ব সেই স্থানে দেখান হইয়াছে, এই মাত্র  
বিশেষ জানিতে হইবে ॥ ১২ ॥

অনন্তর ৮ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ২৪ ও ৩০ এই দুই  
শ্লোকে শ্রীভগবন্মূর্ত্তির সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে অতিরিক্ততা  
কহিতেছেন যথা ॥

তিনি দেব নহেন, দানব নহেন, তির্য্যাক্ (পশু পক্ষী)

ন স্ত্রী ন যশো ন পুমান্জন্তুঃ ।

নায়ং গুণঃ কস্মি ন সমচাস-

মিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ ॥

এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিত নির্বিশেষঃ

ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ ।

নৈতে যদোপসম্পূর্ণিখিণাত্মকত্বা-

তত্ৰাখিলামরময়ো হরিরাবিরাগীৎ ॥ ৪৬ ॥

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা ইত্যাদি প্রাক্তন পদ্যদ্বয়েন যস্মাৎ

নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন এবং লিঙ্গ  
ত্রয় শূন্য প্রাণিমাাত্রও নহেন । অপর গুণ নহেন, কস্মি নহেন  
সং নহেন, অসং নহেন, সকল পদার্থের নিষেধ অবধিক্ত  
রূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তিনি, পরন্তু মায়া দ্বারা  
অশেষাত্মা হইয়া থাকেন, সেই ভগবান্ আমার মোচনার্থ  
আশু আবির্ভূত হউন ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! সেই গজেন্দ্র মূর্তি ভেদ  
না করিয়া পরমাত্ম বর্ণন করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ  
ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্যভিমানী, একারণ যখন ঐ গজেন্দ্রের মোচনার্থ  
নিকটে গমন না করিলেন, তখন অখিলের আত্মা এতদুক্ত  
সর্বদেবময় ভগবান্ হরি স্ময়ং আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

ইহারইপূর্ব বর্তি ২২ ! ২৩ শ্লোকে যথা ॥

“যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাচ্চরাচরাঃ ।

সর্ষিকারণত্বং ব্যঞ্জিতং তস্মাদ্‌দেবাদীনাং মধ্যে কোপি ন  
ভবতি । বৈলক্ষণ্যং চ সাত্ত্বিকত্বভৌতিকত্বাদিহীনতৈব  
স্রীহপুরুষত্বহীনতাচ প্রাকৃততত্ত্বকর্মরাহিত্যং । অত

নামরূপবিভেদেন ফল্যাচ কলয়া কৃতাঃ ॥

যথার্চিষো হ্মণেঃ সবিহু গভস্তয়ো

নির্যাস্তি সংযান্ত্যসকুং স্বরোচিষঃ ।

তথা যতোহয়ং গুণসংপ্রবাহো

বুদ্ধিগনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥

শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য ।

যাঁহার অত্যল্প অংশে সমস্ত বেদ, ব্রহ্মাদি দেব এবং  
চরাচর লোক সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ বিশিষ্ট হইয়া বির-  
চিত হইয়াছে ॥

অপর যেমন অগ্নি হইতে শিখা ও সূর্য্য হইতে কিরণ  
সমূহ উদ্গত হইয়া তাহাতেই লীন হয়, তেমনি যাঁহা হইতে  
গুণ প্রবাহ অর্থাৎ বুদ্ধি, মন এবং শরীর সকল নির্গত ও  
যাহাতে বিলীন হইতেছে ॥

এই দুই শ্লোক দ্বারা যখন শ্রীভগবানের সর্ষি কারণত্ব  
প্রকাশিত হইল, তখন তিনি দেবগণের মধ্যে কেহই নহেন  
সাত্ত্বিক ও ভৌতিকাদি না থাকাই তাঁহার বৈলক্ষণ্য । আর  
স্রীহ ও পুরুষত্ব হীনতাই তাঁহার প্রাকৃত তত্ত্বকর্ম রাহিত্য ।  
অতএব তিনি যখন নপুংসক নহেন এই যে উক্ত হইয়াছে

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

—••••—

শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ-জীবগোস্বামিপ্রণীতঃ

—

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানুদিতঃ

—

শ্রীরামবিহারিসাঙ্ঘ্যতীর্থেন

সংগৃহীতঃ অনুদিতঃ সংশোধিতঃ ।

—

শ্রীরামদেবমিশ্রেন—

প্রকাশিতঃ ।

দ্বিতীয়সংস্করণ—

—

মুর্শিদাবাদ ;

ছবিভক্তিপ্রদারিনী সভা—বহরমপুর-রাধারমণযন্ত্রে

শ্রীব্রজনাথমিশ্র-প্রিন্টারেণ

মুদ্রিতং ।

—

সন ১৩২৬ সালে । আষাঢ়ে ।



এব ন যত্ত্ব ইত্যুক্তং । তস্মায় কোহপি জন্তুঃ কারণভূতঃ  
 মহাদিগুণঃ পুণ্যপাপলক্ষণং কৰ্ম্ম চ নেত্যাহ নায়ং গুণঃ  
 কৰ্ম্মেতি তয়োৱপি প্রবর্তকত্বাদিত্যি ভাবঃ । কিং বহুনা ।  
 যদত্র সৎ স্থূলং অসৎ সূক্ষ্মং তদেকমপি ন ভবতি স্ব  
 প্রকাশরূপত্বাদিত্যি ভাবঃ । কিন্তু সৰ্ব্বস্য নিষেধে অব  
 ধিহেন শিষ্যত ইতি নিষেধশেষঃ । মায়ায়া তত্ত্বদশেষা  
 ত্বকশ্চ । জয়তাং মহিমোক্ষণায়াবিৰ্ভবত্বিত্তি ॥ ১৩ ॥

টীকাচ ॥

এবমুপবর্ণিতং নির্দিশেষঃ দেবাদিরূপং বিনা পরং তত্ত্বং

তখন তিনি লিঙ্গত্রয়শূন্য প্রাণিমাত্র নহেন, অপর তিনি  
 কারণ স্বরূপ মহাদি গুণ বা পুণ্য পাপ স্বরূপ কৰ্ম্ম এ সকল  
 কিছুই নহেন এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন । “নায়ং গুণঃ  
 কৰ্ম্ম” অর্থাৎ তিনি গুণ নহেন, কৰ্ম্ম নহেন কিন্তু তিনি ঐ  
 দুইয়েরই প্রবর্তক । আর অধিক কি বলিল, তিনি সৎ অসৎ  
 অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম এই দুইয়ের মধ্যে একটীও নহেন, অতএব  
 তিনি স্বপ্রকাশ । অপর সকল পদার্থের নিষেধে যাহা অবধি  
 রূপে অবশেষ থাকে তাহাই তিনি । পরন্তু তিনি মায়া দ্বারা  
 অশেষাভা হইয়া থাকেন । অতএব তাঁহার জয় হউক ॥ ১৩ ॥

৩০ শ্লোকের শ্রীধরস্বামির টীকার ব্যাখ্যায় যথা ॥

“এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্দিশেষঃ” গজেন্দ্র এই প্রকারে



যেন তং গজেন্দ্রং বিবিধলিঙ্গভিমানাঃ-বিবিধা চাসৌ  
 লিঙ্গভিদা দেবাদিরূপভেদশ্চ তস্যামভিমানো যেষাং  
 অতএব তে ব্রহ্মাদয়ো যদা নোপজন্মুঃ তত্র তদা নিখিলা-  
 অকত্বাৎ নিখিলানাং তেষাং পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ তদ্বি-  
 লক্ষণো মায়ায়া অশেষাত্মকত্বাদখিলামরময়ো হরিরাবি-  
 রাসীদিতি । এবমাবির্ভাবং প্রার্থয়মানে শ্রীগজেন্দ্রে যদ্ভ-  
 পেণাবিভূতং তং খলু তদেব ভবিভুমহহ'তীতি সাধুক্তং  
 শূন্যসূক্ষ্মবস্তুতিরিক্ততচ্ছ্রীবিগ্রহ ইতি । অন্যথা ত্বপানি-  
 পাদরূপত্বেনৈব তচ্চৈতস্যাবিভূতং তদ্বিদধাৎ । তদুক্তং

দেবাদিরূপ ব্যতিরেকে পরতত্ত্ব বর্ণন করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি  
 দেবগণ বিবিধ মূর্ত্যভিমানী একারণ যখন ঐ গজেন্দ্রের মোচ-  
 নার্থ নিকটে আগমন না করিলেন, তখন অখিলের আত্মা  
 অর্থাৎ সেই সকলের পরমাত্ম স্বরূপ এবং সেই সকল  
 হইতে বিলক্ষণ ও মায়া দ্বারা অশেষরূপ প্রযুক্ত সর্বদেবরূপ হরি  
 আবিভূত হইলেন । যাহা হউক, গজেন্দ্র এই প্রকার আবি-  
 র্ভাব প্রার্থনা করিলে ভগবান্ যে রূপে আবিভূত হইয়াছিলেন  
 নিশ্চয় সেই রূপই আবির্ভাবযোগ্য । যাহা হউক উত্তম বলা  
 হইয়াছে । অতএব শ্রীভগবদ্বিগ্রহ শূন্য সূক্ষ্ম বস্তু হইতে অতি-  
 রিক্ত । তাহা না হইলে হস্তপাদ শূন্য রূপ দ্বারাই সেই রূপ  
 আবির্ভাব করিয়া গজেন্দ্রকে মোচন করিতেন ॥

সেচ্ছা ময়স্যেতি । শ্লোকদ্বয়মিদং ব্যবহিতমপ্যর্থেনাব্যব-

অতএব ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে উক্ত

হইয়াছে যথা ॥

“অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য

সেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোহপি ।

নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ

সাক্ষাৎতৈব কিমুতান্নস্থখানুভূতেঃ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন ভগবান্ ! আমি আপনার স্তব করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে এরূপ স্বরূপানুবাদ করিতেছি ইহার কারণ আছে । হে দেব ! স্থলভূত রূপে প্রকাশিত আপনার এই যে বপুঃ অর্থাৎ অবতার, ইহারও মহিমা নিরুদ্ভব মনের দ্বারাও অবগত হইতে আমি সমর্থ হইলাম না কিম্বা অন্যেও জানিতে পারিবে না, হে ভগবন্ ! আমি আপনার এই অবতারকে স্থলভ বলিতেছি কেন, ইহা হইতে আমার মহৎ অনুগ্রহ লাভ হইল, আর এই রূপ ভক্তজনের যথা যথা ইচ্ছা, তত্তদ্রূপ হয়, কিন্তু হে দেব ! অন্যান্য মূর্তির ন্যায় ইহা ভূতময় নহে, এরূপ অচিন্ত্য ও শুদ্ধনিত্যময় । প্রভো ! যখন এই রূপেরই মহিমা জানা যায় না তখন কেবল আনুভূতানুভবমাত্র স্বরূপ গুণাতীত অবতারী যে আপনি আপনার প্রকৃত মহিমা অবগত হইতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে ? । অপর মূল শ্লোকে “ননু ভূতময়স্য” এই পাঠ সঙ্গত হইলে তাহার অর্থ এই যখন ভূতময় বিরাট্ রূপি আপ-

হিতত্বাৎ যুগলতয়োদধে ॥ ৮ ॥ ৩ ॥

প্রথমং পদ্যং গজেন্দ্রঃ শ্রীহরিং । দ্বিতীয়ঃ শ্রীশুকঃ ॥ ১৪ ॥\*

অথ প্রত্যগ্রূপত্বমপ্যাহ ॥

স ত্বং কথং মম বিভোহক্ষপথঃ পরাত্মা

যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশানলহুদ্বিভাব্যঃ ।

নার অর্থাৎ আপনার নিয়ম্য বিরাট্ বপুর মহিমা অবগত হইতে কেহ সমর্থ হয় না, তখন অসাধারণ নিয়ম্য নিয়ন্তৃত্ব ভেদরহিত উক্ত স্বরূপ আপনার মহিমা জানিতে কে সমর্থ হইবে ? ॥

উল্লিখিত ৮ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২৪ এবং ৩০ এই দুইটা শ্লোক পরস্পর দূরবর্তী হইলেও অর্থদ্বারা সম্বন্ধিত হইয়াছে একারণ যুগ্ম রূপে উদ্ধৃত হইল ॥

প্রথম শ্লোক গজেন্দ্র শ্রীহরিকে স্তব করিয়াছে । দ্বিতীয় শ্লোক শ্রীশুকদেব পরাক্ষিকে বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ \* ॥

অনন্তর প্রত্যক্ ( সর্বান্তর্ধ্যামি ) রূপ কহিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধে ৬৪ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে যথা ॥

নৃগ কহিলেন হে বিভো ! আপনি পরমাত্মা, আপনি উপ-নিষৎ রূপ চক্ষু দ্বারা যোগেশ্বরদিগের নিঃশূল হৃদয়ে বিভাব্য অতএব কি আশ্চর্য্য ভাগ্য । আপনি আমার নয়ন গোচর হই-য়াছেন, আপনি সাক্ষাৎ অধোক্ষজ, যে বস্তুর সংসারবন্ধন মোচন হইবে তাহারই আপনি দৃশ্য হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত

সাক্ষাদধোক্ক্ষজ উরুব্যসনাক্ষবুদ্ধেঃ

স্যাণ্মেহরুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকাচ ॥

হে বিভো স ত্বং মমাক্ষপথঃ লোচনগোচরঃ সন্ কথং  
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষোহসীত্যর্থঃ । কিমত্রাশ্চর্য্যং তদাহ পর-  
মাত্মা অতএব যোগেশ্বরৈপি শ্রুতিদৃশা অমলে হৃদি বিভা  
ব্যশ্চিন্ত্যঃ যতোহধোক্ক্ষজঃ । অক্ক্ষজমৈন্দ্রিয়কং জ্ঞানং তৎ  
অধঃ অর্কবাগেব যস্য সঃ যস্য হি ভবাপবর্গো ভবেৎ তস্য  
ভবানুরূদৃশ্যঃ স্যাৎ । উরু ব্যসনেন কুকলাশভবদুঃখে-

কুকলাশ ভব দুঃখে অন্ধ যে আমি, আমার নিকটে আপনি  
দৃশ্য হইলেন ॥ ৪৭ ॥

ইহার টীকা এই যে, হে বিভো ! আপনি আমার অক্ষপথ  
অর্থাৎ নয়নগোচর হইয়া কি প্রকারে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হই-  
লেন । যদি বলেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? । ইহার উত্তর এই ।  
আপনি পরমাত্মা অতএব উপনিষৎ রূপ চক্ষুর্দ্বারা যোগেশ্বর-  
দিগের নির্মল হৃদয়ে বিভাণ্য অর্থাৎ যোগেশ্বরগণ স্ব স্ব বিমল  
হৃদয়ে আপনাকে চিন্তা করিয়া থাকেন, যে হেতু আপনি অধো-  
ক্ক্ষজ একারণ ইন্দ্রিয়জন্য যে জ্ঞান তাহা আপনার অধঃ অর্থাৎ  
অর্কবাক্ হইয়াছে । যে ব্যক্তির সংসারবন্ধন মোচন হইবে  
তাহারই আপনি দৃশ্য হইয়া থাকেন কিন্তু কুকলাশজন্ম-জনিত  
দুঃখে অন্ধবুদ্ধি যে আমি, আমার সম্বন্ধে আপনার এই যে

নাক্ষবুদ্ধেস্তু মম এতচ্চিত্রমিত্যর্থ ইত্যেবা ॥ ১ ॥

দর্শনে কারণস্তু ক্তং নারায়ণাধ্যাত্ম্যে ॥

নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবান্নীক্ষাতে নিজশক্তিতঃ ।

স্বামুতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুমিতি ॥

তাদৃশশক্তেরপ্যল্লাসে তৎকৃপৈব কারণং ॥

তদুক্তং শ্রুতৌ ॥

ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য যমেবৈষ বর্ণুতে তেন লভ্য-  
স্তস্মৈষ আত্মা বিরণুতে তনুং স্বামিতি ॥

এবমেব মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে । নারদং প্রতি শ্রীশ্বেত-

দর্শন ইহা অতি আশ্চর্য্য ॥ ১ ॥

নারায়ণাধ্যাত্ম্যে দর্শনের কারণ কথিত হইয়াছে যথা ॥

ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও নিজশক্তি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া  
থাকেন, সেই শক্তি ব্যতিরেকে অপরিমেয় সর্ব্ব সমর্থ পর-  
মাত্মাকে কে দেখি ত পায় ? । ঐ প্রকার শক্তির প্রকাশে  
তাহার কৃপাই কারণ ॥

এই বিষয় শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যথা ॥

চক্ষুর্বারা কোন ব্যক্তি ইহার রূপ দেখিতে পায় না,  
ইনি যাহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইহাকে লাভ করেন ।  
এই আত্মা তাহাকেই স্থায় মূর্ত্তি দর্শন দেন ॥

এই প্রকারই মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে নারদের প্রতি

দ্বীপপতিনোক্তং ॥

এতদ্বয়া ন বিদ্যেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে ।

ইচ্ছনুহুর্ভানশ্যোহয়মীশোহহং জগতোগুরুঃ ॥

যথাহন্যোরূপবানিতি হেতোদৃশ্যেত তথাহয়মপীত্যেতং  
দ্বয়া ন দ্যেয়ং ততশ্চ স্বস্য রূপিত্বেহপ্যদৃশ্যত্বমুক্ত । নিজ-  
রূপস্যাপ্রকৃতত্বমেব দর্শিতং । তদর্শনেচ পরমরূপামষ্য  
কুষ্ঠা মমেচ্ছৈব কারণমিত্যাহ ইচ্ছন্বিতি । নশ্যেয়ং অদৃ-  
শ্যতামাপদ্যেয়ং । অত্র স্বাতন্ত্র্যং জগদ্বিলক্ষণত্বঞ্চ হেতুমাহ

শ্রীশ্বেতদ্বীপপতির বাক্য ॥

হে নারদ ! যেমন অন্য রূপবান্ এই কারণে দৃষ্ট হয়,  
তাহার ন্যায় আমি ইহা বলিয়া তুমি আগার এরূপ জানিতে  
পারি বা না, আমি স্বেচ্ছাধীন তোমাকে দর্শন দিলাম, ইহা  
মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইবে, যে যে হেতু আমি জগতের ঈশ্বর ও  
গুরু ॥

তাৎপর্য্য । যেমন অন্য রূপবান্ এই হেতু দৃষ্ট হয় তাহার  
ন্যায় আমিও রূপবান্, ইহা বলিয়া তুমি আমাকে জানিতে  
পারিবা না । অতএব আপনার রূপবিশিষ্টত্বেও অদৃশ্যত্ব  
কহিয়া স্বীয় রূপের অপ্রাকৃতত্ব দেখান হইল । হে নারদ !  
আমি যে তোমাকে আমার রূপ দেখাইলাম তদ্বিষয়ে আমার  
রূপাময়ী অকুষ্ঠা ইচ্ছাই কারণ জানি বা এই অভিপ্রায়ে কহি-  
লেন “ইচ্ছন্বিতি” । “নশ্যেয়ং” ইহার অর্থ এই যে অদৃশ্যত্ব

ঈশ ইত্যাদি তথাপি মাং সৰ্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং যৎ পশ্যসি  
তদযুক্তেন যৎ প্রত্যোষি এষা মায়া ময়ৈব সৃষ্টা সম মায়া-  
য়ৈব তথা ভানমিত্যর্থঃ । তস্মান্নৈবমিত্যাदि । মায়াহত্র  
প্রতারণাশক্তিঃ । স্যাৎ কৃপাদম্ভয়োর্মীয়েতি বিশ্ব-  
প্রকাশঃ ॥ ২ ॥

তথাচ তত্রৈব ক্রীতীস্ববচনং ।

প্রীতস্ততোহিস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ ।

সাক্ষাৎ দর্শয়ামাস সোহদৃশ্যোহনেন কেনচিদिति ॥

তং উপরিচরং বহুং প্রতি স্বাত্মানমিতি শেষঃ ।

প্রাপ্ত হয় । তদ্বিষয়ে আপনার স্বাধীনত্ব এবং জগৎ হইতে ভিন্নত্ব  
হেতু কহিতেছেন আমি জগতের ঈশ্বর ইত্যাদি । তথাপি  
আমাকে সৰ্ব্বভূতের গুণবিশিষ্ট রূপে যে দেখিতেছ অর্থাৎ  
তদযুক্ত বলিয়া যে বোধ করিতেছ আমিই এই মায়া সৃষ্টি  
করিয়াছি অর্থাৎ আগার মায়া দ্বারাই ঐ রূপ প্রতীত হই-  
য়াছে । অতএব এই প্রকার নয় ইত্যাদি । এস্থলে মায়া শব্দে  
প্রতারণাকারিণী শক্তি, মায়া শব্দে কৃপা ও দম্ভ বিশ্বপ্রকাশ  
অভিধানে এই উল্লেখ আছে ॥ ২ ॥

ঐ নারায়ণীয়েও উক্ত প্রকারেই ভীষ্মের বাক্য যথা ॥

অতএব ভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ সেই রূপ  
দর্শন করাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি অন্য কাহারও দৃশ্য হয়েন  
না ॥

“তং” শব্দে উপরিচর বহুর প্রতি আপনার মূর্তিদর্শন

তদগ্ৰে চ বস্মাদিবাধ্যং ॥

ন শক্যং স ত্বয়া দ্ৰষ্টুমস্মাভিৰ্বা বৃহস্পতে ।

যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্ৰষ্টুমহতীতি ॥

তদেবং শ্রুতাবপ্যাদৃশ্যত্বাদয়ো ধৰ্ম্মাঃ শ্রীবিগ্রহৈর্মৈব  
উক্তাঃ ॥ ১০ ॥ ৬৪ ॥

নৃগঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৩ ॥

অতএব তত্র প্রকৃতানি রূপাদীনি বিপ্রতিপদ্যান্যানি  
সংপ্রতিপদ্যন্তে ॥

ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কৰ্ম বা

দিয়াছিলেন । ইহাই তাৎপর্য্য ॥

ঐ গ্রন্থেরই কিঞ্চিৎ অগ্ৰেও বস্তুপ্রভৃতির বাক্য যথা ॥

হে বৃহস্পতে ! তুমি এবং আমরা কেহই সেই ভগবান্কে  
দর্শন করিতে সমর্থ হই না, তিনি যাঁহার প্রতি প্রশন্ন হয়েন  
তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান ॥

সেই হেতু এই প্রকার শ্রুতিতেও শ্রীবিগ্রহের দৃশ্যত্ব  
প্রভৃতি ধৰ্ম্ম কথিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অতএব ঐ শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত রূপাদির বিরোধসকল  
সম্প্রতি প্রতিপন্ন করিতেছি ॥

৮ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে যথা ॥

যাঁহার জন্ম নাই, কৰ্ম নাই, নাম রূপ নাই, গুণ দোষ  
নাই, তথাপি লোকের উৎপত্তি ও বিনাশ নিমিত্ত যিনি নিজ



ন নামরূপে গুণদোষ এব বা ।

তথাপি লোকাপ্যয়সংভবায় যঃ

স্বমায়য়া তান্যনুকালমুচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥

অয়মর্থঃ । অবস্থান্তরপ্রাপ্তিবি'কারঃ । তত্র প্রথমো  
বিকারো জন্মেতি অপূর্ণস্য নিজপূর্ত্যর্থ্য চেষ্টা কশ্মেতি ।  
মনোগ্রাহস্য বস্তুনো ব্যবহারার্থং কেনাপি শক্কেতিতো  
শব্দো নামেতি । চক্ষুষা গ্রাহ্যো গুণো রূপমিতি । সত্ত্বাদি  
প্রাকৃতগুণনিদানো দ্রব্যস্যোৎকর্ষহেতুধর্ম্যাবিশেষো গুণ  
ইতি প্রকৃতিজ্ঞে লোকে দৃশ্যতে । যস্য তু সর্বদা স্বরূপ  
স্বাত্মাৎ পূর্ণত্বাৎ মনসোহপ্যগোচরত্বাৎ প্রকৃত্যতীতত্বাৎ-

মায়া দ্বারা সময়ে সময়ে ঐ সকল জন্মাদি স্বীকার করিয়া-  
থাকেন, আমি সেই ভগবান্কে নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥

ইহার অর্থ এই—

অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম বিকার । তন্মধ্যে প্রথম বিকার  
জন্ম । অপূর্ণের স্বীয় পূরণ জন্য যে চেষ্টা তাহার নাম কশ্ম ।  
মনের গ্রহণীয় বস্তুর ব্যবহার নিমিত্ত কাহারও কর্তৃক যে  
সঙ্কেতিত শব্দ তাহাকে নাম বলে । চক্ষু দ্বারা যে গুণ গ্রহ-  
ণীয় হয় তাহার নাম রূপ । সত্ত্বাদি প্রাকৃত গুণের মূল কারণ  
স্বরূপ দ্রব্যের উৎকর্ষ হেতু যে ধর্ম্য বিশেষ তাহার নাম গুণ,  
ইহাই প্রাকৃত লোকে দৃশ্য হয় ।

পরন্তু যিনি সর্বদা স্বীয় রূপে স্থিত, পূর্ণ ও মনেরও

তানি ন বিদ্যন্তে । তথাপি যস্তানি ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি  
তস্মৈ নম ইত্যন্তরঙ্গোকস্বেনাশ্রয়ঃ ॥ ৪ ॥

অতএব শ্রুত্যাপি । নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্তুমিত্যাদৌ  
অশকমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদৌচ তন্নিষিধ্যাপি সর্বকর্মা  
সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরস ইত্যাদৌ বিধীয়তে । গুণ-  
দোষ ইতি অপরমার্থত্বাদ্ গুণ এব দোষ ইত্যর্থঃ । ততো  
রূঢ়দোষস্তু সর্বথা ন সম্ভবত্যেবেতি ব্যজতে ॥ ৫ ॥ তথাচ  
কৌশ্লে ॥

অগোচর এবং প্রকৃতি সম্বন্ধ রহিত তাঁহার ঐ সকল জন্মাদি  
নাই । তথাপি যিনি ঐ সকল জন্মাদিকে প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাকে  
নমস্কার । এই পর শ্লোকের সহিত অশ্রয় ॥ ৪ ॥

অতএব শ্রুতিদ্বারাও—

যিনি নিষ্কল ( পূর্ণ ) নিষ্ক্রিয় ( ক্রিয়াশূন্য ) এবং শাস্ত  
ইত্যাদি প্রমাণে । তথা যিনি অশক, অস্পর্শ, অরূপ এবং  
অব্যয় ইত্যাদি প্রমাণেও ঐ সকল জন্ম কর্মাদি নিষেধ  
করিয়াও তিনি সর্বকর্ম, সর্বকাম, সর্বগন্ধ এবং সর্বরস  
ইত্যাদি প্রমাণে বিধান করিতেছেন । “গুণদোষ ইতি”  
অপরমার্থত্ব অর্থাৎ অস্বার্থত্ব প্রযুক্ত গুণই দোষ স্বরূপ হয় ।  
অতএব ভগবদ্বিগ্রহে সর্ব প্রকারে প্রসিদ্ধ দোষ সম্ভব হয়  
না, ইহাই প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

কুর্মপুরাণে যথা ॥

ঐশ্বর্য্যযোগাদুগান্ বিরুদ্ধার্থোহভিধীয়তে ।

তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন ।

গুণা বিরুদ্ধা অপিতু সমাহার্য্যাশ্চ সঙ্গত ইতি ॥

অয়মাত্মাহপহতপাপেত্যাদ্যা শ্রুতিশ্চ ।

এতং সংঘদ্বাম ইত্যচক্ষতে এতং সর্বাণি বামান্যভি-  
সংযন্তি এষ উ এব বামনী এষ উ এব ভামনী এষ সর্বেষু  
বেদেষু ভাতীত্যাद्याচ । অতএব সর্বগন্ধ ইত্যাদৌ গন্ধাদি  
শব্দেন মৌগন্ধাদিকমেবোচ্যতে ।

যদাতু খাচ্ছতি নাশ্বয়স্তদা গুণস্য দোষত্বে নিক্রপণমবিব

যদ্যপি ভগবান্ বিরুদ্ধার্থের অভিধেয় অর্থাৎ বাচ্য হইয়া-  
ছেন তথাপি ঐশ্বর্য্যধীন পরমেশ্বরে দোষসকল কখন ব্যবহৃত  
হয় না, গুণ সকল বিরুদ্ধ হইলেও সর্বতোভাবে পরমেশ্বরে  
উদাহরণ করিবে ॥

এই আত্মা পাপরহিত ইত্যাদি শ্রুতিও । এই পরমাত্মা  
সংঘদ্বাম ইহা বলিতেছেন । অর্থাৎ এই পরমাত্মাতে সমস্ত  
মনোহর বস্তু প্রবেশ করে । ইনিই সমুদায় মনোহরকে প্রাপ্ত  
করান, ইনিই বিরুদ্ধ সকলকে প্রাপ্ত করান । ইনি সমস্ত বেদে  
প্রকাশ পান ইত্যাদি শ্রুতিও । অতএব সর্ব গন্ধ ইত্যাদি  
স্থলে গন্ধাদি শব্দ মৌগন্ধাদিকেই কহিয়াছে ॥

পরন্তু অষ্টমস্কন্ধীয় পদ্যে যখন খাচ্ছতি ক্রিয়ার সহিত  
সম্বন্ধ হইয়াছে তখন গুণকে দোষ রূপ করিয়া বলিতে ইচ্ছা

ক্ষিতং । শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ । পরমার্থত্বেনৈব প্রতিপাদ-  
য়িষ্যমাণত্বাচ্চ ॥ ৬ ॥

নস্বেকত্র তেযাং জন্মাদীনাং ভাবাভাবয়োবির্বোধঃ ইত্যা-  
শঙ্ক্য তদবিরোধে হেতুমাং স্বগায়য়েতি । অন্যথাহনুপপত্তি-  
প্রমিতা দুস্তরী । স্বরূপশক্তিরেব তত্র হেতুঃ । তত এবচ  
স্বরূপভূতত্বেন তেভাঃ প্রাকৃতেভ্যো বিলক্ষণত্বাৎ ।  
তান্যপি ন বিদ্যন্ত ইতি বক্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ ।

যথা শঙ্করশারীরকে সমাকর্ষাদিত্যত্র নামরূপব্যাকৃত-

করেন নাই । যে হেতু শ্রুতিবিরুদ্ধ । তথা পরমার্থত্ব রূপেই  
প্রতিপন্ন করিবেন ॥ ৬ ॥

অহে ! এই বস্তুতে সেই জন্মাদির ভাব ও অভাব বিরুদ্ধ,  
এই আশঙ্কা করিয়া সেই জন্মাদির অবিরোধে হেতু কহিতে-  
ছেন । “স্বগায়য়ে অর্থাৎ স্বীয় মায়া দ্বারা । তাহা না হইলে  
অভাবের প্রমাণ রূপা দুস্তরী স্বরূপশক্তিই তাহাতে কারণ ।  
অতএব স্বরূপ ভূতত্ব প্রযুক্তই সেই সকল প্রাকৃত জন্মাদি  
হইতে ভগবান্ বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্ন হইয়াছেন । সেই জন্মাদি  
তাঁহাতে বিদ্যমান নাই ইহাই বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইয়াছি ।  
যথা শঙ্করশারীরকে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম পাদের ৪র্থ অধ্যায়ের  
“সমাকর্ষাৎ” এই ১৬ সূত্রে অর্থাৎ পরমাত্ম বাচী শব্দ সকল  
অন্যত্র আকর্ষণ করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এস্থলে নাম  
বিকার বিশিষ্ট বস্তু বিষয় সং শব্দ প্রয়ুই প্রসিদ্ধ, যে হেতু

বস্তুবিষয়ঃ সচ্ছব্দঃ প্রায়েণ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণা-  
ভাবাপেক্ষয়া প্রণতপন্থেঃ সদেব ব্রহ্ম শ্রুতাবসাদিত্যুপ-  
চর্য্যত ইত্যুক্তং তথৈব জ্ঞেয়ং ॥ ৭ ॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীত ইত্যুক্ত্বা পুনরাহ সমস্ত-  
কল্যাণগুণাত্মকোহীতি । তথা ।

জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীৰ্য্যতেজাঃস্যাশেষতঃ ।

ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিরিতি ॥ ৮ ॥

পাদ্যোত্তরখণ্ডে চ ॥

উহা ব্যাকরণের অভাব অপেক্ষায় পূর্বের উৎপন্ন হইয়াছে ।  
সংই ব্রহ্ম এই শ্রুতিপ্রমাণে অসং উপচারমাত্র, ইহাই উক্ত  
হইয়াছে । তদ্রূপ ভগবানে জন্ম কৰ্ম্মাদি বিরুদ্ধ ভাব সকল  
জানিতে হইবে ॥ ৭ ॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ॥

হে মুনে ! ভগবান্ গুণ ও দোষ সকলকে অতিক্রম করি-  
য়াছেন ইহা কহিয়া পুনরায় কহিয়াছেন, সেই ভগবান্ সমস্ত  
কল্যাণগুণস্বরূপ । তথ । হেয় গুণাদি দ্যুতিরেকে অশেষ  
জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য ও তেজ এই ছয়টি ভগবৎ  
শব্দের বাচ্য অর্থাৎ ভগবান্ বলিলে এই ছয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন  
ব্যক্তিকে বুঝায় ॥ ৮ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ॥

যোহসৌ নিগুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ ।

প্রাকৃতৈহেয়সংযুক্তৈগুণৈর্গৌনয়মুচ্যতে ইতি ॥

নচ স্বমায়েত্যানার্থং মন্তব্যং ।

স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যায়া যুতঃ ।

অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি শ্রুতেঃ ।

আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদिति মহাসংহিতাতঃ ।

ত্রিগুণাত্মিকাণা জ্ঞানক বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ ।

মায়াশব্দেন ভগ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরिति শব্দগহো-  
দধেঃ ॥

শাস্ত্রে যে এই জগদীশ্বর নিগুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন,  
তাহা এস্থলে হেয়সংযুক্ত প্রাকৃত গুণসমূহে বিরহিত বলিয়া  
কথি তহয় ॥

অপর “স্বমায়া” স্বীয় মায়া দ্বারা ইহার অন্য প্রকার  
অর্থ অর্থাৎ প্রকৃতি বাচক অর্থ মনে করিও না । যে হেতু  
শ্রুতিতে বলিয়াছেন ॥

জগদীশ্বর যে হেতু মায়াশাস্ত্রী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি-  
যুক্ত, এই কারণে পণ্ডিতগণ বিষ্ণুকে মায়াময় বলিয়া বর্ণন  
করিয়াছেন ॥

মহাসংহিতাতেও আত্মমায়া শব্দে তাঁহার ( জগদীশ্বরের )  
ইচ্ছাকহিয়াছেন ॥

শব্দগহোদধিগ্রন্থে বর্ণিত হইরাছে ॥

মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি নির্ঘণ্টে । মায়া স্যাচ্ছাস্বরৌবুদ্ধ্যো-  
রিত্তি ত্রিকাশেষাৎ ॥ ৯ ॥

বিশুদ্ধবিস্তাঘনং স্বসংস্থয়া  
সমাপ্তসংসারার্থমমোঘবাপ্তি কং ।

স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-  
গুণপ্রবাহং ভগবন্তুমৌমহি ।

ইতি শ্রীনারদবাক্যাৎ । স্বসুখনিভূতেত্যাদি বক্তৃ-

শব্দতদ্ব্যর্থবেত্তা পণ্ডিতগণ মায়াশব্দে ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞান  
এবং বিমুক্তভক্তি এই তিনকে বলিয়া থাকেন ॥

নির্ঘণ্টে গ্রন্থে মায়াশব্দে বয়ুন ও জ্ঞান এবং ত্রিকাণ্ডশেষ  
অভিধানে মায়াশব্দে শাস্বরী ও বুদ্ধিকে কহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

১০ স্কন্ধে ৩৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীনারদ কহিলেন হে ভগবন্ ! আপনি কেবল জ্ঞানের  
এক মূর্তি, পরমানন্দ স্বরূপ, স্থায়ী সমক্ স্থিতিদ্বারা সম্যক্  
প্রকারে সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার বাঞ্ছিত  
অমোঘ, কিন্তু নিজ তেজে মায়াগুণ প্রবাহ আপনা হইতে  
নিত্যনিবৃত্ত হইয়াছে অতএব আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী ।  
আমি আপনকার শরণ গ্রহণ করি ॥

শ্রীনারদের এই বাক্য হেতু । তথা দ্বাদশ স্কন্ধের ১২  
অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকের অর্থ্যৎ ॥

“স্বসুখ নিভূতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো

হৃদয়বিরোধাক্ষ । ততঃ সর্বথা চিচ্ছক্লেত্যর্থঃ । অতঃ  
 স্বামিভিরপি যোগমায়াশব্দেন চিচ্ছক্তির্বাখ্যাতা ॥ ১০ ॥  
 ননু প্রাপ্নোতীত্যাঙ্কে কদাচিৎকল্পমপ্যবগম্যতে । তত্রাহ  
 অনুকালং নিত্যমেব প্রাপ্নোতি কদাচিদপি ন ত্যজতী-  
 ত্যর্থঃ । স্বরূপশক্তিপ্রকাশিতত্বস্য চ নিথো হেতুহেতু-  
 মন্তা জ্ঞেয়া ॥ ১১ ॥

প্যাজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তুদীয়ং ।

ব্যতনুত রূপয়া যন্তুত্বদীপং পুরাণং

তমখিলবুজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোহস্মি”

শ্লোকার্থ । স্বীয় স্বখে পূর্ণচিত্ত, অন্যভাব-বর্জিত, ভগবান্  
 অজিতের রুচির লীলায় আকৃষ্টান্তঃকরণ যে ঋষি এই তত্ত্ব-  
 দীপ পুরাণসংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিল পাপনাশক  
 ব্যাসপুত্র শুকদেবকে নমস্কার করি ॥

এই শ্লোকে বক্তার হৃদয়ের বিরোধ হেতু, সর্ব প্রকারে  
 মায়াশব্দে চিৎ শক্তি জানিতে হইবে । অতএব শ্রীধর স্বামী  
 মায়াশব্দে চিৎ শক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

অহে ! প্রাপ্ত হন এই কথা বলিলে “কখন প্রাপ্ত হন” এই  
 অর্থ বোধ করায়, এই প্রশ্নে কহিতেছেন, অনুকাল অর্থাৎ  
 নিত্যই প্রাপ্ত হন, কখন ত্যাগ করেন না । স্বরূপশক্তি প্রকা-  
 শিতত্বে পরস্পর হেতু হেতুমন্তাব অর্থাৎ কার্য্য কারণ ভাব  
 জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥



ননু কথং জন্মকর্মণোর্নিত্যত্বং । তে হি ক্রিয়ে ক্রিয়াত্বঞ্চ  
 প্রতি নিজাংশমপ্যারম্ভপরিসমাপ্তিত্যামেব সিধ্যতীতি  
 তে বিনা স্বরূপহান্যাপত্তিঃ নৈষ দোষঃ । শ্রীভগবতি সদ্দে-  
 বাকারানন্ত্যাং প্রকাশানন্ত্যাং জন্মকর্মলক্ষণলীলানন্ত্যাং  
 অনন্তপ্রপঞ্চানন্তবৈকুণ্ঠগততত্ত্বলীলাপরিকরাণাং ব্যক্তি-  
 প্রকাশষোরানন্ত্যাচ্চ ॥ ১২ ॥

অতএব সত্যোরপি তত্ত্বদাকারপ্রকাশগতয়োস্তদারম্ভ-  
 সমাপ্ত্যোরেকত্রৈকত্রে তে জন্মকর্মণোরংশা যাবৎ সমা-  
 প্যন্তে ন সমাপ্যন্তে বা তাবদেবান্যত্রানাত্রাপ্যারদ্ধা

অহে ! জন্ম ও কর্মের নিত্যত্ব কি প্রকারে হইল ? । ঐ  
 জন্ম কর্ম রূপ ক্রিয়া । ক্রিয়াত্বের প্রতি নিজাংশই আরম্ভ  
 পরিসমাপ্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয় । ঐ আরম্ভ সমাপ্তি বাতিরেকে  
 স্বরূপ হানির যে আপত্তি হইয়া থাকে তাহা শ্রীভগবানে দোষ  
 হয় না, যে হেতু সকল কালেই তাঁহার আকার অনন্ত, প্রকাশ  
 অনন্ত ও জন্মকর্ম-রূপ লীলাও অনন্ত । তথা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড  
 ও অনন্ত বৈকুণ্ঠগত সেই সেই লীলার পরিকর সকলে আকার  
 ও প্রকাশ অনন্ত ॥ ১২ ॥

যে হেতু সেই সেই আকার ও প্রকাশগত আরম্ভ ও  
 পরিসমাপ্তি ক্রিয়াত্বের এক একটি স্থানে সেই সেই জন্ম  
 ও কর্মের অংশসকল যাবৎ সমাপ্ত হয় বা সমাপ্ত না হয়,  
 তাবৎ কালের মধ্যেই অন্যান্য স্থানে জন্মকর্মাদির আরম্ভ

ভবন্তীত্যেবং শ্রীভগবতি বিচ্ছেদাভাবান্নিত্যে এব তে জন্ম  
কৰ্ম্মণী বৰ্ত্তেতে ।

তত্র তে কচিৎ কিঞ্চিৎ বিলক্ষণত্বেনারভ্যেতে কচিদৈক-  
রূপ্যেণ চেতি জ্ঞেয়ং বিশেষণভেদাৎ বিশেষণৈক্যাচ্চ ।  
এক এবাকারঃ প্রকাশভেদেন পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াস্পদং  
ভবতীতি চিত্রং বর্ত্ততদেকেন বপুষেত্যাদৌ প্রতিপা-  
দিতং ॥ ১৩ ॥

ততঃ ক্রিয়াভেদাৎ তত্তৎক্রিয়াত্মকেষু প্রকাশভেদেষু ভি-  
মানভেদশ্চ গম্যতে । তথা সত্যেকত্বৈকত্র লীলাক্রম

হইয়া থাকে । এই প্রকার জন্ম কৰ্ম্মাদির বিচ্ছেদের অভাব  
প্রযুক্ত শ্রীভগবানে জন্ম কৰ্ম্ম নিত্যই বর্ত্তমান আছে । যাহা  
হউক উহাতে বিশেষণের ভেদ ও বিশেষণের ঐক্যপ্রযুক্ত  
ঐ দুই জন্ম কৰ্ম্ম কোন স্থানে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণ রূপে ও  
কোথাও এক রূপে আরম্ভ হয়, ইহা জানিতে হইবে ॥

বস্তুতঃ একমাত্র আকার প্রকাশভেদে পৃথক্ পৃথক্, ক্রিয়ার  
“চিত্রং বর্ত্ততদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্ ।

গৃহেষু দ্যুষ্টিসাহস্রং স্থিষ এক উদাবহৎ” ॥

এই দ্বিতীয় শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

অতএব ক্রিয়াভেদ প্রযুক্ত সেই সেই ক্রিয়াস্বরূপ প্রকাশ-  
ভেদ সকলে অভিমান ভেদও বোধ হইতেছে, ঐ রূপ হইলে  
এক এক স্থানে লীলার ক্রমজন্য রসের উদ্বোধ ও জন্মিল ॥

জনিত রসোদ্বোধশ্চ জায়তে ॥

ননু কথং তে এব জন্মকৰ্ম্মণী বৰ্ত্তেতে ইত্যুক্তং পৃথগারব-  
ত্বাদন্যে এবৈতি । উচ্যতে । কালভেদেনোদিতানামপি  
সমানরূপাণাং ক্রিয়াণামেকত্বং । যথা শঙ্করশারীরকে । দ্বিগৌ  
শব্দোহয়মুচ্চরিতো নতু দ্বৌ গৌশদাবিতি প্রতীতিনির্গীতং  
শব্দৈকত্বং তথৈব দ্বিঃ পাকঃ কৃতোহনেন নতু দ্বিপাকঃ  
কৃতোহনেনেতি প্রতীত্যা ভবিষ্যতি । ততো জন্মকৰ্ম্মণো-

অহে ! যদি এরূপ বল কি প্রকারে সেই জন্ম কৰ্ম্ম বৰ্ত্ত-  
মান আছে এই কথা উক্ত হইল, পৃথক্ আরম্ভ প্রযুক্ত সেই  
সকল জন্ম ও কৰ্ম্ম ভিন্ন হইবে ? । উত্তর । কালভেদে প্রকা-  
শিত হইলেও সমান রূপ ক্রিয়া সকলের একত্ব আছে ॥

যথা শঙ্করশারীরক ভাষ্যে ॥

যে স্থানে দুইটা গৌ উচ্চারণ করিতে হইবে সে স্থানে  
দ্বিগৌ এই কথা বলিয়াছেন “দ্বৌ গাবৌ” এ কথা বলেন  
নাই, কারণ দ্বি বলিলেই দ্বিত্ববিশিষ্টে প্রতীতি হইয়া থাকে,  
অতএব এস্থলে শব্দের একত্বেই দ্বিত্ব প্রতীতি হইল । সেই  
রূপ যে স্থানে দুই পাক বলিতে হইবে সে স্থানেতেও দ্বিপাক  
এই শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে “দ্বৌ পাকৌ” এরূপ শব্দ প্রয়োগ  
হয় নাই, কারণ এস্থলে দ্বিশব্দেও দ্বিপ্রকার অর্থকে প্রতিপা-  
দন করে, সুতরাং এই রূপে জন্ম কৰ্ম্ম অনেকধা হইলেও

রপি নিত্যতা যুক্তৈব ॥ ১৪ ॥

অতএবাগমাদাবপি ভূতপূর্বলীলোপাসনবিধানং যুক্তং ।  
তথা চোক্তং মাধ্বভাষ্যে পরমাত্মসম্বন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ  
ত্রিবিক্রমাদিষপ্যুপহার্য্যত্বং যুজ্যত ইতি । অনুমতং চৈত-  
চ্ছ্রুত্যা । যদাতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেত্যনয়ৈব । উপসংহার্য্যত্ব-  
মুপাসনায়ামুপাদেয়ত্বমিত্যর্থঃ । তত্র তস্য জন্মনঃ প্রাকৃত্যৎ

প্রতীতি সাপেক্ষ তাহারও নিত্যতা স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৪

অতএব পূর্বে যে লীলা হইয়াগিয়াছে আমাদিগকেও  
তাহার যে উপাসনা বিধান করিয়াছেন তাহারও নিত্যত্ব যুক্ত  
হইল ॥

এই রূপ মাধ্বভাষ্যেও কথিত হইয়াছে ॥

পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টত্ব রূপে নিত্যত্ব প্রযুক্ত  
ত্রিবিক্রম প্রভৃতিতেও উপসংহার্য্যত্ব উপযুক্ত হয় । যে হেতু,  
যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে এবং যাহা হইবে এই ত্রুতি  
দ্বারা জন্ম কর্মের নিত্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে । উপসংহার্য্যত্ব  
এই শব্দের অর্থ উপাসনাবিষয়ে উপাদেয়ত্ব ॥

যাহা হউক, তন্মধ্যে ( জন্ম কর্মের মধ্যে ) সেই জন্মের  
প্রাকৃত জন্ম হইতে বিভিন্নত্ব অর্থাৎ প্রাকৃত জন্মের অনুক-  
রণ দ্বারা আবির্ভাব মাত্র এবং কোথাও বা সেই সেই জন্মের  
অনুকরণ দ্বারা ভগবানের জন্মের বিলক্ষণত্ব জানিতে হইবে,

তস্মাক্সিলক্ষণত্বং প্রাকৃতজন্মানুকরণেনাবির্ভাবমাত্রত্বং  
কচিভুতদননুকরণেন বা অজায়মানো বহুধা বিজায়তে  
ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৫ ॥

তদযথা ।

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ ।

আবিরাসীদযথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুঙ্কলঃ ॥ ইতি ॥

তথাচ ॥

সত্যং বিধাতুং নিজ্জভূত্যাভাষিতং

ব্যাপ্তিক ভূতেষথিলেষু চান্ননঃ ।

অদৃশ্যাতাত্ত্বদুতরূপমুদ্বহন

যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন, পরমাত্মা জন্ম গ্রহণ না করিয়া  
বহু প্রকারে জন্মিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

উক্ত বিষয় ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা ॥

পূর্বদিকে যেমন চন্দ্র প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় দেব  
রূপিণী দেবকীতে সর্বাস্তর্যামী ভগবান্ হরি ঐরূপে আবির্ভূত  
হইলেন ॥

উল্লিখিত প্রকারই ৭ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তর ভগবান্ আপনার ভূত্যা প্রহ্লাদ “দেখা যাইতেছে”  
এই যাহা বলিলেন তাহা এবং আপনি যে সমস্ত পদার্থে  
ব্যাপিয়া আছেন তাহাও সত্য করিবার নিমিত্ত দৈত্যঘাতক  
ঘোররূপ ধারণপূর্বক সভার মধ্যে সেই স্তম্ভেতেই দৃষ্ট হই-  
লেন, তাহার ঐ রূপ যুগাকারও নয়, মনুষ্যাকারও নয়, স্ততরাং

স্তুস্তে সভায়াং ন যুগং ন মানুষমিতি ॥ ১৬ ॥

কার্দমং বার্য্যমাপন্ন ইত্যত্র শ্রীকপিলদেবাবতারপ্রসঙ্গে  
ইপি কর্দমস্য ভক্তিসামর্থ্যবশীভূত ইত্যেব ব্যাখ্যেয়ং ।  
বীর্য্যশব্দন্যাসস্ত প্রসিদ্ধং পুত্রত্বমপি শ্লিষ্টং ভবতীত্যম  
মর্থঃ । তথা কর্মণো বৈলক্ষণ্যং স্বরূপানন্দবিলাসমাত্রত্বং ।  
তদ্যথা লোকবন্তু লীলাকৈবল্যমিতি । ব্যাখ্যাতঞ্চ তদ্ব-

অতিশয় অদ্বুত ॥ ১৬ ॥

অপর ৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে কহিয়াছেন ॥

“তস্যাং বহুত্থি কালে ভগবান্ মধুসূদনঃ ।

কার্দমং বীর্য্যমাপন্না জজ্ঞেহগ্নিরিব দারুণি” ॥

শ্লোকার্থ । দেবহুতির ঐরূপ আরাধনায় বহুতর কাল  
অতিক্রান্ত হইল, কার্ঠে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহার ন্যায়  
ভগবান্ মধুসূদন কর্দমের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া দেবহুতীর  
গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥

এস্থলে কপিলদেবের অবতার প্রসঙ্গেতেও কর্দমের ভক্তি-  
সামর্থ্যে বশীভূত হইয়া এই প্রকার ব্যাখ্যা যুক্তি সম্মত । বীর্য্য  
শব্দ ন্যাস, প্রসিদ্ধ পুত্র বাচক হইলেও শ্লিষ্টার্থ হয় ইহাই  
তাৎপর্য্য । উক্ত প্রকার কর্মের বৈলক্ষণ্য স্বরূপানন্দের কেবল  
বিলাস মাত্র ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম

বাদিভিঃ । যথা লোকে মত্তস্য স্বেচ্ছাদ্রেকাদেব নৃত্যাদি  
লীলা নতু প্রয়োজনাপেক্ষয়া এবমেবেশ্বরস্য ॥ ১৭ ॥

নারায়ণসংহিতায়াং ॥

সৃষ্টাদিকং হরিনৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু ।

কুরুতে কেবলানন্দাদ্যথা মত্তস্য নর্তনং ।

পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ ।

মুক্তা অপ্যাণ্ডকামাঃ স্যুঃ কিমুতাস্যাখিলায়ন ইতি ।

পাদে ৩৪ সূত্রে ॥

“লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং” ॥

তদ্বাদিগণ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । সংসার মধ্যে  
মত্ত ব্যক্তির যেমন নৃত্যাদি লীলা স্বেচ্ছের আতিশয্য বশতই  
হইয়া থাকে প্রয়োজন অপেক্ষা করে না, এই প্রকারই পরমে-  
শ্বরের জানিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার লীলার কোন প্রকার  
প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই ॥ ১৭ ॥

নারায়ণসংহিতাতেও ॥

হরি প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া কেবল আনন্দ প্রযুক্ত  
সৃষ্টাদি কার্য্য করেন যেমন মত্তব্যক্তির নর্তন তদ্রূপ ॥

অপর সেই পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবানের সৃষ্টিবিষয়ে  
প্রয়োজন বুদ্ধি কেন হইবে ? বাঁহারা মুক্ত তাঁহারাও যখন পূর্ণ-  
কাম হইয়া থাকেন, তখন অখিলাত্মা ভগবানের পূর্ণকামত্ব হইবে

নচোন্মত্তদৃষ্টান্তেনাসর্বজ্ঞত্বমপি সঞ্চয়িতব্যং । স্বরূপান-  
ন্দোদ্রেকেন স্বপ্রয়োজনমননুসন্ধায়ৈব লীলায়ত ইত্যেত-  
দংশেনৈব স্বীকারাৎ ॥ ১৮ ॥

উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসদৃষ্টান্তদ্ব্যপি স্মৃপ্ত্যাদৌ তদোষাপা-  
তাৎ । তস্মাৎ স্বরূপানন্দস্বাভাবিক্যেব তল্লীলা । শ্রুতিশ্চ  
দেবমৈশ্বর্য স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি । অত্র  
প্রাকৃতসৃষ্ট্যাদিগতস্য সাক্ষাৎপদবচ্ছেদাত্মকস্য বীক্ষণাদি-

আশ্চর্য্য কি ? ।

প্রত্যএব উন্মত্তের সহিত দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমেশ্বরের অসর্ব-  
জ্ঞত্বের গ্রহণ হয় নাই । তিনি স্বরূপানন্দের আতিশয়াবশতই  
স্বীয় প্রয়োজনের অনুসন্ধান না করিয়াই লীলা করিয়া থাকেন ।  
এই সৃষ্টাদি লীলা অংশ দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

কেননা স্মৃপ্ত্যাদিতে উচ্ছ্বাস ও প্রশ্বাস দৃষ্টান্তেও উল্লি-  
খিত দোষ আপতিত হয় । অতএব সেই লীলা স্বরূপানন্দের  
স্বাভাবিকীই জ্ঞানিতে হইবে ॥

শ্রুতিপ্রমাণেও যথা ॥

পূর্ণকাম দেবের এই স্বভাব, তাঁহার স্পৃহা কি ? অর্থাৎ  
কোন বিষয়েই স্পৃহা নাই ॥

এস্থলে প্রাকৃত সৃষ্টাদি গত সাক্ষাৎ ভগবানের চেষ্টা  
স্বরূপ দর্শনাদি কর্ণের, বস্তুতঃ তথাবিধাৎ অর্থাৎ অপ্রাকৃতদ্ব্যে  
বৈকুণ্ঠাদি গত দর্শনাদি কর্ণের কৈয়ূত্যান্যায় উপস্থিত হইলে



কর্মণো বস্তুতস্তথাবিধে বৈকুণ্ঠাদিগতস্য কৈমুত্যমেবা-  
পতিতং ॥ ১৯ ॥

যথোক্তং নাগপত্নীভিঃ ॥

অব্যাকৃতবিহারায়ৈতি ।

অতএব শ্রীশুকাদীনামপি তল্লালাশ্রবণে রাগতঃ প্রবৃদ্ধি-  
বুজ্যতে । অতশ্চ ॥

হইল অর্থাৎ যখন প্রাকৃত সৃষ্টাদিতেই দর্শনাদি কর্ম করেন  
বৈকুণ্ঠে যে করিবেন না ইহার কথা কি ? অবশ্যই করি-  
বেন ॥ ১৯ ॥

১০ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে ।

নাগপত্নীগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

“অব্যাকৃতবিহারায় সর্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে ।

হৃষীকেশ নমস্তভ্যং মূনয়ে মৌনশীলিনে” ॥

ভাৎপর্য্য । হে ভগবন্ ! আপনার মহিমা অতর্ক্য, আপনি  
সর্ব কার্যোৎপত্তি প্রকাশের হেতু, একারণ উপলক্ষণযোগ্য ।  
হে ইন্দ্রিয়প্রবর্তক ! আপনি মুনি অর্থাৎ আত্মারাম এবং  
মৌনশীল অর্থাৎ আত্মারামই স্বভাব আপনাকে নমস্কার ॥

অতএব শ্রীশুকদেবপ্রভৃতিরও সেই সেই লীলা শ্রবণে  
অমুরাগবশতঃ যে প্রবৃদ্ধি ইহাই উপযুক্ত ॥

এই কারণে ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে বর্ণিত হই-  
য়াছে যথা ॥

এবং জন্মানি কৰ্ম্মাণি হৃকর্তুরজনস্য চ ।

বর্ণয়তি স্ম কবচো বেদগুহ্যানি হুংপতেঃ ।

ইত্যুক্ত জন্মগুহ্যাধ্যায়পদ্যোহুংপেবমেব ব্যাখ্যেয়ং ।

যত্রেমে সদসক্রূপে ইত্যাদিভ্যামব্যবহিতপ্রাচীনপদ্যাভ্যাং

এই প্রকার জীবের তুল্য ভগবানের জন্ম এবং কৰ্ম্মাদি কল্পিত হইলেও জীব পপেকা তাঁহার অনেক বিশেষ আছে তিনি অবলীলা ক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন এবং অন্তর্ধামি রূপে সকল জ্বতের মধ্যে অবস্থিত আছেন, তথা ইন্দ্রিয় বড্‌বর্গের বিষয় গ্রহণ করিতেছেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহেন, যে হেতু স্বাধীন এবং ইন্দ্রিয়বড্‌বর্গের নিয়ন্তা ॥

এস্থলে জন্মগুহ্য অধ্যায় শ্লোকেও এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥

১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায় ৩৩ । ৩৪ শ্লোকদ্বয় যথা ॥

“যত্রেমে সদসক্রূপে প্রতিনিক্বে স্মসম্বিনা ।

অবিদ্যায়াগ্নিনি কৃতে ইতি যদ্বুদ্ভাদর্শনং ॥

যদ্যোষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ ।

সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্মে মহীয়তে” ॥

তাৎপর্য্য । সৎ অসৎ অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম দুই দেহ অনিদ্যা কর্তৃক আত্মাতে কল্পিত হইয়াছে, ইহারা যখন স্ব স্ব স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা প্রতিনিক্বে অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অবধারিত

যথা স্বরূপসমাগ্‌জ্ঞানেনৈব কৃতস্যাবিদ্যাকৃতাত্মা ধ্যাস  
সদসদ্রূপনিমেদস্য হেতোব্রহ্মদর্শনং ভবতি । যথাচ  
মায়োপরতাবেব স্বরূপসংপত্তির্ভবতীত্যুক্তং ॥ ২০ ॥

এবমেব কবয় আত্মারামা হুংপতেঃ পরমাত্মনো

হইবে, তখন সেই জীব ব্রহ্ম স্বরূপই হইবেন, সেই ব্রহ্মের  
অন্য আকার নাই, জ্ঞানই তাঁচার একমাত্র স্বরূপ ॥

সংসারচক্রে ক্রীড়াকারিণী ঐশ্বরী মায়া দেবী যদি  
বিদ্যারূপে পরিণতা হইয়া সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম রূপ জীবোপাধি  
দ্বন্ধ করত স্বয়ং যদি নিরিক্তন অগ্নির ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হন,  
তাহা হইলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হয়, তত্ত্বজ্ঞেরা এই রূপ বোধ  
করেন । তৎপরেই জীব পরমানন্দ স্বরূপে স্বীয় মহিমায়  
বিরাজমান হইতে থাকেন ॥

এই অব্যবহিত প্রাচীন শ্লোকদ্বয় দ্বারা যথা স্বরূপের  
সম্যক্‌ জ্ঞানদ্বারাই কৃতির অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত আত্মায় যে  
আরোপ সৎ অসৎ ( সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ) রূপে তাহার নিমেদ হেতুই  
ব্রহ্ম দর্শন হয় । যে হেতু মায়ার উপরতি হইলেই স্বরূপ  
সম্পত্তি হইয়া থাকে ইহাই কথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

এই প্রকারই কবিগণ অর্থাৎ আত্মারাম সকল হুংপতি  
পরমাত্মার জন্ম ও কর্ম সকল বর্ণন করেন । অর্থাৎ সূক্ষ্ম  
সূক্ষ্মের প্রতিষেধে অবিদ্যার উপরতি হওয়াতে জন্ম কর্মের

জন্মানি কৰ্ম্মানি চ বৰ্ণয়ন্তি । তত্রং প্রতিষেধে তদুপরতো  
 চৈব সত্যং তজ্জন্মকৰ্ম্মানুভবসম্পত্তৌ ভবত ইত্যর্থঃ ।  
 সম্পত্তিরত্র সাক্ষাদর্শনং । তস্মাৎ স্বরূপানন্দাতিশয়িত-  
 ভগবদানন্দবিলাসরূপাণ্যেব তানীতি ভাবঃ ॥

অতএব প্রাকৃতবৈলক্ষণ্যাদকর্তৃরজনস্যেত্যুক্তং ।

অতএব বেদগুহ্যানাপি তানীতি ॥ ২১ ॥

তথা । অক্রুরস্ততো হ্রয়োদিত ইত্যাদিষয়ঃ টীকায়াম্

অনুভবরূপ সম্পত্তি হয় । সম্পত্তিশব্দের অর্থ সাক্ষাৎ দর্শন ।  
 এই হেতু জন্ম ও কৰ্ম্ম সকল স্বরূপানন্দাতিশয় ভগবানের  
 আনন্দবিলাস মাত্র অতএব প্রাকৃত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অকর্তার  
 ও অজনের ইহাই উক্ত হইয়াছে । এই কারণেই সেই জন্ম  
 ও কৰ্ম্ম সকল বেদগুহ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২১ ॥

এই প্রকার ১০ স্কন্ধের ৪৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে অক্রু-  
 রের স্তম্ভ যথা ॥

“হ্রয়োদিতোহয়ং জগতো হিতায়

যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ ।

বধ্যত পাষণ্ডপথৈরসদ্ভি-

স্তদা ভবান্ মহাগুণং বিভর্তি” ॥

স হং বিভোহদ্য বহুদেবগৃহেহবতীৰ্ণঃ

স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ ।

মৌবেথযুথাপিতং । নমু তর্হি মহাবতারাশুচরিতানি  
চ শুক্তিরজতবদবিদ্যাকল্পিতান্যেব কিং নহি নহি ইয়ন্ত

অকৌহিনীশতবধেন সুরেতরাংশ-

রাজ্ঞামমুঘা চ কুলস্য যশো বিতম্বন্ ॥

শ্লোক দ্বয়ের অর্থ । পরন্তু যদিও আপনকার বন্ধ ও মোক্ষ  
কল্পিত মাত্র, তথাচ আপনকার অবতার ও সে সকলের চরিত্র  
বলিতে পারি না, সে সকল আপনার লীলামাত্র ফলতঃ  
আপনি জগতের হিতার্থ যে পুরাণ বেদপথ প্রকাশ করিয়া-  
ছেন, তাহা যখন যখন পাষণ্ডপথবর্তী অসজ্জন কর্তৃক বাধিত  
হয়, তখনই আপনি সত্ত্ব গুণ ধারণ করিয়া থাকেন ॥

সেই আপনি অসুরাংশোৎপন্ন নরপতিদিগের শত শত  
অকৌহিনী সেনা বধ দ্বারা ভূমির ভার অপনয়ন নিমিত্ত এই  
বংশের যশঃ বিস্তার করত নিজ অংশ বলভদ্র সহ বহুদেব-  
তবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥

এই দুই শ্লোকের টীকাতেও এই প্রকার অর্থ উত্থাপিত  
হইয়াছে ॥

অহে ! তবে কি আমার অবতার সমুদায় ও তাঁহাদের  
চরিত্রসকল শুক্তিরজতের ন্যায় অর্থাৎ ঝিনুকে রৌপ্যের  
তুল্য হইল, ভগবান্ যদি একরূপ আশঙ্কা করেন, তাহাতে  
অক্লুর তাহা নয়, তাহা নয়, ইহা আপনার লীলা এই বলিয়া

তব লীলেত্যাহ দ্বয়েম দ্বয়োদিত ইতীতি ।

তথৈবচ ভগবৎস্বরূপস্যোক্তং বৈষ্ণবে ॥

নামরূপস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে ।

যস্যাত্মিলপ্রমাণানাং স বিষ্ণুর্গর্ত্তগন্তবেতি ।

রূপ কৰ্ম্মেতি পাঠান্তরং ॥ ২২ ॥

ইথমেবাভিপ্রেতং শ্রীগীতোপনিষদ্বিঃ ।

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তদ্বত ইতি । তথা

নাম্নো বৈলক্ষণ্যবাদ্ধনসাগোচরগুণাবলম্বিত্বেন স্বতঃ

“দ্বয়োদিত” ইত্যাদি দুই শ্লোকে কহিলেন ॥

এই প্রকারই ভগবৎ স্বরূপ সাম্য প্রযুক্ত বিষ্ণুপুঙ্খানুপুঙ্খ কথিত হইয়াছে ॥

যাঁহার নাম, কৰ্ম্ম এবং স্বরূপ নিখিল প্রমাণ সকলের পরিচ্ছেদ ও গোচর হয় না সেই বিষ্ণু তোমার গর্ত্তগত হইয়াছেন । এই শ্লোকে রূপ ও কৰ্ম্ম এই পাঠান্তর আছে ॥ ২২ ॥

এই প্রকার, অভিপ্রায় করিয়া শ্রীগীতা উপনিষদেও বলিয়াছেন ॥

আমার এই প্রকার জন্ম ও কৰ্ম্ম যে ব্যক্তি যথার্থরূপে জানে ॥

তথা নামের বিভিন্নত্ব বাক্য মনের অগোচর গুণাবল-

সিদ্ধত্বং ।

তদযথা বাসুদেবাধ্যায়ে ॥

অপ্রসিদ্ধেস্তুদ্ব্যুপাঙ্গানাং নামাহমৌ প্রকীৰ্ত্তিত ইতি ॥

ব্রাহ্মে ॥

অনামাহমৌ প্রসিদ্ধত্বাদরূপোভূতবৰ্জনা দিতি ॥

অতএব নামকস্ম্যস্বরূপাণীতি পূৰ্ব্বোদাহরণানুসারেণাস্যা

ইপি বৈষ্ণববাক্যমায়মেবার্থঃ ॥

ন যত্র নাথ বিদ্যাস্তে নাম জ্ঞাত্যা দিকল্পনাং ।

তদ্বাক্ষ পরমং নিত্যমবিকার ভবানজ ।

ন কল্পনামৃতেহর্থস্য সৰ্বস্যাদিগমো যতঃ ।

শিষ্য প্রযুক্ত স্বতঃ সিদ্ধত্বং হইয়াছে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বাসুদেবাধ্যায়গ্রন্থে যথা ॥

সেই ভগবানের গুণ সকলের অপ্রসিদ্ধি হেতু তিনি অনাম  
বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন ॥

ব্রহ্মপুরাণে যথা ॥

ইনি অপ্রসিদ্ধ প্রযুক্ত অনাম এবং ভূতবৰ্জন হেতু অরূপ ॥

অতএব নাম কস্ম্য ও গুণ এই পূৰ্ব্বোদাহরণের অনুসারে  
বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যেরও ইহাই অর্থ ॥

হে নাথ ! হে অজ ! যাহাতে নাম ও জ্ঞাতি প্রভৃতির  
কল্পনা নাই আপনি সেই নিত্য অবিকার পরম ব্রহ্ম,  
কেননা কল্পনা ব্যতিরেকে সকল অর্থের বোধগম্য হয় না ।

ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুনাগভিরৌড়স্য ইত্যস্য ।

ইতোতদ্বৈষ্ণববচনান্তরমপি ন বিরুদ্ধং ॥ ২৩ ॥

তথাহি অত্রাপাতপ্রতীতার্থায়াং কল্পনাশব্দো ব্যর্থঃ স্যাৎ  
নামজন্মাদয়ো ন বিদ্যন্তে ইতানেনৈব বিবক্ষিতার্থসিদ্ধেঃ  
স্বয়মেব ব্রহ্মাজাদিশব্দানাং পরমার্থপ্রতিপাদকনাম-  
তয়াইঙ্গীকৃতেচ্চ । অজ্ঞামেকাং লোহিতশুরুকৃষ্ণামি-  
ত্যাদিষজ্জায়মানত্বলক্ষণজাতিশ্চ দৃশ্যত এব তথা নামাদি-  
কল্পনা ন বিদ্যন্তে ইত্যুক্ত্বা স্বয়ং কৃষ্ণাদিনামকল্পনোক্তি-  
বিরুদ্ধা স্যাৎ কল্পনয়া বা কথমীড্যতা স্যাৎ কল্পনায়া

অতএব কৃষ্ণ, অচ্যুত, অমন্ত এবং বিষ্ণু ইত্যাদি নাম সকল  
দ্বারা পণ্ডিতগণ আপনাকে স্তব করেন, এই বিষ্ণুপুরাণের  
অন্যবচনও বিরুদ্ধ নহে ॥ ২৩ ॥

উক্তার্থের দৃঢ়তা করণ যথা ॥

এই স্থলে আপাততঃ প্রতীত অর্থে কল্পনা শব্দ ব্যর্থ  
হইল । যে হেতু নাম জন্মাদি নাই ইহার দ্বারা বিবক্ষিত  
( কথনেচ্ছার বিষয়ীভূত ) অর্থ সিদ্ধি তথা ব্রহ্ম অজ প্রভৃতি  
শব্দ সকলের পরমার্থপ্রতিপাদক রূপে অঙ্গীকার করা হই-  
য়াছে ॥

লোহিত শুরু কৃষ্ণ এক অজ্ঞাকে ইত্যাদি প্রমাণে জন্ম-  
রহিত লক্ষণ জাতিও দৃষ্ট হইতেছে । তথা নামাদি কল্পনা  
বাহাতে বিদ্যমান নাই ইহা বলিয়া স্বয়ং যে কৃষ্ণনামাদির  
কল্পনা করিয়াছেন ইহা বিরুদ্ধ হইল, অপর কল্পনা দ্বারা



অনিয়তত্বাচ্চ । কথং কৃষ্ণাদিনামনৈয়ত্যানুচ্যতে তস্মান্নাম-  
কর্মস্বরূপাণীত্যনুসারাদ্ভাষ্যমেবার্থঃ । যথা । যদ্র নামজাত্যা-  
দীনাং নামানি কৃষ্ণাদানি জাতয়ো দেবত্বমনুষ্যত্বকৃত্রিয়-  
ত্বাদ্যা লীলাঃ ॥

তদাদীনাং কল্পনা ন বিদ্যাস্তু কিন্তু, অসংস্রয়া সমাপ্ত  
সর্বার্থমিত্যুক্তাদিশা স্বরূপসিদ্ধনিত্যশক্তিবিলাসরূপাণ্যেব  
তানীত্যর্থঃ ।

ততশ্চ যতো যস্মাৎ সর্বস্যাপি দৃষ্টস্য বস্তুনঃ কল্পনামৃতে  
অধিগমো ন ভবতি । ততস্তস্মাদেব হেতোঃ কল্পনাময়ং

বা কি প্রকারে স্তবের যোগ্য হইতে পারে, যে হেতু কল্পনার  
নিয়তত্ব নাই । তবে কি প্রকারে কৃষ্ণাদি নামের নিয়তত্ব  
কথিত হইল । অতএব নাম, কর্ম ও স্বরূপ এই অনুসারাধীন  
ইহার এই অর্থ । যথা, যে স্থানে নাম জাতি প্রভৃতির অর্থাৎ  
নাম কৃষ্ণাদি, জাতি দেব মনুষ্য কৃত্রিয়ত্বাদি লীলা । এই সক-  
লের কল্পনা সাঁহাতে নাই কিন্তু স্বীয় সংস্থান দ্বারা সকল  
অর্থকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন । এই কথিত দিপদর্শন দ্বারা নাম  
জাতি প্রভৃতি স্বরূপসিদ্ধ নিত্যশক্তির বিলাসস্বরূপ হই-  
রাছে । অতএব যেহেতু সকল দৃষ্ট বস্তুরই নামরূপাদি কল্পনা  
ব্যতিরেকে অধিগম অর্থাৎ ব্যবহারিক বোধ হয় না, সেই  
कारणेই কল্পনা রূপ নাম ও তাহার নামী অর্থ সকল পরি-  
ত্যাগ করিয়া সমগ্র প্রমাণ পরিচ্ছেদের অগোচর দ্বারা বেদের

নাম তন্মামিনং চার্থং চর্ব্বং পরিত্যজ্য নিখিলপ্রমাণপরি-  
চ্ছেদাগোচরত্বেন বেদাত্ত্বেন স্বতঃ সিদ্ধৈঃ কৃষ্ণাদি নামো-  
পলক্ষণৈঃ প্রসিদ্ধৈরেব নামভিঃ স্বতঃসিদ্ধত্বমেবেভ্যসে  
মুনিভিবেদৈশ্চ স্তূয়সে নতু কল্পনাময়ৈরন্যৈশ্চমপি  
শ্লাঘ্যসে । যদ্বা । তৈরেবেভ্যসে ব্যক্তমাহাত্ম্যঃ ক্রিয়সে  
ইতি । তাদৃশমহিমভিস্তৈরেব তব মহিমা ব্যক্তীভব-  
তীতি ॥ ২৩ ॥

অতো যৈঃ শাস্ত্রেহতিপ্রসিদ্ধৈঃ শ্রীভগবানেব ঋটিতি  
প্রতীতো ভবতি যেষাং চ শাস্ত্রেত্যাদাবপি তাদৃশঃ প্রভা-  
বঃ শ্রীযতে তেষাং স্বতঃসিদ্ধত্বমন্যোষাং কল্পনাময়ত্বঃ

অজ্ঞাত রূপে স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণাদি নামোপলক্ষণ প্রসিদ্ধ নাম  
সকল দ্বারা মুনিগণ ও বেদসকল আপনাকে স্তব করিয়া থাকেন  
কল্পনাময় অন্য সকলের দ্বারা আপনি স্তবের বিষয়ীভূত  
হয়েন না । অথবা “তৈরেব ঈভ্যসে” অর্থাৎ তাহাদের  
দ্বারাই মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন, কেন না তাদৃশ মহিমাবিশিষ্ট  
সেই সকল দ্বারাই আপনার মহিমা ব্যক্ত হয় ॥ ২৪ ॥

এস্থলে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ যে সকল নাম দ্বারা শ্রীভগবান্‌ই  
শীঘ্র বোধগম্য হয়েন এবং যে সকল নামের শাস্ত্রেত্যাদিতেও  
ঐ প্রকার প্রভাব শুনা যায়, সেই সকল নামের স্বতঃসিদ্ধত্ব  
এবং অন্যের কল্পনাময়ত্ব জানিতে হইবে ॥

জ্ঞেয়ং । অথবা হে নাথ যত্র নামজাত্যাदीनां कल्लना  
 न विद्यन्ते तत् केवलविशेष्यरूपं परमं ब्रह्म भवान्  
 तत्तत्कल्लनाया अविषयश्चे हेतुः । विशेषेण करोति  
 लीलायत इति विकारि तथा न भवताविकारीति । तद्रूपेण  
 न जायते न प्रकटीभवतीति हेअ ज्ञेति च । ततः किमव-  
 लम्ब्य तत्र नामजातादिकल्लनाः क्रियन्तामिति भावः ॥ २५  
 तत्तत्কল্লনাং বিনাচ সৰ্ব্বস্যাপ্যর্থন্য বস্তুমাত্রস্যাদি-  
 গমমাত্রং ন ভবেৎ কিমূত তাদৃশব্রহ্মরূপস্য ভবতঃ

অথবা হে নাথ ! যাহাতে নামজাত্যাদির কল্লনা নাই  
 আপনি কেবল সেই বিশেষ্যরূপ পরমব্রহ্ম হইয়াছেন ।

ভগবন্ ! সেই সেই কল্লনার অবিষয়ত্বের প্রতি কারণ এই  
 যে, বিশেষ রূপে যিনি করেন অর্থাৎ লীলার ন্যায় পাপাচরণ  
 করেন তাঁহার নাম বিকারী এবং যিনি ঐ রূপ না হয়েন  
 তাঁহাকে অবিকারী বলে । ঐ রূপে যিনি না জন্মান অর্থাৎ  
 প্রকট না হয়েন তিনি অজ । এনিমিত্ত হে অজ ! এই সম্বোধন  
 পদ, অতএব কি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নাম জাতির কল্লনা  
 করিবে ॥ ২৫ ॥

হে ভগবন্ ! যখন সেই সেই নাম জাত্যাদির কল্লনা ব্যতি-  
 রেকে সকল অর্থের অর্থাৎ বস্তুমাত্রের অধিগম ( বোধ ) হয়  
 না, তখন তাদৃশ অর্থাৎ অবিকারী অজ ব্রহ্মস্বরূপ আপনার

কল্পনানামজাত্যাদয়স্তু ন কস্যাপি স্বরূপধর্ম্য ভবন্তি ।  
 যতএবং ততঃ সাক্ষেত্যাदिना भाविताैरपि भवानिब सर्व-  
 पूरुषार्थप्रदैः तद्वैविशेषप्रतिपादकैः कृष्णादिनाम-  
 भिरेव ह्यमौढ्यसे नित्यसिद्धश्रुतिपुराणादिभिः श्लाघ्यसे  
 नतु निर्विशेषता प्रतिपादकैर्नतु कल्पनामयैरित्यर्थः,  
 किन्तु कृष्णादीनां चतुर्णां नाम्नामुपलक्षणत्वमेव ज्ञेयम् । नारा-  
 यणादिनाम्नामपि सাক্ষेत्यादौ तथा प्रभावश्रवणात् ॥ २७ ॥  
 वर्णएव शब्द इति भगवानुपवर्ष इत्यनेन तस्य च नित्य-

কথা কি ? । পরন্তু কল্পনাময় নামজাতি প্রভৃতি কাহারও  
 স্বরূপ ধর্ম্য হয় না । যখন এই প্রকার হইল তখন সাক্ষেত্যাदि  
 द्वारा युक्त हईयाओ आपनकार न्याय सर्व पूरुषार्थप्रद সেই  
 সেই নাম জাত্যাदि विशेष प्रतिपादक कृष्णादि नामसमूहे  
 आपनि स्तुवेर বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ  
 श्रुति पुराणादि आपनकार प्रशंसा করেন কিন্তু তাঁহারা निर्वि-  
 शेषप्रतिपादक कल्पनामय नामजात्यादि द्वारा प्रशंसा  
 করেন না ॥

পরন্তু ২৩ অঙ্কধৃত বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের কৃষ্ণাদি অর্থাৎ  
 कृष्ण, अच्युत, अनन्त, विष्णু এই চারিটী নামের উপলক্ষণত্ব  
 জানিতে হইবে, কেন না সাক্ষেত্যাदिতে নারায়ণাদি নামেরও  
 ঐ রূপ প্রভাব শ্রুত আছে ॥ ২৬ ॥

পরন্তু বর্ণই শব্দ । ভগবান্ উপবর্ষ এতদ্বারা সেই

হাদিত্যেনেচ ন্যায়েন বর্ণিত্যৈব নিত্যত্বমস্য বেদসার-  
বর্ণাজ্জকনাম্নঃ সিধ্যতি । তথৈব গোপালতাপনীশ্রুতৌ  
নামময়াষ্টদশাক্ষরপ্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্যং ॥

তেষাক্ষরেষু ভবিষ্যৎ যথা যথা ভগবৎস্বরূপাভিন্নত্বং জগ-  
রূপং প্রকাশয়মিতি ।

অত্রাবরকালজাতশব্দাদিময়জগৎকারণত্বেন তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ  
স্বতঃ সিদ্ধত্বং তথা ভগবৎস্বরূপাভিন্নত্বং চ তদ্বৈলক্ষণ্যং  
নাম্নঃ ॥ ২৭ ॥

তদ্ব্যথা শ্রুতৌ ॥

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ধিক্তন্ মহন্তে বিষ্ণো স্তমতিং

বর্ণেরও নিত্যত্ব প্রযুক্ত এই বর্ণন্যায় দ্বারাই বেদসার বর্ণা-  
জ্জক নামের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল ॥

এই বিষয়েই গোপালতাপনীশ্রুতিতে নামময় অষ্টাদশাক্ষর-  
প্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্য যথা ॥

সেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অক্ষর সকলে ভবিষ্যৎ যথা ভগ-  
বৎ স্বরূপের অভিন্নত্ব জপরূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত  
ইত্যাদি ॥

এস্থলে অবর কালজাত শব্দাদিময় জগৎকারণত্ব প্রযুক্ত  
তাহার বৈলক্ষণ্য হেতু, নামের স্বতঃ সিদ্ধত্ব এবং ভগবৎস্বরূপ  
হইতে অভিন্নত্ব ইহাই তাহা হইতে ভিন্নত্ব ॥ ২৭ ॥

এই বিষয় শ্রুতিতে যথা ॥

ভজামহে ওঁ তৎ সদিত্যাদি ॥

অয়মর্থঃ ॥

হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ  
স্বপ্রকাশরূপং । তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তুঃ  
নতু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্থ  
ব্রহ্মাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্বাণাঃ স্মৃতিং  
তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ । যতস্তদেব প্রণবব্য-  
ঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃ সিদ্ধমিতি । অতএব ভয়দ্বৈষাদৌ  
শ্রীমূর্তেঃ ক্ষুর্তেরেব সাক্ষেত্যাদাবস্য মুক্তিদত্তং  
শ্রীয়েতে ॥ ২৮ ॥

“ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্থ মহন্তে  
বিষ্ণো স্মৃতিং তজামহে ওঁ তৎসদিত্যাদি ॥”  
ইহার এই অর্থ ॥

হে বিষ্ণো ! তোমার নাম চিৎস্বরূপ অতএব মহঃ অর্থাৎ  
স্বপ্রকাশস্বরূপ । সেই কারণে এই নামের আ ( ঈষৎ ) জানি-  
য়াছি কিন্তু সম্যক্ উচ্চারণ ও মাহাত্ম্যাদি পুরস্কার দ্বারা জানিতে  
পারি নাই, পরন্তু তথাপি কেবল নামের অক্ষরমাত্র অভ্যাস  
করিয়া স্মৃতি অর্থাৎ তদ্বিষয়া বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে হেতু  
তাহাই প্রণব ( ওঁ ) প্রকাশিত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু । অতএব ভয়  
বা দ্বৈষ প্রভৃতিতে শ্রীমূর্তির ক্ষুর্তিরই সাক্ষেত্যাদি বচনে এই  
নামের মুক্তিপ্রদত্ত শ্রুতি আছে ॥ ২৮ ॥

তথা চোক্তং ব্রাহ্মে ॥

অপান্যচিত্তঃ ক্রুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্তয়েদ্ধরিং ।

সোহপি বদ্ধক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্ছেদিপতির্ষথেনিতি ॥

তথা শ্রীভগবত ইব তস্য সকৃদপি সাক্ষাৎকারঃ সংসার-  
ধ্বংসকো ভবতি ।

যথা পুরাণান্তরে ॥

সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ।

বদ্ধঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতীতি ॥ ২৯ ॥

শ্রুতৌচ প্রণবমুদ্দেশ্য ॥

এই বিষয়ই ব্রহ্মপুরাণে কহিয়াছেন ॥

যদি কোন ব্যক্তি অন্যমনস্ক বা ক্রুদ্ধ হইয়া সর্বদা হরি-  
কীর্তন করেন, তাহা হইলে তিনিও চৈদিপতি শিশুপালের  
ন্যায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন ॥

তথা শ্রীভগবানের ন্যায় ঐ নামের একবার মাত্র উচ্চারণ  
হইলে তাহা সংসার নাশ করেন ॥

এই বিষয় পুরাণান্তরে অর্থাৎ স্কন্দপুরাণে যথা ॥

যিনি একবার মাত্র হরি এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করেন,  
তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া অর্থাৎ কোমর বাঁধিয়া মোক্ষের প্রতি  
গমন করেন ॥ ২৯ ॥

শ্রুতিতেও প্রণব উদ্দেশ্য করিয়া কহিয়াছেন ॥

ওমিতোতদ্বাক্ষণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চাৰ্য্যমাণ এব  
সংসারস্তয়াস্তারয়তি তস্মাদুচ্চাৰ্য্যে তার ইত্যাদি বহুতরং  
ন চান্যার্থবাদহং চিন্তাং । তথার্থবাদো हरिनाम्नि कल्लन-  
मिति पाद्मादानुसारेणापराधापातात् । यस्य तु गृहीत-  
नान्नোहपि पुनः संसारस्तथा ॥ ৩০ ॥

নানুব্রজতি যো মোহাদ্বজন্তং পরমেশ্বরং ।

জ্ঞানাগ্নিদন্ধকর্মাপি স ভবেদ্বক্ষরাক্ষস ইতি শ্রীবিষ্ণু-  
ভক্তিচন্দ্রোদয়াদিপ্রমাণিতপুরাণবচনবৎ মহদপরাধ-

“ওঁ ” এইটী ব্রহ্মের নিকটবর্তী নাম, যে হেতু ইনি উচ্চা-  
রিত হইয়াই সংসার ভয় হইতে তারণ করেন, একারণ পণ্ডিত-  
গণ প্রণবকে তার বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । ইত্যাদি বহুতর  
প্রমাণ আছে ॥

এই নামের অর্থবাদ অর্থাৎ কাল্পনিক ফলশ্রুতি চিন্তা  
করিতে নাই, যে হেতু-হরিনামে অর্থবাদ কল্লনা, ইহা পদ্ম  
পুরাণাদির অনুসারে অপরাধ হয় ॥

পরন্তু যে ব্যক্তি নাম গ্রহণ করিতেছে তাহারও যে বার-  
ম্বার সংসার হয় তাহা, নামাপরাধ বশতই হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

পরমেশ্বর গমন করিতেছেন দেখিয়া যে ব্যক্তি অজ্ঞান  
বশতঃ অনুগমন না করে, সে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দন্ধকর্মা হইয়াও  
ব্রহ্মরাক্ষস হয় । শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদি দ্বারা প্রমাণিত



তদর্থবাদকল্পনাদিকং প্রতিবন্ধকং জ্ঞেয়ং । অতএবানন্দ-  
রূপত্বমস্য মহদ্ধৃদয়সাক্ষিকং যথা শ্রীবিগ্রহস্য ॥

তদুক্তং শ্রীশৌনকেন ॥

তদশ্মদারং হৃদয়ং বভেদঃ

যদ্‌গৃহ্মাটৈর্‌হরিনামগৈঃ ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো

নেত্রে জলং গাত্রকহেষু হর্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

অতএব প্রভাসখণ্ডে কণ্ঠোক্ত্যা কথিতৈহেতুভিঃ সকল-  
বেদকলভ্বেন চ ভগবৎস্বরূপত্বম্‌ব প্রতিপাদিতং ।

পুরাণ বচনের ন্যায় মহাপরাধ রূপ যে তদীয় অর্থবাদ কল্প-  
নাদি তাহাই এস্থলে প্রতিবন্ধক জানিতে হইবে ॥

অতএব শ্রীবিগ্রহের ন্যায় এই নাম আনন্দ স্বরূপ ও মহৎ  
হৃদয়ের সাক্ষী ॥

এই বিষয় ২ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে শ্রীশৌনক  
সূতকে কহিয়াছেন ॥

হে সূত ! হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না  
জন্মে ও বিকার হইলেও যদি নেত্রে অশ্রু এবং গাত্রে লোমাঞ্চ  
না হয়, তবে সেই হৃদয় পাষণ্ড তুল্য কঠিন ॥ ৩১ ॥

অতএব প্রভাসখণ্ডে কণ্ঠোক্তি রূপে কথিত হেতু সমূহ-  
দ্বারা নাম সকল বেদের ফল স্বরূপ হওয়াতে ঐ নামের ভগ-  
বৎ স্বরূপত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে যথা ॥

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্

সকলনিগমবল্লীসংফলং চিংস্বরূপং ।

সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ।

ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনামেতি ॥

তস্মাৎ ভগবৎস্বরূপমেব নাম । স্পষ্টং চোক্তং ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে অষ্টাক্ষরমুদ্दिश্য ॥

ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ং ।

অষ্টাক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্তত ইতি ॥

মাণ্ডুক্যোপনিষৎসূচ প্রণবমুদ্दिश্য ॥

ওঁকার এবোদং সর্বং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং ।

হে শৌনক ! কৃষ্ণ নাম মধুর অপেক্ষাও মধুর, সকল মঙ্গ-  
লের মঙ্গল ও সমস্ত বেদরূপ লতার সংফল এবং জ্ঞান স্বরূপ,  
এই নাম শ্রদ্ধা অথবা হেলাতেও যদি একবার মাত্র উচ্চারিত  
হয়েন তাহা হইলে ইনি মনুষ্য মাত্রকে উদ্ধার করেন ॥

অতএব নাম সাক্ষাৎ ভগবানেরই স্বরূপ ॥

এই বিষয় নারদপঞ্চরাত্রে অষ্টাক্ষর মন্ত্র উদ্দেশ্য করিয়া  
স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে যথা ॥

সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্‌ই স্বয়ং অষ্টাক্ষর স্বরূপে মুখ  
সকলে বিরাজিত হয়েন ॥

প্রণব উদ্দেশ্য করিয়া মাণ্ডুক্য উপনিষদে বর্ণিত আছে ॥

প্রণবোহি পরং ব্রহ্ম প্রণশ্চ পরং স্মৃতং ।

অপূর্বোহনন্তরো বাহো ন পরঃ প্রণবো যতঃ ।

সর্বস্য প্রণবো হ্যাদিমধ্যমন্তস্তথৈব চ ।

এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরং ।

প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্বস্য হৃদয়ে স্থিতং ।

যর্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি ।

অমাত্রোহনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ ।

ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতিরো জন ইতি ॥

ওঁ কারই এই সমুদায় জগৎ, ওঁ কারই এই সমুদায়  
অক্ষর ॥

প্রণবই পরম ব্রহ্ম, প্রণবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।  
প্রণবের পূর্ব নাই, প্রণবের মধ্য নাই, প্রণবের শেষ নাই  
ও প্রণবের পর নাই, যে হেতু প্রণবই সকলের আদি, প্রণবই  
সকলের মধ্য এবং প্রণবই সকলের অন্ত । এই প্রকার প্রণ-  
বকে জানিয়াই তাহার পর মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । প্রণবকেই  
ঈশ্বর জানিবে, এই ওঙ্কারকে সকলের হৃদয়স্থ ও সর্বব্যাপি  
রূপে জানিতে পারিলে ধীরব্যক্তিকে আর শোক করিতে  
হয় না ॥

অপর এই প্রণবের মাত্রা নাই কিন্তু ইহা অসংখ্য মাত্রা  
স্বরূপ, সংসারনাশক ও মঙ্গলময় । যে ব্যক্তি এই ওঙ্কার কে  
জানিতে পারেন তিনি মুনি, ইতর ব্যক্তি নহেন ॥

নতু পরমেশ্বরস্যৈব তদেযোগ্যতাসম্ভবাদ্বর্ণমাত্রস্য তথো-  
ক্তিঃ স্তুতিরূপৈবেতি সম্ভব্যাৎ । অবতারাস্তরবৎ পরমেশ্বর-  
স্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোহয়মিত্যস্মিন্নর্থো তেনৈব শ্রুতি-  
বলেনাসীকৃতে তদভেদেন তৎসম্ভবাৎ । তস্মাৎ নামনামি-  
নোরভেদ এব ॥ ৩২ ॥

তদুক্তং পাদ্যে ॥

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো হৃদিন্নদ্ব্যামানামিনোরিতি ॥

অস্যার্থঃ ॥

অহে ! পরমেশ্বরের ন্যায় তত্ত্বদ্বিষয়ের যোগ্যতা হেতু  
বর্ণমাত্রের যে ঐ প্রকার উক্তি ইহা স্তুতি রূপ বলিয়া মানি-  
বা না । নাম পরমেশ্বরেরই অবতারের ন্যায় বর্ণরূপে অব-  
তীর্ণ হইয়াছেন । এই অর্থ পূর্বোক্ত শ্রুতি বল দ্বারা অঙ্গী-  
কার করায় পরমেশ্বরের সহিত নামের অভেদ হইল । অতএব  
নাম ও নামির অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ নাম এই দুইয়ের পর-  
স্পর ভেদ নাই অর্থাৎ যেমন নামী তদ্রূপ নামেরও শক্তি ॥ ৩২

এই বিষয় পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

নাম চিন্তামণি এবং কৃষ্ণ চৈতন্য রসময় বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ  
ও নিত্য মুক্ত, এই হেতু নাম ও নামী ভিন্ন নহেন ॥

তাৎপর্য্য । সর্বার্থ প্রদত্ত হেতু নামই চিন্তামণি । কেবল

নাগৈব চিন্তামণিঃ সর্কার্থদাতৃহাৎ । ন কেবলং তাদৃশ-  
মেব অপিতু চৈতন্যোত্যাদি লক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ সএব  
সাক্ষাৎ । তত্র হেতুরভিন্নত্বাদিতি । নতু তথাবিধানামা-  
দিকং পুরুষেন্দ্রিয়জন্যং ভবতি । বেদমাত্রস্য ভগবতৈব  
পুরুষেন্দ্রিয়াদিষাবির্ভাবনাৎ ॥ ৩৩ ॥

যথোক্তমেকাদশে ক্রীভগবতা । শব্দব্রহ্ম সূক্ষ্মকৌধমিত্যা-  
রভ্য ।

ময়োপবৃংহিতং ভূম্মা ব্রহ্মগাহনস্তশক্তিনা ।

তাদৃশ নহেন পরন্তু চৈতন্য ইত্যাদি লক্ষণ যে কৃষ্ণ তিনিই  
সাক্ষাৎ মাম, তাহার কারণ এই যে নাম নামিতে ভেদ নাই ।

অহে ! এমত আশঙ্কা করিও না যে ঐ প্রকার নামাদি  
পুরুষের ইন্দ্রিয়জন্য হয়, যে হেতু পুরুষের ইন্দ্রিয় সকলে  
ভগবান্‌ই বেদ মাত্রের আবির্ভাব করিয়া দেন ॥ ৩৩ ॥

১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে শব্দব্রহ্ম সূক্ষ্মকৌধ এই ৩৬ শ্লোক  
আরম্ভ করিয়া ৩৭ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্‌ উদ্ধবকে কহিয়া-  
ছেন যথা ॥

হে উদ্ধব ! প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় রূপ, অথচ দুস্তেয়, দেশ-  
কাল পরিচ্ছেদ শূন্য, শব্দ ব্রহ্ম গন্তীর সমুদ্রের ন্যায় অতি  
দুর্বিগাহ ॥

অনন্ত শক্তি রূপ, তথা ব্রহ্ম রূপ আমা কর্তৃক উপবৃংহিত

ভূতেষু ঘোররূপেণ বিষয়র্থেব লক্ষ্যত ইতি ॥ ৩৪ ॥

দ্বাদশস্য ষষ্ঠে বেদবাসনপ্রসঙ্গে ।

ক্ষীণায়ুষ ইত্যাদেঃ । টীকাচ ॥

তহি' পুরুষবুদ্ধিপ্রভবত্বাদাদরণীয়ং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ হৃদি-  
স্থ'চ্যুতচোদিতা বৃত্তিঃ ॥ ৩২ ॥

কশ্চৈ যেন বিভাষিতোহয়মিত্যাশৌ তদ্রূপেণেত্যাদি-

অর্থাৎ বর্জিত সর্বভূতে নাদ রূপে অবস্থিত আমার সূক্ষ্ম  
রূপকে যুগল তন্তুর ন্যায় লক্ষিত করেন ॥ ৩৪ ॥

দ্বাদশস্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে

বেদবিভাগ প্রসঙ্গে ॥

“ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণমত্বান্ দুর্শ্বেদান্ বীক্ষ্য কালতঃ ।

বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো বাস্যান্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ” ॥

তাৎপর্য্য । মহর্ষিগণ কাল সহকারে লোক সকলকে  
ক্ষীণায়ুষঃ দুর্ব্বুদ্ধি ও হীনবল দেখিয়া হৃদয়স্থ অন্তর্যামি কর্তৃক  
প্রেরিত হইয়া বেদ সকলকে বিভক্ত করিলেন ॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামির' টীকা । যদি বল বেদপুরুষ-  
বুদ্ধিপ্রভব অতএব আদরণীয় হইতে পাতে না,এরূপ আশঙ্কা  
করিও না, ঋষিগণ হৃদয়স্থ অন্তর্যামি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া  
বেদ সকলকে বিভক্ত করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

দ্বাদশ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে শ্রীসূত কহিয়াছেন  
যথা ॥

“কশ্চৈ যেন বিভাষিতোহয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা

বৎ । এতৎ সৰ্বমভিপ্ৰেত্য গৰ্ভস্থতাবুদ্ধং ॥

ন নামরূপে গুণকর্মজন্মতি-

নিক্রপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ ।

মনোবচোভ্যামনুমেয়বত্ত্বানো

দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিষত্বাথাহপিহীতি ॥ ৩৬ ॥

তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা ।

যোগীন্দ্রায় তদান্বনাচ ভগবদ্ভাতায় কারুণ্যত-

স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি” ॥

তাৎপর্য্য । পূর্বকালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞানপ্রদোপ  
ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদ মুনিকে ও  
কৃষ্ণবৈপানকে এবং যোগীন্দ্র শুকদেবকে আর বিষ্ণুরাত  
পরীক্ষিতকে যিনি রূপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন সেই শুদ্ধ  
নির্মল শোক রহিত অমৃত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি ॥

এই সমুদায়ের অভিপ্রায়ে ১০-স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩০  
শ্লোকে গৰ্ভস্থতিতে ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত হইয়াছে যথা ॥

ভগবন্ ! গুণ কর্ম ও জন্ম দ্বারা আপনকার নাম রূপ  
নিক্রপণ হয় না, কারণ আপনকার বত্ত্ব, মনঃ ও বাক্যের  
অনুমেয় মাত্র কিন্তু মনঃ ও বচনের গোচর নহে, যে হেতু  
আপনি তাহারও সাক্ষী । তথাপি হে দ্ব্যতিমন ! উপাসক  
গণ উপাসনাদি ক্রিয়াযোগে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে  
পান এরূপ প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৩৬ ॥

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

শ্রীমদ্রীপূজ্যপাদ-জীবগোস্বামিপ্রণীতঃ

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেন শ্লোকান্ সংশোধ্য  
বঙ্গভাষয়া অনূদিতঃ ।

শ্রীরামবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেণ  
সংশোধিতঃ ।

শ্রীব্রজনাথমিশ্রেন—  
তৃতীয়সংস্করণং ।  
প্রকাশিতঃ ।



মুর্শিদাবাদ ।

বহরমপুর, —রাধাকৃষ্ণমণ্ডল

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল প্রিন্টার্স

মুদ্রিতঃ ।

বঙ্গাব্দে ১৩৩৬ বৈশাখা ।

মূল্য ৫০ আনা ।





তথা রূপস্যাপি বৈলক্ষণ্যং স্বপ্রকাশতা লক্ষণস্বরূপশক্তে  
রাবির্ভাবিত্বং । তচ্চ পূর্বং দর্শিতং ।

অতএব দ্বিতীয়ে ॥

আত্মতত্ত্ব বিশুদ্ধার্থং যদাহ ভগবানুতং ।

ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যালীকব্রতাদৃত ইত্যত্র টীকা ।

যচ্ছাক্তমষ্টমাধ্যায়ে পরমেশ্বরস্তাপি দেহসম্বন্ধাবিশেষাৎ  
কথং তত্ত্বত্বা মোক্ষঃ সাদিতি । আমীদ্যত্বদ্বারাৎ পদ্য

ঐ প্রকার রূপেরও যে বৈলক্ষণ্য তাহা স্বরূপ শক্তি-  
দ্বারাই আবির্ভাব জানিতে হইবে । এ বিষয় পূর্বে দেখান  
হইয়াছে ॥

অতএব দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে শ্রীশুক  
বাক্য যথা ॥

হে রাজন্! ভগবান্ হরি অকপট তপস্যায় তুষ্ট হইয়া  
ব্রহ্মাকে আপনার সত্য ও চিন্ময়রূপ প্রদর্শনপূর্বক যে তপ-  
স্যা দ উপাসনা করিয়াছিলেন, জীবের তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ তাহাই  
আবশ্যক । মহারাজ ! ভগবানের যে মূর্তির কথা কহিলাম  
তাহা যোগমায়া দ্বারা হইয়া থাকে, ঐ মূর্তি জ্ঞান ঘন লীলা-  
বিগ্রহ মাত্র, কিন্তু জীবের দেহ সম্বন্ধ অবিদ্যা দ্বারা অযথার্থ  
রূপে কল্পিত অতএব ঐ মূর্তি উপাসনা দ্বারা জীবের মোক্ষ  
হওয়া অযৌক্তিক নহে ॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যথা ॥

২ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে ॥

মিত্যাदिना तत्राह आत्तुतद्विषुक्तार्थमिति । आत्तुनो  
 जीवस्य तद्विषुक्तार्थं तद्विज्ञानार्थं तद्वेदेव किं तत् ।  
 यत्तप आदिना स्वतजनं भगवान् ब्रह्मणे आह । किं कुर्वन्  
 शतं सत्यं चिद्वनरूपं दर्शयन् । दर्शने हेतुः अवली-

“আসীদ্যদুদরাৎ পদ্মং লোকসংস্থানলক্ষণং ।

যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ত্তাবয়বৈঃ পৃথক্ ।

তাবানসাবিত্তি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়ববানিব” ॥

ভাঃপর্য্য । রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করি-  
 লেন, ব্রহ্মন্ ! যে নাভিপদ্ম হইতে ঐ সমস্ত লোক হয় সেই  
 পদ্ম যাঁহার উদর হইতে হইয়াছিল সেই ঈশ্বর যদি স্বপরি-  
 মিত্ত অবয়ব যুক্ত লৌকিক পুরুষের তুল্য আপনার পরি-  
 মিতানুরূপ অবয়ব সংস্থান বিশিষ্ট হইগেন তবে তাঁহাতে ও  
 লৌকিক পুরুষে প্রভেদ কি ? ॥

এই বাহা উক্ত হইয়াছে এতদ্বারা পরমেশ্বরেরও দেহ  
 সম্বন্ধের অবিশেষ হেতু কি প্রকারে তাঁহার ভক্তিদ্বারা মোক্ষ  
 হইগে, এই বিরোধের সমাধান পূর্বক কহিতেছেন “আত্মতত্ত্ব  
 বিশুদ্ধার্থ মিত্তি” । অর্থাৎ আত্ম শব্দে জীব, তাঁহার তত্ত্বশুদ্ধির  
 ( তত্ত্বজ্ঞানের ) নিমিত্ত তাহাই হইয়া থাকে । যদি বল তাহা  
 কি ? । উত্তর, ভগবান্ যাহা তপস্যা আদি দ্বারা স্বীয় ভজন  
 ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন তাহাই । যদি বল কি করিয়া বলিয়া-  
 ছিলেন, উত্তর । আপনার সত্য চিদ্বন রূপ দর্শন করাইয়া ।

কেন তপসাদৃতঃ সেবিতঃ সন্ ॥ ৩৭ ॥

অয়ং ভাবঃ ।

জীবম্যাবিদ্যায়া মিথ্যারূপ দেহ সন্মুক্তঃ । ঈশ্বরস্যাতু যোগ-  
মায়া চিদঘন বিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ অত-  
স্তদ্বজনে মোক্ষোপপত্তিরিত্যেয়া । অতএব সত্ত্বং ত্রিলোক-

দর্শনের প্রতি কারণ এই । অকপট তপস্যায় সেবিত হইয়া  
দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

ইহার ভাবার্থ এই ॥

জীবের অবিদ্যা দ্বারা মিথ্যারূপ দেহ সন্মুক্ত । আর ঈশ্ব-  
রের যোগমায়া দ্বারা চিদঘন বিগ্রহের আবির্ভাব, এই মহান্  
বিশেষ, অতএব পরমেশ্বর ভজনে মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥

অতএব ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ১৭। ১৮ এই দুই  
শ্লোকে শ্রীবসুদেবই সমাধান করিবেন ॥ যথা ॥

“সত্ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া

বিভর্ষি শুক্রং খলু বর্ণমাত্মনঃ ।

সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং

কৃষ্ণং বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে ॥

স্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিসু-

গৃহেহবতীর্ণোহসি মমাখিলেশ্বর ।

রাজন্যসংজ্ঞাহস্বরকোটি যুথপৈ-

স্থিতয়ে ইত্যাদি পদ্যদ্বয়ে শ্রীমদানকদুন্দুভিনা সমা-  
হিতং ॥ ৩৮ ॥

অত্র ছয়মর্থঃ ॥

সপ্রপঞ্চস্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা হুং ত্রিলোকস্থিতয়ে  
যদা তস্য স্থিতিমিচ্ছসি তদা স্বমায়য়া স্বাশ্রিতয়া মায়য়া  
শক্ত্যা কৃত্বা আত্মনঃ শুক্লং বর্ণং স্যেন সৃক্টাং ধর্মপরাং

নির্বুহমানা নিহনিষ্যসে চমুঃ ॥

প্রভো ! আপনি উক্ত রূপ হইয়াও ত্রিলোকীর পালনার্থ  
স্বীয় মায়া দ্বারা শুক্লবর্ণ ধারণ করেন, সৃষ্টি নিমিত্ত রজোগুণা-  
শ্রিত রক্তবর্ণ গ্রহণ করেন । অপর প্রলয় সময়ে তমোগুণ-  
দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥

হে অখিলেশ্বর ! হে বিভো ! আপনি এই সমস্ত লোকের  
রক্ষা ইচ্ছা করিয়া আমার আলয়ে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ  
হইলেন, অতএব রাজন্য নামক কোটিকোটি অশ্বর যুধপতির  
সহিত যে সকল সেনা ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে সাধু  
জনের রক্ষার্থ আপনি তাহাদিগকে বধ করিবেন সন্দেহ  
নাই ॥ ৩৮ ॥

এস্থলে এই অর্থ ॥

জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্তা সেই আপনি ত্রিলোকের  
স্থিত নিমিত্ত যখন জগতের স্থিতি ইচ্ছা করেন, তখন নিজ  
মায়া অর্থাৎ নিজাশ্রিত মায়া শক্তিদ্বারা আপনার শুক্লবর্ণ

বিপ্রাদিজাতিং বিভর্ষি পালয়সি অত্র সত্বমযোব স্বমারা  
 জ্ঞেয়া নিকৃষ্টত্বা দুপযুক্তত্বাচ্চ অথ যদা সর্গমিচ্ছসি তদা  
 রজসা রজোময়্যা স্বমায়য়া কৃত্বা উপবৃংহিতং রক্তং কামিনং  
 বিপ্রাদি বর্ণং বিভর্ষি । যদাচ জনাত্যয়মিচ্ছসি তদা তমো-  
 ময়্যা কৃত্বা কৃষ্ণং মলিনং পাপরতং তং বিভর্ষি । অথবা  
 যদা স্থিতিমিচ্ছসি তদা আত্মনঃ শ্রীবিষ্ণুরূপস্য শুক্লং শুদ্ধং  
 গুণসঙ্গ রহিতমিত্যর্থঃ ॥ শিবব্রহ্মবক্তব্য তৎসঙ্গাভাবাৎ ॥ ৩৯  
 তথৈব সিদ্ধান্তিতং শ্রীশুকদেবেন ॥

অর্থাৎ নিজসৃষ্ট ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণাদি জাতিকে পালন  
 করেন । এস্থলে সত্বময়ী নিজ মায়াই জানিতে হইবে, যেহেতু  
 তাহার নিকৃষ্টত্ব ও উপযুক্তত্ব আছে ॥

অপর আপনি যখন সৃষ্টি করেন, সেই সময় রজঃ অর্থাৎ  
 রজোময়ী স্বীয় মায়া দ্বারা রজোগুণাবৃত অনুরক্ত কামি  
 ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে ধারণ করেন । আর যখন জনসমূহের বিনাশ  
 ইচ্ছা করেন তখন তমোময়ী স্বীয় মায়া দ্বারা কৃষ্ণ অর্থাৎ  
 মলিন পাপরত সেই ব্রাহ্মণাদিকে স্বীকার করে । অথবা যখন  
 স্থিতি ইচ্ছা করেন তখন নিজ বিষ্ণুরূপের শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ  
 গুণসঙ্গ রহিত বর্ণ গ্রহণ করেন যে হেতু শিব ব্রহ্মার ন্যায়  
 বিষ্ণু মূর্তির গুণ সংস্কার অভাব আছে ॥ ৩৯ ॥

এই রূপই শ্রীশুকদেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ১০ স্বন্ধের

শিবঃ শক্তিয়ুতঃ শম্বত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত ইত্যাদৌ হরিহি  
নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর ইত্যাদি । অতএব ।  
চন্দ্রিকা বিশদস্মেরৈঃ সাক্ষ্যাপাঙ্গ বীক্ষিতৈঃ । স্বকার্থানা-

৮৮ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে যথা ॥

“শিবঃ শক্তিয়ুতঃ শম্বত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।

বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥

হরিহিনিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্ব্ব দৃগুপদ্রফা তং ভজন্ নিগুণোভবেৎ ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! শিব সর্ব্বদা শক্তিয়ুত,

ত্রিলিঙ্গ ও গুণসংবৃত । যেহেতু অহঙ্কার তিন প্রকার অর্থাৎ

বৈকারিক, তৈজস ও তামস, সেই জনাই শিবকে ত্রিলিঙ্গ

বলা যায় ॥

অপর হরি সাক্ষাৎ নিগুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর ও সর্ব্ব-  
সাক্ষী তাঁহাকে ভজনা করিলেই নিগুণত্ব প্রাপ্তি হয় ॥

অতএব ১০ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে উক্ত হই-  
রাছে ॥

চতুর্ভূজ রূপধারী সেই সকল বাল-বৎসই চন্দ্রিকার ন্যায়  
বিশদ হান্য তথা অরুণবর্ণ যুক্ত অপাঙ্গ দর্শন দ্বারা রজ ও  
সত্ত্বগুণে আপন আপন ভর্তাদিগের মনোরথ সকলের অফা ও  
পালক তুল্য প্রকাশ পাইতেছিলেন । অর্থাৎ সত্ত্ব গুণবৎ  
বিশদস্মিত দ্বারা পালকের ন্যায় এবং রজোগুণবৎ অরুণগুণ-

মিব রজঃ সম্ভাভ্যাং স্রষ্টৃপালকা ইত্যত্র সাংখ্যিকত্ব রাজ-  
সত্ত্বে উৎপ্রেক্ষিতে এব । নতু বস্তুতয়া নিরূপিতে বর্ণং  
রূপং নতু কান্তিমান্দ্রং । গুণময়ত্ব স্বীকারেহপি তদ্ভঙ্গগুণ  
ব্যঞ্জকাকারস্ত্যাপ্যপেক্ষত্বাং । নতু শ্বেতং বর্ণমিতি  
ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৪০ ॥

ক্ৰীবিষ্ণুরূপস্য পালনার্থং গুণাবতারস্য পরমাত্মসন্দর্ভে  
ক্ষীরোদশায়িত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাং তত্র তত্র শ্যামত্বে  
নাতিপ্রসিদ্ধেঃ । জনাত্ময় হেতোরুদ্ভাস্ত শ্বেততাহতি-

দ্বারা স্রষ্টার ন্যায় হইয়া তাদৃশ কটাক্ষে উদ্যোতিত হইতে  
ছিলেন ॥

এস্থলে সাংখ্যিকত্ব ও রাজনত্ব উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে ।  
বস্তুরূপে নিরূপিত হয় নাই । বর্ণ শব্দে রূপ কিন্তু কান্তি  
মাত্র নহে । কেন না গুণময়ত্ব স্বীকার করিলেও সেই গুণ  
প্রকাশক আকারেরও অপেক্ষা হইত । পরন্তু শ্বেতবর্ণ ইহা  
বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই ॥ ৪০ ॥

পালন নিমিত্ত গুণাবতার ক্ৰীবিষ্ণুরূপের পরমাত্মসন্দর্ভে  
ক্ষীরোদশায়িত্ব রূপে স্থাপন করা হইবে অতএব সেই সেই  
মূর্ত্তিতে শ্যামত্ব বলিয়া অতিশয় প্রসিদ্ধ আছে ॥

জন সকলের বিনাশের হেতু যে রুদ্ৰ তাঁহার শ্বেতবর্ণ-  
ত্বই আতশয় প্রসিদ্ধ, একারণ তাঁহার বৈপরীত্য আপত্তিত  
হইয়াছে ॥



প্রসিদ্ধা তদ্বৈপরীত্যাপাতাৎ ।

তথৈবহি গোভিল সঙ্ক্ষোপাসনায়াং ।

অতোহত্র ব্রহ্মণোহপি ন শোণবর্ণত্বে তাৎপর্য্যং ॥

নচ তত্তদগুণানাং তত্তদ্বর্ণনিয়মঃ পরমতামসানাং বকাদীনাং  
শুরুত্ব দর্শনাৎ । সাত্ত্বিকগুণোপাস্ত্রানাং শ্রীবাদরায়ণ  
শুকাদীনাং শ্যামত্ব শ্রবণাৎ ॥ ৪১ ॥

স্বমায়য়া ভক্তেষু কৃপয়া মায়াদন্তে কৃপায়াশ্চেতি বিশ্ব-  
প্রকাশাৎ ! বিভর্ষি জগতি ধারয়সীত্যর্থঃ ॥

রক্তং রজোগময়ত্বেন সিসৃক্ষাদি রাগবহুগং ।

কৃষ্ণং তমোময়ত্বেন স্বরূপপ্রকাশরহিতমিত্যর্থঃ ।

উক্তরূপই গোভিলসঙ্ক্ষোপাসনায় বর্ণিত আছে । অতএব  
এস্থলে ব্রহ্মারও রক্তবর্ণত্বে তাৎপর্য্য নহে । যাহা হউক মত্ব  
রজঃ তমো গুণ সকলের শুরু, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের নিয়ম নাই,  
যেহেতু পরম তামস বকপ্রভৃতির শুরুবর্ণত্ব দেখা যাইতেছে ।  
আর সাত্ত্বিকগুণের উপাস্ত্র শ্রীবেদব্যাস শুকপ্রভৃতির শ্যাম-  
বর্ণত্ব শ্রুত আছে ॥ ৪১ ॥

অপিচ পূর্বোক্ত “সহং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া” এই  
শ্লোকে যে স্বমায়া শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার অর্থ তত্ত  
সকলের প্রতি কৃপা । যেহেতু বিশ্বপ্রকাশকোষে মায়া শব্দে  
দন্ত ও কৃপা কহিয়াছেন । বিভর্ষি ক্রিয়ার অর্থ জগতে ধারণ  
করিয়াছেন । রক্তশব্দের অর্থ রজোগুণ স্বরূপ প্রযুক্ত সৃষ্টি  
করণের ইচ্ছা প্রভৃতি বহুতর অভিলাষ । আর কৃষ্ণ শব্দের

পার্শ্ববাদীরাণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ ।

তমদন্ত রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং বদ্রক্ষা দর্শনমিত্যুক্তৈঃ ॥ ৪২ ॥

ননু কথমন্ত্যার্থে নৈব বাক্যেন লোকভ্রামকং বর্ণয়সি যতঃ  
সম্প্রতি জনাত্যয়ার্থং কৃষ্ণোহয়ং বর্ণো ময়া গৃহীত ইত্যা-  
য়াতি তদেতদাশঙ্ক্য পরিহরমাহ ত্বমশ্চেতি । নিবৃত্ত্যমানা

অর্থ তমোগয়ত্ব প্রযুক্ত স্বরূপের প্রকাশ রহিত ॥

যেহেতু ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে শ্রীমূত কহিয়া-  
ছেন ॥

কেন না প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, পার্শ্বব অর্থাৎ প্রযুক্তি ও  
প্রকাশ রহিত কাষ্ঠ হইতে ধূম শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার প্রযুক্তি  
স্বভাব অর্থাৎ গমন শক্তি আছে, ঐ ধূম অপেক্ষা আবার ত্রয়ী-  
ময় অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা ধর্মসাধক এই দৃষ্টান্তে তমোগুণ  
অপেক্ষা রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সত্ত্বগুণ প্রধান, যেহেতু  
সত্ত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক অতএব তত্তদগুণোপাধি হরি বিরিক্ত  
হর প্রভৃতিরও অপেক্ষাকৃত বৈশিষ্ট্য হইল ॥ ৪২ ॥

অহে ! অনার্থ রূপ বাক্যরাগ কেন লোকের ভ্রমজনক  
বর্ণন করিতেছ ? যেহেতু সম্প্রতি আমি : সকলের বিনাশ  
নিমিত্ত এই কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিলাম এই অ উপস্থিতি হই  
তেছে, অতএব এই আশঙ্কার পরিহারপূর্বক কহিতেছেন :  
“ত্বমশ্চেতি” ইত্যাদি ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ।

ইতস্ততশ্চাল্যমানাঃ ॥

অগ্নাং ভাবঃ কাস্তাং তাবদ্রুদ্ধাঘনত্ব শুদ্ধ সহায়ত্ব বোধকং  
প্রমাণান্তরং । গুণানুরূপ রূপান্দীকারেহপি যথা প্রসন্নস্ত  
দুঃখমাত্র হেতুত্বাৎ সুষুপ্তিরূপত্বাচ্চ তত্র তদর্থাবসরো  
ভবতি । তথাহস্য তু কালস্য ত্বংকৃত রক্ষা জগৎসুখ  
হেতুত্বাৎ তমোময়াসুরবিনাশযোগ্যত্বাত্তেষামসুরাণামপি

“নিবৃত্ত্যমানা” ইহার অর্থ ইতস্ততঃ চাল্যমানা ॥

ইহার তাৎপর্য এই । শুদ্ধ-সহায়ত্ব ব্রহ্ম ঘনত্ববোধক  
অন্য প্রমাণ একগুণে থাকুক, গুণানুরূপ রূপের অঙ্গীকারেও  
যেমন প্রলয়ের দুঃখমাত্র হেতুত্ব এবং সুষুপ্তি রূপত্ব প্রযুক্ত  
সেই প্রলয়ের ঐ প্রকার অর্থের অর্থাৎ গুণানুরূপ অঙ্গীকারের  
অবসর হয় তদ্রূপ এই স্থিতি কালের তৎকর্তৃক কৃত রক্ষা-  
দ্বারা জগতের সুখ হেতুত্ব প্রযুক্ত তমোময় অসুর সকলের  
বিনাশ যোগ্যত্ব হেতু তৎসমুদায় অসুরদিগেরও বিনাশচ্ছলে  
সর্বগুণাতীত মোক্ষস্বরূপ প্রসন্নতার লাভ জন্য সেই গুণানু-  
রূপরূপের অঙ্গীকার নিমিত্ত অবসর হয় না । সৈন্ধব আনয়ন  
কর ইহার ন্যায়; অর্থাৎ কেহ ভোজন কালে সৈন্ধব আনয়ন  
কর এই বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাকে যেমন লবণ আনিয়া  
দিতে হয়, আর গমন কালে সুসজ্জিত চইয়া সৈন্ধব আনয়ন  
কর প্রয়োগ করিলে তাহাকে যেমন ঘোটক আনিয়া দিতে  
হয়, সেইরূপ স্থিতিকালে সকলের হিতাচরণ নিমিত্ত ভগবান্

হননব্যাঞ্জন সর্বগুণাভীত মোক্ষাত্মকপ্রসাদলাভানুদর্শা-  
বসরো ন ভবতি সৈন্ধবমানয়েতিবৎ ॥ ৪৩ ॥

তথৈবোক্তং ॥

জয়কালে তু সত্বস্ত্র দেবর্যীন্ রজমোহসুরান্ ।

তমসো যক্ষ রক্ষাংসি তং কালানুগুণেহভজদিত্তি ॥

তস্মান্ন তমঃকৃতোহয়ং বর্ণঃ রজঃসত্বাভ্যাং রক্তশুক্লা

বেব ভবত ইতি তু প্রতিপূর্বপক্ষিমতং । ততশ্চ পারি-

শেষ্য প্রমাণেন স্বরূপশক্তিব্যঞ্জিত্বমেবাত্মাপি পর্য্যবস্ত্র-

অবতীর্ণ হইয়া যে সকল অসুরকে সংহার করেন তাহা অহিত  
নয় । কেন না বিনাশচ্ছলে তাহাদিগকে পরমহিতস্বরূপ  
মোক্ষ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥

এইরূপ ৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে শ্রীশুকদেব রাজা  
পরীক্ষিৎকে কহিয়াছেন ॥

রাজন্ ! সত্বগুণ আপনার বুদ্ধি সময়ে দেব ও ঋষিগণকে  
ভজনা করে অর্থাৎ তত্তদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে  
বর্জিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রজোগুণ আপনার বুদ্ধিকালে  
অসুরাদিগকে এবং তমোগুণ স্বীয় উন্নতি সময়ে কালের অনু-  
গুণ হইয়া যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতিকে অবলম্বন করে ॥

অতএব এই বর্ণ তমঃকৃত গুণদ্বারা রক্ত ও শুক্লবর্ণ হয়  
ইহাও প্রতিপূর্বপক্ষীয় মত ।

সেই কারণে পারিশেষ্য প্রমাণ দ্বারা স্বরূপ শক্তির প্রকাশ-

তীতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

তথৈব তমেবার্থঃ শ্রীদেবকীদেব্যপি সংভ্রমেণ প্রাগেব  
বিবৃণ্বতী রূপং যন্তং প্রাহুরব্যক্তমাদ্যমিতি ॥ ৪৫ ॥

অথ প্রকৃতমনুসরণমঃ ॥

তদা শুভ্রা বৈশ্বকণ্যমাত্মারানাগামপ্যাকর্ষণলিপগম্যা-

ত্বই এই কৃষ্ণরূপে পর্য্যবেশান হইল ॥ ৪৪ ॥

এই প্রকার অর্থকেই শ্রীদেবকীদেবীও সজ্জগদ্বারা পূর্বেই  
বিস্তার করিয়াছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীদেবকী বাক্য যথা ॥

“রূপং যন্তং প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং

ব্রহ্মজ্যোতির্নিগুণং নির্বিকারং ।

সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং

স ত্বং সাক্ষাদ্বিস্মরধ্যা ত্মদীপঃ” ॥

তাৎপর্য্য । দেবকী কহিলেন, ভগবন্! বেদ সকলে  
যাঁহাকে অনির্বচনীয় কার্য্য কল্প বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন  
অর্থাৎ যাঁহাকে নিরীহ (সাম্প্রদায়িক কারণ) নির্বিশেষ,  
সত্তামাত্র, নির্বিকার, নিগুণ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, বৃহৎ, আদ্য  
অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া থাকেন আপনি সেই বস্তু সাক্ষাৎ  
বিস্মৃ, অধ্যাত্ম দীপ, অর্থাৎ বুদ্ধাদিকারণ সমূহের প্রকাশক  
অতএব আপনকার আশঙ্কা নাই ইত্যাদি ॥ ৪৫ ॥

এক্ষণে প্রকৃত বাক্যের অনুসরণ করি ॥

দ্ভুতরূপত্বং ॥

তদযথা শ্রীসূতোক্তৌ ॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়োনিগ্রহা অপূরুক্রমে ।

কুর্ক্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথংভূতগুণো हरिः ॥

হরেণ্ডুর্গাক্ষিপ্তমতিভগবান্ বাদরায়ণিঃ ।

অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয় ইতি ॥ ৪৬ ॥

অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্মোত্তরে ॥

ঐ প্রকার শ্রীকৃষ্ণমূর্তির গুণেরও বৈলক্ষণ্য আছে । যেহেতু আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন এই চিত্তদ্বারা অদ্ভুত রূপ বোধ হইতেছে ॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০ । ১১ শ্লোকে শ্রীসূত বাক্য যথা ॥

আত্মারাম মুনি সকলের কোন প্রকার হৃদয় গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির এতাদৃশ অসাধারণ গুণ যে মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হইবেন ॥

বিষ্ণুভক্ত প্রিয় ভগবান্ ব্যাস নন্দন হরির গুণে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়াই এই শ্রীমদ্ভাগবত রূপ বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব বিষ্ণুধর্মোত্তরে কথিত হইয়াছে ॥

গুণাঃ সর্বেহপি যুজ্যন্তে হৈশ্বর্য্যাং পুরুষে ভমে ।

দোষাঃ কথঙ্কিনৈবাত্র যুজ্যন্তে পরমো হি সঃ ।

গুণদোষৌ মায়ায়ৈব কেচিদাহুরপণ্ডিতাঃ ।

ন তত্র মায়া মায়া বা তদীয়ো তু কুতোহঃ ।

তস্মান্ন মায়ায়া সর্বং সর্বমৈশ্বর্য্যাসম্ভবং ।

অমায়োহীশ্বরো যস্মাত্তস্মাত্তং পরমং বিদুরিতি ॥ ৪৭ ॥

অথ ন বিদ্যতে ইত্যস্ত প্রকৃতশ্লোকস্ত ব্যাখ্যাবশেষঃ ।

তদেবং স্বরূপশক্তিবিলাসরূপতেন তেষাং জন্মাদীনাং

প্রাকৃতাদৈলক্ষণ্যং সাধিতং ॥ ৪৮ ॥

ঐশ্বর্য্য হেতু ভগবান্ পুরুষোভমে গুণ সকল সংযুক্ত হয়, তাঁহাতে কোন ক্রমেই দোষ সকল লিপ্ত হয় না, যে হেতু তিনি পরম অর্থাৎ সর্ব শ্রেষ্ঠ । কিন্তু কতিপয় অপণ্ডিত মায়া দ্বারা তাঁহাতে গুণ ও দোষ আ'রোপ করিয়া থাকে । তাঁহাতে যখন মায়া ও মায়াবী কিছুই নাই, তখন তৎসম্বন্ধীয় গুণ দোষই বা কিরূপে থাকিবে । অতএব সমস্ত জগৎ ঐশ্বর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মায়া কর্তৃক হয় নাই, যে হেতু ঈশ্বর মায়াতীত, সেই কারণে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পরম বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর ৪৮ অঙ্কস্থত “ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম বা” এই প্রকৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ হইল । অতএব এই প্রকারে স্বরূপ শক্তির বিলাস হেতু সেই সকল জন্মাদির প্রাকৃত জন্ম

তত্রাশঙ্কতে ॥

ননু ভবন্ত স্বরূপ ভূতাত্মেব তানি তথাপি স্বরূপাত্মেব  
পূর্ণত্বাৎ তত্তৎ প্রাপ্তৌ কিং প্রয়োজনং তত্রাহ লোকা  
প্যয় সমুদায় লোকো ভক্তজনঃ তস্য অপ্যয়ঃ সংসারধ্বংসঃ  
তৎপূর্বকঃ সম্ভবো ভক্তিসুখপ্রাপ্তিঃ, ভূ তৎপ্রাপ্তৌ তদর্থ  
এতদপ্যুপলক্ষণং । নিত্যপার্বদানামপি ভক্তিসুখোৎ  
কর্ষণার্থং ॥ ৪৯ ॥

তদুক্তং শ্রীমদর্জুনেন প্রথমে ॥

তথায়থাবতার স্তে ভুবো ভারজিহীষয়া ।

হইতে বৈলক্ষণ্য ( ভিন্নতা ) সাধন করা হইল ॥ ৪৮ ॥

এই বিষয়ে আশঙ্কা করিতেছেন, অহে ! সেই সকল  
জন্মাদি স্বরূপ ভূত হউক, তথাপি স্বরূপেরও পূর্ণত্ব হেতু  
সেই সেই প্রাপ্তিতে প্রয়োজন কি ! । এই প্রশ্না করিতেছেন  
ঐ সকল জন্মাদি লোকের অপ্যয় ও সম্ভবের নিমিত্ত । লোক  
শব্দের অর্থ ভক্তজন । তাঁহার অপ্যয় অর্থাৎ সংসারধ্বংস ।  
ঐ সংসার ধ্বংসন পূর্বক সম্ভব অর্থাৎ ভক্তিসুখ প্রাপ্তি ।  
ভূ ধাতুর অর্থ ভক্তিসুখ প্রাপ্তি, তন্নিমিত্ত । ইহাও উপলক্ষণ  
মাত্র । নিত্যপার্বদাদিগের ভক্তি সুখের উৎকর্ষ নিমিত্ত  
ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে শ্রীমদর্জুন  
কর্তৃক কথিত হইয়াছে যথা ॥



স্বানামনন্তভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃদिति ॥

অস্যার্থঃ । যথাহন্ত্যে পুরুষাদয়ো হবতারাঃ তথায়ঞ্চাব  
তারঃ সাক্ষাদ্ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্ত তবৈব প্রাকট্যাং, পরম  
ভক্তায়া ভূবো ভারজিহীর্ষয়া জাতোহপি অন্তেষাং স্বানাং  
ভক্তানাং অসকৃৎ যুহরপ্যনুধ্যানায় নিজভজনমৌধ্যায়  
ভবতি ॥ ৫০ ॥

ননু তর্হি ভক্তসৌখ্যমেব প্রয়োজনং জাতমिति পূর্ণা-  
নন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমিতি কুতঃ ইত্যেতৎ কথমূপ  
পদ্যতে তত্রাহ অনন্যভাবানামিতি । অন্যথা সর্বজ্ঞ

অর্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ ! তোমার এই অবতার পৃথি-  
বীর ভার হরণার্থ এবং বন্ধুবর্গ ও একান্ত ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ  
অনুধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইবে এতর্কমিত্ত ॥

তাৎপর্য্য ! যেমন অন্য পুরুষাদি অবতার, সেই রূপই  
এই অবতার । আপনি কৃষ্ণনামক সাক্ষাৎ ভগবান্ আপনার  
এই আনির্ভাব পরম ভক্তরূপা পৃথিবীর ভার হরণ ও অন্য  
নিজ ভক্তগণের নিরন্তর অনুধ্যানের জন্য অর্থাৎ নিজভক্তনের  
সুখের নিমিত্ত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

অহে ! তবে ভক্তের সুখই প্রয়োজন হইল নতুবা ইহ  
লোকে সেই পূর্ণানন্দের প্রয়োজন বুদ্ধি কোথায় ? এই বচন  
দ্বারা বিরোধ হেতু তাঁহার ভক্ত সুখ প্রয়োজন কি প্রকারে  
উপপন্ন হইবে ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন “অনন্যভাবানামিতি

শিরোগণেনির্দোষস্য তস্য তন্মাত্রাপেক্ষকাণাং তেষা  
মুপেক্ষায়ামকারুণ্যদোষঃ প্রসজ্জেতেতি ভাবঃ । আত্মা  
রামেহপি কারুণ্য গুণাবকাশো গুণা বিরুদ্ধা অপিতু  
সমাহার্যাশ্চ সৰ্ব্বত ইতি স্মরণাৎ বিচিত্রগুণনিধানে  
শ্রীভগবত্যেব সম্ভবতি । ততোহন্যত্র তু সঞ্চারিত তদগু-  
ণাংশে তদীয় এব যঃ প্রতিপদমেব মাশ্চর্য্যং শ্রুত্বা দিভি-  
রুচ্চৈর্গীয়তে যশ্চাবিরঞ্চমাপামর জন মাকর্ষন্নেব বর্ততে ॥

যদি ভক্তস্বথ প্রয়োজন না বল তাহা হইলে সৰ্ব্বজ্ঞ শিরো-  
মণি নির্দোষ সেই ভগবানের ধ্যানমাত্রকে যাহারা অপেক্ষা  
করেন সেই সকল ভক্তগণের পরিত্যাগে অকারুণ্যরূপ দোষ  
প্রসক্তি হয় । আত্মারামেও কারুণ্য গুণের অবকাশ আছে  
অর্থাৎ আত্মারাম ব্যক্তিতেও কারুণ্য গুণের উদয় হইয়া  
থাকে । অতএব গুণসকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরম-  
পুরুষ ভগবানে সৰ্ব্বতো ভাবে উদাহরণ করিবে এই স্মরণ-  
হেতু বিচিত্র গুণনিধি শ্রীভগবানেই ঐ সমুদায় গুণ সম্ভবে এই  
নিমিত্ত অন্যত্র সঞ্চারিত যে গুণাংশ তাহাও ভগবৎ সম্বন্ধীয় ।  
শ্রুতি সকল পদে পদে আশ্চর্য্য রূপে যাহাকে উচ্চ করিয়া  
গান করিতেছেন, নিমিত্তক্রমা অবধি পামর পর্য্যন্তকেও আক-  
র্ষণ করিয়া বর্তমান আছেন ॥

তদুক্তং স্বয়মেব ॥

ভজতোহপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ ।

আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রহঃ ॥

নাহন্ত সখ্যো ভজতোহপি জন্তুন্ ভজাম্যমীষামনুবৃদ্ধি-  
বৃত্তয়ে ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥

তস্মাৎ পরমসমর্থস্য তস্য কৃপালক্ষণং ভক্তজনস্থ প্রয়ো-

এই বিষয়ে ১০ স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে ১৮। ১৯ শ্লোকে  
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কহিয়াছেন ॥

হে সুন্দরীগণ ! কতক গুলি আত্মারাম অর্থাৎ অপরাগ্-  
দর্শী, কতিপয় আপ্তকাম পুরুষ (যাহারা পূর্ণকামত্বপ্রযুক্ত  
বিষয় পাইয়াও ভোগেচ্ছা রহিত) আর যুত ও কৃতল্প এই  
চারিপ্রকার ব্যক্তির ভজনা কারি লোকদিগের ভজনা করে  
না, ইহাতে যাহারা ভজনা না করে তাহাদিগকে যে ভজনা  
করিবে তাহার সম্ভাবনা কি ? ॥

হে সখীগণ ! ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে আমি কেহই নহি,  
আমি পরমকারুণিক এবং পরম স্নহৎ, কারণ ভজনা কারি  
ঐ সকল ব্যক্তির নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তির নিমিত্ত তাহাদিগকে  
ভজনা করি না । যেমন অদম ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া নষ্ট  
করিলে কেবল সেই ধনের চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া থাকে অন্য  
কিছুই জানিতে পারে না তদ্রূপ ॥ ৫১ ॥

অতএব পরম সমর্থ সেই ভগবানের কৃপা চিহ্ন ভক্তজনের

জনকত্বং নাম কোহপি স্বরূপানন্দবিলাসভূত পরম-পর-  
মাশ্চর্য্যস্বভাববিশেষ ইতি মূলপদ্যোহপ্যনু কালমুচ্ছতীত্য-  
নেনৈব দর্শিতং । অতঃ প্রয়োজনান্তর মতিত্বং তু তস্মিন্না-  
ন্ত্যেব তৎপ্রয়োজনত্বক তস্য পরম সমর্থস্য আনন্দবিলাস  
এবেতি দিক্ ॥

যথোক্তং ॥

কৃপাগোরসমর্থস্য দুঃসহৈব কৃপালুতা ॥ ৮ ॥ ৩ ॥

শ্রীগজেন্দ্রঃ শ্রীহরিং ॥

তস্মাদপাণিপাদশ্রুতেরপি সদনন্ত স্বপ্রকাশানন্দ বিগ্রহ  
এব ভগবতি তাৎপর্য্যং নান্যত্রেতি প্রতিপাদয়ন্তি ॥

সুখ প্রয়োজনকত্বই কোন স্বরূপানন্দের বিলাস রূপ পরম  
আশ্চর্য্য স্বভাব বিশেষ, ইহা মূল পদে অর্থাৎ ৮ স্কন্ধের ৩  
অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে “অনুকালমুচ্ছতি” এতদ্বারা দেখান  
হইয়াছে ॥

এই নিমিত্ত সেই ভগবানে সুখ প্রয়োজন বিষয়ক মতি-  
মাত্র নাই । ভক্তজনের সুখ প্রয়োজনত্বই সেই পরম সমর্থ  
শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিলাস ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা ॥

অসমর্থ কৃপালুর কৃপালুতা অসহ্যই হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

অতএব “অপাণি পাদ” এই শ্রুতিরও নিত্য, অনন্ত,  
স্বপ্রকাশ এবং আনন্দ বিগ্রহ ভগবানেই তাৎপর্য্য অন্যত্র

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর

স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়াহনিমিষাঃ ।

বর্ষভুজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বম্ভজো

বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

অয়মর্থঃ ॥

অত্র করণং নাম বাস্যাদি বৎ কর্তৃশক্তি প্রেরিততয়া

নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ॥

শ্রুতি সকল কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ  
রহিত হইয়াও সমস্ত প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় শক্তি বিধান করিয়া  
থাকেন, যেহেতু আপনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, স্তত্রাং স্বতঃসিদ্ধ  
জ্ঞানের আর ইন্দ্রিয়াপেক্ষা হয় না। অতএব ইন্দ্র ব্রহ্মা  
প্রভৃতি দেববৃন্দ অবিদ্যা সহকৃত হইয়া আপনার পূজা আহ-  
রণ করেন, যেমন খণ্ডগুলাধিপতি রাজারা অখিল মণ্ডলাধি-  
পতি মহারাজকে স্বপ্রজা দত্ত বলি প্রদান করেন তদ্রূপ মনুষ্য  
দত্ত হব্য কব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। যেহেতু আপনা  
কর্তৃক যিনি যে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সতয়ে আপ-  
নার সেই কর্ম সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

তাৎপর্য্য। এস্থলে করণ শব্দে বাস্যাদির অর্থাৎ কুঠার

কার্য্যকরং কৰ্ত্তুৰ্ভিন্নতমং কেবল করণত্বাপন্নমেব বস্তুস্বী-  
কৃতং নতু স্বরূপত্বাপন্নমপি যতদপি । যথা দহনাদৌ তচ্ছ-  
ক্যাদিকং । গোণার্থত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥

স্বরাট্ পদনিরুক্তৌ স্বেনেতি তৃতীয়ান্তপদস্য স্বরূপশক্তা-  
বেব পর্য্যবসানাক্ষ ততো জীবস্য চিত্রপত্বাৎ পাণ্যাদীনাং  
স্বতো জড়ত্বাৎ । তদধীনশক্তীনাং তেষাং ভিন্নতমানাং  
করণত্বং মুখ্যার্থমেব । ততোহসৌ তদা সক্তত্বাৎ স্করণঃ  
ত্বং তদন্তর্যামী তদনাশক্তত্বাৎ তদনপেক্ষঃ । যতঃ স্বরাট্

বিশেষের ন্যায় কৰ্ত্তার শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া কার্য্যকর  
ও কৰ্ত্তা হইতে অতিশয় ভিন্ন, কেবল করণত্ব রূপে বস্তুর  
স্বীকার কিন্তু স্বরূপত্ব রূপে প্রাপ্ত যে বস্তু তাহা নয় । যেমন  
দাহনাদিতে গোণার্থ প্রযুক্ত তদীয় কৰ্ত্তৃত্ব তদ্রূপ ॥ ৫৩ ॥

“স্বরাট্” এই পদের ব্যুৎপত্তিতে ‘স্বেন’ এই তৃতীয়ান্ত  
পদের যেমন স্বরূপ শক্তিতেই পর্য্যবসান, তদ্রূপ জীবের  
চিত্রপ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ প্রযুক্ত হস্তাদির স্বতই জড়ত্ব সিদ্ধি  
হইল । সুতরাং জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবাধীন শক্তি স্ক-  
লের করণত্ব মুখ্যই জানিতে হইবে । অতএব জীব করণে  
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় স্কলে আসক্তপ্রযুক্ত স্করণ, কিন্তু আপনি  
জীবান্তর্যামী করণে ( হস্তাদিতে ) অনাসক্ত প্রযুক্ত ঐ করণকে  
অর্থাৎ পদাদিকে অপেক্ষা করেন না । যেহেতু আপনি

স্বরূপশক্ত্যৈব রাজস ইতি ॥ ৫৪ ॥

তথা প্রলয়কালাবসানে স্থিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত  
ধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সদৃশোহজি সুরোজমুখা ইতি  
বিদ্বদগণগুরুভিরস্মৃতি রপি নিজালম্বনত্বেন বর্ণমান পরম  
দিব্যকরণগণবিচিত্রোহপ্যসৌ অকরণ এব কুতঃ স্বরাট্ ।  
স্বেন স্বরূপশক্তিবিলাসবিশেষ সিদ্ধ প্রাদুর্ভাববিশেষেণ  
স্বরূপেণৈব তত্তৎ করণ তয়া রাজসে । তেষাং স্বরূপভূত-

স্বরাট্ অর্থাৎ স্বরূপশক্তিদ্বারাই সর্বদা দেদীপ্যমান ॥ ৫৪ ॥

তথা প্রলয়ের অবসানে “স্থিয় উরগেন্দ্র” এই ১০ স্কন্ধের  
৮৭ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকের পরাক্ষে শ্রুতিসকল কহিয়াছেন,  
হে ভগবন্! অপরিচ্ছিন্ন যে আপনি আপনাকে পরিচ্ছিন্নরূপে  
দর্শনপূর্বক সর্পেন্দ্র দেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে বিষক্ত বুদ্ধি  
কামাত্মা স্ত্রীগণও যাহা প্রাপ্ত হইলেন, শ্রুত্যাভিমানিনী দেবতা-  
রূপ আমরাও আপনাকে অপরিচ্ছিন্নরূপে দর্শন করিয়াও আপ-  
নার পাদপদ্ম স্থখে ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হই । এইরূপে  
বিদ্বান্ জনসকলের গুরুরূপি আমরাও স্বীয় আলম্বনত্ব রূপে  
বর্তমান ভগবান্ উৎকৃষ্ট করণ গণে ( হস্তাদি ইন্দ্রিয়সকলে )  
বিচিত্র হইয়াও অকরণ হইয়াছেন, যেহেতু আপনি স্বরাট্ ।  
অর্থাৎ নিজ স্বরূপশক্তি বিলাস সিদ্ধ প্রাদুর্ভাব বিশেষ স্বরূপ-  
দ্বারাই সেই সেই করণ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন ।  
অতএব সেই সকল করণের স্বরূপ ভূতত্ব প্রযুক্ত মুখ্য করণের

হেন মুখ্যকরণত্বাযোগাদিতি ভাবঃ । অন্যথোপাধিক বস্তু  
দ্বারা তথাপি প্রকাশে কথং নাম স্বরাট্‌ত্বং সিধ্যেদिति  
চ ॥ ৫৫ ॥

আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং ।  
নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদি শ্রুতে ।

আনন্দমাত্র করপাদমুখোদরাদিরিত্যাди স্মৃতেশ্চ ॥ ৫৬ ॥  
ননু ময়ি তথাভূত স্বরূপশক্তিীনামস্তিতায়াং কিং প্রমাণং  
তত্রাহঃ । অখিলকারকশক্তিধর ইতি অখিলেভ্যঃ  
প্রাণিভ্যঃ কারকাণি করণানি চক্ষুরাদি গোলোকানি তেষু

অযোগ জানিতে হইবে । ইহা না হইলে উপাধিকৃত বস্তুদ্বারা  
আপনার প্রকাশে কিরূপে স্বরাট্‌ত্ব এই নাম দিদ্ধ হইত ॥৫৫  
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ॥

পরমেশ্বর আনন্দমাত্র, জরা রহিত, পুরাণ এবং এক হইয়া  
বহু প্রকারে দৃশ্য হয়েন, ইহাতে না না কিছুই নাই ॥  
স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে ॥

পরম পুরুষের হস্ত, পাদ, মুখ ও উদরাদি সমস্তই আনন্দ-  
মাত্র ॥ ৫৬ ॥

অহে ! আমাতে ঐ রূপ স্বরূপশক্তি সকল যে আছে  
তাহাতে প্রমাণ কি? এই প্রশ্নে অপ্রতিগণ কহিতেছেন,  
আপনি “অখিল কারক শক্তিধর” অর্থাৎ সমস্ত প্রাণির চক্ষু



শক্তীশ্চেন্দ্রিয়াণি ধরসি দদাসীতি তথা সর্বেষু তেষু তত্ত-  
 ক্রারণাত্তাস্তু ত্বয়ি স্বতঃসিদ্ধা অব্যায়াঃ পূর্ণাএব সম্ভীতি  
 ভাবঃ ।

তথাচ শ্রুতিঃ । প্রাণস্য প্রাণমূত চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাद्या ।  
 স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচেত্যাद्याচ । তদুক্তমেবাদশে ॥  
 যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তুভূতামুভয়েন্দ্রিয়াণি জ্ঞানং স্বতঃ স্বমনতো  
 বলমোজ ইহেতি ॥ ৫৭ ॥

রাদির গোলোক সমুদায়ে শক্তি ও ইন্দ্রিয় সকল প্রদান  
 করিয়া থাকেন তথা সমস্ত গোলোকে গেই সেই ইন্দ্রিয় তৎ  
 সমুদায়ের প্রদান প্রযুক্ত শক্তি আপনাতে স্বতঃসিদ্ধ অব্যয় ও  
 পূর্ণরূপে অবস্থিত আছে ॥

উল্লিখিত বিষয়ের শ্রুতি প্রমাণ যথা ॥

অহে ! পরমেশ্বর প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদি ।  
 তথা পরমেশ্বরে জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী ॥

এই বিষয় একাদশ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে কথিত  
 হইয়াছে যথা ॥

যাঁহার শরীরে এই ভুবনত্রয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যাঁহার  
 ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাণিগণের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সম্পন্ন হই-  
 য়াছে, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, যাঁহার নিশ্বাসে বল বীর্য্য ক্রিয়া  
 সাধিত হয়, তিনিই মহা রজঃ তমোগুণ দ্বারা জগতের জন্ম  
 স্থিতি ভঙ্গের আদিকর্ত্তা ॥ ৫৭ ॥

অতএব ।

বিকরণহ্যেনেতি চেত্তদুক্তমিত্যত্র সূত্রকারোপি তদুক্ত  
মিত্যেনেন শ্রুতেশ্চ শব্দমূলত্বাদিত্যুক্তরীত্যেব শ্রুতৈক  
গম্যং তর্কাতীতং তস্য বিকরণত্বং স করণত্বঞ্চ সাধিতবান্ ।  
শ্রুতিশ্চ । ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যত ইত্যাদ্যা ॥৫৮॥  
অথবা অখিলকারক শক্তিরোরোহপি ভ্রমসাবকরণ এবৈত্য-  
ন্বাঃ । কুতঃ স্বরাড়িত্যাदि । অতঃ সর্বতো বিলক্ষণ

অতএব ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়ান্যায়ের প্রথম পাদের “বিকরণ-  
হ্যেনেতি চেত্তদুক্তং” এই ২২ সূত্রে সূত্রকার জীব্যানদেবও  
‘তৎউক্তং’, এতদ্বারা তথা ঐ ব্রহ্মসূত্রের ঐ অধ্যায়ে ঐ  
পাদের ২৮ সূত্রে ‘শ্রুতেশ্চ শব্দমূলত্বাৎ’ অর্থাৎ সগুণ নিগুণ  
শ্রুতির (শ্রবণের) বেদোক্ত শব্দই মূল, এই কথিত রীতি-  
দ্বারাই শ্রুতির এক গম্য তর্কাগোচর সেই পরমেশ্বরের বিক-  
রণত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শূন্যত্ব ও স করণত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট-  
ত্বও সাধন করিয়াছেন ॥

শ্রুতিও কহিয়াছেন ॥

তঁহার কার্য্য নাই এবং তঁহার করণ (ইন্দ্রিয়) নাই,  
ইত্যাদি ॥ ৫৮ ॥

অথবা আপনি অখিল কারকের অর্থাৎ প্রাণিগণের ইন্দ্রিয়  
সকলের শক্তি বিধান করিয়াও আপনি অকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়

মহিমত্বাৎ। অনিমিষা দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ তৎপূজ্যা বিশ্বসৃজো  
 ব্রহ্মাদয়োহপি তব তুভ্যং বলিমূপহারং উৎ উচৈঃ  
 শিরোভিবহন্তি । অজয়া তেষামধিকারিণ্যা মায়ায়াহপি  
 সহিতাঃ । সাপি আভাস শক্তিরূপা স্বরূপানন্ত শক্তিময়ায়  
 তুভ্যমাত্মসম্পদুদ্ভাবনার্থং বলিং হরতীত্যর্থঃ । সমদন্তিচ  
 মনুষ্যৈর্দত্তং হব্যকব্যা দিলক্ষণবলিং ভক্ষয়ন্তিচ ॥ ৫৯ ॥  
 অত্র দৃষ্টান্তঃ বর্ষভুজ ইতি বর্ষং খণ্ডমণ্ডলং । কথং বলি

শূন্য হইয়াছেন । যদি বলেন ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, তাহার  
 উত্তর এই আপনি স্বরাট্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপ । এই কারণ  
 আপনার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতা ॥

অনিমিষ শব্দে ইন্দ্রাদি দেবতা, ইহাদের পূজনীয় বিশ্ব  
 স্রষ্টা ব্রহ্মাদিও আপনার বলি অর্থাৎ উপহার মন্তকদ্বারা বহন  
 করেন । তাঁহাদের অধিকারিণী যে অজা অর্থাৎ মায়া তাহার  
 সহিত । ঐ মায়া আভাস শক্তিরূপা, তিনি আপনার সম্পত্তি  
 প্রকাশ করণ নিমিত্ত স্বরূপানন্ত শক্তিময় আপনাকে বলি  
 অর্থাৎ উপহার প্রদান করেন ॥

দেবতা সকল মনুষ্য দত্ত হব্য ( দেবোদ্দেশে দত্ত ঘৃত )  
 কব্যা ( পিতৃ উদ্দেশে দত্ত অন্ন ) স্বরূপ বলিকে ভক্ষণ  
 করেন ॥ ৫৯ ॥

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে “বর্ষভুজ ইতি” বর্ষ শব্দের অর্থ  
 খণ্ডমণ্ডল ! কি প্রকারে বলি সমর্পণ করেন এই প্রশ্নে স্তুতি

মুদ্রহন্তি তদাহঃ বিদধতীতি ত্বদাজ্ঞাপালনমেব বলিহরণ  
মিত্যর্থঃ । ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ  
ভীষাস্মাদগ্নিঃশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি শ্রুতং ॥ ৬০ ॥  
অথবা । ননু পাণ্যাদি করণানাং স্বরূপভূতত্বে যুক্তিং  
কথয়তেত্যত আহঃ অনিমিষাঃ করণাধিষ্ঠাতৃদেবা স্তববলি  
মুদ্রহন্তীতি । অজা নজ দেবত্বাদ্বিশ্বসৃজো বিশ্বেষাং সৃষ্টি  
হেতবঃ । অন্যে তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতাঃ ত্বদাশ্রয়াদেব  
করণৈর্বিষয়ং প্রকাশয়িতুং শরুবন্তি ত্বং পুন স্তুষামপ্য।

সকল কহিলেন ‘বিদধতি’ অর্থাৎ তোমার আজ্ঞা পালনই বলি  
হরণ, ইহার এই অর্থ ॥

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা ॥

এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য  
উদিত হইতেছেন, চন্দ্র উদয় করিতেছেন, অগ্নি জ্বলিতেছেন  
এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবমান হইতেছেন ॥ ৬০ ॥

অথবা ভগবান্ যদি এরূপ কহেন, অহে ! তবে আমার  
হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ ভূত বিষয়ে যুক্তি কি বল,  
এই প্রশ্নে শ্রুতি সকল কহিলেন । অনিমিষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধি-  
ষ্ঠাতৃ দেবতা সকল আপনার পূজা আহরণ করেন ।

অজা নজ দেবত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবত্ব প্রযুক্ত বিশ্ব  
স্রষ্টা অর্থাৎ বিশ্ব সমুদায়ের সৃষ্টির হেতু । অন্য সকল সেই

শ্রয় ইতি ত্বৎ কারণানাং স্বপ্রকাশতাপত্তেঃ । স্বরূপ-  
ভূতত্বমেবেতি । অথাস্তাং মহাশক্তির্মায়ৈবাশ্রয় ইত্যত  
আহঃ । অজয়োঁত ননু জীবা অপি নিজেদ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণা  
মাশ্রয়া ভবন্তি তত্রাহঃ বিদধতী'ত বিষয় ভোগদ্বারে-  
ষিন্দ্রিয়েষু ভগবতা বিশ্বপতিনা দত্তাধিকারানাং দেবানা  
মেবাধিকার্যাঃ কতিপয় গ্রামভৌমিকা ইব জীবা ইতি ন  
তেষামাশ্রয়াঃ কিন্তু ভবানেব তেষামধিকারত্বাদাশ্রয় ইতি

সেই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতার আশ্রয় প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা  
বিষয় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সগর্গ হইয়েন । কিন্তু আপনি  
সেই দেবতা সকলেরও আশ্রয় হইয়াছেন । আপনকার করণ  
সকলের স্বপ্রকাশতার আপত্তি হেতু ইন্দ্রিয় সকল স্বরূপ ভূত  
হইয়াছে ॥

তবে সেই মহাশক্তি মায়াই তাঁগাদের আশ্রয় হউক এই  
প্রশ্নে কহিতেছেন “অজয়েতি” অর্থাৎ অবিদ্যা সহকৃত হইয়া ॥

অহে ! তবে জীব সকলই স্বীয় ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের  
আশ্রয় হউক, এই প্রশ্নে কহিতেছেন । “বিদধতি ইতি”  
আপনি বিশ্বপতি, বিষয় ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলে যে সকল  
দেবগণকে অধিকার দিয়াছেন তাহারাই অধিকারের বিষয়ী-  
ভূত কতিপয় গ্রামভৌমিকের ন্যায় অর্থাৎ গ্রামাধ্যক্ষের মত  
জীব সকল কিন্তু আপনিই তাহাদিগের অধিকার দিয়াছেন এ

ভাবঃ ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥

শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৬১ ॥

তস্মাদ্বিলক্ষণপাণিপাদাদিত্ত্বেনৈবাপানিপাদাদিত্বং ।

যথাহ ॥

ত্বক্ শ্মশ্রুরোম নথ কেশপিনকমন্ত

মাংসাস্থিরক্তকুমিবিট কফপিত্তবাতং ।

জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতিবিমূঢ়া

যা তে পদাক্ষমকরন্দমজিস্রতী স্ত্রী ॥ ৫০ ॥

অত্র শ্রীভগবতি কেশাদীনাং শ্রয়মাণানামানন্দরূপত্বং

প্রযুক্ত আপনিই তাহাদিগের আশ্রয় ॥ ৬১ ॥

অতএব বিলক্ষণ হস্ত পদাদি প্রযুক্ত শ্রুতিসকল ভগবান্কে  
অপানি পাদ অর্থাৎ প্রাকৃত হস্ত পদাদি রহিত কহিয়াছেন ॥

এই বিষয়ে ১০ স্কন্ধের ৬০ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে ভগবানের  
প্রতি রুক্মিণীর বাক্য যথা ॥

রুক্মিণী কহিলেন, যে স্ত্রী আপনার পাদপদ্ম মকরন্দের  
আশ্রয় পায় নাই সেই মূঢ়মতি স্ত্রী বাহে ত্বক্ শ্মশ্রুরোম নথ  
কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত অন্তরে মাংস অস্থি রক্ত কুমি বিষ্ঠা ও  
বাত পিত্ত কফ পরিপূরিত জীবিত শবদেহকে কান্ত জ্ঞানে  
ভজনা করে ॥ ৫০ ॥

এস্থলে শ্রীভগবানে শ্রয়মাণ কেশাদির আনন্দ রূপত্ব

অন্যোষাং ত্বভাব এবৈতি বৈলক্ষণ্যং স্পষ্টমেব ॥

অতএব শ্রীহিরণ্যকশিপুং প্রতি ওন্মারকজননিষেধ লক্ষণ  
ব্রহ্মবরদানমপি সংগচ্ছতে ॥ ৬২ ॥

ব্যস্ত্তির্বা হস্তমস্তির্বা সুরাসুরমহোরগৈরিতি ।

নত্বেতৎ করণস্য নিষেধ পরং কিন্তু কর্তুরেব কর্তৃ প্রকর-  
ণাদপ্রাণিভিঃ প্রাণিভির্বা ইত্যুক্তে তসৌব প্রাপ্তত্বাৎ ।

হস্তজীবদেহসাম্যেহপি সপ্রাণভাগান্নিক্রান্তস্য কর্তনায়  
নখাগ্রভাগস্য তাত্ত্বপ্রাপ্তত্বাচ্চ । তস্মাদস্মাকমপ্রাণো

কিন্তু অন্যের তাহা নহে এই বৈলক্ষণ্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন ॥

অতএব হিরণ্যকশিপুর প্রতি ঐ হিরণ্যকশিপুর মারক  
জন নিষেধরূপ ব্রহ্মার বরদানও সম্ভব হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

৭ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে যথা ॥

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিল হে  
ব্রহ্মান্ । অপ্রাণ অথবা সপ্রাণ কিন্মা সুর অসুর ও মহোরগ  
এ সকল হইতেও যেন আমার মৃত্যু না হয় ॥

এই বরদান করণের অর্থাৎ করণ-কারকের নিষেধ পর  
নহে কিন্তু কর্তারই । যেহেতু ইহা কর্তার প্রকরণ । কেন  
না “অপ্রাণিভিঃ প্রাণিভির্বা” অর্থাৎ অপ্রাণী এবং প্রাণী-  
দ্বারা এই উল্লেখ হওয়াতে সেই কর্তারই প্রাপ্তি হইল ।  
হস্তার জীবদেহের সমতাতেও সপ্রাণ ভাগ হইতে নির্গত  
নখাগ্রের অপ্রাণ নিমিত্ত ছেদনের জন্য হয় ॥

হৃদনাঃ স্তম্ভঃ ৷ তি ।

অস্য মহতোভূতস্য নিখসিতমেতদিত্তি চ শ্রুতিনা মঙ্গ-  
তেতি ॥ ৬৩ ॥

অতএবোক্তং বারাহে ॥

ন তস্য প্রাকৃত্য মূর্ত্তির্মেদোমজ্জাস্থি সন্তুবা ।

ন যোগিত্বদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোহচ্যুতো বিভুরিত্তি ।

তচ্চাপ্রাকৃত মূর্ত্তিত্বং তস্য মহাযোগিত্বাদিচ্ছাকৃতমিত্তি ন  
কিস্ত্বীশ্বরত্বান্নিত্যমেবেত্যর্থঃ ॥

তথাচ প্রয়োগঃ ॥

ঈশ্বরঃ সবিগ্রহঃ জ্ঞানেচ্ছা প্রযত্নবৎ কর্তৃত্বাৎ । কুলানা

অতএব হে স্তম্ভ ! আমাদের প্রাণ নাই, মন নাই ।

এই মহাভূতের নিখাস হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে । এই  
শ্রুতি অসঙ্গত নহে ॥ ৬৩ ॥

অতএব বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে ॥

মেদ মজ্জা ও অস্থি জনিত প্রাকৃত মূর্ত্তি ভগবানের নহে  
তিনি যোগী নহেন ঈশ্বর, এ যুক্ত তিনি সত্য রূপ, অচ্যুত  
এবং বিভু ।

তাৎপর্য্য । মহাযোগিত্ব প্রযুক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত মূর্ত্তি  
ইচ্ছাকৃত নহে । কিন্তু তিনি ঈশ্বর স্তরাং তাহা নিত্যই  
আছে জানিতে হইবে ॥

কথিত রূপের প্রয়োগ যথা ॥

ঈশ্বর সবিগ্রহ অর্থাৎ দেহ বিশিষ্ট, যেহেতু তাঁহাতে



দিবৎ সচ বিগ্রহো নিত্যঃ ঈশ্বরকরণত্বাৎ । তজ্জ্ঞানাদিব-  
দিতি । অতএব বিলক্ষণত্বেন্নি ॥ ৬৭ ॥

জীবচ্ছবমিতি চৈতন্যযোগেন জীবন্তং স্বতন্ত্র শবং ততঃ  
শ্রীভগদ্বিগ্রহস্ত চিদেক রসত্বাৎ সদা জীবন্তেবেতি বৈল-  
ক্ষণ্যং যুক্তং নিত্যানন্দচিদ্রূপত্বাদুজনীয়ত্বঞ্চ যুক্তমিতি  
ভাবঃ ॥ ১০ ॥ ৬০ ॥

শ্রীকৃষ্ণিণী ভগবন্তং ॥ ৬৫ ॥

নাম রূপিত্ব বিধিনিষেধ শ্রুতিভিত্তির্বদমানানাং বিবাদাব-  
সরে তদেব হু পপাদয়তি ॥

জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রযত্নের ন্যায় কুলুলাদির মত কর্তৃত্ব আছে ।  
ঈশ্বর করণত্ব প্রযুক্ত কুলুলাদির ন্যায় ঐ বিগ্রহ নিত্য এবং  
তাহা জ্ঞান তুল্য এই হেতু বৈলক্ষণ্য জানিতে হইবে ॥ ৬৪ ॥

জীবচ্ছব এই পদে চৈতন্য যোগদ্বারা সজীব কিন্তু স্বভাব-  
তই শব । অতএব শ্রীভগদ্বিগ্রহ এক চৈতন্যরস প্রযুক্ত সর্বদা  
সজীবই রহিয়াছেন, জীবে এবং ভগদ্বিগ্রহে এই বৈলক্ষণ্য  
উপযুক্ত অতএব নিত্যানন্দ চৈতন্যরূপ প্রযুক্ত শ্রীভগবন্মূর্ত্তিই  
ভজনীয় ইহাই যুক্তি সঙ্গত ॥ ৬৫ ॥

নাম ও রূপ বিষয়ক বিধিনিষেধ শ্রুতি মকল দ্বারা বিবাদ  
কারিদিগের বিবাদের অবসরের নাম এবং রূপিত্বই প্রতিপন্ন  
করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে দক্ষের শ্রবণমতঃ ॥

অস্তীতি নাস্তীতিচ বস্তু নিষ্ঠয়ো।

রেকস্থয়োভিন্ন বিরুদ্ধস্ময়োঃ ।

অবেক্ষিতং কিক্খন যোগসাংখ্যয়োঃ

সমং পরং হনুকুং বৃহত্তং ॥ ৫১ ॥

অস্তীতি যোগঃ স্থলোপাসনাশাস্ত্রং । তত্র হি যদুগবতো।

অহো! যে যোগশাস্ত্রে পদাদি আছে বলিয়া তদ্রূপে  
যাঁহার উপাসনার বিধি দিয়া থাকেন এবং যে সাংখ্যশাস্ত্রে  
পদাদি নাই বলিয়া যাঁহার উপাসনা নিষেধ করেন, পরস্পর  
বিরুদ্ধ সেই দুই যোগ ও সাংখ্যশাস্ত্রদ্বারা যে কিছু প্রতীত  
হয়, সেই বৃহদ্রথ ব্রহ্মবাদেও অবিবাদের আশ্পদ অর্থাৎ  
তাহাই পরমব্রহ্ম। যোগ ও সাংখ্যশাস্ত্র মধ্যে যদিও কেহ  
“পদাদি আছে” এবং কেহ “পদাদি নাই” বলিয়া বিবাদ  
করাতে ঐ দুইয়ের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হউক তথাপি দুইয়ের  
বিধি নিষেধ এক বস্তু নিষ্ঠ হওয়াতে তাহাদের বিষয় এক  
হইয়াছে। সে যাহা হউক, সেই বস্তু পরম যেহেতু বিধি  
নিষেধের বিষয় নহেন এবং বিনা অধিষ্ঠানে পদাদি কল্পনা ও  
বিনা বিধিতে নিষেধ অসম্ভব হওয়াতে সেই বস্তু অনুকূল  
অর্থাৎ ঐ দুইয়ের উৎপাদক রূপেও প্রসিদ্ধ আছেন ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য। মূলশ্লোকে “অস্তীতি” এই পদে যোগ অর্থাৎ  
স্থল উপাসনা শাস্ত্র। ঐ শাস্ত্রে যে ভগবানের নাম ও রূপিভূ

নাম রূপিত্বং শ্রায়তে । তৎ দৃষ্ট কল্পনালাঘবাৎ ঘটপটাদি  
লক্ষণা নিখিল নামধেয়ত্বং পাতালপাদাদিকত্বক্কেতি বিধী-  
য়তে । নাস্তীতি সাংখ্যং জ্ঞানশাস্ত্রং । তত্র হি নিষেধ-  
শ্রুতিভিস্তস্য। নামরূপিত্বং যন্নিষিধ্যতে তৎ প্রাপঞ্চিক  
নামরূপিত্বস্য কল্পিতত্বাৎ সর্বত্রৈব নাস্তীতি নিশ্চীয়তে ।  
তদুক্তমুভয়মতমন্যৈব প্রাকৃ ॥ ৬৫ ॥

স সর্বনামা সচ বিশ্বরূপ ইত্যাদিনা যদ্ব্যঙ্গিরুক্তং বচনা  
নিরূপিতমিত্যাাদিনা চ ॥

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তু নির্ণয়োঃ । তমেব বিবাদং স্ফুট-

শুনা যায়, তাহা দৃষ্ট কল্পনার লাঘবের নিমিত্ত, ঘট পটাদি  
সমুদায় নাম ও পাতালাদিকে চরণাদি অবয়ব রূপে বিধান  
করা হইয়াছে ॥

“নাস্তীতি” এই পদে সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র, ঐ জ্ঞান  
শাস্ত্রে নিষেধ শ্রুতি দ্বারা ভগবানের যে নামরূপিত্ব নিষেধ  
করিয়াছেন তাহা প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ মায়িক নাম রূপিত্বের  
কল্পনা প্রযুক্ত সর্বপ্রকারে ঐ ভগবানে প্রাপঞ্চিক নাম রূপিত্ব  
নাই সাংখ্যশাস্ত্রে ইহাই নিশ্চয় হইয়াছে, ‘অস্তিনাস্তি’ এই  
উভয় মত ইহারই পূর্বে কথিত হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

অপর তিনি সর্বনাম ও বিশ্বরূপ এই বলিয়া যাহা যাহা  
নিরুক্ত অর্থাৎ বাক্যদ্বারা নিরূপিত ইত্যাদি প্রমাণে । তথা  
‘অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তু নির্ণয়োঃ’ ইত্যাদি প্রমাণে উক্ত

য়তি । ভিন্নৌ অস্তীতি নাস্তীত্যেবং ভূতো বিরুদ্ধৌ ধর্মৌ  
যয়োঃ ভয়োঃ । বহাঃসামন্যোঃ ভিন্নবিষয়ত্বং নেত্যেহ । এক-  
স্থয়োঃ সমানবিষয়য়োঃ ॥ ৬৬ ॥

তদেবং বিবাদে সতি তয়োৰ্যং সমং সমঞ্জসত্বেনৈব অব-  
ক্ষিতং প্রতীতং বস্তু তৎস্বয়োরপি বৃহদ্বদনুকূলং ভবতি ।  
কিং তং সমঞ্জসং যৎ পরং নামরূপাদতান্ত তদভাবাচ্চ  
বিলক্ষণং । যত্র যুগপন্মামরূপিত্বমনামরূপিত্বমপি বস্তুং  
শক্যতে ॥

বিবাদকে স্পর্শ করিতেছেন ॥

যে দুই শাস্ত্রে ‘অস্তিনাস্তি’ এতাদৃশ বিরুদ্ধ ধর্ম বর্ণিত  
আছে । যদি বল ঐ উভয় শাস্ত্রের পরস্পর বিষয় ভিন্ন অত-  
এব ইহা থাকুক, এই আশঙ্কায় নিষেধ করত কহিতেছেন ।  
দুইশাস্ত্র একস্থিত অর্থাৎ তাহাদের বিষয় পরস্পর সমান ॥ ৬৬  
অতএব এই প্রকার বিবাদে ঐ দুইয়ের যাহা সামঞ্জস্য  
হয় তদ্বারা অবক্ষিত অর্থাৎ প্রতীত যে বৃহদ্বস্তু তিনিই দুই  
শাস্ত্রের অনুকূল হইয়াছেন ॥

সেই সমঞ্জস কিপ্রকার এই প্রশ্নে কহিতেছেন যিনি নাম  
রূপ হইতে পর এবং যাহাতে ঐ নামরূপের অত্যন্ত অভাব  
হওয়াতে যিনি বিলক্ষণ, যাহাতে এক কালীন নাম রূপিত্ব ও  
অনাম রূপিত্ব এই দুই বলিতে সমর্থ হওয়া যায় । তাহাই

তদ্বিলক্ষণং কিমপি নামরূপলক্ষণমেব বস্তুত্বার্থঃ ॥ ৬৭ ॥

এতদুক্তং ভবতি । একস্মিন্নেব বস্তুনি নামরূপিত্ব বিধি  
নিষেধাত্মাঃ পরস্পরং শ্রুতয়ঃ পরাহতার্থাঃ স্যুঃ । অত্রতু  
পরত্বনোভয়ত্রাপি প্রাক্তনযুক্ত্যা সমঞ্জসমপ্রাকৃতনাম  
রূপিত্বমেব বিধিনিষেধ শ্রুতিতাৎপর্যোগোপস্থাপ্যত ইতি  
তত্ত্বমতং বিবাদমাত্রং ॥ ৬৮ ॥

ইথাংমাত্রা শ্রীকৃবেণ নির্বিবাদত্বমুক্তং ।

তির্য্যঙ্ নগ দ্বিজ সরীসৃপদেবদৈত্য

বিলক্ষণ, কোন অনির্বিচনীয় নামরূপ বিশিষ্ট বস্তু ইহাই  
কথিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

অপর এক মাত্র বস্তুতেই নাম রূপিত্বের বিধি নিষেধদ্বারা  
শ্রুতিসকল পরস্পর পরাহতার্থ অর্থাৎ ভগ্নোদ্যম হইয়াছেন ।  
যাহা হউক এস্থলে পরত্ব শব্দ প্রয়োগ হেতু উভয় শাস্ত্রেই  
প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্বের এককালীন নাম রূপিত্ব ও তাহার  
অভাব এই যুক্তিদ্বারা সমঞ্জস অর্থাৎ তাহার অপ্রাকৃত নাম ও  
অপ্রাকৃত রূপ বিশিষ্টত্ব বিধি নিষেধ শ্রুতি তাৎপর্য দ্বারা  
উপস্থিত হইতেছে । ঐ ঐ মত বিবাদ মাত্র ॥ ৬৮ ॥

এস্থলে এই প্রকার চতুর্থস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে  
যথা ॥

কুব্ব কহিলেন, হে অজ ! আপনকার এই যে বিরাট্ রূপ  
যাহা তির্য্যক্, নগ, বিহগ, সরীসৃপ, দেব, দৈত্য ও মর্ত্য  
ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত সং এবং অসং এই দুই যাহার বিশেষ ।

মর্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষঃ ।

রূপং স্ববিষ্ঠমজতে মহাদাদ্যনেকং

নাতঃ পরং পরম বেদ্বি ন যত্র বাদিঃ ॥ ৬৯ ॥

অত্র রূপশব্দন্যেব উভয়ত্র বিশেষ্যত্বেন ।

ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তক পরক্যাপরমেবচেতি বৈষ্ণববাক্যানুসারেণ

চাতঃ পরং চতুর্ভূজাদিত্ব লক্ষণঃ রূপং বপুর্নিত্যর্থঃ ।

তচ্চাত্রে দর্শয়িষ্যতে । তন্ন বেদ্বি এতং পর্য্যন্তং কালং

নাচ্ছাসিষ্যমিত্যর্থঃ ।

তদেব ব্যনক্তি ॥

মহৎ প্রভৃতি অনেক বস্তু-যাছার কারণ, আমি কেবল এই  
স্থূল রূপই জানি, এতদ্ভিন্ন যে ঈশ্বর স্বরূপ আছেন এবং যাহা  
শব্দ ব্যাপারের বিষয় নহে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ, আমি তাহাঁর  
সন্ধানও জানি না “অতএব আমার অভিমান নিবৃত্তি হয় নাই,  
সুতরাং সংগঙ্গাই অভিলাষ করি ॥ ৬৯ ॥

এস্থলে উভয় শাস্ত্রে রূপ শব্দেরই বিশেষ্যত্ব রূপে, তথা  
হে ভূপ ! এই ভগবান্-মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, পর এবং অপর এই  
বিষ্ণুপুরাণের বাক্যানুসারেও । ইহার পর চতুর্ভূজাদিত্ব লক্ষণ  
রূপ অর্থাৎ বপুঃ উহা পরে দেখাইবেন । ‘তন্ন বেদ্বি’ অর্থাৎ  
অর্থাৎ এতাবৎ পর্য্যন্ত কাল জানিতে পারি নাই ॥

ইহাই প্রকাশ করিতেছেন ॥

যোহনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল

মনামরূপো ভগবাননন্তঃ ।

নামানি রূপাণিচ জন্ম কৰ্ম্মভি-

র্ভেজে স মহৎ পরমঃ প্রসীদতু ॥ ৫২ ॥

যো নামরূপ রাহিত এব নামানি রূপাণি চ ভেজে প্রকটিত  
বান্ জন্মকৰ্ম্মভিঃ সহ তানিচ প্রকটিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

ব্যতিরেকে দোষমাহ অনন্তঃ । যদি তস্মিন্নাম রূপিত্বাদিকং

৬ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে যথা ॥

অহো ! যিনি প্রাকৃত নাম রূপ রহিত হইয়াও পাদমূলের  
উপাসনাকারি পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ দিবার নিমিত্ত অব-  
তার সকল দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব বহু বহু রূপ এবং কৰ্ম্মকলরার  
ভুরি ভুরি নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অচিন্ত-  
নীয়, সেই অনন্ত পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্য । যিনি নামরূপ রহিত হইয়াও নাম সকলকে  
প্রকটিত করিয়াছেন অর্থাৎ জন্ম কৰ্ম্মের সহিত নাম রূপ  
সকলকে প্রকটিত করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

ব্যতিরেকে অর্থাৎ নাম রূপের অভাবে দোষ কহিতে-  
ছেন । তিনি অনন্ত । যদি তাঁহাতে নাম রূপাদি না থাকিত

নাস্তি তর্হি তত্তচ্ছক্তিমত্বং প্রতিমান্ত্বমেব প্রস-  
জ্জেতেতি ॥

তদুক্তং প্রচেতোভিঃ নহন্তো যদ্বিভূতীনাং সোহনন্ত ইতি  
গীয়স ইতি ॥

তত্ত্বং প্রকাশনে হেতুঃ । ভগবান্ ভগাত্মকশক্তিমান্  
তস্যাঃ শক্তেস্মায়ত্বং নিষেধতি । পরমঃ পরাখ্যশক্তিরূপা  
মা লক্ষ্মীর্থস্মিন্ । অন্যথা পরমত্ব ব্যাঘাতঃ স্যাদিতি  
ভাবঃ ॥

তবে তাঁহার সেই সেই শক্তিমত্বের প্রতি মান্ত্বই প্রসক্ত  
হইত অর্থাৎ তাঁহার সেই সেই শক্তি প্রকাশ হইত না ॥

ঐ বিষয় ৪ স্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে প্রচেতাগণ  
কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

হে ভগবন্ ! আপনার বিভূতির অন্ত নাই এই কারণে  
লোকে আপনাকে অনন্ত বলিয়া থাকে ॥

সেই সেই শক্তি প্রকাশনের প্রতি হেতু এই, তিনি ভগ-  
বান্ অর্থাৎ ভগাত্মক শক্তি বিশিষ্ট । ঐ শক্তির মায়াত্ব নিষেধ  
করিতেছেন । পরম শব্দের অর্থ এই যে পর শব্দে পরা  
(শ্রেষ্ঠা) নান্দ্রী শক্তি, মা শব্দে লক্ষ্মী অর্থাৎ পরা নান্দ্রী  
শক্তিরূপা লক্ষ্মী যাহাতে বিরাজ করিতেছেন তাঁহার নাম  
পরম । এরূপ যদি ব্যাখ্যা না করা হয় তাহা হইলে পরমত্বের  
ব্যাঘাত হয় ॥



তস্মিন্ মায়ায়া সর্বং সর্বমৈশ্বর্যমুত্তমং ।

অমায়োহীশ্বরো যস্মাৎ তস্মাৎ পরমং বিদুরিত্যুক্তৈঃ ॥৭১

ননু স্বর্গনামা বিশ্বরূপে তদ্রাহিত্যে চ সম্ভাব্য তত্ত্বপা-  
সকাঃ প্রমাণং ॥

অত্রতু কেছ্যপিত্যাশঙ্ক্যাহ। পাদমূলং ভজ্যামনুগ্রহার্থ  
মিতি । যোগসাংখ্যয়োস্তত্ত্বং ন সম্যক্ প্রকাশতে কিন্তু  
ভক্ত্যেব । ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তীত্যাদি শ্রুতৈঃ ॥

তস্মাদ্যুক্তং তয়ো বিবাদমাত্রমিতি ভাবঃ । অতএব

স্বতন্ত্ররূপে হইতে সমুদায় হয় না, ঐশ্বর্য্য হইতে সমস্ত  
সম্ভব হয় । যেহেতু ঈশ্বর-মায়া রহিত সেই কারণে তাঁহাকে  
পণ্ডিত গণ পরম বলিয়া কীর্জন করেন ॥ ৭১ ॥

অহে ! পরমেশ্বরের সর্গনাম ও বিশ্বরূপে এবং ঐ দুই-  
য়ের রাহিত্যে তত্ত্বদ্রূপের উপাসক সকলই প্রমাণ ॥

যদি বল তাহাদের মধ্যেই বা কাহারো প্রমাণ এই আশ-  
ঙ্ক্য্য কহিতেছেন । যাঁহারো তাঁহার পাদমূলকে ভজনা করেন  
তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত প্রকট হইয়া থাকেন ॥

যাহা হউক যোগ ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রে সেই তত্ত্ব  
সমগ্ররূপে প্রকাশ পায় না, কিন্তু ভক্তিতেই সেই তত্ত্ব প্রকাশ  
পাইয়া থাকেন । যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন, 'ভক্তিরেবৈনং  
দর্শয়তি' অর্থাৎ ভক্তিই ইহাকে দেখান । সেই হেতু যোগ ও

বক্ষ্যতেহনন্তমেব ॥ ৭২ ॥

ইতি সংস্কেতস্তস্য স স্মিন্নম্বদর্শণে ।

প্রাচুরানীং কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ-১।

কুতপাদঃ সুসর্গাংস ইত্যাদি । পাদমূলং ভজতামিত্যেনে

তান্ প্রতিক্রমপ্রাকট্যাং পূর্বমপি রূপমন্ত্যবেতি

ব্যঞ্জিতং । চরণং পবিত্রং বিভক্তং পুরাণমিত্যাদি ক্রতেঃ ।

ভেজে ইত্যতীত নির্দেশঃ প্রামাণ্য দাঢ্যায়ানাদিত্বং বোধ-

জ্ঞান শাস্ত্রের কেবল বিবাদমাত্র যুক্ত হইল । অতএব তাহার  
পরেই কহিবেন ॥ ৭২ ॥

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৩০ । ৩১ শ্লোকে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! দক্ষ প্রজাপতি এই  
প্রকারে স্তুতি করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট  
হইলেন এবং প্রসন্ন হইয়া সেই তীর্থেই প্রাচুর্ভূত হওত চমৎ-  
কার রূপে তাঁহাকে দর্শন দিলেন । ভগবানের চরণদ্বয় গুরু-  
ড়ের স্বকোপরি গিন্যন্ত ছিল ইত্যাদি । যে মকল ব্যক্তি পাদ-  
মূল ভজন করে তাঁহাদিগের রূপের প্রকটন হেতু পূর্ব হই-  
তেই রূপ আছে ইহাই প্রকাশ হইল । কেন না শ্রুতিতে  
বলিয়াছেন, তাঁহার চরণ পবিত্র, তিনি সর্বব্যাপক এবং  
পুরাণ পুরুষ ইত্যাদি ॥

“ভেজে” এই ক্রিয়ায় অতীত কাল নির্দেশ হইয়াছে ।  
প্রমাণের দৃঢ়তা নিমিত্ত তাঁহার অনাদিত্বও বুঝাইতেছে ।

য়তি । অনন্ত পদস্যচ নামানি রূপাণি চানন্তান্যেবেতি  
ভাবঃ ।

অত্র প্রাকৃতনামরূপ রহিতোহপীতি টীকাচ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ৭৩ ॥

তদেবং নিত্যত্বাৎ বিভূত্বাৎ সর্বাশ্রয়াৎ স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃত  
বস্তুতিরিক্তত্বাৎ প্রত্যগ্রূপত্বাৎ সর্বশ্রুতিসমন্বয় সিদ্ধত্বাৎ  
তদ্রূপং পরমতত্ত্বরূপমেবেতি সিদ্ধং । তথৈবহি পরম-  
বৈদুষ্যেণানুভূতং স্পর্শমেবাহ ত্রিভিঃ ॥ ৭৪ ॥

রূপং যদেতদবরোধ রসোদয়েন

অপর অনন্ত এই পদের প্রয়োগ হেতু নাম ও রূপ সকলেরও  
অনন্তত্ব ইহাই ভাবার্থ । এস্থলে টীকাতেও প্রাকৃত নাম রূপ  
রহিত ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

অতএব নিত্যত্ব, সর্বব্যাপকত্ব তথা স্থূল, সূক্ষ্ম ও প্রাকৃত  
বস্তু হইতে অতিরিক্তত্ব, প্রত্যক্ অর্থাৎ সর্বান্তর্যামি রূপত্ব  
স্বপ্রকাশত্ব এবং সমুদায় শ্রুতি সমন্বয় সিদ্ধত্ব প্রযুক্ত সেই  
ভগবদ্রূপ পরমতত্ত্ব রূপই সিদ্ধ হইল ॥

উক্ত প্রকারই পরমবিদ্বানের অনুমান দ্বারা তিন শ্লোকে  
স্পষ্টরূপে অনুভবের বিষয় কথিত হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২ । ৩ । ৪ শ্লোকে যথা ॥

হে ভগবন্ ! জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হেতু তোমা হইতে  
তমোগুণ একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তুমি উপাসকদিগের

আদৌ গৃহীতমবতারশতৈক বীজং

যগ্নাভিপদ্যভবনাদহমাবিরামং ॥

নাতঃ পরং পরম যদুতঃ স্বরূপ-

মানন্দমাত্রবিকল্পমবিক্রবর্ত্তঃ ।

পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্

ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদন্ত উপাশ্রিতোহস্মি ॥

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল-মঙ্গলায়-

ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং ।

প্রতি অনুহ বিস্তার করিয়া এই যে রূপ প্রথমতঃ আবিষ্কৃত করিলে ইহাই শত শত অবতারের মূল, ইহারই নাভিপদ্যরূপ ভবন হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি ॥

হে পরম ! ভগবানের যে রূপের প্রকাশ আবৃত হয় না এবং যাহা ভেদ শূন্য স্তরাং আনন্দস্বরূপ তাহা তোমার এরূপ হইতে ভিন্ন দৃষ্ট হয় না, বরং দেখিতেছি ইহাই সেই রূপ, অতএব আমি তোমার এই রূপেরই শরণাপন্ন হইলাম । প্রভো ! তোমার এই রূপই উপাসনা যোগ্য, যেহেতু ইহাই উপাস্য মধ্যে গণ্য এবং বিশ্বের সৃষ্টি কারি স্তরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন । অপর ইহা পৃথিবী ইত্যাদি ভূত সকলের এবং ইন্দ্রিয় গণের কারণ ॥

হে ভুবনমঙ্গল ! আমরা তোমার উপাসক, তুমি আমাদের নিমিত্ত ধ্যানাবসরে এই রূপ দর্শন করাইলে অতএব

তস্মৈ নমো ভগবতেহনু বিধেম তুভ্যং

যোহনাদৃত্তো নরকভাগ্ভিরসৎ প্রসঙ্গৈঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকাচ ॥

ননু ত্বমপি সম্যগ্জানাসি যৎ ত্বয়া দৃষ্টং রূপমেতদপি  
গুণাত্মকমেব নিগুণং ব্রহ্মৈব তু সত্যং তত্রাহ রূপমিতি  
দ্বাভ্যাং । অববোধ রনোদয়েন শশ্বন্নিবৃত্তং তমো যস্মাং

ইহাই তোমার সেই রূপ সন্দেহ নাই, প্রভো ! আমরা  
অব্যক্তবস্তুর নিবিষ্ট চিত্ত, আমাদের প্রতি তুমি কখন সোপা-  
ধিক দর্শন দিতে পার না । অতএব আমরা তোমার অনুরূপ  
করিয়া তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি । হে ভগবন্ ! যে  
সকল নরাধম অনীশ্বর বাদিদিগের কুতর্ক নিষ্ঠ অতএব নারকী,  
তাহারাই তোমার আদর করে না নচেৎ তোমাকে নমস্কার  
কে না করে ? ॥ ৫৩ ॥

টীকার ব্যাখ্যা যথা ॥

ভগবান্ যদি একরূপ বলেন, হে ব্রহ্মান্ ! তুমিও সমগ্র জান  
না, যেকরূপ তুমি দেখিলে তাহাও গুণময়, কিন্তু নিগুণ যে  
ব্রহ্ম তাহাই সত্য, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন “রূপং” ইতি  
দুই শ্লোকে ॥

হে ভগবন্ ! অববোধরসের উদয় অর্থাৎ চিৎশক্তি দ্বারা  
যাহা হইতে সর্বতো ভাবে তমোগুণ নিবৃত্ত হইয়াছে সেই

তস্য তব যদেতদ্ভূপং ত্রয়ৈব স্বাতন্ত্র্যেণ সতামুপাসকানা  
মনুগ্রহায় গৃহীতমাবিকৃতং । অবতারশতস্য শুদ্ধ সত্ত্বাত্ম-  
কস্য যদেকং বীজং মূলং ॥ ৭৫ ॥

তৎ প্রদর্শনার্থং গুণাবতার বীজত্বং দর্শয়তি যন্নাভীতি হে  
পরম অবিকলবর্চঃ অনাবৃত প্রকাশং অবিকল্পং নির্ভেদং ।  
অতএবানন্দমাত্রং এবং ভূতং যদ্ব্যবতঃ স্বরূপং তৎ অতো  
রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্যামি কিন্তু ইদমেব তৎ । অতঃ  
কারণাৎ তে তব অদঃ ইদং রূপমাপ্রিতোহস্মি যোগ্যত্বা-  
দপীত্যাহ ॥ ৭৬ ॥

আপনার যে এইরূপ আপনি স্বাধীনরূপে সং সকলের অর্থাৎ  
উপাসকদিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত অবিকার করিয়াছেন । এই  
রূপ শত শত অবতারের অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপের এক মূল-  
স্বরূপ ॥ ৭৫ ॥

ঐ মূল দেখাইবার জন্য গুণাবতারের বীজত্ব দেখাইতে-  
ছেন “যন্নাভীতি” এই শ্লোকে ॥

হে পরম ! আপনার স্বরূপ অবিকলবর্চঃ অর্থাৎ আবরণ  
শূন্য প্রকাশ শীল । “অবিকল্প” শব্দের অর্থ নির্ভেদ অর্থাৎ  
ভেদ রহিত । অতএব আনন্দমাত্র এই প্রকার যে আপনার  
স্বরূপ তাহা ইহা হইতে অন্য দেখিতে পাই না কিন্তু এই  
রূপ তাহাই ॥

অতএব আপনার এই রূপকে আশ্রয় করিলাম যেহেতু

একং উপাস্যেযু মুখ্যং যতো বিশ্বস্যজং । অতএব অবিশ্বং  
বিশ্বস্বাদন্যং । কিঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতানামিन्द्रিয়া-  
ণাঞ্চাত্মানং কারণমিত্যর্থঃ । নশ্বেবমপি সোপাধিকমেব  
তদব্বাচীনমেবেত্যশঙ্ক্যাহ তদেবেদং । হে ভুবনমঙ্গল  
যত স্তে ত্বয়া অস্মাকমুপাসকানাং মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিতং ।  
নহবক্ত বক্তাভিনিবেশিত চিত্তানামস্মাকং সোপাধিকং  
দর্শনং যুক্তমিতি ভাবঃ । অতস্তভ্যং নমোহনুবিধেম অনু-  
বৃত্ত্যা করবাম । তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং নাদ্রিয়ন্তে

ইহাই আশ্রয়ের যোগ্য, এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥ ৭৬ ॥

আপনার এই রূপ এক অর্থাৎ উপাস্য সকলের মধ্যে  
মুখ্য যেহেতু ইহাই বিশ্ব সৃজনকারী । অতএব ইহা অবিশ্ব  
অর্থাৎ বিশ্ব হইতে ভিন্ন ॥

অপর এইরূপ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক অর্থাৎ ভূত ও ইন্দ্রিয়  
সকলের কারণ ইহাই তাৎপর্য্য । ভগবান্ যদি এরূপ বলেন  
অহে ! যদি এ প্রকার হইল তবে আমার এই রূপ সোপাধিক  
অর্থাৎ উপাধি বিশিষ্ট হইল এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, সেই  
রূপই এই ॥

হে ভুবনমঙ্গল ! যেহেতু আমরা যে উপাসক আমা-  
দিগকে ধ্যানযোগে আপনি এইরূপ দর্শন দিয়াছেন । কেন না  
আমরা অব্যক্তবস্ত্রে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়াছি আমাদের  
সোপাধিক দর্শন যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না ইহাই ভাবার্থ ।

তত্রাহ ॥ ৭৭ ॥

যো না দৃত ইতি । অসৎ প্রসঙ্গৈঃ নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠৈ-  
রিত্যেযা অত্র কল্লিতমপ্যর্থান্তরং তস্য বিদ্বদগণ গুরুত্বান্ন-  
সংভবত্যেবেতি ব্যঞ্জিতং । নহবক্ত বক্তেতি । উক্তং  
চৈতৎ স্তুতিতঃ প্রাক্ । অব্যক্তবজ্রাভিনিবেশিতাত্মেতি  
মৎ নাদ্রিয়ন্ত ইতি বিগ্রহরূপং মামিত্যেবার্থঃ । বিগ্রহ-  
মৈব পরব্রহ্মরূপত্বেন স্থাপিতত্বাৎ ॥ ৭৮ ॥

অতএব যে বিগ্রহমেতাদৃশ তয়া ন মন্যন্তে তে বিদ্বদনু-

অতএব আমরা অনুবৃত্তি দ্বারা আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭৭ ॥

ভগবান্ যদি এরূপ কহেন তবে কেন আমাকে কেহ  
কেহ আদর করে না এই আশঙ্কায় কহিতেছেন “যোনাদৃত  
ইতি” যাহারা অসৎ প্রসঙ্গ অর্থাৎ নিরীশ্বর বাদি কুতর্ক নিষ্ঠ  
তাহারাই আপনাকে আদর করে না ॥

অপর এস্থলে কল্লিত অর্থান্তরও সম্ভবে না, যেহেতু তিনি  
বিদ্বান্ সকলেরও গুরু ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে । “নহ  
ব্যক্তবক্তেতি” স্তবের পূর্বে ইহা কথিত হইয়াছে, যথা  
“অব্যক্ত বজ্রাভিনিবেশিতাত্মা” আমাকে আদর করে না  
অর্থাৎ বিগ্রহরূপি আমাকে আদর করে না এই অর্থ, কেন না  
শ্রীবিগ্রহ পরব্রহ্মরূপে স্থাপিত হইয়াছে ॥ ৭৮ ॥

অতএব যাহারা পরব্রহ্মরূপে শ্রীবিগ্রহকে না মানে তাহারা



ভব বিরুদ্ধমতো নেশ্বরমপি মনান্ত ইত্যাহ নিরীশ্বরেতি ॥  
অতএব যে তু ত্বদীয় চরণাম্বুজকোষগন্ধমিত্যাদাবনন্তর  
পদ্যে তু শব্দেন যো নাদৃত ইত্যাহ্যন্তেভ্যো বহিস্মুখ

বিদ্বান্‌গণের অনুভব বিরুদ্ধশালী, সুতরাং তাহারা ঈশ্বরকেও  
মানে না এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন “নিরীশ্বরেতি” অতএব  
৩ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ।

“যেতু ত্বদীয় চরণাম্বুজ কোষগন্ধং  
জিস্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতবাতনীতং ।  
ভক্ত্যা গৃহীতচরণা পরয়াচ তেষাং  
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ যপুংমাং”

অর্থাৎ হে প্রভো ! আদর পূর্বক তোমার চরণ ভজন  
করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণ  
পঙ্কজের গৌরভ বেদরূপ বায়ু যোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ বিবর-  
দ্বারা আশ্রয় করেন অর্থাৎ অতিশয় আদর পূর্বক তোমার  
কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং পরমভক্তি সহকারে তোমার  
চরণপদ্ম সর্ব পুরুষার্থ সার বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই সকল  
ব্যক্তিই তোমার আপনারই পুরুষ । হে নাথ ! তাহাদের  
হৃদয়পদ্ম হইতে কখন দূরগত হয়েন না, অর্থাৎ আপনি  
নিত্যই তাহাদের হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়া থাকেন ॥

এই পদ্যে তু শব্দ দ্বারা আর “যো নাদৃত অর্থাৎ তরা

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

—\*—

শ্রী ল শ্রীপূজ্যপাদ-জীবগোস্বামিপ্রণীতঃ

—

শ্রী রামনারায়ণ-বিদ্যারত্নেন শ্লোকান্ সংশোধ্য  
বঙ্গভাষয়া অনুদিতং ।

—

শ্রী রাসবিহারিসাঙ্ঘ্যতীর্থেণ  
সংশোধিতং ।

—

শ্রী ব্রজনাথমিশ্রেন—  
তৃতীয়সংস্করণং ।  
প্রকাশিতং ।



মুর্শিদাবাদ ।

বহরমপুর, —রাধাক্রমণযন্ত্রে

শ্রী উপেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত প্রিন্টারেণ  
মুদ্রিতং ।

—

বঙ্গাব্দে ১৩৩৬ বৈশাখ ।

মূল্য ৫০ আনা ।



জনেভ্য ইতরত্বেন নির্দিষ্টানাং তাদৃশ শ্রীভগবদ্রূপ নিষ্ঠা-  
নামেব প্রকৃতিবাতনীতমিতি শব্দেন প্রমাণেন ভক্ত্যা গৃহীত-  
চরণ ইত্যনুভবেন্য প্রশস্ত্যমুক্তং ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারায়ণঃ ॥ ৭৯ ॥

এবঞ্চ । আবেশাবতারতয়া প্রতীতস্য শ্রীঋষভদেবস্যাপি  
বিগ্রহ এবং যোজ্যতে ॥

যথা ॥

ইদং শরীরং মম দুর্নিভাব্যং

তত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্ম্মঃ ।

ইদং ভুবন মঙ্গল নামধেয়ঃ” এই পদ্যে যে আদর করে না,  
এই দুই শ্লোকে উক্ত বহিমুখ জন হইতে বিলক্ষণত্ব রূপে  
নির্দিষ্ট তাদৃশ ভগবানের রূপ নষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বেদরূপ বায়ু-  
দ্বারা নীত এই শব্দ প্রমাণ দ্বারা তথা “ভক্ত্যা গৃহীত চরণঃ”  
এই অনুভব দ্বারাও প্রশস্ততা কথিত হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

এই প্রকারই আবেশাবতার রূপে প্রতীত শ্রীঋষভ দেবে-  
রও এইরূপ বিগ্রহ যুক্ত হইয়াছে ॥

যথা ৫ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীঋষভদেবের বাক্যে ॥

হে পুত্র ! আমার এই মনুষ্যাকার শরীর অবিচর্য্য অর্থাৎ  
আমার ইচ্ছা বিলসিত, ইহা প্রাকৃত মনুষ্যের তুল্য নহে ।  
আর আমার হৃদয় তত্ত্বরূপ উহাতে শুদ্ধ সত্ত্ব ধর্ম্মই বিরাজ-

পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম্ম আরা

দতোহি মাঋষভং প্রাহুরায্যাঃ ॥ ৫৪ ॥

ইদং মনুষ্যাকারং শরীরং হি নিশ্চিতং দুর্কিভাবেৎ দুর্কি-  
তর্ক্যং যত্ত্বং তদেব । যত্রৈব ধর্ম্মো ভাগবত লক্ষণ  
স্তত্রৈব মে হৃদয়ং মনঃ । যদ্যস্মাৎ তদ্বিপরীতাদি লক্ষ-  
ণোহধর্ম্মো ময়া পৃষ্ঠে কৃতঃ । ততঃ পরাঙ্গুখোহহমি-  
ত্যর্থঃ । অতএব বক্তুরস্য শ্রীধামভদেবস্য সর্বাস্তিম  
লীলাব্যাজেনান্তর্ধানমেব প্রাকৃত লোক প্রতীত্যনুসা-

মান । যে হেতু আমি অধর্ম্মকে পশ্চাদ্ভাগে নিরাকৃত করি-  
য়াছি । অতএব আয্য ব্যাক্তিরা আমাকে ঋষভ (শ্রোষ্ঠ)   
বলিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য । ইদং শব্দের অর্থ এই মনুষ্যাকার শরীর ।  
হি শব্দের অর্থ নিশ্চয় । দুর্কিভাবেৎ ( দুর্কিতর্ক্য ) অর্থাৎ  
তর্কের দ্বারা যাহা অনুভব হয় না এমনত যে তত্ত্ব তাহাই ।  
যে স্থানে ধর্ম্ম অর্থাৎ ভাগবত লক্ষণ ধর্ম্ম, সেই স্থানেই  
আমার হৃদয় অর্থাৎ মনঃ । যে হেতু ভাগবত লক্ষণ ধর্ম্মের  
বিপরীতাদি লক্ষণ অধর্ম্মকে আমি পশ্চাদ্ভাগে নিরাকৃত করি-  
য়াছি । এই কারণে তাহাতে আমি পরাঙ্গুখ । অতএব সর্বাস-  
স্তিম লীলাচ্ছলে এই বক্তা ঋষভদেবের অন্তর্ধান প্রাকৃত  
লোকের অনুসারে ঐ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে । অপর  
ঋষভদেবের যে অন্তর্ধান বর্ণন তাহা আত্মারামদিগের রীতি

রৈণৈব তু তথা বর্ণিতং । আত্মারামতা রীতিদর্শনার্থং ॥৭০  
 তদুক্তং । যোগিনাং সাম্প্রায় বিধিমনুশিক্ষয়মিতি ।  
 অতঃ স্বকলেবরং জিহাসুরিত্যত্র কলেবর শব্দস্য প্রপঞ্চ  
 এবার্থঃ । উপাসনাশাস্ত্রে তস্য তথা প্রসিদ্ধেঃ ॥ ৮১ ॥  
 তথা অথ সমীরবেগ বিধূত বেণুসংঘর্ষণজাতোগ্র দাবানল  
 স্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহেত্যস্য বাস্তবার্থে তু  
 তেন সহেতি কর্তৃসাহায্যে তৃতীয়া । গোণমুখ্য ন্যায়েন

প্রদর্শন নিমিত্ত ॥ ৮০ ॥

এই বিষয় ৫ম স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে

উক্ত হইয়াছে যথা ॥

“যোগিনাং সাম্প্রায় বিধিমনুশিক্ষয়মিতি” কি প্রকারে  
 দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহা যোগিদিগকে শিক্ষা দিবার  
 জন্য! অতএব স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া  
 এ স্থানে কলেবর শব্দের অর্থ প্রপঞ্চমাত্র । যে হেতু উপা-  
 সনা শাস্ত্রে ঐ দেহের ঐ প্রকার অর্থ প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৮১ ॥

উক্ত রূপ ৫ম স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তর বায়ুবেগে সেই উপবনের বেণু সকল অতিশয়  
 কম্পিত হইল, সে সকলের পরস্পর ঘর্ষণে ভয়ানক দাবানল  
 সমুৎপন্ন হইয়া ঐ বনকে সর্বতোভাবে গ্রাস করত তাঁহার  
 দেহের সহিত সমুদায়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥

এই গদ্যের বাস্তবার্থ এই যে “তেন সহ” এই পদে কর্তৃ

কর্তব্যেব প্রাথমিক প্রবৃত্তেঃ । ততশ্চ দাশানন স্তবন  
বর্ত্তি তর্কাদি-জীবানাং স্মৃৎ দেহং দদাহ শ্রীধামভদেগস্ত  
সূক্ষ্মং দেহমিতি তস্য সর্বমোক্ষনুসন্ধেয়ং ॥ ৮২ ॥

স মৈঃ স্পৃষ্টোহভিদৃষ্টো বা সর্ষটোহনুগতোহপিবা ।  
কোশলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি বোগিন ইতিবৎ ।  
ততোহনলসাধর্ম্যং বর্ণয়িত্বা তদ্বদন্তর্দ্বানমেব তস্যেতি  
চ ব্যঞ্জিতং । অতএব ধামভ দেবাবির্ভাব তৃতীয়োহধ্যায়

সাহায্যে তৃতীয়া বিভক্তি জানিতে হইবে, যে হেতু পৌন মথ্য  
ন্যায় দ্বারা কর্তাতেই প্রথম প্রবৃত্তি হইয়াছে । অতএব দাবা-  
নল ঐ বনমধ্যবর্ত্তি বৃক্ষ প্রভৃতি জীব সকলের স্মৃৎ দেহ দাহ  
করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীধামভদেগ স্বীয় সূক্ষ্ম দেহকে অন্তর্দ্বান  
করিয়াছেন, কেন না তিনি সকলের মোক্ষপ্রদ ইহা অনুসন্ধান  
করিতে হইবে ॥ ৮২ ॥

৯ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে যথা ॥

অযোধ্যা নিবাসী পুণ্যাত্মা যে সকল ব্যক্তি সেই রাম-  
চন্দ্রকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিয়াছিলেন, কিম্বা যাঁহারা  
তাঁহাকে উপবেশন করাইয়াছিলেন অথবা যাঁহারা তাঁহার  
অনুগত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই যোগিগণ যে স্থানে  
যান তথায় গমন করিয়াছিলেন, ইহার ন্যায় ॥

সেই হেতু অগ্নিসাধ্য ধর্ম বর্ণন করিয়া তদ্রূপ তর্পণ  
অগ্নির ন্যায় ধামভদেগের অন্তর্দ্বান বর্ণন করিয়াছেন । অত-

ইত্যেবোক্তঃ নহু ৩ ভক্তমোহিত ॥ ৫ ॥ ৫ ॥ শ্রীধামভদেব  
স্বপুত্রান্ ॥ ৮৩ ॥

নষেং ধ্বজভদেবম্যাপি বিগ্রহে তাদৃশতা চেৎ কিমুত  
স্বয়ং ভগবত ইত্যাহ তথাচ ॥

মুনিগণ নৃপদ্ব্য্য সঙ্কুলেহন্তঃ  
সদসি বুদিস্তির রাজনূয় এষাং ।

অহর্গমুপপেদ ঈক্ষণীষো

মম দৃশি গোচর এষ আবিরাভা ॥ ৫৫ ॥

টীকাচ । এষা জগতামাত্মা মম দৃশি গোচরঃ দৃশ্যিষয়ঃ

এব ধ্বজভদেবের আদিভাব এই যে ক্ষত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে

২১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে কিন্তু জন্ম বর্ণিত হয় নাই ॥ ৮৩ ॥

অহে ! এই রূপ যখন ধ্বজভদেবের বিগ্রহে উক্ত প্রকার  
ধর্ম্ম হইল তখন স্বয়ং ভগবানের কথা আর কি বলিব এই  
অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥

১ ক্ষত্রের ৯ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে ভীষ্ম বাক্য যথা ॥

বুদিস্তির রাজনূয়ে সভার সম্যাস্থান মুনিগণে এবং রাজ-  
সমূহে সংকার্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে এই ভগবানই সকলের  
আশ্চর্য্যরূপ দর্শনীয় হইয়া সর্ব সর্বাঙ্গে পূজা প্রাপ্ত হইলেন,  
সেই এই জগদাত্মা আমার সমক্ষে বর্তমান, অহো আমার  
কি ভাগ্য ? ॥

ইহার টীকা এই । এই জগতের আত্মা আমার নেত্র-



সম্মাষিঃ প্রকটোবর্ততে অহো ভাগ্যমিতি ভাব ইত্যেযা ॥

১ ॥ ৯ ॥ ভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৮৪ ॥

তথৈবচ ॥

রূপং যতদিত্যাদৌ স ত্বং সাক্ষাদ্বিস্মুরধ্যাভূদীপ ইতি ॥৫৬

যতং কিমপি রূপং বস্তু প্রাপ্ত বোদাঃ । কিন্তুবস্তু তদাহ ।

গোচর অর্থাৎ নয়নের বিষয় হইয়া “আবিঃ” অর্থাৎ প্রকট  
রূপে বর্তমান রহিয়াছেন, অহো আমার কি ভাগ্য ? ॥ ৮৪ ॥

উক্ত রূপই ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে

শ্রীদেবকীবাক্য যথা ॥

“রূপং যতং প্রাপ্তরব্যক্তাদ্যং

ব্রহ্মজ্যোতি নিগুণং নির্বিকারং ।

সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং

স ত্বং সাক্ষাদ্বিস্মুরধ্যাভূদীপঃ ॥”

শ্লোকার্থ । দেবকী কহিলেন ভগবন্ ! বেদ সকলে  
যাঁহাকে অনির্বিচনীয় কার্য্য কল্প বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন  
অর্থাৎ যাঁহাকে নিরীহ (সম্মিধিমাত্রে কারণ) নির্বিশেষ,  
সত্তামাত্র, নির্বিকার, নিগুণ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, বৃহৎ, আদ্য  
অর্থাৎ মূলকারণ বলিয়া থাকেন, তুমি সেই বস্তু সাক্ষাৎ  
বিস্মু অধ্যাত্ম দীপ, অর্থাৎ বুদ্ধাদি কারণ সমূহের প্রকাশক,  
অতএব আপনকার ভয় আশঙ্কা নাই ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্য্য । যে কোন অনির্বিচনীয় রূপকে বেদ সকল

অব্যক্তমিথ্যাদি । এবং ভূতং কিমপি কার্য্যকল্যাং বস্তু যৎ  
স এব সাক্ষাদক্ষিগোচরস্ত্বং বিষ্ণুরসি ॥ ৮৫ ॥

তথা পাদ্মনির্মাণখণ্ডে শ্রীভগবন্তঃ প্রতি শ্রীবেদব্যাস  
বাক্যং ॥

ত্বামহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন ।

যত্ত্বং সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদেযানি জগদগতিং ।

বদন্তি বেদশিরসশ্চাক্ষুষং নাথ মেহস্ত তদिति ।

তত্র হেতুঃ অধ্যাত্মদীপঃ দেহি তৎ কারণ কার্য্য সংপ্র-  
কাশকত্বেনাবভাষমাণ ইত্যর্থঃ । এবমুত্তম্য তব ন ভয়

বস্তু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সেই বস্তু কি ? এই প্রশ্নে  
কহিতেছেন তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই,  
ইত্যাদি । এই প্রকার কোন অনির্বিচনীয় কার্য্যকল্য যে  
বস্তু সেই তুমিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু নেত্রগোচর হইলে ॥ ৮৫ ॥

উক্ত রূপই পদ্মপুরাণের নির্মাণ খণ্ডে শ্রীভগবানের প্রতি  
শ্রীবেদব্যাসের বাক্য যথা ॥

হে মধুসূদন ! আপনাকে চক্ষুর্বারা দেখিতে ইচ্ছা করি  
বেদশির উপনিষদ সকল যে আপনাকে সত্য স্বরূপ, পরম  
ব্রহ্ম, জগতের উৎপত্তি এবং জগতের আশ্রয় বলিয়া বর্ণন  
করেন, হে নাথ ! তাহাই আমার চক্ষুর্গোচর হউক ।

এই বিষয়ে কারণ এই । আপনি অধ্যাত্ম দীপ অর্থাৎ  
দেহী ও তাহার কার্য্য কারণ সমূহের প্রকাশক রূপে অব-

শঙ্কেতি ভাব ইত্যেষ প্রকারানুরূপঃ শ্রীশ্বামি দর্শিত ভাবা  
 র্থেইপি শ্রীবিগ্রহ পর এব অন্যত্র ভয়সংভাবনানুৎ-  
 পাদিতঃ ॥ ১৮ ॥ ৩ ॥

শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তং ॥ ৮৬ ॥

অতস্তদংশানামুপাধিতাদৃশত্বমাহ

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক রসমূর্তয়ঃ ।

অস্পৃষ্টভূরি মাহাত্ম্যমপি হুপনিষদ্দৃশং ॥ ৫৭ ॥

টীকাচা শ্রীমৎকবিঃ মূর্ত্তিমত্তে প্যাবিশেষমাহ সত্যজ্ঞানেতি

ভাসমান হইয়া রহিয়াছেন । অতএব এই প্রকার আপনার  
 ভয়-শঙ্কা নাই ॥

এই প্রকরণের অনুরূপ শ্রীধরস্বামী যে ভাবার্থ দেখাই-  
 যাছেন তাহাও শ্রীবিগ্রহ পর জানিতে হইবে, তাহা না হইলে  
 অন্যত্র অর্থাৎ অনিগ্রহ ব্রহ্ম রূপে ভাঃ সম্ভাবনার উৎপত্তি  
 হইত পারে না ॥ ৮৬ ॥

অতএব তাঁহার অংশ সকলেরও তাদৃশত্ব করিতেছেন ।

১০ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে যথা ॥

হে মহারাজ ! সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এবং আনন্দমাত্র রূপ  
 যে ব্রহ্ম তাহাই তাঁহাদিগের মূর্ত্তি হইয়াছিল অতএব তাহা  
 দিগের মাহাত্ম্য জ্ঞান চক্ষু আকুল জনগণেরও স্পর্শ-যোগ্য  
 হয় নাই ॥ ৫৭ ॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

সত্যশ্চ জ্ঞানরূপশ্চ অনন্তশ্চ আনন্দরূপশ্চ তত্রা-  
 তদেকমাত্রাঃ বিজাতীয় সন্তেদ রহিতাঃ তত্রাপিচ এক-  
 বাসাঃ সনৈকরূপা মূর্তয়ো যেষাং তে । যদ্বা । সত্যজ্ঞান-  
 নাদি মাত্রৈকরসং যদ্বন্ধ তদেব মূর্তি র্যেষামিতি । অত-  
 এব উপনিষৎ আত্মজ্ঞানং সৈব দৃক্ চক্ষুর্যেষাং তেষামপি  
 হি নিশ্চতং অস্পৃষ্ট ভূরি মাহাত্ম্য ন স্পৃষ্টং স্পর্শা-  
 যোগ্যং ভূরি মাহাত্ম্যং যেষাং তে তথা ভূতাঃ সর্কে-  
 বাদৃশ্যন্ত ইত্যেযা ॥ ৮৭ ॥

অত্র মাত্র পদং তদ্বর্ণাদীনাং স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্মত্বং বোধ-  
 যতি । নহত্রোপরশ্মিন্নর্থো মূর্তিশব্দঃ কেবলাত্মপর ইতি

সকলের মূর্তি বিশিষ্টহেও অপিসেব কহিতেছেন, সত্য  
 জ্ঞান এই শ্লোকে যথা । যাঁহাদিগের মূর্তি সত্য, জ্ঞানরূপ,  
 অনন্ত ও আনন্দরূপ হইয়াও একমাত্র অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদ  
 রহিত । তাহাতেও আবার একরস অর্থাৎ যাঁহাদের মূর্তি  
 সকল সর্বদাই একরূপ । অথবা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ  
 মাত্র ও রস যে ব্রহ্ম তিনিই যাঁহাদের মূর্তি হইয়াছেন ।  
 অতএব উপনিষৎ ( আত্মজ্ঞান ) যাঁহাদের চক্ষু হইয়াছে  
 তাঁহারাও যাঁহাদের ভূরি মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে যোগ্য হয়েন  
 না, তদ্রূপ সেই সকল অংশ দৃষ্ট হইলেন ॥ ৮৭ ॥

এই স্থলে মাত্র পদ ঐ সকল বর্ণাদির স্বীয় স্বীয় অন্তরঙ্গ  
 ধর্মত্বকে বুঝাইতেছে । এ স্থলে অপর শরীর বিষয়ে মূর্তি

স্বামিনঃ শ্রীশুকদেবস্য বা মতং লক্ষণায়াঃ কষ্টকল্পনা  
 ময়ত্বাৎ । অস্পৃশ্যেত্যত্র অস্পৃশ্যেতি ভূরি মাহাত্ম্যোতি  
 অপীতি উপনিষদ্‌গতি । পদচতুর্কয়স্যৈব ব্যাস্তস্য সম-  
 স্তস্য চ সারস্য ভঙ্গ প্রসঙ্গাৎ উক্ত প্রকরণানুরোধাৎ ।  
 তে চক্ষুতাক্ষ বিষয়ং স্বসমাধি ভাগ্যমিত্যাভ্যাদাহরিষ্যমাণা  
 নুনারাৎ । স্বস্বখেত্যাди শ্রীশুকহৃদয় বিরোধাত্ত । অত-  
 এ৷ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তয়ে । ত্বয্যেব নিত্য

শব্দ কেবল আত্মপর শ্রীধরস্বামী অথবা শ্রীশুকদেবের মত  
 নহে যে হেতু লক্ষণা করিতে হইলে তাহা কষ্ট কল্পনা  
 স্বরূপ হয় ॥

“অস্পৃশ্যেতি” এ স্থলে অস্পৃশ্য, ভূরি মাহাত্ম্য, অপি,  
 উপনিষৎ দৃক্, এই চারটি পদেরই বাস্তব ও সমস্তের অর্থাৎ  
 প্রত্যেক ও সমুদায়ের স্বরাস্ত্রের (অভিপ্রায়ের) ভঙ্গ, উক্ত  
 প্রকরণের অনুরোধ, তথা ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে  
 সনকাদি মুনিগণ আপনাদিগের সমাধি দ্বারা লভ্য ফল স্বরূপ  
 যে ব্রহ্ম তিনি যেন নয়ন গোচর হইলেন, ইত্যাদি যাহা উদা-  
 হরণ করা হইবে তদনুসারে, আর ১২ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের  
 “স্বস্বখ নিভৃতচেতা” ইত্যাদি ৫২ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের হৃদ-  
 যের বিরোধ হেতুও, অতএব ১০ স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ে ২০  
 শ্লোকে “বিশুদ্ধ জ্ঞান ঘন।” ঐ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে ২১  
 শ্লোকে “বিশুদ্ধ বিজ্ঞান মূর্ত্তয়ে”। ঐ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে

স্বথবোধ তনাবিত্যাদি বাক্যানি ন লাক্ষণিকৃত্যা, কদর্থনী  
য়ানি ॥ ৮৮ ॥

তথৈব । আনন্দমূর্ত্তিমুপগৃহ্য দশাত্মলক্ষমিত্যাদৌ দোৰ্ভ্যাং  
স্তনাস্তুরগতং পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্ত্তিমজ্জহাদতি দীর্ঘতাপ-  
মিত্যাদৌ চ দর্শনালিঙ্গনাভ্যামন্যার্থত্বং ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥ ৮৯ ॥

২২ শ্লোকে “ত্বয়োব নিত্য স্বথবোধ তনাবনন্তে ।” ইত্যাদি  
বাক্য সকলকে লাক্ষণিক বলিয়া কুৎসিতার্থ করা যোগ্য  
হইতে পারে না ॥ ৮৮ ॥

উক্ত প্রকারই ১০ স্কন্ধের ৪১ অধ্যায়ে ॥

“আনন্দ মূর্ত্তি মুপগৃহ্য দশাত্মলক্ষং” অর্থাৎ মথুরাবাসি  
স্ত্রীগণ উদ্ঘাটিত নেত্ররূপ দ্বার দিয়া মনো মধ্যে প্রাপ্ত আনন্দ  
সেই বিভূকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাপ্তি জন্য অনন্ত  
ব্যথা বিসর্জন করিল। এই ২৫ শ্লোকে তথা ঐ দশমের  
৪৮ অধ্যায়ে কুজার প্রসঙ্গে “দোৰ্ভ্যাং স্তনাস্তুর গতং পরিরভ্য  
কান্তমানন্দমূর্ত্তিমজ্জহাদতিদীর্ঘতাপং” ইত্যাদি ৬শ্লোকে অর্থাৎ  
কুজা দুই স্তনের মধ্যগত আনন্দ মূর্ত্তি কান্তকে দুই বাহু দ্বারা  
আলিঙ্গন করত দীর্ঘ, কালীন সস্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন,  
ইত্যাদি স্থলে দর্শন ও আলিঙ্গন দ্বারা অন্যার্থকে নিরাস  
করিতেছেন ॥ ৮৯ ॥

উক্তঞ্চ মহাবারাহে ॥

সর্বৈ নিত্যঃ শাস্বতাশ্চ দেহান্তস্য পরাত্মনঃ ।

হেয়োপাদেয় রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ।

পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্বতঃ ।

দেহদেহিভিনা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে কচিদিতি ॥ ১০ ॥ ১৩

শ্রীশুকঃ ॥ ৯০ ॥

ইথমেবাভিপ্রেত্যাহ ।

কৃষ্ণমেনমবেহিত্বগাত্মানমখিলাত্মনাং ।

জগদ্ধিতায় মোহপ্যত্র দেহীভাভাতি ম'য়য়া ॥ ৫৮ ॥

মহাবরাহপুরাণে এই বিষয় কথিত হইয়াছে যথা ॥

পরমাত্মার যে সকল দেহ আছে তৎ সমুদায় নিত্য,

শাস্বত এবং হেয় ও উপাদেয় রহিত, সেইমূর্ত্তি সকল অপ্রাকৃত

পরমানন্দ রাশি ও সর্বতোভাবে জ্ঞান মাত্র, এই ঈশ্বর কখন

দেহ দেহি ভেদ নাই ॥ ৯০ ॥

শ্রীশুকদেবও এই প্রকারই অভিপ্রায় করিয়া কহিয়াছেন ॥

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে যথা ॥

রাজন্ ! তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহির আত্মা বলিয়া

জানহ, তিনি জগতের হিতার্থ মায়া দ্বারা এখানে দেহির ন্যায়

প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৫৮ ॥

ঐ অধ্যায়ের ১ প্রথম শ্লোকে যথা ॥

“নৌমীড়্যতেহন্তু বপুষে তড়িদম্বরায়

এনং নৌমীড্যতেব্রুবপুষ ইত্যাদি বর্ণিতরূপং অবৈহি  
মংপ্রসাদলক্ক বিদ্বত্তয়েবানুভবনতু তর্কাদিনা বিচারয়ে-  
তার্থঃ এবং ভূতোহপি মায়ায়া কৃপয়া জগদ্ধিতায় সর্ব-

গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছ লসন্মুখায় ।

বন্যশ্রজে কবলবেত্র বিযাগবেণু

লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাক্জাঃ”

শ্লোকার্থঃ । হে রাজন্ ! নিজকৃত অপরাধ নিমিত্ত ভীতি  
বশতঃ কাম্পিত কণ্ঠেবর হইয়া ভগবান্মহিমার পরিচয় না পাও-  
য়াতে যথা দৃষ্ট রূপমাত্র কৌতূহল পূর্বক ব্রহ্মা কহিলেন, হে  
ঈশ ! ( সুবণীয়া ) আপনাকে প্রসন্ন করাইবার নিমিত্ত আপ-  
নারই স্তুত করি, প্রভো ! আপনার শরীর নবনীরদের ন্যায়  
শ্যামবর্ণ । তদীয় বসন বিদ্যাং সদৃশ পীত, গুঞ্জার কর্ণ ভূষণ  
এবং ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণে আপনার বদন অতিশয় শোভা  
মান । আপনি গলদেশে বনমালা ধারণ করিয়াছেন, কবল  
( গ্রাস ) বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু ইত্যাদির চিহ্ন দ্বারা আপনার অতি-  
শয় শোভা হইয়াছে । প্রভো ! আপনার দুইটি পাদপদ্ম  
অতিশয় মৃদু, আপনি গোপরাজ নন্দের অঙ্গজ ॥

“এনং” শব্দে উপরিস্থ বর্ণিত শ্লোকের বর্ণিত রূপই  
শ্রীকৃষ্ণের রূপ জানিবা অর্থাৎ আমার প্রসাদ লব্ধ জ্ঞান দ্বারা  
অনুভব কর, তর্কাদি দ্বারা বিচার করিও না । ভগবান্ এই  
রূপ হইয়াও মায়া ( কৃপা ) দ্বারা জগতের হিতের নিমিত্ত



স্যাপি স্বাত্মানং প্রতি চিত্তাকর্ষণায় দেহীব জীব ইব  
আভাতি ক্রীড়তি । ইব শব্দেন শ্রীকৃষ্ণস্ত ন জীববৎ  
পৃথক্ দেহং প্রবিষ্টবানিতি গম্যতে ॥ ৯১ ॥

অতএব শ্রীবিগ্রহস্য পরমপুরুষার্থ লক্ষণত্বমুক্তং শ্রীধ্রু-  
বেণ । সত্যা শিষোহি ভগবৎস্তুবপাদপদ্মমাশীস্তনুচূভজ-  
তঃ পুরুষার্থ মূর্ত্তে রিত্যত্র হে ভগবন্ পুরুষার্থঃ পরমানন্দঃ

অর্থাৎ আপনার প্রতি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবার  
নিমিত্ত দেহির ন্যায় অর্থাৎ জীবের গত “আভাতি” অর্থাৎ  
ক্রীড়া করেন । দেহির এই পদে ইব শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জীবের  
ন্যায় পৃথক্ দেহে প্রবেশ করেন নাই ইহাই বোধ হইল ॥ ৯১ ॥

অতএব শ্রীধ্রুব শ্রীবিগ্রহের পরমপুরুষার্থ স্বরূপত্ব বর্ণন  
করিয়াছেন । ৪ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা ॥

হে ভগবন্! আপনকার মূর্ত্তি পরম আনন্দ স্বরূপ, যে  
সকল পুরুষ নিষ্কাম হইয়া আপনাকেই পুরুষার্থ জানিয়া  
ভজনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে যদিও আপনকার পাদপদ্ম  
রাজ্যাদি অপেক্ষাও পরম অর্থ ইহা সত্য, তথাচ হে স্বামিন্ !  
যেমন ধেনু অজ্ঞবৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং বৃকাদি হিংস্র  
জন্তু হইতে রক্ষা করে, তাহার ন্যায় অতি দীন ও সকাম যে  
আমরা, আমরাগকে আপনি সংসার হইতে রক্ষা করিয়া  
থাকেন, কারণ, আপনি সর্বদা লোকের হিতসাধনার্থ তৎপর ॥

স এব মূর্তিৰ্যস্য তস্য তব পাদপদ্মং আশিষো রাজ্যাদেঃ  
সকাশাং সত্যা আশীঃ পরমার্থ ফলং হি নিশ্চিতং । কস্যা  
তথা তেন প্রকারেণ ত্রমেব পুরুষার্থ এব ইত্যেবং নিষ্কাম  
তয়াহনু ভজত ইত্যেবা ॥ ১০ ॥ ১৪

শ্রীশুকঃ ॥ ৯২ ॥

ততঃ শ্রীশব্দ প্রতিপাদ্যং যদ্বাক্ষ্য তচ্ছ্রীবিগ্রহ এবৈতু্যপ  
সংহারযোগ্যং বাক্যমাহ ॥

তাবৎ প্রসন্নো ভগবান্ পুরুষাক্ষঃ কৃতে যুগে ।

দর্শয়ামাস তং ক্ষতঃ শব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ ॥ ৫৯ ॥

তাৎপর্য্য । এই শ্লোকে হে ভগবন্ ! পুরুষার্থ অর্থাৎ যে  
পরমানন্দ তাঁহাই যাঁহার মূর্তি সেই তুমি, তোমার পাদপদ্ম  
“আশীঃ” অর্থাৎ রাজ্যাদি অপেক্ষা “সত্যা আশীঃ” অর্থাৎ  
পরমার্থ ফল ইহাই নিশ্চিত । আপনি কাহার সম্বন্ধে ঐ  
প্রকারে পুরুষার্থ হইবেন, এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন, যাঁহার  
নিষ্কাম হইয়া আপনাকেই পুরুষার্থ জানিয়া ভজনা করেন,  
তাঁহাদের সম্বন্ধে আপনিই পুরুষার্থ ॥ ৯২ ॥

অতএব শব্দ প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তাহাই শ্রীবিগ্রহ এই  
বিষয়ের সমাপন যোগ্য বাক্য কহিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা ॥

সত্যযুগে পদ্মলোচন ভগবান্ কর্দ্দগ ঋষির তপস্যায় প্রসন্ন  
হইয়া তাঁহাকে শব্দের এক বেদ্য যে ব্রহ্ম তন্ময় রূপ ধারণ

যদ্বপুর্দধং প্রকাশয়ন্নমৌ শুক্লাখ্যো ভগবান্ কৃতে যুগে  
বর্ততে । তদেব শব্দ প্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম পরম তত্ত্বং তং  
কর্দমং প্রতি দর্শয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

শ্রীমৈত্রৈয়ঃ ॥ ৯৩ ॥

তদেবং সিদ্ধে ভগবতস্তাদৃশে বৈলক্ষণ্যে দৃশ্যত্বাৎ  
ষট্‌বদিহাদ্যসদানুমানং ন সম্ভবতি কালাত্যয়োপদিষ্টত্বাৎ ।  
তদেতদ'ভপ্রোক্ত্য তস্মিন্ সত্যতা পুরস্কৃতং ষড়্‌ভাব বিকা  
রাদ্যভাবং স্থাপয়ন্ পূর্ণস্বরূপত্বমভ্যুপগচ্ছতি ॥ ৯৪ ॥

একস্তমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ

করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

এই শুক্ল নামক ভগবান্ সত্যযুগে যে শরীর প্রকাশ  
করিয়া বর্তমান হয়েন সেই শরীরই শব্দ প্রতিপাদ্য পরম তত্ত্ব  
ব্রহ্ম, তাহাই কর্দমকে দেখাইয়াছিলেন ॥ ৯৩ ॥

এতএব এই প্রকারে ভগবানের তাদৃশ বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ  
হইল, কেননা দৃশ্যত্ব প্রযুক্ত ষট্‌াদির ন্যায় এই সকল অসৎ  
অনুমান সম্ভব হয় না । কাল কর্তৃক ঐ সমুদায়ের বিনাশ  
হইয়া থাকে ॥

অতএব এই অভিপ্রায়ে ঐ ভগবান্ সত্যতা পূর্দক জন্ম  
প্রভৃতি ছয় বিকারের অভাব সংস্থাপন করত পূর্ণ স্বরূপত্ব  
স্বীকার করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥

দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে যথা ॥

সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।

নিত্যোহক্ষরোহজস্রঃখো নিরঞ্জনঃ

পূর্ণোহ্বয়োমুক্ত উপাধিতোহমৃতঃ ॥ ৬০ ॥

নৌমীভাত ইত্যাদিনা স্তব্যত্বেন প্রতিজ্ঞাত রূপোহমমৃত  
বপুর্নাদি লক্ষণস্ত্বং এক এব সর্বেষামাত্মা পরমাশ্রয়ঃ ।

ভগবন্! এক আপনি সত্য, যে হেতু আপনি আত্মা  
অর্থাৎ দৃশ্য নহেন স্তব্রাং যিনি আত্মা তিনি অবশ্য সত্য  
প্রভো! আপনি আদ্য অর্থাৎ সকলের কারণ, অহংএব আপ-  
নার জন্ম নাই। ভগবন্! আপনি যে আদ্য ( কারণ ) তাহার  
হেতু এই আপনি পুরাণ অর্থাৎ সৃষ্টিাদি কার্যের পূর্বাবধি  
বর্তমান আছেন। তাহার কারণ ক্রান্তিতে আপনাকে পুরুষ  
বলিয়াছেন, পুরুষের অর্থ পূর্বে বর্তমান। অপর আপনি  
নিত্য অর্থাৎ সনাতন, ইহাতে আপনার জন্মান্তর ও অস্তিত্ব  
লক্ষণ বিকার নাই, আর আপনি পূর্ণ, অজস্র সুখ, অক্ষর ও  
অমৃত, স্তব্রাং আপনার বুদ্ধির পরিণাম, অপক্ষয় অধবা  
বিনাশ নাই, অপিচ আপনি অনন্ত ও অদ্বয় অতএব দেশ  
কাল পরিচ্ছেদ এবং বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য। অধিকন্তু আপনি  
স্বয়ং জ্যোতিঃ নিরঞ্জন এবং উপাধি বর্জিত ॥ ৬০ ॥

উক্ত অধ্যায়ের নৌমীভাতে ইত্যাদি ১ শ্লোকে স্তব্রনীয়  
স্বরূপে নবনারদের ন্যায় শ্যামসুন্দর বপু এই প্রতিজ্ঞাত রূপ  
আপন এক মাত্র কিন্তু সকলের আত্মা অর্থাৎ পরম আশ্রয়

তদুক্তং । একোহসি প্রথমমিতি । কৃষ্ণমেনমবেহিত্ব মাআ-  
নমখিলাঅনামিতি চ । যতস্তুমাআ তত্ৰ এব সত্যঃ পরমা-  
শ্রয়ণ্য সত্যতামবলম্ব্যেবান্যেষাং সত্যত্বাৎ ত্বযোব সত্য-  
ত্বস্য মুখ্যা বিশ্রাস্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৯৫ ॥

তদুক্তং । সত্যব্রতং সত্যপরমিত্যাदि । নচ ত্বয়ি জন্মা-

হইয়াছেন ॥

অতএব উক্ত অধ্যায়ের “একোহসি প্রথমঃ” ॥

অর্থাৎ আপনি প্রথমে একাকী ছিলেন, তাহার পর আপ-  
নিই সমস্ত ব্রহ্মবাসী বান্ধব এবং সমুদায় বৎস হইলেন এই  
১৮ শ্লোকে তথা “কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাআনমখিলাঅনাং” অর্থাৎ  
শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহির আত্মা বলিয়া জানতঃ । এই ৫২  
শ্লোকেও । যে হেতু তুমি আত্মা অতএব সত্য । কারণ  
যখন পরমাশ্রয় পদার্থের সত্যতা অবলম্বন করিয়া অনেক  
সত্যত্ব হয় তখন আপনি হে কৃষ্ণ আপনাতেই সত্যত্বের মুখ্য  
বিশ্রাগ আছে, ইহাই তাৎপর্যার্থ ॥ ৯৫ ॥

উল্লিখিত বিষয় ১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে যথা ॥

“সত্যব্রতং সত্যপরং ।” অর্থাৎ হে ভগবন্ ! আপনি  
সত্যব্রত অর্থাৎ আপনকার সংকল্প সত্য, সত্যই আপনাতে  
শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি সাধন অর্থাৎ সত্যচরণ দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত  
হওয়া যায় ॥

অপর আপনাতে জন্মাदि ছয় বিকার অর্থাৎ জন্ম

দয়ো বিকারাঃ সন্তীত্যাহ আদ্যাঃ কারণং । একোহসি  
প্রথমমিত্যাদৌ তাদৃশত্বদৃষ্টঃ । অতো ন জন্ম কিন্তু প্রত্য-  
ক্ষত্বং হরৈর্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চনেতি । পাদ্মরৌতিক  
মেব ॥ ৯৬ ॥

অতএব স্কান্দে ॥

অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ং ।

আরোপয়ন্তি জনিমং পঞ্চভূতাত্মকং জড়মিতি ॥

আদ্যেহে হেতুঃ । পুরুষঃ পুরুষাকার এক সন্ পুরাণঃ

অস্তিত্ব ( বর্তমান ) বুদ্ধি, পরিণাম, অক্ষয় ও অবিনাশ এই ছয়  
নাই, এই বিষয় কহিতেছেন, আপনি আদ্য অর্থাৎ কারণ,  
যে হেতু ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে “একোহসি প্রথমং ।”  
অর্থাৎ তুমি প্রথম এক ছিলে, এই ১৮ শ্লোকে দৃষ্ট হই-  
য়াছে । অতএব আপনকার জন্ম নাই ॥ ১ ॥

কিন্তু হরির জন্ম, প্রত্যক্ষই বটে কোন ক্রমে তাহা বিকৃত  
নহে, পদ্মপুরাণের এই রীতি অনুসারে ইহাই সিদ্ধ হইল ॥ ৯৬

অতএব স্কন্ধপুরাণে যথা ॥

পরমেশ্বরের পরম অবিনাশি আনন্দময় যে দেহ তাহা  
জানিতে না পারিয়া তাহাতে জন্ম বিশিষ্ট পঞ্চভূতাত্মক জড়  
বলিগা আরোপ করে ॥

ভগবানের আদ্যেহের প্রতি হেতু এই তিনি পুরুষ অর্থাৎ  
পুরুষাকার হইয়াই পুরাণ, ইহার অর্থ পুরাতন হইয়াও নূতন

পুণ্যপি নরঃ । কার্য্যাৎ পূর্নমপি বর্তমান ইত্যর্থঃ ।

ঐতরেয়কশ্রুতিশ্চ ॥

আত্মবেদমগ্র আসীৎ পুরুষ নিধ ইতি । অতএব জন্মান্তরাস্তিত্ব লক্ষণং নিকারং বারয়ত । তিতাঃ সনাতন মূর্তিঃ । তথা পূর্ববদ্যধ্যমাকারভেদপি পূর্ণ ইতি বুদ্ধিঃ অজস্র স্থখো নিত্যমেব স্থধরূপ ইতি পরিণামঃ । স্থখস্য পুংস্বং ছান্দসঃ । বিজ্ঞানমানন্দঃ ব্রহ্মোক্ত্যত্রানন্দস্য ন পুংসকত্ববৎ । তথা অক্ষর ইত্যপক্ষয়ং অমৃত ইতি বিনাশং ॥ ৯৭ ॥

অর্থাৎ কার্য্যের পূর্বেই বর্তমান ।

ঐতরেয় শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ॥

পুরুষ রূপ এই আত্মাই সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন । অতএব ভগবানের জন্মান্তর রূপ অস্তিত্ব তর্ক্যঃ বদ্যমাত্ম লক্ষণ বিকার নিবারণ করিতেছেন, হে ভগবন্ ! আপনি নিত্য অর্থাৎ সনাতন মূর্তি ॥ ২ ॥ তথা পূর্বের ন্যায় মধ্যম আকার সহেও আপনি পূর্ণ । এতদ্বারা বুদ্ধি । ৩ । অপর আপনি অজস্র স্থখ সম্পন্ন অর্থাৎ নিত্য স্থখ স্বরূপ । এতদ্বারা পরিণাম । ৪ । এ স্থলে স্থখ শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগ হইয়াছে ইহা ছান্দস । “বিজ্ঞানমানন্দঃ ব্রহ্ম” এ স্থলে যেমন আনন্দ শব্দের নপুংসকত্ব তদ্রূপ স্থখ শব্দের পুংলিঙ্গত্ব জানিতে হইবে ॥ ৯৭ ॥

পূর্ণত্বে হেতুঃ অনন্তঃ অদ্বয় ইতি দেশ কাল পরিচ্ছেদ  
রহিতঃ বস্তু পরিচ্ছেদ রহিতোহপি । অন্যস্য তচ্ছান্তিত্বাৎ  
তং বিনাশনবস্থানাৎ । তত্রায়ত'ত্বাপপাদনায চতুর্বিধ  
ক্রিয়াফলত্বঞ্চ বারয়তি । তত্রোৎপত্তিরাদ্য ইত্যনেনৈব  
নিরাকৃত্য । শিষ্টং ত্রয়ং স্বয়ং জ্যোতির্নিরঞ্জনঃ উপাধি-  
শো মুক্ত ইতি পদত্রয়েণ ॥ ৯৮ ॥

অত্রচ প্রাপ্তিঃ ক্রিয়য়া বিজ্ঞানেন বা ত'বৎ । অত্র ক্রিয়য়া  
প্রাপ্তিরাত্মপদেনৈব নিরাকৃত্য সর্বত্র প্রত্যগ্রূপত্বাৎ ।

তথা অক্ষর এই পদে অপক্ষয় । ৫ । এবং অমৃত এই  
পদে বিনাশ ॥ ৬ ॥ ৯৭ ॥

পূর্ণত্বে হেতু অনন্ত ও অদ্বয়, এতদ্বারা দেশ কাল পরি-  
চ্ছেদ রহিত এবং বস্তু পরিচ্ছেদও র'হিত । অন্যের ভগবৎ  
শক্তিত্ব প্রযুক্ত তাঁহা ব্যতিরেকে অন্যের অবস্থান হয় না । এ  
স্থলে অমৃতত্বের উপপাদন নিমিত্ত চতুর্বিধ অর্থাৎ উৎপত্তি  
প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কার রূপ ক্রিয়া ফলকে নিরাকরণ করি-  
তেছেন । তন্মধ্যে আদ্য এই বিশেষণ দ্বারা উৎপত্তি নিরাকৃত  
হইয়াছে । অবশিষ্ট তিনটীকে স্বয়ং জ্যোতি, নিরঞ্জন ও  
উপাধি হইতে মুক্ত এই পত্রদ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন ॥ ৯৮

তন্মধ্যে আবার প্রাপ্তি, ক্রিয়া বা জ্ঞান দ্বারা হইয়া থাকে ।  
এ স্থলে ক্রিয়া দ্বারা যে প্রাপ্তি তাহা আত্মা এই পদ দ্বারা  
নিরাকৃত হইয়াছে, যে হেতু তিনি সকলের অন্তর্ধ্যায় স্বরূপ



তথা জ্ঞানতঃ প্রাপ্তিং বারয়তি স্বয়ং জ্যোতিরिति ॥ ৯৯ ॥

তদুক্তং ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রী ভগবতা ॥

মনীষিতানুভাবোহয়ং মম লোকাবলোকনমিতি । টীকাচ  
এতচ্চ মংকুপয়ৈব ত্বয়া প্রাপ্তমিত্যাহ মনীষিতমচ্ছা  
তুভাং দাতব্যমিতি যা মমেচ্ছা তস্য। অনুভাবোহয়ং কো-  
হসৌ তমাহ মম লোকস্যাবলোকনং যদিতোষা ॥

তথা জ্ঞান দ্বারা যে প্রাপ্তি তাহা স্বয়ং জ্যোতি এই পদ দ্বারা  
নিরাকরণ করিতেছেন ॥ ৯৯ ॥

অতএব ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মার প্রতি ভগবান্ কথিয়াছেন যথা ॥

হে ব্রহ্মন্ ! তুমি যে আমার এই লোক দর্শন করিলে  
ইহা আমারই ইচ্ছার প্রভাব অর্থাৎ তোমাকে ইহা দর্শন  
করাইতে আমার অভিলাষ হইয়াছিল, তন্নিমিত্তই তুমি  
দেখিতে পাইলে ? ।

এই শ্লোকের টীকা যথা ॥

তুমি আমার এই দর্শন আমার কুপা দ্বারাই প্রাপ্ত হই-  
য়াছ, ইহা কহিতেছেন । মনীষিত শব্দের অর্থ ইচ্ছা, তোমাকে  
দিব এই যে আমার ইচ্ছা ইহা তাহারই অনুভাব । যদি বল  
সেই অনুভাব কি ? এই প্রশ্নে সেই অনুভাব কহিতেছেন,  
আমার লোকের যে অবলোকন তাহাই ॥

এই বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

তদুক্তং । নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানৌক্ত্যে নিজশাক্তিত  
ইতি । ননু শ্রীভগবতৌক্তবৎ প্রতি বাস্তবদেবো ভগবতা  
মিত্যাদিকং বিভূতি মধ্যে গণয়িত্বা সর্বান্তে মনোবিকারা  
এবৈতে ইত্যুক্তং ॥ ১০০ ॥

সত্যং তদগণনং প্রাচুর্য্য বিবক্ষয়া ছত্রিণো গচ্ছন্তীতিবৎ ।  
তত্রৈবহি । পৃথিবী বায়ুরাকাশ অপোজ্যোতিরহং মহান্ ।  
বিকাঃ পুণ্যষোবাক্তং রজঃ সত্বং তমঃ পরমিত্যত্র পর

ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও আপনার শক্তি দ্বারা  
দর্শন দিয়া থাকেন ॥

এ স্থলে পূর্বপক্ষ এই যে অহে ! ১১ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে  
২৭ শ্লোকে ভগবান্ উক্তবৎ প্রতি বলিয়াছেন ভগবৎ সক-  
লের মধ্যে আমি, এই বিভূতিযোগ মধ্যে গণনা করিয়া সর্ব-  
শেষে অর্থাৎ ৪০ শ্লোকে, হে উদ্ধব ! এই সকল বিভূতি  
আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এ সমুদায়  
মনের বিকার মাত্র ও বাক্যের বচনীয় মাত্র ইহাই কথিত  
হইয়াছে ॥ ১০০ ॥

সত্য, প্রাচুর্য্য কথনেচ্ছা দ্বারা “ছত্রিণো গচ্ছন্তি” অর্থাৎ  
ছত্র বিশিষ্ট জন সকল গমন করিতেছে, ইহার ন্যায় সেই  
বিভূতির গণনা হইয়াছে ॥

এ ১১ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকেই কহিয়াছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন উদ্ধব ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল,

শব্দেন ব্রহ্মাপি তন্মধ্যে গণিতমস্তি । তদেবং প্রাপ্তি  
নিষিদ্ধা ॥ ১০১ ॥

অথ বিকৃতিরপি তুষাপকরণেনাবঘাতেন ত্রীহীণামেবো  
পাধ্যপাকরণেন ভবেৎ । তচ্চামঙ্গত্বান্নসং ভবেদিত্যাহ  
বৃদ্ধ উপাদিত ইতি । তদুক্তং । বিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্ত্যে ।  
বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন ইত্যাদৌ । তস্মাৎ মম নিশিত শরৈ

জ্যোতি, অহঙ্কার, মহৎ, ষোড়শ বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত, মত্ব,  
রজঃ ও তমঃ এ সমুদায় আসি ॥

এ স্থলে পরশদ্বারা ব্রহ্ম ও তন্মধ্যে গণিত হইয়াছেন ॥

অতএব এই প্রকারে ভগবদ্বিগ্রহের জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তি  
নিষিদ্ধ হইল ॥ ১০১ ॥

অনন্তর বিকৃতিও । যেমন অবঘাতন সহকারে তুষ  
দুষ্কীকরণ দ্বারা ধাতুাদি সকলের উপাদির বিনাশ করা হয়,  
তাহার ন্যায় পরম পুরুষেরও উপাদি নিরাকরণ দ্বারা বিকৃ-  
তির নিরাকরণ হইয়া থাকে, উহা অসঙ্গত হেতু সম্ভব হইতে  
পারে না । ইহাই কহিতেছেন, “মুক্ত উপাদিতঃ” অর্থাৎ  
আপনি উপাদি হইতে মুক্ত ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে “বিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্ত্যে”  
এই ১১ শ্লোকে तथा ১০ স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ের “বিশুদ্ধ  
বিজ্ঞান ঘনং” এই ১২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে ॥

অতএব ১ম স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে “মম নিশিত

বিভিন্দ্যমান ভূতীয়াদিকং তু মায়িকলীলা বর্ণনমেব ।  
 এতৎ বদন্তি রাজর্ষে ধর্ময়ঃ কেচনাস্মিতাঃ । যৎ স্ববাচা  
 নিক্রম্যেত নুনং তে ন স্মরন্ত্যস্মিত্যাদি ন্যায়েন বাস্তবত্ব  
 বিরোধাত্ ॥ ১০২ ॥

তথাহি স্কান্দে ॥

অগ্নিশ্চাব্যয়োহভেদ্যোহনিগ্রাহোহশোষ্য এবচ ।

বিক্রাহস্ফগাচিতো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশ্যতে ।

শরৈর্বিভিন্দ্যমানভূতি” অর্থাৎ আমার ভীক্ষু শরে ইহার শরী-  
 রের চর্ম ক্ষত বিক্ষত হয়, এই যে ভীক্ষু স্তব করিয়াছেন,  
 তাহা মায়িকলীলা বর্ণন মাত্র ।

১০ স্ক. স্কর ৭৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে ॥

হে রাজর্ষি ! পূর্বাংশানুসন্ধান রহিত কোন কোন ঋষিরা  
 এই রূপ বর্ণন করেন, যাহা স্বীয় বাক্যের সহিত বিকল্প  
 হইবে নাহা তাহারা স্মরণ করেন না, ইত্যাদি ন্যায় দ্বারা  
 বাস্তবত্বের বিরোধ হেতু ভীক্ষুর মায়িক লীলা বর্ণন জানিতে  
 হইবে ॥ ১০২ ॥

উক্ত বিষয় স্কন্দপুরাণে কহিয়াছেন যথা ॥

বিষ্ণু, তসদ্ভু, অব্যয়, অভেদ্য, অনিগ্রাহ্য (অগ্রহণীয়)  
 এবং অশোষ্য হইয়াও বিদ্ধ, রুদ্ধিগাত্ত ও বদ্ধ দৃশ্য হইয়া  
 থাকেন ॥

অশ্রুগান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়ত্যেব সুরেষপি ।  
 মানুষ্যান্ মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কথঞ্চেতি ।  
 শ্রীভীষ্মস্য যুদ্ধসময়ে দৈত্য-পিষ্টহাভধা ভানং যুক্তমেবে  
 তি । কিন্তুধুনা দুঃষপ্ন দুঃখস্যেব তস্য নিবেদন-কৃতমিতি  
 জ্ঞেয়ং । সংস্কারোহপি ক্রীড়াশযাধানেন মলাপাকরণেন  
 বা তত্রাতিশয়াধানং পূর্ণত্বেনৈব নিরাকৃতং । মলাপ  
 করণং বানরায়িত্ব-নিরঞ্জনঃ নির্মলঃ বিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্তিরি  
 ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১৪ ৷

শ্রীব্রহ্মা ॥ ১০৩ ॥

ঐ দেব অশ্রু সকলকে মোহন করত দেবগণের মধ্যে  
 ক্রীড়া করেন এবং মানুষ্য সকলকে মুক্ত করিবার জন্য মানুষ্য  
 সকলে মধ্য দৃষ্টি দ্বারা ক্রীড়া করেন, কিন্তু মুক্তদিগের মধ্যে  
 কখনই ক্রীড়া করেন না ॥

যুদ্ধ সময়ে দৈত্যহাবেশ প্রযুক্ত শ্রীভীষ্মের ঐ রূপ ভান  
 উপযুক্ত । কিন্তু এক্ষণে দুঃষপ্ন দুঃখের ন্যায় ঐ ভীষ্মের  
 নিবেদন করা হইয়াছে ইহাই জানিতে হইবে । অপর অতি-  
 শয় আধান অথবা মলাপকরণ দ্বারা সংস্কারও কি হইয়া  
 থাকে । তন্মধ্যে অতিশয় আধান পূর্ণত্ব দ্বারাই নিরাকৃত  
 হইয়াছে । আর নিরঞ্জন, নির্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্তি, এত-  
 দীর্ঘকাল মলমিশ্রকরণকৃত হইল অর্থাৎ পূর্ণের আধান নাই এবং  
 নিরঞ্জন, নির্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্তির মল দূরীকরণ নাই ॥ ১০৩

তদেবং পূর্বাং তদৈশ্বর্যাদীনাং স্বরূপভূতত্বং সাধিতং তচ্চ  
 তেষাং স্বরূপান্তরঙ্গধর্মহাত্ম্যক্ৰং । যথা জ্যোতিরন্তরঙ্গ  
 ধর্মাণাং তদীয় শুক্লাদি গুণানাং জ্যোতিভূতত্বমেব ন  
 তম আদি রূপত্বং তদ্বৎ ॥ ১০৪ ॥

অথ শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপলক্ষণত্বং সাধিতং । তচ্চযুক্তং ।  
 স বি শাক্তিযুক্ত পরমবস্তুরূপত্বাত্মস্য । তত্র মো নিজা-  
 ন্তরঙ্গ নিতাধর্ম্যঃ শ্রীবিগ্রহতাগমকস্তত্তং সংস্থান লক্ষণ-  
 স্তবিশিষ্টং পরমানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব শ্রীবিগ্রহঃ ॥ সএব  
 চান্তরঙ্গ ধর্ম্যান্তরাগামৈশ্বর্যাদীনামপি নিত্যপ্রসিদ্ধাং স্বয়ং  
 ভগবান্ ॥ ১০৫ ॥

অতএব এটি প্রকার তাহার ঐশ্বর্যাদি যে স্বরূপভূত  
 তাহা পূর্বেই সাধিত হইয়াছে, আর তাঁহার সেই ঐশ্বর্যাদি  
 যে স্বরূপের অন্তরঙ্গ তাহাও কথিত হইয়াছে । যেমন  
 জ্যোতির অন্তরঙ্গ ধর্ম্য তদীয় শুক্লাদি গুণ সকল জ্যোতিঃ  
 স্বরূপ তম আদি নহে তাহার ন্যায় ॥ ১০৪ ॥

যাহ হউক শ্রীবিগ্রহের যে পূর্ণ স্বরূপ লক্ষণত্বং সাধিত  
 হইল তাহা উপযুক্ত, যে হেতু সর্বশাক্তিযুক্ত পরম বস্তু এক  
 মাত্র । ঐ দুইয়ের অর্থাৎ স্বরূপ ও স্বরূপের অন্তরঙ্গ মধ্যে  
 যে নিজের অন্তরঙ্গ নিত্য ধর্ম্য এবং শ্রীবিগ্রহের বোধক ।  
 সেই সেই সংস্থান স্বরূপ ঐ সংস্থান বিশিষ্ট পরমানন্দ বস্তুই  
 শ্রীবিগ্রহ । ঐ শ্রীবিগ্রহই ঐশ্বর্যাদি অন্তরঙ্গ ধর্ম্য সকলেরও

যথা শুদ্ধখণ্ডলডুকং যন্তো যথা লডুকতা গগক সংস্থান  
বিশিষ্টং খণ্ডমেব লডুকং তদেবং খণ্ডস্বাভাবিক সৌগ-  
ন্ধাদিমিলেত লৌকৈঃ প্রতীয়তে প্রযুক্ত্যতেচ ॥

তথা রূপং যদেতদিদ্যাদিসু পং তদ্বৎসেব শ্রীবিগ্রহঃ স  
এবচ ভগবান্নিতি বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীয়তে প্রযুক্ত্যতে চৈ  
বেতি ॥ ১০৬ ॥

তদেবং শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপত্বং সাধয়িত্বা তৎ পোষণার্থং  
প্রকরণান্তরমাবভ্যতে । যাবৎ পার্শ্বদ নিক্রপণং । তত্র  
পরিচ্ছদানাং তৎস্বরূপভূতং তদঙ্গ স'হিত তথৈবাবি

নিত্য আশ্রয় প্রযুক্ত স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১০৫ ॥

যেমন শুদ্ধ খণ্ডের লডুক, সে হেতু যে প্রকারে খণ্ড লডুক  
বোধক সংস্থান বিশিষ্ট খণ্ডই লডুক, তাহাই খণ্ডের স্বাভা-  
বিক সৌগন্ধাদি নিগিষ্ট ইহাই লোকে বোধ করে এবং  
প্রয়োগ করে । তদ্রূপ ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের “রূপং যন্তং”  
এই ২১ শ্লোকে পরম তদ্বৎ শ্রীবিগ্রহ, তাহাই ভগবান্,  
বিদ্বান্গণ ইহাই জানেন এবং ইহাই প্রয়োগ করেন ॥ ১০৬ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীবিগ্রহের পূর্ণ স্বরূপত্ব সাধন  
করিয়া তাহার পোষণ নিগিষ্ট পার্শ্বদ নিক্রপণ পর্য্যন্ত অন্য  
প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ॥

ঐ শ্রীবিগ্রহে যে সকল পরিচ্ছদ আছে সে সকলেরও  
ভগবৎ স্বরূপ হওয়াতে, তাহাশিষ্ট অঙ্গ স'হিত আবির্ভাব

ভীষদর্শনরূপং লিঙ্গমাহ দ্বয়েন ॥

তমদ্বুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাছুদায়ুধ

দর্শন রূপ চিহ্ন দুই শ্লোকে কহিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের “তমদ্বুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খ গদাছুদায়ুধং” ইত্যাদি চার শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যথা ॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! ভগবান্ আবির্ভূত হইলে বসুদেব দেখিলেন সেই বালক আতশয় অদ্ভুত, তাঁহার পদ্ম পলাশ তুণ্ড লোচন, চারি হস্ত, শঙ্খ গদা প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়া আছেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীংস্কন্ধের চিহ্ন বিরাজমান, গলাদেশে কোম্বুভম্বি শোভমান। তাঁহার পরিধান পীতবসন, বর্ণ নিবড় জলধর মদন স্তম্ভগ, মহামূল্য বৈচর্য্য মুকুট তথা কুণ্ডলের দ্বারিত্তে অপারমিত কেশপাশ দেদীপ্যমান, আর তিন অঙ্কুরে মেখলা অঙ্গদ তথা কঙ্কণাদি অলঙ্কারে দীপ্তি পাইতেছেন ॥

ভগবান্ হরিকে উত্তরূপে আবির্ভূত হইতে দেখিবাগাত্র যদিও বসুদেবের নয়নদ্বয় বিস্তরে উৎফুল্ল হইল, কারণ কৃষ্ণাবতারোৎসবের সস্ত্রম জন্মিল তথাপি পুত্রমুখ দর্শন হইল বলিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মনোদ্বারা দশ সহস্র ধেনু দান করিলেন। সে সময় বন্ধনাবস্থায়



মিত্যাদিনা ॥ ৬১ ॥

স্পষ্টং ॥ ১০ ॥ ১৩ ॥ ত্রীশু কঃ ॥

এতমভিপ্রায়ৈণৈবেদমাহ ॥

যথৈকাত্ম্যানুভাবানাং বিকল্পরহিতঃ স্বয়ং ।

ভূষণায়ুধ লিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তিঃ স্বমায়য়া ।

তেনৈব সত্যমানেন সর্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ ।

পাতু সর্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্বত্র সর্বগঃ ॥ ৬২ ॥

ঐকাত্ম্যানুভাবানাং কেবল পরম স্বরূপ দৃষ্টিপরাণাং

ছিলেন তাহাতে বস্তুতঃ দান হইবার সম্ভাবনা কি ? ॥ ৬১ ॥

অর্থ স্পষ্ট ॥

এই অভিপ্রায়েই ইহা কহিতেছেন ।

৬ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৩০ । ৩১ শ্লোকে ॥

যে সকল ব্যক্তি ঐকাত্ম্য ধ্যান করেন, তাঁহাদের হইতে  
অভিন্ন হইয়াও যে ভগবান্ স্বীয় মায়াচ্ছলে ভূষণ, আয়ুধ ও  
লিঙ্গাদি বিবিধ শক্তি দারণ করিতেছেন ॥

এবং তাহাই যাঁহার সত্যতার প্রমাণ, সেই স্বরূপ প্রমা-  
ণের হেতু সর্বজ্ঞ ভগবান্ হরি আপনার সকল স্বরূপ দ্বারা  
আমাদিগকে সদা সর্বদা স্থানে ক্ষা করুন ॥ ৬২ ॥

ত্বংপর্য্য । যাঁহারা ঐকাত্ম্য রূপে ধ্যান করেন অর্থাৎ  
পরম স্বরূপে দৃষ্টি তৎপর তাঁহাদের সম্বন্ধে যিনি বিকল্প রহিত

বিকল্পরহিতঃ পরমানন্দৈকরস পরম স্বরূপতয়া ক্ষুরঙ্গপি  
যথা যেন প্রকারেন স্বেষু স্বয়ামিতয়া ভজংসু যা মায়া  
কৃপা তয়া হেতুনা স্বয়ং ভগবান্ বিচিত্র শক্তিময়েন স্বরূ-  
পেনৈব কারণভূতেন ভূষণাদ্যাখ্যাঃ শক্তিঃ শক্তিময়া-  
বিভাবান্ ধত্তে গোচরয়তি ॥ ১০৭ ॥

হেতুৈশ্চৈত্যাদি আত্মারামাণাঃ তদঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভেদ যথা  
র্থানুভবেহপি স্বয়ং শ্রী বগ্রহ রূপো যথা বিকল্প রহিতঃ ।  
তৈঃ পরমানন্দৈক রসত্বেনানুভূত ইত্যর্থঃ ॥

তথৈব সমায়া স্বরূপ শক্তি। ভূষণাদিভিধান্তবৃত্তি-রূপাঃ

অর্থাৎ পরমানন্দ এক রস পরম স্বরূপে ক্ষুর্ভিশীল হইয়াও  
যে প্রকারে আমার প্রভু এই জ্ঞানে ভজনকারি জন সকলে  
যে মায়া অর্থাৎ কৃপা, সেই কৃপাবশতঃ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ  
বিচিত্র শক্তিময় কারণভূত স্বীয় রূপ দ্বারা ভূষণাদি নান্নী  
শক্তি অর্থাৎ শক্তিময় আবির্ভাব সকলকে ধারণ করেন অর্থাৎ  
সকলের গোচর করান ॥ ১০৭ ॥

“হেতুৈব” ইত্যাদি আত্মারাম সকলের ভগবানের অঙ্গ  
প্রত্যঙ্গাদি ভেদরূপ যথার্থ্যের অনুভবেও স্বয়ং বিগ্রহরূপ  
যেমন বিকল্প রহিত (ভেদশূন্য) অর্থাৎ যিনি ঐ আত্মারাম  
গণ কর্তৃক পরমানন্দের এক রসত্ব রূপে অনুভূত হন। সেই  
রূপ আপনার সমায়া অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি দ্বারা ভূষণাদি  
নান্নী স্বরূপ শক্তির বৃত্তিরূপা শক্তি সকল ধারণ করেন।

শাস্তীশ্চ ধতে । তা অপি তৈস্তথানুভূতা ইত্যর্থঃ ।  
 তেনৈব বিদ্বদনুভবলক্ষণেন সত্য প্রমাণেন । তদ্বাদি  
 সত্যং স্যাত্তদেত্যর্থঃ । তৈরেব ভূষণাদি লক্ষণৈঃ সর্বৈঃ  
 স্বরূপৈঃ সর্বাংশৈ নঃ পাতু ॥ ১০৮ ॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে বলিকৃত চক্রস্তবে । যস্য রূপ  
 মনির্দেণায় প - যোগিতিকৃতমৈরিত্যাदि । তদনন্তরঞ্চ ।  
 ভ্রমতস্তস্য চক্রস্য নাভিমধ্যে মহীপতে ।

ত্রৈলোক্যমাখণ্ডং দৈত্যো দৃষ্টবান্ ভূভুবাদিকমিতি ॥

আত্মারাগগণও ঐ সকল শক্তিকে চক্রপে অনুভব করিয়া  
 থাকেন । “তেনৈব” অর্থাৎ বিদ্বান্ সকলের অনুভব স্বরূপ  
 সত্য প্রমাণ দ্বারা । যদ তাহা সত্য হয় তবেই । সেই সকল  
 ভূষণাদি লক্ষণ । “সর্বৈঃ স্বরূপৈঃ” অর্থাৎ অর্বাংশ বিচিত্র  
 স্বরূপের আবির্ভাব দ্বারা আগাদগকে রক্ষা করুন ॥ ১০৮ ॥

অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে বলিকৃত চক্রস্তবে যথা ॥

উত্তম উত্তম যোগিগণ যাঁহার স্বরূপ নির্দেশ করিতে সমর্থ  
 হইবেন না ॥

তাহার পরেও অর্থ ২ ঐ চক্রস্তবের পরেও যথা ॥

হে রাজন্ ! ভ্রমণ শীল ঐ চক্রের নাভি মধ্যে দৈত্যরাজ  
 বলি ভূভুবাদলোক সকল অবলোকন কররাছিলেন ॥

তদেবমেব নবমে শ্রীমদম্বরীষেণ চক্রমিদং স্তুতমস্তু ।  
লিঙ্গানি গরুড়াকার ধ্বজাদীনি । অনেন যৎ কচিদাক-  
স্মিকহ্রনিব শ্রদ্যতে । তদপি শ্রীভগবদাবির্ভাব বজ্-  
জ্জ্যেয়ং ॥ ১০৯ ॥

অত্র তৃতীয়ে । চৈত্যান্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে ইত্যপি  
সহায়ং । অতো দ্বাদশেহপি কৌস্তভব্যপদেশেন স্বাত্ম  
জ্যোত্বির্নির্ভর্ত্যজ ইত্যাদিকং বিরাড়গতত্বেনোপাসনার্থ  
মভেদ দৃষ্ট্যা দর্শিতমেব যথা সম্ভবং সাক্ষাচ্ছ্রীবিগ্রহ গত

ঐ প্রকারই নবমস্কন্ধে শ্রীমান্ অম্বরীষ মহারাজও এই  
চক্রকে স্তব করিয়াছিলেন, লিঙ্গ শব্দের অর্থ গরুড়াকার  
ধ্বজাদি । এতদ্বারা কোন স্থানে যে আকস্মিকের ন্যায়  
জ্বলিতে পাওয়া যায়, তাহাও শ্রীভগবানের আবির্ভাবের ন্যায়  
জানিতে হইবে ॥ ১০৯ ॥

এ স্থানে ৩ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

ভগবানের কণ্ঠদেশে যে কৌস্তভ মণি আছে তাহাকে  
জীবের তহ রূপে চিন্তা করিবে । ইহাও পূর্বোক্ত প্রমাণের  
সহায় জানিতে হইবে ॥

অতএব ১২ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

ভগবান্ অজ কৌস্তভ রূপে স্বীয় আত্মজ্যোতিঃ জীব  
চৈতন্যকে ধারণ করেন । ইত্যাদি বিরাট্ রূপের উপাসনার  
নিমিত্ত অভেদ দৃষ্টি দ্বারা দেখান হইয়াছে ॥

ত্বেনাপ্যনুসন্ধেয়ং ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ॥

আত্মানমস্য জগতো নিলেপমণ্ডণামলং ।

বিভর্তি কৌস্তভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিরিতি ॥ ৬ ॥ ১৮॥

বিশ্বরূপো মহেন্দ্রঃ ॥ ১১০ ॥

অথ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকম্যাপি তাদৃশত্বং তস্মৈ স্বলোকং ভগ-

যথা সম্ভব সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহত্ব রূপে অনুসন্ধান করিতে  
হইবে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ যথা বিষ্ণুপুরাণে ॥

ভগবান্ হরি এই জগতের আত্মা, জগদতীত, নিগুণ ও  
নির্গল কৌস্তভমণি ধারণ করিয়াছেন ॥ ১১০ ॥

॥ \* ॥ ইতি ভগবৎ সন্দর্ভে শ্রীবিগ্রহের বিভূত্ব ॥ \* ॥

অথ বৈকুণ্ঠলোকেণ তাদৃশত্ব অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপত্ব ॥

২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

“তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ

সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরং ।

ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহ মাধ্বসং

স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্কৃতং” ॥

শ্লোকার্থ্য । ব্রহ্মার ঐ রূপ তপস্যাতে ভগবান্ তুষ্ট  
হইয়া তাঁহাকে আপনার পরমশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করা-  
ইলেন, ঐ লোকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিমান

বানিত্যত্র সাধিতং পুনরপি দুর্ধির্ঘাঃ প্রতীত্যর্থং সাধ্যতে ॥ ১  
 যঃ স কৰ্ম্মাদিভি ন' প্রাপ্যতে । প্রপঞ্চাতীতত্বেন শ্রয়  
 তে । তং লব্ধবতামস্থলিততা গুণসাম্যেন স্তুষ্যতে । নৈগু-  
 ণ্যাবস্থায়ামেব লভ্যতে । লৌকিক ভগবন্নি কেতস্যাপি  
 নৈগুণ্যমেব শ্রয়ত ইত্যত স্তস্য তত্তদ্রূপং স্তূতরাং গম্যতে  
 সাক্ষাদেব প্রকৃতেঃ পরত্বেন শ্রয়তে নিত্যত্বেনোদযুষ্যতে

বেশরূপ পঞ্চ মহাক্লেণ, তথা মোহ ভয় ইত্যাদির লেশ মাত্র  
 নাই, পুণ্যবান্ পুরুষেরা সৰ্ব্বদাই তাঁহার প্রশংসা করিয়া  
 থাকেন ॥

এ স্থলে বৈকুণ্ঠলোকের ভগবত্ত্ব সাধিত হইয়াছে । পুন-  
 র্বারও দুৰ্ব্বুদ্ধি লোক সকলের প্রতীতির নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ  
 লোকের ভগবত্ত্ব গাধন করিতেছেন ॥ ১ ॥

যে হেতু সেই বৈকুণ্ঠলোক কৰ্ম্মাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া  
 যায় না । ১ । তাহা প্রপঞ্চাতীত বলিয়া শ্রুত আছে । ২ ।  
 সেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত লোক সকলের অস্থলিতত্ব গুণ সাম্য  
 রূপে স্তবনীর হইয়াছে । ৩ । উহা নিগুণত্ব অবস্থায় লাভ  
 হয় । ৪ ! লৌকিক ভগবদালয়েরও নিগুণত্ব শুনা যায় । ৫ ।  
 সেই কারণেই ঐ বৈকুণ্ঠলোকের সেই সেই নৈগুণ্যাদি রূপত্ব  
 স্তূতরাং বোধ হইতেছে । ৬ । উহা সাক্ষাৎ প্রকৃতির পর  
 বলিয়াও শ্রুত হইতেছে । ৭ । এবং নিত্যত্ব বলিয়া উচ্চ রূপে  
 কথিত হইতেছে । ৮ । ঐ মোক্ষকেও তিরস্কার করে এমত

মোক্‌ক সুখমপি তিরস্কু দিত্য। ভক্ত্যৈব লভ্যতে । সচ্চিদা-  
নন্দঘনত্বেনাভিধীয়ত ইতি । তত্র কৰ্ম্মাদিভিরপ্রাপ্যত্বং  
যথা ॥

দেবানাং মোক্‌ক আগীৎ স্ব ভূতানাং ভুবঃ পদং ।  
মর্ত্যাদীনাং ভুল্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াং পরং ।  
অধোহসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোস্রজং প্রভুঃ ।  
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সৰ্ব্বাঃ কৰ্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাং ।  
যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গত্যেহমলাঃ ।

যে ব্যক্তি তদ্বারা ঐ লোক প্রাপ্তি হয় । ৯। এবং উহা  
সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব রূপে কথিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ ২ ॥

এই দশ হেতুতে বৈকুণ্ঠলোকের ভগবৎ স্বরূপত্ব সাধিত  
হইতেছে তন্মধ্যে কৰ্ম্মাদি দ্বারা বৈকুণ্ঠলোকের অপ্রাপ্তি ॥

১১ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১২ । ১৩ । ১৪ । শ্লোকে যথা ॥

তাহার মধ্যে স্বৰ্গলোক দেবতাদিগের আবাস হইল, ভুব  
লোক ভূতগণের স্থান হইল, ভুলোক মর্ত্যদিগের আধার  
হইল, আর এই তিনের পর অর্থাৎ উর্দ্ধ মহলোক সিদ্ধগণের  
আশ্রম হইল ॥

ভূমির অধো ভাগে নাগ ও অসুর সকল আবাস করি-  
লেন । সকল প্রকার ত্রিগুণময় কৰ্ম্ম দ্বারা তিন লোকে গতি  
হয় ॥

ত্যাগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের নিৰ্ম্মল গতি মহলোক, জন

মহর্জ্জন স্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদগতিঃ ॥ ৬৩ ॥

সিদ্ধানাং যোগাদিভিঃ ত্রিতয়াং পরং মহল্লৌকাদি ।  
ভূমেরধঃ অতলাদি ত্রিলোক্যাং পাতালাদিক ভূভুবঃ স্ব  
শ্চেতি । কস্মিণাং গাহস্থ্যধর্মাণাং তপো বানপ্রস্থত্বং  
ব্রহ্মচর্যঞ্চ তত্র ব্রহ্মচর্যেণোপকুর্বাণনৈষ্ঠিকত্বহেদেন  
ক্রমান্বাহজ্জনশ্চ । বনস্থত্বেন তপঃ । ন্যাসেন সত্যং ।

লোক, তপোলোক ও সত্যলোক এবং ভক্তিযোগের মদগতি  
অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য । সিদ্ধ সকলের যোগাদি দ্বারা ত্রিতয়ের অর্থাৎ  
তিন গৌণের পর মহল্লৌকাদি । ভূমির অধোভাগে অর্থাৎ  
অতলাদি । “ত্রিলোক্যাঃ” অর্থাৎ ত্রিলোকী বলিতে পাতা-  
লাদি ভূলোক, ভুবল্লোক ও স্বর্গ লোক । কস্মি শব্দে গাহস্থ্য  
ধর্ম্য সকল । তপঃ শব্দে বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচর্য্য । ঐ ব্রহ্ম-  
চর্য্য দুই প্রকার উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক অর্থাৎ যাহারা দ্বাদশ  
বর্ষাদি কাল নিয়মে গুরুসেবা করে তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক আর  
যাহারা যাবজ্জীবন গুরুকূলে থাকিয়া গুরুসেবা করে তাহা-  
দিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে । এই দুই ব্রহ্মচারির ক্রমে  
মহল্লৌক ও জনলোকে গতি হয় । আর বানপ্রস্থের তপ-  
লোক ও সন্ন্যাসির সত্যলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে । কিন্তু  
যোগের তারতম্য বশতঃ সর্বি প্রকার লোকে গতি হয়  
জানিতে হইবে । মদগতি শব্দের অর্থ আমার বৈকুণ্ঠলোক ।



যোগতারতমো ন তু সর্বমিতি জ্ঞেয়ং । মদগতিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ  
লোকঃ । ভক্তিযোগ প্রাপ্যত্বেন বক্ষ্যমাণ যন্ন ব্রজস্বী-  
ত্যাদি বাক্য সাহায্যাৎ ॥ ৩ ॥

লোকপ্রকরণাচ্চ উক্তং তৃতীয়ে দেবান্ প্রতি ব্রহ্মণৈব ।  
তং সঙ্কলং হরিপদানতিমাত্র দৃষ্টৈরিত্যাদি । টীকাচ ।

৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে “যন্ন ব্রজন্ত্যযভিদো রচনানুবাদাৎ”  
ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ ২৩ শ্লোকের সাহায্য এবং লোক প্রকরণ  
হেতু এই বৈকুণ্ঠলোক ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ হয় ॥ ৩ ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তি যথা ॥

“তৎ সঙ্কলং হরিপদানতিমাত্র দৃষ্টৈ

বৈদুর্ধ্যমারকত হেমময়ৈ বিমানৈঃ ।

যেষাং বৃহৎ কটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যাঃ

কৃষ্ণান্ননাং ন রজ আদধুরুৎস্রাদ্যৈঃ” ॥

শ্লোকার্থ । সেই বৈকুণ্ঠে ভগবদ্ভক্ত গণের ভূরি ভূরি  
বৈদুর্ধ্য মারকত এবং স্বর্ণময় বিমানে পরিবাপ্ত, ঐ সকল  
বিমান ভক্তগণের কৰ্ম দ্বারা লব্ধ নহে, ভগবানের চরণ যুগলে  
প্রণতি মাত্রে এতাদৃশ প্রসাদ লাভ বিচিত্র নহে, তাহাদিগের  
মনঃ শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে এবম্বিধ রত যে, যে সকল পরমা-  
সুন্দরী রমণীর বিশাল নিতম্ব এবং ইষকাস্যে শোভমান মনো  
হর বদন তাঁহারাও আপনাদিগের স্বাভাবিক পরিহাসাদি  
ব্যাপার দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির কাম জন্মাইতে সমর্থ হয় না,

তাবন্মাত্রেন দৃষ্টৈঃ ভক্তানাং বিমানৈঃ । নতু কৰ্ম্মাদি  
প্রাপ্যৈরিত্যেযা এবমেব শ্রুতিশ্চ । পরীত্য লোকান্  
কৰ্ম্মজিতানাব্রহ্মণো নির্বেদমায়াং নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন  
অত্রাপ্যকৃত ইত্যস্য বিশেষ্যং লোক ইত্যেব তৎপ্রসক্তেঃ  
ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানামিত্যাদৌ তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্ব্বভাবেন  
ভারত । তৎ প্রসাদাং পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি

অতএব তদগত চিত্ত ভক্তগণের প্রতি ঐ প্রকার প্রসাদ হওয়া  
অসম্ভব নহে ॥

টীকা যথা ॥

তাবন্মাত্র দৃষ্ট ভক্ত সকলের বিমান সমূহে । ঐ সকল  
বিমান কৰ্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত নহে ॥ ৪ ॥

এই প্রকারই শ্রুতি বলিয়াছেন ॥

ব্রহ্মা অবধি কৰ্ম্মজিত লোক সকল অতিক্রম করিয়া  
নির্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বৈকুণ্ঠলোক  
অকৃত অর্থাৎ ঐ লোক কৰ্ম্ম দ্বারা লাভ হয় না ॥

এ স্থলেও কৃত এই শব্দের প্রসঙ্গাধীন লোক এই শব্দটি  
বিশেষ্য ॥

ভগবদগীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬১ । ৬২ শ্লোকে ভগবান্  
কহিয়াছেন যথা ॥

“ঈশ্বরঃ সৰ্ব্বভূতানাং হৃদে দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাগয়ন্ সৰ্ব্বভূতানি যন্ত্রাকৃতানি নায়ক ॥

শাশ্বতমিতি শ্রীভগবদুপনিষৎসু ॥ ১১ ॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবান্ ॥ ৫ ॥

প্রপঞ্চাতীতত্বং ॥

স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্

বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাং ।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্পিভাবেন ভারত ।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতং ॥

শ্লোক দ্বয়ের অর্থ । শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে অর্জুন !

ঈশ্বর সকল প্রাণির হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া মায়া দ্বারা তাহা  
দিগকে যন্তু রূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া থাকেন ॥

হে ভারত ! সর্পিভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও, কারণ  
তাঁহার প্রসাদেই মনস্তত্ত্ব উৎকৃষ্ট শান্তি স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥

একাদশ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে ভগবানের বাক্য ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের প্রপঞ্চাতীতত্ব ॥

৪র্থ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে প্রচেতাদিগের

প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

রুদ্র কহিলেন হে প্রচেতা সকল ! স্বধর্ম নিষ্ঠ পুরুষ  
বহু জন্মে ব্রহ্মহু প্রাপ্ত হয়, তাহার পর অগ্নিকে (শ্রীকৃষ্ণকে)  
পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত তাঁহার দেহান্তেই প্রপঞ্চা-  
তীত বৈষ্ণব পদ লাভ হয় ইহার প্রমাণ দেখ, এই আমি  
রুদ্র হইয়া অধিকৃষ্ণের ন্যায় বর্তমান আছি এবং এই দেবতার।

অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং

পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যায়ে ॥ ৬৪ ॥

ততঃ তাংপি পুণ্যামিশয়েন নামেতি । ভাগবতস্ত অথ  
দেহান্তে অব্যাকৃতং নাম রূপে ব্যাকরণগীতি শ্রুতি প্রসিদ্ধ  
ব্যাকরণবিষয় প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবং পদং বৈকুণ্ঠমেতি ।  
যথাহং রুদ্রাভূত্ব ইধিকারিকতয়া বর্তমানঃ । বিবুধা  
দেব শচাধিকারিকাঃ কলাত্যায়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গ  
সত্যোষান্তি । বাবদধিকারমবস্থিতিরাদিকারিকানামিতি  
ন্যায়েন ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রচেতসঃ ॥ ৬ ॥

অধিকৃত হইয়াছেন কিন্তু যখন আমাদের অধিকারের শেষ  
হইবে তখন লিঙ্গদেহ ভঙ্গ হওয়াতে সকলেই প্রপঞ্চাতীত  
পদ প্রাপ্ত হইব ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য । “ততঃ পরং” অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইতে  
অতিশয় পুণ্য দ্বারা আগাকে ( রুদ্রকে ) প্রাপ্ত হয় । কিন্তু  
ভগবদ্ভক্ত দেহান্তে অব্যাকৃত অর্থাৎ নাম ও রূপকে ব্যাকরণ  
( প্রকাশ ) করিতেছি এই শ্রুতি প্রসিদ্ধ যে প্রকাশ তাহার  
অবিষয় অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈজব পদ প্রাপ্ত হয় আমি যেমন  
রুদ্র হইয়া অধিকৃতের ন্যায় বর্তমান রহিয়াছি । ঐ রূপ বিবুধা  
অর্থাৎ দেবতা সকল কলাত্যায়ে অর্থাৎ অধিকারান্তে লিঙ্গ  
ভঙ্গ হইলে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে । ব্রহ্মসূতের ৩ অধ্যা-  
য়ের ৩ পাদের ৩২ সূত্রে অধিকারিদিগের যে পর্য্যন্ত অধিকার

ততোহস্থলনং ॥

অথোবিভূতিং মম মায়য়াচিতা

মৈশ্বর্য্যমক্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তং ।

শ্রিয়ং ভাগবতীং চাম্পৃহয়ন্তি ভদ্রাঃ

পরস্য মে তেহশ্চুবতে হি লোকে ॥

ন কহি'চিৎ মৎপরাঃ শাস্তরূপে

নজ্জ্যন্তি নো নিমিষো লেটি হেতিঃ ।

তাবৎ তাহাদের অবস্থিতি হয় এই ন্যায় হেতু ॥

বৈকুণ্ঠলোক হইতে স্থলন হয় না ॥

৩ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ের ৩৪ । ৩৫ শ্লোকে যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন মা ! এ রূপ মুক্তিতে বিভূতি আদি অধিক আছে, ঐ প্রকারে মুক্ত পুরুষ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর আমার মায়া দ্বারা চিরচিত সতালোকাদি গত ভোগ সম্পত্তি এবং ভক্তির পশ্চাৎ স্বয়ং উপস্থিত অগ্নিমা'দ অষ্ট ঐশ্বর্য্য তথা ভাগবতী স্ত্রী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ স্থিত সার্টি'নাম্নী ও ব্রহ্মানন্দ স্বথ, এই সকল ভোগ যদিও স্পৃহা না করে তথাচ বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়া অনায়াসে প্রাপ্ত হয় ॥

হে শাস্তরূপে ! আমার ভক্তিযোগে মুক্ত পুরুষ বৈকুণ্ঠ-বাসী হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়, ইহাতে এমত আশঙ্কা করিও না যে স্বর্গাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠলোকস্থিত ভোক্তা ও ভোগ্য সকলের কাল বশতঃ ক্ষয় হইয়া থাকে, যে

যেষামহং প্রিয় আত্মা স্মৃশ্চ

সখা গুরুঃ সূহৃদো দৈবমিচ্ছং ॥ ৬৫ ॥

অথো অবিদ্যা নিবৃত্ত্যানন্তরং মম মায়া ভক্তবিষয় কৃপা-  
চিহ্নাং তদর্থং প্রকটিতাং বিভূতিং ভোগসম্পত্তিং তথাহনি-  
মাদৈশ্বর্য্যং অনু প্রবৃত্তং স্বভাবসিদ্ধং । তথা ভাগবতীং  
শ্রিয়ং সাক্ষাৎভগবদীয়াং সার্থি সংজ্ঞাং সম্পত্তি মপি অস্পৃহ-  
য়ন্তি । ভক্তিসুখমাত্রাভিলাষেণ যদ্যপি তে ভ্যো ন স্পৃহ-

সকল ব্যক্তি আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করে, কোন  
কালে তাহাদের ভোগ্য বস্তু বিহীন হয় না এবং আমার অনি-  
মিষ কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না । কলতঃ  
আমি তাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহ ভাজন,  
সখাতুল্য বিশ্বাসের আশ্রয়, গুরু যদৃশ উপদেষ্টা, সূহৃৎ সম  
হিতকারী, ইচ্ছদেব তুল্য পূজনীয় অর্থাৎ যাহারা এই প্রকার  
সর্বতোভাবে আমার ভজন করে মদীয় কাল চক্র তাহাদিগকে  
কি কখন গ্রাস করিতে সমর্থ হয় ? ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্য । অথ শব্দের অর্থ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর ।  
“মম মায়া” অর্থাৎ আমার ভক্তবিষয়ক কৃপা, তদ্বারা  
আচিহ্না অর্থাৎ ভক্ত নিমিত্ত প্রকটিতা যে বিভূতি (ভোগ  
সম্পত্তি) অগ্নিাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য । অনুপ্রবৃত্তি শব্দের অর্থ  
স্বভাব সিদ্ধ, তথা ভাগবতী শ্রী অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎ সম্ব-  
ন্ধিনী সার্থিনী সম্পত্তিকেও স্পৃহা না করে অর্থাৎ ভক্তি

যন্তীত্যর্থঃ । তথাপি তু মে মম লোকে বৈকুণ্ঠাখ্যে অশ্নু-  
বতে প্রাপ্নুবন্ত্যেবোতি । স্ববাৎসল্য বিশেষো দর্শিতঃ ॥৭॥  
যথা স্নানমণ্ডলাকার বরে ।

সোহপি বত্রেহচলাঃ ভক্তিং তস্মিন্বেবাখিলাত্মনি ।

তদ্বক্তেষুচ সৌহার্দং ভূতেষুচ দয়াং পরাং ।

ইতি তস্মৈ বরান্ দত্ত্বা শ্রীং চাম্বয় বর্দ্ধনীগিতাদি ।

অতস্তেষাং তত্রানাসক্তি দ্যোতিতা । অবদ্যা নিবৃত্ত্য-

সুখমাত্র অভিলাষে যদিচ বিভূতি আদি স্পৃহা না করে,  
তথাপি আমার বৈকুণ্ঠলোকে ঐ সমস্ত বিভূতি আদি প্রাপ্ত  
হয় । এতদ্বারা স্নায় বাৎসল্য বিশেষ দেখান হইল ॥ ৭ ॥

এই বিষয়ের উদাহরণ যথা স্নানমণ্ডলাকার বরে ॥

১০ স্কন্ধে ৪১ অধ্যায়ে ৩৮ । ৩৯ শ্লোকে শ্রীশুক বাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন মহারাজ ! সেই স্নানমণ্ডলাকার  
অখিলাত্মা ভগবানের প্রতিই অচলা ভক্তি এবং তদীয় ভক্ত  
জন সহ সৌহার্দ তথা সর্বভূতে পরম দয়া যাচঞা করিল ॥

ভগবান্ তাহার প্রতি সমুদায় বর প্রদান করিয়া পরে  
সে প্রার্থনা না করিলেও বলিলেন অহে মণ্ডলাকার ! তোমার  
বংশে শ্রী সতত বুদ্ধিশীলা থাকিবেন এবং তোমার বল, আয়ুঃ  
যশঃ ও কান্তি সমুন্নত হইবে ইত্যাদি ॥

এই প্রমাণ দ্বারাই ভক্ত সকলের ঐ সকল সম্পত্তিতে

নন্তরমিতি মম কৃপয়া চিত্তামিতি চ তেষামনর্থরূপত্বং  
খণ্ডিতং কিম্বা মায়য়া চিত্তাং ব্রহ্মলোকাদিগতাং সম্পত্তি  
মপীতি তেষাং সর্ববশীকারিত্বমেব দর্শিতং । নতু ভোগঃ ।  
তস্যা অতি তুচ্ছত্বেন তেষ্বনর্হত্বাৎ ॥ ৮ ॥

শ্রুতিশ্চাত্ত্ব ।

তদযণেহ কৰ্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ।

এবমেবামৃত্রে পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইত্যনন্তরং ।

অথ য ইহাজ্ঞানমনুবিদ্যা ব্রজস্তোতান্ সত্যকামাং স্তেষাং

অনাসক্তিও প্রকাশিত হইল ।

অপর অবিদ্যা নিবৃত্তির পর এবং আমার কৃপায় উপ-  
স্থিত এই দুইয়ের দ্বারা সেই সকল সম্পত্তির অনর্থ রূপত্ব  
খণ্ডিত হইয়াছে । অথবা মায়্যা দ্বারা রচিত ব্রহ্ম লোকাদি  
গত সম্পত্তিকেও । ইহা দ্বারা সেই ভক্ত সকলের সর্ব  
বশীকারিত্বই দর্শিত হইল কিন্তু ভোগ দেখান হয় নাই, যে  
হেতু ঐ সকল সম্পত্তি অতি তুচ্ছ, সুতরাং ভক্ত সকলের  
ভোগ যোগ্য নহে ॥ ৮ ॥

এ স্থলে শ্রুতি যথা ॥

যেমন ইহলোকে কৰ্ম্মজিত অর্থাৎ কৰ্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত লোক  
ক্ষয় হয়, সেই রূপ পরলোকে পুণ্যজিত অর্থাৎ পুণ্য দ্বারা  
প্রাপ্ত লোকেরও ক্ষয় হইয়া থাকে । এই শ্রুতির পর ॥

যাঁহারা ইহলোকে আত্ম তত্ত্বজ্ঞ হইয়া গমন করেন



সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি ॥ ৯ ॥

নম্বেবং তর্হি লোকেষু বশেষাৎ স্বর্গাদিবৎ ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্দিনাশঃ স্যাৎ । তত্রাহ । শান্তরূপে শান্তমবিকৃতং রূপং যদ্য তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে মৎপরা স্তদ্ধাসি নো লোকাঃ কদাচিদপি ন নং ক্ষান্তি । ভোগ্য হীনা ন ভবন্তি অনিমিষো হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং নোলেড়ি তাম্ এসতে । ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি শ্রুতং ॥

আত্রঙ্গ ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোজ্জুন ।

তাঁহাদের সেই সমস্ত সত্যকাম লোক গতি হয়, অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তির তত্তল্লোকে স্বেচ্ছাধীন গমন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অহে ! যদি এই প্রকার হইল তবে লোকত্বের অবিশেষ প্রযুক্ত কখন ভোক্তৃ ও ভোগ্য সকলের বিনাশ ও সম্ভব হয় । এই প্রশ্নে কহিতেছেন, শান্তরূপে অর্থাৎ বিকার রহিত বৈকুণ্ঠলোকে । “মৎ পরাঃ” অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসি লোক সকল কখন ভোগ হীন হয় না । অনিমিষহেতি পদের অর্থ আমার কালচক্র । “নো লেড়ি” অর্থাৎ গ্রাস করে না । অতএব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনর্বার সংসারে আগমন করেন না ।

ভগবদ্গীতার ৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনকে কহিয়াছেন, হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক অবধি এই সমুদায় জগৎ পুনর্জন্মের অধীন হয়, কিন্তু হে কুন্তিনন্দন ! আমাকে প্রাপ্ত

মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যত ইতি ॥

শ্রীগৌতাপনিষদ্যঃ ॥ ১০ ॥

সংস্র নাম ভাষ্যেহপ্যুক্তং । পরমুৎকৃষ্টময়নং স্থানং পুন-  
রারুতি শঙ্কারহিতমিতি পরায়ণং । পুংলিঙ্গপক্ষে বহু-  
ত্রীহিরিতি । ন কেবলমেতাবন্তেষাং মাহাত্ম্যামিত্যাহ  
যেষামিতি । যেষাং মাং বিনা ন কশ্চিদপরঃ প্রেমভা-  
জনমস্তুীত্যর্থঃ । যদ্বা গোলোকাদিকমপেক্ষ্যবমুক্তং ।  
তত্র হি তথা ভাবা এব শ্রীগোপা নিত্য। বিদ্যন্তে । অথবা

হইলে আর কাহাকেও পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না ॥ ১০ ॥

সংস্র নাম ভাষ্যেও এই রূপ কথিত হইয়াছে, যথা ।  
পরায়ণ শব্দের অর্থ । পর শব্দে উৎকৃষ্ট, অয়ন শব্দে স্থান  
অর্থাৎ পুনরারুতি শঙ্কা রহিত । পুংলিঙ্গ পক্ষে বহুত্রীহি  
সমাস ।

সেই সকল ভক্তগণের কেবল এতাবশ্যাত্ৰ মাহাত্ম্য নহে  
এই অভিপ্রায়ে কপিলদেব কহিতেছেন, আমি ব্যতিরেকে  
যাঁহাদেয় পর অর্থাৎ প্রেম ভাজন কেহ নাই । অথবা  
গোলোকাদিকে অপেক্ষা করিয়া এই প্রকার কথিত হই-  
য়াছে ।

ঐ গোলোকে বাৎসল্যাদি ভাবযুক্ত গোপ সকল নিত্য  
বিদ্যমান আছেন । অথবা অনিদিয়ার পর কি রূপ লোক  
সকল ঐ গোলোক প্রাপ্ত হয় ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন

তং লোকং কৌদৃগ্‌ভাবা অবিদ্যানন্তরং প্রাপ্নুবন্তি তত্রাহ  
যেষামিতি ।

যে কেচিৎ পাদ্যোক্তরথংদর্শিত মুনিগণ সবাসনাঃ প্রিয়ঃ  
পতিরिति মাং ভাবয়ন্তি । যে কেচিচ্চ সনকাদি বাসনা  
অত্মা ব্রহ্মৈবায়ং সাক্ষাদিতি মাং ভাবয়ন্তি । এব মন্যেচ  
যে যে ত এব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ । সুহৃদ ইতি বহুত্বং  
সৌহৃদ্যস্য নানা ভেদাপেক্ষয়া । এতং চান্যত্র । শাস্তাঃ  
সদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্বিভূতানুৎপত্তাঃ ।

“যেষামিতি” । অপর পদ্যপুরাণের উক্তরথগুে দেখান হই-  
য়াছে দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণ বাসনাবিশিষ্ট হইয়া আমাকে  
প্রিয় অর্থাৎ পতি রূপে ভাবনা করিয়াছেন । আর যে কেহ  
বাসনামুক্ত সনকাদি মুনি ইনিই আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম ইহা  
বলিয়া সাক্ষাৎ আমাকে ভাবনা করেন, এই রূপ অন্যান্য  
যে সকল ব্যক্তি সম্ভান, সখা ও গুরুরূপে আমাকে ভাবনা  
করিয়াছেন তাঁহারা তত্ত্বরূপে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন ।  
সুহৃৎ এই শব্দে যে বহু বচন প্রয়োগ হইয়াছে তাহা সৌহৃ-  
দ্যের নানা ভেদ অপেক্ষায় জানিতে হইবে ।

এই প্রকার অন্য স্থানে অর্থাৎ ৪র্থ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের  
২৮ শ্লোকে ত্রীমৈত্রেয় বাক্য যথা ॥

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর ! যাঁহারা শাস্ত্র, সর্বত্র তুল্য-  
দর্শী বাহ্যভ্যন্তরে পবিত্র, ভূত সকলেরও মনোরঞ্জক এবং

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

— ০ : ৬ : ০ —

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ-জীবগোষামিত্রাণীতঃ

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারহেনানন্দতঃ

শ্রীরাসবিহারিসাখ্যাতীর্থেন

সংশোধিতঃ ।

শ্রীরামদেবমিত্রাকর্তৃক—

দ্বিতীয়সংস্করণং

প্রকাশিতক ।



মুর্শিদাবাদ;

শ্রীহরিকৃষ্ণপ্রদায়িনীসভাঃ, বহরমপুর, “রামকবচবহে”

শ্রীব্রজনাথমিত্র-প্রিন্টারেণ

মুদ্রিতঃ ।

সন ১৩২৪ সালে । বৈশাখে ।



যান্ত্যজসাহস্র্যতপদমদ্যুতপ্রিয়বাক্তব ইতি ॥ ৩ ॥ ২৫ ॥

শ্রীকপিলঃ ॥ ১১ ॥

প্রপঞ্চাতীতত্বং ততোহস্থলনঞ্চ যুগপদাহ ॥

আতপত্রং স্তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজাধামাকুতোভয়মিতি ॥ ৬৬ ॥

প্রপঞ্চরূপস্যোতি প্রকরণাৎ ॥ ১২ ॥ ১১ ॥ শ্রীসূতঃ ॥

নৈগুণ্যপ্রাপ্যত্বং ॥

নত্বেপ্রলীনাঃ স্বর্ষান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ ।

ভগবান্ অচ্যুতই যাঁহাদের প্রিয়বাক্তব, তাঁহারাই যথার্থরূপে  
ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১১ ॥

বৈকুণ্ঠলোকের প্রপঞ্চাতীতত্ব ও তাহা হইতে অস্থলন,  
এই দুই এককালে বলিতেছেন যথা ॥

১২ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্রীসূতের বাক্য ॥

সূত কহিলেন হে দ্বিজগণ ! বৈকুণ্ঠ ধাম এই বিরাট্ রূপি  
পুরষের ছত্র, অকুতোভয় ইহঁার কৈবল্যধাম ॥ ৬৬ ॥

প্রকরণ হেতু ঐ বৈকুণ্ঠধাম প্রপঞ্চরূপ বিরাট্ পুরুষের  
ছত্র জানিতে হইবে ॥

বৈকুণ্ঠলোকের নৈগুণ্যপ্রাপ্যত্ব অর্থাৎ গুণাতীত না  
হইলে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হয় ॥

১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব ! সত্বগুণে মৃত্যু হইলে স্বর্গ  
লোকে গমন করে, রজোগুণে মৃত্যু হইলে নরলোকে গমন

তমোলয়াস্তু নিরয়ং যাস্তি মামেব নিগুণাঃ ॥ ৬৭ ॥

লোকপ্রসক্তের্মল্লোকমিতি বক্তব্যে তৎপ্রাপ্তির্নাম মৎ  
প্রাপ্তিরেবেতি স্বাভেদমভিপ্রেত্যাহ মামেবেতি ॥ ১১ ॥ ২৫ ॥  
শ্রীভগবান্ ॥ ৫২ ॥

সুতরাং নৈগুণ্যশ্রয়ত্বং ॥

বনস্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম রাজস উচ্যতে ।

তামসং দ্যুতসদনং মণিকেতস্তু নিগুণং ॥ ৬৮ ॥

তদাবেশেনৈবাহস্যাপি নিগুণত্বব্যপদেশ ইতি  
ভাবঃ ॥ ১১ ॥ ২৫ ॥ ১৩ ॥

করে, এবং তমোগুণে মূঢ় হইলে নরকগামী হয় কিন্তু  
নিগুণলোক জীবদ্দশাতেই আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৭ ॥

তাৎপর্য্য। লোকপ্রসক্তি হেতু আমার লোক ইহাই  
বলা উচিত ছিল, তাহা না বলিয়া, বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিই  
আমার প্রাপ্তি, এই স্থানে ভগবান্ বৈকুণ্ঠলোককে আপনার  
সহিত অভেদ করিয়া বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥

সুতরাং বৈকুণ্ঠলোক নিগুণত্বের আশ্রয়স্বরূপ ॥

১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ভগবানের বাক্য যথা,

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব ! বনে বাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামে  
বাস রাজসিক বাস, দ্যুতাদিগৃহে বাস তামসিক বাস এবং  
আমার নিকেতনে যে বাস তাহাকে নিগুণ বাস বলা যায় ॥ ৬৮ ॥

ভগবানের আবেশ হেতু বৈকুণ্ঠলোকেও নিগুণত্ব ব্যপ-

সএব প্রকৃতেঃ পরত্বং ॥

ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্বাস্বরং তমসঃ পরং ।

যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ম্যাসিনাং পরমা গতিঃ ।

শাস্ত্রানাং ন্যাস্তদগুণানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ ॥ ৬৯ ॥

অগমং জগাম শিব ইতি শেষঃ ॥ ১০ ॥ ৮৮ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৪ ॥

নিত্যত্বং ॥

দেশ অর্থাৎ নাম হইয়াছে ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥

ঐ বৈকুণ্ঠলোক প্রকৃতির পর ॥

১০ স্কন্ধের ৮৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

পরে মহাদেব প্রকৃতির পর তেজোময় বৈকুণ্ঠে ( স্বেত  
দ্বীপে ) গমন করিলেন । যে স্থানে হিংসাদি দোষরহিত শাস্ত্র  
সম্ম্যাসিদিগের পরম গতি নারায়ণ সর্বদা অধিষ্ঠিত আছেন,  
সেখানে গমন করিলে আর পুনরাবৃতি হয় না ॥ ৬৯ ॥

“অগমং” এই ক্রিয়াপদের অর্থ গমন করিলেন, এ স্থানে  
শিব এই শব্দ উহা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠধামের নিত্যত্ব ॥

২ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা নারদকে

কহিয়াছেন যথা ॥



গ্রীবায়াং জনলোকোহস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ ।

মূৰ্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্ত ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ॥ ৭০ ॥

টীকাচ । ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ ।

নতু স্বজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্তীত্যর্থইত্যেবা । ব্রহ্মভূতো লোকো

ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২ ॥ ৫ ॥

শ্রীব্রহ্মা নারদং ॥ ১৫ ॥

মোক্ষসুখতিরস্কারিভক্ত্যে কলভ্যত্বং ॥

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা

ব্রহ্মা কহিলেন ! ঐ পুরুষের গ্রীবাতে জনলোক, স্তনদ্বয় তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ নামে যে লোক তাহা সনাতন, ঐ লোক স্বজ্য প্রপঞ্চের অন্তর্গত নহে ॥ ৭০ ॥

উক্ত শ্লোকের টীকার্থ যথা ॥

বৈকুণ্ঠনামে যে ব্রহ্মলোক তাহা সনাতন অর্থাৎ নিত্য কিন্তু উহা প্রপঞ্চের অন্তর্বর্তী নহে ইতি । ব্রহ্মস্বরূপ হেতু ঐ লোকে ব্রহ্মলোক বলে ॥ ১৫ ॥

বৈকুণ্ঠলোকের মোক্ষসুখতিরস্কারিত্ব এবং কেবল ভক্তিদ্বারা লভ্যত্ব ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৩২৫ শ্লোকে ব্রহ্মা

দেবগণকে কহিয়াছেন যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে অমরসকল ! যে সকল মনুষ্য পাপ-

চ্ছৃণুস্তি যেহন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নাঃ ।

যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরানুসারা-

স্তাংস্তান্ ক্ৰিপান্ত্যশরণেষু তমঃস্ব হস্ত ।

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামুষভানুরত্যা

দূরে যমা হুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ ।

ভর্তু মিথঃ স্ন্যশসঃ কথনানুরাগ

বৈক্লব্যবাস্পকলয়া পুলকোকৃতান্নাঃ ॥ ৭১ ॥

নাশন ভগবানের স্মৃতিাদি লীলানুবাদ হইতে বিমুখ হইয়া অর্থ কামাদি বিষয়ের মতিভ্রংশিকা কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা কখন সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পায় না, তাহাদের দৌর্ভাগ্যের কথা কি কহিব, অন্যবিষয়ক কুকথা তাহাদের শ্রবণগোচর হইয়া তাহাদের পূর্বসঞ্চিত পুণ্যসকল হরণ করত তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে নিক্ষেপ করে ॥

হে দেবগণ ! যাঁহারা অহঙ্কার শূন্য এবং আমাদের অপেক্ষাও অধিক যোগী তাঁহারা এই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারেন । তাঁহারা ভগবান্ হরির নিরন্তর অনুরক্তি করাতে এরূপ প্রভাবশালী যে যমও তাঁহাদের নিকটে যাইতে সমর্থ হয়েন না, তাঁহাদের ভক্তির কথা কি বলিব, পরস্পর বসিয়া ভগবানের বশঃ কথনে এমত অনুরাগ প্রকাশ করেন যে, তজ্জন্য অবশতা ও বাস্পোদগম হওয়াতে শরীর লোমাঞ্চিত হয় এ নিমিত্তই তাঁহাদের কারুণ্যাদি স্বভাব সকলেরই

যবৈকুণ্ঠং যচ্চ নোহস্মাকমুপরি স্থিতং ব্রজস্তুি নঃ স্পৃহ-  
ণায়শীলা ইতি বা । দূরে যমো যেমাং তে । সিদ্ধত্বে দূরী-  
কৃতযমনিয়মাঃ সন্তো বা ব্রজস্তুীতি ! ভর্তৃমিথঃ স্ন্যশনঃ  
ইত্যিনেন তথা । বিধায়া ভক্তেমোক্ষস্থতিরস্কারিত্ব-  
প্রসিদ্ধিঃ সূচিতা নাত্যস্তিকং বিগণয়ন্ত্যপীত্যাদৌ

স্পৃহণীয় ॥ ৭১ ॥

তাৎপর্য্য । আমাদের উপরিস্থিত যে বৈকুণ্ঠ তাহাতে  
গমন করেন, অথবা যঁাহাদের স্বভাব আমাদের স্পৃহণীয় এবং  
যমও যঁাহাদের নিকট যাইতে অসমর্থ, কিম্বা সিদ্ধহুহেতু  
যঁাহারা যম নিয়মকে দূরীকৃত করিয়াছেন, তাঁহারা ই গমন  
করেন । ভর্তার অর্থাৎ স্বামির স্তন্দর যশোঃরাশিকে পরস্পর  
ইত্যাদি দ্বারা ঐ প্রকার ভক্তির মোক্ষস্থ তিরস্কারিত্ব  
প্রসিদ্ধি সূচিত হইল । ভাগবতে ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৪৮  
শ্লোকে সনকাদি কহিয়াছেন ।

“নাত্যস্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং

কিঞ্চান্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়েন্তে ।

যেহংস ত্রদজি শরণা ভবতঃ কথায়াঃ

কৌর্তন্যতীর্থযশনঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ।”

অর্থাৎ সনকাদি কহিলেন প্রভো ! তোমার যশঃ পরম  
রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র স্ততরাং কৌর্তনাই ও তীর্থস্বরূপ,

যেহং হৃদজ্জি শরণা ভবতঃ কথায়ঃ

কীর্তন্যতীর্থ যশসঃ কুশলা রসজ্ঞা

ইতি সনকাদ্ব্যক্তেঃ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥ শ্রীত্রক্ষা দেবান্ ॥ ১৬ ॥

সচ্চিদানন্দরূপত্বং ॥

এবমেতান্ মদাদিষ্ঠাদিষ্ঠাননুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ ।

ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্রূপা পরমং বিদুঃ ॥ ৭২ ॥

মে পথঃ জ্ঞানকর্মভক্তিলক্ষণান্ মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ান্ ।

যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথায় রসজ্ঞ তাহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদ রূপ যে মোক্ষপদ তাহাকে গণ্য করে না, অন্য ইন্দ্রাদিপদের কথা কি ? ফলতঃ ইন্দ্রাদিপদেও তোমার ক্রভঙ্গি মাত্রে ভয় নিহত হয়, তোমার কথা রসজ্ঞ ব্যক্তির সর্বদা নিরতিশয় স্মৃতি সন্তোষ করেন, ইহাতে ঐ পদে তাহাদের কেন প্রবৃ্ত্তি হইবে ? ॥ ১৬ ॥

বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দ রূপত্বং ॥

১১ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ভগবানের বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব ! এই রূপ আমা কর্তৃক আদিষ্ট আমার প্রাপ্তির উপায় মার্গসকল যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কাল মায়াদি রহিত আমার আবাসে গমন করেন এবং পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥ ৭২ ॥

তাৎপর্য্য । আমার পথ সকলকে অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিস্বরূপ আমার প্রাপ্তির উপায় সকলকে । যে হেতু

জ্ঞানকর্মাণোরপি ভক্তেষু ভক্তেঃ প্রথমতঃ কচিৎ কদাচিৎ  
কিঞ্চিৎ সাহায্যকারিত্বাৎ । ক্ষেমংমুক্তিমঙ্গলময়ং  
যংস্থানং পরমং ব্রহ্মেতি বিদুর্জানন্তি । ইথমেবোদাহরি-  
ষ্যতে ॥ ১৭ ॥

ইতি সক্ষিস্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ ।

দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্রাক্ষজ্যোতিঃ সনাতনং ।

যদ্বি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতা ইতি ।

উভয়ত্রাপি চকারাদধ্যাহারাদিনা ত্বর্থান্তরং কক্টং ভবতি ।

জ্ঞান ও কর্মের এবং ভক্তসকলে ভক্তির প্রথমে কোথাও  
কখন কিঞ্চিৎ সাহায্যকারিত্ব আছে । ক্ষেম শব্দের অর্থ  
আমার ভক্তিযুক্ত মঙ্গলময় যে স্থান তাহাকে পরম ব্রহ্ম  
বলিয়া জানেন । এই প্রকারই উদাহরণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

১০ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ১৪ । ১৫ । শ্লোকে ত্রীশুক বাক্যযথা ॥

হে রাজন্ ! মহাকারুণিক ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া  
গোপদিগকে প্রকৃতির পর যে ব্রহ্মস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠাখ্য  
ব্রহ্মলোক তাহা দর্শন করাইলেন ॥

দেহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের তদর্শন সুসাধ্য নয়, এ কারণ  
প্রথমে অজড়, অপরিচ্ছিন্ন, নিগুণ এবং সনাতন যে ব্রহ্ম,  
মুনিগণ গুণাপায়ে সমাহিত হইয়া যাহা দর্শন করেন তাহাই  
প্রদর্শন করিলেন ॥

তৈরেবচ তমসঃ প্রকৃতেঃ পরমিতি বৈকুণ্ঠস্যাপি বিশেষণ-  
 ত্বেন ব্যাখ্যাতমিতি ॥ ১১ ॥ ২০ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৮ ॥  
 তথৈবচ ॥

ন যত্র কালোহনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ  
 কুতো নু দেবা জগতাং ব ঈশিরে ।  
 ন যত্র সত্বং ন রজস্তমশ্চ

উভয় শ্লোকেই চকারাদির অধ্যাহার অর্থাৎ উছাদি দ্বারা  
 অর্থান্তর কষ্টকল্পনা হইতেছে । শ্রীধরস্বামীও “তমসঃ পরঃ”  
 প্রকৃতির পর, ইহা বৈকুণ্ঠেরও বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করিয়া-  
 ছেন ॥ ১৮ ॥

উক্ত প্রকারই ২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ১৭ । ১৮ শ্লোকে

শ্রীশুকদেবের বাক্যে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্ ! এই রূপে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত  
 হইলে দেবগণের পরম প্রভুকালও তাঁহার কিছু করিতে সমর্থ  
 হন না, দেবতারা কি রূপে সমর্থ হইতে পারিবেন ? অপর  
 দেবগণ জগতের ঈশ্বর তাঁহারা যদি কিছু করিতে না পারি-  
 লেন তবে তাঁহাদের অধীন প্রাণিদিগের ত কথাই নাই অর্থাৎ  
 তাহারাও কিছু করিতে পারে না । ফলতঃ আত্ম স্বরূপ প্রাপ্ত  
 হইলে আর অন্যের প্রভুত্ব সম্ভাবনা কি ? তদবস্থায় সত্ব রজঃ  
 অথবা তমঃ কিছুই থাকে না এবং অহঙ্কার তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব,  
 প্রকৃতি ইত্যাদি জগৎকারণ সকলও আর তাঁহার স্রষ্ট্যাদিতে

নৈষ বিকারো ন মহান্ প্রধানঃ ॥

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্-

যাম্নেতি নেতীত্যতদ্ব্যংস্যসিদ্ধবঃ ।

বিসৃজ্য দৌরাভ্যামনন্যসৌহৃদা

হৃদোপগুহ্যহঁপদং পদে পদে ॥ ৭৩ ॥

অতং চিদ্ব্যতিরিক্তং নেতি নেতীত্যেবম্ব্যংস্রষ্টুমিচ্ছবো

দৌরাভ্যং ভগবদাত্মানোরভেদদৃষ্টিং বিসৃজ্য অহঁস্য

শ্রীভগবতঃ পদং চরণারবিন্দং পদে পদে প্রতিক্ষণং হৃদা

প্রভু হয় না ॥

ঐ যোগী আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রকে “নেতি নেতি”

অর্থাৎ ইহা নহে ইহা নহে এই রূপ বিবেচনা পূর্বক পরি-

ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করাতে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহার-

পূর্বক ক্ষণে ক্ষণে শ্রীবিষ্ণুর পদকেই হৃদয় দ্বারা আলিঙ্গন

করেন, তাহাতে তৎকালে অন্য সৌহৃদ্য থাকে না অতএব

পণ্ডিতগণ সেই বিষ্ণুপদকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন,

ফলে সেই অবস্থায় কোন উপাধিসম্বন্ধ থাকে না ॥ ৭৩ ॥

তাৎপর্য্য । “অতং” অর্থাৎ চিদ্ব্যতিরিক্ত বস্তুকে “নেতি

নেতি” তাহা নয়, তাহা নয়, এই প্রকার পরিত্যাগ করিতে

যাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন সেই মহাত্মা সকল দৌরাভ্যাকে

অর্থাৎ ভগবান্ ও আত্মাতে অভেদদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া

পূজ্য শ্রীভগবানের পদ অর্থাৎ চরণারবিন্দকে পদে পদে প্রতি

উপগৃহ্য আল্লিষ্য নান্যস্মিন্ মোহদং যেষাং তথাভূতাঃ  
সন্তো যদামনস্তি তদ্বৈষ্ণবং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠমিতি ॥

ব্রহ্মস্বরূপমেব তদ্বিতি তাৎপর্য্যং । অনেন প্রেমলক্ষণ-  
সাধনলিঙ্গেন বিকাররূপমর্থাস্তরং নিরস্তং ॥ ১৯ ॥

অত্র নিরাকারপরায়ণস্যাপি মুক্তাফলটীকাকৃতো দৈবা-  
ভিব্যঞ্জিকা গীৰ্ঘথা । তৎ পরংপদং বৈষ্ণবমাগনস্তি ।  
অধিকৃতাধিষ্ঠিতরাজাধিষ্ঠিত্ববৎ । ব্রহ্মাদিপদানামপি বিষ্ণু-  
নাধিষ্ঠিতহাৎ পরমিত্যুক্তং বিষ্ণুনৈবাধিষ্ঠিতমিত্যর্থ ইতি ॥

ক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া অন্যত্র মোহাদ্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক  
যাঁহাকে জানেন তাহাই বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ । “তৎ”  
এই পদের ব্রহ্মরূপই তাৎপর্য্য । অপর এই প্রেম লক্ষণ  
সাধন চিহ্ন দ্বারা নিরাকার রূপ অর্থাস্তর নিরস্ত হইল ॥ ১৯ ॥

এ স্থলে নিরাকার পরায়ণ মুক্তাফল টীকাকারেরও দৈব-  
প্রকাশক ব্যাক্য যথা ॥

পণ্ডিতগণ সেই পরপদকে বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বলিয়া  
মান্য করেন, অধিকারি ব্যক্তির অধিষ্ঠিত স্থান অর্থাৎ যেমন  
রাজার অধিকার ভুক্ত তদ্রূপ, ব্রহ্মাদির স্থান সকলও বিষ্ণুর  
অধিকার ভুক্ত প্রযুক্ত “পরং” এই শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে  
অর্থাৎ বিষ্ণুরই সর্ব্বত্র অধিকার ॥

অতএব শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ।



অতএব শ্রুতাবপি তস্য স্বমহিমৈকপ্রতিষ্ঠিতত্বং স  
ভগবান্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নীতি । অত-  
এবোক্তং ক ইথা বেদ যত্র স ইতি ॥ ২ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ২০ ॥

ক ইথেত্যাदि শ্রুতেরর্থত্বেনাপি স্পষ্টমাহ ॥

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দনঃ ।

আত্মধুত্রিধিযো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ ॥ ৭৪ ॥

সকর্ম্মকং কর্ম্মমাত্রপ্রতিপাদকমাত্মস্তে জনার্দনস্য স্বং

সেই ভগবান্ কেবল স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ।

তাৎপর্য্য । সেই ভগবান্ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ? এই

প্রশ্নে কহিতেছেন, তিনি নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন ।

অতএব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে । কে ইহাঁকে জানে যাহাতে

ভগবান্ অস্থিত আছেন ॥ ২০ ॥

কইথ ইত্যাदि শ্রুতির অর্থ অবলম্বন করিয়া স্পষ্ট

কহিতেছেন ॥

৪ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হিকে

কহিয়াছেন যথা ॥

যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি মলিন, স্মৃতিরাত্বে বেদকে কর্ম্মপর

বলে, তাহারা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য জানে না, কারণ যে

খানে সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দন আছেন সেই স্বরূপ লোক যে

আত্মতত্ত্ব, তাহা তাহারা অবগত নহে ॥ ৭৪ ॥

সকর্ম্মক শব্দের কর্ম্মমাত্র প্রতিপাদক, এই যাঁহারা বলেন

স্বরূপং লোকং ন বিদুঃ । কিন্তু স্বর্গাদিকমেব বিদুঃ । যত্র  
লোকে ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥ শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষং ॥ ২১ ॥

এবঞ্চ । ওঁ নমস্তেহস্ত ভগবন্মিত্যাदि গদ্যে । পরমহংস  
পরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরি-  
স্কুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদয় টিততমঃকবাটদ্বারে অপারিত  
আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবোভবান্ ॥ ৭৫ ॥  
তমঃপ্রকৃতিরজ্ঞানং বা । আত্মলোকে স্বস্বরূপলোকে ॥

তঁাহারা জনার্দিনের স্বস্বরূপ লোককে জানেন না, কিন্তু  
স্বর্গাদি লোককেই জানেন । যত্র শব্দের অর্থ লোকে ॥ ২১ ॥

এই প্রকারই ৬ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে, ওঁ নমস্তেহস্ত ভগবন্-  
ইত্যাদি ৩০ গদ্যে দেবগণ ভগবান্‌কে স্তব করিয়াছেন যথা ॥

দেবগণ কহিলেন হে লক্ষ্মীনাথ ! পরমহংস পরিব্রাজ-  
কেরা অষ্টাঙ্গ সমন্বিত পরম আত্মযোগ দ্বারা যে সমাধি অর্পাৎ  
চিহ্নৈকাগ্র্য হয়, সেই সমাধির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যে পরিস্কুট  
পারমহংস্য ধর্ম্মের অনুশীলন করেন, তাহাতে যখন তঁাহাদের  
চিত্তের তমোরূপ কবাট উদঘাটিত এবং প্রত্যক্ স্বরূপ আত্ম-  
লোক প্রকাশমান হয়, সেই সময় যে নিজসুখ স্বয়ং অভিব্যক্ত  
হইয়া থাকে, তুমি তাহার অনুভব স্বরূপ, অতএব তোমাকে  
নমস্কার করি ॥ ৭৫ ॥

“তমঃ” এ স্থলে প্রকৃতি অথবা অজ্ঞান । আত্মলোকে

এষ আত্মালোক এষ ব্রহ্মলোক ইতি । দিব্যে ব্রহ্ম-  
পুরোহেষ পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি শ্রুতৌ ॥

যতং সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং

নিত্যং পদং বৈষ্ণবমামনস্তি ।

এতল্লোকা ন বিদুর্লোকসারং

বিন্দন্তি তৎ কবয়ো যোগনিষ্ঠাঃ ইতি

পিঙ্গলাদশাখায়াং পরেণ নাকং নিহিত গুহায়াং

বিভ্রাজতে যদ্যতনো বিশস্তীতি পরম্যাং । তদ্বা এতৎ

পরমং ধাম মন্তুরাজ্যাদ্যাপকম্য যত্র ন দুঃখাদি ন স্তর্যো

ভাতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি যত্র ন

অর্থাৎ স্বস্বরূপ লোকে ।

শ্রুতি বলিয়াছেন ইনি আত্মলোক, ইনি ব্রহ্মলোক এই  
পরমাত্মা অলৌকিক ব্রহ্মপুরে অবস্থিত অছেন । ইত্যাদি ॥

যে পরম সূক্ষ্ম জানিবার যোগ্য সেই নিত্য অর্থাৎ ক্ষয়ো  
দয় রহিত পদকে পণ্ডিতগণ বিষ্ণুপদ কহেন । এই লোকেরা

সার স্বরূপ পরমপদকে লোকসকল জানিতে পারে না, কিন্তু  
যাঁহারা যোগনিষ্ঠ সেই সকল পণ্ডিতগণই জানিতে পারেন ।

ইহা পিঙ্গলাদশাখায় বর্ণিত আছে । পরমেশ্বরকর্তৃকস্বর্গ  
গুহাতে স্থাপিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, যাহাতে সম্যাসী  
সকল প্রবেশ করিয়া থাকেন । এই পর শ্রুতিতে বর্ণিত আছে ।

মন্তুরাজ অধ্যাপকের ইহাই পরম ধাম, যে স্থানে দুঃখাদি

নক্ষত্রাণি ভাস্তি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দোষ-  
স্তদানন্দং শাস্ত্রতং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং ।

যত্র গতা ন নিবর্তন্তে যোগিনঃ ॥ ২২ ॥

তদেতদৃঢ়াত্ম্যং ॥

তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।

দিবীষ চক্ষুরাততং । তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাং-  
সঃ সমিক্ষতে বিক্ষোৰ্যং পরমং পদমিতি শ্রীনৃসিংহ-  
তাপন্যাং । নত্বিয়মপি ব্রহ্মপরত্বেনৈব ব্যাখ্যয়া বন্দিত-

নাই, যে স্থানে সূর্য্য প্রকাশ পান না, যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত  
হয়েন না, যে স্থানে চন্দ্র তাপ প্রদান করেন না, যে স্থানে  
নক্ষত্র সকল প্রকাশ পায় না, যে স্থানে মৃত্যু প্রবেশ করিতে  
পারে না, যে স্থানে কোন দোষ নাই, সেই আনন্দ স্বরূপ,  
নিত্য, শাস্ত্র, সর্বদা মঙ্গল স্বরূপ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের বন্দনীয়  
ও যোগিগণের ধ্যেয় । যে স্থানে গমন করিয়া যোগিগণ আর  
পুনরাবৃত্ত হয়েন না ॥ ২২ ॥

সেই এই পরমপদ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

জ্ঞানিসকল সেই বিষ্ণুর পরমপদকে আকাশে বিস্তৃত  
চক্ষুর ন্যায় সর্বদা দর্শন করেন ।

বিষ্ণুর যে পরমপদ তাহা সর্বব্যাপক, অবিনাশী, জাগ্রৎ  
এবং দীপ্তমান । এই নৃসিংহতাপনীতে বর্ণিত হইয়াছে ॥

এই শ্রুতির ব্রহ্মপরত্ব রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, যে হেতু

ত্বেন যত্র গত্বৈতানেন চ তদনঙ্গীকারাৎ ॥ ২৩ ॥

যতঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ॥ শ্রীবিষ্ণুলোকমুদ্দশ্য ঋগিষ-  
মনুস্মৃতা । যথা-

উর্দ্ধাক্তরমুষিতাস্তে ধ্রুবো যত্র বাসস্থিতঃ ।

এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং হৃতাঙ্গং সংযতাত্মনাং ।

নিধুঁতনোমপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাং ।

স্থানং তং পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিষ্কয়ে ।

অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশিষাপ্তিহেতবঃ ।

যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিক্ণোঃ পরমং পদং ॥

বন্দনীয়ত্বরূপে এবং যে স্থানে গমন করিলে, এতদ্বারা ঐ  
ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করেন নাই ॥ ২৩ ॥

যে হেতু শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও শ্রীবিষ্ণুলোক উদ্দেশ্য করিয়া  
পশ্চাৎ এই মন্ত্র স্মরণ করিয়াছেন যথা ॥

উত্তরাংশে ঋষি লোকের উপরি যে স্থানে ধ্রুব বাস করি-  
তেছেন, তাহাই অলৌকিক বিষ্ণুপদ, ঐ লোক আকাশে  
দেদীপ্যমান এবং উহা স্বর্গ ও মর্ত্য লোক হইতে পৃথক্ ।

হে বিপ্র । যাঁহারা দোষপঙ্ক রহিত, সংযতচিত্ত, সম্যাসী,  
তাঁহারা পাপ পুণ্য ক্ষয়ের পর সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হইবেন ॥

পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে অশেষ প্রাপ্তি হেতু কৰ্ম্ম ক্ষয়  
করত মহাত্মারা যে স্থানে গমন করিয়া আর শোক

ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ ।

তৎসাক্ষ্যেণৈবপন্নয়োগৈস্তদ্বিশেষাঃ পরমং পদং ।

যত্রৈতদোতং প্রোতং চ যদুতং সচরাচরং ।

ভাব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিশেষাঃ পরমং পদং ।

দিবীব চক্ষুরাততং বিততং তন্মহাত্মনাং ।

বিবেকজ্ঞানবুদ্ধকৃতদ্বিশেষাঃ পরমং পদমিতি ॥ ২৩ ॥

শ্রুতৌতু, বহু ন বায়ুর্বাতীত্যাদিকং প্রাকৃততত্ত্বমাত্র-  
নিষেধান্নকং । তত্রাপি তত্তচ্ছবণাৎ ॥ ২৫ ॥

করেন না তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥

যোগসাধন দ্বারা ভগবানের তুল্য ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত, লোক  
সকলের সাক্ষিস্বরূপ ধর্ম্ম ও ধ্রুবাদি যে স্থানে অবস্থিতি  
করিতেছেন তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥

হে মৈত্রেয় । চরাচরের সহিত ভূত ভবিষ্যৎ এই বিশ্ব  
বাহাতে ওত প্রোত হইয়া রহিয়াছে তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥

যিনি আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় বিস্তৃত এবং যিনি  
মহাত্মা দিগের বৈরাগ্য ও জ্ঞান বুদ্ধি করিতেছেন, তাহাই  
বিষ্ণুর পরম পদ ॥ ২৪ ॥

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত হয়েন  
না, ইত্যাদি স্থলে প্রাকৃত বায়ু প্রভৃতি গাত্রের নিষেধ করি-  
য়াছেন, যে হেতু ঐ স্থানে যখন বায়ু প্রভৃতির অবস্থান শ্রুত  
হইতেছে, তখন প্রাকৃত বায়াদির নিষেধ জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

যত্নু ।

মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্ধাণৈর্হৃদি বিক্লস্ত তান্ অরন্ ।

তথা ।

অহোবত মমানাস্ত্যাং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত ।

ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বা যাচে যদন্তবদিতি ।

শ্রীকৃবম্যাপূর্ণম্ন্যাতা শ্রয়তে । তদুচ্চপদকামন্যৈব তৎ  
প্রার্থিতবতা তেন লব্ধমনোরথাতীতচরণেনাপি সঙ্কল্পমেব  
তিরস্কর্তু মুক্তামিতি ঘটতে ॥ ২৬ ॥

অপর ৪ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে তথা ৩০ শ্লোকে ॥

মৈত্রেয় কহিলেন বিদূর ! বিমাতার বাক্যরূপ বাণ ক্রবের  
হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল, তাহা স্মরণ হওয়াতে তিনি  
মুক্তিপ্রদ ভগবানের সম্মিথানে মুক্তি ইচ্ছা করেন নাই,  
সুতরাং তৎপশ্চাৎ তাহার মনস্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল ॥

ক্রব কহিলেন অহো ! আমি কি মন্দভাগ্য ! আমার  
অজ্ঞত্ব দেখ, আমি ভবনাশন ভগবানের পাদমূলে গমন করিয়া  
নশ্বর বস্তু যাত্রা করিয়াছি ॥

এতদ্বারা শ্রীকৃবের যে অপূর্বমননত্ব শ্রুত হইতেছে  
তাহা উচ্চ পদ কামনা দ্বারাই উচ্চ পদ প্রার্থি ক্রব কর্তৃক  
মনোরথাতীত লব্ধচরণ দ্বারাও আপনার সঙ্কল্পকেই তিরস্কার

তত্র হেবোক্তং শ্রীবিদুরেণ । সুদুল্লভং যং পরমং পদং  
হরেরিতি ।

স্বয়ং শ্রীপৃথ্বীগর্ত্তেণ ॥

ততো গন্তাসি মৎস্থানং সৰ্বলোকনমস্কৃতং ।

উপরিষ্ঠাদৃষিভাস্থং যতো নাবর্ততে যতিরিতি ॥

করিবার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে ইহাই ঘটনা হইতেছে ॥ ২৬ ॥

ঐ ৪ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে বিদুরও মৈত্রেয়কে  
জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্ ! ভগবান্ হরির পরম পদ সকাম  
পুরুষের অত্যন্ত দুর্লভ, তদীয় চরণ দ্বারাই তাহা উপার্জিত  
হইতে পারে, ধ্রুব সামান্য ব্যক্তি নহেন, তিনি পুরুষার্থবেত্তা  
ভগবানের সেই পরমপদ এক জন্মে লাভ করিয়াও আপনাকে  
কেন অপ্রাপ্ত মনোঃপের নায জ্ঞান করিয়াছিলেন, ? তিনি  
যখন অনতিপ্রীত হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন  
বোধ হয় মনোরথ পূর্ণ হইল এমনত বিবেচনা করেন নাই ॥

৪ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে স্বয়ং শ্রীপৃথ্বীগর্ত্ত

ধ্রুবকে কহিলেন ॥

ঐ স্থান হইতে আমার স্থানে গমন করিতে পারিবে ।  
বৎস ! আমার স্থান সৰ্বলোকের নমস্কৃত এবং ঋষিদের  
স্থানের উপরি বর্ত্তমান, যতির। সেই স্থানে গমন করিয়া  
থাকেন, তথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না ॥



শ্রীপার্বদাত্ম্যমপি ॥

আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিনোঃ পরমং পদমিতি ।

শ্রীসূতেনচ ॥

ঋবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণমিতি ॥ ২৭ ॥

পঞ্চমে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনেচ ॥

বিষ্ণোর্যং পরমং পদং প্রদক্ষিণং প্রক্রাসন্তীতি ।

৪ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে শ্রীভগবৎপার্বদদ্বয়ের  
বাক্য যথা ॥

হে অঙ্গ ! তোমার পিতৃগণ অথবা অন্য কোন লোক  
এ পর্য্যন্ত কখন ঐ স্থানে অবস্থান করিবে সমর্থ হই নাই, উহা  
ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ, অতএব অগতের পরম বন্দনীয়,  
যাহা হউক, তুমি যাহা জয় করিয়াছ তাহাতে অধিষ্ঠান কর ॥

৪ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে সূত কহিয়াছেন ॥

মুনিবর মৈত্রেয় পরম ভাগবত ঋবের বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণ  
বিষয় যাহা বর্ণন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ অধো-  
ক্ষজেয় প্রতি বিদুরের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল, অতএব পুনর্বার  
মৈত্রেয়কে সম্বোধন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করি  
লেন ॥ ২৭ ॥

৫ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে তথা ২৩ অধ্যায়ে

১ শ্লোকে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে যথা ॥

শনৈশ্চরের উত্তরদিকে একাদশ লক্ষ যোজন ব্যবধান  
ঋষিগণ দৃশ্য হইলেন, তাঁহারা লোকসকলের শাস্তিবিধান

যদ্রিমোঃ পরমং পদমভিধনন্তিচ । প্রাপক্যন্তর্গত্বেহপি  
তদ্ব্যর্থমুক্তত্বং । বিকারাবর্তি তথাহি স্থিতিমাহেতি  
ন্যায়েন ॥

অতঃস্থিতিলোকে প্রাপকিকস্য বহিরংশস্যৈব প্রলয়ো  
জ্ঞেয়ঃ । তস্য তু তদানীমন্তর্কানমেব ॥ ২৮ ॥

এতদালম্যৈব হিরণ্যকশিপুনোক্তং ।

কিমনোঃ কালনির্জুতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাভিরিতি ॥

করত ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ ধ্রুবলোকে বেষ্ঠন  
করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! ঋষিদিগের স্থান বর্ণন  
করিয়াছি, তাহা হইতে ত্রয়োদশ যোজন অন্তরে বিষ্ণু সেই  
প্রসিদ্ধ পরম স্থান, পণ্ডিতগণ এ রূপ কহিয়া থাকেন ॥

প্রপঞ্চের অন্তর্গত হইয়াও প্রপঞ্চ হইতে বিরহিত, ব্রহ্ম-  
নূতের ৪ অধ্যায়ের ৪ পাদের । ২১ নূত্রে বিকারাবর্তি  
অর্থাৎ মুক্ত সকলের ব্যাপারহিত স্থিতি কহিতেছেন এই  
ন্যায় দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন । অতএব ইহলোকে জগতের  
বহিরংশেই প্রলয় হয়, ইহা জানিতে হইবে । পরন্তু প্রলয়-  
কালীন ভগবদ্ভাসের অন্তর্কান হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

এই বিষয় অবলম্বন করিয়া ৭ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে

৯ শ্লোকে হিরণ্যকশিপুর বাক্য যথা ॥

হিরণ্য কশিপু বলে, ধ্রুবাভিপদও কাল বশতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত

অতোহদ্যাপি যে তথা বিদন্তি তেহপি তন্তুল্যা ইতি  
ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

অথ শ্রীমহাবৈকুণ্ঠস্য তাদৃশব্রহ্ম স্তরামেব । তথা নানা  
শ্রুতিপদোৎথাপনেন পাদ্মোত্তরখণ্ডেহপি প্রকৃত্যন্তর্গত-  
বিভূতিবর্ণনান্তরং তাদৃশব্রহ্মভিব্যঞ্জিতং শ্রীশিবেন ।

এবং প্রকৃতরূপায়া বিভূতেরূপমুত্তমং ।

ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্ত শৃণু ভূধরনন্दिनि ।

প্রধানপরমব্যোম্মোরন্তরে বিরজানদী ।

হয়, সে সকল আমার প্রয়োজন নাই আমি সত্য লোকই  
সাধন করিব ॥

অতএব অদ্যাবধি যাহার! ঐ রূপ বলে তাহারাও হিরণ্য  
কশিপুর তুল্য ॥ ২৯ ॥

অথ নানা শ্রুতি পদের উৎথাপনহেতু শ্রীমহাবৈকুণ্ঠেরও  
ঐ প্রকার হইল ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও প্রকৃতির অন্তর্গত বিভূতি  
বর্ণনের পর শ্রীশিব ঐ মহাবৈকুণ্ঠের তাদৃশব্রহ্ম প্রকাশ করিয়া-  
ছেন যথা ॥

হে পরমতনন্दिनि ! এই প্রকার প্রাকৃত রূপ বিভূতি  
হইতে উত্তম রূপ যে ত্রিপাদ্ বিভূতি রূপ তাহা শ্রবণ কর ।  
প্রকৃতি ও মহাবৈকুণ্ঠ এই দুইয়ের মধ্যে পবিত্র বিরজা নদী

বেদাঙ্গশ্বেদজনিততৌয়ৈঃ প্রত্নাবিতা শুভা ।

তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদু তং সনাতনং

অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ।

শুদ্ধসহময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদং ।

অনেককোটীসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চসমব্যয়ং ।

সর্ববেদবয়ং শুভ্রং সর্বপ্রলয়বর্জিতং ।

অসজ্জমেজরং নিত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জিতং ।

হিরণ্যং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দস্থখাবহং ।

সমানাধিক্যরহিতং আদ্যন্তরহিতং শুভং ।

অবস্থিত আছে, তাহা বেদাঙ্গরূপ [ঈশ্বর]বাহিত্বারা প্রবাহিত হইতেছে ॥

ঐ বিরজার পারে ত্রিপাদবিভূতিশালী সনাতন, অমৃত শাশ্বত, নিত্য ও অনন্ত অর্থাৎ পরিমাণরহিত পরব্যোম অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠনাগে স্থান আছে ॥

যাহা শুদ্ধ সহময়, ঈশ্বর্য ও অবিনাশি এবং ব্রহ্মের আশ্রয় । অপর যে ধাম অনেক :কোটি সূর্য ও অগ্নির তুল্য তেজোময়, তথা সর্ববেদ স্বরূপ, শুভ্রবর্ণ ও সর্ব প্রকার প্রলয়বর্জিত, সংখ্যা শূন্য, অজর অর্থাৎ জীর্ণভাবরহিত, সত্য, জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থাত্রয় বর্জিত, স্বর্ণময়, মোক্ষ পদ, ব্রহ্মানন্দ স্থখ স্বরূপ এবং যাহার সমান বা অধিক নাই, যাহা আদ্যন্তশূন্য, মঙ্গলস্বরূপ, তেজোদ্বারা অতিশয় অন্তত,

তেজসা অদ্ভুতং রম্যং নিত্যমানন্দমাগরং ।

এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিশেষাঃ পরমং পদং ।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।

যদগাহ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং পদং ।

তদ্বিশেষাঃ পরমং ধাম শাস্বতং নিত্যমচ্যুতং ।

নহি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৩০ ॥

হরেঃ পদং বর্ণয়িতুং ন শক্যং

ময়া চ ধাত্বা চ মুনীন্দ্রবর্যৈঃ ।

যস্মিন্ পদে অচ্যুত ঈশ্বরোহজঃ

রমণীয় ও নিত্য আনন্দ সমুদ্র ইত্যাদি গুণযুক্ত, তাহাই বিষ্ণুর  
পরম পদ ॥

অপর সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ইহারা যেলোক প্রকাশ করিতে  
পারেন না এবং যে স্থানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না  
তাহাই হরির পরম ধাম ॥

পরন্তু ঐ পরব্যোম শাস্বত, নিত্য ও অবিনাশী তাহা  
শতকোটি কল্পেও বর্ণন করিবার শক্তি নাই ॥ ৩০ ॥

হে পার্শ্বতি ! যে স্থানে হরি অবস্থিত আছেন, তাহা  
বর্ণন করিতে মুনীন্দ্রশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা ও আগ্নি সমর্থ নহি, এবং  
সেই হরিও জানেন কি না তাহা জানি না ॥

যে ধামের বিনাশ নাই, যাহা বেদে গোপনীয় এবং  
যাহাতে বিশ্বের অধিকারী দেবগণ অবাস্থত, বিষ্ণুও তাহাকে

সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥

যদক্ষরং বেদগুহ্যং যস্মিন্ দেবা অধিবিষ্টে নিষেদুঃ ।

যন্তং ন বেদ কিম্ভূতা করিষ্যতি । য উ তদ্বিত্ত্ব ইমে  
সমাসতে, তদ্বিমোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ ।

অক্ষরং শাস্ত্রতং নিত্যং দিবী চক্ষুরাততং ।

আ প্রবেষ্টুমশক্যং তদ্ব্রহ্মরূপাদিদৈবতৈঃ ।

জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেণ বীক্ষ্যতে যোগিপুঙ্গবৈঃ ।

সর্বোপনিষদামর্থং দৃষ্ট্বা বক্ষ্যামি সূত্রেতে ।

বিমোঃ পদে পরমে তু মধ্ব উৎসং শুভাহ্বয়ঃ ।

জ্ঞানেন না, বেদ কি করিবে ॥

যাঁহারা তাহা জ্ঞানেন তাঁহারা সেই স্থানে বাস করিতে-  
ছেন, সেই বিষ্ণুর পরম পদকে জ্ঞানিগণ সর্বদা দেখিতে-  
ছেন । তাহা অবিনাশী, শাস্ত্রত, নিত্য আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর  
ন্যায় ॥

ব্রহ্ম রূপাদি দেববৃন্দ বাহাতে সম্যক্ প্রবেশ করিতে শক্তি  
হয়েন না, প্রধান প্রধান যোগিগণ শাস্ত্রমার্গ জ্ঞানদ্বারা  
তাহাকে দেখিতেছেন ॥

ব্রহ্মা, দেবগণ মহর্ষিসকল ও আমি (শিব) তাহাকে  
জানি না, হে সূত্রেতে । সমস্ত উপনিষদের অর্থ দৃষ্টি করিয়া  
আমি বলিতেছি ॥

বিষ্ণুর সেই মধুর পরম পদে মঙ্গলনামক আনন্দ বিরাজ

যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা আসতে স্বস্থখং প্রজাঃ ।  
 অত্রাহ তৎ পরং ধাম গীয়মানস্য শাস্ত্রিণঃ ।  
 তদ্ভ্রাতি পরমং ধাম গোভির্গে যৈঃ শুভাহ্বয়ৈঃ ॥ ৩১ ॥  
 আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ জ্যোতিরুত্তমং ।  
 অথাতো ব্রহ্মণো লোকঃ শুদ্ধঃ স হ সনাতনঃ ।  
 সামান্যাবিযুতো দূরে অস্তেহস্মিন্ শাস্ত্রতে পদে ।  
 তস্বতু জাগরুকেহস্মিন্ যুবানৌ ত্রীসনাতনৌ ।  
 বতঃ স্বসারৌ যুবতী ভূ-লীলে বিষ্ণুবল্লভে ।  
 অত্র পূর্বে যেচ সাধ্যা বিশ্বে, দেবাঃ সনাতনাঃ ।  
 তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তুঃ শুভদর্শনাঃ ।

মান, যে স্থানে স্বীয় সুখপ্রজাবিশিষ্ট বহুল শৃঙ্গধারি গো  
 সকল অবস্থিত আছে । গীয়মান শাস্ত্রি ভগবানের সেই ধাম  
 এ স্থলে কহিতেছেন, সুখনামক গানের বিষয়ীভূত গো  
 সকল দ্বারা সেই পরম ধাম দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥

সেই ধাম সূর্য্যবর্ণ, প্রকৃতির পর, জ্যোতিঃস্বরূপ এবং  
 অবিনাশী । অতএব এই ব্রহ্মলোক শুদ্ধ ও ভগবানের সহিত  
 বর্তমান । ইহা অসামান্য, সর্বাতিরিক্ত, কল্পাস্তেও নিত্য  
 বর্তমান এবং জাগ্রৎ স্বরূপ, ইহাতে সেই সনাতন ত্রীভগবান্  
 শক্তির সহিত অবস্থিত আছেন, উভয়েই যৌবনবিশিষ্ট ॥

যে হেতু বিষ্ণুপ্রিয়া যুবতি ভূ ও লীলাশক্তি দুইটী ভগিনী ।  
 এ স্থলে পূর্বে যে সনাতন সাধ্য ও বিশ্বদেব সকল বাস

তৎপদং জ্ঞানিনো বিপ্রা জাগৃবাংসঃ সমিদ্ধতে ॥ ৩২ ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে ।

তস্মিন্ বক্ষ্যমনিমুক্তাঃ প্রাপ্যন্তে স্বস্থং পদং ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তস্মান্মোক্ষ উদাহৃতঃ ॥

মোক্ষঃ পরং পদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরং ।

অক্ষয়ং পরমং ধাম বৈকুণ্ঠং শাস্বতং পরং ।

নিত্যং পরমব্যোম সর্কোংকুটং সনাতনং ।

পর্যায়বাচকান্যস্য পরং ধাম্মোহচ্যুতস্য হি ।

তস্য ত্রিপাদ্বিভূতেস্তু রূপং বক্ষ্যামি বিস্তরাদিত্যাदि ।

এতদ্রীতিকশ্রুতয়ো বৈদিকেষু প্রায়ঃ প্রসিদ্ধা ইতি

করিতেছেন, তাঁহারা মহিমাযুক্ত, প্রদীপ্ত, শুভদর্শন, জাগ্রৎ, জ্ঞানী এবং বিপ্র অতএব সেই স্বর্গ পদকে সম্যকরূপে প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণুর সেই পরম ধাম মোক্ষধাম বলিয়া অভিহিত হয় । যাঁহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই নিঃস্বখময় স্থানকে প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, এই কারণে তাহা মোক্ষ বলিয়া অভিহিত ॥

মোক্ষ, পরং পদ, লিঙ্গ, অমৃত, বিষ্ণুমন্দির, অক্ষয়, পরম ধাম, বৈকুণ্ঠ, শাস্বত, পর, নিত্য, পরমব্যোম, সর্কোংকুট, এবং সনাতন । এই সকল শব্দ অচ্যুত ভগবানের পরমধামের পর্যায়বাচক, পরন্তু সেই ত্রিপাদ্বিভূতির রূপ বিস্তার করিয়া কহিব । এই রূপ শ্রুতি সকল বৈদিক (পুরাণ)



নোদাহিয়ন্তে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে জিতন্তে স্তোত্রে ॥

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্‌গুণসংযুতং ।

অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতং ॥

নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ ।

মভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভং ।

বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষট্‌গুঃ সুষমাগুতং ।

অপ্রাকৃতং স্বরৈর্বন্দ্যমযুতাক্ষমমপ্রভমিতি ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

সকলে প্রসিদ্ধ আছে, এই হেতু উদাহরণ দেওয়া হইল  
না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ও শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে

জিতন্তে স্তোত্রে ॥

বৈকুণ্ঠনামক লোক অলৌকিক ষড়্‌গুণ সংযুক্ত, অকৈ-  
তব সকলের অপ্রাপ্য, সহ রজঃ তম এই গুণত্রয় বর্জিত, তৎ-  
স্বরূপ পাঞ্চকালিক নিত্যসিদ্ধ সকলে পরিব্যাপ্ত, মভা ও  
অট্টালিকা সংযুক্ত বন ও উপবন দ্বারা শোভিত, বাপী, কূপ,  
তড়াগ ও বৃক্ষষট্‌গুে সুশোভিত, অপ্রাকৃত, ঐদেববন্দ্য ও অযুত  
সূর্য্যভুল্য প্রভাসম্পন্ন ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

তমনন্তগুণাবাসং মহত্তেজো দুরাসদং ।

অপ্রত্যক্ষং নিরূপমং পরানন্দমতীন্দ্রিয়মিতি ॥

ইতিহাসসমুচ্ছয়ে মূললোপাখ্যানে ॥

ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্কং তদ্বিশোঃ পরমং পদং ।

শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিছুঃ ॥

নির্ময়মা নিরহঙ্কারা নিব্বন্দ্বা যে জিতেন্দ্রিয়াঃ ।

ধ্যানযোগপর্যায়ৈশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ ॥

যেহর্করশ্মি হরিং বিষ্ণুং কৃষ্ণং জিষ্ণুং সনাতনং ।

নারায়ণমজং দেবং বিশ্বক্সেনং চতুর্ভুজং ।

সেই বৈকুণ্ঠলোক অনন্ত গুণের আবাসস্থল, সুমহৎ তেজঃশালী, দুস্ত্রাপ্য, অপ্রত্যক্ষ, নিরূপম, পরমানন্দরূপ ও অতীন্দ্রিয় ॥

ইতিহাসসমুচ্ছয়ে মূললোপাখ্যানে যথা ॥

ব্রহ্মলোকের উর্দ্ধে সেই বিষ্ণুর পরম পদ অবস্থিত । পণ্ডিতেরা যাহাকে শুদ্ধ, সনাতন, জ্যোতির্ময় ও পরম ব্রহ্ম বলিয়া জানেন ।

যাঁহার মমতা শূন্য, অহঙ্কার রহিত, সুখ দুঃখ বঞ্চিত, জিতেন্দ্রিয় এবং ধ্যানযোগপরায়ণ, সেই সকল সাধু ঐ স্থানে গমন করেন ॥

যাঁহার হরি, জিষ্ণু, সনাতন, নারায়ণ, অজ, দেব, বিশ্বক্সেন, চতুর্ভুজ, দিব্য পুরুষ অচ্যুত ভগবান্কে অর্চন, স্মরণ

ধ্যায়ান্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতং চ স্মরন্তি যে ।

লভন্তে তেহচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা সনাতনীতি ॥

স্কান্দে শ্রীসনৎকুমারমার্কণ্ডেয়সম্বাদে ॥

যো বিষ্ণুভক্তো বিপ্রেন্দ্র শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতঃ ।

স যাতি বিষ্ণুলোকং বৈ দাহপ্রলয়বর্জিতমিতি ॥ ৩৪ ॥

অত্র পদধামাদিশব্দেন স্থানবাচকেন স্বরূপে ত্বরূঢ়েন  
যদি কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ স্বরূপমেব বাচয়তি তদ্ব্যন্যত্র তৎ-  
প্রসঙ্গে, তেহতিগচ্ছন্তি মৎস্থানং যদ্বন্ধ পরমং বিদুরি-  
ত্যান্যৌ সাক্ষাদেব স্থানবাচকেন শব্দনিগদেন তস্মি-  
রসনীয়ং ॥

ও ধ্যান করেন তাঁহারা অচ্যুত স্থান বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবেন,  
এই সনাতনী শ্রুতি রহিয়াছে ॥

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার ও মার্কণ্ডেয় সম্বাদে ॥

হে বিপ্রেন্দ্র ! যে বিষ্ণুভক্ত শঙ্খ, চক্র বিভূষিত তিনি

দাহপ্রলয়বর্জিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩৪ ॥

এ স্থলে স্বীয় রূপে আকৃষ্ট স্থানবাচক পদ ও ধামাদি শব্দ  
দ্বারা যদি কেহ কখন স্বরূপত্রক্ষে বলায় তাহা অন্য স্থানে  
জানিতে হইবে, কেন না ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তাঁহারা  
আমার স্থানে গমন করেন, পণ্ডিতগণ যাঁহাকে পরমত্রক্ষ  
বলিয়া জানেন । ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ স্থানবাচক শব্দ  
কখন দ্বারা পূর্বকথিত স্বরূপকে নিরাশ করিতে হইবে ॥

যদি তত্রাপি চকারাদধ্যাহারাদিদৈন্যেন পূর্বদর্শিত-  
 ইতিহাসসমুচ্চয়স্য পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিছুরিতি বিশেষণ-  
 বিরুদ্ধং বাক্যভেদমেবাদীকরোতি তর্হি স্বমতে তত্র  
 তত্রোক্তলোকশব্দঃ সহায়ীকর্তব্যঃ । ততশ্চ পদধাম-  
 স্থানলোকরূপাণাং তেষাং শব্দানাং এক এব বস্তুনি  
 প্রয়োগাৎ পরস্পরমন্যার্থং দূরীকূর্ব্বন্তস্তে কং বা ন  
 বোধয়ন্তি স্বমর্থং । যথা ভগবান্ হরিবিষ্ণুরয়মিতি ॥ ৩৫ ॥  
 অথ হস্ত তত্রাপি চেৎ স্বরূপমাত্রবাচকতাং ভিক্ষতে  
 তর্হি স্ফুটমেব বৈষ্ণবপাদ্যাদিবচনৈর্বিপক্ষো হ্রেপ-

যদিচ সে স্থানেও চকারদির অধ্যাহার না থাকায় পূর্ব  
 দর্শিত ইতিহাস সমুচ্চয়ের “পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিছুঃ” এই বিশে  
 ষণ বিরুদ্ধ বাক্যভেদই অঙ্গীকার করেন । তাহা হইলে স্বীয়  
 মতে সেই সেই স্থানে কথিত লোকশব্দকে সহায় করা  
 কর্তব্য, যে হেতু পদ, ধাম, স্থান, ও লোক রূপ সেই শব্দ  
 সকলের একমাত্র বস্তুতে প্রয়োগাধীন তাহারা অন্যার্থকে  
 দূরীভূত করিয়া স্বীয় অর্থ কোন লোককে না বোধ করাইতে-  
 ছেন, । যথা ভগবান্ হরি ইনিই বিষ্ণু ॥ ৩৫ ॥

ইহার পর হায় ! তাহাতেও যদি বিপক্ষ স্বরূপমাত্রের  
 বাচকতাকে ভিক্ষা করে, তাহা হইলে, স্পষ্টই বিষ্ণুপুরাণ  
 ও পদ্মপুরাণাদির বচনসমূহ দ্বারা বিপক্ষ লজ্জিত হইবে ।

ণীয়ঃ । কৰ্ম্মাদ্যপ্রাপ্যত্বাদিপ্রতিপাদকব্যাক্যানি তু  
বিশেষকো বেত্রপাণিরূপাণি সন্ত্যাবেতি বক্তব্যং ।

তস্মাৎ । ওঁ নমস্তেহস্ত । ইত্যাদি গদ্যমপি সাধেব  
বাখ্যাতং ॥ ৬ ॥ ৯ ॥ দেবাঃ শ্রীহরিং ॥ ৩৬ ॥

তদেতচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপং নিরূপিতং । তচ্চ যথা শ্রীভ-  
বানেন কচিৎ পূর্ণত্বেন কচিদংশত্বেন চ বর্ততে তথৈবেতি  
বহবস্তস্যাপি ভেদাঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ দ্রষ্টব্যঃ । যেষু  
শ্রীমৎস্যদেবাদীনামপি পদানি বক্ষ্যন্তে । তদেব সূচয়তি ॥

পরন্তু কৰ্ম্মাদিহারা অপ্রাপ্যত্ব প্রতিপাদক ব্যাক্যসকল বেত্র-  
হস্ত রহিয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে । অতএব ৬ স্কন্ধের ৯  
অধ্যায়ের “নমস্তেহস্ত” এই ৩০ সঙ্খ্যক গদ্য স্মরণরূপে  
বাখ্যা করা হইল ॥ ৩৬ ॥

এই যে শ্রীবৈকুণ্ঠের স্বরূপ নিরূপণ করা গেল, যেমন  
ভগবান্ কোন স্থানে পূর্ণত্বরূপে এবং কোন স্থানে অংশত্ব  
রূপে অবস্থিত আছেন, তদ্রূপ ঐ বৈকুণ্ঠেরও বহু প্রকার  
ভেদ হইয়া থাকে, এই বিষয়ের বচনসকল পদ্মপুরাণের  
উত্তরখণ্ডাদিতে দর্শন করা কর্তব্য ।

যে সকল স্থানে মৎস্যদেব প্রভৃতির ধাম সকল বলা-  
যাইবে, তাহারই সূচনা করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে যথা ॥

এবং হিরণ্যাক্ষমসহবিক্রমং

স সাদয়িত্বা হরিরাদিশুকরঃ ।

জগাম লোকং স্বমখণ্ডিতোৎসবং

সমীড়িতঃ পুঙ্করবিষ্ণুর্দাদিভিঃ ॥ ৭৬ ॥

সাদয়িত্বা হত্বা । পবিত্রারোপপ্রসঙ্গে চৈবমাহ বোধায়নঃ ।

এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ ।

স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো নৃকেশরীতি ॥

বায়ুপুরাণেতু শিবপুরমপি তদ্বচ্ছৃণতে যথা ।

মুনিবর মৈত্রেয় এতাবদ্ভূক্তান্তু বর্ণন করিয়া বিদুরকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন এই প্রকারে অসহ বিক্রম হিরণ্যাক্ষ দানবের নিপাত হইলে পর ব্রহ্মাদিকর্তৃক সংস্কৃত হইয়া ভগবান্ আদিশুকর নিত্য সুখধাম স্বীয় নিশ্চল ধামে গমন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

“সাদয়িত্বা” অর্থাৎ বধ করিয়া । পবিত্রারোপপ্রসঙ্গেও এই প্রকার বোধায়ন বলিয়াছেন ॥

যে বিদ্বান্ পুরুষ বর্ষে বর্ষে এই প্রকার পবিত্রারোপন করেন, তিনি যে স্থানে নৃসিংহদেব বাস করেন সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে সংশয় নাই ॥

বায়ুপুরাণে শিবপুরও ঐ প্রকার শুনিতে

পাওয়া যায় যথা ॥

অণ্ডোঘস্য সমস্তান্তু সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ ।  
 সমস্তাদ্বনতোয়েন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি ।  
 বাহ্যতো ঘনতোয়স্য তির্য্যগৃদ্ধিক মণ্ডলং ।  
 ধার্য্যমাণঃ সমস্তান্তু তিষ্ঠতে ঘনতেজসা ।  
 অয়োণ্ডনিষ্ঠো বহ্নিঃ সমস্তান্মণ্ডলাকৃতিঃ ।  
 সমস্তাদ্বনবাতেন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি ।  
 ঘনবাতস্তথাকাশং ভূতাদিশ্চ তথা মহান্ ।  
 মহান্ ব্যাপ্তো হনন্তেন অব্যক্তেনতু ধার্য্যতে ।  
 অনন্তমপরিব্যক্তমনাদিনিধনঞ্চ তৎ ।  
 তম্ এব নিরালোকমমর্য্যাদমদেশিকং ।

ঘন ( নিবিড় ) সমুদ্র অর্থাৎ কারণার্ণব ব্রহ্মাণ্ড সমূহের  
 চতুর্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়া নিবিড় জলদ্বারা সর্ব্বতোভাবে  
 ধৃত আছে । অনন্তর নিবিড় জলের বহির্ভাগে বক্র উর্দ্ধমণ্ডল  
 চতুষ্পার্শ্বে নিবিড় তেজোদ্বারা ধৃত রহিয়াছে, তাহার পর  
 লোহপিণ্ডের তুল্য চতুষ্পাদে মণ্ডলাকার অগ্নি নিবিড় বায়ু  
 দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ধার্য্যমাণ হইয়া অবস্থিত আছে । তদনন্তর  
 আকাশ নিবিড় বায়ুকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছে, তথা  
 আকাশকে আদি ভূত অর্থাৎ অহঙ্কার এবং অহঙ্কারকে মহ-  
 ভূত ও মহভূত অনন্ত দ্বারা ব্যাপক হইয়াছে এবং অব্যক্ত  
 তমঃ কর্তৃক ধৃত হইয়া রহিয়াছে ॥

যাহা অনন্ত তাহা অপরিব্যক্ত অর্থাৎ তাহাকে প্রকাশ  
 করা যায় না এবং অনাদি নিধন অর্থাৎ তাহার আদি অন্ত

তমসোহন্তেচ বিখ্যাতমাকাশান্তে চ ভাস্বরং ।

মর্যাদায়ামতন্তস্য শিবস্যায়তনং মহৎ ।

ত্রিদশানামগম্যাস্তু স্থানং দিব্যমিতি শ্রুতিরিত্যাदि ॥

৩ ॥ ১৯ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

এবঞ্চ যথা শ্রীভগবদ্বপুরাবির্ভবতি লোকে তথৈব কচিৎ  
কস্যচিৎপদস্যাবির্ভাবঃ শ্রুয়তে ॥

পত্নী বিকূঠা শুভ্রস্য বৈকূঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ ।

তয়োঃ স্বকলয়া জঙ্জে বৈকূঠৌ ভগবান্ স্বয়ং ।

বৈকূঠঃ কল্লিতে। যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ ।

নাই । আর তমঃ শব্দের অর্থ আলোক শূন্য, অমর্যাদা শব্দের  
অর্থ অদেশিক অর্থাৎ পথিকশূন্য । তমের অন্তে ও আকা-  
শের অন্তে সীমার মধ্যে বিখ্যাত তেজোময় সেই শিবের  
সুগহৎ আয়তন আছে, উহা দেবতাসকলের অগম্য এবং  
অলৌকিক স্থান, ইত্যাদি শ্রুতি আছে ॥ ৩৮ ॥

এই প্রকার যেমন লোকमध्ये ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব  
হইয়া থাকে সেই প্রকারই কোন স্থানে কোন ধামের আবি-  
র্ভাব শুনা যায় ॥

৮ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

শুভ্রের বিকূঠা নামে যে পত্নী ছিলেন তাঁহার গর্ভে  
শুভ্রের ঔরসে ভগবান্ বৈকূঠবাসি দেবগণসহিত স্বীয় অংশে  
জন্মগ্রহণ করেন । ঐ বৈকূঠই রমাদেবীর প্রার্থনায় তদীয়  
প্রিয় করিতে বাসনা করিয়া লোকনমস্কৃত বৈকূঠলোক নির্মাণ



রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭৭ ॥

যথা ভগবত আবির্ভাবমাত্রং জন্মেতি ভণ্যতে, তথৈব  
বৈকুণ্ঠস্যাপি কল্পনমাবির্ভাবনমেব নতু প্রাকৃতবৎ কৃত্রি-  
মত্বং । উভয়ত্রাপি নিত্যত্বাদিত্যতিপ্রায়েণ তৎসাম্যেনাহ  
জজ্ঞে ইতি । শ্রীবিষ্ণুত্মতস্যৈবেদং বৈকুণ্ঠং । মূলবৈকুণ্ঠস্ত  
স্বর্গেঃপ্রাক্ শ্রীব্রহ্মণা দৃষ্টমিতি দ্বিতীয়ে প্রসিদ্ধমেব ॥ স  
তন্মিকেতং পরিসৃত্য শূন্যমপশ্যমানঃ কুপিতো নানা-  
দেতু্য । ত্রুংতৎ স্থানস্ত স্বর্গাদিগতমেব জ্ঞেয়ং ॥ ৮ ॥ ৫ ॥

করেন ॥ ৭৭ ॥

পণ্ডিতগণ যেমন ভগবানের আবির্ভাবমাত্রকে জন্ম বলি-  
য়াছেন, সেই রূপ বৈকুণ্ঠেরও কল্পনা আবির্ভাবমাত্র । প্রাকৃ-  
তের ন্যায় কৃত্রিম নহে, হেতু ঐ উভয়ই নিত্য । এই অভি-  
প্রায়ে ভগবৎসাম্যরূপে কহিতেছেন “জজ্ঞে ইতি” অর্থাৎ  
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । বিষ্ণুত্মতেরই এই, এই অর্থে  
বৈকুণ্ঠ ।

কিন্তু মূল বৈকুণ্ঠ পৃথক্, তাহা সৃষ্টির পূর্বেই ব্রহ্মা দর্শন  
করিয়াছিলেন, এই বিষয় দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯।১০  
শ্লোকে প্রসিদ্ধ আছে । তথা ৮ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে  
বামনদেব বলিয়াছেন, অহে বলিরাজ ! তৎপরে হিরণ্যকশিপু  
বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার শূন্য নিকেতন পরিত্রমণ  
পূর্বক কোপভরে সিংহনাদ করিয়াছিলেন । এই শ্লোকে  
হিরণ্যকশিপু যে বৈকুণ্ঠ দেখিয়াছিল তাহা স্বর্গাদিগত

শ্রীশুকঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবং শ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপভূতত্বে সিদ্ধে : তদঙ্গভূতানাং  
শ্রীপার্ষদানাং তাদৃশত্বং সূতরাং সিদ্ধমেবং যুক্তকৈবং তৎ-  
সেবকানাং । নাদেবোদেবমর্চয়েদिति তৎসদৃশতাভাবনা-  
মন্তরেণোদ্দেশেনাপি তৎসেবায়ামনধিকারাৎ সাক্ষাত্তু  
সাক্ষাদেব তৎসদৃশত্বমিতি । তদেবং নিত্যপার্ষদানাং  
কৈমুত্যমেবাপতিতং । অতএবাহ ।

জানিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

এই প্রকারে শ্রীবৈকুণ্ঠের ভগবৎ স্বরূপভূতত্ব সিদ্ধ হও-  
য়াতে ঐ বৈকুণ্ঠের পার্শদসকলের তাদৃশত্ব সূতরাং সিদ্ধ  
হইল ॥

এই প্রকারে ভগবৎসেবক সকলের ভগবৎ স্বরূপত্বই  
উপযুক্ত, শাস্ত্রে বলিয়াছেন অদেব হইয়া অর্থাৎ দেবতাতুল্য  
না হইয়া দেবতার অর্চনা করিবে না, এই বচনদ্বারা দেব-  
তুল্য না হইয়া উদ্দেশে পূজা করিতে যখন অধিকার হয় না,  
তখন সাক্ষাৎ সেবায় সাক্ষাৎ অর্থাৎ ভগবৎসদৃশ না হইলে  
কি প্রকারে সেবায় অধিকার হইবে, সূতরাং ভগবদ্ভুক্তদিগের  
ভগবৎস্বরূপত্ব যুক্তিসঙ্গত। সেই হেতু এই প্রকারে নিত্য  
পার্ষদ সকলের প্রতি কৈমুতিক ন্যায় আপতিত হইল । অত-  
এব কহিতেছেন ॥

৭ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

দেহেন্দ্রিয়াস্বহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনামিতি ॥ ৭৮ ॥

জন্মহেতুভূতৈঃ প্রাকৃতৈর্দেহেন্দ্রিয়াস্বভিহীনানাং শুদ্ধসত্ত্ব-  
ময়দেহানামিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ ১ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ শ্রীনারদঃ ॥ ৩৯ ॥

তথা ॥

আত্মতুল্যৈঃ যোড়শভির্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ ।

পৰ্য্যুপাসিতমুন্নিদ্রশরদমুরুহেক্ষণং ॥ ৭৯ ॥

যোড়শভিঃ শ্রীস্বনন্দাদিভিঃ ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ৪০ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন দেবর্ষে ! প্রাকৃত  
দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণই জন্মের হেতু, হরিতক্সগণ বৈকুণ্ঠ-  
পুরবাসী, তাঁহাদের দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ও  
মাই, প্রাণও নাই ॥ ৭৮ ॥

ভগবৎসেবকদিগের জন্মের কারণ যে প্রাকৃত দেহ,  
ইন্দ্রিয় ও প্রাণ তদ্রহিত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ ॥ ৩৯ ॥

তথা ৬ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে যথা ॥

শুকদেব कहিলেন রাজন্ ! তখন শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ  
ব্যতীত তাঁহার আত্মতুল্য স্বনন্দনাদি শোলটী পার্শ্বদ চতু-  
র্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেবা করিতেছিলেন । আর তাঁহার  
নয়নদ্বয় প্রফুল্ল শরদপদ্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল ॥ ৭৯ ॥

স্বনন্দনাদি শোলটী পার্শ্বদ ॥ ৪০ ॥

অতএব কালাতীতান্তে পরমভক্তানামপি পরমপুরু-  
ষার্থসামীপ্যাস্চেত্যাহ ॥

তস্মাদমৃন্তুভূতামহমাশিষোহজ্জ

আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মা বিরিক্ষাৎ ।

নেচ্ছামি তে বিপুলিতামুরবিক্রমেণ

কালান্ননোপনয় মাং নিজভূতাপার্ষং ॥ ৮০ ॥

স্পর্শং ॥ ৭ ॥ ৯ ॥ প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহঃ ॥ ৪১ ॥

তথাচ পাদ্যোত্তরখণ্ডে ॥

অতএব ভগবৎপার্ষদসকল কাল হইতে বিনিম্বুক্ত ।

পরম ভক্তদিগেরও পরমপুরুষার্থের সামীপ্য কহিতেছেন ।

৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন হে ভগবন্ ! এই কারণে শরীরদিগের  
ঐ সকল ভোগের পরিণামে যাহা হয় আমি তাহা বিলক্ষণ  
জানি, এই নিমিত্ত আয়ুঃ অথবা শ্রী কিন্না বিভব অথবা  
ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় কিছুই বাঞ্ছা করি  
না, অগ্নিমানি সিদ্ধিতেও আমার স্পৃহা নাই, কারণ, স্পর্শ  
দেখিতেছি মহাবিক্রমশালী কালরূপী আপনা কর্তৃক ঐ  
সকল ও বিনষ্ট হইয়া যায় । ভগবন্ ! অবশেষে আমি এই  
মাত্র প্রার্থনা করি, আপনকার ভূত্যবর্গসমীপে আমাকে নীত  
করুন ॥ ৮০ ॥ ইহার অর্থ স্পর্শ ॥ ৪১ ॥

উক্তরূপ পদ্যপুরাণের উত্তরখণ্ডেও যথা ॥

ত্রিপাদিভূতলোকাস্তু অসংখ্যা পরিকীর্তিতাঃ ।

শুদ্ধসত্ত্বময়াঃ সর্বৈ ব্রহ্মানন্দস্থখাহ্বয়াঃ ।

সর্বৈ নিত্যা নির্বিকারা হেয়রাগবিবর্জিতাঃ ।

সর্বৈ হিরণ্ময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিনূর্য্যাসমপ্রভাঃ ।

সর্বৈবেদময়া দিব্যাঃ কামক্ৰোধাদিবর্জিতাঃ ।

নারায়ণপদাস্তোজভক্ত্যৈকরসসেবিনঃ ।

নিরন্তরং সামগানপরিপূর্ণস্থখং শ্রিতাঃ ।

সর্বৈ পঞ্চোপনিষদস্বরূপা বেদবর্চস ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥

অত্র ত্রিপাদিভূতিশব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকো হি-

দীয়তে । পাদবিভূতিশব্দেন তু প্রপঞ্চ ইতি ।

যথোক্তং তত্রৈব ॥

ত্রিপাদিভূতির লোক সকল, সংখ্যাতীত, শুদ্ধসত্ত্বময়, ব্রহ্মানন্দ স্থখস্বরূপ, তথা নিত্য, নির্বিকার, তুচ্ছ রাগাদি-  
রহিত, তেজোময়, শুদ্ধ, কোটিনূর্য্যাতুল্য প্রভাশালী মুখ্য  
ভক্তিরস দ্বারা স্রীনারায়ণের পাদপদ্ম সেবী নিরন্তর সাম-  
গানে পরিপূর্ণ স্থখাশ্রিত, পঞ্চ উপনিষৎস্বরূপ ও বেদতুল্য  
ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥

এ স্থলে ত্রিপাদ বিভূতিশব্দ দ্বারা প্রপঞ্চাতীত লোক,  
আর পাদবিভূতিশব্দ দ্বারা প্রপঞ্চ (জগৎ) কহিয়াছেন ॥

এই বিষয় পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে

বর্ণিত হইয়াছে যথা ॥

ত্রিপাদ্ব্যাপ্তিঃ পরং ধান্নি পাদোহস্যোহাভবৎপুনঃ ।

ত্রিপাদ্বিভূতির্নিত্যং স্যাদনিত্যং পাদমৈশ্বরং ।

নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরধান্নি স্থিতং শুভং ।

অচ্যুতং শাস্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাস্রিতং ।

নিত্যং সংভোগ্যমৈশ্বর্য্য। শ্রিয়া ভূম্যাচ সংবৃতমিতি ॥ ৪৩ ॥

অতএব তদনুসারেণ দ্বিতীয়স্কন্ধোহপ্যেবং যোজনীয়ঃ ॥

তত্র । সোহমৃতস্যাতয়স্যোশো মর্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ ।

পরমধাম বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদ্বিভূতি ব্যাপিয়া রহিয়াছে, আর পাদবিভূতি ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র। যাহা ত্রিপাদ বিভূতি তাহা নিত্য, আর যাহা পাদ বিভূতি তাহা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় হইলেও অনিত্য হয় ॥

অপিচ পরম বৈকুণ্ঠস্থিত ঈশ্বরের বিশুদ্ধ যে ত্রিপাদ রূপ, তাহা নিত্য, শাস্বত ( চিরকাল স্থায়ী ), দিব্য ( অলৌকিক ) এবং সর্বদা যৌবনাস্রিত । তথা ঈশ্বরী, সম্পত্তি ও ভূমিদ্বারা সর্বদা পরিবৃত ॥ ৪৩ ॥

অতএব উক্ত প্রমাণের অনুসারে দ্বিতীয়স্কন্ধও যোজনা করিতে হইবে ।

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে নারদ ! সেই পুরুষ যে হেতু মরণ-ধর্ম্ম কর্মফল অতিক্রম করিয়াছেন অর্থাৎ স্বয়ং বৈষয়িক স্তব্ধ শূন্য, অতএব তিনি কেবল সর্বদাত্তক নহেন, কিন্তু নিজা-

মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুৰত্যয়ঃ ॥ ৮১ ॥

অমৃতাদিবয়ং ততৃতীয়ত্বেন বক্ষ্যমাণস্য ক্ষেমস্যাপ্যুপ-  
লক্ষণং ।

শ্রুতৌচ ॥

উতামৃতত্বস্যোশান ইত্যত্রা মৃতত্বং তদযু গলোপলক্ষণং ।

অত্র ধর্মিপ্রধাননির্দেশঃ, শ্রুতৌতু তত্র ধর্মমাত্রনির্দেশ-  
ম্যাপি তত্রৈব তাৎপর্যং ॥ ৪৪ ॥

নন্দ এবং অভয়ের ঈশ্বর । বৎস ! বিশ্বাত্মক পুরুষের নিত্য-  
মুক্ত হওয়া অসম্ভব বটে, কিন্তু তাঁহার অপার মহিমা তদ্রূপ  
হইয়াও নিজানন্দের ঈশ্বর হইয়াছেন ॥ ৮১ ॥

উক্ত শ্লোকে অমৃত ও অভয় এই দুই পদ তৃতীয়ত্ব রূপে  
পরে বর্ণিত হইবে যে, ক্ষেমপদ তাহারও উপলক্ষণ জানিতে  
হইবে অর্থাৎ সেই ঈশ্বর অমৃত, অভয় এবং ক্ষেমের ঈশ্বর ॥

শ্রুতিতেও উক্ত আছে যে-

“উতামৃতত্বস্যোশানঃ” এ স্থলে অমৃত তদযু গলের অর্থাৎ  
অভয় ও ক্ষেমের উপলক্ষণ । এ স্থানে ধর্মিপ্রধান নির্দেশ  
হইয়াছে অর্থাৎ ধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিরই প্রধানরূপে বর্ণিত  
হইয়াছে । শ্রুতিতেও, সেই স্থানে অর্থাৎ উতামৃতত্ব এই  
স্থানে ধর্মমাত্র নির্দেশেরও সেই ধর্মিতেই ( ঈশ্বরেই ) তাৎ-  
পর্য জানিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

তত্রায়তং—

স্বদৃষ্টবন্তিঃ পুরুষৈরভিকুতমিতি, পরং ন যৎপরমিত্যু-  
ক্তানুসারেণ পরমানন্দঃ । অতএব অমৃতং বিষ্ণুগন্ধির-  
মিতি তৎপর্যায়ঃ । অভয়ং-নচ কালবিক্রম ইত্যাদ্যু-  
ক্তানুসারেণ ভয়মাত্রাভাবঃ । অতএব, দ্বিজাধামাকুতোভয়-  
মিত্যুক্তং । ক্ষেমং-ন যত্র মায়েত্যাদ্যানুসারেণ ভগবদ্বহি-  
মুখতাকরণগুণসম্বন্ধাভাবাদ্ভগবন্তুজনমঙ্গলাশ্রয়ত্বং জ্ঞেয়ং ৪৫

অমৃত যথা ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে “স্বদৃষ্টবন্তিঃ  
পুরুষৈরভিকুতং” অর্থাৎ পুণ্যবান্ পুরুষগণ সর্বদাই বৈকুণ্ঠ  
লোকের প্রশংসা করিয়া থাকেন । তথা ঐ শ্লোকে “পরং ন  
যৎপরং” অর্থাৎ যাহা শ্রেষ্ঠ এবং যাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট  
নাই । এই উক্তানুসারে ঐ লোক পরম আনন্দস্বরূপ ।

অতএব অভিধানে বিষ্ণু গন্ধিরের পর্য্যায়ে অমৃতশব্দ  
প্রয়োগ করিয়াছেন । “অভয়” এই শব্দে ঐ অধ্যায়ের ১০  
শ্লোকে “নচ কালবিক্রমঃ” অর্থাৎ ঐ লোকে কালকৃত  
বিনাশও হয় না, এই রীতি অনুসারে বৈকুণ্ঠলোকে ভয়  
মাত্রের অভাব জানিতে হইবে । অতএব ১২ স্কন্ধের ১১  
অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে “দ্বিজাধামাকুতোভয়ং” অর্থাৎ হে দ্বিজ  
সকল ! অকুতোভয় ইহঁর ধাম, এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে ।  
“ক্ষেমং” যথা ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে “ন যত্র মায়া”  
অর্থাৎ মায়া ঐ স্থানে যাইতে পারে না, এই উক্তি অনুসারে  
ভগবদ্বহিমুখতাকরণ গুণসম্বন্ধের অভাবহেতু ঐ স্থান



তথাচ নারদীয়ে ॥

সর্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা ।

বিজেন্দ্রে তব মধ্যস্ত ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

অতএব, ক্ষেমঃ বিন্দন্তি মৎস্থানমিত্যুক্তং ॥

তত্র তত্তচ্ছব্দেন লক্ষণাময়কষ্টকল্পনয়া জনলোকাদি-  
বাচ্যতাং নিষেধয়ন্ হেতুং ন্যাস্যতি । মর্ত্যং—ব্রহ্মণোহপি

ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্কপরাযুয ইত্যাদি ন্যায়েন মরণ-

ভগবন্তুজন রূপ মঙ্গলের আশ্রয়ত্ব জানিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

নারদপুরাণেও যথা ॥

আমাতে তোমার সর্বদা আনন্দময়ী এতাদৃশী অব্যভিচারিণী  
ভুক্তি হউক ॥

অতএব ১১/ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ভগবান্  
কহিয়াছেন, এই রূপ আমা কর্তৃক আদিষ্ট আমার প্রাপ্তির  
উপায় মার্গমকল যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ক্ষেম  
অর্থাৎ কাল ও মায়াদিরহিত আমার স্থানে গমন করেন এবং  
পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥

তথায় তৎ তৎ শব্দদ্বারা লক্ষণাময় কষ্টকল্পনাকরিয়া জন-  
লোকাদি বাচ্যতা নিষেধ করত হেতু প্রদর্শন করিতেছেন,  
মর্ত্য যথা— ১১ স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥  
ভগবান্ উক্তবকে কহিয়াছেন, দ্বিপরার্ক পরমাযুবিশিষ্ট ব্রহ্মা-  
রও আমা হইতে ভয় হইয়া থাকে । ইত্যাদি ন্যায়দ্বারা

ধর্ম্যকং । অন্নং-ধর্ম্মাদিফলং ত্রিলোক্যাদিকং যস্মাদত্যগাৎ  
অতিক্রম্যৈব তত্র বিরাজত ইতি । এষঃ অমৃতাদৈশ্বর্য্য-  
রূপঃ । দুর্ভাত্যয়ঃ-ব্রহ্মচর্যাাদিভিঃ কেনচিন্মনসাপ্যবরোদ্ধু-  
মশক্যঃ । তদেবং অমর্ত্যমৈশ্বর্য্যং ত্রিপাৎ, মর্ত্যমেক-  
পাদিতি । ৪৬ । তস্য চতুষ্পাদৈশ্বর্য্যং পুনর্বিবৃণোতি ॥  
পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ ।

মরণধর্ম্মক যে অন্ন অর্থাৎ কর্ম্মাদিফল ত্রিলোক্যাদি যে হেতু  
তাহা অতিক্রম করিয়াই সেই স্থলে বিরাজ করিতেছেন ।  
এই অমৃতাদি ঐশ্বর্য্যরূপ দুর্ভাত্যয় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি  
দ্বারা কোন ব্যক্তি কর্তৃক মনোবারাও অবরোধ করিতে শক্ত  
হয়েন না । অতএব এই প্রকার অমর্ত্য ঐশ্বর্য্য ত্রিপাৎ, আর  
মর্ত্য এক পাদ ॥ ৪৬ ॥

তাহার চতুষ্পাদ ঐশ্বর্য্য পুনর্বার বিস্তার করিতেছেন ॥

ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ভূবাদি যাবতীয়  
লোক তাহার পাদে অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশভূত লোকসমুদায়ে  
জীব অবস্থিত, তিনিই মহল্লৌকিকের উপরিতন তিন লোকে  
যথাক্রমে অমৃত ক্ষেম এবং অভয় এই তিন বস্তু নিক্ষিপ্ত করিয়া  
রাখিয়াছেন অর্থাৎ ত্রিলোকী রত্ন নগর, মহল্লৌক যদিও  
ক্রমমুক্তির স্থান বটে তথাচ তত্রস্থ জনসকলকে কল্লান্তে  
স্থান ত্যাগ করিতে হয়, এ নিমিত্ত তথাকার সুখও অবিনাশী  
নহে, তাহার উপরিস্থ জনলোকে অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী  
সুখ, কেন না যাবজ্জীবন স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে হয় না,

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধে। অধায়ি মূর্দ্ধি ॥ ৮২ ॥

তিষ্ঠন্তত্র সর্বভূতানি ইতি স্থিতয়ো মর্ত্যাদৈশ্বর্য্যানি  
তানি পাদা ইবাধিষ্ঠানভূতানি যস্য তস্য স্থিতিপদঃ  
পাদেষু চতুষ্টেব ঐশ্বর্যভাগেষু সর্বভূতানি পার্শ্বদপর্য্য-  
স্তানি ॥ ৪৭ ॥

পাদান্ দর্শয়তি । ত্রয়োণাং সাত্ত্বিকাদিপদার্থানাং মূর্দ্ধেব  
মূর্দ্ধা প্রকৃতিঃ তস্য মূর্দ্ধস্য তদুপরি বিরাজমানেষু শ্রীবৈকুণ্ঠ-  
লোকেষু অমৃতং ক্ষেমমভয়ং চাধায়ি নিত্যং ধৃতমেব তিষ্ঠ-

মহল্লোকবাসিন্দিগের কল্পান্তে ত্রিলোকসময়ে দাহও তজ্জন্য  
উত্তাপে পীড়িত হইতে হয়, সুতরাং তৎকালে সে স্থানে  
গমন করিলে ক্ষেম দেখা যায় না, পরন্তু তপোলোকে ঐ  
উত্তাপের সম্ভাবনা নাই, সেখানে কেবল ক্ষেমমাত্র বর্তমান  
আছে, সত্যলোকে আবার তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ অত্য  
অথবা যোক্ষ বিরাজমান ॥ ৮২ ॥

সকল ভূত যাহাতে বাস করে তাহার নাম স্থিতি অর্থাৎ  
মর্ত্যাদি ঐশ্বর্য্য । ঐ সকল যাহার পাদের ন্যায় অধিষ্ঠান  
স্বরূপ সেই স্থিতিপদ পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাগ চারি পাদে  
পার্শ্বদপর্য্যন্ত সমুদায় ভূত অবস্থিত আছে ॥ ৪৭ ॥

পাদ সকল দেখাইতেছেন যথা ॥

সাত্ত্বিকাদি পদার্থত্রয়ের গন্তকের ন্যায় মস্তক যে প্রকৃতি  
তাহার গন্তকে অর্থাৎ তাহার উপরি বিরাজমান শ্রীবৈকুণ্ঠ  
লোকসকলে অমৃত, ক্ষেম ও অভয়কে “আধায়ি” অর্থাৎ

তীত্যর্থঃ । ততঃ পূর্বস্য মর্ত্যাম্নাত্রাত্মকত্বাদেকপাত্বং  
উত্তরস্য অমৃতাদিত্রয়াত্মকত্বাভিপাত্ত্বমিতি ভাবঃ । তদ-  
নেন, পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীত্য-  
স্যার্থো দর্শিতঃ । অস্য পাদস্তথাস্যৈব দিবি বৈকুণ্ঠে যদ-  
মৃতাত্মকং ত্রিপাৎ তচ্চ বিশ্বাভূতানীত্যর্থঃ ।

তত্রাধিষ্ঠানাদিষ্ঠেয়য়োরৈক্যোক্তিঃ ॥ ৪৮ ॥

অথ চতুষ্পাদে ত্রিলোকী ব্যবস্থাবৎ পক্ষান্তরং দর্শয়তি ।

নিত্য ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন । সেই হেতু পূর্ব অর্থাৎ  
পাদৈশ্বর্য্য ত্রিলোকীর মর্ত্যাম্নাত্রাত্মকত্ব অর্থাৎ নশ্বরত্ব  
প্রযুক্ত একপাদ । আর উত্তর অর্থাৎ ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য অমৃতাদি  
ত্রয়াত্মক প্রযুক্ত ত্রিপাদ ইহাই তাৎপর্য্য ।

অতএব এতদ্বারা “পাদোহস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যাম-  
মৃতং দিবি” এই শ্রুতির অর্থ প্রদর্শিত হইল । অর্থাৎ ইহার  
পদের তথা ইহারই দিব্ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে যে অমৃতাত্মক  
ত্রিপাদ তাহাই সমুদায় বিশ্বাভূত অর্থাৎ ভূতপক্ষ পৃথিব্যাदि ।  
এ স্থলে অধিষ্ঠান ও অদিষ্ঠেয়ের অর্থাৎ আধার ও আধেয়ের  
ঐক্য কথিত হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর তাঁহার চতুষ্পাদে ত্রিলোকী ব্যবস্থার ন্যায়  
পক্ষান্তর দেখাইতেছেন ॥

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে যথা ॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতি এই সকলের

পাদান্ত্রয়ো বহিষ্ঠাসন্নপ্রজানাং য' আশ্রমাঃ ।

অন্তস্থিতলোক্যান্ত্রপরো গৃহমেধো বৃহদ্রতঃ ॥ ৮৩ ॥

চ-শব্দ উক্ত সমুচ্চয়ার্থঃ । প্রপঞ্চাদ্বহিঃ পাদান্ত্রয় আসন্নৈব, প্রপঞ্চাত্মকস্য চতুর্থপাদসৈব বিভাগবিবক্ষায়াস্ত্রিলোক্য। বহিষ্ঠান্যে পাদান্ত্রয় আসন্নিত্যেব মন্ত্ৰেহপি হি তথৈব পুনঃ শব্দঃ ॥ ৪৯ ॥

তে কে ? অপ্রজানাং ব্রহ্মচারিবনশ্রবতীনাং আশ্রমাঃ প্রাপ্যা যে যে লোকাঃ । অত্র ধর্মত্রয়প্রাপ্যত্বাৎ চতুর্ণা

পুত্রাদি রূপে পুনর্জন্ম হয় না, ইহাদিগের তিন আশ্রম তাহাও ঐ পুরুষের তিন পাদ অর্থাৎ তিন অংশ, ঐ তিনও ত্রিলোকীর বহিস্থ । কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যারহিত, এ প্রযুক্ত তাহার আশ্রম ত্রিলোকীর মধ্যে আছে ॥ ৮৩ ॥

উল্লিখিত শ্লোকে যে চ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা সমুচ্চয়ার্থ । প্রপঞ্চের অর্থাৎ সংসারের বাহিরেই পাদত্রয় রহিয়াছে । প্রপঞ্চ স্বরূপ চতুর্থ পাদেরও বিভাগ কখনে-চ্ছায় ত্রিলোকের বহির্ভাগে অন্য তিন পাদই অবস্থিত আছে । এই প্রকারই মন্ত্ৰেও সেই রূপ পুনঃশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

সেই সকল পাদ কি ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন, যাহাদের পুত্ররূপে পুনর্জন্ম হয় না, সেই সকল ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের আশ্রম অর্থাৎ ঐ সকলের প্রাপ্য যে লোক

[ ১৩—সংখ্যা । ]

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

—••••—

শ্রীমদ্রীমুক্ত পূজ্যপাদ জীব গোস্বামী প্রণীতঃ

ভ গ ব ং স ন্দ র্ভ ঃ ।

—

‘চরামনারায়ণ-বিদ্যারত্নেনামুবাচিতা

ও সংশোধিতা ।

—

শ্রীব্রজনাথমিশ্রকর্তৃক—

দ্বিতীরসংস্করণং ।

প্রকাশিতং ।

—

মুর্শিদাবাদ ;

শ্রীহরিতত্ত্বপ্রদায়িনীসভাভঃ, বহরমপুর, “ব্রাহ্মসংঘ”

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণমণ্ডল প্রিন্টারেণ

মুদ্রিতং ।

সন ১৩৩৭ সাল । অগ্রহায়ণ ।



মপি পাত্ৰত্বং । অপরস্ত চতুর্থঃ পাদস্ত্রিলোকা অস্তরিতি  
গৃহমেধস্তৎপ্রাপ্যঃ যস্মাদবহদ্রতো ব্রহ্মচর্য্যরহিত ইতি ॥ ৫০ ॥

অতএবোভয়থাইপি পুরুষচতুষ্পাদিত্যাহ ॥

স্বতী বিচক্রেমে বিষঙ্ সানানানশনে উভে ।

যদবিদ্যাচ বিদ্যাচ পুরুষস্তু ভয়াশ্রয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

বিষঙ্ সর্ববিষ্যাপী পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ এতে স্বতী প্রপ-

ঞ্চাপ্রপঞ্চ লক্ষণে জীবস্য গতী বিচক্রেমে আক্রম্য স্থিতঃ

কথমুতে সানানানশনে কৰ্ম্মাদি ফল ভোগতদতি ক্রমে

তাহাই ত্রিপাদ । এস্থলে ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মত্রয় প্রাপ্যত্ব প্রযুক্ত  
মহরাদি লোক চতুর্থধেরও ত্রিপাদ জ্ঞানিতে হইবে । অপূর  
অর্থাৎ চতুর্থ পাদ ত্রিলোকের মধ্যগত, ঐ লোক গ্রহস্থ  
ব্যক্তির প্রাপ্য, যে হেতু গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রহিত ॥ ৫০ ॥

অতএব উভয় প্রকারেই পুরুষ চতুষ্পাদ এই বিষয়

সংজ্ঞিত হইবে, বলিতেছেন ॥

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ॥

বিবিধ বস্তু সৃজন কারী সেই ক্ষেত্রজ পুরুষ ভোগ ও  
মোক্ষের সাধন স্বরূপ দুইগার্গ অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তর এই  
দুই পথে ভ্রমণ করেন, এনিমিত্ত তিনি কৰ্ম্মরূপা অবিদ্যা এবং  
উপাসনা রূপা বিদ্যা এই উভয়েরও আশ্রয় করেন ॥ ৮৪ ॥

তাইপর্য্য । বিষঙ্ শব্দের অর্থ সর্ববিষ্যাপী, পুরুষ শব্দের  
অর্থ পুরুষোত্তম ; “এতে স্বতী” অর্থাৎ প্রপঞ্চ ও অপ্র  
পঞ্চ রূপ জীবের গতি দ্বয় । “বিচক্রেমে” অর্থাৎ আক্রমণ



যুক্তে তসৌব তদ্রূপক্রমণে হেতুঃ । যৎ যযোজীবস্য  
 স্যতোঃ অবিদ্যা মাঠৈকত্র চিচ্ছক্তিরন্যত্র আশ্রয়ঃ পুরুষো  
 ভ্রমন্ত তয়োর্বয়োৰপ্যাশ্রয়ঃ । বক্ষ্যতিচ যস্মাদগুং বিরাড়্  
 জজ্ঞে ইত্যাদিনা । তস্মাৎ সৰ্বৈশ্বৰ্য্যোণৈকদেশৈশ্বৰ্য্যেণ চ  
 চতুষ্পাদ্বিমিত্তি ভাবঃ ॥ ২ ॥ ৬ ॥

শ্রীব্রহ্মা নারদঃ ॥ ৫১ ॥

এবং মান্তরঙ্গ বৈভবস্য ভগবতঃ স্বরূপভূতত্বৈব শক্ত্যা

পূর্বক অবস্থিতি । ঐ দুই পথ কি রূপ এই প্রশ্নে কহিতে-  
 ছেন, তাহা শাশন ও অনশন অর্থাৎ কৰ্ম্মাদি ফল ভোগ এবং  
 তদ্রহিত । সেই পরম পুরুষের আক্রমণের কারণ এই । “যৎ”  
 অর্থাৎ জীবের যে দুইটী পথ অবিদ্যা (নায়া) আর বিদ্যা  
 (চিৎশক্তি) । “আশ্রয়ঃ” অর্থাৎ পুরুষোত্তম ঐ দুইয়ের  
 আশ্রয় ॥

এই বিষয়ে ২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ॥

“যস্মাদগুং বিরাড়্ জজ্ঞে” অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই অণু  
 উদ্ভব হইয়াছে এবং যাঁহাতে ভূতেন্দ্রিয় গুণ রূপ বিরাট্  
 জন্মিয়াছেন তিনি সেই ঈশ্বর ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন ।  
 অতএব তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য এবং একদেশ ঐশ্বর্য্য দ্বারা চতু-  
 স্পাদ্ব কথিত হইল ॥ ৫১ ॥

এই প্রকার ভগবানের স্বরূপ ভূত শক্তি দ্বারা প্রকাশ  
 হইয়াছে । সেই অন্তরঙ্গ বৈভবের স্বরূপ ভূতত্ব হইয়াছে । সেই

প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপ ভূতত্বং । সাচ শক্তি বিশিষ্ট সৈব  
 স্বরূপত্বাৎ স্বরূপান্তঃ পাতেহপি ভেদলক্ষণাৎ বৃত্তিঃ  
 ভজন্তী তত্র প্রকাশ বিশেষঃ বৈচিত্রীবৃন্দং চ প্রকটয়তি  
 তত্র তত্র তাদৃশে ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ গুরব এবাস্মাকং  
 প্রমাণং ॥ ৫২ ॥

তদেতদাহ চতুর্দশতিঃ ॥

এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ

স্থানাং বিবুধ্য সদতি ক্রমমার্থাহদ্যঃ ।

তস্মিন্ যযৌ পরমহংসমহামুনীনা

স্বরূপ ভূতা শক্তি বিশিষ্টেরই স্বরূপত্ব প্রযুক্ত স্বরূপের অন্তঃ-  
 পাত হইলেও ভেদলক্ষণা বৃত্তিকে ভজনা করত তাহাতে  
 প্রকাশ বিশেষ বৈচিত্রি সমূহকে প্রকটিত করেন। সেই  
 সেই প্রকাশ বিশেষ বৈচিত্রি সমূহকে ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ গুরু  
 সকলই আমার প্রমাণ ॥ ৫২ ॥

ঐ বিষয় ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোক হইতে  
 ৫০ শ্লোকে যথা ॥

ঐ সময়েই ভগবান্ পদ্মনাভ জানিতে পারিলেন আমার  
 দুইজন ভৃত্য সাধু সান্নিধানে অপরাধী হইল, অতএব যে  
 প্রদেশ ঐ মুনিগণ রুদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনার চরণদ্বয় চালন  
 পূর্বক ত্বরায় লক্ষ্মীর সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন।  
 পদব্রজে গমনের তাৎপর্য্য এই, ভগবানের অগোচর হইয়াছিল  
 আমার চরণদর্শনের ব্যাঘাত হওয়াতেই ঋষিদের ক্রোধ জন্মি-

মৰ্শেয়ণীয় চরণো চলয়ন্ সহস্রীঃ ॥ ৫৩ ॥

তং স্বাগতং প্রতিকৃতৌপয়িকং স্বপুংভি

স্তে চক্ষুতাক্ষবিষয়ং স্ব সমাপ্তিভাগ্যং।

হংসশ্রিয়ৌৰ্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোল

শুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাসুঃ ॥ ৫৪ ॥

যাচ্ছে পদব্রজে গমন করিলে ইহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের  
ক্রোধের উপশম হইবে। আর লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হওয়া  
তাৎপর্য্য এই যে, আমি নিকামদিগকেও ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরি-  
পূর্ণ করিয়া থাকি ॥ ৫৩ ॥

যাহা হউক, ভগবান্ এই রূপে আগমন করিলে সেই  
মুনিগণ আপনাদিগের সমাধি দ্বারা লভ্য ফল স্বরূপ যে ব্রহ্ম  
তিনি যেন নয়নগোচর হইলেন এই রূপ জ্ঞান করিয়া দর্শন  
করিতে লাগিলেন, যদিও ভগবান্ পদব্রজে আসিতেছিলেন  
তথাচ তাঁহার ভূত্যগণ গমনোচিত ছত্র পাছুকাদি সঙ্গে সঙ্গে  
আনয়ন করিতেছিল। অপর তাঁহার দুই পার্শ্বে হংস বৎ শুভ্র  
বর্ণ দুই ব্যজন এবং মস্তকে শ্বেত ছত্র ধৃত হইয়াছিল। সেই  
ছত্রের চতুর্দিকে মুক্তাহার লম্বিত থাকাতে অনুকূল শোভন  
পরনের সঞ্চারে তৎসমুদায় সঞ্চালিত হইতেছিল এবং তাহা  
হইতে অম্মুকণা বিগলিত হইয়া ভগবানের গাত্র স্পর্শ করিতে-  
ছিল ॥ ৫৪ ॥

কুংস প্রমাদ স্মৃগুখং স্পৃহণীয় ধাম  
 স্নেহাবগৌর কলযা হৃদি সংস্পৃশস্তং ।  
 শ্যামে পৃথাবুরগি শোভিতয়া শ্রিধাম  
 শ্চূড়ামণিং স্তভগয়ন্তমিবাত্ম ধর্য্যং ॥ ৫৫ ॥  
 পৌতাংশুকে পৃথুনিতম্বিন বিষ্ফুরস্তা ।  
 কাঞ্চালিভি বিকৃতয়া বনমালায়া চ ।  
 বল্লু প্রকোষ্ঠবগয়ং বিনঃসুতাংশে  
 বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানসজ্জং ॥ ৫৬ ॥

ভগবানের মুখ প্রমাদে বোধ হইতে ছিল যেন মূনিবৃন্দ  
 ও দ্বারপাল সকলেরই প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ফলঃ তিনি  
 স্পৃহণীয় সমস্ত গুণের আধার স্বরূপ, স্তভরাং তাঁহার সপ্রেম  
 কটাক্ষেই সকলের হৃদয়ে স্থানান্তব হইতেছিল । আর কমলা  
 তাঁহার বিশাল শ্যামবর্ণ বক্ষঃস্থলে শোভমানা হওয়াতে তিনি  
 তদ্বারা মত্যলোকের চূড়ামণি স্বরূপ বৈকুণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি  
 করিতেছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অপর তাঁহার বিস্তৃত নিতম্ব দেশে শীতবসনোপরি শোভ-  
 মান কটিভূষণ এবং বক্ষঃস্থলে বনমালা লম্বিতা ছিল ও  
 প্রকোষ্ঠে মনোহর বলয় সকল শোভা পাইতেছিল । আর  
 তিনি আপনার বাগহস্ত স্বীয় বাহন গরুড়ের স্কন্ধে দিয়া দক্ষিণ  
 করে লীলা কমল ঘূর্ণ্যমান করিতেছিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিদুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনাহঁ  
 গণ্ডস্থলোন্নমসুখং মণিমৎ কিরীটং ।  
 দোদাঁশু মণ্ডবিবরে হরতা পরাঙ্ক  
 হারেণ কঙ্কর গতেন চ কৌস্তুভেন ॥ ৫৭ ॥  
 অত্রোপসৃকমিতি চোৎস্নত মিন্দিরায়া  
 স্নানাং পিধা পিরচিতং বহু সৌষ্ঠবাচং ।  
 মহ্যং ভবস্য ভবতাং চ ভজন্তুমঙ্গং  
 নেমুনিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্ত দৃশোমুদারৈকঃ ॥ ৫৮ ॥

তাঁহার গণ্ডস্থল দিহ্যুতের শোভাধিক্ষেপ কারি মকরা  
 কার কুণ্ডলে মণ্ডনাহঁ এবং বদন উচ্চ নাসিকা বিশিষ্ট ও  
 কিরীট মণিময় ছিল । অপর বাহু সমূহের মধ্যদেশ অর্থাৎ  
 বক্ষঃস্থল মনোহর হারে এবং গলদেশ মহাহঁ কৌস্তুভ মণিতে  
 শোভিত ছিল ॥ ৫৭ ॥

ফলতঃ ভগবানের ঐ মূর্তি বিবিধ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া  
 ছিল, ইহাতে তাঁহার ভক্তগণ এমত তর্ক করিতেছিলেন,  
 “আমিই সৌন্দর্য্যের নিধি” এই বলিয়া লক্ষ্মীর যে গর্ব্ব আছে  
 তাহা অদ্য অন্তগত হইল ! হে অমরগণ ! সেই ভগবান্  
 আমার (ব্রহ্মার) শঙ্করের এবং তোমাদের নিমিত্ত ভজনীয়  
 মূর্তি প্রকটন করিয়া থাকেন, তাঁহার এবম্বিধ সৌন্দর্য্য বিচিত্র  
 নহে । যাহা হউক, মূনিগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে  
 মণ্ডকাবনত করত নমস্কার করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য

তস্যারবিন্দনখনম্যপদারবিন্দ

কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ু ।

অন্তর্গতঃ স্রবিরেণ চকার তেষাং

সংক্ষেভমক্ষর জুগামপি চিত্ত তন্বোঃ ॥ ৫৯ ॥

তে বা অমৃষ্য বদনাসিত পদ্ম কোষ

মুদ্রাক্য সুন্দরতরাধর কুন্দহাসং ।

লঙ্কানিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মজ্জি

দর্শনে তাঁহাদের নেত্র পরিতৃপ্ত হইল না ॥ ৫৬ ॥

মুনিগণ প্রণাম করিলে অরবিন্দ নয়ন ভগবানের পদার  
বিন্দ কিঞ্জল্ক মিশ্রিত তুলসীর মকরন্দ বায়ু তাঁহাদের নাসা-  
রন্ধু যোগে অন্তর্গত হইল তাহাতে যদিও তাঁহারা ব্রহ্ম জ্ঞান  
দ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন তথাপি তাঁহাদের  
চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে লোমাক্ষ হইল ॥ ৫৯ ॥

তাঁহারা উর্দ্ধ দৃষ্টিদ্বারা নীলপদ্মের কোষস্বরূপ ভগবদ্বদনে  
অরুণবর্ণ মনোহর অধর এবং কুন্দ পুষ্প সদৃশ হাস্য অবলো-  
কন করিয়া অতীব হৃষ্ট চিত্ত হইলেন । পুনর্বার অধো দৃষ্টি-  
দ্বারা তাঁহার চরণযুগল যাহা নখ রূপ অরুণ বর্ণ মণির আশ্রয়  
ছিল তাহা দর্শন করিলেন । এই রূপে এক কালীন সর্বাস্থের  
লাবণ্য অনুভব করিবার বাসনায় বারম্বার উর্দ্ধ দৃষ্টি ও অধো  
দৃষ্টি হইলেন, কিন্তু একেবারে উর্দ্ধাধো দৃষ্টি হওয়া অসম্ভব,

দ্বন্দ্বং নথারুণমপি শ্রয়ণং নিদধ্যাঃ

পুংসাং গতিং যুগয়তামিহ যোগপার্শ্বে

ধ্যানাস্পাদং বহু মতং নয়নান্ভরাগং ।

পৌংস্বং লব্ধুর্দশয়ানমনন্যসিকৈ

রৌৎপতিকৈঃ সঙ্গৃণন্ যুঃ সম্ভতোগৈঃ ॥

শ্রীকুমারা উচুঃ ॥ ৬১ ॥

যোহন্তহিতো হৃদি গতোহপি ছুরাঅনাং স্বং

নাদৈব নো নয়ন মূল মনস্তুরাক্ষঃ ।

অতরাং ঐ বামনা পূর্ণা হওয়াতে পশ্চাৎ ধ্যানপরায়ণ হই-  
লেন ॥ ৬০ ॥

মুনিগণ ধ্যানস্থ হইলে ভগবান্ যে সকল পুরুষ যোগ-  
মার্গ দ্বারা গতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের বিষয়ীভূত  
জনক আশ্রিত্যাদি আদরাস্পাদ ও নয়নের আছাদ জনক আপনার  
পুরুষাকার শরীরদর্শন করাইতে লাগিলেন, তাহাতে মুনিয়া  
ঐ আনন্দহিতই অসাধারণ অগ্নিসাদি কষ্ট ঐশ্বর্যবৃত্ত সেই ভগ-  
বানের স্তব আরম্ভ করিলেন ॥ ৬১ ॥

ঐ মুনি সকল কেহিলেন, হে অনন্ত ! তুমি হৃদয়স্থ হই-  
য়াও ছুরাঅা ব্যক্তিদিগের নিকট অন্তর্হিত থাক অর্থাৎ তাহারা  
তোমার দর্শন পায় না, কিন্তু অন্য আমাদের নিকট তিরো-  
হিত হইতে পারিলে না, আমাদের নয়ন গোচর হইলে ।  
অতঃ ! আমাদের পিতা ব্রহ্মা, তোমা হইতে তাঁহার

তহে'ব কর্ণ বিবরেণ গুহাং গতৌ নঃ  
 পিত্রানুবর্ণিত রহা ভবদুদ্ভবেন ॥ ৬২ ॥  
 তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং  
 সত্বেন সংপ্রতি রতিং রচয়ন্তুমেষাং ।  
 যত্তেহনু তাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তির্যোগৈ  
 রুদগ্ধ্রয়ো হৃদি বিদুমূর্নয়ো বিরাগাঃ ॥ ৬৩ ॥  
 নাত্যস্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং  
 কিস্বানাদর্পিত ভয়ং ভ্রূব উন্নয়ৈস্তে ।

তঁাহার জন্ম হয়, তিনি যৎকালে তোমার রহস্য অর্থাৎ হৃদয়  
 ভগবল্লক্ষণ আত্মতত্ত্ব আমাদিগকে উপদেশ দেন তৎকালেই  
 তুমি আমাদের কর্ণপথ দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ,  
 ইহাতে কি তোমার আর অন্তর্দ্বান হইতে পারে ? ॥ ৬২ ॥

হে ভগবন্ ! যে সকল মুনি নিরভিমান এবং রাগ শূন্য  
 তঁাহারা দৃঢ় ভক্তি যোগ দ্বারা স্ব স্ব হৃদয়ে যে তত্ত্ব অনুভব  
 করিয়া থাকেন আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে তুমিই  
 সেই আত্মতত্ত্ব রূপ পরম তত্ত্ব, তুমিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীমূর্তি  
 দ্বারা ভক্তগণের প্রতিক্ষেপে রতি রচনা করিতেছ ॥ ৬৩ ॥

প্রভো ! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র  
 স্মরণ্য কীর্তন্যাহ' ও তীর্থ স্বরূপ, যে সকল কুশল ব্যক্তি  
 তোমার কথার রসজ্ঞ তঁাহারা তোমার আত্যস্তিক প্রসাদ  
 রূপ যে মোক্ষপদ তাহাকেও গণ্য করেন না, অন্য ইন্দ্রাদি



যে বা ত্বদজি শরণা ভবতঃ কথায়াঃ

কীর্তনাতীর্থ যশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৬৪ ॥

কামঃ ভবঃ স্বরুজিনৈ নির্‌য়েষু নস্তা

চেতোহলিবদ্যদি নু তে পদয়োঃ রমেত ।

বাচশ্চ নস্তলসীবদ্যদি তেহজি শোভাঃ

পদের কথা কি ? ফলতঃ ইন্দ্রাদি পদেও তোমার দ্রুত  
মাত্রে ভয় নিহিত হয়, তোমার কথারসজ্ঞ ব্যক্তির সর্বদা  
নিরতিশয় সুখ সম্ভোগ করেন, ইহাতে ঐ পদে তাঁহাদের  
কেন প্রসুতি হইবে ? ॥ ৬৪ ॥

হে ভগবন্ ! ইহার পূর্বে আমাদের পাপ ছিল না,  
এক্ষণে হইল, যে হেতু আমরা তোমার ভক্তদিগকে অভি-  
শাপ দিলাম, আমাদের আত্মকৃত পাপ নিমিত্ত নরকে বাস  
হইবে। প্রভো ! যদিহে আমাদের চিত্ত তোমার চরণার  
বিন্দু ভ্রমর সদৃশ হইয়া রমণ করে, অর্থাৎ মধুকর যেমন  
কণ্টক বিদ্ধ হইলেও পুষ্প সমূহে রমণ করিয়া বেড়ায় তাহার  
ন্যায় কোন প্রকার বিষয় না গণিয়া যদি আমাদের চিত্ত ত্বদীয়  
চরণারবিন্দে রত হয়, আর যদি আমাদের বাক্য তুলসী তুল্য  
তোমার চরণদ্বয় দ্বারা শোভমান হয় অর্থাৎ তুলসী যেমন  
আত্মগুণ নৈরপেক্ষে কেবল তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা  
পায় তদ্রূপ যদি আমাদের বাক্য শোভা ধারণ করে এবং  
তোমার গুণ সমূহ দ্বারা যদি আমাদের কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হয়,

পূর্য্যোত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরক্ষুঃ ॥ ৬৫ ॥

প্রাভুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহুত রূপং

তেনেশ নিবৃতিমবাপুরলং দৃশোনঃ

তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম

যোহনাত্মনাং ছুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥ ৬৬ ॥ ৮৫ ॥

অথ ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে এবং তদৈবেতি । টীকাচ । এবং

স্থানাং মহৎসু অতিক্রমমপরাধং তৎক্ষণমেব বিবুধ্য

তস্মিন্ যত্নেতি সনকাদয় স্তাভ্যাং জয় বিজয়াভ্যাং রুদ্ধাঃ

তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট নরক হউক তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না ॥ ৬৫ ॥

হে বিপুলকীর্ত্তে ! তুমি এই যে মূর্ত্তি প্রকটিত করিলে ইহা দ্বারা আমাদের নেত্র অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল । হে ঈশ ! তুমি স্বয়ং ভগবান্ আজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের নিকট অপ্রকট হইয়াও এই প্রকারে যে তুমি জ্ঞান গোচর হইলে এ জন্য তোমাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৬৬ ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোক হইতে ১৪ শ্লোকের

ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা “এবং তদৈব” ইত্যাদি শ্লোকে

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

এই প্রকারে ভগবান্ আপনার আত্মীয় সকলের মহৎ সন্নিধানে অতিক্রম অর্থাৎ অপরাধ তখনই জানিতে পারিয়া “তস্মিন্” অর্থাৎ যে স্থানে সেই সনকাদি ঐ দুই জয় বিজয়

তং দেশং যযৌ । আৰ্য্যাণাং হৃদ্যঃ মনোজ্ঞঃ চরণৌ চলয়-  
 ম্নি চ্যয়ং ভাবঃ মচ্চরণ দর্শন প্রতিঘাতজং ক্রোধং তৌ  
 দর্শয়ন্ শময়িষ্যামীতি ত্বরাবাজেন পদ্মামেব যযৌ ।  
 শ্রীসাহিত্যঞ্চ নিকামানপি বিভূতিভিঃ পূরয়ত্বা ক্ষমাপ-  
 য়িতুমিচ্ছীত্যেবা । অত্র তেষামাত্মারামাণামপ্যানন্দদানার্থং  
 চরণদর্শনেন তস্য সচ্চিদানন্দ ঘনত্বং শ্রীসাহিত্যেন  
 তচ্ছক্তিবিলাসস্যাপি স্বরূপানতিরিক্তত্বং বিবক্ষিতং ।  
 স্বানামিতি বহুবচনং দ্বয়োঃপ্যপরাধঃ সর্বেষামেব পরিণা-

কর্তৃক রুদ্ধ হইয়াছেন সেই দেশে গমন করিলেন । আৰ্য্য  
 সকলের হৃদয় অর্থাৎ মনোজ্ঞ ! “চরণৌ চলয়ন” ইহার ভাবার্থ  
 এই যে । আমার চরণ দর্শনের প্রতিঘাত জনিত ক্রোধকে  
 ঐ দুই চরণ দর্শন করাইয়া উপশম করিব এই অভিপ্রায়ে  
 ত্বরাজ্জলে পদদ্বয় দ্বারাই গমন করিলেন । লক্ষ্মীর সহিত গম-  
 নের তাৎপর্য্য এই যে নিকামদিগকেও ঐশ্বর্য্য সকল দ্বারা  
 পূর্ণ করিয়া ক্ষমা করাইবেন এই নিমিত্ত ॥

এস্থলে সন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এই যে, সেই সকল  
 আত্মারাম গণকেও আনন্দ দিবার জন্য । চরণ দর্শন দ্বারা  
 তাঁহার সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব হইল । লক্ষ্মীর সহিত এতদ্বারা  
 ভগবৎ শক্তির বিলাসকেও স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন ।  
 “স্বানাং” এই বহু বচন দুই জনের অপরাধ সকল পরিবারের  
 প্রতিই পতিত হইল । এই অপেক্ষা অথবা ঐ দুই জন

রেষাপততীত্যপেক্ষয়া তয়োবহু মানাদ্বা স্ব শব্দেন মুনীনাম্  
ন তাদৃশং তদাত্মায়ত্বমিতি বিবক্ষিতং । ৫৩ ॥

তত্র তৈদৃক্ষ্যং দেবমনুবর্ণয়তি পঞ্চভিঃ । তং ত্রাগত মিতি  
তে সনকাদয়ঃ স্বসমাধিনা ভাগ্যং ভজনীয়ং ফলং যদ্বাক্ষ্য  
তদেবাক্ষ্য বিষয়ং । যদ্বা স্বসমাধেঃ স্বস্য হৃদি ব্রহ্মা কারেণ  
পরতত্ত্ব স্ফূর্ত্তেভ্যঃ ফলরূপং । যতোহক্ষ্য বিষয়ং স্বপ্রকা-  
শতা শক্তি সংস্কৃত নিখিল ধীন্দ্রিয় স্ফূরিত ত্বেন সম্প্রতি  
বিম্পষ্টমেবানু ভুয়মানং । অনেন পূর্ব্ববৎ তস্য শব্দ  
স্পর্শ রূপরসগন্ধাখ্যানাং সর্কেষামেব ধর্ম্মাণাং সচ্চিদানন্দ

ভূত্যের বহু সম্মান হেতু দ্বিবিচন স্থানে বহু বচন প্রয়োগ হই-  
য়াছে । অপর স্বশব্দ প্রয়োগদ্বারা মুনিগণের জয় বিজয় তুল্য  
ভগবানের আত্মীয়ত্ব বিবক্ষিত হয় নাই ॥ ৫৩ ॥

ঐ স্থলে মুনিগণ কর্তৃক দৃষ্ট ভগবান্‌কে ৫ শ্লোকে  
বর্ণন করিতেছেন ॥

“তং ত্রাগত” এই শ্লোকে সেই সনকাদি আপনা দিগের  
সমাধির ভাগ্য অর্থাৎ ভজনীয় ফল যে ব্রহ্ম তাহাই চক্ষুবিষয়  
হইলেন । অথবা স্বীয় সমাধির অর্থাৎ নিজের হৃদয়ে ব্রহ্ম-  
রূপে পরতত্ত্ব স্ফূর্ত্তির ভাগ্য অর্থাৎ ফলরূপ । যেহেতু চক্ষুর  
বিষয় হইলেন অর্থাৎ ভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তি দ্বারা সং-  
স্কার বিশিষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয়া সকলের স্ফূর্ত্তি হওয়াতে সম্প্রতি  
স্পষ্টরূপে অনুভব করিলেন । এতদ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় ঐ

ঘনানন্দঃ সান্বিতঃ । তথা নিত্যমেব তথাবিধ সত্যতো  
 দেবিত্ব মাধুরী বৈচিত্র্যানুভব পূর্বকং পরমপ্রেমানন্দ  
 সন্দোহেন সেবমানৈস্তস্যাত্মীয়ৈঃ পুরুষৈ রানীত সেবো-  
 পয়িক নানা বস্তুভিঃ সেব্যমানং ভগবন্তং কথঞ্চিৎ কচিৎ  
 কদাচিদেব তদানীং কেনাপি সমাধিজ ভাগোদয়েন  
 কেবলমপশ্যামিতি তেষাং পরমবিদুষাং স্পৃহাস্পদাবস্থেষু  
 তেষু শ্রীবৈকুণ্ঠপুরুষেষু কস্যা অপি ভগবদানন্দশক্তে-  
 বিলাস ময়ত্বং দর্শিতং । অথ তেষাং ভগবদ্ভ্যন্তে রুদ্ধীপন-

ভগবানের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি সমুদায় ধর্মো-  
 রই সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব সাধিত হইল । ঐ রূপ নিত্যই সেই  
 প্রকার সর্বদা উদ্দীপ্ত মাধুর্য্যের বিচিত্র ভাব অনুভব পূর্বক  
 পরম প্রেমানন্দ সমূহদ্বারা ভগবানের সেবা পরায়ণ আত্মীয়  
 পুরুষগণকর্তৃক আনীত সেবার উপযুক্ত বস্তু সমূহ দ্বারা সেব্য  
 মান ভগবান্কে কোন প্রকারে কোন স্থানে কখনই দেখিতে  
 পান নাই কিন্তু তৎকালীন কোন সমাধি জনিত ভাগ্যের উদয়  
 হেতু সনকাদি মুনিগণ কেবল মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন ।  
 অতএব সেই পরম জ্ঞান শালি সনকাদি মুনিগণের স্পৃহার  
 আত্মদীভূত অবস্থা সম্পন্ন সেই শ্রীবৈকুণ্ঠ বাসি পুরুষ সকলে  
 ভগবানের কোন অনির্বচনীয় আনন্দশক্তির বিলাসরূপত্ব  
 দেখান হইল ॥

অনন্তর সেই সকল সনকাদি মুনিগণের ভগবদ্ভ্যন্তির উদ্দী-

যেন চিত্তকোভবত্বাতঃ পরিচ্ছদাদীনামপি তাদৃশত্বমাহ  
 হংসেতি সাক্ষৈঃ স্ত্রিতিঃ । কেশরা মুক্তাময়প্রাণস্বাঃ ॥ ৫৪ ॥  
 কুম্ভপ্রসাদেতি । কুৎসস্য দ্বারপাল মুনিবৃন্দস্য প্রসাদে  
 সমুৎপত্তিমিত্তি স্পৃহণীয়ানাং গুণানাং ধাম স্থানমিত্তি চ তত্ত-  
 দগুণানাং তাদৃশত্বং দর্শিতং । স্নেহাবলোকেতি বিলাসস্য ।  
 স্বঃ সুখভোগস্থানানি নিত্যানানন্দ রূপত্বাৎ । তেষাং  
 চূড়ামণিমাভ্যধিষ্ঠা স্ব স্বরূপং স্থানং ত্রীবৈকুণ্ঠং তাদৃশে  
 পুরসি শোভিতয়া প্রিয়া কৃত্বা সুভগবন্তমিব । ইবেতি

পন হওয়াতে চিত্তের কোভহেতু ভগবানের পরিচ্ছদ সকলের ও  
 তাদৃশত্ব আনন্দশক্তির বিলাসরূপক “হংসেতি” সাক্ষি তিন  
 শ্লোকে কহিতেছেন কেশর অর্থাৎ মুক্তাময় প্রাণস্বাঃ ॥ ৫৪ ॥

“কুৎসস্য” অর্থাৎ দ্বারপাল ও মুনি সকলের প্রতি  
 প্রসাদ বিষয়ে ভগবান্ প্রসন্ন মুখ । “স্পৃহণীয় ধাম” অর্থাৎ  
 তিনি স্পৃহণীয় সমস্ত গুণের আধার স্বরূপ । ইহার দ্বারা  
 সেই সেই গুণমকলের সচ্চিদানন্দ যন্থ দর্শিত হইল ।  
 “স্নেহাবলোক” এতদ্বারা বিলাসের । তথা “স্ব” অর্থাৎ  
 সুখভোগ স্থান সকলের নিত্য, অনন্ত ও আনন্দ রূপ স্বপ্রসূত  
 তাহাদের চূড়ামণি স্বরূপ আভ্যধিষ্ঠা অর্থাৎ আপনার স্বরূপ  
 ভূক্ত স্থান ত্রীবৈকুণ্ঠ । সেই প্রকার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীকে ধারণ  
 করায় তদ্বারা ঐ বৈকুণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন । ইব

বাক্যালঙ্কারে । অনেন শ্রীবৈকুণ্ঠস্য ॥

উক্তঞ্চ । তদ্বিশ্বগুর্বিবর্ত্যাদৌ আপুঃ পরাং মূদমপূর্ব  
মিত্যাदि বক্ষ্যতে চ ॥

শব্দের অর্থ বাক্যালঙ্কারে । ইহা দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের  
সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব দর্শিত হইল ॥

এই বিষয় ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে  
উক্ত হইয়াছে যথা ॥

“তদ্বিশ্বগুর্বিধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং

দিব্যং বিচিত্রং বিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ ।

আপুঃ পরাং মূদমপূর্বমুপেত্য যোগ

মায়াবলেন মুনয় স্তদথো বিকুণ্ঠং ॥

তাৎপর্য্য । ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ ! তদনন্তর মুনি  
গণ যোগমায়া বলে অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভাবে উক্ত বৈকুণ্ঠ  
ধামে উপনীত হইয়া পরমোৎকৃষ্ট হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন । বিশ্ব-  
গুরু ভগবান্ তথায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন স্ততরাং ঐ স্থান  
অতি অপূর্ব ও সমস্ত ভুবনের বন্দনীয় ছিল, আর সেই স্থানের  
চারিদিকে প্রধান প্রধান দেবগণের বিচিত্র বিমান সকল  
দীপ্তি পাইতে ছিল, তাহাতে ঐ স্থান সর্বদা দেদীপ্য মান  
হইয়া রহিত্যে ॥

ইহার পরেও ৩ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ২৭ । ২৮ শ্লোকে  
বলিবেন । যথা ॥

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনং ।

বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠক স্বয়ং প্রভুং ॥

ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্যচ ।

প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ সংশস্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়মিতি ॥৫৫॥

পীতাংশুকে ইতি উপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৫৬ ॥

বিদ্যাদিতি । হরতা মনোহরেণ । তদেবং পরিচ্ছদাদী  
নাংপি তাদৃশত্বং বর্ণয়িত্বা পুনস্তদৈবাতিমনোহরত্বমাহ ॥৫৭॥

ব্রহ্মা কহিলেন অন্তর সেই মুনিগণ বিকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ  
উত্তম রূপে দর্শন করিলেন । ভগবান্ এবং তদীয় নিবাস  
ভবন উভয়ই নেত্রোৎসব জনক ও সচ্চিদানন্দ প্রযুক্ত স্বয়ং  
প্রকাশমান, সুতরাং তদবলোকনে তাঁহাদের অতিশয় আন-  
ন্দানুভব হইল ॥

পরে তাঁহারা প্রদক্ষিণ পূর্বক প্রণাম করিয়া ভগবানের  
অনুমতি গ্রহণ করত প্রমোদিত হইয়া ভগবানের ঐশ্বর্যের  
কথা কহিতে কহিতে স্ব স্ব স্থানে প্রতি গমন করিলেন ॥৫৫॥

“পীতাংশুকে” এই শ্লোকে কাকি ও বনমালা দ্বারা  
লক্ষিত, এস্থলে উপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৫৬ ॥

“বিদ্যাদিতি” এই শ্লোকে “হরৎ” ইহার অর্থ মনোহর,  
অতএব এই প্রকার পরিচ্ছদ সকলেরও তাদৃশত্ব অর্থাৎ সচ্চি-  
দানন্দ ঘনত্ব বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার ভগবানের অতিশয় মনো-  
হরত্ব কহিতেছেন ॥ ৫৭ ॥



অত্রোপসৃষ্টমিতি ইন্দ্রিয়া উৎস্মিতং গর্ভঃ অত্র ভগবতি  
উপসৃষ্টং অন্য মদনার্বুদ সুন্দর কাস্তস্য নিত্যো ন লাভেন  
নিত্যমেবাধিকমাবির্ভাবিতমিতি তদীয়ানাং ধিয়া বিতর্কি-  
তং । অত্র হেতুঃ । বহু সৌন্দর্য্যসম্পন্নমিতি । নম্বেবং  
ভূতস্য লক্ষ্ম্যা অপি রহস্য মহানিধি রূপস্য পরম বস্তুনঃ  
কথং প্রকাশঃ সম্ভবতীত্যত আহ মহ্যমিতি মদানীনাং  
ভক্তানাং কৃতে অঙ্গং ভজন্তং মূর্ত্তিং প্রকটয়ন্তং । উল্লঙ্ঘিত  
ত্রিবিধদীপ সমাতিশায়ি

“অত্রোপসৃষ্ট” ইত্যাদি শ্লোকে ইন্দ্রিয়া শব্দে লক্ষ্মী  
তাঁহার যে উৎস্মিত ( গর্ভ ) তাহা এই ভগবানে উপসৃষ্ট  
( অন্তর্গত ) হইল, অর্থাৎ অসংখ্য কন্দর্প অপেক্ষা সুন্দর  
কাস্তের নিত্য লাভ দ্বারা নিত্যই অধিক আবির্ভাবিত হই-  
য়াছে এই বলিয়া তদীয় ভক্তগণের মনে এই রূপ বিতর্কিত  
হইতেছিল । ইহার হেতু এই ভগবান্‌ মূর্ত্তি বহু সৌন্দর্য্য সম্পন্ন ।  
যদি বল এই প্রকার লক্ষ্মীরও একান্ত মহানিধি রূপ পরম বস্তু  
ভগবদ্বিগ্রহের কি প্রকারে প্রকাশ সম্ভব হয় এই প্রশ্ন  
কহিতেছেন ॥

“মহ্যমিতি” অশ্রাদাদি ভক্তগণের নিমিত্ত “অঙ্গং ভজন্তং”  
মূর্ত্তি প্রকটন করেন ।

হে ভগবন্ ! আপনার প্রভুত্ব স্বভাব যাহা ত্রিলোকের  
সীমা তথা সম ও অতিশয় সম্ভাবনাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে,

সম্ভাবনম্ভব পরিব্রটিমস্বভাবং ।

মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং

পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যত্বাবা ইতিবৎ ।

ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তীত্যাदि श्रुतेः ।

তথাভূতং তমচক্ষতেতি নিরীক্ষ্য চ মুদা কৈঃ শিরোভি

নেমুঃ । ন বিশেষেণ তৃপ্তা দৃশো নেত্রাণি যেষাং তে ॥৫৮॥

তস্যোতি । টীকাচ । স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনা

নন্দাধিক্যমাহ তস্য পদারবিন্দ কিঞ্জলৈঃ কেশরৈর্মিশ্রা

যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসা

যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসা

চ্ছিদ্রেণ অক্ষরজুবাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি সংকোভং

এবং মায়াবলে আপনি স্বয়ং তাহা গোপন করিলেও যাঁহার

আপনার একান্ত ভক্ত নিরন্তর তাঁহার দর্শন করিয়া থাকেন

ইহার ন্যায় শ্রুতিতে বলিয়াছেন, ভক্তি ইহাঁকে প্রাপ্ত করান

এবং ভক্তি ইহাঁকে দর্শন করান ॥

সনকাদি মুনিগণ ভগবান্‌কে ঐরূপ দর্শন করিয়া ছক্

চিন্তে মস্তকাবনত করত নমস্কার করিলেন । কিন্তু তাঁহার

সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাদের নেত্র বিশেষ পরিতৃপ্ত হইল না ॥৫৮॥

“তস্যোতি” এই শ্লোকের টীকা যথা । ঐ মুনিগণের

স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের আধিক্য কহিতেছেন ।

ভগবানের পাদপদ্মের কিঞ্জলু অর্থাৎ কেশর মিশ্রিত। যে

তুলসী তাঁহার মকরন্দ যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্র যোগে তাঁহাদের

চিত্তে হৃতির্হর্ষঃ তনৌ রোমাঞ্চমিত্যেযা । অত্র পদয়ো  
ররবিন্দ কিঙ্কজমিশ্রা যা তুলসীতি ব্যাখ্যেয়ঃ । অরবিন্দ  
তুলসৌ চ তদানীং বনমালা স্থিতে এব ক্ষেপে অস্তু তার-  
ঙ্গগবদাভ্রভূতানাং তেষামঙ্গোপাঙ্গানাং তেষু ক্ষোভ  
কারিত্বং তৎ সম্বন্ধিনো বায়ুরপি ইতি ভাবঃ । অত্র  
শ্রীরামানুজশারীরকে হি দর্শিতমিদং ॥

সেই ক্ষণে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিত্তেতি ব্রহ্ম

অন্তর্গত হইল, যদিও তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অমুভা  
করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং পাত্রে রোমাঞ্চ  
হইল ॥

এস্থলে চরণদ্বয়ের অরবিন্দ “পদ্ম” কিঙ্কজ মিশ্রা যে  
তুলসী ইহাই ব্যাখ্যার যোগ্য । অরবিন্দ ও তুলসী তৎ  
কালীন বনমালাতেই ছিল ইহা জানিতে হইবে ॥

অপিচ ঐ সকল মুনিতে ভগবানের আত্ম স্বরূপ অঙ্গ ও  
উপাঙ্গ সকলের ক্ষোভজনকত্ব হওয়া দূরে থাকুক, ঐ অঙ্গ  
উপাঙ্গ সম্বন্ধীয় বায়ু ও তাঁহাদের ক্ষোভকারিত্ব হইয়াছিল ॥

এস্থলে শ্রীরামানুজ শারীরকেও এই বিষয় দেখাইয়াছেন  
যথা ॥

সেই জীব বিপশ্চিত্ত অর্থাৎ জ্ঞানঘন ব্রহ্মের সহিত  
সকল কার্মকে ভোগ করেন এবং বেদকে জানেন, কিন্তু

বেদ ন ফলমগময়দ্বাক্যং পরস্য বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণা-  
নন্তুঃ প্রবোধি বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্বান্ কামানশ্নুতে ।  
কামান্তু ইতি কামাঃ কল্যাণ গুণাঃ পর ব্রহ্মণা সহ তদগু-  
ণান্ সর্বানশ্নুত ইত্যর্থঃ । দহরবিদ্যায়া তাস্মিন্ ন যদন্ত-  
তদন্বেষ্ট্যমিতি বৎ গুণপ্রাধান্যং বক্তুং সহ শব্দ  
ইতি ॥ ৫৯ ॥

হর্ষকারিতং সস্ত্রমমাহ দ্বাভ্যাং । তে বা ইতি । তে বৈ  
কিল বদনমেব অসিত পদ্যকোষঃ ঈষদ্বিকসিতং নীলা-  
শূজং । তং উৎ উদ্ধঃ বীক্ষ্য লক্ষ্মনোন্নতথাঃ সন্তু নথা

পরমেশ্বরের বাক্য যে বেদ তাহার ফল জ্ঞাত নহেন । কেবল  
বিপশ্চিতং ব্রহ্মের গুণ সকলকে অনন্ত বলেন । বিপশ্চিতং  
ব্রহ্মের সহিত সমুদায় কাম ভোগ করেন ॥

কামশব্দের অর্থ কল্যাণ গুণ । পরব্রহ্মের সহিত সেই  
সকল গুণ যোগ করেন ইহাই তাৎপর্য্য । যাঁহার অন্ত নাই  
তাঁহাকে সেই শরীরে হৃদয় বিদ্যা দ্বারা অন্বেষণ করা কর্তব্য  
ইহার ন্যায় গুণের প্রাধান্য বলিবার নিমিত্ত সহ শব্দ প্রয়োগ  
করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

হর্ষকারি সস্ত্রম দুই শ্লোকদ্বারা কহিতেছেন যথা ॥

“তে বা ইতি” ৬০ শ্লোকে । সেই ঋষিগণ ! অসিত পদ্য  
কোষ অর্থাৎ বিকসিত নীল-পদ্মের ন্যায় ভগবানের বদন উর্দ্ধ  
দৃষ্টিদ্বারা অবলোকন করত মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন ।

এৱাৰুণমনয়ঃ তেষাং শ্ৰয়ণমাশ্ৰয় ভূতং অজিহ্মদ্বন্দ্বং পুনর-  
বেক্ষ্য অধো দৃষ্ট্যা বীক্ষ্য পুনঃ পুনরেবং বীক্ষ্য যুগপৎ  
সৰ্ব্বাঙ্গলাবণ্য গ্রহণাশক্তেঃ পশ্চান্নিদধ্যুচ্চিন্তয়া মাস্ত্রঃ  
যুগপদেব কথমিদমিদং সৰ্ব্বং পাশ্যেমেতুৎকণ্ঠাভিঃ স্থায়ি-  
ভাবপোষকং চিন্তাখ্যং ভাবমবাপুৰিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

পুংসামিতি বহুমতং ব্ৰহ্মণোহপি ঘন প্রকাশহাদত্যাৱদরা  
স্পদং । বহুনাং তত্ত্ব দৃশাং মংমতমিতি বা । পৌংস্নং  
পৌৰুষং বপুর্দর্শয়ন্তং । অস্য শ্ৰীবিষ্ণুৰ্ভূতনয়স্যার্ণব শায়ি  
নারায়ণাখ্যং পুরুষাবতারত্বেহপি নতু ব্ৰহ্মাদি বৎ সোপাধি

ভগবানের নথ সকলই অৰুণ বৰ্ণ মণি তাহাদের আশ্ৰয়ৰূপ  
চরণদ্বয় পুনৰ্ভাৱ অবলোকন কৰিয়া অৰ্থাৎ অধো দৃষ্টিদ্বাৰা  
পুনৰায় দৰ্শন কৰিয়া এককালীন সৰ্ব্বাঙ্গের লাভণ্য গ্রহণে  
অসমৰ্থ হইয়া পশ্চাৎ চিন্তা কৰিয়াছিলেন, এককালীন কি  
প্ৰকাৰে এই সমুদায় দৰ্শন কৰিব এই বলিয়া উৎকণ্ঠা বশতঃ  
স্থায়িভাব পোষক চিন্তা নামক ভাব প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৬০॥

“পুংসামিতি” ৬০ শ্লোকে, বহুমত অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মেরও ঘন  
প্ৰকাশ প্ৰযুক্ত অত্যন্ত আৱদরাস্পদ । অথবা বহু বহু তত্ত্বজ্ঞ  
দিগের সম্মত ইহাই বা । “পৌংস্নং” অৰ্থাৎ পুরুষাকার বপুঃ  
দৰ্শন কৰাইয়াছিলেন । এই শ্ৰীবিষ্ণুৰ্ভূতনয়ের সমুদ্ৰ শায়ি  
নারায়ণ নামক পুরুষাবতারত্বে ও ব্ৰহ্মাদির ন্যায় উপাধি

তয়া অনাবিভূত পুরুষাকারত্বমস্তি কিন্তু শ্রীবিষ্ণুঃ  
সাক্ষাৎতদাকারত্বমেবেত্যর্থঃ অনিমাद्यৈশ্বৰ্য্যযুতং বিশি-  
ষ্টং নতুপলক্ষিতং । অনেন তেষাং স্তুত্যাঙ্গাদ বিশেষণ-  
ত্বেন ঐশ্বৰ্য্যোপলক্ষি সমস্ত ভগানাং তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতং ।  
সমগুণন্ সমাগস্তবমিতি ॥ ৬১ ॥

অথ শ্রীভগবতস্তাদৃশতা ব্যঞ্জনীং নিজাং মূর্ত্তিং তেষামেব  
স্বহৃদাভিবক্তিকরণ স্তুতি বাক্যেন প্রমাণয়তি । শ্রীকু-  
মারা উচুরিতি । স্তুতিমাহ য ইতি পঞ্চভিঃ । তত্রাক্ষর

বিশিষ্ট অনাবিভূত পুরুষাকার নহে কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর ন্যায়  
সাক্ষাৎ তদাকারত্বই জানিতে হইবে । অনিমাদি অর্থাৎ ঐশ্বৰ্য্য  
যুত অর্থাৎ বিশিষ্ট কিন্তু উপলক্ষিত নহে । ইহার দ্বারা ঐ  
সকল ঐশ্বৰ্য্যাদির স্তুতির আঙ্গাদ বিশেষণত্ব রূপে ঐশ্বৰ্য্যোপ-  
লক্ষি সমস্ত ভগের অর্থাৎ সমুদায় ঐশ্বৰ্য্যের তাদৃশত্ব অর্থাৎ  
সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব প্রকাশিত হইল । “সমগুণন্” ইহার অর্থ  
সম্যক রূপে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর শ্রীভগবানের ঐরূপ প্রকাশিনী নিজ উক্তিকে  
সেই সকল ঋষিদিগের স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করণক স্তুতি  
বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন । “শ্রীকুমারা উচুঃ” অর্থাৎ  
ঐ সকল মনকাদি ঋষি কহিলেন ॥

৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে “যোন্তুহিতঃ” । ইত্যাদি শ্লোক  
হইতে ৫ শ্লোকে স্তুতি কহিতেন । এখানে “অক্ষর জুযা-

জুষামপীত্যনুসৃত্য বাখ্যায়তে । নিত্যং ব্রহ্মরূপেণ প্রকাশ-  
 শকেন তচ্ছিত্রং ইদানীং তু বিশুদ্ধ সত্ত্ব লক্ষণেন স্বরূপ-  
 শক্তি বৃদ্ধি বিশেষেণ প্রকাশিতয়া ঘন প্রকাশ পরতৈক-  
 রূপয়া মূর্ত্যা প্রত্যক্ষোহসি অহো ভাগ্যমস্মাক মিতাত্ত্বঃ ।  
 হে অনন্ত বস্তুং হৃদগতোহপি দুরাঅনাগন্তহিতো ন  
 ক্ষুরগি নোহস্মাকমন্তহিতো ন ভবসি নয়ন মূলং ত্বদৈব  
 রাঙ্কঃ প্রাপ্তোহসি । তথাচ । অপি সংগ্ৰহেন প্রত্যক্ষানু-  
 মানাভ্যামিত্যস্য বিষয় বাক্যং পরাঙ্কিণানি ব্যত্থং সম্যন্তু

অপি চিত্ত তত্ত্বাঃ” ঐ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোক স্মরণ করিয়া  
 ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥

হে ঊগধন! আপনি যে নিত্য ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশ পান  
 তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু এক্ষণে যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব রূপ স্বরূপ  
 শক্তির বৃদ্ধি বিশেষ দ্বারা প্রকাশিত ঘন প্রকাশ পরতত্ত্বের এক  
 স্বরূপ মূর্তিতে যে প্রত্যক্ষ হইলেন ইহাই আমাদের আশ্চর্য্য  
 ভাগ্য, এই অতিপ্রায়ে সনকাদি কহিলেন ॥

হে অনন্ত! যে তুমি হৃদয়স্থ হইয়াও দুরাঅ-বাস্ত্বিদিগের  
 নিকট অন্তর্হিত থাক অর্থাৎ তাহাদের নিকট প্রকাশ পাওনা  
 কিন্তু আমাদিগের নিকট অন্তর্হিত হইলে না, অদ্যই আমা-  
 দের নয়ন গোচর হইলে ॥

এই বিষয়ে শ্রুতি মথা ॥

সেই রূপ সম্যক্ আরাধনাতেও আপনি প্রত্যক্ষ ও অনু

তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নাস্তুরাত্মন্ কশ্চিচ্ছ্রীষঃ প্রত্য-  
গাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচ্ক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্নিত ॥

অন্তর্দ্বানাভাবে হেতুঃ ভবতুদ্ভবেন ব্রহ্মণা তেনাস্মৎ পিত্রা  
যহি' যদৈবানুবর্ণিত রহা উদ্দিষ্ট ব্রহ্মাখ্য রহস্যঃ তদৈব  
কর্ণ মার্গেণ গুহ্যং বুদ্ধিঃ গতোহসীতি তদুক্তং । অক্ষর-  
জুষামপীতি ॥ ৬২ ॥

ননু পিত্রোপদিষ্টঃ ভবতামদৃশ্যমাত্মতত্ত্বং অহং স্বন্য

মান দ্বারা বিষয় বাক্য হইয়াছেন । যে হেতু স্বয়ম্তু (ব্রহ্মা)  
আত্ম বিষয় ব্যতিরিক্ত পরাঙ্গ বিষয় অর্থাৎ ঘট পটাদি বিষয়  
ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিয়াছেন । সেই হেতু অন্তরাত্মা যে  
আপনি আপনাকে ভিন্ন দর্শন করেন না । বিস্তৃত চক্ষুঃ কোন  
ধীর পুরুষ মোক্ষেচ্ছু হইয়া প্রতাগাত্মাকে দর্শন করেন ॥

অন্তর্দ্বানের অভাবে হেতু এই, প্রভো ! আমাদের পিতা  
ব্রহ্মা, হোমা হইতে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি যৎকালে  
তোমার রহস্য অর্থাৎ ত্বদীয় ব্রহ্ম তত্ত্ব আশাদিগকে উপদেশ  
দেন, তৎকালেই তুমি আমাদের কর্ণ পথ দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে  
প্রবিষ্ট হইয়াছ, এই বিষয় উল্লিখিত অধ্যায়ের “অক্ষর জুষা”  
এই ৪২ শ্লোকে বর্ণন হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

ভগবান্‌ য'দ এই রূপ কহেন, অহে ঋষিগণ ! তোমা-



এব স্যাৎ দৃশ্যত্বাৎ নৈবং । অস্মাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়া ভেদ  
নিরাসাদিত্যাহ স্তং ত্বামিতি হে ভগবন্ আত্মতত্ত্বমেব  
পরং ত্বাং বিদামঃ বিদ্যাঃ প্রত্যভিজ্ঞানীমঃ । কেন প্রত্য-  
ভিজ্ঞানীথ । সংপ্রতি অধুনা সত্বেন অস্মাস্থেতদ্রূপাবি-  
র্তাবেন । এতাবন্তং কালং ন জ্ঞাতবন্তোবয়ং অধুনা তু  
সাক্ষাদনুভবেন নিশ্চিতবন্তঃ স্ম ইত্যর্থঃ । ব্রহ্ম চ ক্রীবি-  
গ্রহশ্চায়ং স্বপ্রকাশ পরমাত্মত্বেন এব স্ফুরতি চিত্ত  
বৃত্তি ব্রহ্মবৎ নেত্রে স্ফুরতি নতু দৃশ্যমে । নেত্রে চ  
তত্রাধার মাত্রমিতি দ্বয়মপ্যভেদেনৈব প্রতীম ইতি

দের পিতা ব্রহ্মা তোমাদিগকে যিনি দর্শনের বিষয়ীভূত হয়েন  
না, সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি অন্য,  
'যে' হৈতু দৃষ্ট হইতেছি, ইহাতে ধ্বংসগণ कहিলেন ইহা বলি-  
বেন না, আমাদের প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা ভেদ নিরাস হওয়ায়  
'বিলক্ষণ' আরণ হইতেছে, "তং ত্বামিতি" এই ৪৭ শ্লোকে ॥

• হে ভগবন্! সেই আত্ম তত্ত্ব রূপ পরম তত্ত্ব আপনাকে  
জানিলাম । কি প্রকারে জানিলে, সম্প্রতি এখন সত্ব দ্বারা  
অর্থাৎ আমি সকলে এই রূপে আবির্ভাব দ্বারা । একাল  
পর্যন্ত আপনাকে আমরা জানিতাম না কিন্তু সম্প্রতি সাক্ষাৎ  
অনুভব দ্বারা নিশ্চয় করিলাম । ব্রহ্ম এবং এই ক্রীবিগ্রহ  
স্বপ্রকাশ পরমাত্মত্ব রূপেই প্রকাশ পাইতেছেন । চিত্ত

ভাবঃ । ত্বং শুদ্ধচিত্তবর্ত্তো ব্রহ্মবৎ নেত্রে হ্যপ্যস্মাকং  
ক্ষুরসি নতু দৃশ্যত্বেনেতি ভাবঃ । ন কেবলং প্রত্যভিজ্ঞা  
মাত্রমিত্যাহঃ । এষামস্মাকং রতিং রচয়ন্তুং । অন্যথা  
রতিরপি ত্বয়্যস্মাকং নোদ্রবে দিতি ভাবঃ ।

নিরহংমানাদিত্বেন স্বেষামন্যতো রত্ন্য ভাবমেব দ্যোত-  
য়ন্তুস্তদাত্মতত্ত্বমাহঃ । তত্রাপি সাধন বৈশিষ্ট্যাৎ কিমপি  
বৈশিষ্ট্যাৎ চাহঃ ॥

যত্তদ্রূপত্বেনাবির্ভাবাদাত্মতত্ত্বং তেহনুতাপঃ কৃপা তেনৈব

বৃত্তিতে ব্রহ্মের ন্যায় নেত্রে ক্ষুর্ভূতি পাইতেছেন কিন্তু দৃষ্ট হই  
তেছেন না । নেত্রে এই পদে আধার মাত্র । ব্রহ্ম ও  
শ্রীবিগ্রহ দুইকেই অভেদ দ্বারা জানিলাম । আপনি শুদ্ধ চিত্ত  
বৃত্তিতে ব্রহ্মের ন্যায় আমাদের নেত্রেও ক্ষুর্ভূতি পাইতেছেন,  
কিন্তু দৃষ্ট হইতেছেন না । কেবল জানিলাম মাত্র তাহা নয়  
এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন । এই আমাদের রতিকেও জন্মাই-  
তেছেন । তাহা না হইলে আপনাতে আমাদের রতিও উদ্ভব  
হইত না ॥

আত্মারাম মুনিগণের অহঙ্কারাদি না থাকিলেও ভক্ত  
ভিন্ন অন্যত্র রতির অভাবই হয়, ইহাই প্রকাশ করত সেই  
আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন । তাহাতেও আবার  
সাধনের বিশিষ্টতা হেতু কোন অনির্বচনীয় বৈশিষ্ট্য কহি-  
তেছেন ॥ যাহা আরনার স্বরূপত্ব রূপে আবির্ভাব হেতু

বিদিতৈ দৃঢ়ভক্তিযোগৈ বদিতঃ । যদ্বা অনুতাপো  
 দৈন্যং তেন বিদিতৈ স্তে তব দৃঢ়ভক্তিযোগৈঃ কীদৃশাঃ  
 উদ্‌গ্ৰহ্মযো নিরহংমানাঃ অতএব বিরাগা তদেবং পিত্রা  
 নুবর্ণিতরহা ইত্যত্র রহঃ শব্দশচতুঃশ্লোকী রীত্যা তে  
 ভক্তেরেব বাচক ইতি ব্যঞ্জিতং ॥ ৬৩ ॥

অথ পূর্বমভেদমতয়োহপি সম্প্রতি স্বরূপানন্দ শক্তে  
 বিলাসৈ বিচিত্রিত মতয়ো ভূয়োপি ভেদাত্মিকাং ভক্তি  
 মেব প্রার্থয়িতুং ভক্তানাং স্থাতিশয়মাহুঃ । নাত্য-

আত্ম তত্ত্ব । আপনার অনুতাপ অর্থাৎ রূপা, তদ্বারা বিদিত  
 দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা জানিয়াছেন । অথবা অনুতাপ শব্দের  
 অর্থ দৈন্য, সেই দৈন্য দ্বারা বিদিত আপনার দৃঢ় ভক্তিযোগ  
 দ্বারা, মুনিগণ কি প্রকার ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন, তাঁহারা  
 উদ্‌গ্ৰহ্ম অর্থাৎ অভিমান শূন্য অতএব বাসনা রহিত সূতরাং  
 এই প্রকার হইলে ৪৬ শ্লোকে বর্ণিত “পিত্রানুবর্ণিত রহা”  
 অর্থাৎ আমাদের পিতা ব্রহ্মা তিনি যৎকালে আপনার রহস্য  
 আমাদিগকে উপদেশ দেন । এস্থলে রহঃ শব্দে চতুঃশ্লোকী  
 রীতি দ্বারা আপনার ভক্তির বাচক ইহা প্রকাশ হইল ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর পূর্ব অভেদ বুদ্ধি হইয়াও সম্প্রতি স্বরূপানন্দ  
 শক্তির বিলাস দ্বারা বিম্বিত বুদ্ধি হইয়া সনকাদি পুনর্বার  
 ভেদাত্মিকা শক্তিকেই প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত ভক্ত সকলের

স্তিকমিতি আত্যন্তিকং মোক্ষলক্ষণং প্রসাদমপি কিমুতান্যাদিন্দ্রাদি পদং ॥ ৬৪ ॥

ইদানীং স্বাপরাধং দোষমন্তে। ভক্তিং প্রার্থয়ন্তে কামমিতি হে ভগবন্, অতঃ পূর্বমস্মাকং বৃজিনং নাভবৎ। ইদানীং তু সমাগ্যপি জাতান যতস্তত্তত্তো শপ্তো। অতন্তেবৃজিনৈর্নির্ঘেষু কামং নোহস্মাকং ভবো জন্মস্তাৎ। অনেন তদধিগম উত্তর পূর্বাঘয়ো রঞ্জেষ বিনাশো তদ্ব্যপদেশাদিতি ন্যায়েনাসংভব তদ্ব্যবানাং ব্রহ্মজ্ঞানিনা-

সুখাতিশয় কহিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে ॥

“নাত্যন্তিকমিতি” হে ভগবন্! যে সকল কুশল ব্যক্তি আপকার আত্যন্তিক অর্থাৎ মোক্ষ লক্ষণ প্রসাদকেও যখন গণ্য করেন না তখন অন্য ইন্দ্রাদি পদের কথা কি? ॥ ৬৪ ॥

সম্প্রতি সনকাদি ঋষিগণ স্বীয় অপরাধ প্রকাশ করত ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। “কামমিতি” ৪৮ শ্লোকে। হে ভগবন্! ইহার পূর্বে আমাদের পাপ ছিল না, এক্ষণে সমুদায় পাপই জন্মিল, যেহেতু আপনার ভক্ত দুই জনকে শাপ দিয়াছি, অতএব সেই সকল পাপে আমাদের নরকে যথেষ্ট জন্ম হউক। এই স্বীকার দ্বারা নরক জন্ম প্রাপ্তিতে উত্তর পূর্ব পাপ দ্বয়ের অঞ্লেষ ও বিনাশ হউক। “তদ্ব্যপদেশা

মপি স্বেষাং বহুনরককারি বহু রাজিনাপাত ক্ষমাপণেন  
তযোরিথং ভূতগুণো হরিরিতি বং সর্বাদ্ভুতং মহিমত্বং  
সূচিতং । অহো নিরয়া অপি ভবেয়ুরেব ন তাবতাইপি  
পর্যাপ্তং । তেভ্যশ্চ নাস্মাকমপি ভয়ং অত্র তু মূলং দুষ্কলং  
ভবৎ পরাজুখী ভাব এব সত্বস্মাকং মাভূদिति স কাকু

দिति” অর্থাৎ তাহা ছল কিম্বা তদধিগমে ( ব্রহ্মদর্শনে ) পরে  
যে পাপ হইবে তাহার অস্পর্শ আর পূর্বে যে পাপ হইয়াছে  
তাহার বিনাশ হইল । যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না  
তাহার ন্যায় পাপ ও কর্ম স্পর্শ করে না । যেমন ঈশিকা  
তুলাতে অগ্নি স্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ ভস্মরাশি হয়, এই রূপ  
ব্রহ্মজ্ঞানির সমুদায় পাপ দন্ধ হইয়া যায়, সেই ছল প্রযুক্ত ।  
ইহাই মাধবভাব্য ব্যাখ্যা । এই ন্যায় দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞানিদিগের  
নরক জন্ম অসম্ভব এবং আত্মীয় সকলের অর্থাৎ ভক্তগণের  
বহু নরককারি বহুতর পাপের বে আপতন তাহার ক্ষমাপণ  
ছাড়া সেই জয় বিজয়ের “ইথং ভূত-গুণো হরিঃ” ১ স্কন্ধের  
৭ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্ত  
অমুক্ত সকলেই তদর্থ অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তি নিমিত্ত সমুৎ-  
স্কৃত হয়েন, ইহার ন্যায় সর্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য মহিমত্ব সূচিত  
হইল ॥

অহো ! আমাদের সমস্ত নরক হইলেও ইহাতে আমা-  
দের পাপের নিষ্কৃত হইবে না । সেই সকল নরক হইতে

প্রার্থনান্তে । নু বিতর্কে যদি তু নশ্চেতন্তে পদয়ো  
 রামেত তত্রাপালিবদেব কেবল তন্মাধুর্যা স্বাদাপেক্ষয়া  
 নহ ব্রহ্মাত্বানুভবাপেক্ষয়া । এবং বাচশ্চেত্যাदि । অত্র  
 ভক্তাপরাধস্য ভগবতাহংসনা তদ্বিচ্ছামাত্র কৃত তৎ ক্রোধ  
 জননাত্তেষামপরাধাভাসত্বে নেতি জ্ঞেয়ং । শ্লোক দ্বয়েহ-  
 স্মিন্ কৈবল্যান্নরকোহপি ত্রুড়ন্তিমাত্রং কাময়মানানাম-  
 স্মাকং তদবিরোধিত্বাৎ শ্রেয়ানিতি স্বায়স্য লক্ষং ॥ ৬৫ ॥

আমাদের ভয় নাই । এস্থলে আপনকার প্রতি পরাঙ্গুখী ভাব  
 রূপ যে দুক্ষুল অর্থাৎ দুক্ষুলে জন্ম তাহা যেন আমাদের না  
 হয় । ঋষিগণ কাকু অর্থাৎ কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতে লাগি  
 লেন । ‘নু’ শব্দের অর্থ বিতর্ক । হে ভগবন্ ! যদি আমাদের  
 মনঃ আপনকার চরণাবিন্দে রমণ করে অর্থাৎ তাহাতেই  
 অলির ন্যায় কেবল তাহার মাধুর্য্য আশ্বাদন অপেক্ষায় রমণ  
 করুক কিন্তু ব্রহ্মত্বের অনুভব অপেক্ষা দ্বারা রমণ না করুক ।  
 এই প্রকার “বাচশ্চেত্যাदि” এস্থলে ভগবান্ কর্তৃক ভক্ত  
 বিষয়ক অপরাধের ক্ষমা । কিন্তু সনকাদির তাহা নিজেচ্ছা  
 বশতঃ হয় নাই, ভগবানের ইচ্ছামাত্রে সনকাদির ক্রোধের  
 উৎপত্তি হয় একারণ সনকারি ভক্তাপরাধ হয় নাই, উহা  
 অপরাধের আভাস মাত্র জানিতে হইবে । এই দুই  
 শ্লোকে কৈবল অর্থাৎ মোক্ষ অপেক্ষা নরকও আপনার ভক্তি  
 মাত্র অভিলাষি আমাদের তৎসহ বিরোধ হেতু শ্রেয়স্কর

তথাহীপীথং কৃতার্থত্বমস্মাকমশিচিৎপ্রমিত্যাহঃ । প্রাদু-  
 রিতি । অনাত্মনাং আত্মনস্তব একান্ত ভক্তিরহিতানাং  
 অপ্রকটোহপি ইৎ ইথঃ যঃ প্রতীতোহসি তস্মৈ তুভ্যং  
 নম ইদং বিধেমেতি অত্রৈতদুক্তং ভবতি । এতে ব্রহ্ম-  
 বিদ্যা সিদ্ধানাং পরাবর গুরুণামপি গুরবঃ । অতএব পরম  
 হংস মহামুনিমিত্যুক্তং । তং ত্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাব  
 প্রধনম্ মায়াগুণভেদমোহৈঃ । সনন্দাদৈর্হৃদৈঃ সংবিভাব্য

অর্থাৎ ভক্ত্যভিলাষি আমাদের মুক্তি অপেক্ষা নরকও ভাল ॥৬৫

তথাপি আমাদের এই প্রকার কৃতার্থত্ব অশিষ্য এই  
 অভিপ্রায়ে ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের “প্রাদুশ্চকর্থ” এই ৫০  
 শ্লোকে কহিতেছেন । “অনাত্মনাঃ” অর্থাৎ আত্মা যে আপনি  
 আপনার একান্ত ভক্তি রহিত অনাত্মা জনসকলের নিকট যে  
 আপনি অপ্রকট হইয়াও এই প্রকারে জ্ঞাত হইয়াছেন সেই  
 আপনাকে আমরা নমস্কার করি । এস্থলে ইহাই কথিত  
 হইল । এই সনকাদি ব্রহ্মবিদ্যা “জ্ঞান” সিদ্ধ পরাবর গুরু  
 সকলেরও গুরু । অতএব পরমহংস মহামুনি সকলের ইহা  
 এই অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ॥

৯ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥

প্রভো ! আপনি জ্ঞান ঘন স্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্তি  
 অতএব যে সকল ব্যক্তির মায়া গুণ নিমিত্ত ভেদ মোহ

মিতি ত্রীমদংশুসদ্রাক্যাদৌ ইহাত্মা • ত্বং সল্যগ্জগাদ মুনয়ো  
 যদচক্ষতাঅমিতি ব্রহ্ম বাক্যাদৌ তস্মৈ যদিত কষায়া  
 তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমার ইত্যাদৌ  
 শ্রুতৌ চ তথা প্রসিদ্ধং । আসন্নানুভবসৈব তু সিদ্ধম্ ।

প্রধ্বস্ত হইয়াছে তাদৃশ সনন্দনাদি মুনি জনেরও হৃদয়ে বিচিন্ত-  
 নীয় । আমি মূঢ়, বিচার দ্বারাও কিরূপে আপনাকে জানিতে  
 পারি । ফলত আপনি জ্ঞানঘন স্বরূপ এ প্রযুক্ত জ্ঞানের বিষয়  
 নহেন, যদি মাৎ বিচারের বিষয় হয়েন তথাচ আমি মায়াগুণে  
 অভিভূত, হৃৎ হরাং বিচারে সমর্থ নহি ॥

এই অংশুমানের বাক্যাদিতে ॥

তথা ২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ॥

হে নারদ ! আমি বিবিধ লোক সৃজন কারিতে অভিলাষ  
 করিয়া তপস্যা করি, তাহা ভগবানে সমর্পণ করাতে তিনি  
 আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া চারিটি সন নাম ধারণ করেন  
 অর্থৎ সনৎকুমার, সনক, সনন্দ এবং সনাতন এই চারি নামে  
 স্বাধি হয়েন এবং পূর্ব কল্পের প্রণয়ে পিনষ্ট আত্ম তত্ত্ব ঐ  
 মুনিগণকে সম্যক্ রূপে উপদেশ দেন, তাহাতে তাঁহারা  
 তৎক্ষণাৎ স স্ব মনে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । এই  
 ব্রহ্মার বাক্যে ॥

অপর, ভগবান্ সনৎকুমার সেই যদিতকষায়কে, ( বিষয়  
 বাসনা রহিতকে ) “তমসঃ” সংসারের পার দেখাইলেন ।



নিমাদিভির্বিঘ্নোহপি সংভাব্যঃ নতু সিদ্ধানুভবঃ ।  
 তং সপ্রপঞ্চমধিকৃত সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ভজতে  
 প্রবিবুদ্ধ বস্তুরিতি শ্রীকপিলদেব বাক্যাত্ । অতএব  
 তেষাং প্রধ্বস্ত মায়াগুণভেদমোহানাং ক্রোধাদিকম-  
 পি দুর্ঘটদুর্ঘটনাকারিণ্যা শ্রীভগবদিচ্ছয়ৈব জাতমিতি তৈ-  
 রপি ব্যাখ্যাতঃ । তদেবং তেষাং সতত ব্রহ্মানন্দ মগ্নত্বং

ইত্যাদি শ্রুতিতেও ঐরূপ প্রসিদ্ধ আছে ॥

অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্য দ্বারা অনুভব সিদ্ধের বিঘ্নও সম্ভবে কিন্তু  
 সিদ্ধানুভবের বিঘ্ন সম্ভবে না, যে হেতু এই বিষয় ৩ স্কন্ধের  
 ২৮ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে কপিণ কহিয়াছেন যথা ॥

যোগি ব্যক্তির দেহও পূর্ণ সংস্কার বশতঃ স্বীয় ব্যাপার  
 নির্বাহ করত যাবৎ আপনার আরম্ভক কর্মের সমাপ্তি না  
 হয় তাবৎপর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান হইয়া জীবিত  
 থাকে, কিন্তু সমাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়া আত্ম তত্ত্ব অবগত  
 হওয়াতে স্বপ্নাদি দেহ ভুল্য পুত্রাদি দেহ সহ ঐ দেহ পুন-  
 র্বার প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার “আমি আমার”  
 এই রূপ অভিমান পরিত্যাগ হয় ॥

অতএব নাগার গুণ যে ভেদ মোহ তদ্রহিত সেই সনকাদি  
 ঋষি সকলের ক্রোধাদিও দুর্ঘট ঘটনাকারিণী ভগবদিচ্ছা দ্বারা  
 ই জন্মিয়াছিল । ইহা শ্রীশ্রীপাদই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।  
 সুতরাং এই ঋষিগণের ব্রহ্মানন্দ মগ্নত্ব সিদ্ধ হইল । যে হেতু

সিদ্ধং । তদুক্তং অক্ষরজুষামপি ইতি যোহন্তর্হিত  
ইত্যাদি চ । শ্রবতে চান্যত্র ব্রহ্মজুষামবিক্ষিপ্ত চিত্তত্বং ॥

যথা সপ্তমে শ্রীনারদ বাক্যং ॥

কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিল বৃত্তি যৎ ।

চিত্তং ব্রহ্মসুখ সম্পৃক্তং নৈবোত্তিষ্ঠেত কহিঁচিদিতি ।

তথাপি তেষাং শ্রীভগবদানন্দাকৃষ্ট চিত্তত্বমুচ্যতে ।

এবমন্যেষামপ্যাত্মারামাণাং তাদৃশত্বং শ্রয়তে ।

স্বসুখ নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্য ভাবো

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে “অক্ষর জুষামপি” তথা  
“যো হন্তর্হিত” ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের এই ৪৬ শ্লোকেও  
উক্ত হইয়াছে । অন্যত্রও শ্রুত হইতেছে যে ব্রহ্মানন্দসেবি  
সকলের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না ॥

৭ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীনারদের বাক্য যথা ॥

মহারাজ ! যে চিত্ত কামাদি দ্বারা ক্ষুব্ধ না হয় তাহা  
আর কদাচ উত্তীর্ণ অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় না, কারণ ব্রহ্ম সুখ  
সম্পৃক্ত হওয়াতে তাহার সমস্ত বৃত্তি প্রশান্ত হইয়া যায় ॥

তথাপি তাঁহাদের চিত্ত ভগবৎ সম্বন্ধীয় আনন্দ কর্তৃক  
আকৃষ্ট ছইয়াছিল । এই প্রকার অন্য আত্মারাম সকলেরও  
চিত্তের আকৃষ্টত্ব শ্রুত হইতেছে ॥

১২ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে যথা ॥

সূত কহিলেন, স্বীয় সুখে পূর্ণ চিত্ত, অন্য ভাব বর্জিত,

ইপ্যজিতরুচির লীলাকুস্তমাব ইত্যাদিষু ॥

অথ লোকসংগ্রহার্থেবৈষা তেষাং ভক্তিপ্রক্রিয়া প্রাচীন সংস্কারবশা বা । নৈব উভয়ত্রাপি বাসো যথা পরিকৃতঃ মদिरামদাস্ক ইতিবক্তৃত্রাবেশাসংভবাং । দৃশ্যতে ত্বন্যত্রো নাবেশঃ ॥

মানসা মে স্তূতা যুস্মৎ পূৰ্বজাঃ সনকাদয়ঃ ।

চৈরুপহাস্যসা লোকাল্লোকেষু বিগতস্পৃহা ইত্যভি

ভগবান্ অজিতের রুচির লীলায় আকৃষ্টান্তঃকরণে যে ঋষি এই তত্ত্ব দীপ পুরাণ সংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিল পাপ নাশক বাস পুত্র শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করি ॥

যাহা হউক, লোকসংগ্রহের নিমিত্তই সনকাদি মুনিগণের এই প্রকার ভক্তি কিস্বা প্রাচীন সংস্কার বশতই বা । উভয় স্থলেই এ প্রকার নহে, কেন না, ৩ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে, মদिरামদাস্ক ব্যক্তি যেমন আপনার কটিতে পরিবেষ্টিত বস্ত্র আছে কি পড়িয়াগিয়াছে অনুদক্ষান করে না, ইহার ন্যায় তাহাতে আবেশ অসম্ভব । পরন্তু তাঁহাদের অন্যত্র অনাবেশ দৃষ্ট হইতেছে ॥

৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ব্রহ্ম বাক্য যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন অহে দেবগণ ! তোমাদের পূৰ্বজাত সনকাদি চতুর্নয় আমার মানস পুত্র লোক মধ্যে নিস্পৃহ হইয়া আকাশ মাগে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,

মানাং । ভগবতি ভ্রাবেশঃ পরমহংস মহামুণীনাং শ্বেষণীয়  
চরণাবিহ্যত্র যাদৃচ্ছিকতাবিরোধ্যশ্বেষণীয়ত্বাভিধানাং ॥

পঞ্চমেতু ॥

অসঙ্গ নিশিত জ্ঞানামগনিধুতশেষমলানাং ভবং স্বভাবা-  
নামাত্মারামাণাং মুণীনাং নবরত পরি গুণিত গুণ গণে যত্র  
পদ্যে কাদেক নিষ্ঠত্বমপুত্তং । অজিত কুচির লীলাকৃষ্ণ-  
সার ইত্যত্রৈব চ । তত্রাপি ত্রেনেশ নিবৃতি মবাপুরনঃ

এই কথন হেতু । পরন্তু ভগবানে তাঁহাদের আবেশ পরম-  
হংস মহামুনি সকলের অশ্বেষণীয় চরণরম্যকে, এস্থলে যাদৃ-  
চ্ছিকতার অবিরোদি অশ্বেষণীয়ত্ব কথন হেতু ।

৫ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৩ পদ্যে যথা ॥

প্রভো ! তোমার দর্শন অতি দুর্লভ, যে সকল আত্মারাম  
মুনিগণের বৈরাগ্য দ্বারা তীক্ষ্ণীভূত জ্ঞানায়িত্তে অশেষ মল  
নির্দগ্ধ হইয়াছে তাহাদের পক্ষেও তোমার কেবল গুণ কথন  
পরম সঙ্গল জনক । অতএব তাঁহারা অনবরতই তোমার গুণ-  
গণের শ্রব করিয়া থাকেন এই পদ্যে তাঁহাদের এক নিষ্ঠত্বও  
উক্ত হইয়াছে । ১২ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে, ভগ-  
বান্ অজিতের কুচির লীলা দ্বারা আকৃষ্টান্তঃকরণ এস্থলে-  
তেও । এস্থানেতেও অর্থাৎ ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৫০ শ্লোকে  
হে ঈশ ! আপনি এই যে মূর্তি প্রকটিত করিলেন ইহার দ্বারা

দৃশো ন ইত্যাদৌ সুখদত্তমপি সাক্ষাদেবোক্তং । অত্র  
পূর্বোক্ত হেতুশ্চ স্তূতো প্রত্যুতো পালস্তপ্রসঙ্গাচ্চ  
স্নেহাবলোক কলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তমিতি সাক্ষাদুক্তেশ্চ  
দৃশামেব সুখং জ্ঞাতমিত্যনাসক্তিবঞ্জিত্যপি ন ব্যাথে-  
য়ং । তস্মাদাত্মারামণাং রমণাস্পদত্বাং ব্রহ্মাখ্যাত্ম-  
বস্ত্বেন শ্রীভগবান্ । তত্রাপি চকার হেষাং সংকোভ-  
মক্ষরজুষামপি চিত্ততত্ত্বোরিতি শ্রবণাং ততোহপি ঘন-  
প্রকাশঃ । তত্ত্ববিচিত্র শ্রীভগবদঙ্গোপাঙ্গাদাভিনিবেশ

আমাদের নেত্র অতিশয় পরিহৃষ্ট হইল । ইত্যাদি শ্লোকে  
ভগবানের শ্রীমূর্তির সুখপ্রদত্ত ও সাক্ষাৎ কথিত হইয়াছে ।  
এস্থলে পূর্বোক্ত হেতুও স্তূত বিষয়ে বাস্তবিক উপালম্ব  
অর্থাৎ তিরস্কার প্রসঙ্গ হেতু ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৯  
শ্লোকে, ভগবানের সপ্রেম কটাক্ষেই সকলের হৃদয়ে সুখানু-  
ভব হইতেছিল । এই সাক্ষাৎ উক্তি হেতু কেবল চক্ষুরই সুখ  
জন্মিল, ইহাতে অনাসক্তি প্রকাশ, এরূপ ব্যাখ্যা উচিত হয়  
অতএব আত্মারাম সকলের রমণস্থল প্রযুক্ত ব্রহ্মনামক আত্ম-  
বস্তুরই শ্রীভগবান্ । তাহাতেও আবার এই অধ্যায়ের ৪৩  
শ্লোকে, তাহাতে যদিও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মা-  
নন্দ অনুভব করিতেন তথাপি তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং শরীরে  
লোমাঞ্চ হইল । এই শ্রবণ হেতু সেই ব্রহ্ম হইতেও শ্রীভগ-  
বান্ মূর্তির ঘন প্রকাশ সেই সেই বিচিত্র শ্রীভগবানের অঙ্গ

দর্শনাদানন্দবৈচিত্রী চোপলভ্যতে ॥

সাচান্যথানুপপত্ত্যা স্বরূপশক্তিরাস রূপৈবেতি । ননু  
ভবতু তেষামানন্দাধিক্যান্তস্মিন্নিবিশেষ স্বরূপানন্দস্যৈব  
ঘনপ্রকাশতা । উপাধি বৈশিষ্ট্যাৎ । যতঃ বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ  
ভাবিতায়াং চিত্তবৃত্তৌ যদ্বাক্ষ্য স্ফুরতি তদেব ঘনীভূতাখণ্ড  
বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ে ভগবতি স্ফুরত্তদধ্যাস্ত তয়া । তদৈক্য-  
মাপন্যায়াং তদ্যাং বিশেষ এব স্ফুরতি । তদেব ঘনীভূতা-  
খণ্ড বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ে ভগবতি স্ফুরত্তদধ্যাস্ত তয়া । তদৈক্য  
মাপন্যায়াং তদ্যাং বিশেষ এব স্ফুরতি । অতএব ক্রীবি-  
গ্রহাদি পরব্রহ্মণোরভেদ বাক্যমপি তদত্যন্ততাদাত্ম্যা-

উপাস্তাদিতে অভিনিবেশ পূর্ণিক দর্শন হেতু আনন্দের বিচি-  
ত্রতাও উপলব্ধ হইল । সেই বিচিত্রতা অন্য প্রকার অনুপ-  
পত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি দ্বারা স্বরূপশক্তির বিলাসরূপই হইয়া-  
ছেন ॥

যদি বল ঐ সকল মূনিপণের আনন্দাধিকা প্রযুক্ত তাঁহাতে  
নির্বিশেষ স্বরূপ আনন্দেরই ঘনপ্রকাশ হউক । কেন না  
উপাধির বিশিষ্টতা আছে । অতএব বিশুদ্ধ সত্ত্বাংশ ভাবিত  
চিত্ত বৃত্তিতে যে ব্রহ্ম স্ফূর্তি পান তাহাই ঘনীভূত অখণ্ড শুদ্ধ  
সত্ত্বময় ভগবানে স্ফূর্তি করত তাঁহাতে আরোপিত দ্বারা  
তাঁহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত সেই চিত্ত বৃত্তিতে বিশেষই স্ফূর্তি  
প্রাপ্ত হইল ॥

পত্ন্যপেক্ষ্যৈব অতএব তত্র তত্রোপাধাবেক এব নির্ভেদ  
পরমানন্দঃ সমুপলভ্যতে নতু বিশেষাকার গন্ধোহপি তত্ত-  
ছুপাধেরপেক্ষণং তু প্রতি পদ তদানন্দ সমাধিগত কোতুক  
নিবন্ধনং । তস্মাৎ কথমেনে প্রমাণেন তত্তছুপাধীনাগপি  
পরতত্ত্বাকারত্বং সাধ্যত ইতি ॥

উচ্যতে । ভবন্যতে তাবদযৎ শুদ্ধচিত্তবৃত্তৌ পরব্রহ্ম  
ক্ষুরতি তৎসমাগেব ক্ষুরতি । ভেদাংশ লেশ পরিত্যা-  
গেনৈব ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গীকারাৎ । অসম্যগ্ জ্ঞানস্য তত্ত্বা

অতএব শ্রীবিগ্রহাদি ও পর ব্রহ্ম এই দুইয়ের অভেদ  
কাক্যও তাহা অত্যন্ত তৎ সরূপত্বের অপেক্ষা দ্বারাই হইল  
অতএব সেই সেই শ্রীবিগ্রহও ব্রহ্মোপাধিতে এক নির্ভেদ  
পরমানন্দই উপলব্ধ হইল, বিশেষ আকারের গন্ধও লাভ  
হইল না । পরন্তু সেই সেই উপাধির অপেক্ষা প্রতি পদে  
তদানন্দ সমাধিগত কোতুক নিবন্ধন । সেই হেতু কিপ্রকারে  
এই প্রমাণ দ্বারা সেই সেই উপাধি সকলেরও পরতত্ত্ব রূপ  
সাধ্য হইতেছে । এই প্রশ্নে কহিতেছেন । তোমার মতে  
যে শুদ্ধ চিত্ত বৃত্তিতে পরব্রহ্ম ক্ষুর্তি পাইতেছেন তাহা  
ভেদাংশলেশ পরিত্যাগ দ্বারাই সম্যক্ ক্ষুর্তি পাউন যে হেতু  
ব্রহ্ম বিদ্যার অঙ্গীকার আছে । অসম্যক্ জ্ঞানের অঙ্গীকার  
হেতু তদ্বারা মোক্ষও সম্ভবে না । অতএব শ্রীবিগ্রহাদিতে

নঙ্গীকারান্তে কৈবল্যাসম্ভবাচ্চ । অগো ন শ্রীবিগ্রহা-  
দাবধিকাবিভাবানঙ্গীকারো যুজাতে । কিঞ্চ । শুদ্ধ সত্বময়া  
বিগ্রহাদি লক্ষণোপাধয় ইতি বদত স্তব কোহভিপ্রায়ঃ ।  
কিং তৎপরিণামা স্তে তৎ প্রচুরা বা নাদ্যঃ রজোহসদ্ভা-  
বেন পরিণামাসম্ভব ইত্যুক্তং । নচান্ত্যঃ যেষু বিগ্রহাদিষু  
তৎপ্রাচুর্য্যং তে মিশ্র সত্বস্য কার্য্য ভূতা ইত্যর্থাপত্তৌ  
সত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিঃ । বিত্যাদি বচন জাতে  
নিশুদ্ধ পদ বৈষয়্যামিতি চোক্তমেব অস্তু বা বিমিশ্রত্বং ।  
তথাপি তাদৃশে ব্রহ্ম ক্ষুরণ যোগ্যতৈব ন সম্ভবেৎ কিং

অধিক আবির্ভাবের উপযুক্ত হয় না ॥

আর ও । শুদ্ধ সত্বময় বিগ্রহাদি স্বরূপ উপাধি সকল  
এই যে কহিতেছ ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি ? সেই  
উপাধি সকল কি সত্বের নিকার অথবা সত্ব প্রচুর । অন্য  
রজোগুণের অসদ্ভাব হেতু পরিণামের অসম্ভব ইহা উক্ত হয়  
নাই এবং অন্ত্য অর্থ্যং সত্ব প্রচুর নহে, যে বিগ্রহাদিতে সত্ব  
প্রাচুর্য্য হইয়াছে সেই বিগ্রহ সকল মিশ্রসত্বে কার্য্য স্বরূপ  
হইয়াছেন এই অর্থ্যাপত্তিতে ১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের “সত্বং  
বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ” অর্থ্যং হে প্রভো ! আপনি  
স্থিতি কালে বিশুদ্ধ সত্ব শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন এই  
২৮ শ্লোকে বর্ণিত নিশুদ্ধ পদের ব্যর্থতা ইহাই উক্ত হই-  
য়াছে । কিম্বা বিমিশ্রত্ব থাকুক । তথাপি তাদৃশ অর্থ্যং



পুনর্বিশেষেণেতাদৃশ্য বিস্মৃতিশ্চ স্যাৎ । অথাখণ্ড  
 বিশুদ্ধ সত্বাশ্রয়ত্বেন তেহপি তদ্রূপ তয়ৈবোচ্যন্তে ।  
 ততশ্চ তে অনুভূতাখণ্ড শুদ্ধ সত্বে তস্মিন্ ব্রহ্মানুভব-  
 স্তীতি চেৎ তদযুক্তং কল্পনা গৌরবাৎ । তেহচক্ষতাক্ষ  
 বিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যমিতি সাক্ষাদেব গোচরী কৃতত্বেনোক্ত  
 তয়া পরম্পরা দৃষ্টত্ব প্রতিঘাতাচ্চ তস্মাৎ সত্বস্য প্রাকৃত-  
 ত্বস্ত নিষিদ্ধমেব । প্রাকৃত সত্ব পরিণামান বা তৎ প্রচুরাঃ ।  
 কিন্তু স্বপ্রকাশতা লক্ষণ শুদ্ধসত্ব প্রকাশিতা ইতি প্রাক্ত-  
 নমেবোক্তং ব্যক্তং । অতএব তেষামুপাধিত্ব নিরাকৃতে

মিশ্র প্রমাণের দ্বারা ভগবানে ব্রহ্ম ক্ষুরণের যোগ্যতাই সন্দ-  
 বে না । তাহাতে বিশেষ ক্ষুর্তি কি প্রকারে হইবে, এই  
 উদ্দেশ্য করিয়া বিস্মৃতিও হইতেছে ॥

অনন্তর অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্বাশ্রয়ত্ব রূপে বিগ্রহ সকলও  
 অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, অতএব সনকাদি  
 ঋষিগণ সুন্দর রূপে অনুভূত সেই অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্বে ব্রহ্মানু-  
 ভব করিয়াছিলেন । যদি হই বল তাহা অযুক্ত, যে হেতু  
 কল্পনার গৌরব হয় । ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে  
 “তে হচক্ষতাক্ষ বিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যং” এস্থলে সাক্ষাৎ  
 গোচরীত্ব রূপে উক্ততা হেতু পরম্পরা অদৃষ্টত্বের প্রতি ঘাত  
 হইল । অতএব শুদ্ধ সত্বের প্রাকৃতত্বও নিষিদ্ধ হইল ।  
 বিগ্রহাদি প্রাকৃত সত্বের পরিণাম অথবা তাহা প্রচুর নহে ।

সুহৃদমুভবা নন্দ বৈচিত্রীচ সংপদ্যতে । তথৈব তমেদমেবং  
 ভূত মচক্ষতেতি তত্ত্ববিষয় সৌন্দর্য্য বর্ণনং প্রস্তুতোপকারি  
 ত্বাৎ সার্থকং স্যাৎ । অথও শুদ্ধ ময়ত্ব কথন মাত্রেণৈ  
 বাতিপ্রেত সিদ্ধেঃ । অতএব নিরীক্ষ্যচ ন বিতৃপ্ত দৃশ  
 ইতি দৃক্ সম্বন্ধিত্বাদ্রূপকৃতৈবাতৃপ্তিরুক্তা । তথৈব  
 চ শব্দেনৈবাক্ষর জয়িত্বং পদারবিন্দ পরিমলাত্মক বায়ু  
 লক্ষণস্য তদ্বিশেষস্য দর্শিতং অন্যথোভয়ত্রাপি ব্রহ্মানন্দ

কিন্তু স্বপ্রকাশতা স্বরূপ শুদ্ধ মত্ব প্রকাশিত ইহা পূর্বেই  
 স্পষ্ট রূপে কথিত হইয়াছে ।

অতএব সেই সকল বিগ্রহাদির উপাধিত্ব নিরাকৃত হও-  
 য়াতে সেই সেই অনুভবানন্দের বিচিত্রতাও সম্পন্ন হইল ।  
 মনকাদি ঐ প্রকারই তাঁহাকে এই রূপ অবলোকন করিয়া  
 ছিলেন । এতদ্বারা সেই সেই বিষয়ের সৌন্দর্য্য বর্ণন প্রা-  
 সঙ্গিকের উপকারিত্ব হেতু সার্থক হইল । অথও শুদ্ধ মত্ব  
 ময় কথন মাত্রেই অভিপ্রেত সিদ্ধি হইল । অতএব ক্রীভগ-  
 বন্মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মনকাদি ঋষিগণের নয়ন পরিতৃপ্ত হয়  
 নাই, ইহাতে নেত্র সম্বন্ধিত্ব প্রযুক্ত রূপ কৃত অবিতৃপ্তি  
 উক্ত হইয়াছে । ঐ রূপ ৪২ শ্লোকে চকারের প্রয়োগ হেতু  
 ভগবৎ পদারবিন্দের সৌরভ বিশিষ্ট বায়ু আক্ষর জয়িত্ব অর্থাৎ  
 ব্রহ্মানন্দের জয় কারিত্ব দর্শিত হইল । তাহা না হইলে

সৈব নিৰ্দেশেষ তয়োপলভ্যমানস্তে বিদ্যাজুষামপীতুপা-  
ধি প্রধানমেবোচ্যেত উপাধিযুগলসৈব মিথঃ স্পর্ধিত্ব  
প্রাপ্তেঃ । অনেনাক্ষরানুভব স্তথ জয়িত্ব কথনেন বশি-  
ষ্ঠাদীনাং পুত্রশোকাদিকমিব তদাবেশাভাস এবায় মিত্যপি  
নিরস্তঃ ॥

এবমেবোক্তঃ শ্রীস্বামিভিরপি ।

স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমানেতি তস্মা-  
দস্তি বৈচিত্র্যমপি । অতএব তৈরপি বিচিত্র তয়ৈব  
প্রার্থিতং । চেতোহলিবদ্যদি নু তে পদয়োঃ সমেততাদৌ

চিত্ত এবং দেহে এই উভয়েই নিৰ্দেশেষ রূপে ব্রহ্মানন্দেরই  
উপলব্ধি হওয়াতে ব্রহ্মানন্দ সেবি সকলেরই উপাধি প্রধানই  
উক্ত হইত । যে হেতু উপাধিদ্বয়েরই পরস্পর স্পর্ধাকারিত্ব  
প্রাপ্ত আছে ।

এই ব্রহ্মানন্দানুভব স্তথ জয় কারিত্ব কথন দ্বারা বশি-  
ষ্ঠাদি মুনি সকলের পুত্র শোকাদির ন্যায় এই ব্রহ্মের আবেশা  
ভাব নিরস্ত হইল । এইরূপ শ্রীধর স্বামীও ৪৩ শ্লোকে  
সেই মুনি গণের স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের আধিক্য  
কহিয়াছেন । সেই হেতু ভগবানে বিচিত্রতা আছে । অত  
এব সেই মুনিগণও বিচিত্র রূপে প্রার্থনা করিয়াছেন যথা  
৪৩ শ্লোকে, প্রভো । যদি স্যাৎ আমাদের চিত্ত তোমার  
চরণারবুন্দে ভ্রমর সদৃশ হইয়া যদি রমণ করে আর্থাৎ মধুকর

অক্রে চেন্মধুবিন্দেত কিমর্থঃ পর্ব্বং ব্রজেদতি ন্যায়েন  
তদুপাধান্তরাশ্বেগং নৈবর্থ্যাৎ । তেষামভেদাভ্যকোহনুভবো  
কাভাবাচ্চ । কিঞ্চ । ন তেষামভেদাভ্যকোহনুভবো  
বা দৃশ্যতে । প্রত্যুত নেমু নির্বীক্ষ্য ন বিতৃপ্ত দৃশোগুণা  
কৈঃ । কামং ভবঃ স্ব ব্রজিনৈ নির্বয়েষু নস্তাদিত্যাদৌ  
তৎ প্রতিযোগি নমস্কারাদুপলক্ষিত ভেদাত্মক ভক্তি  
সুখমেব দৃশ্যতে । তস্মান্মায়িকোপাধিনির্হীনত্বাদ্বেয়াংশ  
তয়া প্রতিভাতত্বাচ্চ ন তজ্জাতীয়ং সুখমন্যজাতীয়ং

যেমন কণ্টক বিদ্ধ হইলেও পুষ্প সমূহে রমণ করিয়া বেড়ায়  
তাহার ন্যায় কোন প্রকার বিষ না গণিয়া যদি আমাদের  
চিত্ত তদীয় পদারবিন্দে রত হয় ইত্যাদি স্থলে ॥

নিকটে যদি মধু পাওয়া যায় তাহা হইলে কিজন্য  
পর্ব্বতে গমন করিবে । এই ন্যায় দ্বারা ভগবৎ উপাধি  
ভিন্ন অন্য উপাধি অশ্বেষণের ব্যর্থতা এবং ভগবদশ্বেষণ ভিন্ন  
কৌতুকের অভাব আছে ॥

আরও বলি । ঐ মুনিদিগের অভেদাত্মক অনুভবও দৃষ্ট  
হয় না, বরঞ্চ ৪২ শ্লোকে, মুনি গণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া  
হৃষ্ট চিত্তে মস্তকাবনত করত নমস্কার করিলেন । ওখা ৫৯  
শ্লোকে, আমাদের আত্ম কৃত পাপ নিমিত্ত নরকে বাস হইবে  
ইত্যাদি স্থলে অভেদ জ্ঞানের বিরোধি নমস্কারাদি দ্বারা  
ভেদাত্মকভক্তি সুখই দৃষ্ট হইতেছে অএএব মায়িক উপাধি

কর্তুং শক্নোতীতি সন্তোষান্যথানুপপত্তি সিন্ধায়াঃ স্বরূপ  
শক্তেরেব বিলাসাঃ ।

অপিচ অস্তু তাবৎ জীবন্মুক্ত দশায়াং তন্মতে বিদ্যা-  
পাদি প্রতিফলিতমৈব সতো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ শ্রীভগ-  
বতো ঘনপ্রকাশতা । সর্বোপাদি বিনির্মুক্ত দশায়ামপি  
সাক্ষাতদশাহস্ত্যেবেতি স্বব্যক্তং নাত্যস্তিকং বিগণয়  
স্ত্যপি কে প্রসাদমিত্যাদৌ । অতএব যৎ কশ্চিদিদং  
জল্পতি । জ্ঞানাকারায়ং প্রেমাকারায়ঞ্চ চিত্তবর্ত্তৌ  
ব্রহ্ম প্রকাশতে । তত্র তূতরন্যায়ুপাদি বৈশিষ্ট্যাৎ

হীনত্ব প্রযুক্ত এবং হেয়াংশ রূপে প্রতিবিস্তৃতত্ব হেতু ভক্তি  
জাতীয় সুখকে অন্য জাতীয় করিবার নিমিত্ত সমর্থ হয় না  
অন্যথা অনুপপত্তি অর্থাৎ মায়িক শক্তির অভাব দ্বারা সিন্ধ  
রূপ স্বরূপ শক্তিরই বিলাস জ্ঞানিতে হইবে ।

আরও বলি । এক্ষণে জীবন্মুক্ত দশার কথা থাকুক,  
ঐ মতে ব্রহ্মোপাদি অর্থাৎ জ্ঞানোপাদির প্রতি ফলিতে নিত্য  
স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে শ্রীভগবানের ঘন প্রকাশতা । সর্বোপাদি  
বিনির্মুক্ত দশাতেও সাক্ষাৎ ঐ প্রকারই আছে, ৪৮ শ্লোকে  
হে ভগবন্ ! যে সকল ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ তাঁহারা  
তোমার আত্যস্তিক প্রসাদ রূপ যে মোক্ষ তাহাকে গণ্য  
করে না, ইত্যাদি স্থলে সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে । অত  
এব কোন ব্যক্তি যদি একরূপ বলে জ্ঞানাকার এবং প্রেমাকার

প্রকাশ বৈশিষ্ট্যমিত্যত্রৈব পুরুষার্থ সাগরঃ তত্র তত্রো-  
 চ্যাত ইতি তদপি স্বয়মেব বহিষ্কৃতং । তস্মান্নোপাধি-  
 তারতম্য চিন্তা । ভবতঃ কথায়াং ইত্যেনেব নিরূপাধি-  
 ব্রক্ষ ভূগাদুপরি চ বৈচিত্রী স্ফুটমেবাসৌ স্বীকৃতা ।  
 তস্মাৎ সান্তরঙ্গ বৈভবস্যা ভগবতঃ স্তম্ভৈকরূপত্বং তদ্রূপ  
 ত্বেহপি ব্রক্ষতোহপি ঘনপ্রকাশত্বং শক্তিবিলাস বৈচিত্রী-  
 চোত বিদ্বদনুভব প্রমাণেন নির্গীতং অত্র যুক্তা অপি  
 লীলয়া বিগ্রহং কৃৎবা ভজন্ত ইতি যং সর্বদেবা আমনন্তি

চিত্ত বৃত্তিতে ব্রক্ষ প্রকাশ পান, তন্মধ্যে উক্তর যে প্রেম  
 তাহাতে উপাধির বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত প্রকাশের বিশিষ্টতা এই  
 স্থলেই পুরুষার্থসাগর । “তত্র তত্র উচ্যতে” অর্থাৎ সেই  
 সেই স্থানে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাও স্বয়ং বহিষ্কৃত হই-  
 য়াছে । সেই হেতু উপাধিতারতম্যের চিন্তা হয় নাই । ৪৮  
 শ্লোকে “ভবতঃ কথায়াং” অর্থাৎ আপনার কথাতে ইহা দ্বারা  
 নিরূপাধি ব্রক্ষরূপ হইতে উপরিচর বিচিত্রতা স্পষ্ট স্বীকার  
 করিয়াছেন । অতএব অন্তরঙ্গ ঐশ্বর্যের সহিত ভগবানের এক  
 স্তম্ভ রূপত্ব ও তৎ স্বরূপত্বে ও ব্রক্ষ হইতে ঘন প্রকাশত্ব এবং  
 বিলাস বৈচিত্র্য, ইহা বিদ্বান্ সকলের অনুভব প্রমাণদ্বারা  
 নির্গীত হইল, এস্থলে ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোক ধৃত  
 ক্রীধরশামির টীকা যথা । যুক্ত পুরুষ সকলও লীলা সহকারে  
 বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া ভজনা করেন ।

মুমুক্শবো ব্রহ্মবাদিনশ্চৈব ত্রৈলোক্যবদৈত বাদ গুরণো-  
ইপি । কৃষ্ণো মুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈরিতি মহাভারতে ।  
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষত ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুক্তিং লভতে পরামিতি শ্রীভগব-  
দুপনিষৎস্ব । মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ স্বরূপি  
শীতি ভারততাৎপর্য প্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ । তথা ।  
আপ্রাণ্যাত্তত্রাপি হি দৃষ্টমিত্যত্র চ মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা

দেব অর্থাৎ বিষয় সকল, মুমুক্শু সকল ও ব্রহ্মবাদি অর্থাৎ  
মুক্ত সকল সমাক্ প্রকারে পূজা করিয়া থাকেন ॥

এই শ্রুতি প্রমাণে অবৈত বাদের গুরুসকলও ভগবানের  
অর্চনা করিয়া থাকেন ।

মহাভারতে যথা ॥

মোহ শূন্য মুক্ত পুরুষগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ পূজনীয় হয়েন ॥

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকে যথা ॥

যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত, প্রসন্ন চিত্ত, সর্ব ভূতে সম এবং  
শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনিই আমার প্রেমাত্মিকা  
ভক্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥

ভারত তাৎপর্য প্রমাণিতা শ্রুতি যথা ॥

মুক্ত সকলেরও নিত্যানন্দ স্বরূপিণী ভক্তি আছে । ঐ  
রূপ মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা সৌপর্ণ শ্রুতি যথা ॥

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

— ০ঃ\*ঃ০ —

শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ-জীবগোস্বামিপ্রণীতঃ

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানুদিতঃ

শ্রীরাসবিহারিসাঙ্ঘাতীর্থেন

\* সংশোধিতঃ ।

শ্রীরামদেবমিশ্রকর্তৃক—

দ্বিতীয়সংস্করণঃ

প্রকাশিতক ।



মুর্শিদাবাদ;

শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনীসভাতঃ, বহরমপুর, “রাধরমণযন্ত্রে”

শ্রীব্রজনাথমিশ্র-প্রণ্টারেণ

মুদ্রিতঃ ।

সন ১৩২৪ সালে । আশ্বিনে ।





সৌপর্ণ শ্রুতিঃ । সৰ্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তি মুক্তো হেন-  
মুপাসত ইতি । অতএব শ্রীপ্রহ্লাদবলিপ্রভৃতিমহাভাগ-  
বতসম্বন্ধমভিপ্রোক্ত্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণেহপ্যুক্তং । পাতালে  
কস্য ন প্রীতি বিমুক্তস্যাপি জায়ত ইতি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥  
শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥ ৬৬ ॥

অত বাহ্যশেষপুরুষার্থস্বরূপ এবাসাবিতি স্মৃটেমেবাহ-  
র্গদ্যেন ॥

অথানথাপি ন ভবত ইত্য্যেযোকৃতভরতয়া সমুচিতার্থ-

মুক্তি পর্য্যন্ত সৰ্বদা ইহাঁকে উপাসনা করিবে, যে হেতু  
মুক্ত সকল ইহাঁকে উপাসনা করেন ।

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি মহাভাগত গণের সম্বন্ধ  
অভিপ্রায় করিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যথা ।  
পাতালে কাহার না প্রীতি হয়, তাহাতে বিমুক্ত ব্যক্তিরও  
প্রীতি হইয়া থাকে ইতি ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে এই সকল বিষয় ব্রহ্মা দেবগণকে  
কহিয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

অতএব এই ভগবান্ সমস্ত পুরুষার্থসারস্বরূপ, ইহা  
৫ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ৮ । ৯ গদ্যে শ্রীবিষ্ণুপুরুষের প্রতি  
স্বাহিগ্‌গণের বাক্য যথা ॥

বিভো ! আমরা অনেকাঙ্গে সমুদ্র এই যে যজ্ঞ করিতেছি  
ইহাতে আপনার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, যে হেতু

মিহোপলভ্যমহে আত্মন এবানুসবনমঞ্জসা ব্যতিরেকেন  
বোভুয়মানাশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য ॥ ৮৬ ॥

টীকাচ । আত্মন এব অনুসবনং সর্বদা অঞ্জসা সাক্ষাৎ  
বোভুয়মানা অতিশয়েন ভবন্তে । যে অশেষাঃ পুরুষার্থ-  
স্তে স্বরূপং যস্য পরমানন্দস্যোত্যেবা । অতিশচ । সর্ব-  
কামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরস ইত্যাদ্যা ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

ঋত্বিগাদয়ঃ ক্রীযন্তপুরুষঃ ॥ ৬৭ ॥

তদেবং ব্রহ্মণোহপি যৎ ক্রীতগবতি প্রকাশস্যন্তুং  
ব্যঞ্জিতং তৎ পূর্বমেব বিদ্বানুভববচনপ্রচয়েন  
সিদ্ধমপি বিশেষতো বিচার্যতে । তত্রৈকমেব তত্ত্বং

সর্বদা আপনাতে অত্যন্ত রূপে উৎপত্তি শীল যে অশেষ পুরু-  
ষার্থ তাহাই আপনার স্বরূপ ॥ ৮৬ ॥

টীকা যথা । আত্মনঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই, অনুসবন  
শব্দের অর্থ সর্বদা, অঞ্জসা শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ, বোভুয়মানা  
শব্দের অর্থ অতিশয়রূপে হয় যে অশেষ পুরুষার্থ তাহাই  
যে পরমানন্দের স্বরূপ ॥

অতিশচ যথা ॥

তিনি সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও সর্বরস ইত্যাদি ॥ ৬৭ ॥

অতএব এই প্রকারে ব্রহ্ম হইতেও যে সম্যক্ প্রকাশিত  
হইল তাহা পূর্বেই বিদ্বান্ দিগের অনুভব বচনসমূহদ্বারা  
সিদ্ধ হওয়াতে পুনর্বার বিশেষরূপে বিচার করিতেছেন ॥

দ্বিধা শব্দ্যত ইতি ন বস্তুনো ভেদ উপপদ্যতে । আবি-  
র্তাবশ্যাপি ভেদদর্শনাম্ভচ সংজ্ঞামাত্রস্য । কিন্তু স্বয়দর্শন-  
যোগ্যতাভেদেন দ্বিবিধোহধিকারী দ্বিধা দৃষ্টঃ তদুপাস্ত  
ইতি ॥ ৬৮ ॥

তত্রাপ্যেকস্য দর্শনস্য বাস্তবত্বমন্যস্য ভ্রমজ্ঞমিতি ন  
মন্তব্যঃ । উভয়োরপি যথার্থোদর্শিতত্বাৎ । ন চৈকস্য  
বস্তুনঃ শক্ত্যা বিক্রিয়মাণাংশকত্বাদংশতো ভেদঃ । বিকৃতত্ব-  
নিষেধাতয়োঃ ॥ ৬৯ ॥

তস্মাদ্‌ষ্টেরসম্যক্ সম্যক্‌ত্বাৎ সত্যপি সম্যক্তে তদ-

সে স্থলে এক তত্ত্বই দুই প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ভগব-  
দ্‌রূপে কথিত হইয়াছেন, কিন্তু বস্তুর ভেদ উপপন্ন হয় নাই ।  
আবির্তাবেরও ভেদদর্শন প্রযুক্ত সংজ্ঞামাত্রেরও ভেদ হয়  
নাই । কিন্তু স্বীয় স্বীয় দর্শনযোগ্যতার ভেদদ্বারা দ্বিবিধ  
অধিকারী দুই প্রকারে দৃষ্ট সেই এক তত্ত্বের অর্থাৎ ব্রহ্ম ও  
ভগবত্তত্ত্বের উপাসনা করেন ॥ ৬৮ ॥

এস্থলেও একের দর্শন যথার্থ ও অন্যের দর্শন ভ্রমজন্য  
ইহা মনে করিও না, যে হেতু উভয়েরই দর্শন যথার্থরূপে  
দর্শিত হইয়াছে । এক বস্তুর শক্তিদ্বারা বিকারশূন্য অংশ  
প্রযুক্ত অংশদ্বারাও ভেদ নাই, যে হেতু উভয়েরই অর্থাৎ  
ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুইয়েরই ভেদগুনা হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

অতএব দৃষ্টির অসম্যক্ ও সম্যক্‌ত্ব হেতু সম্যক্‌ত্ব থাকা-

ননুসন্ধানাদ্বা একাশ্মিন্নধিকারিণ্যেকদেশেন স্ফুরদেকো  
ভেদঃ । পরস্মিন্নথওতয়া দ্বিতীয়ো ভেদঃ । এবং সত্তি যত্র  
বিশেষঃ বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্তিঃ সা দৃষ্টিরসম্পূর্ণা যথা  
ব্রহ্মাকারেণ ॥

যত্র স্বরূপভূতনানাবৈচিত্রীবিশেষবদাকারেণ সা সম্পূর্ণা-  
যথা শ্রীভগবদাকারহেনেতি লভ্যতে ॥ ৭০ ॥

তদেতদভিপ্রেত্য প্রথমং দৃষ্টিতারতম্যেন তদভিব্যক্তি-  
তারতম্যং তন্মহাপুরাণাবির্ভাবকারণাত্যাং প্রতিপাদ্যতে  
ষড়্‌ভিঃ ॥

তেও তাহা অননুসন্ধান প্রযুক্তই বা এক অধিকারিতে এক  
দেশ স্ফূর্তিবার। এক ভেদ হইয়াছে, অপর অধিকারিতে  
অথওরূপে স্ফূর্তিহেতু দ্বিতীয় ভেদ হইয়াছে । এই রূপ হও-  
য়াতে যে স্থলে বিশেষ ব্যতিরেকেও বস্তুর স্ফূর্তি হয় সেই দৃষ্টি  
অসম্পূর্ণ। যেমন ব্রহ্মস্বরূপে । আর যেখানে স্বরূপগত নানা  
বৈচিত্র্যবিশেষ আকাররূপে স্ফূর্তি হয় তাহা সম্পূর্ণ। যথা  
শ্রীভগবানের শ্রীগূর্তিত্বরূপে লভ্য হয় ॥ ৭০ ॥

অতএব এই অভিপ্রায় করিয়া প্রথমে দৃষ্টির তারতম্য  
হেতু তাহার প্রকাশেরও তারতম্য হয় । উহা শ্রীমদ্ভাগবত  
মহাপুরাণের আবির্ভাব ও কারণ দ্বারা ৬ শ্লোকে প্রতিপন্ন  
করিতেছেন ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্ত্বং সনাতনং ।

তথাপি শোচন্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ৭১ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ ॥

ত্বং পর্য্যটনর্ক ইব ত্রিলোকী-

মন্তুশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী ।

পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো বৃত্তৈঃ

স্নাতস্য মে নূন্যমনং বিচক্ষু ॥ ৭২ ॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে নারদ কহিলেন, হে ব্যাস নিত্য পরব্রহ্মের যে স্বরূপ তাহাও তুমি বিচার করিয়াছ এবং তাঁহাকে প্রাপ্তও হইয়াছ, তথাপি আপনাকে অকৃতার্থের ন্যায় বোধ করিয়া কি জন্য শোক করিতেছ ? ॥ ৭০ ॥

ঐ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে ॥

ব্যাস নারদকে কহিলেন, দেবর্ষে ! আপনি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিলোকী পর্য্যটন করিয়া থাকেন অতএব সর্বদর্শী এবং যোগবলে প্রাণবায়ুর ন্যায় প্রাণিগণের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, ইহাতে আত্মার ন্যায় সর্বলোকের সাক্ষী, আমি যোগবলে পরব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রত অধ্যয়নাদি দ্বারা অপর ব্রহ্ম বেদের পারগ হইলেও কি জন্য আমার ন্যূনতা বোধ হইতেছে বলুন দেখি ॥ ৭২ ॥

ঐ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

ভবতানুদিতপ্রায়ঃ যশো ভগবতোহমলং ।

যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্বর্ষণং খিলং ॥ ৭৩ ॥

নৈকস্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং

ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং ।

কুতঃ পুনঃ শব্দভদ্রসীম্বরে

ন চার্পিতং কস্ম্য যদপ্যকারণং ॥ ৭৪ ॥

বেদব্যাসের এই অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, তুমি ভগবানের নির্মল যশঃ প্রায় বর্ণন কর নাই, ভগবানের যশোবর্ণন ব্যতিরেকে কেবল ধর্মাদি আচরণ করিলে তাঁহার পরিতোষ হয় না, বর্ণন ব্যতিরেকে কেবল ধর্মাদি আচরণ করিলে তাঁহার অন্তএব ভগবদ্যশো বর্ণন ভিন্ন যে ধর্মাদি জ্ঞান, তাহাই তোমার নূনতা ॥ ৭৩ ॥

ঐ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে ॥

অতএব ভক্তিশূন্য কর্ম বন্ধনেরই কারণ হয়, দেখ সর্বোপাধিনিবর্তক নির্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তিবর্জিত হইলে অতিশয়রূপে শোভা পায় না অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কল্লিত হয় না, ইন্ড্রে অনর্পিত অমঙ্গলরূপ যে কাম্য ও অকাম্য কর্ম ইহারা হরিভক্তিবর্জিত হইলে যে শোভা পাইবে না তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৭৪ ॥

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি ।

প্রহু্যন্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৭৫ ॥

ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকং ।

যজ্ঞতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্‌দর্শনঃ পূমান্ ॥ ৮৭ ॥

শ্লোকা অমৌ বহুভিঃ সংমিশ্রা অপ্যবিস্তরদ্বায় ঋটিত্যর্থ-

প্রত্যয়ায়চ সংক্ৰিপ্যৈব সমুদ্ভূতাঃ ॥

ক্রমেণার্থো যথা । জিজ্ঞাসিতমিতি । টীকাচ । যৎ সনাতনং

ঐ অধ্যায়ের ৩৭ । ৩৮ শ্লোকে ॥

ষট্‌সন্দর্ভ্য পরিপূর্ণ বাসুদেব, প্রহু্যন্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ, এই চতুর্ব্যাহ রূপ ভগবান্‌কে মনের দ্বারা নমস্কার বিধান করি ॥ ৭৫ ॥

এই রূপ স্মরণ করত যে ব্যক্তি মন্ত্রমূর্ত্তি ভিন্ন মূর্ত্যন্তর-রহিত যজ্ঞপুরুষের পূজা করেন সেই ব্যক্তিই সম্যগ্‌দর্শী অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানবান্ ॥ ৮৭ ॥

এই সকল শ্লোক অনেকের দ্বারা সংমিশ্র হওয়াতেই অবিস্তারের নিমিত্ত এবং শীঘ্র অর্থ বোধের জন্য সংক্ষেপ করি-য়াই উদ্ধার করা হইয়াছে ।

ক্রমান্বয়ে এই সকল বর্ণিত শ্লোকের অর্থ দেখাইতেছি যথা ॥

“জিজ্ঞাসিতমিতি” ১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকের টীকার অর্থ এই যে । যিনি সনাতন নিত্য পরব্রহ্ম, তাঁহাকে



নিত্যং পরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বয়া জিজ্ঞাসিতং বিচারিতং অধীত-  
মধিগতং প্রাপ্তং চেত্যর্থঃ । তথাপি শোচসি তং কিমর্থ-  
মিতি শেষ ইতোষা ॥ ৭৬ ॥

ত্বমিতি । ত্বমর্ক ইব ত্রিলোকীং পর্যটন্ তথা বৈষ্ণবযোগ-  
কলাংশেন চ প্রাণবায়ুরিব সর্বপ্রাণিনামন্তঃচরঃ সম্মান্যনাং  
সর্বেষামেব সাক্ষী বহিরন্তর্যুক্তিষ্ঠঃ । অতঃ পরে ব্রহ্মণি  
ধর্ম্মতো-যোগবলেন নিকাতস্য ॥

তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন ।

ইজ্যাচারদযাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্মণাং ।

অসম্ভ পরমো ধর্ম্মো ( ক ) যদেযোগেনাত্মদর্শনমিতি ।

তুমি বিচার করিয়াছ । “অধীত” শব্দের অর্থ অধিগত অর্থাৎ  
প্রাপ্ত হইয়াছ, তথাপি শোক করিতেছ, তাহা কি  
জন্য ? ॥ ৭৬ ॥

“ত্বং পর্যটমিতি” শব্দের ৫ অধ্যায়ের শ্লোকে টীকার  
অর্থ এই যে ।

আপনি সূর্যের ন্যায় ত্রিলোকী পর্যটন করিয়া থাকেন  
তথা বৈষ্ণব যোগবল রূপ অংশবারা প্রাণবায়ুর ন্যায় সকল  
প্রাণের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, ইহাতে সকলেরই  
বাহ্য বৃত্তি ও অন্তর্যবৃত্তির পরিজ্ঞাতা, অতএব আমি ধর্ম্মত-  
অর্থাৎ যোগবলে পরব্রহ্মে পারগ হইলে ।

এই বিষয় যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা ॥

পূজা, আচার, দয়া, অহিংসা, দান, ও বেদাধ্যয়ন রূপ

অপরে চ বেদাখ্যে ব্রতৈঃ স্বাধ্যায়নিয়মৈঃ । নিষ্কাতম্যাপি  
মে অলং অত্যাৰ্থং যং নূনং তং স্বয়মেব বিচক্ষু বিত-  
র্কয় ॥ ৭৭ ॥

ভবতেতি ভগবদ্যশোবর্ণনোপলক্ষণং ভজনং বিনা যেনৈব  
রুক্ষব্রহ্মজ্ঞানেন অসৌ ভগবান্ ন তুষ্যত তদেব দর্শনং  
জ্ঞানং খিলং নূনং মন্যে । তদেব স্পষ্টয়তি ॥ ৭৮ ॥

নৈকস্ম্যমিতি টীকাচ ।

নিকর্ম ব্রহ্ম তদেকাকারহান্নিকর্মতাক্রপং নৈকস্ম্যং ।

কর্ম সকলের ইহাই পরমধর্ম যে যোগদ্বারা আমার সন্দ-  
র্শন ।

অপর অর্থাৎ বেদ্য ব্রহ্মে অধ্যয়ন ও নিয়ম দ্বারা আমি  
পারগ হইলেও আমার যে অলং অর্থাৎ অতিশয় নূনতা  
তাঁহা আপনিই বলুন ॥ ৭৭ ॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা ॥

“ভবতেতি” ভগবানের যশো বর্ণন উপলক্ষিত ভজন  
ব্যতিরেকে যে রুক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ভগবান্ তুষ্ট হইবেন না,  
দেই জ্ঞানের নূন ইহাই আমি বোধ করি ॥ ৭৮ ॥

উক্ত বিষয় স্পষ্ট করিতেছেন ১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের  
১২ শ্লোকের টীকা যথা ॥

“নৈকস্ম্যমিতি” । টীকা যথা । নিকর্ম শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, তাঁহার

অজ্যতে হেনেনেত্যঞ্জনমুপাধিঃ তন্নিবর্তকং নিরঞ্জনং । এব-  
 ভূতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বিবর্জিতং চেৎ  
 অলমতার্থং ন শোভতে সমাগপরোক্ষহায়ন কল্পত ইত্যর্থঃ ।  
 তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালেচ অভদ্রং দুঃখরূপং  
 যৎ কাম্যং কৰ্ম্ম যদপ্যকারণমকাম্যং । তচ্চেতি চকারস্যা-  
 স্বয়ঃ । তদপি কৰ্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ  
 শোভতে বহিমুখত্বেন সত্বশোধকত্বাভাবাদিত্যেমা । যদ্বা ।  
 নিরঞ্জনমিতি নিরুপাধিকমপীত্যর্থঃ । পরমাদরণীয়ত্বাদেব

একাকার প্রযুক্ত নিষ্কৰ্ম্মতা রূপকে নৈষ্কৰ্ম্ম্য বলে । অঞ্জন  
 শব্দের অর্থ উপাধি, তাহাকে যে নিবৃত্তি করে তাহার নাম  
 নিরঞ্জন । ঐ নিরঞ্জন অর্থাৎ নিষ্কল জ্ঞান, ইহা হরিভক্তি-  
 রহিত হইলে অতিশয়রূপে শোভা পায় না অর্থাৎ তত্ত্ব  
 সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কল্পিত হয় না, তখন নিরন্তর সাধন-  
 কালে ও ফলকালে দুঃখরূপ যে কাম্য কৰ্ম্ম এবং অকারণ  
 অর্থাৎ অকাম্য কৰ্ম্ম তাহা যে ঈশ্বরে অর্পিত না হইয়া শোভা  
 পাইবে তাহা আর কি বলিব ? অর্থাৎ কখনই শোভা পাইবে  
 না । যে হেতু ঈশ্বরে অনর্পিত কৰ্ম্মের বহিমুখত্ব প্রযুক্ত সত্ব-  
 শোধকত্বের অভাব আছে অর্থাৎ হরিভক্তিবিরহিত কৰ্ম্মদ্বারা  
 চিত্তশুদ্ধি হয় না । অথবা নিরঞ্জন শব্দের অর্থ উপাধিশূন্য ॥

দ্বাদশান্তে শ্রীসূতেনাপি পুনঃ পুনঃ স্মৃতমিদং পদ্যং ।

তস্মাদুক্তিরেব সম্যগ্‌দর্শনে হেতুরিত্যুপসংহরতি  
দ্বাভ্যাং ॥ ৭৯ ॥

নম ইতি মন্ত্রমূর্তির্মন্ত্রোক্তমূর্তি মন্ত্রোহপি মূর্তির্ষস্য ইতি  
বা । অমূর্তিকং মন্ত্রোক্ত-ব্যতিরিক্তমূর্তিশূন্যং । প্রাকৃত-  
মূর্তিরহিতং বা । মূর্তিস্বরূপয়োরেকত্বাৎ প্রাকৃতবদ্বিবিদ্যতে  
পৃথক্লেব মূর্তির্ষস্য তথাভূতং বা । স পুমান্ সম্যগ্‌দর্শনঃ  
সাক্ষাচ্ছ্রীভগবতঃ সাক্ষাৎকর্তৃহাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ ৫ ॥  
শ্রীসূতঃ ॥ ৮০ ॥

উক্ত শ্লোক পরম আদরণীয়ত্ব প্রযুক্ত শ্রীসূত গোস্বামীও  
দ্বাদশস্কন্ধের শেষে পুনর্বার স্মরণ করিয়াছেন । অতএব  
ভক্তিই সম্যক্‌ দর্শনের হেতু, ইহাই দুই শ্লোক দ্বারা মীমাংসা  
করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৩৭ । ৩৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা যথা ॥

“নম ইতি” মন্ত্রমূর্তি অর্থ মন্ত্রোক্ত মূর্তি অথবা মন্ত্রই  
যাঁহার মূর্তি । অমূর্তিক শব্দের অর্থ মন্ত্রোক্ত ভিন্ন অন্য মূর্তি-  
শূন্য অথবা প্রাকৃত মূর্তিরহিত, যে হেতু মূর্তি ও স্বরূপ এই  
দুইয়ের একত্ব আছে, কিম্বা প্রাকৃতির ন্যায় যাঁহার পৃথক্‌  
মূর্তি নাই । সেই পুরুষ সম্যক্‌ দর্শন, যে হেতু ঐ পুরুষ  
সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্কে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ ॥ ৮০ ॥

তদেবং দৃষ্টিতারতম্যদ্বারা তদভিব্যক্তিতারতম্যেন শ্রীভগ-  
বত উৎকর্ষ উক্তঃ ।

অথ লিপ্যন্তরৈরপি দর্শ্যতে । অত্রাত্মারামজনাকর্ষ-  
লিপ্সেন গুণোৎকর্ষবিশেষেণ তস্মৈব পূর্ণতামাহ ॥ ৮১ ॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যুপক্ৰমে ।

কুর্ষন্ত্যহৈকুকীং ভক্তিমিথস্তুতগুণো হরিরিতি ॥ ৮৮ ॥

অতএব এই প্রকার দৃষ্টিতারতম্য অর্থাৎ অসম্যক্ ও  
সম্যক্ দর্শন দ্বারা শ্রীভগবানের উৎকর্ষ কথিত হইল ॥

অনন্তর অন্য চিহ্নদ্বারাও শ্রীভগবানের উৎকর্ষ দেখাই-  
তেছেন । সেই স্থলে আত্মারাম জনসকলের আকর্ষণ চিহ্ন  
গুণের উৎকর্ষ বিশেষদ্বারা সেই ভগবানেরই পূর্ণত্ব কহিতে-  
ছেন ॥ ৮১ ॥

১১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীসূতের বাক্য যথা ॥

আত্মারাম মুনিসকলের কোন প্রকার হৃদয়গ্রন্থি না  
থাকিলেও তাঁহারাও উপক্ৰম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ভক্তি  
করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ এইযে, মুক্ত  
অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন ॥ ৮৮ ॥

স্বামির টীকা যথা নিগ্রহা অর্থাৎ বাঁহারা গ্রন্থসকল  
হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন ।

টীকাচ । নিগ্রহা গ্রহেভ্যো নির্গতাঃ ।

তদুক্তং গীতাস্থ ।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চেতি ।

যদ্বা । গ্রহিরেব গ্রহঃ অহঙ্কারঃ নিবৃত্তহৃদয়গ্রহয় ইত্যর্থঃ ।

ননু । মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেত্যাदि सर्वाङ्गेपपरिहारार्थमाह

ইথমুক্তগুণ ইত্যেমা ॥ ১ ॥ ৭ ॥

শ্রীসূতঃ ॥ ৮২ ॥

আরোহভূমিকাক্রমেণাপি তসৌবাধিক্যমাহ ।

এই বিষয় ভগবদগীতার ২ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন অর্জুন ! পরমেশ্বরের আরাধনাদ্বারা

যৎকালে তোমার বুদ্ধি দেহে অভিমানরূপ মোহময় দুর্গ,

বিশেষরূপে উদ্ভীর্ণ হইবে, তৎকালে তুমি শ্রুত এবং

শ্রোতব্য বিষয়ের বৈরাগ্য লাভ করিবে ॥

অথবা গ্রহির ন্যায় গ্রহি যে অহঙ্কার অর্থাৎ যাহাদের

হৃদয়গ্রহি নিবৃত্ত হইয়াছে । অহে ! যদি বল, মুক্তসকলের

ভক্তিতে-প্রয়োজন-কি-? ইত্যাদি আক্ষেপকে পরিহার করি-

বার নিমিত্ত কহিতেছেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ এই যে

মুক্ত অমুক্ত সকলেই ভক্তির নিমিত্ত সমুৎসুক হয়েন ॥ ৮২ ॥

আরম্ভ অবধি ক্রমান্বয়ে ভগবানেরই আধিক্য কহিতেছেন ।

৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোক হইতে ৪৬ শ্লোক

পর্যন্ত ৫ শ্লোকে যথা ॥

মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্ত্বং সদসতঃ পরং ।

গুণাবভাসে বিগুণে একতন্ত্র্যানুভাবিতে ॥ ৮৩ ॥

নিরহঙ্কৃতি নির্গমশ্চ নিদ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্ ।

প্রত্যক্ প্রশান্তদীধীরঃ প্রশান্তোন্মিরিবোদধিঃ ॥ ৮৪ ॥

বাসুদেবে ভগবতি সর্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি ।

পরেণ ভক্তিভাবেন লঙ্কাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৮৫ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন বিদূর ! কর্দ্দম প্রজাপতি তদনন্তর সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম নিগুণ হইয়াও সগুণ হইয়া প্রকাশ পান, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেন । তাহাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা অচিরেই তাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইল ॥ ৮৩ ॥

অতএব দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ও মমতাশূন্য হইল, স্মৃতরাং নীতোক্ষাদিতে অনাকুল এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হইয়া কেবল স্বরূপমাত্রই দেখিতে লাগিলেন । তাঁহার বুদ্ধি প্রত্যগাত্মমাত্রে প্রবণ হইয়া শান্তভাবে থাকিতে যেমন জলতরঙ্গ প্রশান্ত হইলে জলনিধি নিস্তরক হয়, তাহার ন্যায় তিনি নিশ্চল ও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন ॥ ৮৪ ॥

তদনন্তর বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে তাঁহার চিত্ত পরম-ভক্তি ভাবে জীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে সঙ্গত হইল ॥ ৮৫ ॥

আত্মানং সৰ্ব্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতং ।

অপশ্যৎ সৰ্ব্বভূতানি ভগবতাপি চাত্মনি ॥ ৮৬ ॥

ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সৰ্ব্বত্র সমচেতসা ।

ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥ ৮৯ ॥

একভক্ত্যা অব্যভিচারিণ্যা সাধনলক্ষণয়া ভক্ত্যা অনু-  
ভাবিতে নিরন্তরং অপরোক্ষীকৃতে । তাং বিনা কস্ম্য-  
চিদপ্যর্থন্যাসিদ্ধেঃ ।

নিরহঙ্কারিত্বাদেব নির্মগঃ । তদ্ব্যাভাবাদেব মন আদী-  
নামপ্যভাবঃ সিধ্যতি । সমদৃক্ ভেদাগ্রাহকঃ । স্বদৃক্ স্ব-

তাহাতে সকল প্রাণিতে ভগবদ্রূপ আত্মাকে অবস্থিত  
এবং সকল ভূতকে ভগবদ্রূপ আত্মায় অবস্থিত দেখিতে  
লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

অতএব ইচ্ছাদ্বেষ বিহীন এবং সৰ্ব্বত্র চিত্তদ্বারা ভগবদ্ভক্তি-  
যোগে ভগবৎসম্বন্ধিনী গতি অচিরেই লব্ধা হইল ॥ ৮৯ ॥

৪২ শ্লোকের তাৎপর্য্য । একভক্তি অর্থাৎ অব্যভি-  
চারিণী সাধনরূপা ভক্তিদ্বারা ভগবান্ অনুভাবিত অর্থাৎ  
নিরন্তর প্রত্যক্ষীকৃত হইলেন । অতএব সেই ভক্তি ব্যক্তি-  
রেকে কোন অর্থই সিদ্ধ হয় না ।

৪৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য ।

নিরহঙ্কার প্রযুক্ত মমতাপূর্ণ্য । অহঙ্কার ও মমতার অভাব  
বশতই মন প্রভৃতির অভাব সিদ্ধি হইল অর্থাৎ অহঙ্কার ও



স্বরূপাভেদেন ব্রহ্মৈব পশ্যন্ প্রত্যক্ অন্তর্মুখী প্রশান্তা  
বিক্ষেপরহিতা ধীজ্ঞানং যস্য সঃ । তদেবং ব্রহ্মজ্ঞান-  
মিশ্রভক্তিসাধনবশেন ব্রহ্মানুভবে জাতেহপি ভক্তি-  
সংস্কারবলেন লব্ধপ্রেমাদেস্তুদুর্লভমপি শ্রীভগবদনুভবমাহ  
বাসুদেব ইতি প্রত্যগাত্মনি সর্কেষামাশ্রয়ভূতে পরেণ  
প্রেমলক্ষণেন ভক্তিভাবেন তৎসত্তয়েব লব্ধা আত্মান-  
স্তুদীয়তাত্মকা অহঙ্কারাদয়ো যেনেতি ব্রহ্মজ্ঞানেন

সমতাসত্ত্বে মনপ্রভৃতির বিষয় পরিত্যাগ হয় না । সমদৃক্  
শব্দের অর্থ ভেদ গ্রহণ না করা । স্বদৃক্ শব্দের অর্থ স্থায়ী স্বরূ-  
পের স্বরূপের অভেদদ্বারা ব্রহ্মকেই দর্শন করে অর্থাৎ  
আপনার সহিত সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মরূপে অবলোকন করে ।  
প্রত্যক্ শব্দের অর্থ অন্তর্মুখী, প্রশান্তশব্দের অর্থ বিক্ষেপ-  
রহিত, ধীশব্দের অর্থ জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি অন্তর্মুখী ও  
প্রশান্তভাবে অবস্থিত হইল ॥

৪৪ শ্লোকের তাৎপর্য ॥

অতএব এই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানমিশ্র ভক্তি সাধনদ্বারা  
ব্রহ্মানুভব হইলেও ভক্তিসংস্কারবলে প্রেমাদি লাভ করিতে  
পারিলে তাহার পরেই শ্রীভগবানের অনুভব হয় এই বিষয়  
বলিতেছেন বাসুদেব এই শ্লোকে ॥

প্রত্যগাত্ম শব্দের অর্থ সকলের আশ্রয়স্বরূপ । পর-  
শব্দের অর্থ প্রেমলক্ষণ । ভক্তি ভাব শব্দের অর্থ ভক্তির

প্রাকৃতাহঙ্কারাদিলয়ানন্তরমাবিভূতান্ প্রেমানন্দাত্মক-  
শুদ্ধসত্ত্বময়ান্ লব্ধবানিত্যর্থঃ ।

ননু তএব প্রত্যাবর্ত্তস্তাৎ, কিম্বা পূর্ববদমৌ অপি বন্ধহেত-  
বো ভবন্তু নেত্যাহ । যুক্তবন্ধনঃ । অনাবৃতিঃ শব্দাদিত্তি  
ন্যায়াৎ ভক্ত্যতিশয়েন লব্ধাত্মস্বমেব প্রতিপাদয়তি  
আত্মানমিতি । আত্মাত্ত পরমাত্মা । সৰ্ব্বথা তন্য ভগবানেবা-  
ক্ষুরদিত্তি বাক্যার্থঃ । ততঃ সাক্ষাদেব তৎপ্রাপ্তিমাহ

বিদ্যমানতা, তদ্বারা লব্ধ আত্মার তদীয়তাস্বরূপ অহ-  
ঙ্কারাদি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা প্রাকৃত অহঙ্কারাদি লয়ের পর  
আবিভূতপ্রেমানন্দময় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ অহঙ্কারাদি প্রাপ্ত  
হইয়াছিলেন ।

অহে ! যদি এইরূপ বল যে, সেই অহঙ্কারাদি পুনর্বার  
আত্মক, কিম্বা পূর্বের ন্যায় এই সকল প্রেমানন্দময় শুদ্ধ-  
স্বরূপ অহঙ্কারাদিও বন্ধনের হেতু হউক । এরূপ বলিও না, ।  
এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন । কৰ্দম ঋষি যুক্তবন্ধন হইলেন ।  
শব্দের আবৃতি নাই, এই ন্যায়প্রযুক্ত ॥

অতিশয় ভক্তিদ্বারা আত্মার লাভকে প্রতিপন্ন করিতে  
ছেন ।

৪৫ শ্লোকে যথা ॥

“আত্মানমিতি” আত্মা শব্দে এস্থলে পরমাত্মা । কৰ্দম  
ঋষির নিকট সৰ্ব্ব প্রকারে ভগবান্‌ই স্ফুর্তিশীল হইয়াছিলেন,

ইচ্ছা দ্বেষেতি । তদেবং তেন ভাগবতী গতিঃ প্রাপ্তা ।  
হেয়ত্বাদন্যত্রেচ্ছাদ্বেষবিহীনেন তস্মাদেব হেতোঃ সর্বত্র  
সমচেতসা ।

তদুক্তং ।

নারায়ণপরাঃ সর্বৈ ন কুতশ্চ নবিভ্যতি ।

স্বর্গাপবর্গনরকেষপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥ ইতি ।

যদ্বা । ময়া লক্ষ্ম্যা সহ বর্ত্ততে ইতি সমঃ । ইতি সহস্রনাম-  
তাৎপর্যাৎ, ভগবচেতসেতি । প্রাপ্তো ভাগবতীঃ গতি-

ইহাই ব্যাক্যার্থ ॥

অনন্তর ভগবানের সাক্ষাৎ প্রাপ্তিই কহিতেছেন “ইচ্ছা  
দ্বেষ” ইত্যাদি ৪৬ শ্লোকে যথা—

অতএব এই প্রকারে কর্দম ঋষির ভগবৎসম্বন্ধিনী গতি-  
প্রাপ্তি হইল । অগ্রাহ প্রযুক্ত অন্যত্র ইচ্ছাদ্বেষ বিরহিত চিত্ত  
দ্বারা । এই হেতু তিনি সর্বত্র সমচিত্ত ছিলেন ।

এই বিষয় ৬ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে শ্রীমহাদে-  
বের বাক্যে কথিত হইয়াছে যথা—

মহাদেব কহিলেন হে দেবি ! যে যে ব্যক্তি নারায়ণপর  
তঁাহারা কাহা হইতেও ভয় পান না । স্বর্গ, নরক ও মুক্তি এই  
তিনেই তুল্য প্রয়োজন দর্শন করিয়া থাকেন ॥

অথবা লম্বশব্দের অর্থ । না শব্দে লক্ষ্মী তঁাহার সহিত  
বর্ত্তমান এই অর্থে সম, সহস্রনামভাষ্যে ভগবানের সম

গিতি পাঠে স কৰ্দ্দম এব তাং গতিং প্রাপ্তঃ ।

অত্র ভগবদ্ভক্তিযোগেনেত্যেব বিশেষ্যগিতি ॥

এবমেবোক্তং শ্রীভগবদুপনিষৎসু,—

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ ।

শব্দাদীন্ বিষয়াস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ ব্যুদস্য চ ।

বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্ কায়মানসঃ ।

ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ।

বলিয়া একটী নাম বর্ণিত আছে । ভগবদগত চিত্তদ্বারা । আর যদি “প্রাপ্তো ভাগবতীং গতিং” এই পাঠ হয়, তাহা হইলে এই অর্থ প্রকাশ হইতেছে অর্থাৎ কৰ্দ্দমই সেই ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইলেন । এখানে “ভগবদ্ভক্তিযোগ” এই পদটী বিশেষ্য ॥

এই প্রকারই শ্রীভগবদগীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । ৫৫ । শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন অৰ্জুন ! বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত এবং আত্মাকে ধৈর্য্যসহকারে নিয়মিত করিয়া শব্দস্পর্শাদি বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইতে হয় ॥

ইহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি নির্জন স্থানে বাস ও লঘু ভোজন এবং কায় মন ও বাক্যের সংযম করিয়া ধ্যানযোগে নিষ্ঠা ও তৎ-পরতার সহিত নিত্য বৈরাগ্যাবলম্বন করিবেন ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং ।

বিমুচ্য নির্মমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা নশোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদুক্তিং লভতে পরাং ।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তদ্বতঃ ।

ততো মাং তদ্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি ॥

তত্র বিশতির্মিলনার্থঃ । যথা । দুৰ্য্যোধনং পরিত্যজ্য যুধি-  
ষ্ঠিরং প্রবিষ্টবানয়ং রাজেতি । শ্রীদশমেহপি শ্রীগোপৈ-

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, এবং পরিগ্রহ অর্থাৎ  
ধনসঞ্চয়ের নিয়মিত বাসনা পরিত্যাগপূর্বক মমতারহিত এবং  
শাস্ত হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে ॥

ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রসনেচ্ছ সাধক শোক কিস্মা আকাঙ্ক্ষা  
করেন না, তিনি সর্বভূতে সমান ভাব রাখিয়া আমার উৎ-  
কৃষ্টা ভক্তি লাভ করেন ॥

সাধকেরা ভক্তিদ্বারা আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ  
আমি যে প্রকার ও যে পরিমাণবিশিষ্ট তাহা তদ্ব জ্ঞানে  
অবগত হইয়া অনন্তর আমাতে প্রবিষ্ট হয়েন ॥

এস্থানে বিশ ধাতুর অর্থ মিলন । যেমন দুৰ্য্যোধনকে পরি-  
ত্যাগ করিয়া ইনি রাজা এই বলিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রবিষ্ট  
অর্থাৎ মিলিত হইয়াছিলেন ॥

শ্রীদশমের ২৮ অধ্যায়ে শ্রীগোপগণ ব্রহ্মসম্পত্তি লাভা-

ব্রহ্ম সম্পত্তানন্তরমেব বৈকুণ্ঠো দৃষ্ট ইতি শ্রীসামিভিরেব  
ব্যাখ্যাতং ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ তথা ।

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্বব । জ্ঞানবিজ্ঞান-  
সম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৯০ ॥ স্পর্শং ॥

স্বাত্মানং জীবস্বরূপং জ্ঞানবিজ্ঞানঞ্চ ব্রাহ্মণ ।

কিং বহুনা । অত্র শ্রীচতুঃসনশুকাদয় এবোদাহরণমিতি ॥

১১ ॥ ১২ শ্রীভগবান্ উদ্ববং ॥ ৮৪ ॥

শ্রী ভগবতা শব্দব্রহ্মময়-কম্বুপৃষ্ঠ-কপোলস্তং প্রকাশিতয-

নন্তরই বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীধরস্বামী এই রূপ  
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

তথা ১১ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে

ভগবান্ উদ্ববকে কহিয়াছেন যথা ॥

অতএব হে উদ্বব ! জ্ঞাননিষ্ঠা পর্য্যন্ত আত্মাকে জানিয়া  
অন্য সমুদায় পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া উক্ত-  
ভাবে আমাকে ভজনা কর ॥ ৯০ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট । এখানে “স্বাত্মানং” অর্থাৎ স্বাত্মা  
শব্দের অর্থ জীবস্বরূপ ও জ্ঞানবিজ্ঞান শব্দে ব্রহ্মস্বকীয় ।  
অধিক আর কি বলিব, এস্থলে সনকাদি চতুঃসন ও শুকদেব  
প্রভৃতি উদাহরণ স্থল হইয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীভগবান্ ধ্রুবের কপোল দেশে বেদময় শব্দ স্পর্শ  
করাইলে তদ্বারা প্রকাশিত যথার্থবাক্য ধ্রুব বালক হইলে

থার্থনিগদো ধ্রুবো বালকোহপি তথা বিবৃতবানিত্যেব-  
মানন্দচমৎকারবিশেষশ্রবণাদপি তসৈ্যেব পূর্ণত্বমাহ ॥

যা নিবৃত্তিস্তনুভূতাং তব পাদপদ্ম—

ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথশ্রবণেন বা স্যাৎ ।

স্যা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ

কিস্তস্তকাসিলুলিতাং পততাং বিমানাং ॥ ৯১ ॥

স্বমহিমনি অসাধারণমাহাভ্যোহপি মা ভূৎ ন ভবতী-  
ত্যর্থঃ । অন্তকাসিঃ কালঃ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

ও সেই প্রকার বিস্তার করিয়াছেন । এই রূপ আনন্দ চমৎ-  
কার বিশেষ শ্রবণ হেতুই ভগবানেরই পূর্ণত্ব কহিতেছেন ॥

৪ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ধ্রুবপ্রিয় ভগবানের প্রতি  
ধ্রুববাক্য যথা ॥

ধ্রুব কহিলেন হে নাথ ! আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা  
আপনার ভক্তজনের কথায় দেহধারি ব্যক্তিদিগের যে নিবৃত্তি  
হয়, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মশাক্ত্যংকারেও সে সুখ লভ্য হয়  
না, ইহাতে যে সকল লোক অন্তকের কালরূপ অসিদ্ধারা  
কর্ত্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে, তাহাদের কথা কি ।  
অর্থাৎ ঐ সকল লোকের ঐ রূপ নিবৃত্তিলাভের সম্ভাবনা নাই  
ইহা বলা বাহুল্য মাত্র ॥ ৯১ ॥

“স্বমহিমনি” অর্থাৎ অসাধারণ মহিমাতেও না হউক,

ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ং ॥ ৮৫ ॥

পরমসিদ্ধিরূপাং ব্রহ্মণি লয়াদপি তদুজ্জনস্য

গরীয়স্বেন তস্মৈব গরীয়স্বমুপদিশতি ।

অনিমিত্তা ভাগবতী, ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সীতি ॥ ৯২ ॥

সিদ্ধের্মুক্তেরপীতি টীকা চ । সিদ্ধেজ্ঞানান্মুক্তেৰ্বেতি

শ্রীভগবন্নামকৌমুদীচ ॥ ৩ ॥ ২৫ ॥

শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৮৬ ॥

তদেবং শ্রীভগবানেবাখণ্ডঃ তত্ত্বং সাধকবিশেষাণাং

অর্থাৎ হয় না । অন্ত্যকাসিশব্দে কাল ॥ ৮৫ ॥

পরম সিদ্ধরূপ হইতে এবং ব্রহ্মে লয় হইতেও ভগবদ্-  
ভজনের গুরুত্ব প্রযুক্ত সেই ভজনেরই শ্রেষ্ঠত্ব উপদেশ  
করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে দেবহূতির প্রতি  
শ্রীকপিলদেবের বাক্য যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন মা ! নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি যুক্তি  
অপেক্ষাও গরীয়সী ॥ ৯২ ॥

ইহার শ্রীধরম্বামির টীকা । সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি হইতেও  
শ্রীভগবন্নামকৌমুদীর ব্যাখ্যা এই যে, সিদ্ধিশব্দে জ্ঞান অথবা  
যুক্তি ॥ ৮৬ ॥

সেই হেতু এই প্রকারে শ্রীভগবান্‌ই অখণ্ড তত্ত্ব, সাধক



তাদৃশযোগাত্মাভাবাৎ সামান্যাকারোদয়ত্বেন তদসম্যক-  
স্বৃতিরেব ব্রহ্মোক্তি সাক্ষাদেব বক্তি দ্বাভ্যাং ॥ ৮৭ ॥

জ্ঞানযোগশ্চ মন্বিষ্ঠো নৈত্ত্বণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ ।

দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছন্দলক্ষণঃ ।

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ ।

বিশেষ অর্থাৎ জ্ঞানিসকলের উক্ত প্রকার যোগ্যতা না  
থাকায় সামান্যাকারের উদয় হেতু ভগবানের সম্যক স্বৃতি  
হইয়াছিল, এই বিষয় দুইটি শ্লোকে কহিতেছেন ॥ ৮৭ ॥

৩ স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে ২৭ । ২৮ শ্লোকে

কপিলদেবের বাক্য যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন হে মাতঃ ! নৈত্ত্বণ্য জ্ঞানযোগ এবং  
মদ্বিষয়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই উভয়ের একই প্রয়োজন  
অর্থাৎ এই দুইয়েতে ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥

মা ! শাস্ত্রদ্বারা এই বোধগম্য হইতেছে যে, জ্ঞানযোগের  
কল আত্মলাভ এবং ভক্তিযোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরের প্রাপ্তি,  
তবে এই দুইয়ের প্রয়োজন কি রূপে হইবে ? এমনত আশঙ্কা  
করিবেন না, যেগন রূপ রসাদি বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদির  
এক এক বিষয় হইলেও পৃথক্ পৃথক্ মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ  
নানাপ্রকারে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ এক দুগ্ধ চক্ষুদ্বারা  
শুক্র, রসনারা মধুর, ত্বকের দ্বারা শীতল এবং নাসিকাদ্বারা  
সুগন্ধ, শ্রোত্রদ্বারা ক্ষীরাবিধান ইত্যাদি ভেদ হয়, তাহার

একো নানেযতে তদ্বদন্তগবান্ শাস্ত্রবজ্জ'ভিঃ ॥ ৯৩ ॥

টীকাচ । অনেন চ জ্ঞানযোগেন ভগবানেব প্রাপ্যঃ ।

যথা ভক্তিয়োগেনেত্যাহ । নৈষ্ঠু'ণ্যো জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠৌ

ভক্তিলক্ষণশ্চ যো যোগঃ তয়োদ্ব'য়োরপ্যেক এবার্থঃ

প্রয়োজনং । কোহসৌ ভগবচ্ছব্দো লক্ষণং জ্ঞাপকো বস্য ।

তদ্বুক্তং গীতাসু,—

তে প্রাপ্ণু বন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতা ইতি ॥ ৮৮ ॥

ননু জ্ঞানযোগস্যাত্মলাভঃ ফলং শাস্ত্রেণাবগম্যতে ভক্তি-

ন্যায় ভগবান্ বস্তুতঃ এক, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবজ্জ'দ্বারা নানা  
প্রকারে প্রতীয়মান হইয়েন ॥ ৯৩ ॥

ইহার শ্রীধরস্বামির টীকা এই যে । যেমন ভক্তিয়োগ  
দ্বারা ভগবান্কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ এই জ্ঞানযোগেও  
ভগবান্কে পান্ধয়া যায়, এই বিষয় বলিতেছেন গুণসম্বন্ধ  
রহিত জ্ঞানযোগ এবং মন্নিষয়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই  
দুইয়ের একই প্রয়োজন । যদি জিজ্ঞাসা কর ভগবৎ শব্দ  
বোধ করায় সেই প্রয়োজন কি ? ॥

এই প্রশ্নের উত্তর ভগবদ্গীতায় ১২ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে  
ভগবান্ অর্জুনকে কহিয়াছেন । যাহারা সকল প্রাণির হিত-  
চেষ্টাতে রত তাহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৮ ॥

কপিলদেব কহিলেন মা ! শাস্ত্রদ্বারা এই বোধগম্য

যোগস্যতু ভজনীয়েশ্বরপ্রাপ্তিঃ কুতস্তয়োরেকার্থত্বমিত্যা-  
শঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি । যথা বহুনাং রূপরসাদীনাং  
গুণানামাশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিরেক এবার্থো মার্গভেদপ্রবৃত্তৈ-  
রিন্দ্ৰিয়ৈর্নানা প্রতীয়তে, চক্ষুষা শুক্ল ইতি রসেনৈব মধুর  
ইতি স্পর্শেন শীত ইত্যাদি, তথা ভগবানেক এব তত্ত-  
ক্রপেণাবগম্যতে । ইত্যেযা ।

অত্র ভগবানেবাস্তিত্বেন নির্গদিতঃ । অতঃ সর্বংশপ্রত্যা-  
য়কত্বাদ্ ভক্তিযোগশ্চ মনঃস্থানীয়ো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

হইতেছে যে, জ্ঞানযোগের ফল আত্মলাভ এবং ভক্তি-  
যোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরের প্রাপ্তি, তবে এই দুইয়ের এক  
প্রয়োজন কি রূপে হইবে, এমনত আশঙ্কা করিবেন না, এই  
বলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন । যেমন রূপ রসাদি  
বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদির এক বিষয় হইলেও পৃথক্ পৃথক্  
মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্రిয়গণদ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয়  
অর্থাৎ এক দুগ্ধ চক্ষুদ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা মধুর এবং ত্বকের  
দ্বারা শীতল ইত্যাদি ভেদ হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ বস্তুতঃ  
এক, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবত্বদ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হইয়া  
থাকেন ॥

এস্থলে ভগবান্‌ই অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান বলিয়া কথিত হইয়া-  
যাছেন, এই হেতু সকল অংশের জ্ঞাপকত্বপ্রযুক্ত ভক্তি-  
যোগই মনের স্থানীয় বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৮৯ ॥

শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৮৯ ॥

অতএব তদংশত্বেনৈব ব্রহ্ম শ্রয়তে ॥

অহং বৈ সর্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ ।

শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম মমোভে শাস্বতী তনু ॥ ৯৪ ॥

টীকাচ । সর্বভূতান্যহমেব । ভূতানাত্মা ভোক্তাপ্যহ  
মেব ভোক্তৃভোগ্যাত্মকং বিশ্বং মদ্ব্যতিরিক্তং নাস্তীত্যর্থঃ ।

যতোহহং ভূতভাবনং ভূতানাং প্রকাশকঃ কারণঞ্চ ।

অতএব ব্রহ্মও ভগবানের অংশরূপে শ্রুত হইয়াছেন ॥

৬ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তদেব চিত্রকেতু রাজাকে কহিলেন হে রাজন্ ! যে  
হেতু আমি ভূতভাবন অর্থাৎ ভূতসকলের প্রকাশক ও কারণ  
অতএব আমিই সকল ভূতস্বরূপ এবং সমস্ত ভূতের আত্মা  
অর্থাৎ ভোক্তা । ফলতঃ আমি ব্যতীত ভোক্তা ও ভোগ্যাত্মক  
বিশ্ব নাই । বৎস ! কোন কোন ব্যক্তির “শব্দব্রহ্ম প্রকাশক  
ও পরব্রহ্ম কারণ” এই যে কহিয়া থাকে তাহাও সত্য,  
কিন্তু এই দুই অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম আমারই শাস্বত  
(নিত্য) শরীর ॥ ৯৪ ॥

ইহার টীকা এই যে, আমিই সর্বভূত আমিই ভূতসকলের  
ভোক্তা অর্থাৎ ভোক্তৃযোগ্য স্বরূপ বিশ্ব আমি হইতে ভিন্ন  
নয় । যে হেতু আমি ভূতসকলের প্রকাশক ও কারণ । অহে

ননু শব্দব্রহ্ম প্রকাশকং পরং ব্রহ্ম কারণং প্রকাশকঞ্চ  
সত্যং তে উভে মমৈব রূপে ইত্যাহ শব্দব্রহ্মেতি । শাস্ত্রতী  
শাস্ত্রত্যাভিত্যেযা । অত্র শব্দব্রহ্মণঃ সাহচর্যাৎ পরব্রহ্ম-  
গোহপ্যাংশত্বমেবায়াতি ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

শ্রীসঙ্কর্ষণশ্চিহ্নকেতুং ॥ ৯০ ॥

অতো ভগবতোহসম্যক্ প্রকাশত্বাৎ বিভূতিনির্বিশেষ-  
এব তদিত্যপ্যাহ ।

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং ।

বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥

মহিমানমৈশ্বর্যং বিভূতিনির্বিশেষং । ইতি যাবৎ ॥ ৯৫ ॥

শব্দব্রহ্ম প্রকাশক, পরব্রহ্ম কারণ ও প্রকাশ হইয়াছেন সত্য,  
তাহারা উভয়েই আমার রূপ এই বিষয় কহিতেছেন শব্দ  
ব্রহ্মেতি । শাস্ত্রতী শব্দের অর্থ ঐ দুই রূপই নিত্য ॥

এস্থলে শব্দব্রহ্মের সাহচর্য্য হেতু পরব্রহ্মেরও অংশত্ব  
প্রাপ্তি হইল ॥ ৯০ ॥

অতএব অসম্যক্ প্রকাশহেতু সেই ব্রহ্ম ভগবানের বিভূতি  
নির্বিশেষ হইলেন এই বিষয় কহিতেছেন ॥ ৮ স্কন্ধে ২৪

অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে সত্যব্রতের প্রতি শ্রীমৎস্যদেবের  
বাক্য যথা ॥

হে রাজন্ ! পরমব্রহ্ম পদবাচ্য যে আমার মহিমা, তৎ-  
কালে তোমার প্রশ্নে আমি তাহা বিবৃত করিব, তুমি আমার  
প্রসাদলব্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে  
পারিবে ॥ ৯৫ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

অতএব মে ময়া অনুগৃহীতং অনুগ্রহেণ প্রকাশিতং হৃদি  
 অপরোক্ষং বেৎস্যসি ত্বয়া কৃতেঃ সংপ্রশ্নৈর্ময়া বিবৃতং ।  
 ইতি । সত্ব যদ্যপি মদনুভবাস্তুভূত এব ব্রহ্মানুভব  
 ইত্যতো নাস্তি মত্তঃ পৃথগনুভবাপেক্ষা তথাপি ভক্তি-  
 প্রকাশিতসাক্ষান্মদনুভবে তন্মাত্রানুভবো ন স্ফুটো  
 ভবতি । যদি তদীয়স্ফুটতায়াং তবেচ্ছা কথঞ্চিদ্বর্ততে  
 তদা সাপি ভবেদिति ভাবঃ ॥ ৯১ ॥

অতএব ।

এতৌহি বিশ্বমাচ জীবয়োনী

রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানঃ ।

অতএব আমার অনুগ্রহে হৃদয়ে প্রকাশিত তোমার প্রশ্ন-  
 দ্বারা আমা কর্তৃক বিস্তারিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে তুমি জানিতে  
 পারিবে । যদ্যপি ব্রহ্মানুভব আমার অনুভবের অন্তর্গত অত-  
 এব আমা হইতে পৃথক্ অনুভবের অপেক্ষা নাই, তথাপি  
 ভক্তিদ্বারা প্রকাশিত সাক্ষাৎ আমার অনুভবে ব্রহ্মের অনু-  
 ভব স্পষ্ট হয় না । আর যদি স্পষ্ট ব্রহ্মানুভবে কোন প্রকার  
 তোমার ইচ্ছা থাকে তবে তাহাও হইবে ॥ ৯১ ॥

অতএব ১০ স্কন্ধে ৪৬ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে নন্দের প্রতি  
 উদ্ধবের বাক্য যথা ॥

হে গোপরাজ ! রাম ও কৃষ্ণ দুই জন বিশ্বের যোনি  
 অর্থাৎ নিমিত্ত উপাদান, আর তাঁহারা দুই জনে ভূতসকলে

অন্যায় ভূতেষু বিলক্ষণস্য

জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥

ইতি শ্রীমদুদ্বাবাক্যং ।

জ্ঞানস্যেত্যেকবচনাদেকং ব্রহ্মৈবোচ্যতে ॥ ৮ ॥ ২৪ ॥

শ্রীমৎস্যদেবঃ সত্যব্রতং ॥ ৯২ ॥

তথাচ বিভূতিপ্রসঙ্গ এব ।

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্ ।

বিকারঃ পুরুষো ব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরং ॥ ৯৬ ॥

টীকাচ । পরং ব্রহ্ম চেত্যেযা । অতএব শ্রীবৈষ্ণবসাম্প্রদায়িকৈঃ শ্রীমদ্বিরালমন্দরাচার্য্যমহানুভাবচরণৈরপ্যুক্তং ॥

সকলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদুপহিত বিনিধিভেদের তথা জীবের নিয়ন্তা, কারণ তাঁহারা পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ অনাদি ॥

উক্তপদ্যে “জ্ঞানস্য” এই পদে একবচন হেতু ব্রহ্মও এক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ৯২ ॥

১১ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে বিভূতিপ্রসঙ্গে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্বাব ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, অহঙ্কার, মহৎ, বোড়শ বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এসমুদায় আমি ॥ ৯৬ ॥

ইহার শ্রীধরস্বামির টীকা এই, পরম শব্দে ব্রহ্ম ॥

অতএব শ্রীবৈষ্ণবসাম্প্রদায় শ্রীন্ আলমন্দরাচার্য্য মহানুভবকর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যদগুণগুস্তুর-গোচরঞ্চ যদ্

দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানিচ ।

গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং

পরাংপরং ব্রহ্মচ তে বিভূতয় ইতি ॥

পৈঙ্গশ্রুতাবপি তদঙ্গনপাতিত্বেন শ্রুয়তে । এষ স্ত্রী এষ  
পুরুষ এষ প্রকৃতিরেষ আত্মৈব লোক এষ আলোক এষ  
যোহসৌ হরিরাদিরনাদিরন্তোহনন্তঃ পরমঃ পরাদ্বিশ্ব-  
রূপ ইতি ॥ ১১ ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবান্ ॥ ৯৩ ॥

অতো ব্রহ্মরূপে প্রকাশে তদ্বৈশিষ্ট্যানুপলব্ধনাং তৎ-

হে ভগবন্ ! যে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তু আর  
ঐ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে দশ দশ গুণ আবরণ, তথা যে সকল  
সত্ত্বাদি গুণ, প্রকৃতি, পুরুষ, পরং পদ ও পরাং পর, তৎ সমু-  
দয় আপনার বিভূতি ॥

পৈঙ্গ শ্রুতিতেও তাঁহার অঙ্গনপাতিত্বরূপে  
শ্রুত আছে যথা ॥

এই স্ত্রী, এই পুরুষ, এই প্রকৃতি, এই আত্মা, এই লোক  
এই আলোক এই যে ইনি হরি, আদি, অনাদি, অন্ত অনন্ত,  
পরাং পরম ও বিশ্বরূপ ॥ ৯৩ ॥

অতএব ব্রহ্মরূপ প্রকাশে তাঁহার বিশিষ্ট ভাব না থাকা  
প্রযুক্ত ব্রহ্ম যে ভগবানের প্রভাস্বরূপ তাহা কহিতেছেন ॥



প্রভাবদ্বলক্ষণত্বমপি তস্য ব্যপাদিশ্যতে । রূপং যত্ত্বং প্রাহ-  
রব্যক্ত মাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতিরিত্যাदि ॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্মৈব জ্যোতিঃ প্রভা যস্য তথাভূতং রূপং ত্রীবিগ্রহং ।  
তথা চোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং ।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি—

কোটিষশেষবস্তুদ্যাদিবিভূতিভিন্নং ।

১০ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি  
শ্রীদেবকীর বাক্য যথা ॥

দেবকী কহিলেন ভগবন্ ! বেদসকল যাহাকে অনির্ব-  
চনীয় কার্যাকল্প যে বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন অর্থাৎ যাহাকে  
নিরীহ ( সন্নিধিগাত্রে কারণ ) নির্বিশেষ, সত্ত্বাত্ম, নির্বি-  
কার, নিগুণ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, বৃহৎ, আদ্য অর্থাৎ মূল কারণ  
বলিয়া থাকেন, আপনি সেই বস্তু, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, অধ্যাত্মদীপ  
অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি কারণসমূহের প্রকাশক অতএব আপনার  
ভয় আশঙ্কা নাই ॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্মই যাহার জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রভা সেই প্রকার রূপ  
যাহার ত্রীবিগ্রহ হইয়াছে ॥

ব্রহ্মসংহিতা ৪০ শ্লোকে এই রূপ কথিত হইয়াছে ॥

যাহার স্বীয় কান্তিপ্রভাতে উৎপন্ন যে ব্রহ্মাণ্ডকোটি  
সেই সকল প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থিত। কোটি পৃথিবীও  
ভিন্নভিন্ন রূপে অশেষ বস্তু কোটি সহিত অবস্থিতি করেন,

তদ্বক্ষা নিষ্কলমনস্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি ॥ ১০ ॥ ৩ ॥

শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তং ॥ ১৩ ॥

অতো ব্রহ্মণঃ পরত্বেন শ্রীভগবন্তং কঠোক্ত্যবাহ ।

যঃ পরং রহস্যং সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসম্পিতাৎ ।

ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ১৮ ॥

পিত্রানুবর্ণিতরহা ইতি শ্রবণেন রহো ব্রহ্ম তস্মাদপি

পরং ততঃ সূতরাং ত্রিগুণাং প্রধানাং । জীবসংজ্ঞি-

সেই অশেষ জীবের অন্তরাত্মা, অনন্ত, অপরিমীম নিষ্কল  
পরব্রহ্ম যে আদিপুরুষ গোবিন্দ, তাঁহাকে আমি ভজনা  
করি ॥ ১৪ ॥

অতএব ব্রহ্মের পর হেতু শ্রীভগবান্কে কঠোক্তিদ্বারা  
কহিতেছেন ॥

৪ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে

প্রাচেতস্ সকলের প্রতি শ্রীরুদ্রবাক্য যথা ॥

হে রাজনন্দনগণ ! প্রধান এবং জীবসংজ্ঞক পুরুষ হইতে  
পর অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা যে ভগবান্ বাসুদেব,  
যে ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হয় সে আমার অতিশয় প্রিয় ॥ ১৮

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে “পিত্রানুবর্ণিতরহা”  
এই শ্রবণ হেতু, “রহঃ” শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, তাহা হইতেও পর

তাৎ জীবাঅনশ্চ পরং ভগবন্তং যঃ সাক্ষাৎ শ্রবণাদিনৈব  
নতু কৰ্ম্মার্পণাদিনা প্রপন্ন ইত্যম্বয়ঃ ॥

তথাচ বিষ্ণুধৰ্ম্মে নরকদ্বাদশীত্রেতে শ্রীবিষ্ণুস্তবঃ ॥

আকাশাদিষু শব্দাদৌ শ্রোত্রাদৌ মহাদিষু ।

প্রকৃতো পুরুষে চৈব ব্রহ্মণাপিচ স প্রভুঃ ।

যথৈক এব সৰ্ব্বাত্মা বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ ।

তেন সত্যেন মে পাপং নরকার্ত্তিপ্রদং ক্ষয়ং ।

প্রয়াতু স্কৃতম্যাস্তু সমানুদিবসং জয়ঃ ॥ ইতি

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু ত্রিগুণ অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি)  
হইতে এবং জীবসম্বিত অর্থাৎ জীবাঅ্মা হইতে পর যে ভগ-  
বান্ তাঁহাকে যিনি কৰ্ম্মাদিদ্বারা প্রপন্ন না হইয়া সাক্ষাৎ  
শ্রবণাদিদ্বারা প্রপন্ন হন ॥

এই বিষয় বিষ্ণুধৰ্ম্মে নরকদ্বাদশীত্রেতে

শ্রীবিষ্ণুর স্তব যথা ॥

আকাশাদি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, শ্রোত্রাদি  
ইন্দ্রিয়, মহত্বাদি, প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রহ্ম । এ সকলেই  
সৰ্ব্বাত্মা সেই প্রভু বাসুদেব যেমন এক হইয়া অবস্থিতি করি-  
তেছেন, সেই সত্যদ্বারা নরকরূপ দুঃখপ্রদ আমার পাপ ক্ষয়-  
প্রাপ্ত হউক, প্রতিদিবস আমার পুণ্যের জয় হউক ॥

এস্থলে প্রকরণের অনুরূপ এবং সৰ্ব্বাত্মশব্দ দ্বারা অন্যথা

অত্র প্রকরণানুরূপেণ সর্বাঙ্গাণ্যেব চান্যথা সমাধানং  
পরাহতং ॥ ৯৫ ॥

তথাচ তত্রোক্তরংক্ষত্রবক্ষু পাখ্যানে ।

যন্ময়ং পরমং ব্রহ্ম তদব্যক্তঞ্চ যন্ময়ং ।

যন্ময়ং ব্যক্তমপ্যেতদ্তুবিষ্যামি হি তন্ময়ঃ ॥ ইতি

তত্রৈব মানসকপূজাপ্রসঙ্গে ততঃ পরত্বং স্মৃটমেবোক্তং ।

যথাহচ্যুতত্বং পরতঃ পরস্মাৎ

স ব্রহ্মভূতাৎ পরমঃ পরাত্মনৃ ।

তথাহচ্যুতত্বং কুরু বাঙ্কিতং ত-

ন্মাপদং চাহপহরাহপ্রমেয় ॥ ইতি

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেচ ॥

রূপে সমাধান অর্থাৎ সিদ্ধান্তকরণ নিবৃত্ত হইল ॥ ৯৫ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্মোক্তরে ক্ষত্রবক্ষু উপাখ্যানে যথা ॥

পরম ব্রহ্ম যৎস্বরূপ, সেই অব্যক্ত যৎস্বরূপ এবং সেই  
ব্যক্তও যৎস্বরূপ, আমিও তৎস্বরূপ হইব ॥

ঐ বিষ্ণুধর্মোক্তে মানস, নক্ষত্র ও ঋতুপূজা প্রসঙ্গে

তাহা হইতে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, যথা-

হে অচ্যুত ! আপনি যেমন শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্ম

তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ! হে পরাত্মনৃ ! হে অচ্যুত ! হে অপ্র-  
মেয় ! তদ্রূপ আমার সেই বাঙ্কী পূর্ণ কর এবং আপদ অপ-  
হরণ কর ॥

স ব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ । ইতি ।

অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥

শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসং ॥ ৯৬ ॥

তদেবমেবাভিপ্রায়েণ ।

স বা এষ পুরুষোহন্নরসময় ইত্যাদাবন্তরঙ্গান্তরঙ্গৈকৈকা-  
অকথনান্তে, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা  
অথর্বাস্থিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম পুচ্ছং  
প্রতিষ্ঠেতি শ্রুত্বাক্তায়াঃ পঞ্চমা অপি প্রতিষ্ঠায়া উপরি।  
শ্রীগীতোপনিষদো যথা । ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি । অত্র

বিষ্ণুপুরাণেও ॥

তিনি পারস্বরূপ ব্রহ্মের পরপারস্বরূপ ।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন যথা-

ব্রহ্ম হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ ॥ ৯৬ ॥

অতএব এই প্রকার অভিপ্রায়েই-

সেই এই পুরুষ, অন্নময়, রসময়, ইত্যাদি স্থলে অন্তরঙ্গ  
অন্তরঙ্গ এক এক আত্মার কথনের অন্তে শ্রুতি বাক্যযথা ॥

শ্রীভগবান্ সমস্ত জগতের, সমস্ত পৃথিবীর, অথর্ব-  
বেদোক্ত সমস্ত আস্থিরস যজ্ঞের ও সমস্ত তেজঃপদার্থের এবং  
পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিমা হইয়াছেন । এই যে  
শ্রুত্বাক্ত পঞ্চ প্রতিষ্ঠার উপরে বলিয়া উক্তি তাহা শ্রীভগব-  
দগীতোপনিষদের ১৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মশব্দসমিহিতপ্রতিষ্ঠা শব্দেন সা শ্রুতিঃ স্মর্য্যতে ॥ ৯৭

ততশ্চৈবমেব ব্যাখ্যেয়ং । হি শব্দঃ ।

মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।

ইত্যস্য নিরন্তরপ্রাচীনবচনস্য হেতুতাবিবক্ষয়া ।

অতো গুণাতীতব্রহ্মণঃ প্রকৃতার্থত্বাৎ প্রাচীনার্থহেতু-

ভগবান্ অর্জুনকে কহিলেন সখে ! যে হেতু ব্রহ্মের ও  
নিত্যমূর্তির এবং শাস্ত্রত ধর্ম্মের তথা ঐকান্তিক স্নেহের প্রতিমা  
আমিই হইয়াছি ॥

এস্থলে ব্রহ্মশব্দের নিকটবর্ত্তি প্রতিষ্ঠা শব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত  
শ্রুতিকে স্মরণ করাইতেছেন ॥ ৯৭ ॥

অতএব হি শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা করা কর্তব্য ॥

ভগবদগীতার ১৪ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন যিনি আমাকে অব্যভিচার ভক্তিযোগ  
দ্বারা সেবা করেন, তিনি এই সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া  
ব্রহ্মভূয় অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হয়েন ॥

এই অব্যবহিত প্রাচীন বচনের হেতু-কথনেচ্ছা দ্বারা হি  
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ॥

অতএব গুণাতীত ব্রহ্মের প্রকৃতার্থ হেতু বচনের উপকার  
দ্বারা তৎ শব্দের ব্রহ্মশক্তি রূপ ও হিরণ্যগর্ভ রূপ অর্থান্তর

বচনে হস্মিন্ উপচায়েণ তচ্ছব্দস্য বুদ্ধিশক্তিরূপং হিরণ্য-  
গর্ভরূপং বা অর্থাস্তরমযুক্তং কিস্তেবমেব যুক্তং । যথা ।

ননু ব্রহ্মত্বা কথং নিগুণবুদ্ধধর্মপ্রাপ্তিঃ । সা তু  
তদেকানুভবেন ভবেৎ । তত্রাহ বুদ্ধগোহীতি । হি যস্মাৎ  
বুদ্ধ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পরমপ্রতিষ্ঠাচ্ছেন শ্রুতৌ যৎ  
প্রসিদ্ধং তচ্চ তস্যামেব শ্রুতাবানন্দময়াগ্রহেন দর্শিতং  
তস্য পুচ্ছরূপিতব্রহ্মণঃ । আনন্দময়ো হত্যাসাদিতি  
সূত্রকারসম্মতপরব্রহ্মভাব আনন্দময়াখ্যঃ প্রচুরপ্রকাশো

করা উপযুক্ত হয় না কিন্তু এই প্রকার অর্থ করাই যুক্ত ॥

যথা । হে ভগবন্ । তোমার ভক্তিদ্বারা কিপ্রকারে ব্রহ্ম-  
ধর্ম প্রাপ্তি হয়, তাহাতো এক ব্রহ্মানুভব দ্বারাই হইয়া  
থাকে ? । এই প্রশ্নে কহিতেছেন । “ব্রহ্মগো হীতি” হিশব্দের  
অর্থ-যে হেতু, ভগবান্ পরমব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছেন, এই  
হেতু তাঁহার পরমপ্রতিষ্ঠিত্ব দ্বারা শ্রুতি প্রমাণে যে ব্রহ্ম  
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাহাকে সেই শ্রুতিতে আনন্দময় ভগ-  
বানের অঙ্গ বলিয়া দেখাইয়াছেন । তাহার পুচ্ছ রূপি ব্রহ্মের ।  
বেদান্ত সূত্রের ১ পাদের প্রথমাধ্যায়ে ১৩ সূত্রে “আনন্দময়ো-  
হত্যাসাৎ” অত্যাস প্রযুক্ত আনন্দময় এই সূত্রকারসম্মত  
পরব্রহ্ম ভাব-যাঁহার নাম আনন্দময় সেই ভগবান্-প্রচুর  
প্রকাশ নূর্য্যের ন্যায়, সেই পুচ্ছরূপ ব্রহ্মের প্রচুরপ্রকাশ  
হইয়াছেন অর্থাৎ প্রচুর আনন্দরূপ শ্রীভগবান্ আমি ব্রহ্মের

রবিরিতিবৎ প্রচুরশ্চানন্দরূপঃশ্রীভগবানহং প্রতিষ্ঠা ।  
 যদ্যপি ব্রহ্মণো মমচ ন ভিন্নবস্তুত্বং তথাপি শ্রীভগবদ্রূপেণৈ-  
 বোদিতো ময়ি প্রতিষ্ঠাত্বস্য পরা কার্ঠেত্যর্থঃ । স্বরূপশক্তি-  
 প্রকাশেনৈব স্বরূপপ্রকাশম্যাধিক্যাহত্বাৎ । নির্বিশেষব্রহ্ম-  
 প্রকাশম্যাপ্যুপরি শ্রীভগবৎপ্রকাশশ্রবণাৎ । অত এক-  
 ম্যাপি বস্তুনস্তথা প্রকাশভেদো রজনীধণ্ডিনো জ্যোতিষো  
 মার্ত্তণ্ডমণ্ডলতদাত্তিস্তিভেদবৎ উৎপ্রেক্ষ্যঃ অতো ব্রহ্ম-  
 প্রকাশম্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়া কৃতেন মন্ত্র-  
 নেন ব্রহ্মণি নীরমানো ব্রহ্মধর্ম্মমপি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৯৮॥

প্রতিষ্ঠা হইয়াছি । যদিচ ব্রহ্মের এবং আমার পরস্পর অভিন্ন  
 বস্তুত্ব তথাপি শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশিত আমাতে প্রতিষ্ঠাত্বের  
 সীমা হইয়াছে এই তাৎপর্য্য, যে হেতু স্বরূপশক্তি প্রকাশ  
 হইতে স্বরূপপ্রকাশেরই আধিক্য হইয়াছে, কারণ নির্বিশেষ  
 ব্রহ্মপ্রকাশের উপরেও শ্রীভগবানের প্রকাশ শ্রুত হইতেছে ।

অতএব রাত্রিনাশক জ্যোতির সূর্য্যমণ্ডল ও তাঁহার  
 তেজোভেদের ন্যায় এক বস্তুর সেই সেই প্রকাশভেদ  
 জানিতে হইবে । অতএব ব্রহ্মপ্রকাশ আমার অধীন হয় ।  
 মোক্ষকামনা করিয়া আমাকে ভজনা করিলে ব্রহ্মে লগ্ন হইয়া  
 ব্রহ্ম ধর্ম্মও প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৮ ॥



অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি সংপ্রবদতে ।

শুভাশ্রয়ঃ সচিন্তন্য সর্বগস্য তথাহ্ননঃ । ইতি ।

ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি স্বামিভিঃ ।

সর্বগস্যাহ্ননঃ পরব্রহ্মণোহপ্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা ।

তদুক্তং ভগবতা ।

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি ।

অত্রচ তৈর্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং । যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এন সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থ ইতি । অত্র চি প্রত্যয়স্তু তদুপাসকহৃদি তৎপ্রকাশস্যাত্মভূতত্বং ব্রহ্মণ উপচর্য্যতে ইতীথমেব । অত্রৈব প্রতিষ্ঠা প্রতিমেতি টীকা মৎসরকল্পিতা নতু তৎকৃত্য ।

এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণও কহিয়াছেন যথা ॥

চিন্তের সহিত সর্বগত আত্মারও আমি শুভাশ্রয় হইয়াছি ।

ঐ স্থলে স্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সর্বগত আত্মা পরব্রহ্মেরও আমি আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) । ভগদগীতার ও ১৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন, আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় । এস্থলে শ্রীধরস্বামির ব্যাখ্যা, আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, যেমন ঘনীভূত প্রকাশ সূর্যমণ্ডল তাহার ন্যায় । এস্থলে চি প্রত্যয়ই সেই ব্রহ্মোপাসকের হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রকাশ হয়, কিন্তু ব্রহ্মের যে প্রকাশতাহা উপচারমাত্র । এস্থলে ও প্রতিষ্ঠা শব্দে প্রতিমা

অসম্বন্ধহাং, নহি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি  
 নচ তৎপ্রকাশস্য প্রতিমা সূর্য্যঃ, নচামৃতস্যাব্যয়স্যেত্যা-  
 দ্যনন্তরপাদত্রয়োক্তানাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাত্বং ঘটেতে ।  
 নবা ঋতিশৈলীবিষ্ণুপুরাণয়োঃ সম্বাদিতাস্তি । তস্মান্ন-  
 মাদরগীয়া, যদিবা আদরগীয়া তদা তচ্ছব্দেনাপ্যাপ্যাশ্রয়  
 এব বাচনীয়ঃ । প্রতিলক্ষীকৃত্য মাতি পরিমিতং ভবতি  
 যন্মিরিতি ॥ ৯৯ ॥

তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্যাহঃ ।

এই যে টীকা তাহা মৎসরকল্পিত শ্রীধরস্বামির কৃত নহে, যে  
 হেতু অসম্বন্ধ প্রযুক্ত নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিমা সম্ভবে না । সূর্য্য  
 ও তৎপ্রকাশের প্রতিমা হইতে পারেন না । শ্রীভগবদ্গীতার  
 ১৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে বর্ণিত অমৃতের অব্যয়ের ইত্যাদির  
 পর পাদত্রয়োক্ত মোক্ষাদি সকলের প্রতিমাত্ব ঘটে না ।  
 ঋতিশৈলী ও বিষ্ণুপুরাণে প্রতিমা বলেন নাই । সেই হেতু  
 টীকা আদরগীয়া নহে, পরন্তু যদি আদরগীয়া হইত তাহা হই-  
 লেও তৎ-শব্দদ্বারা আশ্রয়কেই কহিতেন । প্রতিমা শব্দের  
 অর্থ এই যে বাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বাহাতে পরিমিত হয়  
 তাহার নাম প্রতিমা ॥ ৯৯ ॥

সেই এই সকলকে অভিপ্রায় করিয়া ঋতি সকল কহি-  
 তেছেন ।

দৃত্য ইব শ্বসন্ত্যন্ত্ভূতো যদি তে হনুবিধা

মহদহমাদয়ো হণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ ।

পুরুষবিধোহনুয়োহত্র চরমোহন্নময়াদিষু যঃ

সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেদ্ববশেষমুতং ॥ ৯৯ ॥

অন্ত্ভূতো জীবা দৃত্য ইব শ্বসদাভাসা অপি যদি তে তব  
অনুবিধা ভক্তা ভবন্তি তদা শসন্তি প্রাণন্তি তেষু তদ্বক্তা-  
নামেব জীবনং জীবনং মন্যামহ ইতি ভাবঃ । কথং ? যস্য

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে যথা ।

শ্রুতিগণ কহিলেন, যে সকল জীব তোমার অনুবর্ত্তী  
ভক্ত, তাহাদিগেরই জীবন সার্থক, তদিতর লোকসকল  
ভক্তার ন্যায় কেবল ব্যথা নিশ্বাস বহন করে মাত্র । বাঁহার  
অনুপ্রবেশ দ্বারা চেতনপ্রাপ্ত হইয়া মহদহঙ্কারাদি সকল  
সমষ্টিব্যষ্টিরূপ এই দেহসৃষ্টি করে ও যাহাতে অন্নময়াদি  
কোষে চেতন প্রাপ্তি হয় সেই পুরুষাকার আপনি । আর  
সেই অন্নময়াদি কোষে সশ্বক্সমাত্র উপদেশ পুচ্ছরূপে উক্ত  
যে ব্রহ্ম তাহাও আপনি । আর স্কুল সূক্ষ্ম হইতে অতিরিক্ত  
সাক্ষিস্বরূপ অবাধিত ও অমৃতস্বরূপ আপনি ॥ ১০০ ॥

তাৎপর্য্য । প্রাণধারী জীবসকল দৃতি অর্থাৎ ভক্তার ন্যায়  
নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, তাহারা যদি আপনার ভক্ত হইয়া  
তবে তাহারাই প্রাণী অর্থাৎ সেই সকল প্রাণিগণের মধ্যে  
আপনার ভক্তদিগেরই জীবন সার্থক বলিয়া মানি । যদি

তব অনুগ্রহতঃ সমষ্টিব্যাপ্তিরূপমণ্ডং দেহং মহদহমাদয়ো-  
 হসৃজন্ । অতঃ স্বয়মেব তথাবিধা ত্বন্তঃ পরাজ্ঞুখানা-  
 মন্যোষাং দৃতিতুল্যত্বং যুক্তমেবেতি ভাবঃ অনুগ্রহমেব দর্শ-  
 যন্তি । অত্র মহদহমাদিষু অন্তরঃ । প্রবিষ্টত্বমিতি । কথং  
 মৎপ্রবেশমাত্রেণ তেষাং তথা সামর্থ্যং স্যাত্তত্রাজ্ঞঃ । যদ্  
 যস্মাৎ সতঃ আনন্দময়াখ্যত্রক্ষণোহবয়বস্য প্রিয়াদে-  
 রসতস্তদন্যস্মাদন্নময়াদেচ্চ যৎ পরং পুচ্ছভূতং সর্ব-  
 প্রতিষ্ঠা ত্রক্ষ তৎ খলু ত্বং, তত্রাপি এষু প্রতিষ্ঠাবাক্যেষু  
 অবশেষঃ বাক্যশেষত্বেন স্থিতং ত্রক্ষণোহি প্রতিষ্ঠাহ-

বলেন কি প্রকারে, যে আপনার অনুগ্রহে সমষ্টিব্যাপ্তিরূপ  
 অণু অর্থাৎ সূক্ষ্মসূক্ষ্ম দেহকে মহৎ অহঙ্কারাদি সৃষ্টি করিয়া-  
 ছেন । অতএব আপনি স্বয়ং সেই প্রকার হইয়াছেন । আপনা  
 হইতে পরাজ্ঞুখ অর্থাৎ অভক্ত সকলে যে দৃতি ( ভক্তা ) তুল্য  
 হইয়াছে তাহা উপযুক্ত । অনুগ্রহই কি তাহা দেখাইতেছেন ।  
 এস্থলে মহৎ অহঙ্কারাদিতে আপনি প্রবেশ করিরাছেন ।  
 ভগবান্ যদি একরূপ বলেন, অহে ! আমার প্রবেশ মাত্র মহদা-  
 দির কি প্রকারে সৃষ্টিসামর্থ্য হইয়াছে ? এই প্রশ্নে কহিতে-  
 ছেন । যে হেতু সৎ অর্থাৎ আনন্দময়নামক ত্রক্ষের অবয়বের  
 প্রিয়াদির এবং অসৎ অন্নময়াদির যিনি পরম পুচ্ছস্বরূপ সর্ব-  
 প্রতিষ্ঠা ত্রক্ষ তাহাও আপনি হইয়াছেন । তাহাতেও  
 এই প্রতিষ্ঠা বাক্যসকলের মধ্যে বাক্যশেষ, রূপে অব-

মিত্যাদাবন্যত্র প্রসিদ্ধং ॥ ১০১ ॥

আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধার্থং যদাহ ভগবানুতং ।

ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমবলৌকবৃতাদৃতং । ইত্যত্র ঋতত্বেনাপি  
প্রসিদ্ধং শ্রীভগবদ্ভূপমেব তত্ত্বং । অতোহন্নময়াদিষু পুরুষ-  
বিধঃ পুরুষাকারো যশ্চরমঃ প্রিয়মোদপ্রমোদানন্দ ব্রহ্মণা-  
মবয়বী আনন্দময়ঃ স ত্বমিতি । তস্মাৎ মূলপরমানন্দ-  
রূপত্বাত্ত্বৈব প্রবেশেন তেষাং তথা সামর্থ্যং যুক্তমিতি  
ভাবঃ ॥ ১০২ ॥

স্থিত ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা আগি ইত্যাদি প্রমাণে এবং অন্যত্রও  
প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১০১ ॥

অর্থাৎ ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ হরি অকপট  
তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার সত্য ও জ্ঞানময় রূপ  
প্রদর্শন পূর্বক যে তপস্যাди উপাসনা কহিয়াছিলেন জীব  
সকলের তত্ত্ব জ্ঞানার্থ তাহাই আবশ্যিক ॥

এস্থলে ঋত অর্থাৎ সত্যরূপে প্রসিদ্ধ যে শ্রীভগবৎরূপ  
তাহাও আপনি । অতএব অন্নময়াদির মধ্যে পুরুষবিধ অর্থাৎ  
পুরুষাকার যে চরম এবং প্রিয়, আনন্দ, পরমানন্দ, আনন্দ  
এবং ব্রহ্ম এই সকলের যে অবয়ববিশিষ্ট আনন্দময় তাহাও  
আপনি । অতএব মূল পরমানন্দ রূপ আপনারই প্রবেশ  
দ্বারা মনোদাদির সৃষ্টিসামর্থ্যাদি তাহা যুক্তিসঙ্গত, ইহাই

কো হেবান্যাং কঃ প্রাণাদযদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যা  
 দিতি শ্রুতেঃ । প্রকরণেহস্মিন্নেকদুষ্কৃতং ভবতি । যদ্যপি এক  
 স্বরূপেহপি বস্তুনি স্বগতনানা বিশেষো বিদ্যাতে তথাপি তা-  
 দৃশশক্তিয়ুক্তায়া এব দৃষ্টেস্তত্ত্বংসর্ববিশেষগ্রহণে  
 নিমিত্ততা দৃশ্যতে নত্বন্যস্যাঃ । যথা মাংসময়ী দৃষ্টিঃ  
 সূর্য্যমণ্ডলং প্রকাশমাত্রত্বেন গৃহ্ণাতি । দিব্যাতু প্রকাশ-  
 মাত্রস্বরূপত্বেহপি তদন্তর্গতদিব্যসভাদিকং . গৃহ্ণাতি ।  
 এবমত্র ভক্তেরেব সম্যক্ত্বেন ত্যৈব সম্যক্ত্বং দৃশ্যতে । তচ্চ  
 ভগবানেবেতি তসৌব সম্যগ্রূপত্বং জ্ঞানস্যতু অসম্যাক্-

ভাবার্থ ॥ ১০২ ॥

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যথা ।

অন্য কোন্ ব্যক্তি অপান চেষ্টা করিবে ও অপয় অন্য  
 কোন্ বক্তি প্রাণচেষ্টা করিবে, যে হেতু এই আকাশ অর্থাৎ  
 নিরাকার বস্তু আনন্দস্বরূপ নহেন । এই প্রকরণে ইহাই উক্ত  
 হইতেছে । যদ্যপি এক স্বরূপ বস্তুতে আত্মগত নানা বিশেষ  
 আছে, তথাপি সেই প্রকার শক্তিয়ুক্ত দৃষ্টির সেই সেইসমু-  
 দায়ের বিশেষ গ্রহণে নিমিত্ততা দেখা যাইতেছে, কিন্তু অন্য  
 শক্তির নহে । যেমন মাংসময়ী দৃষ্টি প্রকাশমাত্ররূপে সূর্য্য-  
 মণ্ডলকে গ্রহণ করে, দিব্যদৃষ্টি সূর্য্যমণ্ডল প্রকাশমাত্রস্বরূপ  
 হইলেও তাঁহার অন্তর্গত দিব্য সভাদ গ্রহণ করে । এই প্রকার  
 এস্থলে ভক্তিই সমগ্র সাধনস্বরূপ হওয়ায় তদ্বারাই সম্যক্

ত্বেন দর্শিতত্বাত্তেনাসম্যাগেব তদ্দৃশ্যতে তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্য  
 অসম্যগ্রূপত্বং । তত্রচ সামান্যত্বেনৈব গ্রহণে কারণস্য  
 জ্ঞানস্য তদন্তরীণাবাস্তুরভেদপর্যালোচনেষসামর্থ্যাদ্বি-  
 রেবাবস্থিতেন তেন ভাগবতপরমহংসবৃন্দানুভবসিদ্ধ-  
 নানাপ্রকাশবিচিত্রেহপি স্বপ্রকাশলক্ষণপরতত্বে প্রকাশ-  
 সামান্যমাত্রং যদগৃহ্যতে তত্তস্য প্রভারূপত্বেনৈবোৎ-  
 প্রেক্ষ্যতে । ততশ্চাঘনত্বঅংশত্বং বিভূতিত্বঞ্চ ব্যাপ-

অর্থাৎ সমগ্রত্ব দর্শন হয়, তিনিই ভগবান্ তিনিই সমগ্ররূপ  
 হইয়াছেন, যে হেতু জ্ঞানের অসম্যকত্ব দেখান হইয়াছে ।  
 অতএব যাহা অসম্যক দৃষ্ট হয় তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অসমগ্র  
 রূপ হইয়াছেন । তন্মধ্যে অর্থাৎ সম্যক্ ও অসম্যক্ দৃষ্টির  
 মধ্যে সামান্যরূপত্বের দ্বারাই গ্রহণবিষয়ে কারণের অর্থাৎ  
 জ্ঞানের তাহার মধ্যবর্তী অবাস্তুর ভেদ পর্যালোচনা সমূহে-  
 অসামর্থ্য হেতু বাহ্যাবস্থিত জ্ঞানদ্বারা ভাগবত পরমহংস  
 সকলের অনুভবসিদ্ধ নানাপ্রকার প্রকাশ বিচিত্রতাতেও  
 নিজ প্রকাশ রূপ পরতত্বে সামান্য প্রকাশমাত্র যাহা গ্রহ-  
 ণীয় হয় তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে সেই ভগবানের প্রভারূপে  
 উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন ।

অতএব অঘনত্ব, অংশত্ব ও বিভূতিত্ব বলিয়া ব্রহ্মের  
 নির্দেশ হইয়াছে । সেই হেতু অথও তত্ত্ব রূপ ভগবান্ সামান্য-

দিশ্যতে তস্য । তস্মাদখণ্ডতত্ত্বরূপো ভগবান্ সামান্যা-  
কারস্বস্ফূর্তিলক্ষণত্বেন স্বপ্রভাকারস্য ব্রহ্মণোহপ্যাশ্রয়  
ইতি যুক্তমেব ॥ ১০৩ ॥

অতএব, যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাত্মা শরীরং যস্যাব্যক্ত-  
শরীরং যস্যাকরং শরীরং এষ সর্বভূতান্তরাত্মাহপহত-  
পাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণ ইত্যেতচ্ছ্রুত্যন্তরং-  
চাকরশব্দোক্তস্য ব্রহ্মণোহপ্যাশ্রয়ত্বেন নারায়ণং বোধয়তি ।  
উক্তাত্মাদিশব্দপারিশেষ্যপ্রমাণেন, চকার তেষাং,  
সংকোভমকরজুসামপীতি প্রয়োগদৃষ্ট্যা চাত্র হ্কার-  
শব্দেন ব্রহ্মৈব বাচ্যং । তথা শ্রীভগবতা সাধ্যাকথনে

কার নিজ স্ফূর্তি স্বরূপ স্বীয় প্রভারূপ ব্রহ্মেরও যে আশ্রয়  
হইয়াছেন ইহা উপযুক্তই বটে ॥ ১০৩ ॥

অতএব পৃথিবী বাঁহার শরীর, আত্মা বাঁহার শরীর, অব্যক্ত  
( প্রকৃতি ) বাঁহার শরীর এবং অকর ( ব্রহ্ম ) বাঁহার শরীর ।  
ইনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য ( অলৌকিক )  
দেব, এক এবং নারায়ণ । এই শ্রুতির পর অকর শব্দদ্বারা  
উক্ত ব্রহ্মেরও আত্মা বলিয়া নারায়ণকে বোধ করাইয়াছেন ।  
উক্ত আত্মাদি শব্দ চরম প্রমাণদ্বারা, তথা ৩ স্কন্ধের ১৫  
অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে তাহাতে যদিও সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্ম  
জ্ঞান দ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন তথাপি তাঁহা-  
দের চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে লোমাঞ্চ হইল । এই প্রয়োগ দৃষ্টি  
দ্বারাও এস্থলে অকরশব্দে ব্রহ্মকেই কহিয়াছেন ।



কালো মায়াযে জীবঃ । ইত্যাদৌ মহাপ্রলয়ে সর্বাবশিষ্ট-  
ত্বেন ব্রহ্মোপদিশ্য তদাপি দ্রষ্টৃৎ স্বস্মিন্মুক্তং ।

এষ সাত্ত্ব্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রহিভেদনঃ ।

প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া ।

ইত্যত্র পরাবরদৃশেত্যেনেন ।

সোহয়ং চাত্র বিবেকঃ । সাত্ত্ব্যং হি জ্ঞানং, তচ্ছাস্ত্রং  
খলু স্বরূপভূততদ্বিশেষমননুসন্ধায় যতৎস্বরূপ-

তথা ১১ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ সাত্ত্ব্য-  
যোগ কথনে কহিয়াছেন । অব্যয় কাল মায়াযে জীবো লীন  
হয়, জীবাত্মা পরমাত্মাতে লয় পায় । ইত্যাদি স্থলে মহাপ্রলয়ে  
সকলের অবশিষ্টরূপে ব্রহ্মকে উপদেশ করিয়া ঐ প্রলয়েও  
আপনাকে ঐ ব্রহ্মের দ্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

১১ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে ॥

পরাবরদর্শী অর্থাৎ সকলের আদি ও সকলের অন্ত যে  
আমি তোমাকে সংশয় গ্রহিণাশক এই সাত্ত্ব্য যিনি প্রতি  
লোম ও অনুলোম ক্রমে অর্থাৎ ক্রম ও ব্যুৎক্রমে কহিলাম ॥

এস্থলে “পরাবরদৃশা” এতদ্বারা সেই সাত্ত্ব্যই  
এখানে বিচারযোগ্য । সাত্ত্ব্য শব্দে জ্ঞান, সেই সাত্ত্ব্য শাস্ত্র

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

—:—

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ-জীবগোস্বামিপ্রণীতঃ

—

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেন শ্লোকান্ সংশোধ্য

বঙ্গভাষয়া অনূদিতঃ ।

—

শ্রীরামবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেণ

সংশোধিতঃ ।

—

শ্রীব্রজনাথমিশ্রেন—

তৃতীয়সংস্করণং ।

প্রকাশিতঃ ।

মুর্শিদাবাদ ।

বহুবলপুর,—রাধাকৃষ্ণবল্লভে

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল প্রিন্টারেণ

মুদ্রিতঃ ।

—

বঙ্গাব্দে ১৩৩৬ আশ্বিনে ।

মূল্য ৫০ আনা ।



মাত্রং তদানীমবশিষ্টং ভবতি তদেব ব্রহ্মাখ্যং তদেব  
 প্রপঞ্চাবচ্ছিন্ন তর প্রদেশে প্রপঞ্চলয়াৎ বৈকুণ্ঠ ইব স্বরূপ  
 ভূত প্রকাশাদেব শিষ্যমাণত্বেন বক্তুং যুক্ত্যতে তচ্চ সবি-  
 শেষ্য মাত্র স্বরূপ শক্তি বিশিষ্টেন বৈকুণ্ঠস্থেন শ্রীভগবতা  
 পৃথগিব তত্রানুভূয়তে ইতি । তদেবং নির্বিশেষত্বেন  
 স্পর্শরূপরহিতস্যাপি তস্য ভগবৎ প্রভা রূপত্বমুৎপ্রেক্ষ্য  
 তদভিন্নত্বেন ব্রহ্মত্বং ব্যপদিষ্টং ততঃ স্পর্শ রূপাদি মাধুরী  
 ধারিতয়া সবিশেষদ্য সাক্ষাত্ত্বগবদঙ্গজ্যোতিষঃ স্তুতরাগেব  
 তং সিধ্যতি ॥ ১০৪ ॥

নিশ্চয় স্বরূপ ভূত অবিশেষকে অনুসন্ধান না করিয়া যে  
 সেই স্বরূপ মাত্র প্রলয় কালে অবশিষ্ট হয়েন তিনিই ব্রহ্ম  
 এবং তিনিই জগতের অবচ্ছিন্নাতিশয় প্রদেশে জগদ্বিনাশের  
 পর বৈকুণ্ঠের ন্যায় স্বরূপ ভূত প্রকাশের অবিশেষ প্রযুক্তই  
 অবশিষ্ট রূপে বলিবার নিমিত্ত যুক্ত হইয়াছেন । ঐ ব্রহ্মই  
 স্বীয় বিশিষ্ট মাত্রকেই স্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠস্থিত শ্রী-  
 ভগবানের সহিত পৃথক্‌ত্বের ন্যায়ই প্রলয়ে অনুভব করেন ।  
 সেই হেতু এই প্রকারে নির্বিশেষ দ্বারা স্পর্শ রূপ রহিত  
 সেই ব্রহ্মকে ভগবানের প্রভারূপ উৎপ্রেক্ষা করিয়া তাহার  
 অভিন্নত্ব রূপে উপদেশ করিয়াছেন, অতএব স্পর্শ রূপাদি  
 মাধুরী ধারণ হেতু সবিশেষ সাক্ষাৎ ভগবানের অঙ্গ জ্যোতির  
 স্তুতরাং ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১০৪ ॥

যথোক্তং শ্রীহরিবংশে মহাকালপুরুষাখ্যানে

শ্রীমদর্জুনং প্রতি শ্রীভাগবতা ॥

ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্যদৃষ্টবানসি ।

অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মতেজস্তৎ সনাতনং ॥

প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী ।

তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ ।

সা সাংখ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাং ।

তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজতে জগৎ ।

মমৈব তদ্ব্যনং তেজো জ্ঞাতুমহংসি ভারতেতি ॥

এই বিষয় শ্রীহরিবংশে মহাকাল পুরুষ কথনে শ্রীমান্-  
অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন অর্জুন ! তুমি যে অলৌকিক স্মৃতিতে  
তেজোময় ব্রহ্ম অবলোকন করিলে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তাহাই  
আমি, সেই সনাতন ব্রহ্ম আমারই তেজঃ আর ব্যক্ত অব্যক্ত  
নিত্যা যে প্রকৃতি চিৎশক্তি তিনিও মৎপরায়ণা হইয়াছেন ।  
তাহাকে আশ্রয় করিয়া মহা মহা যোগিগণ এই সংসার হইতে  
মুক্ত হইয়া থাকেন । হে পার্থ ! ঐ প্রকৃতি সাংখ্য, যোগি  
এবং তপস্বি দিগের গতি হইয়াছেন । অপর ঐ প্রকৃতির পর  
যে পরম ব্রহ্ম তিনি সমুদায় জগৎ বিভাগ করিতেছেন । হে  
ভারত ! ঐ ব্রহ্ম আমারই ঘন তেজ বলিয়া জানিতে যোগ্য  
হও ॥

প্রকৃতিরিত্তি তৎপ্রভাত্তেন স্বরূপশক্তিত্ত্ব মপি তস্য  
নির্দিষ্টং ॥

এবং পূর্বোদাহৃত 'কৌস্তুভবিষয়কবিষ্ণুপুরাণবাক্যমপ্যে  
তদুপোদলকত্বেন দ্রষ্টব্যং তস্মাৎ দৃতম্ ইবেত্যপি  
সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥

শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তু ॥ ১০৫ ॥

ততশ্চ যস্মিন্ পরম বৃহতি সামান্যাকার সত্তায়্য অপি-  
তদঙ্গ জ্যোতিষোহপি বৃহত্ত্বেন ব্রহ্মত্বং তস্মিন্নেব মুখ্য  
তচ্ছব্দ প্রবৃতিঃ ॥

তথাচ ব্রাহ্মে ॥

অনন্তো ভগবান্ ব্রহ্ম আনন্দেত্যাদিভিঃ পদৈঃ ।

প্রকৃতি ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎ প্রভা রূপে ব্রহ্মকে  
প্রকৃতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যাহা হউক, এই প্রকারে  
পূর্বোল্লিখিত কৌস্তুভ বিষয়ক শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বাক্যকেই  
ইহার মহাম রূপে দেখা কর্তব্য । অতএব “দৃতম্ ইব” এই  
শ্লোক উক্তম রূপে ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ১০৫ ॥

যাহা হউক পরম বৃহৎ ভগবানে সামান্যাকার সত্তার ও  
তদঙ্গ জ্যোতির বৃহত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মত্ব, অতএব ভগবানেই ব্রহ্ম  
শব্দের মুখ্য প্রবৃতি হইয়াছে ॥

উক্ত বিষয় ব্রহ্মপুরাণে যথা ॥

অনন্ত, ভগবান্, ব্রহ্ম ও আনন্দ ইত্যাদি পদের এক

প্রোচ্যতে বিষ্ণুরৈবৈকঃ পরেষামুপচারিত ইতি ॥

কচিচ্চানন্ত গুণত্ব যুক্তত্বেনৈব ভগবান্ ব্রহ্মত্বাচ্যতে ॥

যথা পাণ্ডে ॥

পৃথক্কুং গুণান্তস্য ন শক্যন্তেহমিতত্বতঃ ।

যতো হতো ব্রহ্ম শব্দেন সর্বেষাং গ্রহণং ভবেৎ ।

এতস্মাব্রহ্ম শব্দোহসৌ বিষ্ণোরৈব বিশেষণং ।

অমিতোহি গুণে যস্মান্নান্যেষাং তন্মতেবিভুমিতি ॥

অত্র নির্গলিতোহয়ং মহাপ্রকরণার্থঃ ॥ ১০৬ ॥

বিষ্ণুই বাচ্য হইয়াছেন অর্থাৎ বিষ্ণুতেই এই চারিটি শব্দ মুখ্য, বিষ্ণু ভিন্ন অন্যত্র উপচার মাত্র ॥

কোন গ্রন্থে অনন্ত গুণ যুক্তত্ব প্রযুক্ত ভগবানই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

যে হেতু অপরিমিতত্ব প্রযুক্ত ভগবানের গুণ সকলকে পৃথক্ বলিবার নিমিত্ত সমর্থ হওয়া যায় না, সেই হেতু ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা সকলের গ্রহণ হইয়া থাকে ॥

অতএব এই ব্রহ্ম শব্দ বিষ্ণুরই বিশেষণ জানিতে হইবে, যে হেতু সর্ব ব্যাপক বিষ্ণু ব্যতিরেকে অন্যের অসংখ্য গুণ নাই। এস্থানে এই মহা প্রকরণের অর্থ সমাপন করা হইল ॥ ১০৬ ॥

যদদ্বয়ং জ্ঞানং তদেব তদ্বর্গিণি তদ্বিবিদো বদন্তি তচ্চ  
বৈশিষ্ট্যং বিনৈবোপলভ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে বৈশি-  
ষ্টেন সহ তু শ্রীভগবানিতি ।

সচ ভগবান্ পূর্বোদিত লক্ষণ শ্রীমূর্ত্যাত্মক এব নম্রমূর্তঃ ।  
অথ ভূপ মূর্তমমূর্তঞ্চ পরং চাপরমেব চেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণ  
পদ্যে তস্য চতুর্বিধত্বমঙ্গীকর্তব্যং তদা ব্রহ্মত্ববত্ত ভূপাসক  
দৃষ্টি যোগ্যতানুরূপমেবাস্তু ॥ ১০৭ ॥

যে অদ্বয় জ্ঞান তাহাই তত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞেরা ইহাই কহিয়া  
থাকেন । বিশিষ্টতা ব্যতিরেকে উপলব্ধ হওয়াতে সেই  
তত্ত্বকে ব্রহ্ম, আর বিশিষ্টতার সহিত প্রতীত হওয়াতে  
উহাকে ভগবান্ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ॥

সেই ভগবান্ কে ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলা হইতেছে, তিনি  
পূর্ব কথিতানুসারে শ্রীমূর্তি বিশিষ্ট, কিন্তু অমূর্ত অর্থাৎ নিরা-  
কার নহেন ॥

অনন্তর । হে ভূপ ! সেই বিষ্ণুই মূর্ত, অমূর্ত, পর ও  
অপর হইয়াছেন । শ্রীবিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকে যাঁহারা  
শ্রীবিষ্ণুর চতুর্বিধত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা যদি অমূর্ত  
অর্থাৎ নিরাকারকে পৃথক্ অঙ্গীকার করিতেন তাহা হইলে  
ব্রহ্মত্বের ন্যায় ব্রহ্মোপসকের দর্শন যোগ্যতার অনুপকরণই  
হইত ॥ ১০৭ ॥



তথাহি ॥

যস্য সমীচীনা ভক্তিরস্তি তস্য পরমূর্ত্তা। শ্যামসুন্দর চতু-  
ভূজাদি রূপয়া প্রাদুর্ভবতি । যস্যার্বচীনোপাসনারূপা  
তস্যাপরমূর্ত্তা। পাতাল পাদাদি কল্পনা ময্যেব । যস্য  
রূক্ষং জ্ঞানং তস্য পরেণ ব্রহ্ম লক্ষণামূর্ত্তেহেন । যস্য  
জ্ঞানপ্রচুরা ভক্তিঃ তস্য স্বপরেণেশ্বর লক্ষণ মূর্ত্তেহে  
নেতি ॥ ১০৮ ॥

অত্রাপরত্বং পরমূর্ত্তাবির্ভাবান্তরসোপানত্বেন ব্রহ্মবদতীব  
মূর্ত্তত্বানপেক্ষমিত্যেব নত্বশ্রেষ্ঠ বিবক্ষয়েতি জ্ঞেয়ং ।

এই বিষয়ের মীমাংসা যথা ॥

বঁাহার সমীচীনা অর্থাৎ উক্তমা ভক্তি আছে তাঁহার সম্বন্ধে  
ভগবান্ শ্যামসুন্দর চতুভূজাদি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত  
হয়েন । বঁাহার অর্বাচীন (সামান্য) উপাসনা রূপ ভক্তি  
হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে পাতাল প্রভৃতি পাদাদি কল্পনা ময়ী  
কনিষ্ঠা মূর্ত্তি দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়েন । বঁাহার রূক্ষ জ্ঞান  
তাঁহার সম্বন্ধে পরব্রহ্ম স্বরূপ অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকার রূপে  
প্রাদুর্ভূত হয়েন, আর বঁাহার জ্ঞান প্রচুরা ভক্তি তাঁহার  
সম্বন্ধে ঈশ্বর লক্ষণ মূর্ত্তি দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ১০৮ ॥

এস্থলে অপর শব্দ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির আবির্ভাবের পর সোপান  
অর্থাৎ ক্রমাগত দ্বারা কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম যেমন অতিশয়  
মূর্ত্তির অপেক্ষা করেন না এ মূর্ত্তি সে রূপ নহেন, পরন্তু

পদ্মমূর্ত্তাপেক্ষয়াহপরত্বং বা । তত্রৈব তদ্বিশ্বরূপ রূপং বৈ  
রূপমন্যাকরে স'হস্মিতি বিশ্বাষিষ্ঠানত্বেন নিত্যত্ব বিভুত্বেন  
মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সৰ্ব্বাপাশ্রয় নিস্পৃহমিতি নিরূপাধি-  
ত্বং । চিন্তয়েদ্ধু ক্রান্ততং তমিতি পরতত্ত্ব লক্ষণ ত্বং ॥ ১০৯ ॥  
ত্রিভাব ভাবনাগীত ইতি তত্র প্রসিদ্ধ কৰ্ম্মময় জ্ঞান  
কৰ্ম্ম সমুচ্চয় কেবল জ্ঞান ময় ভাবনা ত্রয়াগীতত্বেন পর  
তত্ত্ব লক্ষণত্বেহপি ভক্তোকাবিভাবতয়া সম্যক্ প্রকা-

অপর শব্দ ন্যূন কথনেচ্ছায় কথিত হয় নাই ইহা জানিতে  
হইবে । অথবা পর মূর্ত্তির অপেক্ষা দ্বারা অপর শব্দ প্রয়োগ  
করিয়াছেন ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই বলিয়াছেন ॥

হরির সেই বিশ্বরূপ স্বরূপ রূপ অন্য শ্রেষ্ঠ রূপ হই-  
য়াছে । বিশ্বের অধিষ্ঠান ও নিত্য এবং সৰ্ব্ব ব্যাপক হেতু  
ভগবানের সা কার রূপ সৰ্ব্বাগীত ও নিস্পৃহ এজন্য নিরূ-  
পাধি হইয়াছে ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ সেই ভগবানকে চিন্তা করিবে । এই প্রমাণ  
দ্বারা ভগবান্ পরতত্ত্ব স্বরূপ হইয়াছেন ॥ ১১০ ॥

তিন ভাবে যে ভাবনা তাহা অগীত হইয়াছেন । তন্মধ্যে  
প্রসিদ্ধ কৰ্ম্ম ময় ও জ্ঞান কৰ্ম্ম সমূহ ময় এবং কেবল জ্ঞান  
ময় ভাবনা এই তিন হইতে অগীত হওয়ায় পরতত্ত্ব স্বরূপ হই

শত্ৰুং মূর্ত্তিস্যৈব বাঞ্জিতং । অতএব শুভাশ্রয়ঃ সচিন্তস্য  
সর্বজস্য তথাহ্নন ইত্যুক্তং । ততশ্চ তস্যাঃ শ্রীমূর্ত্তে  
রপি সকাসান্তদন্তে, প্রত্যাহারোক্তিঃ কেবলাভেদোপাস  
কং প্রত্যেব ব্যবস্থিতা ভবতীত্যপ্যনুসন্ধেয়ং ॥ ১১০ ॥

অত্র তদ্বিশ্বরূপমিত্যেতৎ পদ্যং মূর্ত্তি পরমেবেতি জ্ঞেয়ং ।  
সমস্ত শক্তিরূপাণি যৎ করোতি নরেশ্বর । দেবতির্য্যঙ্কানু-  
ষাখ্যা চেষ্টাবন্তি স্বলীলয়েতানন্তর বাক্য বলাৎ ॥

লেও কেবল ভক্তি দ্বারা আবির্ভাব প্রযুক্ত মূর্ত্তিরই সম্যক্  
প্রকাশত্ব প্রকাশিত হইল । অতএব চিত্তের সহিত সর্ব গত  
ব্রহ্মের ভগবান্ আশ্রয় হইয়াছেন ইহা উক্ত হইয়াছে । সেই  
হেতু সেই শ্রীমূর্ত্তি হইতেই সমাধির শেষে প্রত্যাহার কথিত  
হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা ভেদোপাসক তাঁহারা ভগবানের  
ঈষৎ হাস্য পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়া তদনন্তর মনকে সমা হার  
করেন, যাঁহারা কেবল অভেদোপাসক তাঁহাদের প্রতিই এই  
ব্যবস্থা ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ১১০ ॥

এস্থলে পদ্মপুরাণের “তদ্বিশ্বরূপ রূপং এই” শ্লোকের  
তাৎপর্য্য শ্রীমূর্ত্তি পর জানিতে হইবে, কারণ, হে নরেশ্বর !  
সেই ভগবান্ নিজ লীলা দ্বারা দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য রূপ  
চেষ্টা বিশিষ্ট যাহা করেন তৎ সমুদায় তাঁহার শক্তি স্বরূপ ।  
এই পর বাক্যের বল প্রযুক্ত শ্রীমূর্ত্তিতেই তাৎপর্য্য জানিতে  
হইবে ॥

যতঃ প্রথমস্য তৃতীয়ে ॥

যস্যান্তসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতম্বত ইত্যাছ্যন্ত লক্ষ-  
ণস্য মূর্ত্তসৈব তত্তদবতারিত্বং দর্শিতং ॥ ১১১ ॥

এতন্মানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়মিতি ॥

তদ্বিশ্বরূপ বৈরূপ্যমিতি পঠন্তিঃ শ্রীরামানুজচরণৈরপি  
মূর্ত্তপরত্বেনৈব ব্যাখ্যাতং বিশ্বরূপাং বৈরূপ্যং বৈলক্ষণ্যং

যে হেতু ১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে

বলিয়াছেন ॥

পূর্বে যোগনিদ্রা বিস্তার করত একার্ণবে শয়ান হইলে  
তাহার নাভিরূপ হৃদয়স্থ পদ্ম হইতে বিশ্বশ্রৃঙ্গণের পতি  
ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা যাহার  
লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই মূর্ত্তিমান্ ভগবানই  
সেই সেই অবতার সকলের অবতারী হইয়াছেন ইহা দর্শিত  
হইল ॥ ১১১ ॥

১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে যথা ॥

এই বিরাট্ মূর্ত্তি নানা অবতারের বাজ অর্থাৎ যখন যে  
কোন অবতারের প্রয়োজন হয়, তখন ইহা হইতেই হইয়া  
থাকে অথচ অব্যয়, কখন তাহার বিনাশ নাই ॥

সেই বিশ্বরূপের বৈরূপ্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি এই  
রূপ পাঠ করিয়াও মূর্ত্তিমান্ ভগবৎ পরত্বই ব্যাখ্যা করি-  
য়াছেন । যথা । বিশ্বরূপ হইতে বৈরূপ্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য

যত্র তদ্বিশ্ববিলক্ষণং মূর্ত্তং স্বরূপমিতি । তদেবং তস্য বস্তু-  
তঃ শ্রীমূর্ত্ত্যাত্মকত্ব এব সিদ্ধে যৎ সৰ্ব্বতঃ পাণিপাদাদি  
লক্ষণা মূর্ত্তিঃ শ্রুয়তে সাহপি পূৰ্ব্বোক্ত লক্ষণায়াঃ শ্রীমূর্ত্তে  
ন পৃথগিতি বিভূত্ব প্রকরণান্তে ব্যঞ্জিতমেব ॥ ১১২ ॥

যত্নু ।

বৃহচ্ছরীরৌহতিবিমান রূপো।

যুবা কুমারত্বমুপেয়িবান্ হরিঃ ।

রেমে শ্রিয়াহসৌ জগতাং জনন্যা

স্বজ্যোৎস্নয়া চন্দ্র ইবামৃতাহংসুঃ ॥

ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনং । তত্র পরব্রহ্ম স্বরূপ শরীরঃ

মীহাতে হইয়াছে তিনি বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ মূর্ত্তি  
বিশিষ্ট । অতএব এই প্রকার সেই বস্তুর শ্রীমূর্ত্তি স্বরূপ সিদ্ধ  
হওয়াতে যে, সকল দিকেই হস্ত পদাদি মূর্ত্তি শ্রুত হইতেছে,  
তাহাও পূৰ্ব্বোক্ত লক্ষণ শ্রীমূর্ত্তি হইতে পৃথক্ নহে, ইহা বিভূত্ব  
প্রকরণের অন্তে প্রকাশ করা হইয়াছে ॥ ১১২ ॥

পরন্তু যে হরি বৃহৎ শরীর, অপরিমেয় রূপ ও যুবা স্বরূপ  
হইয়া কুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অমৃত কিরণ চন্দ্র যেমন স্বীয়  
জ্যোৎস্নার সহিত বিহার করেন তাহার ন্যায় তিনি জগজ্জননী  
লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতেছেন ॥

এই যে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন তাহাতে, পর

সর্ব্বতো ভাবেন বিগত পরিমাণোহপি নিত্যং কৈশোর-  
কারমেব প্রাপ্তঃ সন্ শ্রিয়া সহ রেমে ইত্যর্থঃ । উপৈয়িবা-

নিত্যুক্তাবপি নিত্যত্বমপহতপাপেযুতি বং ॥

তত্রৈব তদীয় তচ্ছ্রীমূর্ত্যধিষ্ঠাতৃক ত্রিপাদ্বিভূতেরপি

প্রঘট্টকেন পরম নিত্যতা প্রতিপাদনাং ॥ ১১৩ ॥

তথাচোক্তং তত্রৈব ॥

অচ্যুতং শাস্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাশ্রিতং ।

নিত্যং সম্ভোগমীশ্বর্য্য। শ্রিয়া ভূম্যাচ সংযুতমিতি ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ শরীর ও সর্ব্বপ্রকার পরিমাণাতীত হইয়া ও নিত্য  
কৈশোর আকার প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত রগণ করিতে-  
ছেন ॥

“উপৈয়িবান্” অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উক্তি হই-  
লেও তাঁহার নিত্যত্ব দিকি হইয়াছে । যেমন তিনি “অপহত  
পাপনা” অর্থাৎ নিষ্পাপ এই বলাতে তাঁহার নিত্য বিশেষণ  
হয় তদ্রূপ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেও ভগবানের শ্রীমূর্তি যাঁহার  
অধিষ্ঠান হইয়াছেন, প্রস্তাবাদীন সেই ত্রিপাদ্বিভূতিরও পরম  
নিত্যতা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১১৩ ॥

ঐপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি অচ্যুত, শাস্বত, দিব্য ( অলৌকিক ) এবং সর্ব্বদা  
যৌবনাস্থিত তিনি ঈশ্বরী লক্ষ্মী ও ভূমির সহিত সংযুত

তস্মাৎ শ্রীভগবান্ যথোক্ত লক্ষণ এব । সএব বদন্তীত্যস্য  
মুখ্যার্থভূঃ মূলং তদ্ব্যমিতি পর্য্যবসানং ॥ ১১৪ ॥

তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারায়ণীয়োপাখ্যানে ॥

তদ্বৎ জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্ব্বতো মূখৈঃ ।

তদ্ব্যমেকো মহাযোগীহরিন'রায়ণঃ প্রভুরিতি ॥

শ্রীনারায়ণোপনিষদি ॥

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তদ্বৎ নারায়ণঃ পরং ॥

অত্র শ্রীরামানুজোদাহৃতাঃ শ্রুতয়শ্চ ॥

হইয়া নিত্য সম্ভোগ বিশিষ্ট হইয়াছেন ॥

অতএব যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল তদ্বিশিষ্টই ভগবান্,  
ঐ ভগবানই ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের “বদন্তি তৎ তদ্ব্যমিতি”  
এই ১১ শ্লোকের মুখ্যার্থ স্বরূপ মূলতত্ত্ব ইহা পর্য্যবসান  
হইল ॥ ১১৪ ॥

এই বিষয় মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারায়ণীয় উপাখ্যানে

উক্ত হইয়াছে যথা ॥

তদ্ব্যজিজ্ঞাসু মূনি সকলের সর্ব্ব প্রকার মুখ্য হেতু দ্বারা  
মহাযোগী প্রভু শ্রীনারায়ণ হরিনই এক তত্ত্ব স্বরূপ হইয়াছেন ॥

শ্রীনারায়ণ উপনিষদে যথা ॥

নারায়ণই পরম ব্রহ্ম, নারায়ণই পরম তত্ত্ব ॥

এই স্থলে শ্রীরামানুজাচার্য্যের উদাহৃত শ্রুতি

যস্য পৃথিবী শরীরমিত্যারভ্য ॥

এষ সর্বভূতান্তরায়া দিব্যোদেব একোনারায়ণ ইত্যাদ্যা  
বহবঃ ॥ ১১৫ ॥

ইহ শ্রীভগবৎশভূতানাং পুরুষাদীনাং পরম তত্ত্ব বিগ্র-  
হতা সাধনং বাক্য জাতমপি তস্যাংশিনস্তদ্রূপ বিগ্রহত্বং  
কৈমুতোনাভিব্যনক্তীতি পূর্বত্র চোত্তরত্র বহুত্র গ্রন্থে  
তথোদাহরণানি । বিষ্ণুপুরাণেতু সাক্ষাদেব শ্রীভগবন্ত  
মধিকৃত্য তথোদাহরণং ॥

সে রূপে ব্রহ্মণ স্তন্য মূর্তং চামূর্তমেবচ ।

ক্ষরাক্ষর স্বরূপেতি সর্বভূতেশ্ববাস্বিতে ।

সকল যথা ॥

যাঁহার শরীর পৃথিবী ইহা আরম্ভ করিয়া । এক নারা-  
য়ণ দেব সকল ভূতের বুদ্ধির সাক্ষী ও অলৌকিক দেব ইত্যাদি  
বহুতর শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে ॥ ১১৫ ॥

এস্থলে শ্রীভগবানের অংশ স্বরূপ পুরুষাবতারাদি বিগ্র-  
হের পরম তত্ত্ব সাধন বাক্য সকলেও সেই অংশ ভগবানের  
সেই রূপ বিগ্রহকে কৈমুত্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন ।  
পূর্বাপর বহুতর গ্রন্থে উক্ত রূপ উদাহরণ সকল উদাহৃত  
হইয়াছে । কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্কে অধি-  
কার করিয়া সেই রূপ উদাহরণ হইয়াছে । যথা ॥

সেই ব্রহ্মের <sup>সাক্ষী</sup> সাক্ষী ও <sup>নিরাক্ষর</sup> নিরাক্ষর দুই প্রকার রূপ ।



অক্ষরং তৎপরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্বমিদং জগদিতুস্ত্রা জগ-  
ন্মধো ব্রহ্ম বিষ্ণুশ্বর রূপানি পঠিত্বা পুনরুক্তং ॥ ১১৬ ॥

তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলং ।

আবির্ভাব তিরোভাব জন্মনাশ বিকল্পবদিতি ॥

তদেতদক্ষরাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিত্যং অখিলং জগত্তু আবি-  
র্ভাবাদি ভেদবদিত্যর্থঃ । তত্রাবির্ভাব তিরোভাবৌ  
শ্রীবিষ্ণু তদংশানাং জন্মনাশৌ ত্বন্যেযাং অতো জগত্যা  
বির্ভাবাদি কৃত্যোনৈব পূর্বেষাং তদন্তঃ পাতব্যপদেশো ন

ক্ষর এবং অক্ষর স্বরূপে সকল ভূতে অবস্থিত আছেন । পর  
ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশি স্বরূপ, আর জগৎ স্রষ্টাদায় ক্ষর  
অর্থাৎ বিনাশি স্বরূপ । ইহা বলিয়া জগতের মধ্যে ব্রহ্মা  
বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতির রূপ সকল পাঠ করিয়া পুনর্বার উক্ত  
হইয়াছে ॥ ১১৬ ॥

হে মুনিবর ! সেই এই অক্ষর মূর্তি নিত্য, আর এই  
সমস্ত জগৎ আবির্ভাব, তিরোভাব ও জন্ম নাশ প্রভৃতি বিবিধ  
কল্পনা বিশিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ সেই এই অক্ষরাখ্য পরং ব্রহ্ম  
নিত্য, আর নিখিল জগৎ আবির্ভাবাদি ভেদ বিশিষ্ট হইয়াছে  
ইহার এই অর্থ, তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁহার অংশ সকলের  
আবির্ভাব ও তিরোভাব আর অন্যের অর্থাৎ জগতের জন্ম ও  
নাশ হইয়া থাকে । এই হেতু জগতে আবির্ভাবাদি কার্য্য  
দ্বারাই শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার অংশ সকলের জগন্মধ্যে অবস্থান

বস্তুত ইত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥

অথ সদা স্বধাম্নি বিরাজমানস্তেন ক্ষররূপতো মূর্ত্ত্বাদি-  
নাচাক্ষরতোহপি বিলক্ষণং তৃতীয়ং রূপং ভগবতঃ পরমং  
স্বরূপমিতি পুনরুচ্যতে ।

সর্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোহপরং ।

মূর্ত্তং তদ্যোগিভিঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে ।

স পরঃ সর্ব শক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ ।

মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্ব ব্রহ্মময়োহরিঃ ॥

তত্র সর্বমিদং প্রোতমোতং চৈবাখিলং জগদিতি ॥

ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারাৎপূর্ব্বং যোগিভিশ্চিন্ত্যতে ।

তথা ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ উপাসনানুক্রমেণ যথৈবাক্ষরা

হল মাত্র, যথার্থ নহে ॥ ১১৭ ৫' ১০"

অনন্তর নিজধামে সর্বদা বিরাজমান হেতু ক্ষর রূপের  
সাক্ষাদি দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ নিরাকার রূপ হইতে বিলক্ষণ  
যে ভগবানের তৃতীয় রূপ তিনি পরম স্বরূপ, ইহাই পুনর্ব্বার  
কাহিতেছেন ॥

ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বরূপ সর্বশক্তিময় যে বিষ্ণু তাহার  
মূর্ত্তিকে যোগি সকল যোগারম্ভ কালে পূর্ব্ব চিন্তা করেন ।  
হে মহাভাগ ! ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সকল শক্তির পর সেই মূর্ত্তি  
মান্ ব্রহ্ম হরি সর্ব ব্রহ্মময় হইয়াছেন । সেই হরিতে এই  
সমুদায় জগৎ ওত প্রোত হইয়া রহিয়াছে । ব্রহ্ম সাক্ষাৎ

দনন্তরং তদুক্তং তথা ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মেত্যাদ্যনুসারেণ  
 ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারানন্তরাবির্ভাবী চ স ইত্যর্থঃ । যতঃ সর্ব-  
 সাং শক্তীনাং স্বরূপভূতাদীনাং পরমাশ্রয়ঃ অতএব সর্ব-  
 ব্রহ্মময়োহখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপক । অক্ষরাখ্যস্য পূর্বস্য শক্তি-  
 হীনত্বেন খণ্ডিতত্বাৎ । যদ্বা । তত এব সর্ববেদ বেদ্য  
 ইত্যর্থঃ । তত এবচ তত্র সর্বমিত্যাদীতি ॥ ১১৮ ॥

কারের পূর্বে যোগি সকল চিন্তা করেন । উপাসনার ক্রমা-  
 ন্বয় দ্বারা যেমন অক্ষরের অনন্তর সেই রূপ ব্রহ্মের অনন্তর  
 তাহা উক্ত হইয়াছে ।

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে “ব্রহ্মভূতঃ প্রস-  
 ন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি । সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্যক্তিং  
 লভতে পরাং” অর্থাৎ ব্রহ্মে অচল ভাবে স্থিত, প্রসন্ন চিত্ত  
 সাধক শোক অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্বভূতে  
 সমান ভাব রাখিয়া আমার উৎকৃষ্ট ভক্তি লাভ করেন ।  
 এই পদ্যের অনুসারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর ভগবান্  
 আবিভূত হইলেন এই তাৎপর্য্য । যে হেতু ভগবান্ স্বরূপভূত  
 সমস্ত শাক্তের পরম আশ্রয়, এই কারণে তিনি সর্ব ব্রহ্ম  
 ময় ও অখণ্ড স্বরূপ । অক্ষরাখ্য পূর্ব ব্রহ্ম শক্তিহীন প্রযুক্ত  
 খণ্ডিত হইয়াছেন । কিম্বা । সেই হেতুই তিনি সকল বেদের  
 বেদ্য । সেই হেতুই তাঁহাতে সমুদায় ইত্যাদি ॥ ১১৮ ॥

এবং দক্ষাৎ ক্ষরমত্তাতোহহমক্ষরাদপি চেতঃঃ । অতো  
হ'স্মল্লোকে বেদেচপ্রথিতঃ পুরুষোত্তম ইত্যাদি শ্রীমীতো-  
পনিষদপি যোজ্য। তত্র যদ্যপি কূটস্থোৎক্ষর উচ্যতে  
ইতি অক্ষর শব্দেন শুদ্ধ জীব এব প্রস্তুমতে তথাপি পর  
ব্রহ্মচ লক্ষ্যং অক্ষরং পরং ব্রহ্মীতি । তচ্চ তত্র পূর্বোক্ত-  
মিহ্যন্যোশ্চিন্মাত্র বস্তুত্বেনৈকার্থ্যাদিত । তদেতদভি-  
প্রোক্ত্য । মল্লানামশানিনৃগাং নরবর ইত্যাদৌ মূর্ত্তিমৈ্যব

এই প্রকার ভগবদগীতোপনিষদের ১৫ অধ্যায়ের ১৮  
শ্লোকে জানিতে হইবে যথা । যে হেতু আমি ক্ষর অর্থাৎ  
জগৎকে অতিক্রম করিয়াছি এবং অক্ষর হইতেও উত্তম হই-  
য়াছি, এই কারণে আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া  
নিখাত গা ছ ইত্যাদি ॥

এস্থলে যদ্যপি অক্ষরকে কূটস্থ বলিয়াছেন এবং যদ্যপি  
অক্ষর দ্বারা শুদ্ধ জীবই কথিত হইয়াছে, তথাপি অক্ষর শব্দ  
পরব্রহ্মকেই জানিতে হইবে । যে হেতু অক্ষর পরব্রহ্ম এই  
প্রমাণ আছে । সেই স্থানে ইথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে অক্ষর  
সেই অক্ষর পরব্রহ্ম । এই হেতু জীব ও ঈশ্বর এই দুইয়ের  
চিন্মাত্র বস্তু কখন হেতু একার্থই হইয়াছে ॥

অন্যএব এই অভিপ্রায় করিয়া ১০ স্কন্ধের ৪৩ অধ্যায়ে  
“মল্লানামশানিনৃগাং নরবর” এই ১৪ শ্লোকে মূর্ত্তি বি-  
স্ময়ং ভগবানেরই উক্ত লক্ষণ জানিতে হইবে, এই বিষয়

স্বয়ং ভগবত এব তল্লক্ষণত্বং সাক্ষাদেবাহ তদ্বং পরং  
যোগিনামিতি ॥ ১০০ ॥

যোগিনাং শ্রীচতুঃসনাদীনাং ॥ ১০ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ১১৯ ॥

অতএব শ্রীভাগবতস্য নিগম কল্পতরু পরম ফলভূতস্য  
বহুধা শ্রেষ্ঠে সত্যাপি তথা ভূতস্যাপি ভগবদাখ্য পরম  
তত্ত্বস্যাকর্ষ বিদ্যারূপত্বাদেব পরমং শ্রেষ্ঠ্যমাহ ॥

ধর্ম্যঃ প্রোজ্জ্বলিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং  
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং ।

শ্লোকে সাক্ষাৎ কহিয়াছেন “তদ্বং পরং যোগিনাং” অর্থাৎ  
ঐ মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ যোগিদিগের পরম তত্ত্ব ॥ ১০০ ॥

“যোগিনাং” ইহার অর্থ সনক সনন্দ প্রভৃতি যোগি-  
গণের ॥ ১১৯ ॥

অতএব শ্রীভাগবত বেদ রূপ কল্পতরুর পরম ফল স্বরূপ  
হওয়ায় উহার বহু প্রকারে শ্রেষ্ঠতা হইলেও, ঐ প্রকার  
ভাগবতের ভগবৎ নামক পরমতত্ত্বে আকর্ষবিদ্যারূপ প্রযুক্ত  
পরম শ্রেষ্ঠতা কহিতেছেন ॥

১ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ফলাভি সন্ধিরূপ কপট এবং  
মোক্ষস্পৃহা নিরাশ করিয়া সর্ব ভূত বংশল নির্ম্মৎসর  
ব্যক্তিগণের অনুর্ত্তেয় ঈশ্বরারাদন রূপ পরম ধর্ম্ম নিরূপিত

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিস্মা পরৈরীশ্বরঃ

সুদ্যোহৃদ্যবরুদ্ভাতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রুষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ১০৯ ॥

অত্র যস্তাবৎ ধর্মো নিরূপ্যতে স খলু স বৈ পুংসাং  
পরোধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজ ইত্যাদিকয়া অতঃ

আছে, অপর আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ  
তাপত্রয়ের উল্লু লনকারি পরম সুখদ পরমার্থ স্বরূপ যে বস্তু  
তাহাই ইহাতে অনাগ্রাসে জ্ঞাত হওয়া যায়। আর ইহা  
প্রথমতঃ সংক্ষিপ্ত রূপে মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্তৃক বিরচিত  
এজন্য অন্যান্য শাস্ত্রে অথবা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন?  
তাহাতে ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন না, যদি বা হয়েন বিল-  
ম্বেই হইয়া থাকেন কিন্তু এই শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছুক পুণ্য শীল  
মানবগণের শ্রবণ কালীন ঈশ্বর হৃদয়ে স্থিরী কৃত হয়েন  
অতএব ইহাকে সর্বদাই করিবে ॥ ১০৯ ॥

এই শ্রীভাগবতে যে ধর্ম নিরূপিত হইতেছে, তাহা  
১ ক্ষম্ভের ২ অধ্যায়ের “সবৈ পুংসাং পরোধর্মঃ” ইত্যাদি  
৬ শ্লোকে উক্ত, অর্থাৎ সূত কহিলেন হে মুনিগণ আপনারা  
আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে সর্ব শাস্ত্রের সার  
ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ বল, তাহা এই যে, ধর্ম দুই প্রকার, এক  
প্রবৃত্তি লক্ষণ, দ্বিতীয় নিবৃত্তি লক্ষণ, আর যাহা হইতে  
ফলাভিসন্ধান রহিতা এবং বিঘ্ন কর্তৃক অপ্রতি হতা শ্রীকৃষ্ণে  
ভক্তি জন্মে তাহাই পরমধর্ম, তাহাই পরম মঙ্গল, কেন না

পুংতির্বিজ্ঞপ্ত্যা বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ । স্মৃতিতস্য ধর্মস্য  
 সংসিদ্ধি হরিতোষণমিত্যন্তা রীত্যা ভগবৎ সন্তোষণৈক  
 তাৎপর্যেণ শুদ্ধ ভক্ত্যুৎপাদকত্যা নিরূপণাৎ পরম  
 এব । যতঃ মোহপি তদেক তাৎপর্যাৎ প্রকর্ষণ উজ্জ-  
 যিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি লক্ষণং কপটং যস্মিন্ তথা  
 ভূতঃ । প্রশব্দেন সালোক্যাদি সর্ব প্রকার মোক্ষাভি-  
 সন্ধিরপি নিরস্তঃ । যত এবাসৌ তদেক তাৎপর্যেণ  
 নির্গৎসরাণাং ফলকামুকস্যেব পরোৎকর্ষাসহনং মৎ-

তদ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হয় ॥

আর এই অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে অর্থাৎ হে ঋষিগণ !  
 পুরুষ সকল কর্তৃক বর্ণাশ্রম বিভাগ ক্রমে যে কোন ধর্ম  
 স্মৃতির রূপে অনুষ্ঠিত হউক যদি তদ্বারা হরিপরিতোষণ হয়  
 তবেই তাহার সিদ্ধি অর্থাৎ ফল । এই রীতি অনুসারে ভগ-  
 বৎ সন্তোষ মুখ্য তাৎপর্য্য হেতু শুদ্ধ ভক্তির উৎপাদক  
 রূপে নিরূপণ প্রযুক্ত উক্ত ধর্ম পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়া  
 ছেন । যে হেতু ঐ ধর্ম ভগবন্নিষ্ঠ প্রযুক্ত তাহাতে প্রকৃষ্ট  
 রূপে কৈতব অর্থাৎ ফলের অভিসন্ধি স্বরূপ যে কপট তাহা  
 নাই । প্রশব্দের প্রয়োগ হেতু সালোক্যাদি সর্ব প্রকার  
 মোক্ষের অভিসন্ধি নিরস্ত হইয়াছে । অতএব এই ধর্ম কুঠৈক  
 নিষ্ঠ হেতু নির্গৎসর অর্থাৎ ফল কামুকের ন্যায় । পরের  
 উৎকর্ষ অসহনের ( পরের ভাল দেখিতি না পারায় ) নাম

মরঃ তদ্রহিতানামেব হুপ লক্ষণত্বেন পঞ্চাশন্তুনে দয়া-  
লুনামেব সতাং স্বধর্ম পরাণাং বিধীয়তে এবমীদৃশং স্পষ্ট-  
মনুজবদ্ভাঃ কর্মকাণ্ডেভ্যঃ উপাসনাকাণ্ডেভ্যশ্চ । অস্য  
তত্তৎ প্রতিপাদকাংশেহপি শ্রৈষ্ঠমুক্তং উভয়ত্রৈব ধর্মোৎ-  
পত্তেঃ । তদেবং সতি সাক্ষাৎ শ্রবণ কীর্তনাদি রূপস্য  
বার্তা দূরত এবাস্তামিতি ভাবঃ ॥ ১২০ ॥

জ্ঞানকাণ্ডেভ্যোহপি শ্রৈষ্ঠমাহ বেদ্যমিতি ভগবদ্ভক্তি  
নিরপেক্ষ প্রায়েষু েষু প্রসিদ্ধাদিতমপি শ্রেয়ঃ স্মৃতিং  
ভক্তিমুদমেত্যাদি ন্যায়েন বেদ্যং ন ভবতীত্যত্রৈব বেদ্য

মৎসর ঐ মৎসর শূন্য ব্যক্তিগণেরই, ইহা উপলক্ষণ প্রযুক্ত  
পশুচ্ছেদনে দয়ালুত্ব ধর্মপর সং সকলের ধর্ম বিধান করা  
হইয়াছে । কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডে এই রূপ স্পষ্ট উক্ত  
না হওয়ায় সেই শাস্ত্রদ্বয় হইতে এই শাস্ত্রের কর্ম ও উপাসনা  
প্রতিপাদকাংশেও শ্রৈষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে, যে হেতু উক্ত  
স্থলেই ধর্মের উৎপত্তি আছে । অতএব এই প্রকার হওয়ায়  
সাক্ষাৎ শ্রবণ কীর্তনাদির কথাত দূরে আছে, এই তাৎ-  
পর্য্য ॥ ১২০ ॥

অনন্তর জ্ঞানকাণ্ড হইতেও এই শাস্ত্রের শ্রৈষ্ঠতা কহিতে-  
ছেন “বেদ্যমিতি” প্রায় ভগবদ্ভক্তির অপেক্ষা শূন্য সেই জ্ঞান  
শাস্ত্র সকলে প্রতিপাদিত বস্তুও ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে  
ব্রহ্মোক্ত “শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদম্য ইত্যদি” ন্যায় দ্বারা বেদ্য



মিত্যর্থঃ । তন্মতৈকদেশি শাস্ত্রেভ্যো বৈশিষ্ট্যমাহ ।  
 শিবং স্বরূপ পরমানন্দং দদাতি অনুভাবয়তীতি তথা ।  
 তাপত্রয়মুন্মূলয়তি তন্মূলভূতাবিদ্যাপর্যন্তং খণ্ডয়তীতি  
 তথা । মুক্তাবনুভাবামননহেতুপুরুষার্থত্বাপাত ইতি তন্মন-  
 নাদত্র বৈশিষ্ট্যং । ন চাস্য তত্তৎ দুর্লভ বস্তু সাধনত্বে  
 তাদৃশ নিরূপণ সৌষ্ঠবমেব কারণং । অপিতু স্বরূপমপী-  
 ত্যাহ শ্রীমদ্ভাগবত ইতি ভাগবতত্বং ভগবৎ প্রতিপাদকত্বং  
 শ্রীমত্বং শ্রীভগবন্মাদেবির তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তিমত্বং

হর না কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেই তাহা বেদ্য অর্থাৎ  
 জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় । অপর জ্ঞান মতের এক দেশ বিশিষ্ট  
 শাস্ত্র সকল হইতে এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা কহিতেছেন ।  
 শিব অর্থাৎ স্থায়ী রূপ পরমানন্দকে প্রদান অর্থাৎ অনুভব  
 করান । তথা তিন তাপের উন্মূলন করেন এবং ঐ ত্রিতাপের  
 মূলীভূতা যে অবিদ্যা তাহাকেও খণ্ডন করেন । অন্যানুভব  
 রহিত মুক্তিতে পুরুষার্থ জ্ঞান হয় না । কিন্তু পুরুষার্থজ্ঞান-  
 হেতু এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা হইয়াছে, অপর পূর্বোক্ত  
 বেদ্য প্রভৃতি তত্তৎ দুর্লভ বস্তুর সাধনে এই শ্রীমদ্ভাগবতের  
 সেই রূপ নিরূপণ সৌষ্ঠব কারণ নহে কিন্তু ইহার স্বরূপই  
 সুন্দর, ইহা কহিতেছেন “শ্রীমদ্ভাগবত ইতি” ভাগবত শব্দের  
 অর্গ ভগবৎ প্রতিপাদক এবং শ্রীমৎ শব্দের অর্থ শ্রীভগবন্মা-  
 দির ন্যায় তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তি বিশিষ্ট, এস্থলে নিত্য-

নিত্যযোগে মতুপ্ । অতএব সমস্ত তস্মৈব নির্দিশ্য  
নীলোৎপলাদিবৎ তন্মামত্বমেব বোধিতং অন্যথা ত্ববিমুক্ত  
নিদেয়াংশতা দোষঃ স্যাৎ ॥ ১২১ ॥

তদুক্তং শ্রীগুরুভেদেন ॥

গ্রন্থোহষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ ইতি । টীকা  
কুন্তিরপি শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরূতরুরিতি অতঃ কচিৎ  
কেবল ভাগবতাখ্যত্বস্তু সত্যভাগা ভাগমিতি বৎ । তাদৃশ  
প্রভাবত্বৈ কারণং পরম শ্রেষ্ঠ কর্তৃকত্বমপ্যাহ । মহা-  
মুনিঃ শ্রীভগবান্ তস্মৈব পরমবিচার পারঙ্গতত্বাৎ মহা

যোগে মতুপ্ প্রত্যয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত অর্থাৎ সমাসান্ত  
রূপে নির্দেশ করিয়া নীলোৎপলাদির ন্যায় তাহার নামকেই  
বুঝাইয়াছেন । তাহা না হইলে অবিমুক্ত বিদ্যায়ংশ দোষ  
হইত ॥ ১২১ ॥

অতএব গুরুপুত্রাণে উক্ত হইয়াছে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ॥

টীকা কর্তা শ্রীধরস্বামীও কহিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবত  
নামক গ্রন্থ কল্পতরু স্বরূপ । অতএব কোন স্থানে যে কেবল  
ভাগবত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সত্যভাগা ও ভাগীর  
ন্যায় জানিতে হইবে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের তাদৃশ প্রভাবত্বের প্রতি কারণ এই যে  
এই গ্রন্থের কর্তাও পরম শ্রেষ্ঠ ইহা কহিতেছেন । মহামুনি

প্রভাবগণশিরোমণিহাচ্চ স যুনিভূত্বা সম্ভবত্বাদিত  
শ্রুতেঃ। তেন প্রথমঃ চতুঃশ্লোকী রূপেণ সংক্ষেপতঃ  
প্রকাশিতে কস্মৈ যেন বিভাষিতোহয়মিত্যাদ্যনুসারেণ  
সম্পূর্ণ এব বা প্রকাশিতে ॥ ১২২ ॥

তদেবং শ্রৈষ্ঠ্যাজাতমনাত্রাপি প্রায়ঃ সম্ভবতু নাম সর্ব  
শাস্ত্রপরমজ্ঞেয়পুরুষার্থ শিরোমণি শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার  
স্বত্রৈব স্নগভ ইতুপাসনা কাণ্ডেভ্যোহপি শ্রৈষ্ঠ্যং বদন্

শ্রীভগবান্, যে হেতু তাঁহার পরম বিচারের পারদর্শিগা আছে  
এবং তিনি মহাপ্রভাব গণের শিরোমণি হইয়াছেন। শ্রুতিতেও  
বলিয়াছেন তিনি যুনি হইয়া চিন্তা করিষ্যেছিগেন ঐ ভগবান্  
প্রথমে সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকী রূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ  
করেন। অথবা ১২ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে “কস্মৈ  
যেন বিভাষিতোহয়মতুল জ্ঞান প্রদীপঃ পূরা” অর্থাৎ পূর্ণ-  
কালে যিনি এই অতুলা জ্ঞান প্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ  
করিয়াছেন। ইত্যাদি শ্লোকেব অনুসারে সম্পূর্ণ রূপেই বা  
ভগবৎ প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১২২ ॥

বাহ্য হউক এই প্রকার শ্রৈষ্ঠতা প্রায় অন্যশাস্ত্রেতে তেও  
সম্ভবহে পারে কিন্তু সর্ব শাস্ত্রের পরম জ্ঞেয় পুরুষার্থ  
শিরোমণি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র  
স্নগভ হইয়াছে, অতএব উপাসনা কাণ্ড হইতেও শ্রৈষ্ঠতা  
বলিবার নিমিত্ত সকলের উপর এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব

সর্বোর্দ্ধ প্রভাবমাহ কিং বেতি । পরৈঃ শাস্ত্রে স্তুত্ব  
সাধনৈর্কা ঈশ্বরো ভগবান্ হৃদি কিং বা সদ্য এবাব  
রুধ্যতে স্থিরীক্ৰিয়তে বাশব্দঃ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বেন  
কথঞ্চিদেব অত্রতু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছাদ্বিরেব তৎক্ষণা  
দেবাবরুদ্ধাতে । ননু ইদমেব তর্হি সর্বৈ কিমিতি ন  
শৃণুন্তি তত্রাহ কৃতিভিরিতি স্মৃতিভিরিত্যর্থঃ শ্রবণে-  
চ্ছাতু তাদৃশ স্মৃতং বিনা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ ।  
অথবা । অপরৈর্মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনারহিতেশ্বরারাধন  
লক্ষণ ধর্ম ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারাদিভিরুক্তৈ রনুত্তৈর্বা

কাহিতেছেন “কিঞ্চেতি” ॥

অপর শাস্ত্র অথবা তদুক্ত সাধন দ্বারা ঈশ্বর ভগবান্ কি  
হৃদয় মধ্যে সদাই অবরুদ্ধ অর্থাৎ স্থিরীকৃত হইবেন ? এস্থলে  
বা শব্দ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বে কোন প্রকারে হইয়া থাকেন ।

পরন্তু এই শাস্ত্র যাহারা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহা-  
রাই তৎক্ষণাৎ ভগবান্কে অবরোধ করেন ।

যদি বলেন এই শাস্ত্র সকলে শ্রবণ না করে কেন ? এই  
প্রশ্নে কহিতেছেন “কৃতিভিঃ” অর্থাৎ পুণ্যবান্ ব্যক্তি সকলই  
শ্রবণ করেন ! তাদৃশ পুণ্য ব্যতিরেকে শ্রবণেচ্ছা উৎপন্ন  
হয় না ইহাই ভাবার্থ । অথবা অপর মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনা  
রহিত কেবল ঈশ্বরের আরাধনা স্বরূপ ধর্ম ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎ  
কারাদি দ্বারা উক্ত ও অনুক্ত যে সাধ্য তাহা দ্বারা ইহাতে

সানৈয়রত্র কিম্বা কিয়দ্বা মাহাত্ম্যমুপপন্নমিত্যর্থঃ । যতো  
 য ইশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিৎ তৎসাধনানুক্ৰমলক্ষ্যে ভক্ত্যা  
 কৃতার্থৈঃ সদ্য স্তদেক লক্ষণমেব ব্যাপ্য হৃদি স্থিরী  
 ক্রিয়তে । সএবাত্র শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরেব তৎক্ষণমারভ্য  
 সর্বদৈবৈতি । তস্মাদত্র কাণ্ডত্রয় রহস্যস্য প্রযুক্ত প্রতি  
 পাদনাদে বিশেষত ইশ্বরাকর্ষি বিদ্যারূপত্বাচ্চ ইদমেব  
 সর্গশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং । অতএবাত্রেতি পদস্য দ্বিরুক্তিঃ  
 কৃত্য সা হি নির্ধারণার্থেতি । অতো নিত্যমেতদেব সর্বৈ-  
 রেব শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ ১ ॥

কিম্বা “কতই বা” মাহাত্ম্য উপপন্ন হইয়াছে । যে হেতু পুণ্য  
 শালী জন সকল কোন প্রকারে সেই সেই লাধনের ক্রমান্বয়ে  
 লক্ষতত্ত্ব ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়া যে ইশ্বরকে সদ্যঃ অর্থাৎ সেই  
 এক ক্ষণকে ব্যাপিয়া হৃদয় মধ্যে স্থিরীকৃত করেন । অথবা  
 সময়েক সেই ইশ্বরকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেচ্ছু জন সকল শ্রবণে  
 চ্ছার আরম্ভ করিয়া সর্বদাই স্থিরীকৃত করিয়া রাখেন ।

অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবতে কাণ্ডত্রয় রহস্যের প্রকৃষ্ট রূপে  
 প্রকাশ প্রতিপাদনাদি হেতু ও বিশেষতঃ ইশ্বরাকর্ষি বিদ্যা-  
 রূপ প্রযুক্ত এই শ্রীমদ্ভাগবতই সকল শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ  
 হইয়াছেন ।

অতএব “অত্র” এই পদের দ্বিরুক্তি হইয়াছে তাহা কেবল  
 নির্ধারণের নিমিত্ত । এই হেতু এই শ্রীমদ্ভাগবতই সকল

শ্রীবেদব্যাসঃ ॥ ২২৩ ॥

তদেবং শ্রীশুকহৃদয়মপি সঙ্গমিতং স্যাৎ । অতঃ চতুঃ  
শ্লোকী প্রসঙ্গেহপি শ্রীভগবান্‌বার্থঃ । সহি স্বজ্ঞানাদ্যু-  
পদেশেন স্বমেষোপদিশেৎ । তত্র পরম ভাগবতার ব্রহ্মণে  
শ্রীভাগবতার্থ্যং নিজ শাস্ত্রমুপদেষ্টুং তৎ প্রতি পাদ্যতমং  
বস্ত্র চতুষ্টয়ং প্রতিজ্ঞানীতে ।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং ।

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ মদিতং ময়া ॥ ১০২ ॥

ব্যক্তিরই নিত্য শ্রবণ করা কর্তব্য ॥ ১২৩ ॥

সেই হেতু এই প্রকারে শ্রীশুকদেবের হৃদয়ও শ্রীমদ্ভাগ-  
বতে মিলিত হইয়াছে । অতএব চতুঃশ্লোকী প্রসঙ্গেও  
শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ শ্রীভগবান্‌ই হইয়াছেন । ঐ ভগবান্  
স্বীয় জ্ঞানাদি উপদেশ দ্বারা আপনাকেই উপদেশ করিয়া-  
ছেন । সে স্থলে পরম ভাগবত ব্রহ্মাকে শ্রীভাগবত নামক  
নিজ শাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্ত অতিশয় রূপে প্রতি পাদ্য  
বস্ত্র চতুষ্টয় প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ॥

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্‌ কহিতে লাগিলেন  
হে ব্রহ্মান্‌ ! তুমি শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, অনুভব, ভক্তি এবং ভক্তির  
সাধন এই চারিটী গ্রহণ কর, আমি বলিতেছি ॥ ১০২ ॥

মে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দ দ্বারা যথার্থ্য নির্দ্ধারণং ।  
 মধ্য গদিতং মৎ গৃহাণ । ইত্যন্যো ন জানাতীতি ভাবঃ ।  
 যতঃ পরম গুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমং । মুক্তানা  
 মপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ । তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি  
 যুক্তং গৃহাণ । নচৈতাবদেব কিঞ্চ সরহস্যং । তত্রাপি  
 রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতং । তচ্চ প্রেম  
 ভক্তিরূপমিত্যাগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে । তথা তদঙ্গং গৃহাণ  
 তচ্চ সতি ত্বপরাধাখ্য বিঘ্নেন ঋটিতি বিজ্ঞান রহস্যে প্রক  
 টয়েৎ । তস্মাৎ তস্য জ্ঞানস্য সহায়কং গৃহাণেত্যর্থঃ ।

তাৎপর্য্য আমি যে ভগবান্ আমার জ্ঞান, শব্দ দ্বারা  
 যথার্থ বস্তুর নির্দ্ধারণ । আমা কর্তৃক কথিত হইতেছে গ্রহণ  
 কর । ইহা অন্য কেহ জানে না, যে হেতু পরম গুহ্য জ্ঞান  
 হইতেও অতিশয় গোপনীয় । কারণ ৬ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের  
 ৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, মুক্ত ও সিদ্ধগণের সম্বন্ধে ঐ জ্ঞান  
 পরম দুর্লভ । যাহা হউক তুমি বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবের  
 সহিত যুক্ত ঐ জ্ঞান গ্রহণ কর । কেবল এতাবন্মাত্র নহে  
 আরও রহস্যের সহিত তাহাতেও আবার যে কোন অনির্ধ-  
 চনীয় রহস্য আছে তাহারও সহিত । ঐ রহস্য প্রেমভক্তি  
 রূপ ইহা অগ্রে প্রকাশ হইবে । তথা তাহার অঙ্গ গ্রহণ কর  
 ঐ অঙ্গ অপরাধ নামক বিঘ্ন সম্বন্ধে শীঘ্র জ্ঞানও রহস্য প্রকটন  
 করিতে পারে না, অতএব সেই জ্ঞানের সহায়ও গ্রহণ কর ।

তচ্চ শ্রবণাদি ভক্তিরূপমিত্যাগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে । যদ্বা ।  
সরহস্যগিতি তদঙ্গস্যৈব বিশেষণং । সূহৃদোরিব মিথঃ  
সম্বন্ধকয়োরেকত্রাবস্থানাৎ । তত্র সাধ্যাধো বিজ্ঞান রহস্য-  
ঘোরাবিভাবার্থমাশিষং দদাতি ॥ ১২৪ ॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ ।

তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ১০৩ ॥

যাবান্ স্বরূপতো যৎপরিমাণকোহহং । যথাভাবঃ সত্তা  
যস্যোতি যল্লক্ষণোহহমিত্যর্থঃ । যানি স্বরূপান্তরঙ্গ রূপাণি  
শ্যামস্ব চতুর্ভূজহাদীন গুণা ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ কর্ম্মাণি

সেই সহায় শ্রবণাদি ভক্তি রূপ, ইহা অগ্রে প্রকাশ হইবে ।  
অথবা সরহস্য এই পদ তদঙ্গের বিশেষণ জানিতে হইবে  
কেব না সূহৃদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সম্বন্ধক উভয়ের একত্র  
অবস্থান হইয়াছে ॥ ১২৪ ॥

তন্মধ্যে সাধ্য যে বিজ্ঞান ও রহস্য এই দুইয়ের আবির্ভাব  
নিমিত্ত আশীর্বাদ প্রদান করিত্রেছেন ॥

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন আমার যে প্রকার স্বরূপ, যাদৃক্ মত্ব,  
আর আমার গুণ ও কর্ম্ম যে রূপ, আমার অনুগ্রহে এ সক-  
লের যথার্থ জ্ঞান এখনি তোমার হউক ॥ ১০৩ ॥

যাবান্ অর্থাৎ স্বরূপতঃ আমি যে পরিমাণ হইয়াছি । যথা  
ভাব ইহার অর্থ যে রূপ আমার সত্তা অর্থাৎ যে রূপ আমার



তত্তলীলা যস্য স যদ্রূপ গুণকর্ম্মকোহহং । তথৈব তেন  
 তেন সর্বেণ প্রকারেণৈব তদ্বিভজ্ঞানং যাবার্থ্যানুভবো  
 মদনুগ্রহাৎ তে তবাস্তু ভবতাদিতি । এতেন চতুঃশ্লো-  
 কার্থস্য নির্বিশেষত্বং স্বয়মেব পরাস্তং । বক্ষ্যতেচ চতুঃ  
 শ্লোকৌমেবোপদিশতা শ্রীভগবতা স্বয়মুদ্ধবং প্রতি ।  
 পুরা ময়েত্যাদৌ জ্ঞানং পরং মন্যাহিমাভাসমিতি । তত্ত্ব

লক্ষণ হইয়াছে । অপর যদ্রূপ অর্থাৎ আমার নিজের শ্যামত্ব  
 ও চতুর্ভূজত্বাদি অন্তরঙ্গ রূপ । আমার ভক্তবাৎসল্যাদি  
 গুণ এবং সেই সেই লীলাদি কর্ম্ম যাহার সেই আমি যদ্রূপ  
 গুণ ও কর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়া'ছ, তথৈব অর্থাৎ সেই সেই সর্ব  
 প্রকারেই তত্ত্ব বিজ্ঞান অর্থাৎ যাবার্থ্য অনুভব আমার অনু-  
 গ্রহে তোমার হউক । ইহার দ্বারা চারি শ্লোকের বে নির্বিশে-  
 শেষ ব্রহ্ম পরত্ব অর্থ তাহা স্বয়ংই পরাস্ত হইল ॥

চতুঃশ্লোক উপদেশক শ্রীভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি  
 ৩ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে কহিবেন ॥

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে

পদ্যে নিবন্যায় মমাদি সর্গে ।

জ্ঞানং পরং মন্যাহিমাভাসং

যৎ সূরয়ো ভাঙ্গবতং বদন্তি ॥

শ্লোকার্থ । হে উদ্ধব ! পূর্বে পান্য কল্পে সৃষ্টির উপক্রম

সময়ে আমি আপনার নাভিপদ্যে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আত্ম

বিজ্ঞান পদেন রূপাদীনামপি স্বরূপ ভূতত্বং ব্যক্তং । অত্র  
বিজ্ঞানানীঃ স্পষ্টা রহস্যানীশ্চ পরমানন্দাত্মক তত্ত্বদ্বাথা-  
র্থ্যানুভবেনাবশ্যং প্রেমোদয়াৎ । তদেবাভিধেয় চতুষ্টয়ং  
চতুঃশ্লোক্যা নিরূপয়ন্ প্রথমং জ্ঞান বিজ্ঞানার্থং স্বলক্ষণং  
প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাং তত্র জ্ঞানার্থমাহ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ব্যং সদসৎ পরং ।

মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান कहियाछिলাম, জ্ঞানিগণ তাহা-  
কেই ভাগবত বলিয়া থাকেন ॥

তত্ত্ব বিজ্ঞান এই পদে রূপাদিরও স্বরূপ ভূতত্ব প্রকাশ  
হইল । এস্থলে বিজ্ঞানানীর্বাদ স্পষ্ট, রহস্যানীর্বাদও পরমা-  
নন্দ স্বরূপ সেই সেই যথার্থের অনুভব দ্বারা প্রেমোদয় হইয়া  
থাকে ॥

সেই চারিটী অভিধেয়কে চারি শ্লোক দ্বারা নিরূপণ  
করত প্রথমে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিমিত্ত নিজস্বরূপকে দুই শ্লোক  
দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন । মধ্যম্যে জ্ঞান নিমিত্ত নিজ স্বরূপ  
কহিতেছেন ॥

২ স্বন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কাহিলেন হে ব্রহ্মান্ ! এই সৃষ্টির পূর্বে আমিই  
ছিলাম, অন্য কিছুই ছিল না, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণ  
যে প্রকৃতি তাহাও তখন ছিল না, তৎকালে ঐ প্রকৃতি  
অগ্ন্যুর্ধ্বতা রূপে বিলীন হইয়া থাকে, পরন্তু তৎকালে কেবল

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যতে মোহস্যহং ॥ ১০৪ ॥

অত্রাহং শব্দেণ তদ্বক্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে নতু ব্রহ্ম তদ-  
বিষয়ত্বাৎ । আত্মজ্ঞানতাৎপর্য্যকত্বতু তদ্ব্যমসীতি বৎ  
ত্বমেবাসীরিতোব বক্তৃমুপযুক্তত্বাৎ । ততশ্চায়মর্থঃ ॥

সম্প্রতি ভবন্তুঃ প্রতি প্রাচুর্ভবনমৌ পরম মোহন ত্রীবিণ্ড  
হোহহমেবাগ্রে মহাপ্রলয়কালেহপ্যাসমেব ॥

বাসুদেবোবা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা নচ শঙ্করঃ । একো  
নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভাঃ ॥

আমি ছিলাম সত্য, কিন্তু কিছুই করি নাই অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়  
হইয়া থাকি । সৃষ্টির পূর্বেও আমি আছি, এই যে জগৎ  
দেখিতেছ ইহাও আমি, ফলতঃ আমি অনাদি অনন্ত এবং  
অবিতীয় প্রযুক্ত পূর্ণ স্বরূপ ॥ ১০৪ ॥

এস্থলে অহং শব্দ দ্বারা তদ্বক্তা মূর্ত্তিমানই কথিত হইয়া  
ছেন, নির্বিশেষ ব্রহ্ম কথিত হয়েন নাই । যে হেতু ব্রহ্ম  
বক্তার বিষয় নহেন । আত্মজ্ঞান তাৎপর্য্য বিষয়ে সেই  
ব্রহ্ম তুমি হইয়াছ ইহার ন্যায়, যে হেতু ইহাই বলিবার  
নিমিত্ত উপযুক্ত হইয়াছে । সেই হেতু ইহার এই অর্থ যে  
এখন তোমার নিকট প্রাচুর্ভূত হইলাম । এই পরম মনো-  
হর ত্রীবিণ্ডরূপ যে আমি সেই আমিই অগ্রে অর্থাৎ মহা-  
প্রলয় কালেও বর্ত্তমান ছিলাম ॥

সৃষ্টির পূর্বে বাসুদেবই ছিলেন ব্রহ্মা ও মহাদেব

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভূরিত্যাদি তৃতী-  
য়াং । অতো বৈকুণ্ঠ তৎপার্ষদাদীনাংপি তদুপাসিত্বা  
দহং পদেনৈব গ্রহণং । রাজাহসৌ প্রযাতীতি বং ।  
তৎসংস্থাপ্য তদ্বদেব স্থিতি বোধ্যতে ॥ ২২৫ ॥

তথাচ রাজপ্রশ্নঃ ॥

স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্বাদ্ভাবাপ্যয়ঃ ।

ছিলেন না । এক নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ও শিব ছিলেন না  
ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হেতু ॥

৩ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে । জীবগণের আত্মা  
স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টি কালে  
নানা বুদ্ধিতে উপলব্ধিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীলা  
হইলে সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব এক মাত্র ভগবৎ স্বরূপ হইয়া  
ছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না, এই  
বচন হেতু ॥

অতএব বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠের পার্শদ সকলেরও ভগবানের  
উপাসিত্ব প্রযুক্ত অহং শব্দ দ্বারাই গ্রহণ । এই রাজা গমন  
করিতেছেন, ইহার ন্যায় জানিতে হইবে । অতএব তাঁহার  
ন্যায় বৈকুণ্ঠাদির স্থিতি বোধ হইতেছে ॥ ১২৫ ॥

২ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে রাজপ্রশ্ন যথা ॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন হে ব্রহ্মন্ ! যাঁহা হইতে এই বিশ্বের  
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে, সেই মায়েশ অন্তর্যামী পুরুষ

মুক্তাভ্রমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্বগুহাশয় ইতি ॥

শ্রীবিদুরপ্রশ্নশ্চ ॥

তত্ত্বানাং ভগবৎস্তুষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ ।

তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উন্মিদনুশেরত ইতি ॥

কাশীখণ্ডেহুপ্যুক্তং শ্রীধ্রুবচরিতে ॥

নচ্যবন্তে হপি যদ্বস্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি ।

অন্তেহচ্যুতো হখিলে লোকে ন একঃ সর্বগোহব্যয়

ইতি ॥ ২২৬ ॥

আত্ম মায়া পরিত্যাগ পূর্বক যে রূপ অবলম্বন করিয়া শয়ন করেন, এ বিষয় যথার্থ বর্ণন করুন ॥

৩ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে শ্রীবিদুরের প্রশ্ন যথা ॥

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনে! আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা कहিলেন সে সমুদায়ের লয় কত প্রকার হয়? প্রলয় কালে পরমেশ্বর শয়ন করিলে, রাজা যেমন শয়ান হইলে অনুজীবীগণ চামর গ্রহণ পূর্বক সেবা করে তাহার ন্যায় নিদ্রিত সেই পরমেশ্বরের পশ্চাৎ কোন্ কোন্ পদার্থ স্তম্ভ হইয়া থাকে? ॥

কাশীখণ্ডেও ধ্রুবচরিতে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

মহাপ্রলয় রূপ আপদ কালে ষাঁহার ভক্তগণ চ্যুত হয়েন না, এই হেতু অখিল সংসার মধ্যে ভগবানের একটী নাম অচ্যুত, তিনি এক, সর্বগামী ও অব্যয় ॥ ২২৬ ॥

অহমেবেতোবকারেণ কৰ্ত্তৃন্তরসারূপত্বাদিকস্য চ ব্যাবৃতিঃ ।

আসমেবেতি তত্রাসম্ভাবনায়া নিবৃতিঃ । তদ্বৃক্তং যদ্রূপগুণ-  
কৰ্ম্মক ইতি ॥

অতএব যদ্বা আসমেবেতি ব্রহ্মাদি বহির্জন জ্ঞানগোচর  
সৃষ্ট্যাদি লক্ষণ ক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃতিঃ । নতু স্বাস্তরঙ্গ  
লীলায়া অপি । যথাহধুনাহমৌ রাজা কার্য্যং ন কিঞ্চিৎ  
করোতীত্যুক্তে রাজ্যসম্বন্ধি কার্য্যমেব নিষিধ্যতে নতু শয়ন  
ভোজনাদিকমপীতি তদ্বৎ । যদ্বা ।

অসগতি দীপ্ত্যাদানেধিত্যস্মাৎ আসং সাম্প্রতং ভবতা

“অহমেব” এই পদে এবকার প্রয়োগ হেতু অন্য কৰ্ত্তার  
ও নিরাকারাদিরও ব্যাবৃতিঅর্থাৎ অভাব হইয়াছে । “আসমেব”  
এইক্রিয়া পদে অসম্ভাবনার নিবৃতি । এইবিষয় উক্ত হইয়াছে ।  
“যদ্রূপ গুণ কৰ্ম্মক” অর্থাৎ যে রূপ, যে গুণ ও যে কৰ্ম্ম ।  
অতএব কিম্বা ছিলাম ইহার দ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতি বহিরঙ্গ জন  
লকলের জ্ঞান গোচর সৃষ্ট্যাদি স্বরূপ অন্য ক্রিয়ারও ব্যাবৃতি  
হইয়াছে, কিন্তু স্বীয় অন্তরঙ্গ ক্রিয়ার ব্যাবৃতি হয় নাই ।  
যেমন এই রাজা এখন কিছু কার্য্য করেন না, ইহা বলাতে  
রাজ্য সম্বন্ধি কার্য্যকেই নিষেধ করা হইয়াছে, শয়ন ভোজ-  
নাদি কার্য্য সকলের নিষেধ হয় নাই তদ্রূপ ।

অথবা অসম্ভাবনার অর্থ গতি দীপ্তি ও গ্রহণ, এই হেতু  
এক্ষণে তোমাকর্ত্তক দৃশ্যমান এই বিশেষ দ্বারা সৃষ্টির

দৃশ্যমাত্ৰৈ বিশেষৈরোত্তরগ্ৰেহপি বিরাজমান এবাতিষ্ঠ  
মিতি নিরাকারত্বাদিকস্যেব বিশেষতো ব্যাবৃদ্ধিঃ ।

তদুক্তমেনে শ্লোকেন সাকার নিরাকার বিষ্ণুলক্ষণ কারি-  
ণ্যাং মুক্তাকলটীকায়ামপি । নাপি সাকারেষব্যাপ্তিঃ ।

তেষাং সাকারাতিরোহিতত্বাদিতি ॥ ১২৭ ॥

ঐতরেয় শ্রুতিশ্চ । আত্মবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ  
ইতি ॥

এতেন প্রকৃতীক্ষণতো হপি প্রাগ্ভাবাৎ পুরুষাদপ্যুত্তম-  
ত্বেন ভগবজ্জ্ঞানমেব কথিতং ॥

ননু কচিন্মিশ্রণশেষেব ব্রহ্মাসীদিত্যেব শ্রুতং তত্রাহ

পূর্বেও আমি বিরাজমান ছিলাম, ইহার দ্বারা বিশেষ রূপে  
নিরাকার বিষ্ণুর লক্ষণ কারিণী মুক্তাকল টীকাতেও এই বর্ণিত  
শ্লোক দ্বারা উহা উক্ত হইয়াছে । সাকার সকলেও অব্যাপ্তি  
হয় নাই, যে হেতু তাঁহাদের আকারের তিরোভাব নাই ॥ ১২৭

ঐতরেয় শ্রুতিও বলিয়াছেন ॥

এই সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ রূপ আত্মাই ছিলেন । ইহার  
দ্বারা প্রকৃতিতে যে দীক্ষণ তাহারও প্রাগ্ভাব হেতু পুরুষ  
হইতেও উত্তম প্রযুক্ত ভগবানের জ্ঞানই কথিত হইল ॥

যদি বল কেবল নিরীশেষ ব্রহ্ম ছিলেন ইহা কোন্ স্থানে  
শ্রুত হওয়া যাইতেছে, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ।

সং কার্যং অসং করণং তয়োঃ পবং যদ্রূপা তৎ ন মতো-  
 অন্যৎ কচিদধিকারিণি শাস্ত্রে বা স্বরূপভূতবিশেষবৃত্ত্যপত্ত্য  
 সমর্থো মোহমহমেব নির্বিশেষতয়া প্রতিভাসীত্যর্থঃ ।  
 যদ্বা তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্বিশেষ চিন্মাত্রা  
 কারেণ বৈকুণ্ঠেতু সর্বিশেষ ভগবদ্রূপেণেতি শাস্ত্রদ্বয়  
 ব্যবস্থা ॥

এতেন চ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যত্রোক্তং ভগবজ্জ্ঞান  
 য়েব প্রতিপাদিতং । অতএবাস্য পরম গুহ্যত্বমুক্তং ॥ ১২৮

“নান্যদ্যৎ সদসংপরমিতি” সংকার্য্য, অসং কারণ এই উক্ত-  
 য়ের পর ব্রহ্ম তিনি আমা হইতে অন্য নহেন ।

কোথাও বা অধিকারি শাস্ত্র স্বরূপের বিশেষ জ্ঞানের অস-  
 মর্থো সেই এই ব্রহ্ম আমিই, এইরূপ নির্বিশেষ দ্বারা আমি  
 প্রতিভাত হইয়া থাকি কিনা সৃষ্টির পূর্বে জগতে বিশেষ  
 জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত কেবল নির্বিশেষ জ্ঞান দ্বারা এবং  
 বৈকুণ্ঠে সর্বিশেষ ভগবদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা সাকার ও নিরাকার  
 দুই শাস্ত্রের ব্যবস্থা আমিই হইয়াছি ॥

ইহার দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত প্রকাশ আমি  
 হইয়াছি । এ স্থলে ভগবদ্গীতার ১৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকোক্ত  
 ভগবজ্জ্ঞান প্রতিপন্ন হইল । অতএব এই জ্ঞানের পরম  
 গুহ্যত্ব কথিত হইল ॥ ১২৮ ॥



ননু সৃষ্টিরনস্তরং নোপলভ্যসে । তত্রাহ পশ্চাৎ সৃষ্টি  
রনস্তরমপ্যাহমেবাস্ম্যেব । বৈকুণ্ঠে ভগবদাখ্যাকারেণ  
প্রপঞ্চেষুস্তর্যাম্যাদ্যাকারেণেতি শেষঃ ॥

এতেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হেতু রহেতুরস্যেত্যাদি প্রতি  
পাদিতং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিক্তং ॥ ১২৯ ॥

ননু সর্বত্র ঘট পটাদ্যাকারা যে দৃশ্যন্তে তেতু ব্রহ্মপাণি  
ন ভবন্তীতি তথাপূর্ণ প্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ । যদে-

হে ভগবন্ ! সৃষ্টির পর আপনি উপলব্ধি হইতেছেন  
না কেন ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন “পশ্চাৎ” অর্থাৎ সৃষ্টির  
পরেও আমিই আছি । আমি বৈকুণ্ঠে ভগবদাদি আকারে  
ও জগতে অস্তর্যাম্যাদি আকারে অবস্থিত আছি । এতদ্বারা  
১১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে “সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হেতু  
রহেতুরস্যা” অর্থাৎ পিঙ্গলায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র ! যিনি  
এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং  
যিনি স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি কালে ও সমাধিতে সজ্ঞাপে বর্তমান,  
আর দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ ইহার ঐহার দ্বারা জীবিত ধারিত  
বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরম তত্ত্ব জানিবে, এই শ্লোক  
প্রতিপাদিত ভগবজ্জ্ঞানই উপদিক্ত হইল ॥ ১২৯ ॥

হে ভগবন্ ! সর্বত্র যে ঘট পটাদি আকার দৃষ্ট  
হইতেছে তাহা ত আপনার রূপ নহে, ইহাতে আপনার

তদ্বিশ্বং তদপ্যাহমেব মদনন্যাত্মাৎ মদাত্মকমেবেত্যর্থঃ ॥

অনৈম । সৌহৃদ্যং তেহভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।

সাম্যাসেম হরেনান্যদন্যাত্মাৎ সদসচ্চ যদি ত্যাভ্যুক্তং ভগ-  
বজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং ॥ ১৩০ ॥

তথা প্রলয়ে যৌহবশিষ্যোত সৌহৃদ্যমেবাস্ম্যেব । এতেন  
ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুরিত্যাভ্যুক্তং

অপূর্ণত্ব প্রসক্তি হইতেছে, ব্রহ্মা যদি একুশ আশঙ্কা করেন  
তাহাতে ভগবান্ কহিলেন । এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহাও  
আমি, যে হেতু আমি হইতে ভিন্ন না হওয়ার এই জগৎ  
আমারই স্বরূপ ।

২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে ব্রহ্মা নারদকে কহি-  
লেন, হে তাত ! বিশ্ব প্রকাশক সেই ভগবানের স্বরূপ এই  
তোমাকে কহিলাম, হে পুত্র ! ভগবান্ হরি ভিন্ন কার্য্য  
অথবা কারণ কিছুই নাই, পরন্তু তিনি কার্য্য কারণ স্বরূপ  
হইলেও অন্য কার্য্য কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ॥

ইহার দ্বারা উক্ত ভগবজ্জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৩০ ॥

তথা প্রলয়ে বাহ্য অবশিষ্ট থাকে তাহাও আমিই হই-  
য়াছি । ইহার দ্বারা ৩ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে উক্ত  
ভগবজ্জ্ঞান উপদিষ্ট হইল । যথা ।

মৈত্রেয় কহিলেন জীবগণের আত্মা স্বরূপ সকলের স্বামী

ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং ।

তথা পূর্ব্বং স্বানুগ্রহ প্রকাশ্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতং যাবদ্বং  
সর্ব্বকালদেশোপরিচ্ছেদ্যত্ব জ্ঞাপনয়োপদিষ্টং । এবং  
নান্যদ্যৎ সদসংপরমিত্যনেন ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি  
জ্ঞাপনয়া যথাভাবত্বং । সর্ব্বাকারাবয়বি ভগবদাকার  
নির্দেশেন বিলক্ষণান্ত রূপত্ব জ্ঞাপনয়া যদ্রূপত্বং ।  
সর্ব্বাশ্রয়তা নির্দেশেন বিলক্ষণানন্তগুণত্বজ্ঞাপনয়া যদ্

সেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টি কালে নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত  
হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীনা হইলে, সৃষ্টির পূর্ব্ব এই বিশ্ব  
একমাত্র ভগবৎ স্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা  
দৃশ্য কিছুই ছিল না ।

তথাপূর্ব্বের স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা প্রকাশ্যত্ব রূপে প্রতি জ্ঞাত  
তুমি যে পরিমাণ, অর্থাৎ সর্ব্ব কাল ও সর্ব্ব দেশের অপরি-  
চ্ছেদ্যত্ব জ্ঞাপন নিমিত্ত উপদিষ্ট হইল । এই প্রকারে  
“নান্যদ্যৎ সদসং পরং” এতদ্বারা ভগবদগীতার ১৪ অধ্যায়ে  
“ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাৎ” এই ২৭ শ্লোকের জ্ঞাপন দ্বারা  
“যথা ভাবত্বং” অর্থাৎ তুমি যে প্রকার সত্ত্ববিশিষ্ট সর্ব্ব-  
প্রকারে আকারের অবয়বি যে ভগবদাকার তাহার নির্দেশ  
দ্বারা বিলক্ষণ অনন্তরূপত্ব জ্ঞাপন হেতু “যদ্রূপত্বং” অর্থাৎ  
তুমি যে রূপ । সর্ব্বাশ্রয়ত্ব নির্দেশ দ্বারা বিলক্ষণ অনন্ত  
গুণত্ব হেতু “যদগুণত্বং” অর্থাৎ তুমি যে রূপ গুণবিশিষ্ট ।

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়োপলক্ষিত বিবিধ ক্রিয়াশ্রয়ত্ব  
কথনেনালৌকিকানন্ত বস্তুত্ব জ্ঞাপনয়া যৎ কস্মত্বং  
চ ॥ ১৩১ ॥

অথ তাদৃশ রূপাদি বিশিষ্টস্যাঅনো বিজ্ঞানার্থঃ ব্যতিরেক  
মুখেণ মায়ালক্ষণমাহ । ঋতেহর্থমিত্যাदि ॥ ১০৫ ॥

পূর্বঃ ব্যাখ্যাতমেব । সংক্ষেপশ্চায়মর্থঃ পরমপুরুষার্থ

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়োপলক্ষিত বিবিধ ক্রিয়ার আশ্রয়ত্ব কথন  
দ্বারা অলৌকিক অনন্ত কস্মত্ব জ্ঞাপন হেতু “যৎ কস্মত্বং”  
অর্থাৎ তোমার যে রূপ কস্ম ॥ ১৩১ ॥

অনন্তর উক্তপ্রকার রূপাদি বিশিষ্ট আত্মার বোধ নিমিত্ত  
ব্যতিরেক মুখে মায়ার লক্ষণ বলিতেছেন ॥

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

“ঋতেহর্থঃ যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।

তদ্বিদ্যা দাত্বানোমায়াঃ যথা ভাসো যথা তমঃ” ।

শ্লোকার্থ । হে ব্রহ্মন ! মহাভূত সকল যেমন সৃষ্টির পরে  
ভৌতিক পদার্থে প্রবেশ করে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে তাহাদের  
কারণ হওয়াতে সে সকলে অপ্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ আমিও  
ভূত, ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং ঐ সকলে অপ্রবিষ্ট আছি  
অর্থাৎ আমার সত্তা ঐ রূপ ॥ ১০৫ ॥

উক্ত শ্লোক পূর্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এক্ষণে সংক্ষেপ  
অর্থ এই যে । অর্থ শব্দে পরম পুরুষার্থ স্বরূপ আমি ব্যতি-

ভূতং মাস্মতে মদর্শনাদন্যত্রৈব যৎ প্রতীয়েত । যচ্চাত্মনি  
 ন প্রতীয়েত মাং বিনা স্বতঃ প্রতীতিরপি যস্য নাস্তীত্যর্থঃ  
 তত্ত্বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং বিদ্যাৎ । তত্রদৃষ্টা  
 ন্তঃ । যথা ভাসঃ প্রতিবিস্বরশ্মিঃ । যথাচ তমস্তিমিরমিতি ॥  
 তত্রোভাসস্য তাদৃশত্বং স্পষ্টমেব । তমসোহপি জ্যোতি  
 দর্শনাদন্যত্রৈব প্রতীতে জ্যোতিরাত্মকং চক্ষুর্বিনাচা  
 প্রতীতেরिति । বিদ্যাাদিতি প্রথম পুরুষ নির্দেশস্যাহয়ং  
 ভাবঃ । অন্যান্ প্রত্যেব থল্লয়মুপদেশস্তত্ত্ব মদন্তশক্ত্যা  
 সাক্ষাদেবানুভবয়সতি । এবং মায়িক দৃষ্টমতীতৈব

রেকে অর্থাৎ আমার দর্শন ভিন্ন অন্যত্র যাহা প্রতীত হয় ।  
 আত্মাতে যাহা প্রতীত হয় না অর্থাৎ আমি ব্যতিরেকে  
 আপনা হইতে যাহার প্রতীতি নাই, সেই বস্তু আত্মা অর্থাৎ  
 পরমেশ্বর যে আমি আমার মায়া জানিবে । এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত  
 যেমন আভাস প্রতিবিশ্বে কিরণ আর যেমন তমঃ অর্থাৎ  
 তিমির । এই দুই মধ্যে আভাসের তাদৃশত্ব স্পষ্টই আছে ।  
 জ্যোতিঃ দর্শনের অন্যত্রৈও তিমিরের জ্ঞান হইয়া থাকে,  
 চক্ষুঃ ব্যতিরেকে তিমিরের প্রতীতি হয় না ।

“বিদ্যাৎ” এই ক্রিয়ায় প্রথম পুরুষ নির্দেশের এই ভাব  
 অন্যের প্রতিই নিশ্চয় এই উপদেশ, কিন্তু তুমি আমার দত্ত  
 শক্তি দ্বারা সাক্ষাতেই অনুভব কর । এই প্রকার মায়িক

রূপাদি বিশিষ্টং মামনুভবেদিতি ॥ ১৩২ ॥

ব্যতিরেক মুখে নানুভাবনস্যাৎ ভাবঃ । শব্দেন নিরূপিত  
স্যাপি মৎ স্বরূপাদে ময়া কার্য্যাবেশেনৈবানুভবো ন  
ভবতি তত স্তদর্থং মায়া ত্যাজনমেব কর্তব্যমिति ।  
এতেন ত্বদবিনাভাবাৎ প্রেমাণ্যনুভাবিত ইতি গম্য-  
তে ॥ ১৩৩ ॥

অথ তসৈব প্রেমো রহস্যত্বং বোধয়তি ।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষু ॥

দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া রূপাদি বিশিষ্ট আমাকে অনুভব  
করিবে ॥ ১৩২ ॥

ব্যতিরেক মুখে অনুভবের এই ভাবার্থ । শব্দের দ্বারা  
নিরূপিত আমার শরীরাদির মায়া কার্য্য জগতের আবেশ  
দ্বারা অনুভব হয় না অতএব তন্নিমিত্ত মায়া ত্যাগ করা  
কর্তব্য । এতদ্বারা তাহার অবিনা ভাব অর্থাৎ মায়া ত্যাজ  
নের সহিত মৎস্বরূপাদির অনুভবের নিয়ত সম্বন্ধ প্রযুক্ত  
প্রেমই যে অনুভাবিত ইহা বোধগম্য হইতেছে ॥ ১৩৩ ॥

অনন্তর সেই প্রেমেরই রহস্যত্ব জানাইতেছেন ।

২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ব্রহ্মার প্রতি

শ্রীভগবাক্য যথা ॥

হে ব্রহ্মন্ ! মহাভূত সকল যেমন সৃষ্টির পরে ভৌতিক  
পদার্থে প্রবেশ করে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে তাহাদের কারণ

প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষহং ॥ ১০৬ ॥

যথা মহাভূতানি ভূতেষু প্রবিষ্টানি বহিঃ স্থিতান্যপি অনু-  
প্রবিষ্টান্যন্তঃ স্থিতানি ভাঙ্গি । তথা লোকাভীত বৈকুণ্ঠ  
স্থিতহেনাপ্রবিষ্টোহপ্যহং । তেষু ততদগুণ বিখ্যাতেষু  
নতেষু প্রণতজনেষু প্রবিষ্টো হৃদি স্থিতোহহং ভামি । অত্র  
মহাভূতানামংশভেদেন প্রবেশাপ্রবেশো তস্যাতু প্রকাশ-  
ভেদেনেতি ভেদেহপি প্রবেশাপ্রবেশমাত্র সাম্যেন দৃষ্টন্তঃ  
তদেবং তেষাং তাদৃশাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তি নাম

হওয়াতে সে সকলে প্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ আমিও ভূত  
ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং ঐ সকলে অপ্রবিষ্ট আছি  
অর্থাৎ আকার সত্তা ঐরূপ ॥ ১০৬ ॥

তাৎপর্য্য । যেমন মহাভূত ভূত সকলে অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ  
বাহিরে স্থিত হইয়াও অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ অন্তরস্থ রূপে  
প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আমিও লোকাভীত বৈকুণ্ঠে অবস্থিত হু  
প্রমুক্ত সেই সকল ভূত ভৌতিকে অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রণত  
জন সকলে প্রবিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের হৃদয়ে স্থিত হইয়া আমি  
প্রকাশ পাইতেছি । এখানে, মহাভূত সকলের অংশ ভেদ  
দ্বারা প্রবেশ ও অপ্রবেশ হইয়াছে কিন্তু ভগবানের প্রকাশ  
ভেদ দ্বারা ভেদ হইলেও প্রবেশ ও অপ্রবেশ মাত্র সাম্যে  
দৃষ্টান্ত জারিতে হইবে, অতএব এই প্রকার সেই সকল নত  
ব্যক্তিদ্বিগের যাদবত্বাদি রূপ যে আমি আমার বশকারিণী

রহস্যামিতি সূচিতং ॥ ১৩৪ ॥

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি

স্তাভির্য এব নিজ রূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো

গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরত ভক্তিবিলোচনেন

সমুদ্রঃ সর্দৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি ।

তং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ইতি ॥

যে ভজন্তিচ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যাহমিতি

আমার প্রেমভক্তি নামক রহস্য ইহা সূচিত হইল ॥ ১৩৪ ॥

ব্রহ্মসংহিতার ৩৭ । ৩৮ । শ্লোকে ॥

যিনি আনন্দ চিন্ময় রসে পরিভাবিতা গোপীগণের সহিত

নিত্য গোলোকে বাস করিতেছেন এবং ঐ সকল গোপী-

বঁধাকে চিন্তা করিয়া তদীয় নিজরূপতা প্রাপ্ত হইয়া সহ-

ধর্ম্মিনী হইয়াছেন, সেই অখিল জীবে অন্তরাত্মা আদি পুরুষ

গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

সাধুগণ প্রেমাঞ্জন খচিত ভক্তিরূপ বিমল চক্ষুদ্বারা

সর্বদা হৃদয় মধ্যে অচিন্ত্য গুণ স্বরূপ শ্যামসুন্দরকে অবলো-

কন করিয়া থাকেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি



শ্রীগীতোপনিষদশ্চ ॥

যদ্বা । তেষু যথা তানি বহিঃস্থিতানি চাস্তঃ স্থিতানি চ  
ভান্তি তদ্বক্তেষুপ্যহমন্তর্মনোবুত্তি বহিরিন্দ্রিয় বুত্তিষুচ  
বিস্কুরামোতি । তন্তেষু সর্বথাহননাবুত্তিতা হেতুর্নাম  
কমপি স্ব প্রকাশঃ প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু রহস্য  
মিতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১৩৬ ॥

তথৈব শ্রীব্রহ্মণোক্তং ॥

ভজনা করি ॥

শ্রীভগবদগীতার ৯ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে অর্জুন ! যে সকল সাধকেরা  
আমাকে ভক্তি পূর্বক ভজনা করেন তাঁহারা আমাতে এবং  
আমি তাঁহাদিতে বিদ্যমান আছি জানিবে ॥

অথবা সেই সকল ভূতে যে রূপ বহিঃস্থিত মহাভূত সকল  
অন্তরস্থ হইয়া দীপ্তি পায়, তদ্রূপ আমিও ভক্তগণের অন্তরে  
মনোবুত্তি ও বাহিরে ইন্দ্রিয়বুত্তি সকলে বিশেষ রূপে  
প্রকাশ পাই । এতদ্বারা ভক্তসকলে সর্ব প্রকারে অনন্য  
বুত্তিতা হেতু কোন অনির্বচনীয় স্বপ্রকাশ প্রেম নামক অনন্দ  
স্বরূপ বস্তু বিদ্যমান আছে এই রহস্য অর্থাৎ দৃঢ় ভাব প্রকাশ  
হইল ॥ ১৩৬ ॥

২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মবাক্য যথা ॥

ন ভারতীমেহং যুষোপলক্ষ্যতে

ন বৈ কচিন্মে মনসো যুষা গতিঃ ।

ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসংপথে

যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতোহরিরিতি ॥

যদ্যপি ব্যাখ্যান্তরানুসারেণারমর্থোপলপনীয়ঃ স্যাত্তথা

প্যস্মিন্নেব চার্থে তাৎপর্যং । প্রতিজ্ঞা চতুর্কয় সাধনা-

যোপক্রান্তত্বাৎ । তদনুক্রম গতত্বাচ্চ । কিঞ্চ । তস্মি

ন্নর্থে ন তেষ্বিতি ছিন্নপদমপি ব্যর্থং স্যাৎ । দৃষ্টান্তস্যৈব

ক্রিয়াভ্যামন্বয়োপপত্তেঃ । অপিচ রহস্যত্বং নাম হেতু

ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, হে পুত্র ! আমি উদ্ভিক্ত ভক্তি-

যুক্ত হৃদয়ে সেই ভগবান্ হরির ধ্যান করিয়াছিলাম তাহাতে

তাহার প্রভাবেই আমার বাক্য মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকলের

বৃত্তি যথার্থ হইয়াছে, সুতরাং আমার বাক্য মিথ্যা দেখিতে

পাওনা এবং আমার মনের গতিও কুত্রাপি মিথ্যা হয় না,

আমার ইন্দ্রিয় সকল কখন অসংপথে গমন করেনা ॥

যদিচ ব্যাখ্যান্তরের অনুসারে এই অর্থ কথনীয় নয়,

তথাপি এই অর্থেই তাৎপর্য জানিতে হইবে । যে হেতু

চারিটি প্রতিজ্ঞা সাধনের নিমিত্ত আরম্ভ ও তাহার ক্রমান্বয়ে

আগত হইয়াছে ॥

আরো বলি । সেই অর্থে “নতেষু” এই ছিন্ন পদও ব্যর্থ

হয় । দৃষ্টান্তেরও প্রবেশ ও অপ্রবেশ ক্রিয়া দ্বয় দ্বারা সম্বন্ধের

দেব । যং পরম দুর্লভং বস্তু দুষ্কোদাসীন জন দৃষ্টি  
নিবারণার্থং সাধারণ বস্তুত্তরেণাচ্ছাদ্যতে । যথা চিন্তা-  
মণিঃ সম্পুটাদিনা । অতএব । পরোক্ষবাদা স্বায়ং পরো-  
ক্ষমম প্রিয়মিতি । শ্রীভগবদ্বাক্যং । তদেব চ পরোক্ষং  
ক্রিয়তে যদেয়ং বিরল প্রচারং মহত্ত্বং ভবতি ॥ ১৩৭ ॥  
অসৌবাদেয়ত্বং বিরল প্রচারত্বং মহত্ত্বং । মুক্তিং দদাতি

উপপত্তি অর্থাৎ সম্ভাব হইয়াছে । আরও বনি, রহস্য নামক  
এই যে পরম দুর্লভ বস্তু, ইহা দুষ্ক উদাসীন জনসকলের দৃষ্টি  
নিবারণ নিমিত্ত অন্য সাধারণ বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে,  
যেমন চিন্তামণি রত্ন সম্পুটাদি ( কোটা প্রভৃতি ) দ্বারা আচ্ছা-  
দিত হয় তাহার ন্যায় ।

অতএব ১১ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে

ভগবান্ কহিয়াছেন ॥

মন্ত্র সকল পরোক্ষ বাদ বিষয় এবং পরোক্ষই আমার  
প্রিয় । যাহা অদেয় বিরলপ্রচার ( অপ্রকাশ্য ) ও মহৎ হই,  
তাহাকেই ( ভক্তিয়োগকেই ) পরোক্ষ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ  
করিয়া থাকেন ॥ ১৩৭ ॥

ইহঁার অদেয়ত্ব, বিরল প্রচারত্ব “অপ্রকাশ্যত্ব” ও

মহত্ত্ব যথা ॥

৫ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! যাহারা মুকুন্দের ভজনা

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

—:~:~:~:—

• শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত পূজ্যপাদ জীব গোস্বামী প্রণীতঃ

ভগবৎসন্দর্ভঃ ।

—

৮রামনারায়ণ-বিদ্যারত্নেন—

অনুদিতা ।

—

শ্রীব্রজনাথমিশ্রেন—

দ্বিতীয়সংস্করণং ।

প্রকাশিতং ।

মুর্শিদাবাদ ।

বহরমপুর,—রাধাকমলবল্লভে

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল প্রিন্টারেণ

মুদ্রিতং ।

সন ১৩৩৭ সাল । অগ্রহায়ণ ।



কহিঁচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাदि बहून् व्यक्तः । अयं  
 चैतदेव श्रीभगवत् परमभक्तभ्यामर्जुनोद्ववाभ्यां कथो-  
 क्तैव कथितः । सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वच  
 इत्यादिना अगोपयामि वक्ष्यामीत्यादिना ॥ १७८ ॥

করেন মুকুন্দ তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন কিন্তু ভক্তি-  
 যোগ অর্থাৎ স্বীয় প্রেমভক্তি কখনও কাহাকেও দেন না ॥

ইত্যাদি অনেক স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে । ইহা অয়ং ভগ-  
 বান্ পরমভক্ত অর্জুন ও উদ্ধবকে কথোক্তি দ্বারা কহিয়া-  
 ছেন ॥

ভগবদগীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬৪ শ্লোকে

অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জুন! যদি চ বিশেষ বিশেষ  
 স্থানে তোমাকে উপদেশ করিয়াছি তথাপি সঙ্গোপেঙ্গা গুহ্য-  
 তম আমার উৎকট বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর । ইত্যাদি তিন  
 শ্লোকে ॥

১১ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে

উদ্ধবের প্রতি ভগবদ্বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে যদুনন্দন! উদ্ধব এক্ষণে পরম  
 গোপনীয় বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, যেহেতু তুমি  
 আমার ভৃত্য, সখ্য ও সখা ॥ ১৩৮ ॥

ইদমেব রহস্যং শ্রীনারদায় স্বয়ং শ্রীব্রহ্মণৈব প্রকটীকৃতং ।

ইদং ভাগবতং নাম যস্মৈ ভগবতোদিতং ।

সংগ্রহোহয়ং বিভূতীনাং ত্র্যম্বকত্বপুলীকুরু ॥

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভগ্নিষ্যতি ।

সর্বাঙ্গান্যখিলাধাবে ইতি সংকল্প বর্ণয়েতি ॥

ভস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং স্বামিচরণৈরপি রহস্যং ভক্তিরিতি ।

অথ কথং তথাভূতং রহস্যমুদয়ীতেত্যপেক্ষায়াং ক্রমপ্রাপ্তং

এই রহস্যই স্বয়ং শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদের নিকট প্রকাশ  
করিয়াছেন ॥

২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫০ । ৫১ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ ! ইহার নাম ভাগবত, ভগবান্  
ইহা আমাকে কহিয়াছিলেন, ইহা বিভূতি সকলের সংগ্রহ  
রূপ, তুমি ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণন কর ॥

পরন্তু বৎস ! যে প্রকারে বর্ণনা করিলে মনুষ্যদিগের  
সর্বাঙ্গা ও সর্বাধার ভগবান্ হরিতে ভক্তি হইতে পারে এ  
রূপ চিন্তা করত হরিলীলার প্রাধান্য রাখিয়া তদ্রূপ বর্ণন  
করিও, দেখিও ইহাতে যেন ভক্তিরসের ব্যাঘাত করিয়া  
কেবল তত্ত্ব বর্ণনা না হয় ॥

অতএব শ্রীস্বামিপাদ স্তূপাক্ত রূপে রহস্য শব্দে ভক্তি-  
ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥

রহস্য পর্য্যন্ত সাধকত্বাদ্রহস্যত্বেনৈব তদঙ্গভূতং তদীয়-  
সাধনমুপদিশতি ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাঙ্গনঃ ।

অন্থয় ব্যতিরেকাত্যাং যৎস্যাং সর্বত্র সর্বদা ॥ ১০৭ ॥

আত্মনো মম ভগবত স্তত্ব জিজ্ঞাসুনা প্রেম যথার্থ্য  
রূপং রহস্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং  
শ্রী গুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ং কিন্তুং যদেকমেব অন্থয় ব্যতি

অনন্তর ঐ রহস্য কি প্রকার প্রকাশ পাইতেছে এই  
আকাজ্জ্বাধ ক্রম প্রাপ্ত রহস্য পর্য্যন্ত সাধকত্ব হেতু রহস্য  
দ্বারা রহস্যের অঙ্গ স্বরূপ ঐ রহস্যের সাধন উপদেশ করিতে-  
ছেন ॥

২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে যথা ॥

যে ব্যক্তি আত্মার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, তিনি ইহাই বিবেচনা  
করিবেন, কোন বস্তু, কার্য্য সকলে কারণ রূপে অনুগত এবং  
কারণাবস্থায় তাহা হইতে পৃথক্, আর কেই বা জাগ্রদাদি  
অবস্থার সাক্ষী স্বরূপে থাকেন, সমাধি কালে ভদ্রপ থাকেন  
না, হে ব্রহ্মন্ ! এই রূপ অন্থয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা যিনি  
থাকেন তিনিই আত্মা ॥ ১০৭ ॥

তাৎপর্য্য । আত্মার অর্থাৎ আমি যে ভগবান্ আমার,  
“তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা” অর্থাৎ প্রেমের যথার্থ্য রূপ রহস্যকে যিনি  
অনুভব করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি ইহাই



রেকাভ্যাং বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সৰ্বত্র স্যাং উপপদ্যতে  
যথা । নহতোহন্যঃ শিবঃ পছা বিশতঃ সংসৃতাবিহ ।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেদিতি ॥

ব্যতিরেকোপক্রম্য তদুপসংহারে ॥

তস্মাৎ সৰ্বদা সৰ্বদা রাজন্ হরিঃ সৰ্বত্র সৰ্বদা ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মৰ্তব্যো ভগবান্ গামিত্যন্বয়েন  
সৰ্বত্র সৰ্বদেতুক্তং ॥ ১৩৯ ॥

তস্মাৎ স্বজ্ঞান বিজ্ঞান রহস্য তদজ্ঞানামুপদেশেন চতুঃ  
শ্লোকামপি স্মাৎ শ্রীভগবানেবোপদিষ্টঃ । অতঃ ।

জিজ্ঞাসা করিবেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদেবের নিকট ইহাই শিক্ষা  
করিবেন । সেই শিক্ষা কি ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন । অম্বয়  
ও ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধি নিষেধদ্বারা সকল কালে সৰ্বত্র যে  
এক মাত্র বস্তু উপপন্ন হয়, তাহাই ॥

২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

হে রাজন্ ! সংসারি পুরুষদিগের মোক্ষ প্রাপ্তির পথ  
অনেক আছে সত্য বটে, কিন্তু এই দুই পথ অপেক্ষা সমীচীন  
স্বপ্ন-স্বরূপ নির্দিষ্ট পথ অন্য নাট, কারণ উহা অনুর্তি ও হইলে  
ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ হয় ॥ ১৩৯ ॥

এই ব্যতিরেক দ্বারা উপক্রম করিয়া তাহার সমাপনে  
২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে যথা ॥

অতএব মনুষ্য মাত্রেই সৰ্বদা দ্বারা ভগবান্ হরির

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিত ইতি ভগবচ্ছব্দেন  
দদর্শ তত্রাখিল সাত্বতাং পতিমিত্যত্র তাপনী শ্রুত্যাভ্যাসু  
কুলিত শ্রীকৃষ্ণলিঙ্গেন চাস্য বক্তৃঃ শ্রীভগবন্তমেব স্পষ্টং  
ন জাতু তদংশভূত নাগায়ণায় গর্ভোদধিশায়ি পুরু-

শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করা কর্তব্য ॥

এই অন্বয় দ্বারা সর্বত্র সকল কালে ইহা উক্ত হই-  
য়াছে ॥ ১৩৯ ॥

অতএব স্নীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, রহস্য এবং তদঙ্গ সকলের  
উপদেশ দ্বারা চতুঃশ্লোকীতেও স্বয়ং ভগবানই উপদিষ্ট হই-  
য়াছেন ॥

এই হেতু ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মার ঐ তপস্যাতে ভগবান্ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপ-  
নার পরম শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন ॥

এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবৎ শব্দ দ্বারা ॥

উক্ত অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা দেখিলেন উক্ত রূপ বৈকুণ্ঠে স্নানন্দ, নন্দ, প্রবল,  
অহং ইত্যাদি প্রধান প্রধান পারিষদগণ কর্তৃক চতুর্দিকে  
পরিবেষ্টিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি, যজ্ঞের পতি এবং  
জগৎ পতি ভগবান্ শ্রীপতি সেবিত হইতেছেন ॥

এস্থানে তাপনী শ্রুত্যাতির অনুকূলিত শ্রীকৃষ্ণ লিঙ্গ দ্বারাও  
ইহার বক্তা শ্রীভগবানই স্পষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার অংশ স্বরূপ

যত্নঃ । অতএবাস্য মহাপুরাণস্যাপি শ্রীভাগবতমিত্যেব  
বলিখ্যা ॥ ১৪০ ॥

তথৈবোক্তং । কস্মৈ যেন বিভাষিতোহয়মতুলো জ্ঞান  
প্রদীপঃ পুরেত্যাদৌ তচ্ছুদ্ধং নিমলং বিশোকমমৃতং  
সত্যং পরং ধীমহীত্যত্র পরশকেন ভগবদ্বক্তৃত্বং ।  
আদ্যোহবহারঃ পুরুষঃ পরস্যেতি দ্বিতীয়ে ভেদাভি

নারায়ণাখ্য গর্ভোদশায়ী পুরুষ কখনই ইহার বক্তা নহেন ।  
অতএব এই মহাপুরাণেরই শ্রীভাগবত বলিয়া আখ্যা হই-  
য়াছে ॥ ১৪০ ॥

১২ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ঐ প্রকারই কথিত  
হইয়াছে যথা ॥

পূর্ব্বকালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞান প্রদীপ ব্রহ্মার নিকট  
প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদ মুনিকে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে  
এবং যোগীন্দ্র শুকদেবকে আর দিকুরাত পরীক্ষিৎকে যিনি  
কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, সেই শুদ্ধ, নির্ম্মল, শোক  
রহিত, অমৃত, পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি ।

এহ্মলেক্ত পর শক্বে ভগবানই বক্তা হইয়াছেন ॥

২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে ॥

প্রকৃতির প্রবর্তক যে পুরুষ তিনিই পরম ব্রহ্ম ভগবানের  
আদ্য অবতার, অপর কাল, স্বভাব, কার্য্য, কারণ রূপা  
প্রকৃতি মহত্ত্ব, মহাভূত অহঙ্কার তত্ত্ব, সত্ত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়

ধানাং । অঃ ।

ইদং ভগবতা পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে ।

স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সংপ্রকাশিতং ॥

ইত্যত্রাপি ভগদচ্ছন্দ প্রয়োগঃ । শ্রীনারায়ণ নাভি পঙ্কজে  
স্থিতং ব্রহ্মণাং প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবতা তত্রৈব ব্যাপি  
মহাবৈকুণ্ঠং প্রদীপ্যাদং পুরাণং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ ।

অনুগতকৈতং দ্বিতীয়স্কন্ধে ইতিহাসমোতি ॥ ২ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মণং । ১৪১ ॥

তদেবং সর্বশাস্ত্রাণাং সমন্বয় স্তম্ভিম্বেব ভগবতি তথাচ

সকল, সমষ্টি শরীর স্বরূপ বিগড়্‌দেহ, স্বরাট্‌ অর্থাৎ বৈরাজ  
পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম ॥

যে হেতু দ্বিতীয় স্কন্ধ এই ভেদ কখন হইয়াছে অতএব  
১২ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

ভগবান্ নাভিপঙ্কজে অবস্থিত ভবভীত ব্রহ্মাকে প্রীতির  
মহিত এই পুরাণ প্রদান করিয়াছিলেন, এস্থানেও ভগবৎ  
শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । শ্রীনারায়ণ নাভিপঙ্কজস্থিত ব্রহ্মার  
প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবান্ সেই স্থলেই ব্যাপি মহা বৈকুণ্ঠকে  
প্রকাশ করিয়া এই পুরাণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহা  
দ্বিতীয় স্কন্ধের ইতিহাসের অনুগত হইয়াছে ॥ ১৪১ ॥

অতএব এই প্রকারে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় সেই ভগবা-  
নেই জানিতে হইবে ॥

সর্বেষাং বেদৈঃ পরমোহি দেবো জিজ্ঞাস্যো ন্যো বেদৈঃ  
প্রসিদ্ধোত । তস্মাদেনং সর্ববেদানধীত্য বিচার্য্যচ জ্ঞা-  
তুমিচ্ছেন্মুমুক্ষুরিতি চতুর্বেদশিখায়াং ॥

যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্শবোঃ ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি শ্রী-  
শিংহ তাপন্যং ॥

সর্বে বেদা যৎপদমামনস্তি  
তপা-সি সর্বাণিচ যদ্বদন্তি ।

নাবেদবিদ্বানুতে তং বৃহত্তং  
সর্বানুভূতমাত্মানং সাম্পরায়ে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ চতুর্বেদশিখায় যথা ॥

সকল বেদদ্বারা এক পরম দেবই জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন,  
বেদ সমূহ দ্বারা অন্যের প্রসিদ্ধি ( প্রচার ) নাই ॥

এই কারণে মুমুক্শু ব্যক্তি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন ও বিচার  
করিয়া এই পরম দেবকেই জানিতে ইচ্ছা করেন ॥

শ্রীশিংহতাপনীতে ॥

সকল দেব, সকল মুমুক্শ ও সমুদায় ব্রহ্মবাদী ঐহাকে  
নমস্কার করিয়া থাকেন ॥

অন্য শ্রুতিতে ॥

সমস্ত বেদ যে বস্তুকে স্তব করেন, সমুদায় তপস্যা ঐহাকে  
বলিয়া থাকেন এবং যাহারা বেদজ্ঞ নহে, তাহারা যত্ন  
কালে সেই বৃহৎ, সর্বান্তর্গমি আত্মাকে জানিতে পারে না ।

তং ত্রোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীত্যাদিরন্যত্র ।  
 বেদৈশ্চ মর্কৈরহমেব বেদোবেদান্ত কুদ্বৈদবিদেব চাহ-  
 মিতি শ্রীগৌতোপনিষৎস্ব ।

দিক্চ স্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম  
 ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরণ নীতেষু নিশ্চীয়তে ।

ইতি পাদ্মে ॥

সর্বব্রাহ্মাভিধেয়শ্চ সর্ববেদেড়িশ্চ স ইতি স্কাক্ষে ॥

নতাঃ স্য সর্ব বচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাস্ত্রতীতি ॥

বৈষ্ণবে ॥

পরন্তু সেই উপনিষদেদ্য পুরুষকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন হে অর্জুন । সমস্ত বেদের বেদিতব্য  
 আমিই এবং আমিই বেদান্ত কর্তা ও বেদবেত্তা হইয়াছি ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

সমস্ত আগম ব্যাপার ও নীতি সকল বিচার করিয়া  
 দিক্চান্ত করিলে এক ভগবান্ বিষ্ণুই নিশ্চিত হইয়া থাকেন ॥

স্কন্ধপুরাণে ॥

সেই ভগবান্ সকল নামের অভিধেয় ও সমস্ত বেদের  
 স্তবনীয় ॥

বিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

যাঁহাতে সমস্ত বাক্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই

সর্ববেদান্ মেতিহাসান্ সপুরাণান্ সমুক্তিকান্ ।

সপঞ্চরাত্রান্ বিজ্ঞায় বিস্মৃজ্যৈয়ো ন চান্যথা ॥

ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ১৪২ ॥

তমেতং সর্ববেদ সমন্বয়ং স্বস্মিন্ শ্রীভগবন্ত্যেব স্বংমাহ ॥

মাং বিধতেহভিধতে মাং বিকল্যাণোহুতেহহমিতি ॥ ১০৮ ॥

মামেব যজ্ঞরূপং বিধতে শ্রুতিঃ ॥

মামেবচ তত্তদেবতারূপমভিধতে যচ্চ আকাশাদিপ্রপঞ্চ-

ভগবান্কে আমরা নত হইলাম ॥

ব্রহ্মতর্কে যথা ॥

যুক্তির সহিত সমস্ত বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ এবং নারদ  
পঞ্চরাত্র ইত্যাদি বিশেষ রূপে জানিয়া জ্ঞাত হইলাম যে এক  
বিস্মৃ ব্যতিরেকে অন্য কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন ॥ ১৪২ ॥

সেই এই সর্ব বেদ সমন্বয় বস্তুকে ভগবান্ স্বয়ং আপনা-  
তেই কহিয়াছেন ॥

১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে উক্তবের প্রতি ভগব-  
দ্বাক্য যথা ॥

বেদ সকল যজ্ঞরূপে আমাকে বিধান করে ও দেবতা  
রূপে আমাকেই ব্যক্ত করে এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া  
তর্ক বিতর্ক করে ॥ ১০৮ ॥

তাৎপর্য্য । শ্রুতি আমাকে যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমা-  
কেই সেই সেই দেবতা রূপে কহিয়া থাকেন, যে সমস্ত

জাতং তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনো আকাশঃ সংভূত ইত্যাদিনা  
বিকল্প্যাপোহতে তদপ্যহমেব ন বত্তঃ পৃথগস্তি সর্বস্য  
মদাত্মকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবান্ ॥ ১৪৩ ॥

তদেবং শ্রীভগবত এব সর্ববেদার্থত্বং দর্শিতং ।

তর্জী রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ ।

শ্রীবিষ্ণুরাত উবাচ ॥

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ ।

কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ৯০৯ ॥

আকাশাদি প্রপঞ্চ জন্মিয়াছে । সেই এই আত্মা হইতে  
আকাশ সম্ভূত হইয়াছে । ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যে বিকল্প  
অর্থাৎ প্রপঞ্চ জাত জগৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাও আমি,  
আমা হইতে পৃথক নাই, যেহেতু সমস্তই আমার স্বরূপ হই-  
য়াছে ॥ ১৪৩ ॥

অতএব এই প্রকারে সকল বেদের তাৎপর্য্য যে শ্রীভগ-  
বান্ তাহাই প্রদর্শিত হইল ॥

ঐ বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে যথা ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! প্রত্যক্ষ  
রূপে নির্দেশ করিবার অযোগ্য ও নিগুণ এবং কার্য্য কারণা  
স্পৃষ্ট পর ব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপে সগুণ শ্রুতি সকল সাক্ষাৎ



অসমার্থঃ । শব্দসাহি বৃত্তিমুখ্য লক্ষণ গুণভেদেন ত্রিধা ।  
 মুখ্যাপি রূঢ়িযোগ ভেদেন ত্রিধা । তত্র প্রথমং তাবদ্রুক্ষণি  
 রূঢ়ি বৃত্তিনামস্ত্যতীত্যাহ সাক্ষাৎ কথং চরন্তীতি । তত্র  
 হেতুরনির্দেশ্য ইতি । সাহি স্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা  
 সংজ্ঞা সংজ্ঞি সংজ্ঞেভ্যে প্রবর্ততে অনির্দেশ্যত্বে হেতুং  
 বদন্ গুণবৃত্তিং নিরাকরোতি নিগুণে গুণবৃত্তয় ইতি ।  
 গুণৈবর্ত্তমানা অপি নিগুণে কথং চরন্তীত্যর্থঃ । নিগুণ-  
 ত্বেহ হেতুং বদন্ লক্ষণা যোগৌ নিরাকরোতি । সদসতঃ

বর্ণন করেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম কিরূপে শ্রুতি গোচর  
 হইল ॥ ১০৯ ॥

ইহার অর্থ এই যে, মুখ্য, লক্ষণ ও গুণভেদে শব্দের বৃত্তি  
 তিন প্রকার হয়, তন্মধ্যে মুখ্য-বৃত্তি রূঢ়ি ও যোগ ভেদে দুই  
 প্রকার হয় । তন্মধ্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মে রূঢ়ি বৃত্তি সম্ভবে না,  
 এই বিষয়ে কহিতেছেন, কিরূপে শ্রুতি সকল সাক্ষাৎ বর্ণন  
 করেন । তাহাতে হেতু এই ব্রহ্ম অনির্দেশ্য ॥

অর্থ ৯ ব্রহ্মকে নির্দেশ করা যায় না । সেই রূঢ়ি বৃত্তিই  
 স্বরূপ, জাতি, গুণ এব- সংজ্ঞা, সংজ্ঞি অর্থাৎ নাম ও নাম  
 বিশিষ্ট সংজ্ঞেতদ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । অনির্দেশ্যত্বে কারণ  
 বলিবার জন্য গুণ বৃত্তিকে নিরাকরণ অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করি-  
 তেছেন । “নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ” ইতি । শ্রুতি সকল গুণে  
 বর্ত্তমানা অর্থাৎ সঙ্গী হইয়া কিরূপে নিগুণে চরণ করিবে

পর ইতি । সদসতঃ পরে কার্য্য কারণভ্যাং পরস্মিন্ন-  
 সঙ্গৈ । লক্ষণা রূঢ়িশ্চ সংক্ষেপ্তেনাভিহিত সম্বন্ধিনি যোগস্ত  
 তৎ ত্রিবিধ বৃত্তি প্রতিপাদিত পদার্থযোঃ প্রকৃতি প্রত্যয়া-  
 র্থ্যো যোগেন ভবতীতি তস্য কেনচিদপি সম্বন্ধাভাবান্তে  
 ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ । এবং পদার্থত্বাযোগাদপদার্থদ্ব্যচ  
 বাক্যার্থত্বাযোগান শ্রুতিগোচরত্বং । ব্রহ্মণ ইতি স্থিতে  
 কুতস্তরাং তদুপরিচর ক্ষুর্ভেভগবতস্তদগোচরত্বং তৎকথং  
 এবং স্বতন্ত্রয়োৱিত্যাদৌ সতাং সতঃ প্রমাণভূতানাং বেদা-

অর্থাৎ নিগুণ ব্রহ্মকে বর্ণন করিবে । নিগুণত্বেও হেতু বলি-  
 বার নিমিত্ত লক্ষণা ও যোগ এই দুই বৃত্তিকে নিরাকরণ  
 করিতেছেন । “সদসতঃ পরঃ” ইতি । সৎ ও অসতের অর্থাৎ  
 কার্য্য কারণের পর সঙ্গ রহিত ব্রহ্মে । লক্ষণা ও রূঢ়ি বৃত্তি  
 সংক্ষেপ্ত দ্বারা কথিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যে প্রযুক্ত হয় । পরন্তু  
 যোগ, ঐ তিন প্রকার বৃত্তি দ্বারা প্রতিপাদিত পদার্থ যে  
 প্রকৃতি প্রত্যয়ার্থ তাহার যোগ দ্বারা হইয়া থাকে । কাহারও  
 সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ না থাকা প্রযুক্ত লক্ষণা ও রূঢ়ি বৃত্তি  
 সম্ভবে না । এই প্রকার পদার্থের অযোগ হেতু ও অপদার্থের  
 বাক্যার্থত্বের অযোগ প্রযুক্ত ব্রহ্ম শ্রুতি গোচর হয়েন না ।  
 যখন ব্রহ্ম এই রূপ হইলেন তখন ব্রহ্মেরও উপরে ক্ষুর্ভি  
 পাইতেছেন যে ভগবান্ তিনি কি হেতু শ্রুতিগোচর হইবেন ।

নাং মার্গং ভগবৎ পরত্বং আদিশ্যেত্যুক্তং । স্বতঃ প্রামাণ্য-  
সিদ্ধয়ে মুখ্যবাক্যানাং তু সাক্ষাচ্চরণমবশ্যং বক্তব্যং ।  
লক্ষণাদৌ প্রমাণান্তরমুৎসাহঃ । ততো যত্র লক্ষণাদিক-  
মপি ন সম্ভবতি । তত্র কথং তরাং সাক্ষাচ্চরণমিতি  
ভাবঃ ॥ ১৪৪ ॥

তত্র শ্রীশুকদেবেন দত্তমুত্তরং ।

ঋষিরুবাচ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ ।

তবে কি প্রকারে ঐ দশমের ৮৬ অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে “এবং  
স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্” ইত্যাদি পদ্যে  
রাজা বহুলাংশে ও শ্রুত দেব ব্রাহ্মণকে স্বতঃ প্রমাণ স্বরূপ  
বেদ সকলের মার্গ অর্থাৎ ভগবৎ পরত্ব আদেশ করিয়া এই  
উক্ত হইয়াছে । স্বতঃ প্রামাণ্য সিদ্ধির নিমিত্ত মুখ্য বাক্য  
সকলের সাক্ষাৎ চরণ অবশ্যই বক্তব্য । যে হেতু লক্ষণাদি  
অন্য প্রমাণ মূলক হইয়াছে । অতএব যে ব্রহ্মে লক্ষণাদি  
কিছুই সম্ভবে না সে ব্রহ্মে কি প্রকারে শ্রুতিসকলের সাক্ষাৎ  
চরণ হইবে ? ॥ ১৪৪ ॥

এই প্রশ্নে শ্রীশুকদেব উত্তর প্রদান করিলেন

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্ ! প্রভু পরমেশ্বর বিষয় সক-

মাত্রার্থক ভবার্থক আত্মনে কল্পনাযচ ॥ ১১০ ॥

বুদ্ধাদীন্মুখাধীন জনানামনুশায়িনাং জীবানাং মাত্রাদ্যর্থং  
প্রভুঃ পরমেশ্বরোহসৃজং । নতু জনাঃ স্বাবিদ্যায়াহসৃজন  
ইতি বিবর্তবাদঃ পরিহৃতঃ । মীয়ন্তে ইতি মাত্রা বিষয়া  
স্তদর্থং ভবার্থং ভবো জন্ম লক্ষণং কৰ্ম্ম তং প্রভৃতি কৰ্ম্ম  
করণার্থমিত্যর্থঃ আত্মনে লোকান্তর গামিনে । আত্মন-  
স্তত্তল্লোকভোগায়েত্যর্থঃ । অকল্পনায কল্পনা নিবৃত্তয়ে

লের নিমিত্ত ও জন্মাদি কৰ্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত এবং লোকা-  
ন্তরীয় ভোগের নিমিত্ত লোকদগের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও  
প্রাণ সকল সৃষ্টি করেন অর্থাৎ এই রূপ সৃষ্টাদি গুণ সম্পন্ন  
ঈশ্বরকেই স্রষ্টাসকল প্রতিপন্ন করেন, নিগুণকে নহে ॥ ১১০

প্রভু পরমেশ্বর জন অর্থাৎ অনুশায়ী জীব সকলের মাত্রা  
দির নিমিত্ত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাদি সকলকে সৃষ্টি করিরাছেন  
কিন্তু জন সকলকে নিজ অবিদ্যা দ্বারা সৃজন করেন নাই ।  
ইহার দ্বারা বিবর্ত বাদ অর্থাৎ বিরুদ্ধ কথন পরিহৃত হইল ॥

যাহার দ্বারা পরিমাণ করা যায় তাহার নাম মাত্রা অর্থাৎ  
বিষয় তন্নিমিত্ত ও ভবার্থ, ভব শব্দের অর্থ জন্ম, জন্ম লক্ষণ  
কৰ্ম্ম অর্থাৎ জন্মাবধি কৰ্ম্ম করণ নিমিত্ত । আত্মার অর্থ  
লোকান্তর গামী অর্থাৎ আত্মার সেই সেই লোকে ভোগের  
নিমিত্ত । অকল্পনা ( কল্পনা নিবৃত্তি ) অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত ।

যুক্তয়ে ইত্যর্থঃ ।

অর্থ ধর্ম্য কাম মোক্ষার্থমিতি ক্রমেণ পদ চতুর্ন্যাস্যার্থঃ  
মোক্ষোহপ্যত্র চিন্মাত্র তয়াহবাস্থিতি রূপঃ । যথা বর্ণ  
বিধানমপবর্গশ্চ ভবতি । যোহমৌ ভগবতীত্যাদি ।  
অনন্য নিমিত্ত ভক্তিযোগ লক্ষণো নানা গতি নিমিত্তা  
বিদ্যা গ্রন্থি বন্ধন দ্বারেণেত্যন্তেন পঞ্চমোক্ত গদ্যেন তথা

অর্থ, ধর্ম্য, কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত এই ক্রমান্বয়ে চারিটি  
পদের অর্থের নিমিত্ত । এ স্থলে মোক্ষ শব্দেরও চিন্মাত্র  
স্বরূপে অবাস্থিতি রূপ ।

৫ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ১৯ । ২০ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! এই ভারতবর্ষে যে বর্ণের  
যে রূপ মোক্ষ প্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাস বানপ্রস্থাদি বিহিত  
আছে তাহার অনতিক্রমে নর মাত্রের মোক্ষলাভও হইয়া  
থাকে ॥

রাজন্ ! অপবর্গ কি প্রকারে লাভ হয় তাহার বিবরণ  
শুন, যখন শ্রীবিষ্ণুর পুরুষের সহিত প্রকৃষ্ট রূপে মগ্ন লাভ  
হয় তখন ভগবান্ বাসুদেবে যিনি ভূত সকলের আত্মা রাগাদি  
রহিত, বাক্যের অগোচর, অনাধার অতএব পরমাত্ম স্বরূপ  
তঁাহাতে যে অহেতুক ভক্তিযোগ হয়, তাহাই মোক্ষ  
স্বরূপ, যে হেতু তাহাতে নানা গতির নিদান যে অবিদ্যা  
গ্রন্থি তাহার ছেদন হয় এই পঞ্চম স্কন্ধের গদ্য দ্বারা সেই

নিরুক্তত্বাৎ । সাধ্যভক্তি প্রাদুর্ভাব লক্ষণশ্চেতি দ্বিবিধো

ক্ষেয়ঃ ॥ ১৪৫ ॥

উভয়ত্রাপি কল্পনারূপাবিদ্যয়া নিবৃত্তেঃ । অতদুক্তং

ভবতি । যস্মাৎ স্বয়মীশ্বরস্তত্তদর্থং তত্তৎ সাধকত্বেন দৃশ্য-

মানানাং জীবানাং বুদ্ধাদীন্ সৃষ্টবান্ । তস্মাত্তত্তৎ সং-

পাদন শক্তি নিধান যোগ্যতাং তেষু কৃতবানিতি লভ্যতে ।

তত্র ত্রিবিধ সম্পাদিকাঃ শক্তয়ঃ কল্পনাত্মিকা মায়াবৃত্ত্য-

বিদ্যাশক্তেরংশাঃ বহির্মুখকর্মান্বকত্বাৎ স্বরূপান্যথা ভাব

সংসারিত্ব হেতুত্বাচ্চ ॥

রূপব্যাৎপত্তি হেতু সাধ্য ভক্তির প্রাদুর্ভাব স্বরূপ এই দুই

প্রকার জানিতে হইবে ॥ ১৪৫ ॥

যে হেতু উভয় স্থলেই অর্থাৎ নিম্নাত্ততা দ্বারা অবস্থিতি

রূপ ও সাধ্যভক্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষণে কল্পনা রূপ অবিদ্যার

নিবৃত্তি জানিতে হইবে ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যে হেতু স্বয়ং ঈশ্বর তত্তন্নিমিত্ত তত্তৎ সাধকত্ব রূপে দৃশ্য-

মান জীব সকলের বুদ্ধি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব

তত্তৎ সম্পাদনে যে শক্তি তাহার নিধান যোগ্যতাকে সেই

জীব সকলে করিয়াছেন ইহাই লভ হইল । তন্মধ্যে অর্থাৎ

বুদ্ধাদিতে ত্রিবিধ সম্পাদিকা শক্তি সকল কল্পনাময়ী মায়া-

বৃত্তি অবিদ্যার অংশ স্বরূপা জানিতে হইবে, যে হেতু ঐ সকল

অপরা মোক্ষসম্পাদিকা শক্তিরকল্পনা রূপা চিচ্ছক্তেরে  
বাংশঃ অন্তর্মুখ জ্ঞান ভক্তি রূপত্বাৎ । স্বরূপান্যথাভাব  
সংসারিত্বচ্ছেদহেতুত্বাচ্চ ॥ ১৪৬ ॥

এবঞ্চ যাবজ্জীবানাং ভগবদ্বহিমুখতা । তাবৎ কেবল  
কল্পনাত্মিকানামবিদ্যাশক্তীনাং প্রকাশাৎ তৎ প্রধানা  
বুদ্ধাদয়ঃ সগুণা এবেতি নিগুণং সাক্ষাৎ কুর্ষত ইত্যেবং  
সত্যমেব । যদাতু তদন্তর্মুখতা তদা তেষু চিচ্ছক্তেঃ প্রাদু  
র্ভাবাৎ তৎ সাক্ষাৎ কুর্ষত এবেতি স্থিতে বুদ্ধাদি ময়ত্বা-

শক্তি বহিমুখ কর্ম স্বরূপ ও স্থায় রূপের অন্যথা হওয়া এবং  
সংসার বিশিষ্টত্বের কারণ হইয়াছে ॥

অপর মোক্ষ সম্পাদিকা যে শক্তি তাহা কল্পনা রহিত রূপ  
চিচ্ছক্তিরই অংশ হইয়াছে, যে হেতু উহা অন্তর্মুখ জ্ঞান  
ভক্তিরূপ ও স্বরূপের অন্যথা ভাব সংসারিত্ব ছেদের কারণ  
স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥

এই প্রকার হওয়ায় যে পর্য্যন্ত জীব সলের ভগবদ্বহিমু-  
খতা সেই পর্য্যন্ত কেবল কল্পনাত্মিকা অবিদ্যা শক্তি সকলের  
প্রকাশ হেতু অবিদ্যা শক্তি প্রধান বুদ্ধাদি গুণ সকলের  
সহিত বর্তমান হইয়া থাকে, একারণ নিগুণকে সাক্ষাৎ  
করিতে পারে না । ইহা এই প্রকার সত্যই বটে । পরন্তু  
যখন জীব সকল ভগবদন্তর্মুখ হয় তখন সেই বুদ্ধাদিতে  
চিচ্ছক্তির প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত তাহাকে সাক্ষাৎ করে এই রূপ

দ্ব্যচসোহপি তথা ব্যবহারঃ সিদ্ধ্যতি । তদত্রৈবাত্তেদেন  
সিদ্ধাপ্তিতমস্তে ॥

তদেতদ্বর্ণিতং রাজন্ যোনঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া ।

যথা ব্রহ্মণ্যনির্দেশ্যে নিগুণেহপি মনশ্চরেদিত্যত্র মন  
ইতি তত্র বুদ্ধ্যাদৌ চিচ্ছক্তিস্তদীয়া প্রাকৃতপরমানন্দস্বরূপ  
তাদৃশ গুণাদি স্বয়ং প্রকাশময়ী বচসি চ তত্ত্বনির্দেশ ময়ী  
জ্ঞেয়া । অতঃ অপ্রাকৃত তাদৃশ স্বরূপাদ্যালম্বনেন শ্রুতয়-  
শ্চরন্তীতি সিদ্ধান্তম্ভিম্যতে ॥ ১৪৭ ॥

তদেবং পৌরুষেষ্যস্যাপি বচসো ভগবচ্চারিত্বং সিদ্ধং ।

হওয়াতে বুদ্ধাদির স্বরূপ হেতুক বাক্য সকলেরও মণ্ডণ  
নিগুণ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব এই প্রকরণের  
শেষে অভেদ রূপে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ।

১০ স্কন্ধের ৮-৭ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে যথা ॥

হে রাজন্ ! আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন অনির্দেশ্য  
নিগুণ পরব্রহ্মতে মন কি রূপে বিচরণ করিবে তাহা এই  
বর্ণন করিলাম ॥

এ স্থলে “মনঃ” সেই বুদ্ধাদিতে ভগবৎ সম্বন্ধীয়া চিচ্ছক্তি  
অপ্রাকৃত পরমানন্দ স্বরূপ তাদৃশ গুণাদির স্বয়ং প্রকাশ ময়ী  
হইয়া বাক্যোক্তেও তত্ত্বনির্দেশ ময়ী হইয়া থাকেন জানিতে  
হইবে । অতএব অপ্রাকৃত তাদৃশ স্বরূপাদির অবলম্বন দ্বারা  
শ্রুতি সকল তাঁহাকে বর্ণন করে ইহা সিদ্ধান্ত করিবেন ॥ ১৪৭



যথোক্তং । যস্মিন্ প্রতি শ্লোকমবদ্ববতাপীতি । তথাচ  
সতি তথাবিধ বচ আদীনামেকাশ্রয়স্য সাক্ষাৎসঙ্গবস্মি  
শ্বাসাবির্ভাবিনোহপৌরুষেরস্য তচ্চারিত্বঃ কিমুত ।  
তস্মাৎ সাক্ষাচ্চরন্তোব শ্রুতয়ঃ । বক্ষ্যতেচ ।

অতএব এই প্রকার অপ্রাকৃত স্বরূপের আশ্রয় দ্বারা  
পুরুষ সম্বন্ধীয় বাক্যেরও ভগবচ্চারিত্ব অর্থাৎ ভগবানকে বর্ণন  
করে ইহা সিদ্ধ হইল ॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শ্রীনারদের  
বাক্য যথা ॥

সেই বাগ্বিদগ অর্থাৎ বাক্য প্রয়োগ, জনসমূহের পাপ  
নাশক হয়, যাহাতে অপ শব্দ অর্থাৎ অসংস্কৃত পদ বিন্যাস  
থাকিলেও প্রতি শ্লোকে অনন্ত ভগবানের যশঃ প্রকাশক নাম  
সকল সাধুগণ শ্রবণ, কথন ও শ্রবণ কীর্তন করিয়া থাকেন ॥

যদি এই প্রকার হইল অর্থাৎ প্রাকৃত বাক্য সকলও যদি  
ভগবানকে বর্ণন করিতে পারিল তবে ঐ প্রকার বাক্য  
আদির এক আশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবানের নিশ্বাস হইতে আবি-  
ভূত অপৌরুষের শ্রুতি ভগবানে চরণ করিবেন তাহা আর  
কি বলিব ? অতএব সেই শ্রুতি সকল ভগবানে সাক্ষাৎ  
চরণ করেন ।

ইহা পরে বলিবেন ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে

১০ শ্লোকে যথা ॥

কচিদজয়াঅনাচ চরতোনুচরেন্নিগম ইতি ।

তথাচ প্রণবমুদিশ্যোক্তং দ্বাদশে ॥

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ ।

স সর্বমন্ত্রোপনিষদেদবীজং সনাতনমিতি ।

শ্রুতৌচ ॥

জমিত্যেতৎ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নামেতি নেদিষ্ঠং লক্ষণাদি  
ব্যবধানং বিনেত্যর্থঃ । অতএব কেন প্রকারেণ সাক্ষা-  
দ্রুতি স কথ্যামিত্যেব রাজাভিপ্রায়ঃ । অত্র শব্দনির্দে-

সৃষ্টি সময়ে আপনি যখন অখণ্ডৈক রস হইয়াও মায়া  
সহিত ক্রৌড়া করেন, বেদসকল তখন আপনাকে প্রতিপন্ন  
করিয়া থাকে ॥

তথাচ প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারকে উদ্দেশ্য করিয়া

১২ স্কন্ধে ও অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

ঐ প্রণব স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ

এবং সমুদায় বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজ স্বরূপ ॥

শ্রুতিতে যথা ॥

ওঁ এইটী ব্রহ্মের নেদিষ্ঠ অর্থাৎ নিকটবর্তিত্ব নাম হই-  
য়াছে । নেদিষ্ঠ জই শব্দে লক্ষণাদি ব্যবধান ব্যতিরেকে ওঁ  
এইটী ব্রহ্মের সাক্ষাৎ নাম হইয়াছে ॥

অতএব শ্রুতি সকল কি প্রকারে সাক্ষাৎ বর্ণন করেন,  
সেই প্রকার বলুন, রাজা পরীক্ষিতের এই অভিপ্রায়, এ

শাচ্ছে দোষস্বপ্নে দ্যাপত্য ইত্যত্র পরিহার্য্যঃ ॥ ১৪৮ ॥

অথ শ্রুতিষপি যাঃ কাশ্চিৎ ত্রিবর্গ পরত্বেন বহিমুখাঃ  
প্রতীয়ন্তে তাসামপ্যন্তর্মুখতায়ামেবদৃশ্যবসানং ।

তথাহি ॥

পরমেশ্বরস্য সত্যত পরমার্থ বহিমুখতা পরাহত জীব  
নিকায় বিষয়রূপা বিলাসময় নিশ্বাসরূপাঃ শ্রুতয়ঃ প্রথমতঃ  
স্ববিষয়কং বিশ্বাসং জনয়িতুমদৃষ্ট বস্তুনিভিস্তানং সত্যতঃ  
দৃষ্টমৈহিকমেবাবশীহমানাঃস্তান্ প্রতি তৎ সম্পাদকং  
পুল্লেখ্যাদিকং বিদধাতি ।

স্থলে শব্দ দ্বারা নির্দেশ্যাত্মে যে দোষ তাহা অগ্রে অর্থাৎ এই  
অধ্যায়ের “দ্যাপত্য” এই ৩৭ শ্লোকে পরিত্যক্ত হই-  
য়াছে ॥ ১৪৮ ॥

অনন্তর শ্রুতি সকলেও যে কিছু ত্রিবর্গপরত্ব দ্বারা বহি-  
মুখতা প্রতীত হইতেছে তাঁহাদেরও অন্তর্মুখতাতেই পর্যাব-  
সান হইয়াছে ॥

উক্তার্থকে দৃঢ় করিতেছেন যথা ॥

পরমেশ্বরের সত্যত পরমার্থ বিষয়ে বহিমুখতা দ্বারা পরা-  
হত জীব সমূহের বিষয়ে রূপা বিলাস ময় নিশ্বাস স্বরূপা  
শ্রুতি সকল প্রথমতঃ নিজে বিষয়ক বিশ্বাসকে জন্মাইবার  
নিমিত্ত অদৃষ্ট বস্তুর অনভিজ্ঞ নিরন্তর দৃষ্ট ইহলোক জাত  
অর্থেতেই চেষ্টমান ঐ সকল জীবের প্রতিই ঐহিক সম্পা-

ততশ্চ তেন জাত বিশ্বাসেনৈহিকস্যাত্যন্তুমস্থিরত্বং প্রদর্শ্য  
 দিব্যানন্দ চমৎকার বিচিত্রস্য পারলৌকিক স্বর্গাদিলক্ষণ  
 লক্ষণ তত্তৎ কামস্য জনকেহগ্নিক্টোমাদৌ প্রবর্তয়ন্তি ।  
 ততো নিরন্তর তদভ্যাসাক্ষর্য এব রুচিং জনয়ন্তি । অথ  
 লক্‌শ্ম্যরুচীনাম্ শুদ্ধান্তঃকরণানাম্ তদর্থ বিচার পরাণাম্  
 জগদপানিত্যমিতি জ্ঞাতবতাং সংসারভয়দীনানাম্ নির্বাণা-  
 নন্দাভিলাষং সম্পাদয়ন্তি । নির্বাণানন্দশ্চ পরতত্ত্বাবির্ভাব  
 রূপ এবোতি ॥ ১৪৯ ॥

তদুক্তং শ্রীসূতেন ॥

দক পুত্রেক্যাদি যাগ সকলকে বিশ্রাম করিতেছেন । তদনন্তর  
 তদ্বরা যাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে সেই জীবনকলকে অতি-  
 শয় অস্থিরত্ব দেখাইয়া অলৌকিক আনন্দরূপ চমৎকার  
 আশ্চর্যের পরলোক জাত স্বর্গাদি স্বরূপ তত্তৎ বাসনা জনক  
 অগ্নিক্টোমাদি যজ্ঞে প্রবর্ত করাইয়াছেন । তদনন্তর সেই জীব  
 সকলের নিরন্তর সেই অগ্নিক্টোমাদির অভ্যাস প্রযুক্ত ধর্ম  
 বিষয়েই রুচি জন্মাইয়া দেন । অনন্তর ধর্ম লব্ধ রুচি শুদ্ধান্তঃ  
 করণ বেদার্থ বিচার পর, জগৎ নিত্য এই জ্ঞান বিশিষ্ট ও  
 সংসার ভয়ে কাতর জীব সকলের নির্বাণ অর্থাৎ মোক্ষানন্দে  
 অভিলাষ সম্পাদন করিতেছেন । মোক্ষানন্দই পরতত্ত্বের  
 আবির্ভাব স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১৪৯ ॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৯ । ১০ শ্লোকে

ধর্মস্য হ্যাপবর্গস্য নাথোর্থ। যোপকল্পতে ।

নাথস্য ধর্মেকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ ।

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতিনাভো জীবতে যাবতা ।

জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নাথো যশ্চেহ কর্মভিরিতি ॥

ততশ্চ যথা বুদ্ধাদয়োহন্তর্মুখতা তারতম্যেন চিচ্ছক্ত্যা

বির্ভাবাৎ । পরে তত্ত্বে তারতম্যেন চরন্তি তথা শ্রুতি

লক্ষণং বচনমপি চিচ্ছক্তি প্রকাশানুক্রমেণ ত্রৈগুণ্য বিষয়

ত্মতিক্রম্য কেবল নৈগুণ্য বিষয়মেব সং তস্মিন্মিথুর্গে

শ্রীসূতগোশ্বামী কহিয়াছেন ॥

সূত শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষি-  
গণ ! অপবর্গ পর্য্যন্ত যে ধর্ম তাহার ফল অর্থ হইতে পারে  
না এবং ধর্মের অবিরোধি যে অর্থ তাহার ফল কাম হইতে  
পারে না ॥

তদ্রূপ কামেরও ফল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি মাত্র নয় কিন্তু যে  
পরিমাণে জীবন ধারণ হইতে পারে তাবন্মাত্রই কামের ফল  
এইরূপে জীবেও ইহলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম কর্ম দ্বারা যে স্বর্গাদি  
পুণিক আছে, তাবন্মাত্রই তাহার ফল নহে কিন্তু তত্ত্ব জিজ্ঞা-  
সাই তাহার ফল ॥

অতএব যেমন বুদ্ধাদি অন্তর্মুখের তারতম্য দ্বারা চিচ্ছ-  
ক্তির আবির্ভাব প্রযুক্ত পরতত্ত্বে তারতম্য রূপে চরণ করে  
সেই রুতি শ্রুতি লক্ষণ বচনও চিচ্ছক্তি প্রকাশের ক্রমান্বয়  
দ্বারা ত্রৈগুণ্য বিষয়কে অতিক্রমণ করিয়া কেবল নৈগুণ্য

তত্ত্ব সমাগ্বেব চরিতুং শক্নোতি । অগ্ণ বৃষ্টিদ্বেন যোগ্য-

হাং ॥ ১৫০ ॥

তদুক্তং দ্বাদশে প্রণবমুপলক্ষ্য ॥

ততোহ্‌ভুক্তিরদোক্ষারো যোহ্‌বাক্ত প্রভবঃ স্বরূপঃ ।

তত্ত্বলিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মন ইতি ।

তত্র তত্ত্বং দ্বিধা স্ফুরতি ভগবদ্রূপেণ ব্রহ্ম রূপেণ চ ।

চিচ্ছক্তিরপি বিধা তদীয় স্বয়ং প্রকাশাদিময় ভক্তিরূপেণ

তন্ময় জ্ঞানরূপেণ চ ।

ততো ভক্তিময় শ্রুতয়ো ভগবতি চরন্তি জ্ঞানময় শ্রুতয়ো

ব্রহ্মণীতি সামান্যতঃ সিদ্ধান্তিঃ ॥ ১৫১ ॥

বিষয় হইয়া সেই নিগুণ তত্ত্ব চরণ করবার নিমিত্ত শক্ত  
হয়েন । যে হেতু অগ্ণ বৃষ্টি দ্বারা যোগ্য হইয়াছে ॥ ১৫০ ॥

প্রণব উদ্দেশ্য করিয়া ১২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে

৩৪ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্ত প্রভব স্বয়ং হৃদয়ে বিরাজি-  
মান ত্রিমাত্র ওঙ্কার উৎপন্ন হইল, যাহা পরমাত্মা ভগবান  
পরব্রহ্মের নোদের দ্বার স্বরূপ ॥

এ স্থলে ঐ তত্ত্ব ভগদ্রূপ ও ব্রহ্মরূপ দ্বারা দুই প্রকারে  
প্রকাশ পায়েন । চিচ্ছক্তিও ভগবৎ সৎস্বকীয় স্বয়ং প্রকাশাদি-  
ময় ভক্তিরূপ ও চিন্ময় ব্রহ্ম জ্ঞানাদি রূপ দ্বারা দুই প্রকারে  
প্রকাশ পান । অতএব ভক্তিময় শ্রুতি সকল ভগবানে ও

অথ তত্র বিশেষং বক্তুং তদীয় এবৈতিহাস উপক্ষিপ্যতে ॥

শ্রীসনন্দন উবাচ ॥

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ সক্তিভিঃ ।

তদন্তে বোধয়াক্কু স্তল্লিঙ্গৈঃ ক্রতয়ঃ পরং ॥ ১১১ ॥

স্বয়ং নির্মিতমিদং বিশ্বং প্রলয় সময়ে আপীয় সংহত্যা  
শক্তিভিঃ সহ শয়ানং প্রকৃতিং পুরুষং তদংশাংশ্চাত্মসাৎ  
কৃত্য তৎ কার্যং প্রতি নিমীলিতাক্ষং পরং ভগবন্তং  
তদন্তে প্রলয় কালাবসান প্রায়ে তল্লিঙ্গৈঃ তৎ প্রতি

জ্ঞানময় ক্রতি সকল ত্রন্ধে চরণ করেন, এই সামান্য রূপে  
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ১৫১ ॥

অনন্তর সেই বিষয়ে বিশেষ বলিবার নিমিত্ত তৎ সম্বন্ধীয়  
ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে শ্রীসনন্দন বাক্য যথা ॥

আপনা কর্তৃক সৃষ্ট এই বিশ্বকে প্রলয় কালে আপনাতে  
উপসংহার করিয়া স্বীয় শক্তি যোগনিদ্রার সহিত শয়ান পরমেশ্বরকে  
প্রলয়াবসানে সৃষ্টি সময়ে প্রথম নিশ্বাসোৎপন্ন ক্রতি-  
গ্ন প্রলয়ান্ত প্রতিপাদক বাক্য দ্বারা জাগরিত করিতে লাগি-  
লেন ॥ ১১১ ॥

স্বয়ং নির্মিত এই বিশ্বকে প্রলয় সময়ে আপীয় অর্থাৎ  
সংহার করিয়া শক্তি সকলের সহিত শয়ান প্রকৃতি পুরুষ  
এবং তদংশ সকলকে আত্মসাৎ করিয়া সৃষ্টি কার্যের প্রতি

পাদকৈ কাটকৈঃ শ্রুতরঃ প্রবোধয়াঞ্চক্রুঃ প্রীতঃ প্রবো-  
ধনস্ততিভঙ্গ্যা তুষ্কুবুরিত্যর্থঃ ।

অস্য ভগবত্বমেব গম্যতে নতু পুরুষত্বং ভগবানেক আসে  
দমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ । আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানা  
মত্বাপলক্ষণ ইত্যাদি তৃতীয় স্কন্ধ প্রকরণে তদানীং পুরুষ  
ম্যাপি তদন্তর্ভাব শ্রবণাৎ । পূর্ব পদ্যার্থে দৃষ্টান্তঃ ॥ ১৫২

মুদ্রিত নেত্র পরম পুরুষ ভগবান্কে তদন্তে অর্থাৎ প্রলয়  
কালের অবদান প্রায় সময়ে ভগবৎ প্রতিপাদক বাক্য দ্বারা  
শ্রুতি সকল প্রবোধিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রীতঃ প্রবো-  
ধন স্ততি ভঙ্গি দ্বারা স্তব করেন । ইহাঁরই ভগবত্বই বোধ  
হইতেছে, পুরুষত্ব বোধ হয় না ॥

৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে

জীবগণের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পর-  
মাত্মা যিনি সৃষ্টিকালে নানা বুদ্ধিতে লক্ষিত হয়েন, তাঁহার  
আত্মমায়া লীনা হইলে, সৃষ্টির পূর্বে এই বিশ্ব এক মাত্র  
ভগবৎ স্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য  
কিছুই ছিল না ॥

এই তৃতীয়স্কন্ধ প্রকরণে তৎকালীন পুরুষেরও তদন্তর্ভাব  
শ্রবণ হইতেছে ।

“স্ব সৃষ্টিমিদমাপীষ” এই পূর্ব শ্লোকের অর্থে দৃষ্টান্ত  
কহিতেছেন ॥ ১৫২ ॥



যথা শয়ানঃ সত্রাজঃ বন্দিনস্তং পরাক্রমৈঃ ।

প্রত্যাষেহভেত্য স্লেষ্ঠৈকবোধঃ স্তানুজীবনঃ ॥ ১১২ ॥

তস্য সত্রাজঃ পরাক্রমো যত্র তৈঃ নতু বিশেষত্ব ব্যঞ্জকৈঃ  
শোভনৈঃ স্লেষ্ঠৈকৈঃ যথা শয়ানঃ সত্রাজ মিতাস্যায়মভি-  
প্রাধঃ । যথা রাত্রৌ সত্রাট্ মহিম্যভিঃ ক্রীড় নপি বহিঃ  
কার্য্যং পরিত্যজ্য অন্তর্গতাদৌ স্থিত্বাত্তজ্ঞনৈঃ শয়ান  
এবোচ্যতে বন্দিভিঃ তং প্রভাবময় শ্লোক কৃত  
প্রবোধন ভঙ্গ্য। স্তুষ্যতে তথাহয়ং ভগবান্ । তদানীং

১০ স্কন্ধের ৮-৭ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে যথা ।

যেমন অনুজীবী বন্দিগণ প্রত্যাষে আগমন পূর্নক শোভন  
কীর্ত্তি ও পরাক্রম সূচক বাক্য দ্বারা শয়ান সত্রাট্‌কে জাগ্রত  
করে, তাহার ন্যায় ॥ ১১২ ॥

সেই সত্রাট্‌র মাহাতে পরাক্রম হইয়াছে তাহার দ্বারা  
পরস্তু নির্বিশেষ প্রকাশ দ্বারা নহে, শোভন যশঃ দ্বারা যেমন  
শয়ান সত্রাট্‌কে, ইহার অভিপ্রায় এই যে যেমন রাত্রিকালে  
সত্রাট্‌ অর্থাৎ চক্রবর্তী রাজা মহিম্য সন্মিলন সহিত ক্রীড়া  
করিবার নিমিত্ত বহিঃকার্য্য অর্থাৎ রাজকার্য্য পরিত্যাগ  
করিয়া গৃহমধ্যে স্থিত হইলে রাজকীয় জন সকল তাঁহাকে  
শয়ান বলিয়া থাকেন, বন্দী অর্থাৎ স্তুতি পাঠকগণ প্রত্যাষ  
কালে তৎ প্রভাবময় শ্লোককৃত প্রবোধন ভঙ্গী দ্বারা স্তব  
করেন । সেই রূপ এই ভগবান্ প্রলয় কালে জগৎ কার্য্য

জগৎ কার্যাকৃত দৃষ্টিনিগূঢ়ং নিজধান্নি নিজপারিকরৈঃ  
ক্রীড়মপাতি । অনুজীবিন ইতানেন তে যথা তন্মর্শজ্ঞা-  
স্তথা তা অপীতি সূচিতং ॥ ১৫৩ ॥

তত্র প্রথমতো জ্ঞানাদি গুণগণ সেবিতেন সম্যাদর্শনকার-  
কেণ ভক্তিয়োগেনানুভূয়মানং ভগবদাকারমখণ্ডমেব তত্ত্বং  
স্ব প্রতিপাদ্যত্বেন দর্শয়ন্ত্যো ব্রহ্মস্বরূপমপি তথা ত্বেন  
ক্রোড়ী কুর্দত্যঃ শ্রুতয় উচুঃ ॥

জয় জয় জহজামজিত দোষগৃভীতগুণঃ  
ভ্রমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ ।

দৃষ্টিপাত না করিয়া নিগূঢ় ভাবে নিজধামে নিজ পরিকর সক-  
লের সহিত ক্রীড়া করেন ।

অনুজীবী এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তাহারা যেমন রাজার  
মর্শজ্ঞ, সেই রূপ শ্রুতি সকল ইহা সূচিত হইল ॥ ১৫৩ ॥

তন্মধ্যে প্রথমেতে জ্ঞানাদি গুণগণ সেবিত দ্বারা সম্যক-  
দর্শন কারক ভক্তিয়োগে অনুভবনীয় ভগবদাকার অখণ্ড তত্ত্ব-  
কেই স্বপ্রতিপাদ্যত্ব রূপে দর্শন করাইয়া ব্রহ্ম স্বরূপকেও  
ভগবৎরূপে ক্রোড়ী করত শ্রুতি সকল কহিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে যথা ॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে অজিত ! আপনার জয় হউক  
জয় হউক, হে অখিল শক্ত্যববোধক ! অর্থাৎ আপনি সকল  
শক্তির অন্তর্যামী, অতএব স্থাবর জঙ্গম শরীর ধারী জীবদিগের

অগজগদোকসামখিল শক্ত্যববোধক তে  
 কচিদজয়াত্মনাচ চরতোহনুচরেম্মিগমঃ ॥ ১১৩ ॥  
 ভো অজিত জয় নিজোৎকর্ষমাণিক্ষুরু । আদরে বীপ্সা ।  
 অত্রাজিতেতি সম্বোধনেনেদং লভ্যতে । যতন্তদ্বিষয়া মতি-  
 রিতি ন্যায়েন নান্না ভগবান্মসৌ শাক্ষাদভিমুখী ক্রিয়ত  
 ইতি । লিঙ্গাদেব ওচ্ছ্রীবিগ্রহ ইব তদপি তৎস্বরূপ ভূত-

সম্বন্ধে আপনি স্বীয় স্বরূপ আবরণার্থ গৃহীত সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট  
 অবিদ্যাকে নষ্ট করুন, যেহেতু আপনি স্বরূপতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য্য  
 প্রাপ্ত হইয়াছেন । সৃষ্টি সময়ে আপনি যখন অখণ্ডৈক রস  
 হইয়াও মাথার সহিত ক্রীড়া করেন, বেদ সকল তখন আপ-  
 নাকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

তাৎপর্য্য । ভো অজিত ! আপনার জয় হউক অর্থাৎ  
 নিজের উৎকর্ষকে প্রকাশ করুন । এ স্থলে আদরে বীপ্সা  
 অর্থাৎ ক্রিয়ার পৌনরুক্তি হইয়াছে । উল্লিখিত পদ্যে  
 “অজিত” এই সম্বোধন দ্বারা ইহাই লক্ষ হইল ।

৬ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ।

নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র তাহাদের বিষয়ে ভগ-  
 বানের মতি হয় অর্থাৎ তিনি মনে করেন এই নামোচ্চারক  
 ব্যক্তি আমার পুরুষ, ইহাকে সর্ব্বতো ভাবে রক্ষা করা আমার  
 কর্তব্য ॥

এই ন্যায় হেতু নাম দ্বারা শ্রুতি সকল ভগবান্কে অভি-

সেব ভবতি । তাদিজ্ঞানীয়েন তদভিমুখী করণানর্হাৎ ।  
অতএব ভয়দেবাদৌ শ্রীমূর্ত্তিঃ স্ফূর্ত্তিরিব সাক্ষেত্যা-  
দ্যাপ্যসা প্রভাবঃ শ্রুয়তে ॥ ১৫৪ ॥

বিশেষতশ্চাত্র শ্রুতিবিবদনভবাবপি পূর্বমেব প্রমাণী  
কৃতৌ । তস্মাৎ যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদ্যবদয়তে  
তদেব নাম রূপেণ বাগাদানতি স্থিতং । তস্মান্নাম  
নামিনোঃ স্বরূপাভেদেন ০২ সাক্ষাৎকার তৎসাক্ষাৎ

মুখ করিতেছেন । এই নিদর্শন হেতু শ্রীবিগ্রহের ন্যায় সেই  
নামও তৎস্বরূপভুক্ত হইয়াছেন, যেহেতু ভগবদ্বিজাতীয় দ্বারা  
ভগবানের অভিমুখী করণের অযোগ্যত্ব আছে । অতএব ভয়  
দেবাদিতে শ্রীমূর্ত্তিঃ স্ফূর্ত্তির ন্যায় সাক্ষেত্যাদিতেও নামের  
প্রভাব শ্রুত হইতেছে ॥ ১৫৪ ॥

বিশেষতঃ এ স্থলে শ্রুতি ও নিরানের অনুভব এই দুইকে  
পূর্বেরই প্রমাণীকৃত করা হইয়াছে । কারণ যে তত্ত্ব শ্রীবিগ্রহ  
রূপে চক্ষুরাদিতে উদিত হইল সেই তত্ত্বই নাম রূপে বাক্যা-  
দিতে উদয় করেন ইহা স্থির হইল । অতএব নাম ও নামির  
স্বরূপের অভেদ দ্বারা নামের সাক্ষাৎকারে শ্রীবিগ্রহের যে  
সাক্ষাৎকার হইবে না ইহা আর বক্তব্য কি ? অর্থাৎ নামের  
সাক্ষাৎকার হইলে শ্রীবিগ্রহেরও সাক্ষাৎকার হইবে । অন্যত্র  
অন্যের ন্যায় ভগবানে শ্রুতি সকলও জাতি প্রভৃতি দ্বারা কৃত  
সংজ্ঞা সংজ্ঞা, সাক্ষেত্যানি রীতি এবং রূঢ়াদি বৃত্তি দ্বারা চরণ  
করেন । যে সকল শ্রুতি নাম্নী লতার সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ

কার এব্যেত্যন্তঃ কিং বক্তব্যমন্যত্রান্যবৎ ভগবতি শ্রুত-  
য়োহপি জাত্যাদিকৃত সংজ্ঞাসংজ্ঞি সংকেতাদি রীত্যা  
রূঢ়াতি বৃত্তিভিশ্চরন্তীতি ।

যাসাং শ্রুত্যাভিধানবল্লনাং সাক্ষাৎত্বা ভূতানি নামান্যেব  
ফলানীতি । উৎকর্ষমাবিকুর্কি গ্যানেনেথঃ সর্বেষাংকৃচ্ছতা  
গুণযোগেন মুখ্যৈবেব বৃত্ত্যা শ্রুতয়ন্তুস্মিন্শ্চরন্তীতি  
দর্শিতং ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

নতে মহি হ্রামবশ্ববন্তি ন তং সমশ্চাত্ত্যমিকশ্চ দৃশ্যত  
ইত্যাদ্যাঃ অত্র শ্রুতয়ো জয় জয়েতি স্তভক্তাবিকারাং

নাম সকলই ফল হইয়াছেন । জয় জয়, এই ক্রিয়ায় শ্রীধর-  
স্বামী উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন এই ব্যাখ্যায় এই প্রকার  
সর্বেষাংকৃচ্ছ গুণ যোগ প্রযুক্ত মুখ্য বৃত্তি দ্বারাই শ্রুতি সকল  
ভগবানে চরণ করেন তাহা দর্শিত হইল ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

হে ভগবন্ ! আপনার মহিমা এবং আপনাকে কেহ  
জানিতে পারে না, তথা আপনার সমান অথবা আপনা  
অপেক্ষা অধিকও কাহাকে দেখা যায় না ইত্যাদি ।

এস্থলে শ্রুতি সকল “জয় জয়” এই ক্রিয়া পদে স্থায়  
ভক্তির আবিষ্কার প্রযুক্ত ভগবৎ প্রকাশে ভক্তিতেই হেতু

ভক্তিমেষব তৎ প্রকাশে হেতুং গময়ন্তি কেন ব্যাপারেণ  
 উৎকর্ষমাবিক্রোমীতাশঙ্ক্য মায়া নিরগন দ্বারা স্বভক্তি  
 দানেনৈবেত্যাহঃ । অজাং মায়াং জহি । ননু মায়া নাম  
 বিদ্যাবিদ্যা বৃত্তিকা শক্তিঃ । তর্হি তদ্ধনেন বিদ্যায়া  
 অপি হতিঃ স্যা দত্যত্রাহ দোষগৃভীতগুণাং জীবনান্নাত্ম  
 বিস্মৃতি হেতাবাবন্যা লক্ষণে দোষে এব গৃভীতো গৃহীত  
 স্তং স্মৃতি হেতু বিদ্যা লক্ষণো গুণো যথা তাং স্বয়মেব  
 স্থানেশেনাবিদ্যা লক্ষণং দোষমুৎপাদ্য কচিদেব কদাচি

জানাইতেছে অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ প্রকাশিত হয়েন ।  
 ভগবান্ যদি এ রূপ বলেন আমি কি ব্যাপার দ্বারা উৎক-  
 র্ষকে আবিষ্কার করিব এই আশঙ্কায় শ্রুতিসকল কহিতেছেন,  
 আপনি মায়াকে বিনাশ করিয়া নিজ ভক্তি দান দ্বারা স্বীয়  
 উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন এবং অজা অর্থাৎ মায়াকে নাশ  
 করুন । এ স্থলে ভগবান্ যদি এ রূপ বলেন, অহে শ্রুতি  
 সকল ! যদি মায়া নাম্নী বিদ্যা ও অবিদ্যা বৃত্তিকা শক্তি হইল,  
 তবে মায়ার হননে বিদ্যারও হনন সম্ভব হইল, এই আশঙ্কায়  
 শ্রুতি সকল কহিলেন “দোষ গৃভীত গুণাং” এই বিশেষণে  
 মায়া দোষের নিমিত্ত গুণ সকলকে গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ  
 জীব সকলের আত্ম বিস্মৃতির নিমিত্ত অবিদ্যা রূপ দোষেই  
 অবিদ্যার স্মৃতি হেতু বিদ্যা রূপ গুণকে গ্রহণ করিয়াছে, স্বয়ং  
 স্বীয় নিজাবেশ দ্বারা অবিদ্যা রূপ দোষকে উৎপাদন করিয়া

দেব কথঞ্চিদেব কঞ্চিদেব জীবং ত্যজতীতি তস্যা স্ত্যাগা-  
ত্মক বিদ্যাখ্য গুণোহপি দোষ এব। তস্মাত্তাং নির্মূল্যং  
বিধায় জীবেন্তো নিজচরণারবিন্দ বিষয়াং ভক্তিমৈব  
দিশেতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৫৫ ॥

অতো মায়াঘাতকত্বেন তদতীতত্বং ব্যপদিশ্য সচ্চিদানন্দ  
ঘনত্বং ভগবতো। ব্যঞ্জয়ন্তো। হত্নিরসনমুখেন তাৎপর্য্য  
বৃত্ত্য। শ্রুতয়শ্চরন্তীতি ব্যঞ্জিতং ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

সর্বস্যাধিপতিঃ সর্বস্যেশানঃ স বা এষ নেতি নেতী-  
ত্যাদ্যাঃ ॥

কোথাও, কখন, কোন প্রকারে, কোন জীবকে ত্যাগ করে,  
অতএব সেই মায়ার ত্যাগ স্বরূপ বিদ্যা নামক গুণও দোষ  
হুইয়াছে, এ নিমিত্ত ঐ মায়াকে নির্মূল্য করিয়া জীব সক-  
লের প্রতি আপনার চরণারবিন্দ বিষয়া ভক্তিকেই প্রধান  
করুন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৫৫ ॥

অতএব মায়া নাশন যোগ্য শক্তি দ্বারা মায়াতীতত্ব ব্যপ  
দেশ করিয়া ভগবানের সচ্চিদানন্দ ঘনত্বকে প্রকাশ করত  
তৎপদের নিরসনাদি দ্বারা ও তাৎপর্য্য বৃত্তি দ্বারা শ্রুতি  
সকল তাহাতে চরণ করেন ইহা প্রকাশিত হইল ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

সেই ভগবান্ সকলের অধিপতি ও সকলের ঈশ্বর, তিনি

ননু মায়া নাশং সংপ্রার্থ্য মম তদুপাধিকমৈশ্বর্যাদিকমপি  
নাশয়িতুমিচ্ছথেষ্যত্র সমাদধতে ভ্রমিতি । যৎ যস্মাৎ  
ত্বং আত্মনা স্বরূপেনৈব সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ প্রাপ্ত ত্রিপা  
দ্বিভূত্যাথৈশ্বর্যাদিরসি । তস্মাত্তব তয়া তুচ্ছয়া তদু  
পাধিকৈরৈশ্বর্যাদিভি ব। কিমিত্যর্থঃ । তথাচ স যদ জয়া  
ত্বজামিত্যত্র পদ্যে টীকা ॥

নহি নিরন্তরাহ্লাদ সংবিৎ কামধেনুবৃন্দপতে রজয়া  
কৃত্যমিতি । নহন্যেষামিব দেশ কালাদিচ্ছিন্নঃ তবাক্ষ  
ণ্ডণিতমৈশ্বর্যমপি তু পরিপূর্ণ স্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরিমিত

এই বটেন কি না, ইত্যাদি ।

অহে মায়া নাশকে প্রার্থনা করিয়া আমার মাযোপাধিক  
ঐশ্বর্যাদিকেও যে নাশ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছ, এই  
প্রশ্নের সমাধান করিছেন “ভ্রমিতি” যে হেতু আপনি আত্ম  
স্বরূপ দ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরোধ করিয়াছেন, অর্থাৎ পরম  
ত্রিপাদ নামক সর্বৈশ্বর্য্যাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই তুচ্ছা  
মায়া ও মাযোপাধিক ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা কি প্রয়োজন আছে  
তথাচ । ঐ অধ্যায়ের “স যদজয়াত্বজা” এই ৩৪ শ্লোকের  
টীকা এই যে নিরন্তর আহ্লাদ বিশিষ্ট জ্ঞান রূপ কামধেনু  
সমূহের পতি যে, আপনি আপনার মায়া নামী ছাগীতে প্রয়ো  
জন কি ? অর্থাৎ তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই । তথা অন্যের  
ন্যায় দেশ কালাদির পরিচ্ছিন্ন আপনার অক্ষণ্ড গুণিত ঐশ্বর্য্য



মিত্যর্থঃ । ইত্যেয়া ॥

অত্রাত্ম শব্দেন স্বরূপমাত্র বাচকেন তথা ভগ শব্দেন  
স্বরূপ ভূত গুণবাচকেনেদং ধ্বন্যতে । স্বরূপাদি শব্দা  
ঈশ্বরাদি শব্দাশ্চ স্বরূপমাত্রাবলম্বন তয়া ইপি কৃত্য  
নির্দেশুঃ শব্দুবন্তীতি ॥ ১৫৬ ॥

শ্রুতম্যশ্চ ॥

যদাত্মকো ভগবাৎ সুদাত্মিকেত্যাদ্যাঃ পরাস্য শক্তি  
বিবিধৈব শ্রুত ইত্যাদিকাশ্চ । সাচ স্বরূপ শক্তিঃ  
সর্বৈরেব গম্যত ইত্যাহুঃ । অগানি স্বাবরাণি জগন্তি

নহে, পবন্তু পরিপূর্ণ স্বরূপানুবন্ধ প্রযুক্ত অপরিমিত হইয়াছে ।  
এ স্থলে আত্ম অর্থাৎ স্বরূপমাত্র শব্দবাচক দ্বারা তথা ভগ-  
শব্দ অর্থাৎ স্বরূপ ভূত গুণবাচক দ্বারা উহাই প্রকাশ হই-  
তেছে । স্বরূপাদি শব্দ সকল ও ঈশ্বরাদি শব্দ সকল স্বরূপ-  
মাত্র অবলম্বন রূপেও রুচিদ্বারা নির্দেশ করিবার নিমিত্ত শব্দ  
হয়েন ॥ ১৫৬ ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

ভগবান্ যৎ স্বরূপ তাঁহার শক্তিও তৎ স্বরূপা ইত্যাদি ।  
ভগবানের বিবিধ প্রকার পরা শক্তি শ্রুত হওয়া যায় । ভগ-  
বানের সেই স্বরূপ শক্তিকে সকলেই জানিতে পারেন, এই  
বিষয়ে শ্রুতি সকল কহিতেছেন ।

অগ শব্দের অর্থ স্বাবর, জগৎ শব্দের অর্থ জঙ্গম, এই

জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরানি যেষাং তেষাং সর্বেষামেব  
 জীবানাং বা অখিলাঃ শক্তয়স্তাসামুদ্বোধকে সতি সম্বো-  
 ধনঃ । তেষু বিচিত্রে শক্তি ব্যঞ্জকতা দর্শনাৎ । মায়ায়া  
 অপি ত্বদীক্ষণেনৈব ক্ষমত্বাৎ ত্বং স্বরূপ ভূতশেষ শক্তি  
 লহরীরত্নাকর ইত্যানুমীয়ত ইত্যর্থঃ ! বদ। ননু মায়া  
 হননে তদুপাধেজ্যোবদ্য তু শক্তিহানিঃ স্যাৎ । তত্রাহঃ ।  
 অগেতি । অর্থঃ পূর্ববদেব । ততঃ স্বরূপ শক্ত্যেব প্রত্যুত  
 তেষাং স্তথৈকপ্রদা পূর্ণা শক্তির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ।  
 অত্রেথং তটস্থ লক্ষণেন শ্রুতয়শ্চরন্তীত্যুক্তং ॥ ১৫৭ ॥

সকল যাহাদের ওকঃ অর্থাৎ শরীর হইয়াছে, সেই সকলজীবের  
 যে সমস্ত শক্তি, হে ভগবন্ ! আপনি তাহাদের উদ্বোধক,  
 ইহা সম্বোধন পদ । যেহেতু সেই সকল শক্তিতে বিচিত্রে শক্তি  
 প্রকাশ দেখা গিয়াছে । মায়ারও আপনার ঈক্ষণদ্বারাই ক্ষমতা  
 হইয়াছে । আপনি অশেষ শক্তি তরঙ্গের সমুদ্রে স্বরূপ হইয়া-  
 ছেন ইহা অনুমান হইতেছে । অথবা অহে ! মায়া বিনাশে  
 মায়াপাদি জীবেরও শক্তি হানি হইবে এই প্রশ্নে কহিতে-  
 ছেন । “অগেতি” ইহার অর্থ পূর্বের ন্যায় । তদনন্তর স্বরূপ  
 শক্তি দ্বারাই । প্রত্যুত সেই সকল শক্তির এক স্তথ প্রদা  
 পূর্ণা শক্তি হইবে ইহাই ভাবার্থ । এ স্থলে এই প্রকারে তটস্থ  
 লক্ষণবরা শ্রুতি সকল স্তব করেন ইহা উক্ত হইল ॥ ১৫৭ ॥

শ্রুতযশ্চ ॥

কোহেবামাদিত্যাদিকাঃ প্রাণস্য প্রাণমিত্যাদিকাঃ ।  
 তমেব ভাস্তমিত্যাদিকাঃ । দেহান্তে দেবস্তারকং ব্রহ্ম  
 ব্যাচক্ষে । যস্য দেবে পরা ভক্তিৰ্যথা দেবে তথা গুরৌ ।  
 তৈশ্যেতে কথিতার্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইত্যাদাশ্চ ।  
 নহু বিশেষতো ভবতাঃ কথং জানন্তি যদজায়াং মম কৃত্যং  
 নাস্তি তথা সচ্চিদানন্দঘন এব স্বরূপ শক্ত্যা সমবরুদ্ধ  
 সমস্ত ভগ ইতি । তত্রাহঃ কচিদতি কচিৎ কদাচিৎ

শ্রুতি সকল যথা ॥

তাহা হইতে অন্য কে আছে, ইত্যাদি । তিনি প্রাণের  
 প্রাণ ইত্যাদি । তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন ইত্যাদি । যুত্যা-  
 কালে সেই দেব তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন । যে ব্যক্তির  
 দ্বৈকের প্রতি শ্রেষ্ঠা ভক্তি হইয়াছে, যেমন দেবে তদ্রূপ  
 গুরুর প্রতি যাহার শ্রেষ্ঠা ভক্তি হইয়াছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে  
 এই কথিত অর্থ সকল প্রকাশ পায় ইত্যাদি ।

ভগবান্ যদি একরূপ কহেন অহে শ্রুতি সকল ! মায়াদ্বারা  
 যে আমার কোন কার্য্য নাই তাহা তোমরা কি প্রকারে  
 বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে, তথা সচ্চিদানন্দ ঘন যে আমি  
 স্বরূপশক্তিদ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছি  
 তাহাই বা কি প্রকারে জানিলে ? এই প্রশ্নে শ্রুতি সকল

সৃষ্টিাদিসময়ে পুরুষরূপে পণ্ডিত্য মায়া চরিতঃ ক্রীড়িতঃ ।  
 নিত্যকাল স্বরূপশক্ত্যাবিকৃত স্বরূপভূত ভগেন সত্যজ্ঞান-  
 নন্দৈক রসেনাত্মনা চরিতঃ তা গঙ্গা স্রবণো নিগমঃ শব্দ-  
 রূপেণ দেবতা রূপেণ চ অনুচরেণ সেবতে । তস্মাদ্ভয়ং  
 তৎ সন্দং জানীম ইত্যর্থঃ । কস্মৈণ সঙ্গী ॥ ১৫৮ ॥  
 এতদুক্তং ভবতি । অত্র দ্বিবিধোভেদঃ ত্রৈগুণ্য বিষয়ো  
 নিত্বৈগুণ্যশ্চ । তত্র ত্রৈগুণ্য বিষয় 'দ্বিবিধঃ প্রথম প্রকার-  
 স্তু বৎ তদবলম্বন তাটস্থ্যেন তল্লক্ষকঃ । যথা যতো

কহিতেছেন । “কচিদিতি” কচিৎ শব্দের অর্থ কদাচিৎ  
 অর্থাৎ কখন সৃষ্টিাদি সময়ে পুরুষরূপে মায়ার সহিত ক্রীড়া  
 করেন । কিন্তু যখন স্বরূপশক্তিনার প্রকাশিত স্বরূপ ভূত  
 ঐশ্বর্যের সহিত সত্য জ্ঞান ও গানন্দৈক রস স্বরূপে আপনি  
 ভয়ং ক্রীড়া করেন । তখন আগাদের স্বরূপ বেদ শব্দরূপে  
 ও দেবতা রূপে আপনার অনুচরেণ অর্থাৎ সেবা করেন ।  
 অতএব আমরা সেই সকল জানি, ইহার অর্থ এই । ( অনু-  
 চরিতঃ ) এস্থলে কস্মৈ সঙ্গী ॥ ১৫৮ ॥

এই বিষয় কথিত হইতেছে ॥

এস্থলে বেদ দুই প্রকার, ত্রৈগুণ্য বিষয় ও নিত্বৈগুণ্য ।  
 তন্মধ্যে ত্রৈগুণ্য বিষয় তিন প্রকার । ঐ তিন প্রকারের মধ্যে  
 প্রথম প্রকার এই । তাহার অবলম্বন তাটস্থ্য দ্বারা তাহার

বা ইমানি ভূতানাং শ্রাদ্ধাঃ ।

দ্বিতীয় প্রকারশ্চ ত্রিগুণময় তদীশিতব্যাদি বর্ণনাদি দ্বারা  
তন্মহিমা দি দর্শকঃ ॥

যথা । ইন্দ্রো জাতোহবাসিতস্য রাজ্যেত্যাদি ॥

তৃতীয় প্রকারশ্চ ত্রৈগুণ্য নিরাসেন পরম বস্তুদ্দেশকঃ ।

সোহপ্যং দ্বিবিধঃ নিষেধদ্বারা সামান্যাধিকরণ্য দ্বারা  
চ । তত্র পূর্বদ্বারা । অশূল মনসু নেতি নেতীত্যাদিঃ ।

উত্তরদ্বারা । সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তত্ত্ব মনীত্যাতি ॥

পূর্ববাক্যে তজ্জাতত্বাদিত হেতোঃ সর্বমৈব ব্রহ্মত্বং

দর্শক । যথা । যাহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে  
ইত্যাদি । দ্বিতীয় প্রকার এই । ত্রিগুণময় তাঁহার দীশিত-  
ব্যাদি বর্ণনাদি দ্বারা তাঁহার মহিমাদির দর্শক । যথা । ইন্দ্র  
স্বাবর জগন্মের রাজা হইয়াছেন । ইত্যাদি । তৃতীয় প্রকার ।  
ত্রৈগুণ্যের নিরাস দ্বারা পরম বস্তুর উদ্দেশকঃ । ইহাও দুই  
প্রকার । নিষেধ দ্বারা ও সামান্যাধিকরণ দ্বারা । তন্মধ্যে  
নিষেধ দ্বারা যথা । তিনি শূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন  
ইত্যাদি । উত্তর সামান্যাধিকরণ দ্বারা যথা । এই সমস্ত  
জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ । সেই ব্রহ্ম তুমি । পূর্ব বাক্যে অর্থাৎ  
[ সর্বং খল্বিদমিতি ] এই বাক্যে পরমেশ্বর হইতে জাত-  
ত্বাদি হেতু সকলেরই ব্রহ্মত্ব নিদেশ করিয়া তন্মধ্যে

নির্দিশ্য তত্রাবকৃঃ সদিদামিতি প্রতীতি পরমাশ্রয়ো  
 যোহংশঃ স এব শুদ্ধং ব্রহ্মেতু্যপদিশ্যতে । উত্তর বাক্যে  
 ত্বং পদার্থস্য তদ্বচ্ছিদাকার তচ্ছক্তি রূপত্বেন ত্বং পদার্থে-  
 ক্যং যদুপপাদ্যতে । তেনাপি তং পদার্থোহপি ব্রহ্মে-  
 বোদ্দিশ্যতে । তং পদার্থজ্ঞানং বিনা ত্বং পদার্থ জ্ঞান  
 মাত্রমকিঞ্চিৎকরমিতি হি তং পদোপন্যাসঃ ত্রৈগুণ্যাতি-  
 ক্রমস্তুভয়ত্রাপি । অত্র ত্রৈগুণ্য নিরাসেন তদুদ্দেশে যত্র  
 তদীয় ধর্ম্মাঃ স্পষ্টমবগম্যন্তে তত্র ভগবৎ পরত্বং । যত্র ত্ব-  
 স্পষ্টং তত্র ব্রহ্ম পরত্বমিত্যবগম্যন্তে । ব্যাখ্যাতত্রৈগুণ্য-

অবিকৃত এই জগৎ সং ( নিঃ ) এই জ্ঞানের পরম আশ্রয়  
 যে অংশ তিনিই শুদ্ধ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন । আর উত্তর  
 বাক্যে ( তদ্ব্যাস ) এই বাক্যে, ত্বং পদার্থের তদ্রূপ চিদা-  
 কার তদীয় শক্তি রূপ দ্বারা তং পদার্থের সহিত যে ঐক্য  
 উপপাদন করিয়াছেন তাহার দ্বারাও তং পদার্থকে ব্রহ্ম  
 বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তং পদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে ত্বং  
 পদার্থ জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর হয়, একারণ তং পদের উপন্যাস  
 হইয়াছে । উভয় স্থলেই ত্রৈগুণ্যের অতিক্রম জানিতে হইবে ।  
 এস্থলে ত্রৈগুণ্য নিরাস দ্বারা ভগবদুদ্দেশে যে স্থলে ভগবৎ  
 সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম সকল স্পষ্ট বোধ গম্য হয় সেই স্থলে 'ভগবৎ  
 পরত্ব, আর যে স্থানে অস্পষ্ট বোধ হয়, সে স্থলে ব্রহ্ম পরত্ব  
 জানিতে হইবে । এই ত্রৈগুণ্য বিষয় ব্যাখ্যা করা হইল ।

বিষয়ঃ । তদেতদজয়া চরতোহনুচরেদিত্তি ব্যাখ্যাং ॥ ১৫৯  
 অথ নিঃস্রৈগুণ্যোহপি দ্বিবিধঃ ব্রহ্মপরো ভগবৎপরশ্চ ।  
যথানন্দো ব্রহ্মেত্যাদি । ন তস্য কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে  
নতং সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে । পরাস্য শক্তিবিবৈধৈব  
 শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেত্যাদিশ্চ । তদে-  
 তদাত্মনা চরতোহনুচরেদিত্তি ব্যাখ্যাং ॥ ১৬০ ॥

অতঃ শ্রুতেস্তচ্চারিত্বং সিদ্ধং । সাক্ষাচ্চারিত্বং চ নিঃস্রৈগু-  
 ণ্যানাং স্বতএব । অন্যেবাং তু তদেক বাক্যতয়া জ্ঞেয়ং ।

অতএব এই অজা অর্থাৎ মায়া সহ যে ক্রীড়া করেন তাহার  
 ব্যাখ্যা হইল ॥ ১৫৯ ॥

অথ নিঃস্রৈগুণ্যও ব্রহ্মপর এবং ভগবৎপর ভেদে দুই  
 প্রকার হয় । যথা আনন্দ ব্রহ্ম ইত্যাদি । তাঁহার কার্য নাই,  
 তাঁহার করণ নাই, তাঁহার সমান নাই ও তাঁহা হইতে অধিকও  
 কেহ দৃষ্ট হইতেছে না । ইহার নানা প্রকার শ্রেষ্ঠা শক্তি  
 শ্রুত হইতেছে, ইহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী অর্থাৎ  
 স্বতঃ সিদ্ধা হইয়াছে ইত্যাদি । অতএব মায়ার সহিত ক্রীড়া  
 করেন, তাহার এই ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ১৬০ ॥

অতএব শ্রুতির ভগবচ্চারিত্ব সিদ্ধ হইল ও নিঃস্রৈগুণ্য শ্রুতি  
 সকলেরও আপনা হইতেই সাক্ষাৎ চারিত্র সম্পন্ন হইল । অন্য

মায়া নিরসনার্থমেব তদুপাধিবাদঃ ক্রিয়তে পশ্চাদখণ্ডা-  
 মেব তাং নিরস্য সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপগুণাদিকং নির্দি-  
 শ্যত ইতি তদেক বাক্যতা দ্যোতনয়া স এষ এব সিদ্ধা-  
 ন্তোহস্মিন্নুপক্রম বাক্যে সমুদ্दिষ্টঃ । তথোপসংহারেচ  
 শ্রুতয় স্তুয়ি হি ফলন্ত্যতঃশ্রিতসনেন ভবম্বিধনা ইতি ।  
 শ্রুতয়শ্চ মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ । ন চক্ষুর্নশ্রোত্রং ন তর্কো  
 ন স্মৃতিবেদোহেবৈনং বেদয়তীত্যাদ্যাঃ । উপনিষদঃ  
 পুরুষঃ ইত্যাদ্যাশ্চ ॥ ১৬১ ॥

অর্থাৎ ত্রৈলোক্য বিষয় শ্রুতিসকলেরও তাঁহাতে এক বাক্য-  
 তার দ্বারা চরণ জানিতে হইবে । মায়া বিনাশের নিমিত্তই  
 তাঁহার গুণানুবাদ করিয়া থাকেন । পশ্চাৎ অখণ্ডা সেই  
 মায়াকে নিরাস করিয়া সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ গুণাদিকে নির্দেশ  
 করিতেছেন । তাহার এক বাক্য দ্যোতনা দ্বারা সেই এই  
 সিদ্ধান্ত এই আরম্ভ বাক্যে সম্যক উপদেশ করিয়াছেন তথা  
 সমাপন বাক্যেও ভগবানে পর্য্যবশায়ী শ্রুতি সকল অতঃ  
 পদের নিরসন দ্বারা আপনাতেই পর্য্যবসান হইবে এই সিদ্ধান্ত  
 বাক্য সম্যক উদ্दिষ্ট হইরাছে ॥

মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতি সকল যথা ॥

চক্ষুঃ, কর্ণ, তর্ক, স্মৃতি ও বেদ ইহারা এই ভগবান্কে  
 জানাইতে পারেন না ইত্যাদি । উপনিষৎ সম্বন্ধীয় পুরুষ  
 ইত্যাদিও ॥ ১৬১ ॥



অথ বিশেষতো ব্রহ্মণ্যপি যথা চরন্তি । ব্রহ্মণি চরন্তীনা-  
মপি যথা শ্রী ভগবত্যেব পর্য্যবসানঃ তথৈবোদিশন্তি ॥

বৃহদ্রূপলক্ষণেতদবয়বন্ত্যবশেষতয়া

যত উদয়াস্তমর্থো বিকৃতেষুদি বাবিকৃতাং ।

অত স্বায়ো দধু স্বয়ি মনো বচনাচরিতং

কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাং ॥ ১১৪ ॥

অথ বিশেষরূপে ব্রহ্মেই যেক্ষেপে শ্রুতি সকল চরণ করেন  
এবং ব্রহ্মে চরণ বিশিষ্ট শ্রুতি সকলেরও যে রূপে ভগবানে  
পর্য্যবসান হইয়া থাকেন, সেই রূপই উদ্দেশ্য করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শ্রুতি বাক্য যথা ॥

শ্রুতি সকল কহিগেন, এই বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতে  
পাওয়া যায়, এ সকলই অশেষরূপে বৃহৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া  
আপনাকে জানি, যেহেতু অবিকৃত স্মৃতিকা হইতে বিকৃত  
ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশের ন্যায় অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে এই  
বিকৃত বিশ্বের উদয়াস্ত হইতেছে, অতএব স্বামিগণ আপনাকেই  
মন ও বাক্য সমর্পণ করেন, সুতরাং মনুষ্য দিগের পদ যে  
কোন স্থানে নিক্ষিপ্ত হউক পৃথিবীতে অদত্ত আর কেন  
হইবে ? অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠ পাষাণাদি কিছুই পৃথিবী হইতে  
ভিন্ন নহে সেই রূপ বেদে যাহা কিছু ঈকার জাত কথিত  
হয় সকলই কেবল আপনাকেই প্রতিপাদন করে ॥ ১১৪ ॥

এতৎ সর্বং বৃহৎ ব্রহ্মৈবোপলব্ধং অবগতং । তৎ কথং  
 বিকৃতেবিশ্বস্য সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন । কিমিব যদিব  
 যথা বিকৃতেঘটাৎ সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন সর্বং ঘটাদি  
 দ্রব্যং যদেবোপলব্ধা দৃষ্টা তথা বৃহদপীত্যর্থঃ । তত্র হেতুঃ  
 যতো বৃহতঃ সকাশাদ্বিকৃতেরুদয়াস্তময়ো অবয়ন্তি মন্যন্তে  
 শ্রুতয়ঃ । যতো বা ইমানীত্যাদ্যাঃ । তস্মান্মৃৎ সাম্যং  
 তস্য যুজাতে ইতি ভাবঃ । তর্হি কথং তদ্বিকারিত্বমপি  
 নেত্যাঙ্কঃ অবিকৃতাৎ শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাদিতি ন্যায়েনা-

তাৎপর্য্য । এই সকল বৃহৎ অর্থাৎ ব্রহ্মই উপলব্ধ অর্থাৎ  
 অবগত হইতেছেন । কি প্রকারে বিকৃতি অর্থাৎ বিশ্ব হইতে  
 অবশিষ্যমাণ দ্বারা কাহার ন্যায় অর্থাৎ সৃষ্টিকার ন্যায় যেমন  
 বিকারাপন্ন ঘটাদি হইতে অবশিষ্ট দ্বারা সকল ঘটাদি দ্রব্য  
 সৃষ্টিকা রূপে উপলব্ধ অর্থাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে সেইরূপ বৃহৎ  
 ব্রহ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকেন । তাহাতে কারণ এই । যে বৃহৎ  
 হইতে বিকৃত জগতের উদয় ও অন্তকে মানিয়া থাকেন ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিয়াছে ইত্যাদি । সেই  
 হেতু তাঁহার সৃষ্টিকার সহিত সাম্য উপযুক্ত ইহাই ভাবার্থ ।  
 তবে তাঁহার বিকারিত্ব কি রূপে হইল এই আশঙ্কার নিবারণ  
 করিয়া শ্রুতি সকল কহিলেন । “অবিকৃতাৎ” অর্থাৎ বিকার

চিন্ত্যশক্ত্যা তথাপ্যাবিকৃতমেব যদ্যগাদিত্যর্থঃ । যদ্যপ্য  
ত্রাপি সশক্তিকমেব বৃহদুপপদ্যাচে তথাপ্যাবিকৃত ভগ-  
বদ্বেনানুপাদানাৎ ত্রৈকৈবোপপাদিতং ভবতি । সর্গথা  
শক্তি পরিত্যাগে তদুপপাদনাসামর্থ্যাৎ তুচ্ছত্বাপাতাচ্চ ।  
তস্মাদত্র ত্রৈকৈবোদাহৃতং । অতএব যুগ্মাত্রে দৃষ্টান্তেন  
কর্তৃত্বাদিকমপি তত্র নোপস্থাপিতং ॥ ১৬২ ॥

তদেতদ্ভুক্ত প্রতিপাদনমপি শ্রীভগবত্যেব পর্যাবস্যতী-  
ত্যাহঃ । অত ইতি । অতো ব্রহ্ম প্রতিপাদনাদপি স্বযমো  
বেদা স্বয়ি শ্রীভগবত্যেব মনস আচরিতং তাৎপর্যং বচন-

শূন্য হইতে । ব্রহ্মসূত্রের ২ অধ্যায়ের ১ পাদের ২৮ সূত্রে  
“শ্রুতেন্তু শব্দমূলত্বাৎ” মণ্ডণনিগুণত্বাদি শ্রুতির অর্থাৎ শ্রব-  
ণের বেদোক্ত শব্দই মূল ইত্যাদি ন্যায় হেতু অচিন্ত্য শক্তি-  
দ্বারা তথাপি যে হেতু বিকার শূন্য হইয়াছেন । যদিচ এস্থলে  
শক্তির সহিত বর্তমান বৃহৎকে উপপন্ন করিয়াছেন তথাপি  
আবিকৃত ভগবত্ত্ব দ্বারা অনুপাদান প্রযুক্ত ব্রহ্মই উপপাদিত  
হইলেন । যেহেতু সর্গতো ভাবে শক্তি পরিত্যাগ করিলে  
বিশ্ব সাধনের অসামর্থ্য ও তুচ্ছত্ব আপতিত হয় অতএব এ  
স্থলে ব্রহ্মকেই উদাহরণ করিয়াছেন । অতএব যুগ্মাত্রে  
দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্তৃত্বাদিও উপস্থিত হয় নাই ॥ ১৬২ ॥

অতএব এই ব্রহ্ম প্রতিপাদন ও শ্রীভগবানেই পর্যাবসান  
হইয়াছে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন “অত ইতি” এই ব্রহ্ম

সাচরিতমভিধানং চ দধুর্ধ্বতীক্ষ্ণং । দ্বয়োরেক বস্তুত্বাৎ  
ভগাদীনামানিষ্কারানাবিষ্কার দর্শনমাত্রেণ ভেদ কল্পনাচ্চ ।  
তত্রার্থান্তর ন্যাসঃ ।

নৃণাং ভূচরাণাং সম্যাদর্শিনামসম্যাদর্শিনাং বা ভুবি দত্তানি  
নিষ্কিপ্তানি পদানি কথময়থা ভবন্তি ভুবং ন প্রাপ্নুৱন্তি  
অপি তু তত্রৈব পর্যবেশান্ত তস্মাদযথা কথমপি প্রতিপাদ-  
য়ন্তু কলিতং তু ত্রয়োব ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৬৩ ॥

তদুক্তং ।

প্রতিপাদন হইতেই ঋষি অর্থাৎ বেদ সকল শ্রীভগবান্ যে  
আপনি আপনাতেই মনের আচরিত অর্থাৎ তাৎপর্য্য, বচনের  
আচরিত অর্থাৎ অভিধানকে ‘দধুঃ’ অর্থাৎ ধারণ করিয়াছেন ।  
যেহেতু ব্রহ্ম ও ভগবান্ উভয়ই এক বস্তু । কারণ ভগাদির  
প্রকাশ ও অপ্রকাশ দর্শনমাত্র দ্বারা ভেদ কল্পনা হইয়াছে ।

এ স্থলে অর্থান্তর ন্যাস করিতেছেন ॥

সম্যক্‌দর্শী ও অসম্যক্‌ দর্শী নৃ অর্থাৎ ভূচর সকলের  
পৃথিবীতে দত্ত অর্থাৎ নিষ্কিপ্ত পাদসকল কি প্রকারে অযথা  
হইবে, কেন পৃথিবীকে না প্রাপ্ত হইবে অবশ্য তাহাতেই  
পর্য্যবসান হইবে? অঃএ৭ যে কোন প্রকারে প্রতিপন্ন করুন  
কিন্তু ফলিতার্থ আপনাতেই হইবে এই ভাবার্থ ॥ ১৬৩ ॥

৩ স্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে যথা ॥

জ্ঞানযোগশ্চ মনিস্থৌ নৈত্তুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ ।

দ্বয়োরপ্যেক এবার্থৌ ভগবচ্ছব্দলক্ষণ ইত্যাদি ।

অত্র শ্রুতয়শ্চ মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ ।

হন্তে তমেব পুরুষং সর্বাণি নামান্যভিবদন্তি । যথা নদ্যঃ  
স্পন্দমানাঃ সমুদ্রাণাঃ সমুদ্রমভিবিশন্তি এবমেতান  
নামানি সর্বাণি পুরুষমভিবিশন্তীতি । তদেবং ভগবত্ত্বেন  
ব্রহ্মত্বেন চ তমেব তাৎপর্যাভিধানাত্যাং সর্ব নিগম  
গোচর ইত্যুক্তং ॥

তচ্চ যথার্থমেব নতু কাল্পনিকমিত্যাহঃ ॥ ১৬৪ ॥

কপিলদেব কহিলেন, হে মাতঃ ! নৈত্তুণ্য জ্ঞানযোগ এবং  
মদ্বিষয়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই উভয়ের একই প্রয়োজন  
অর্থাৎ এই দুইয়েতে ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ইত্যাদি ।

এ স্থলে মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতি সকল যথা ॥

অহো ! সমুদায় নাম সেই পুরুষকে বলিয়া থাকেন ।

যেমন নদী সকল বেগবতী হইয়া সমুদ্রকে আশ্রয় করতঃ  
সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে, তদ্রূপ এই সমুদায় নাম পুরুষে  
প্রবেশ করিতেছে ॥

অতএব এই প্রকারে ভগবত্ত্ব ও ব্রহ্মত্বরূপে আপনিই  
তাৎপর্য্য ও অভিধান দ্বারা সকল বেদের গোচর হইয়াছেন  
ইহা উক্ত হইল, ইহা যথার্থই বটে কিন্তু কাল্পনিক নহে এই  
অভিপ্রায়ে শ্রুতি সকল কহিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৮-৭ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে শ্রুতি বাক্য যথা ॥ ১৬৪ ॥

# ষট্‌সন্দর্ভঃ ।

—:—

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ-জীবগোস্বামিশ্রীকৃতঃ

—

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেন শ্লোকান্ সংশোধ্য  
বদ্যতাবরা অনুব্রিতং ।

—

শ্রীরাসবিহারিসাম্ব্যতীর্থেন  
সংশোধিতং ।

—

শ্রীব্রজনাথমিশ্রেন—  
তৃতীয়সংস্করণং ।  
প্রকাশিতং ।



মুর্শিদাবাদ ।

বহরমপুর, —রাধাকৃষ্ণচন্দ্রে

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল প্রিন্টারেন  
ব্রহ্মিতং ।

—

মুদ্রাকালে ১৩৩৬ বৈশাখ ।

মূল্য ৬০ আনা ।



ইতি তব সূর্য্যজ্যোতিষপতেহখিল লোকমলক্ষণ

কথায়ুতাক্সিমবগাহ তপাংসি জহঃ ।

কিমূত পুনঃ স্বধাম বিধুতাশয় কালগুণাঃ

পরম ভজন্তি যে পদমজস্য সুখানুভবং ॥ ১১৫ ॥

ভোজ্যোতিষপতে ত্রয়াণাং ব্রহ্মাদীনাং পতে । তত্তদ-

বতারী নারায়ণাখ্যঃ পুরুষঃ তদ্যাপ্যুপরিচর স্বরূপত্বা-

দধিপতি ভগবান্ । ততো হে সর্বেশ্বরেশ্বর যস্মা-

দ্বযোব বেদানাং তাৎপর্য্যমভিধানঞ্চ পর্য্যবসিতং ইতি

অতোহেতোরেব সূর্যো বিবেকিনঃ । পরম্পরা

হে ত্রিগুণমায়ামুগীনর্তক ! আপনিই সর্বকারণ রূপে পর-

মার্থ বস্তু, যখন বিবেকিরা আপনার অখিল লোকবুজিন নির-

সন হেতু কীৰ্ত্তি সুধাসিকুতে অবগাহন পূর্ব্বক পাপ ও দুঃখ

হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, তখন হে পরম ! যাহারা স্বরূপ বিষ্ণুরূপ

দ্বারা রাগাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অখণ্ডানন্দানুভব রূপ

আপনার স্বরূপ ভজনা করেন তাঁহারা যে পাপ ও দুঃখ হইতে

উত্তীর্ণ হইবেন তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ॥ ১১৫ ॥

ভোজ্যোতিষপতে ! হে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির পতি ! অর্থাৎ

এই সকলের অবতারী যে নারায়ণাখ্য পুরুষ, আপনি তাঁহার

উপরিচর স্বরূপ প্রযুক্ত অধিপতি অর্থাৎ ভগবান্ । অতএব

হে সর্বেশ্বর ! যে হেতু আপনাতেই বেদ সকলের তাৎপর্য্য

ও অভিধান পর্য্যবসিত হইয়াছে । এই কারণে বিবেকি



ত্বংপ্রতিপাদনময়ং বেদভাগমপি পরিত্যজ্য কেবলং তবা-  
খিল লোকমলক্ষণকথামৃতাক্রিৎ সকল বৃজিন নিরসন  
হেতুকীর্তিস্থধাসিন্ধুঃ অবগাহ্য শ্রদ্ধয়া নিষেবা তপঃ প্রাধা-  
ন্যেন তাপিকত্বেন বা তপাংসি কৰ্ম্মাণি তানি জহুস্ত্যক্ত-  
বস্তুঃ । তেষাং সাধকানামপি যদি তত্রৈবং তদা কিমুত  
বক্তব্যং স্বধামবিধুতাশয় কালগুণাঃ শুদ্ধাত্ম স্বরূপ ক্ষুর-  
ণেনা নির্জিতমন্তঃকরণং জরাতি হেতুঃ কালপ্রভাবঃ  
সত্বাদিয়োগুণাশ্চ যৈঃ তে যে পুনঃ তবাজস্র স্থানু-  
ভব স্বরূপং পদং ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং ভজন্তি তে তম-

পুরুষগণ আপনার পরম্পরা প্রতিপাদন স্বরূপ বেদভাগকেও  
পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপনার অখিল লোকের পাপ-  
নাশক আপনার কথারূপ অমৃত সমুদ্রকে অর্থাৎ সকল  
লোকের দুঃখ মোচন হেতু কীর্তি স্থধাসিন্ধু অবগাহন করিয়া  
অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্বক সেবা করিয়া তপঃ প্রাধান্য কিম্বা তাপক  
হেতু সেই তপস্যা রূপ কৰ্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়া  
ছেন । সেই সকল সাধকদিগেরও যদি সেই কথামূতরূপ  
সমুদ্রে এই প্রকার হইল তখন আর কি বলিব ? “স্বধাম  
বিধুতাশয় কালগুণাঃ” অর্থাৎ শুদ্ধ মত্ত স্বরূপ ক্ষুরণ দ্বারা  
যাঁহারা অন্তঃকরণ, জরাতি হেতু কালের প্রভাবও স্বত্বাদিগুণ  
সকলকে জয় করিয়াছেন । পরন্তু যাঁহারা আপনার নিরন্তর  
স্থানুভব স্বরূপ পদ ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বকে ভজনা করেন, তাঁহারা

বগাহু তানি জহুরিতি কিং তর্হি ব্রহ্মমাত্রানুভব নির্ণা-  
মপি জহুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥

এতদুক্তং ভবতি ।

অত্র তাবজ্রিবিধা জনাঃ মুক্তা বিবেকিনঃ কৃতার্থাশ্চেতি  
তত্র সর্বানৈবাধিকৃত্য বেদানামকল্পনাময়ত্বেনৈব ভগব-  
ন্নির্দেশকতা দৃশ্যতে ॥

তথাহি ॥

যদি তথাহেনৈব সা ন দৃশ্যেত তদা বস্তুত স্তৎসম্বন্ধা-  
ভাবাদখিললোকমলক্ষণগত্বেন পদ পদার্থ জ্ঞানহীনানাং

যে আপনার কথামত সমুদ্রে অবগাহন করিয়া যে সেই তপঃ  
সকলকে পরিত্যাগ করিবেন তাহা আর কি বলিব, অধিকন্তু  
তাঁহারা ব্রহ্মমাত্রের অনুভব রূপ নির্ণাকেও পরিত্যাগ করিয়া-  
ছেন ॥ ১৬৫ ॥

এই বিষয় উক্ত হইতেছে ॥

এই সংসারে লোক সকল তিন প্রকার হয়, যথা—মুক্ত  
( বিজ্ঞ ) বিবেকী ও কৃতার্থ । তন্মধ্যে সকলকেই অধিকার  
করিয়া বেদ সকলের অকল্পনাময়ত্ব দ্বারা ভগবন্নির্দেশকত্ব  
রূপে দৃষ্ট হইতেছে ॥

অকল্পনাময়ত্ব রূপে যথা ॥

যদি তথাত্ত্বরূপেই সেই কথা দৃষ্ট না হইত তবে বস্তুতঃ  
সেই কথা সম্বন্ধের অভাব প্রযুক্ত সমগ্র লোকের দুঃখনিরাস

মুক্তানামপি যৎ পাপহারিত্বং বেদান্তবর্ত্তিন্যা ভগবৎ  
কথায়াঃ প্রসিদ্ধং তন্ন স্যাৎ ।

অস্পৃষ্টানল লোহদাহকতাবৎ ।

কিঞ্চ ॥

তস্যাঃ কল্পনাময়ত্বে সতি বিবেকিনস্ত ন তত্র প্রবর্ত্তেরন্  
সন্ধ্যায়াঃ সুপ্রজত্বগুণশ্রবণবৎ প্রবর্ত্তন্তাং বা তদাবেশেন  
স্বধর্ম্মং পুনর্নৃত্যজেষুঃ ।

রাজযশসো গঙ্গাত্ব শ্রবণেন তীর্থান্তর সেবনবৎ ।

অপিচ তথা সতি যে পুনরাআরামত্বেন পরম

কৃতার্থান্তে তদনাদরেণ তৎকথাং নৈবাবগাহেরন্ ।

দ্বারা পদার্থ জ্ঞানহীন মুক্ত লোকেরও বেদান্তবর্ত্তিনী ভগবৎ  
কথার যে পাপহারিত্ব প্রসিদ্ধ আছে তাহা হইত না, যেমন  
অগ্নি সংযোগ রহিত লৌহের দাহকতা নাই তদ্রূপ ।

আরও বলি ।

সেই ভগবৎ কথার কল্পনাময়ত্ব হইলে বন্ধ্যার সুপ্রজত্বগুণ  
শ্রবণের ন্যায় বিবেকি সকল তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না  
সেই কথা আবেশ দ্বারা প্রবর্ত্ত হউন । কিন্তু রাজার যশো-  
গঙ্গাত্ব শ্রবণ করিয়া তীর্থান্তর সেবার ন্যায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ  
করিতে না ॥

আরও ॥

তাহা হইলে বাহারা আআরামতা দ্বারা পরম কৃতার্থ  
হইরাছেন তাঁহারা তাহার অনাদর করিয়া সেই কথাকে

অমৃত সরসীমবগাঢ়া আরোপিত তদধিকগুণক  
নদীবৎ শ্রুততেজ তস্যাস্তত্তদা গুণকত্বং ॥

যথা বৈমুখে ॥

হস্তি কলুষঃ শ্রোত্রং স যাতো হরিরিত্যাদৌ ॥

অত্রৈব ॥

হৃদবগমৌ নগেন্দ্রীত্যাদৌ ॥

অমৃত সরোবরে যাঁহারা অবগাহন করিয়াছেন তাঁহারা আরো-  
পিত তাহা হইতে অধিক গুণ যুক্ত নদীর ন্যায় অবগাহন  
করিতেন না ।

ভগবৎ কথার দুঃখনিরসনাদি গুণ শ্রুত হইতেছে ॥

বিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

সেই হরি শ্রবণ গোচর হইয়া পাপ বিনষ্ট করেন ইত্যাদি

প্রমাণে ॥

এই প্রকরণের অর্থাৎ ১০ম স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে

৩৬ শ্লোকে যথা ॥

শ্রুতি সকল কহিলেন হে সগুণ ! যিনি আপনাকে  
জানিয়াছেন, তিনি কৰ্ম্মফল দাতৃ হইতে উত্তীর্ণ শুভাশুভ  
কৰ্ম্মের ফল দুঃখ স্ত্রুথ প্রাপ্ত হইবেন না, আর দেহাভিমানি-  
দিগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর বিধি নিষেধেও বশীভূত হইবেন  
না, যে হেতু তাঁহারা অনুদীন গীত পরম্পরা দ্বারা আপ-  
নাকে শ্রবণ করত হৃদয়ে ধারণ করেন ॥

প্রথমে ।

হরেণ্ড গাক্ষিপ্তমতিরিত্যাদৌচ ॥

তস্মাদগুণানাং গুণাদি প্রতিপাদক বেদানাং চ

ভগবতা সম্বন্ধঃ স্বাভাবিক এব সর্বথেষতি সিদ্ধং ॥ ১৬৬ ॥

অত্র শ্রুতম্ ॥

ওঁ আস্য জানন্তু ইত্যাদ্যাঃ ।

যথা পুঙ্করপলাশমাপো নশ্লিষ্যন্তি

এবমেবং বিদং পাপং কৰ্ম্ম নশ্লিষ্যতি ॥

ন কৰ্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন গুণকত্বং তৎ স্কৃত

১ম স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে যথা ॥

বিষ্ণুভক্ত প্রিয় ভগবান্ ব্যাসনন্দন হরির গুণে আকৃষ্ট

হৃদয় হইয়াই শ্রীমদ্ভাগবত রূপ বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়া-  
ছিলেন ॥

অতএব গুণ সকলের অর্থাৎ গুণাদি প্রতিপাদক বেদ  
সকলের ভগবানের সহিত যে সর্বপ্রকারে স্বাভাবিক সম্বন্ধ  
হইয়াছে ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১৬৬ ॥

এস্থলে শ্রুতি সকল যথা ॥

ইহাকে জানেন ইত্যাদি । যেমন জল পদ্মপত্রকে স্পর্শ  
করে না এই প্রকার ঈশ্বরতত্ত্বকে পাপ কৰ্ম্ম স্পর্শ করে  
না । পাপ কৰ্ম্মের সহিত লিপ্ত হয়েন না, গুণ ও গুণ  
নিগিত স্কৃত দুস্কৃতকে অর্থাৎ পুণ্য পাপকে বিনাশ

দুষ্কৃতে বিধুন্মতে । এবং বা ন তপতি কিমহং সাধুকরবং  
 কিমহং না করবমিত্যাद्याঃ মুক্তা হেনমুপাসিত ইত্যাদ্যাশ্চ  
 এবমন্যেহপি শ্লোকা যথাযথং যোজয়িতব্য। ইত্যভি  
 প্রেত্য নোদ্ভিষন্তে । ননু তর্হি ভবন্মতে শব্দ নির্দেশ্যত্ব  
 প্রাকৃতত্বমেব তত্রাপত্ততি ।

কিঞ্চ ॥

শ্রুতিভিরপি যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ  
 অবচনেনৈব প্রোবাচ যদ্বাচাহনভ্যাদিতং যেন বাগভ্য-  
 দ্যাতে । যৎ শ্রোত্রং ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং

করেন । এই প্রকার হইলে তাপ পায় না, আমি কি উত্তম  
 করিব, কি না করিব ইত্যাদি । মুক্ত সকল ইহাঁকে উপাসনা  
 করেন ইত্যাদি । এই প্রকার অন্য শ্লোক সকল উপাসনাদি  
 বাক্য সকলের ভগবৎ পরতার দর্শক হইয়াছেন । যে স্থলে  
 যেমন যোজনা করিতে হইবে এই অভিপ্রায় করিয়া উদাহরণ  
 দেন নাই । অহে ! তবে তোমার মতে শব্দ দ্বারা নির্দেশ্যত্ব  
 প্রাপ্ত হইলে তথায় প্রাকৃত সত্ত্ব আপত্তিত হইত ॥

আরও । শ্রুতি সকল দ্বারাও ॥

যাঁহা হইতে বাক্য সকল মনের সহিত প্রাপ্ত না হইয়া  
 নিবর্ত্ত হয় । অবচন দ্বারাই কহিয়াছেন । যিনি বাক্য দ্বারা  
 প্রকাশিত হয়েন না, যাঁহা হইতে বাক্য সকলের উদয়  
 হইতেছে । যাঁহাকে কর্ণ শ্রবণ করে না, যাঁহার দ্বারা

শ্রুতিমিত্যাদৌ শব্দনির্দেশ্যত্বমেব তস্য নিষিধ্যত ইত্য-  
শঙ্কয়াঃ উচ্যতে ।

যথা মায়া নির্দেশ্যত্বে দোষস্তথা লক্ষ্যত্বেহপি কথং ন  
স্যাৎ উত্তরাপি শব্দ বৃদ্ধি বিষয়িত্বেনাবিশেষাৎ ।

কিঞ্চ ॥

ন তস্য প্রাকৃতবৎ সাক্ষান্নির্দেশ্যত্বং কিং ত্বনির্দেশ্যত্বে  
নৈব তথা নির্দেশ্যত্বমিতি সিদ্ধান্ত্যতে ॥ ১৬৭ ॥

তথৈবহি তাসাং মহাবাক্যোপসংহারঃ ॥

কর্ণের শ্রবণ শক্তি হইয়াছে ইত্যাদি প্রমাণে ॥

তাহার শব্দ দ্বারা নির্দেশ্যকেই নিষেধ করিয়াছেন এই  
আশঙ্কায় কহিতেছেন ॥

যেমন মায়ার নির্দেশ্যত্বরূপে দোষ হয় তদ্রূপ লক্ষ্যত্বরূপে  
কেন না হয়, যে হেতু উভয় স্থানেই শব্দের শক্তি বিষয়ের  
দীক্ষিত কোন বিশেষ নাই ।

আরও বলি !

প্রাকৃতের ন্যায় তাঁহার সাক্ষাৎ নির্দেশ হয় না, কিন্তু  
অনির্দেশ দ্বারাই সেইরূপ নির্দেশ হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত  
হইল ॥ ১৬৭ ॥

অনির্দেশ ও সাক্ষাৎ নির্দেশ রূপ দ্বারা

শ্রুতি সকল মহাবাক্য সমাপন করিতেছেন ॥

১০ স্বষ্কের ৮৭ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ॥

দ্যুপত্য এব তে ন যযুরন্তমনস্ত তয়া ।  
 তুমপি যদন্তরাহ গুনিচয়া ননু সাবরণাঃ ।  
 খ ইব রজাংসি বাস্তি বয়সা সহ যচ্ছ তয়  
 স্তুয়ি হি কলস্তাতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥ ১১৬ ॥  
 অত্র স্বরূপ গুণয়োর্বয়োৰপি দ্বিধৈবানির্দেশ্যত্বং  
 আনন্তোান ইদমিথং তদিত্তি নির্দেশাসম্ভবেন চ  
 তত্র প্রথমমানন্ত্যনাহঃ ।

হে ভগবন্ তে তব অন্তঃ এতাবত্বং দ্যুপত্যঃ স্বর্গাদি  
 লোকপত্যোত্রাকাণ্ডয়োহপি ন যযুঃ তৎকৃতঃ অনন্ত

হে ভগবন্ ! আপনি অনন্ত অতএব দেবতারাও আপ-  
 নার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না, যে হেতু আবরণ সহিত ব্রহ্মাণ্ড  
 সকল আকাশে কালক্রুর সহিত রজঃ কণার ন্যায় আপ-  
 নার অন্তরে ভ্রমণ করে অতএব শ্রুতি সকল আপনাতে  
 পর্যাবসান রূপে তন্ন তন্ন করিয়া আপনাতেই ফলবতী  
 হয় ॥ ১১৬ ॥

এস্থলে স্বরূপ ও গুণ এই উভয়ের দুই প্রকারেই অর্থাৎ  
 অনন্ততা ও সেই এই ভগবান্ এই প্রকার একুণ নির্দেশের  
 অসম্ভাবতা দ্বারা তিনি অনির্দিষ্ট্য হইয়াছেন ॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ অনন্ততা দ্বারা কহিতেছেন যথা ॥

হে ভগবন্ ! আপনার অন্ত অর্থাৎ এতাবত্ব দ্যুপতি  
 অর্থাৎ স্বর্গ লোকের পতি ব্রহ্মাদিও অনন্ততা প্রযুক্তও



তয়া । যৎ অন্তবদ্বস্ত তৎ কিমপি ন ভবসীতি । আসতাং

তে যস্মাদ্বমপি আত্মনোহস্তং ন যাসি !

কুতস্তুর্হি সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তিতা বা ।

তত্রাপ্যাহ্ : ।

অনন্ততয়েতি অন্তাভাবেনৈব ন শশবিষাণাজ্ঞানং সার্বজ্ঞং

তদপ্রাপ্তির্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তি ॥ ১৬৮ ॥

শ্রুতিশ্চ ॥

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গং বেদ যদি বা  
ন বেদেতি ।

অনন্তহমেবাহ্ : । যদন্তরেতি ।

প্রাপ্ত হয়েন নাই । (যাহা অন্ত বিশিষ্ট বস্তু তাহার মধ্যে  
আপনি কিছুই নহেন ।) ব্রহ্মাদি দেবতা থাকুন, যে হেতু  
আপনিই আপনার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না ॥

ইহাতে যদি ভগবান্ এরূপ কহেন, তবে কি প্রকারে  
আমার সর্বজ্ঞতা ও সর্ব শক্তিতা সিদ্ধি হইল, এই প্রশ্নে  
শ্রুতি সকল কহিতেছেন । “অনন্ত তয়েতি” অন্তের অভাব  
দ্বারা শশশৃঙ্গের অজ্ঞান সর্বজ্ঞতাকে ও সেই শৃঙ্গের অপ্রাপ্তি  
শক্তিবৈভবকে ধিনাশ করিতে পারেন না ॥ ১৬৮ ॥

শ্রুতি সকল কহিয়াছেন যথা ॥

পরব্যোমে যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ তিনি আপনাকে  
জানেন কি না ॥

অনন্তত্ব কহিতেছেন ॥

যস্য তব অন্তরা মধ্যে ননু অহো সাবরণা উত্তরোত্তর  
দশগুণ সপ্তাবরণযুক্তা অগুনিচয়া বাস্তি পরিভ্রমন্তি যমসা  
কালচক্রেণ খে রজাংসৌব সহ একদৈব ননু পর্যায়েণ ।  
অনেন ব্রহ্মাণানামনন্তানাং তত্র ভ্রমণাং স্বরূপগতমা-  
নন্ত্যং তেষাং বিচিত্র গুণানামাত্মমত্বাং গুণগতক্ষেতি  
জ্ঞেয়ং ॥ ১৬৯ ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো যদধীকৃ পৃথিব্যাং যদন্তরং দ্যাভা-  
পৃথিবী ইমে যদুত্তং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্ছেতা দ্যাঃ ।

বিশ্বো নু কং বীর্যাণি প্রাবোচঃ যঃ পার্থিবানি বিমমে

“যদন্তরেতি” আপনার অন্তরা অর্থাৎ মধ্যে, ননু (অহো)  
সাবরণা অর্থাৎ উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্তাবরণ যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড  
সকল চক্রের সহিত আকাশে ধূলি সমূহের ন্যায় এক  
কালেই পরিভ্রমণ করিতেছে কিন্তু পর্যায়ক্রমে নহে ইহা  
দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সকলের তন্মধ্যে ভ্রমণ প্রযুক্ত স্বরূপগত  
অনন্ত ও বিচিত্র গুণ বিশিষ্ট সেই ব্রহ্মাণ্ড সকলের আত্মম  
প্রযুক্ত গুণ গত অনন্তত্বও জানিতে হইবে ॥ ১৬৯ ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

হে গার্গি ! যিনি স্বর্গের উপরে ও পৃথিবীর অধঃ হইয়া  
ছেন, ঐহার মধ্যে এই দ্যাভা পৃথিবী আছে, ঐহা হইতে  
সমস্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে ইত্যাদি ॥

যিনি পৃথিবীর ধূলি সকলকে গণনা করিতে পারেন,

রজাংদীত্যাশ্চ ॥

হি ধাত্মাদেবং অতঃ শ্রুতয়স্তুয়ি ফলন্তি । কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ  
দেবোদ্দেশ্য পুনরনন্তত্ব কথনেনৈব পর্যবস্যন্তি । অতঃ  
শ্রুতাবপি প্রাজাপত্যানন্দতঃ শতগুণানন্দত্বমভিধায় পুন  
র্ষতো বাচ ইত্যাদিনানন্তত্বেন বাগতীত সংখ্যানন্দত্বং  
ব্রহ্মণ উক্তং ॥ ১৭০ ॥

যদুক্তং ন তদীদৃগিতি জ্ঞেয়ং ন বাচ্যং নচ তর্ক্যতে ।  
পশ্যাম্ভোহপি ন জানন্তি নেরোরূপং বিপশ্চিত ইতি ।

তিনিও বিষ্ণুর বীৰ্য্য সকল বলিতে পারেন না ইত্যাদি ॥

যে হেতু এই প্রকার হইল এই হেতু শ্রুতি সকল  
আপনাতেই ফলিত অর্থাৎ কোন প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্দেশ  
করিয়া পুনর্ব্বার আপনার অনন্তত্ব কথন দ্বারা আপনাতেই  
পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়েন ॥

অতএব শ্রুতিতে প্রাজাপত্য আনন্দ হইতে শতগুণ  
আনন্দকে কহিয়া পুনর্ব্বার বাঁহাতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হয়  
ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দত্বের সংখ্যা বাক্যের অতীত  
ইহাই উক্ত হইল ॥ ১৭০ ॥

যে হেতু উক্ত হইয়াছে । তিনি এই প্রকার নহেন, তিনি  
জ্ঞানের বিষয়ী ভূত নহেন, তাঁহাকে বলা যায় না, তিনি  
তর্কের গোচর নহেন । পণ্ডিতগণ মেরুর রূপ দেখিয়াও  
জানিতে পারেন না । এ স্থলে অনির্দেশ্যত্ব দ্বারা ব্রহ্মের  
নির্দেশ্যত্ব হইয়াছে ॥

অতোহত্রানির্দেশ্যত্বেনৈব নির্দেশ্যত্বং । যত্তু সত্যং জ্ঞান-  
মিত্যাদৌ স্বরূপস্য সাক্ষাদেব নির্দেশঃ । স্বাভাবিকীজ্ঞান-  
বল ক্রিয়াচেত্যাাদৌ গুণস্যচ শ্রীয়েতে তত্রৈতথৈবে-  
ত্যাভঃ ॥ ১৭১ ॥

অতন্নিরসনে ভবন্নিধনা ইতি । অতং প্রাকৃতং যদ্বস্ত  
তন্নিরসৈব ভবৎপর্যবসানাঃ ।

অয়মর্থঃ ॥

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহ ইত্যাদিনা হ্রীদীতীরেতৎসর্বং মন  
এবেত্যাদিনাচ যৎ প্রাকৃতং জ্ঞানাদিকমভিধীয়তে তৎ

পরন্তু “সত্য জ্ঞানমিত্যাদে” অর্থাৎ সত্য জ্ঞান ইত্যাদি

শ্রুতি প্রমাণে সাক্ষাৎ স্বরূপের নির্দেশ হইয়াছে ॥

অপর “স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচেতি” অর্থাৎ ব্রহ্মের  
স্বাভাবিক জ্ঞান, স্বাভাবিক বল ও স্বাভাবিক ক্রিয়া, ইত্যাদি  
শ্রুতি প্রমাণে গুণেরও নির্দেশ শ্রুত হইতেছে ॥

সে স্থলে “দ্যুপত্য এব তে” ইত্যাদি শ্লোকে সেই  
রূপই কহিতেছেন ॥ ১৭১ ॥

“অতন্নিরসনে ভবন্নিধনা” অতং অর্থাৎ প্রাকৃত যে  
বস্তু তাহাকে নিরাস করিয়া তোমাতে শ্রুতি সকল পর্যাব-  
সান হইয়াছে ।

ইহার অর্থ এই যে, ভগবদ্গীতার ১০ অধ্যায়ে “বুদ্ধিজ্ঞান  
মসংমোহ ইত্যাদি ৪র্থ শ্লোকে অর্থাৎ বুদ্ধি জ্ঞান মোহ  
রহিত ইত্যাদি দ্বারাও লজ্জা বুদ্ধি ভয় এই সকল মনই

সকল ব্রহ্ম ন ভবতীতি নেতি নেতীত্যাदिना न तस्य  
कार्या करणं च विद्यत इत्यादिना च निषिध्यते । अथ च  
सत्यज्ञानादि वाक्येन । स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया  
चेत्यादि वाक्येन च तदभिधीयते । तस्मात् प्राकृतान्य  
दैव त्वं ज्ञानादि तेषां ज्ञानादि शब्दानामतन्निर्गमनेनैव  
द्वयि पर्यावसानमिति ॥

ततश्च बुद्ध्यगोचर वस्तुत्वादनिर्देश्यत्वं तथापि तद्रूपं  
किञ्चिदस्तীत्युद्दिश्यमानत्वमिर्देश्यत्वं ॥ १७२ ॥

হইয়াছে ইত্যাদি দ্বারা যে প্রাকৃত জ্ঞানাদি কথিত হইয়াছে  
সে সকল ব্রহ্ম নহে, এই হেতু “নেতি” প্রমাণ দ্বারা তাঁহার  
কার্য্য ও করণ নাই ইত্যাদি দ্বারাও নিষিদ্ধ হইয়াছে । অথচ  
“সত্য জ্ঞানাদি” অর্থাৎ “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যাদি  
বাক্য দ্বারা আর স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা  
তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি বাক্য  
দ্বারা তাঁহাকে কহিয়াছেন সেই হেতু প্রাকৃতজ্ঞানাদি হইতে  
তাঁহার জ্ঞানাদি ভিন্ন । এই হেতু সেই সকল জ্ঞানাদি শব্দের  
অতন্নির্গমন দ্বারা তোমাতেই পর্য্যবসান হইয়াছে ॥

অতএব ভগবান্ বুদ্ধির অগোচর বস্তু হেতু অনির্দিষ্ট্য  
অর্থাৎ ভগবৎ পদার্থ বুদ্ধির গম্য হয় না একারণ তাঁহার  
অনির্দিষ্ট্যত্ব । তথাচ তাঁহার কিছু রূপ আছে এই উদ্দিষ্ট্য  
মান প্রযুক্ত অর্থাৎ উদ্দেশ্য করা হেতু তাঁহার নির্দেশ্যত্বও  
আছে অর্থাৎ তাঁহাকে নিরূপণ করা যায় ॥ ১৭২ ॥

অথাপরোক্ষ জ্ঞানেচ দশমস্বয়মসীতিবচ্ছ বণ মাত্রেণৈব তস্য  
স্বপ্রকাশ রূপম্যাপি বস্তুনো বিশুদ্ধচিত্তেষু প্রকাশ দর্শনা-  
চ্ছ তিশব্দস্য স্বপ্রকাশতা শক্তিময়ত্বেনৈবাবসায়তে ।

তথা অপরোক্ষ জ্ঞানে শুর্বাং চাক্ষুষ জ্ঞানে তুমিই দশম  
\* হইয়াছ এই শ্রবণ মাত্রই তাহার স্বপ্রকাশ স্বরূপ বস্তুর  
বিশুদ্ধ চিত্তে প্রকাশ দর্শন হেতু শ্রুতি শব্দের স্বপ্রকাশ শক্তি-  
ময়ত্বেই পর্য্যবসান জানিতে হইবে ॥

\* পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপের ২২ শ্লোক হইতে ২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত দশমপুরুষের  
আখ্যানিকা যথা ॥

যেমন নিতাপ্রত্যক্ষ দশমপুরুষেতে অজ্ঞান সম্ভব হয়, তজ্জপ কুটুহ চৈতন্য  
নিত্য অপরোক্ষ হইলেও তাঁহাতে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ এবং জ্ঞান বা  
অজ্ঞান সকলই সম্ভব হয় ।

এক্ষণে পূর্বোক্ত দশমপুরুষ বিধয়ে অজ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন ।

কোন স্থানে দশজন পুরুষ একত্র হইয়া এক নদীর পরশারে গমন পূর্বক  
আপনাদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যিনিই গণনা  
করেন তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্বক ইতর নয় জনকে দেখেন এবং  
নয়জনকে দেখিলেও নয় সংখ্যাতে বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া স্বয়ং যে দশক ইচ্ছা  
জানিতে পারেন না ॥

তখন তাঁহারা ভ্রান্তি বশতঃ ইহা বলিলেন যে দশমপুরুষ দেখিতেছি না  
অতএব তিনি নাই, অজ্ঞানের এইরূপ শক্তিকে আবরণ শক্তি বলা যায় ।

পশ্চাৎ নদীজলে দশমপুরুষের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া শোক ও  
ক্রন্দনাদি করিতে লাগিলেন, সেই ক্রন্দনাদিকে অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি  
বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥

সেই কালে কোন অভ্রান্ত পুরুষ আসিয়া বলিলেন যে তোমাদিগের দশম

উক্তক ॥

শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম সমোভে শাস্বতীতনু ইতি ॥

বেদস্যচেশ্বরাত্ত্বাদিতি ।

বেদোনারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম ইতি ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

ভগবান্ কহিলেন শব্দব্রহ্ম ( বেদ ) ও পরব্রহ্ম ( ভগবান্ )  
এই দুইই আমার মূর্তি ॥

১১ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ॥

বেদ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, স্মৃতির তাহাতে দেবতারাও  
যুক্ত হয়েন, অন্যের কথা কি বলিব ॥

৬ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে

যমদুতগণ বিষ্ণুদুহদিগকে কহিয়াছেন ॥

হে দেবগণ ! বেদের প্রামাণ্য করি একরূপ আশঙ্কা করিতে  
পারে না, যে হেতু বেদ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ  
নারায়ণের স্বরূপ । অপর পরমেশ্বরের নিশ্বাস মাত্র বেদ স্বয়ং  
উদ্ভূত হয়েন, একারণ তাহা স্বয়ম্ভু বলিয়াও শ্রুত হইয়াছে ॥

পুরুষ মরে নাই আছে, পরে সেই বাক্য শুনিয়া স্বর্গ লোকাদির ন্যায় তদ্বিষয়ে  
পরোক্ষ জ্ঞান হইল ॥

পরে গণনা করিয়া তুমিই দশম পদার্থ এই রূপ উপদিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ  
রূপে দশমপুরুষকে দেখিয়া বোদন পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার হর্ষ যুক্ত হই-  
লেন ॥

কিং বা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যোহৃদ্যবরুদ্ব্যহেহত্র কৃতিভিঃ  
শুশ্রুভিস্তৎক্ষণাদিতিচ ॥

অত্র এগৌপনিষদঃ পুরুষ ইত্যত্রোপনিষদ্ব্যত্র গম্যত্বং  
শ্রুতিবোধয়াতি ।

চাক্ষুষং রূপমিতিবং ।

ততশ্চ শ্রুতিময়া স্বপ্রকাশতা শক্ত্যা প্রাকৃত তত্ত্বস্ত  
জাতং তম ইব নিরস্য স্বয়ং প্রকাশতে ।

তস্মান্ন তত্রাপি নির্দেশ্যত্বং ।

ন হি স্মেন প্রকাশেন রবিঃ প্রকাশ্যোভবতি ।

তথা ১স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে

২ শ্লোকে শ্রীবেদব্যাসের বাক্য যথা ॥

অন্যান্য শাস্ত্রে অথবা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন ?  
সুকৃতশালি ব্যক্তির প্রবেশেচ্ছামাত্র তদ্বারাই পরমেশ্বরকে  
সদ্যো হৃদয় মধ্যে স্থিরীকৃত করিতে পারেন ॥

অতএব পুরুষ উপনিষদ্ স্বরূপ অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য ।  
এই স্থলে ভগবান্ উপনিষদ্ মাত্রেরই গম্য, চাক্ষুষ রূপের  
ন্যায় ইহাই শ্রুতি বোধ করাইতেছেন ॥

অতএব শ্রুতিময়ী স্বপ্রকাশ দ্বারা সেই সেই প্রাকৃত বস্তু  
তথের ন্যায় নিরাস করিয়া স্বয়ং প্রকাশ করেন ॥

একারণ বেদেও নির্দেশ্য হয়েন না, যেমন স্বীয় প্রকাশ  
দ্বারা রবি প্রকাশিত হয়েন না তদ্রূপ ॥



যথা তেন ঘট ইতি বক্তুং যুজ্যতে স্বাভিন্নত্বাৎ ।

যদিচ শক্তি শক্তিমতোর্ভেদপক্ষঃ স্বীক্ৰিয়তে ।

তদা নির্দেশ্যত্বগপীত্যত্রাপ্যনির্দেশ্যত্বেনৈব

নির্দেশ্যত্বং সিদ্ধং ॥ ১৭৩ ॥

অতএবোক্তং গারুড়ে ॥

অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যস্তদ্বাচ্যং সর্বাগমোক্তিতঃ ।

অতর্ক্যং তর্ক্যমজ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেবং পরং স্মৃতমিতি ।

শ্রুতৌচ ॥

অন্যদেব তদ্বিদিতা দথোহবিদিতাদন্যত্রৈতি ॥

যেমন চক্ষুরাঘাট প্রকাশ পায় ইহার ন্যায় বলিবার  
নিমিত্ত উপযুক্ত বটে, যে হেতু নিজের অভিন্ন অর্থাৎ সূর্য্য  
হইতে চক্ষু ভিন্ন নহে । যদিচ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ  
পক্ষ স্বীকার কর, তাহা হইলে এস্থলে নির্দেশ্য ও অনির্দেশ্য  
দ্বারা নির্দেশ্য সিদ্ধ হইল ॥ ১৭৩ ॥

অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যাহা অপ্রসিদ্ধ তাহা কহা যায় না কিন্তু শাস্ত্রের উক্তি  
অনুসারে কহা যায় । এই প্রকার যাহা তর্কাতীত তাহা তর্ক  
করা যায় ও যাহা জ্ঞানাতীত তাহা জানিতে পারা যায়,  
ঋষিগণ এইরূপ কহিয়াছেন ॥

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ॥

জ্ঞাত বস্তু হইতে তিনি ভিন্ন হইয়াছেন ও বেদ হইতে  
তিনি অজ্ঞাত আছেন ॥

ইদমভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীপরাশরেনাপি ।

যস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্বশক্তিনিলায়ে মানানি নো মানিনাং  
নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স যাতে হরিরিতি ॥  
নম্রাবিকৃতশক্তে ভগবদাখ্য ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশতা শক্তি  
রূপত্বং বেদস্য সম্ভবতি । ততশ্চানাবিকৃত শক্তে ব্রহ্মণঃ  
প্রকাশস্তস্মাৎ কথমিতি উচ্যতে ।

অস্মন্নমতে তস্যাপি প্রকাশো ভগবচ্ছবিত্যেব ।

এই অভিপ্রায়ে শ্রীপরাশরও কহিয়াছেন ॥

সর্বশক্তির আশ্রয় বে ব্রহ্ম তাঁহাতে নিষ্ঠা হেতু আমরা  
যে মানি আমাদের মান অর্থাৎ পূজা হইয়াছে । সেই ব্রহ্ম  
স্বরূপ হরি কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে পাপ বিনষ্ট করেন ॥

অহে ! যিনি শক্তি প্রকাশক ভগবৎ নামক যে ব্রহ্ম,  
তাঁহার স্বপ্রকাশ দ্বারা বেদ হইয়াছেন । সেই হেতু তাঁহার  
শক্তির প্রকাশ নাই সেই ব্রহ্মের বেদ দ্বারা কিরূপে প্রকাশ  
হইবে ।

এই প্রশ্নের উত্তর কহিতেছেন ॥

আমাদের মতে সেই ব্রহ্মেরও ভগবৎ শক্তি দ্বারা ই  
প্রকাশ হইয়া থাকে ॥

এই বিষয় ৮ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে  
মৎস্যদেব কহিলেন ॥

রাজন্ ! পরম ব্রহ্ম পদবাচ্য যে আমার মহিমা তৎকালে  
তোমার প্রশ্নে আমি তাহা বিবৃত করিব, তুমি আমার প্রসাদ

তদুক্তং ॥

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং ।

বেৎস্যস্যানুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদাতি ।

নচৈতেন পরপ্রকাশ্যত্বমাপত্তি ।

ব্রহ্ম ভগবৎগৌরভিন্নবস্তুত্বাৎ ।

অত্র লৌকিক শব্দেনাপি যঃ কচিৎতদুপদেশঃ স তু তস্য

তদনুগতেস্তয়া শ্রুত্যাণুগৃহীত তয়া সংভবতীত্যুক্তং ।

অতস্তদনুশীলনাবসরে তদুক্ত্যানুভাব রূপস্য তৎশব্দস্যতু

সুতরাং তৎস্বরূপ শক্তিবिलासमयश्च তত্র নিষেধঃ কিং

তর্হি মনোবिलासमयस्यেवेति সর্বমনবদ্যং ।

প্রসাদ লব্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে পারিবে ॥

ইহার দ্বারা ব্রহ্মের পর প্রকাশ্যত্ব আপত্তিত হইল না,

যে হেতু ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুই অভিন্ন বস্তু ।

এস্থলে লৌকিক শব্দ দ্বারাও কখন যে ভগবৎ উপদেশ

হইয়াছে তাহাও তাঁহার লৌক পরম্পরা হেতু সেই শ্রুতি

দ্বারা সম্ভব হয়, ইহাই উক্ত হইয়াছে ॥

অতএব ভগবানের অনুশীলন অবসরে ভগবদ্ভক্তির প্রভাব

রূপ তৎ শব্দেরও সুতরাং ভগবৎ স্বরূপ শক্তির विलासमयश्च

প্রযুক্ত সে স্থলে ভগবৎ শব্দ প্রয়োগের নিষেধ নাই ।

তবে মনোবিলাসের যে নিষেধ হয় নাই তাহা কি বলিব

একারণ সমুদায় নির্দোষ হইল ॥

অতএব সৌপর্ণশ্রুতৌ ॥

প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃতঞ্চ যন্ন জিহ্নন্তি জিহ্নন্তি যন্ন পশ্যন্তি  
পশ্যন্তি যন্ন শৃণুন্তি শৃণুন্তি যন্ন জানন্তি জানন্তি চেতি  
১০ । ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১৭৪ ॥

অথৈকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্ত্বেনচ বিরাজতীতি  
যস্য শক্তেঃ স্বরূপ ভূতত্বং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত প্রাধা-  
ন্যেন বিরাজমানং ভগবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি । তচ্চ ব্যাখ্যা-  
তং তদেবচ শক্তিহ প্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মী সংজ্ঞা-  
মাপ্নোতীতি দর্শয়িতুং তস্যাঃ স্বরূপি ভেদেমানন্তায়াঃ

অতএব সৌপর্ণশ্রুতিতে যথা ॥

প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তু সকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া  
আশ্রয় করিতে পারে না, যাহাকে দেখিয়া দেখিতে পায় না,  
যাহাকে শুনিয়া শুনিতে পায় না এবং যাহাকে জানিয়া  
জানিতে পারে না ॥ ১৭৪ ॥

অথ একস্বরূপই শক্তি ও শক্তিবিশিষ্ট রূপে বিরাজ  
করিতেছেন । যাহার শক্তির স্বরূপ ভূতত্ব অর্থাৎ অন্তর  
ঙ্গত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, সেই শক্তি বিশিষ্টত্বের প্রাধান্য  
রূপে বিরাজমান বস্তুর ভগবৎ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয় । ইহা পূর্বে  
ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ঐ শক্তিরই শক্তিহ প্রাধান্যরূপে  
বিরাজমান যে বস্তু তাঁহারই লক্ষ্মী বলিয়া নাম হয় । ইহাই  
দেখাইবার জন্য ঐ লক্ষ্মীর স্বীয় রূপিভেদে অসংখ্যত্ব হই-  
য়াছে, অতএব ঐ শক্তিরই কতিপয় ভেদ মাত্র দেখান হই-

কিয়ন্তো ভেদা দর্শ্যন্তে ॥

যথা ॥

ক্রিয়া পুষ্টিা গিরা কাস্ত্যা কীৰ্ত্ত্যা তুষ্টিয়োর্জ্জয়া ।

বিদ্যায়াহবিদ্যায়া শক্ত্যা মায়াচ নিষেবিতঃ ॥ ১১৭ ॥

শক্তিঃ মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা শক্তিঃকস্য প্রথম

প্রকৃতাশ্রয়রূপা ভগবদন্তরঙ্গা মহাশক্তিঃ । মায়াচ বহি-

রঙ্গা শক্তিঃ । প্রাদায়ন্ত তয়োরেব বৃত্তিরূপাঃ তাসাং

সর্কাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃততা ভেদেন শ্রয়মাণত্বাৎ ।

তেছে ॥

১০ স্কন্ধের ৩৯ অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকে

শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

অক্রুরজলমধ্যে দেখিতেছেন শ্রী, পুষ্টি, বাণী, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জা এই সকল দেবী, তথা জীরগণের সংসার হেতু বিদ্যা ও অবিদ্যা অপর ঐ দুইয়ের কারণীভূত শক্তি এবং মায়া ইহারাও শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতেছেন ॥ ১১৭ ॥

ভাঃপর্য্য শক্তি এস্থলে মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা অর্থাৎ শক্তি শব্দের প্রথম প্রবৃত্তি দ্বারা সকল শক্তির আশ্রয় রূপা ভগবানের অন্তরঙ্গা মহাশক্তি । মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি । শ্রীপ্রভূতি শক্তি সকল ঐ দুইয়েরই বৃত্তিরূপা । স্বতঃপ্রসূত শ্রী আদি শক্তি সকলের প্রাকৃতাপ্রাকৃতত্ব শ্রুত হইতেছে ॥

ততঃ শ্রীযেতাংদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি  
সর্বত্র জ্ঞেয়ং তত্র পূর্বস্যাভেদঃ শ্রীভাগবতী সম্পৎ  
মহীয়ং মহালক্ষ্মী রূপা তস্যা মূল শক্তিহাৎ । উদগ্রে  
বিবরণীয়ং ॥ ১৭৫ ॥

উত্তরস্যাভেদঃ শ্রীজগতী সম্পৎ । ইমামেবাধিকৃত্য ।

অতএব “শ্রীয়া পুৰুষা গিরা কাস্ত্যা” ইত্যাদি শ্লোকে  
শক্তির বৃত্তিরূপ দ্বারা এবং মায়ার বৃত্তিরূপ দ্বারা । ইহা সর্বত্র  
জানিতে হইবে ॥

ঐ দুই প্রকার শক্তির মধ্যে ভেদ এই যে যিনি পূর্বা  
অর্থাৎ শ্রী তিনি ভগবৎসম্বন্ধিনী সম্পৎ তিনি মহালক্ষ্মীরূপা  
নহেন, যে হেতু মহালক্ষ্মী মূল শক্তি, ইহা অগ্রে বিস্তার  
করিব ॥ ১৭৫ ॥

উত্তরার প্রভেদ এই যে শ্রী জগতী সম্পৎ । ইহাকেই  
অধিকার করিয়া ৩ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে শ্রীভগব-  
দুক্তি যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে দ্বিজগণ ! যাঁহাদের সেবা করিয়া  
আমার চরণপদ্মে পবিত্র রেণু হইয়াছে, তাহাতে আমি অখিল  
লোকের পাপ বিনষ্ট করি এবং স্বয়ং এতাদৃশী শীলতা লাভ  
করিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষ লেশ লাভ  
নিমিত্ত বহু বহু নিয়ম ধারণ করিয়া থাকেন, আমি বিরক্ত  
হইলৈও আমাকে ক্ষণকালের নিমিত্ত ত্যাগ করে না, সেই  
সকল ব্রাহ্মণের প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূল আচরণ করে, সে

ন শ্রীর্ধিরক্তমপি মাং বিজহাতীত্যাদিবা ৬৩ঃ ।

যত উক্তং চতুর্থশেষে শ্রীনারদেন ॥

শ্রিয়মনুচরিতীং তদর্থিনশ্চ

দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ ।

ন ভজতি নিজ ভৃত্যবর্গ তন্ত্রঃ

কথমমুমুদ্বিস্বজ্ঞেং পুমান্ রসজ্ঞ ইতি ॥

অত্র তদর্থদ্বিপদপত্যাди সহভাব উপজীব্যঃ ।

তথা দুর্বাসঃ শাপনকট্যাত্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা আবির্ভাবং

সাক্ষদুগবৎপ্রিয়সীরূপা স্বয়ং ক্ষীরোদাদাবিভূয় দৃষ্ট্যা

কখন আমার অনুগ্রহের পাত্র হয় না, আমি তাহাকে বধ  
করি ॥

অতএব ৪ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীনারদ কহিয়াছেন ॥

অহে নৃপগণ ! যিনি আপনাতেই পরিপূর্ণ এবং আপ-  
নার ভক্তজনেই অনুরক্ত হওয়াতে অনুবর্তমানা শ্রী ও সকাম  
রাজগণ এবং দেবতাদিগেরও অনুরক্তি গ্রহণ করেন না তাদৃশ  
ভগবান্কে কোন্ অকৃতজ্ঞ পুরুষ অত্যন্তও পরিত্যাগ করিতে  
পারে ? ॥

এই শ্লোকে লক্ষ্মীর নিমিত্ত রাজগণ ও দেবতা সকল  
ইহাঁদের যে সহভাব তাহা উপজীব্য অর্থাৎ আশ্রয়ণীয় ॥

সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রিয়সী রূপা লক্ষ্মী স্বয়ং ক্ষীর সমুদ্র  
হইতে আবিভূতা হইয়া দুর্বাসার শাপ বিনষ্টা ত্রৈলোক্য

কৃতব্রতান্তি শ্রীযতে ॥

এবমপরা অপি তত্র ইলা ভূতচুপলক্ষণেহ্ম লীলাইপি ।  
তত্রচ পূর্বম্যা ভেদোবিদ্যা তদ্বারা বোধকারণং সম্বি-  
দাখায়াস্তদ্বৃতি বৃত্তিবিশেষঃ । উত্তরম্যাভেদস্তম্যা এব  
বিদ্যায়াঃ প্রকাশদ্বারং অবিদ্যা লক্ষণোভেদঃ । পূর্বম্যা  
ভগবতি বিদুত্বাদি বিন্মৃতি হেতু মাতৃভাবাদি প্রেমানন্দ  
বৃত্তিবিশেষঃ । অতএব গোপীজনাবিদ্যাকলা প্রেরক  
ইতি তাপন্যাং শ্রুতো । যথাহবসরমেতদপি বিবরণী-  
য়ং ॥ ১৭৬ ॥

লক্ষ্মীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহাতেই তাঁহার আবির্ভাব  
শ্রুত হইতেছে ॥

এই প্রকার অপরা শক্তিও হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইলা যে  
ভূশক্তি তচুপলক্ষণ হেতু লীলাকেও জানিতে হইবে ॥

ঐ সকলের মধ্যে মহালক্ষ্মী ও মারা এই দুইয়ের মধ্যে  
পূর্ব্বার ভেদ বিদ্যা, ইনি তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, এবং সম্বিৎসান্নী  
স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ । উত্তরার ভেদ । সেই বিদ্যা  
দ্বারাই প্রকাশ হেতু অবিদ্যারূপে ভেদ হয় ॥

পূর্ব্বার ভেদ এই যে উনি ভগবানে বিদুত্বাদি বিন্মৃতির  
কারণ মাতৃ ভাবাদিময় প্রেমানন্দের বৃত্তিবিশেষ । অতএব  
“গোপীজন অবিদ্যাকলার প্রেরক” এই গোপালিতাপনী  
শ্রুতি প্রমাণে । অবসরক্রমে ইহা বিস্তার করিব ॥ ১৭৬ ॥



উত্তরম্যাঃ স ভেদঃ সংসারিণাং স্বস্বরূপ বিস্মৃত্যাদি হেতু  
রাবরণাত্মক বৃত্তিবিশেষঃ । চকারাৎ পূর্বম্যাঃ সন্ধিনী  
সম্বিৎ ইলাদিনী । ভক্ত্যাধার শক্তি মূর্ত্তি বিমলা জয়া  
যোগা প্রহ্লী ঈশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ ॥

অত্র সন্ধিন্যেব সত্য্য জ্ঞৈবোৎকর্ষিণী । যোগৈব যোগ-  
মায়া সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বং চোত্ত জ্ঞেয়ং ।  
প্রহ্লী বিচিত্রানন্দ সামর্থ্য হেতুঃ । ঈশানা সর্বাধিকারিতা  
শক্তিহেতুরিতি ভেদঃ । এবমুত্তরম্যাশ্চ যথা যথাহন্যা-  
জ্ঞেয়াঃ ।

উত্তরার অবিদ্যা রূপ ভেদ সংসারিদিগের নিজ নিজ  
রূপের বিস্মৃতির আদিকারণ আবরণ স্বরূপ বৃত্তিবিশেষ ।  
চকারাধীন পূর্বার সন্ধিনী, সম্বিৎ ও ইলাদিনী ভক্তির আধার  
শক্তি মূর্ত্তি, বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহ্লী, ঈশানা ও অনুগ্রহা  
প্রভৃতিকে জানিতে হইবে ॥

এস্থলে যিনি সন্ধিনী তিনি সত্য্য, যিনি জয়া তিনি উৎ-  
কর্ষিণী । যোগা যোগমায়া, যিনি সম্বিৎ তিনি জ্ঞানাজ্ঞান  
শক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥

অপর যিনি প্রহ্লী তিনি বিচিত্র আনন্দ সামর্থ্যের হেতু ।  
তথা ঈশানা সর্বাধিকারিতা শক্তির হেতু স্বরূপা এই মাত্র  
ভেদ । আর এই প্রকার উত্তরা অর্থাৎ মায়াশক্তির যথা  
যোগ্য অন্যান্য বৃত্তি সকল জানিতে হইবে ॥

তদেবমপ্যত্র মায়াবৃত্তয়ো ন বিব্রিয়ন্তে বহিরঙ্গসেবিত্বাৎ ।  
মূলেতু সেবামাত্র সাধারণেন গণিতাঃ । বহিরঙ্গ সেবিত্বং  
চ তস্যা ভগবদংশভূত পুরুষস্য বিদূরবর্তিত্যৈবাশ্রিত-  
ত্বাৎ ॥ ১৭৭ ॥

তথাচ দশমস্য সপ্তত্রিংশে নারদেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবা-  
স্তাবি ॥

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্ত সর্বার্থমমোঘ  
বাহিত্বং । স্বতেজসা নিত্য নিবৃত্ত মায়াগুণপ্রবাহং ভগ-  
বন্তমীমহি ॥

অতএব এ প্রকার এস্থলে মায়ার বৃত্তি সকল বিস্তার  
করা হয় নাই, যে হেতু উহা বহিরঙ্গ শক্তি । পরন্তু মূলগ্রন্থে  
ঐ সকল মায়াবৃত্তি কেবল সেবা মাত্র সাধারণ রূপে গণিত  
হইয়াছে । যে হেতু ঐ মায়াকে ভগবদ্বহিরঙ্গ সেবিত্ব জানিতে  
হইবে । কেন না ঐ মায়া ভগবানের অংশভূত যে পুরুষ তাঁহার  
বহুদূরবর্তিনী হইয়া আশ্রিত ভাবে রহিয়াছেন ॥ ১৭৭ ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ে ১৯ । ২০ শ্লোকে  
শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বিস্তার করিয়াছেন যথা ॥

নারদ কহিলেন হে ভগবন্ ! আপনি কেবল জ্ঞানৈক  
মূর্ত্তি, পরমানন্দ স্বরূপ, স্থায়ী সম্যক্ স্থিতি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে  
সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার বাহিত্ব অমোঘ,  
কিন্তু নিজতেজে মায়াগুণ প্রবাহ আপনা হইতে নিত্য নিবৃত্ত  
হইয়াছে অতএব আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী । আমি

জ্ঞানীশ্বরঃ স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া বিনির্মিত্তাশেষ বিশেষ কল্পনং ।  
ক্ৰীড়ার্থমভ্যাত্ত মনুষ্যবিগ্রহং নতোহস্মি ধূর্য্যং যদ্বৃষ্টি-  
সাহিত্যমিহি ॥ ১৭৮ ॥

অন্যোরর্থঃ ॥

বিশুদ্ধং যৎ বিজ্ঞানং পরমতত্ত্বং তদেব ঘনঃ শ্রীবিগ্রহো  
যস্য । স্বসংস্থয়া স্বরূপাকারেণ স্বরূপশক্ত্যেব বা সমা-  
গাপ্তা ইব নিত্যসিদ্ধাঃ পূর্ণা বা সর্বৈ অর্থা ঐশ্বর্য্যাদয়ো  
যত্র । অতএব ন বিদ্যতে অতি তুচ্ছত্বাৎ মোঘে যথা

আপনার শরণ গ্রহণ করি ॥

প্রভো ! আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ অন্যকে বশ করেন এবং  
স্বাশ্রয় অর্থাৎ অন্যের বশ্য নহেন অতএব নিজাধীন মায়্যা  
দ্বারা মহাদাদি অশেষ কল্পনা নির্মাণ করেন । আপনি ক্রীড়ার  
নির্মিত মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছেন অতএব যদু বৃষ্টি এবং  
সাহিত্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে প্রণাম করি ॥ ১৭৮ ॥

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ যথা ॥

বিশুদ্ধ যে বিজ্ঞান অর্থাৎ পরমতত্ত্ব তাহাই ঘন (গাঢ়)  
স্বরূপ হইয়া যাঁহার শ্রীবিগ্রহ হইয়াছে । ঐ শ্রীবিগ্রহ “স্বসং-  
স্থয়া” অর্থাৎ স্থায়ী রূপের আকর অথবা স্বরূপ শক্তির দ্বারাই  
যাঁহাতে সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্তের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ অথবা পূর্ণ  
সমুদায় অর্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি যাঁহাতে প্রাপ্ত হইয়াছে । অত-  
এব অতি তুচ্ছ প্রযুক্ত মিথ্যারূপ জগৎকার্য্যে যাঁহার বাজা  
নাই ॥

ভূতে জগৎ কার্যো বাহিতং বাহু। যস্মা। কচিদবা'জুত  
 ন্যাপি সম্বন্ধোদৃশ্যত ইত্যশঙ্ক্যাহ স্বতেজসা স্বরূপশক্তি  
 প্রভাবেন নিত্যমেব নিবৃত্তো দূরীভূতো মায়াগুণপ্রবাহ  
 স্তৎ পরম্পরা যস্মাৎ। ইথমেব ।

যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাআমায়য়েতু্যক্তং ॥

আত্মমায়্যা স্বরূপভূতয়া শক্ত্যা যুক্তং ।

গুণময্যা বিরহিতমিতি তং ভগবন্তঃ শরণং ব্রজে ।

তথা হাং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং ভগবন্তমেব স্বাংশে

নেশ্বরমন্তর্যামী পুরুষমপি সন্তঃ নতোহস্মি ॥

কথং ভূতমীশ্বরং স্বরূপশক্ত্যা স্বাশ্রয়মপি আত্মমায়্যা।

যাদ বন অবা'জুত অর্থাৎ বাহু। রহিত ভগবানের কোথাও  
 সম্বন্ধ দেখা যায় এই আশঙ্কায় কহিতেছিন। স্বীয় তেজঃ  
 অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির প্রভাব দ্বারা যাঁহা হইতে মায়ায় গুণ  
 প্রবাহ অর্থাৎ পরম্পরা নিবৃত্ত অর্থাৎ দূরীভূত হইয়াছে ॥

এই প্রকারই, গুণশক্তির সম্বন্ধ রহিত ও আত্মা মায়া  
 সহিত যুক্ত ইহা উক্ত হইল। যিনি আত্মমায়্যা অর্থাৎ স্বরূপ  
 ভূতা শক্তির সহিত যুক্ত ও গুণময়ী মায়ায় সহিত সম্বন্ধ রহিত  
 হইয়াছেন সেই ভগবানের আমরা শরণাগত হইলাম। তথা  
 শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবান্ যিনি স্বীয় অংশ দ্বারা ঈশ্বর অর্থাৎ অন্ত-  
 র্যামি পুরুষ হইয়াছেন সেই আপনাকে নমস্কার করি ॥

আপনি কিরূপ ঈশ্বর এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন ।

আত্মাহুত্র জীবাত্মা তদ্বিষয়া মায়ায়া বিনির্মিতা অশেষ  
বিশেষাকার কল্পনা যেন । যদ্বা । আত্মমায়ায়া স্বরূপ  
শক্ত্যা স্বাশ্রয়ং বিনির্মিতা অশেষবিষেয়া যথা তথা ভূতা  
কল্পনা মায়াশক্তির্ষম্য । কৌদৃশং ত্বাং সংপ্রতি ত্বদাবির্ভাব  
সময়ে তস্যাপীশ্বরস্য ত্বয়ি ভগবতো্য প্রবেশাৎ যুগপত্তত-  
দ্বিচিত্রে ততচ্ছক্তি প্রকাশেন যা ক্রৌড়া তদর্থং অভ্যাত্তঃ  
অতি ভক্তাভিমুখেন আত্মঃ আনীতঃ প্রকটিতো মনুষ্যা-  
কারঃ নরাকৃতি পরব্রহ্মেতি স্মরণাৎ । তদ্রূপো ভগ-  
বদাখ্যোবিগ্রহো যেন । তমেব পুনর্বির্শিনষ্টি । যদু-

আপনি স্বরূপ শক্তি দ্বারা নিজাশ্রয় হইয়াও আত্মমায়া অর্থাৎ  
আত্মা এস্থলে জীবাত্মা তদ্বিষয়া মায়া দ্বারা নির্মিত যে অশেষ  
বিশেষাকার সেই রূপ কল্পনা সকল আপনাতে হইয়াছে,  
অথবা আত্মমায়াস্বরূপ শক্তি দ্বারা আপনি নিরাশ্রয় হইয়াছেন ।  
অশেষ বিশেষ অর্থাৎ যথা তথা রূপ কল্পনা যম্মী শক্তি যাহার ।  
অপর আপনি কি প্রকার এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ।  
সম্প্রতি আপনার আবির্ভাব সময়ে সেই শক্তির ঈশ্বর যে  
আপনি, ভগবান্ আপনাতেই প্রবেশ হেতু এককালীন বিচিত্র  
সেই সেই শক্তির প্রকাশ দ্বারা যে ক্রৌড়া তন্নির্মিত ভক্তগণের  
সম্মুখে “নরাকৃতি পরব্রহ্ম” শাস্ত্রের এই উক্তি প্রযুক্ত আপনি  
মনুষ্যাকার প্রকটিত করিয়াছেন, অর্থাৎ মনুষ্যরূপ ভগবৎ  
নামক বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন ।

ঐ মনুষ্যাকার রূপকে পুনর্বার বিশেষ করিতেছেন যথা ।

বৃষ্টিমাত্র ত্রাং ধূম্যং তেষাং নিত্যপরিকরাণাং প্রেমভার  
বহুমিতি ॥ ১৭৯ ॥

অথবা মূলপদ্যে শক্ত্যেতি সর্বত্রৈব বিশেষ্য পদং ।

শ্রীমূলরূপা ।

পুষ্ঠ্যাদয়স্তদংশাঃ বিদ্যা জ্ঞানং ।

আসমীচীনা বিদ্যা ভক্তিঃ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিত্যাদেঃ ।

মায়া বহিরঙ্গা তবুদ্ভঃ শ্রাদয়স্ত পৃথক্ জ্ঞেয়াঃ ।

প্রভো ! আপনি যদুবৃষ্টি মাত্রত সকলের ধূম্য অর্থাৎ যদু  
প্রভৃতি ঐ সকল নিত্য পরিকরের প্রেমাতিশয় প্রাপক ॥ ১৭৯

অথবা মূল শ্লোকে “শক্ত্যা” এই পদ বিশেষ্য জানিতে  
হইবে । এস্থলে শ্রী মূলরূপা । পুষ্ঠ্যাদি উহারই অংশরূপা ।  
বিদ্যা শব্দে এস্থলে জ্ঞান, তথা আসমীচীনা বিদ্যার নাম ভক্তি

ভগবদগীতায় ৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রামিদমুত্তমং ।

প্রত্যাক্ষাবগমং ধর্ম্মং স্মৃৎস্বং কৰ্ত্তুমব্যয়ং ॥

হে অর্জুন ! এই জ্ঞানকে রাজবিদ্যা, সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব  
অপেক্ষা গুহ্য, অত্যন্ত পাবিত্র্য জনক, আত্ম প্রত্যাক্ষানুভব  
স্বরূপ, এবং অক্ষয়ফলজনক সমস্ত ধর্ম্ম সাধনে সহজ বলিয়া  
জানিবে ॥

মায়া এস্থলে বহিরঙ্গা শক্তি, শ্রী আদি করিয়া তাঁহার  
বৃত্তি সকল পৃথক্ হইয়াছে, ইহা জানিতে হইবে ।

শিষ্টং সমং ॥

ততশ্চাত্ত্ব শুদ্ধভগবৎ প্রকরণে স্বরূপশক্তিবৃত্তিষ্বেব গণ-  
নায়াং পর্য্যবসিতাসু বিবেচনীয়মিদং প্রথমং তাবদেক-  
সৈব তদ্বস্য সত্ত্বাচ্ছিত্ত্বাদানন্দত্বাৎ শক্তিরপ্যেকা ত্রিণা  
ভিদ্যতে ॥ ১৮০ ॥

তদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ ॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্নিং ত্বায়া কা সর্দাসংস্থিতৌ ।

হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিত ইতি ব্যাখ্যা-  
তঞ্চ স্বামিভিঃ ॥

হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সতত্বা ।

সন্নিং বিদ্যাশক্তিঃ ॥

শিষ্ট এই শব্দের অর্থ সমান ॥

অতএব এস্থলে শুদ্ধ ভগবৎ প্রকরণে স্বরূপ শক্তির বৃত্তি  
ক্লেশের সকলের গণনার মধ্যে পর্য্যবসিতা শক্তি সমুদায়ে  
প্রথমত এইটী বিবেচনা করিতে হইবে, এক তত্ত্বেরই বিদ্য-  
মানতা, জ্ঞানতা ও আনন্দতা প্রযুক্ত এক শক্তিরই তিন  
প্রকার ভেদ হইয়াছে ॥ ১৮০ ॥

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সন্নিং এই তিন শক্তি সর্দাশ্রয়  
তোমাতে এক রূপা হইয়াছেন, হ্লাদ ও তাপ করেন এমন  
যে মিশ্রা শক্তি তাহা গুণবর্জিত তোমাতে নাই ॥

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । হ্লাদিনী  
শব্দে আহ্লাদকরী । সন্ধিনীর অর্থ সত্ত্বাকরী । সন্নিং শব্দে

একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপ ভূতেতি যাবৎ ।

না সর্বসংস্থিতৌ সর্বস্য সম্যক্ স্থিতি র্যস্মাৎ তস্মিন্  
সর্বাদিষ্ঠান ভূতে ত্বযোব নতু জীবেষু ।

জীবেষু যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি ।

তামেগাহ হ্লাদ তাপকরী মিশ্রেতি ।

হ্লাদকরী মনঃ প্রসাদোথা সাত্বিকী ।

তাপকরী বিষয়বিয়োগাদিষ্ তাপকরী তামসী ।

তদুভয়মিশ্রা বিষয় জন্যা রাজসী ।

বিদ্যা শক্তি । একা শব্দে মুখ্যা অব্যভিচারিণী অর্থাৎ স্বরূপ  
ভূতা জানিতে হইবে ॥

সেই স্বরূপভূতা শক্তি সর্বসংস্থিতি অর্থাৎ সকলের সম্যক্  
প্রকারে যাঁহা হইতে স্থিতি হইয়াছে, সেই সকলের অধিষ্ঠান  
স্বরূপ আপনাতেই অবস্থিত আছেন, জীবে অবস্থান করেন  
না ।

জীবে যে তিন প্রকার গুণময়ী শক্তি তাহা আপনাতে  
নাই ।

সেই তিনপ্রকার শক্তি কি ? এই আকাঙ্ক্ষার কহিতে  
ছেন । উনি হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা । ইহার অর্থ এই  
যে, যিনি হ্লাদকরী তিনি মনের প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন  
সাত্বিকী । যিনি তাপকরী তিনি বিষয় বিয়োগাদিতে তাপ  
প্রদান করেন এই হেতু তামসী । আর যিনি মিশ্রা অর্থাৎ



তত্র হেতুঃ সত্ত্বাদি গুণৈবর্জিতে ॥ ১৮১ ॥

তদুক্তং ।

সর্বজ্ঞসূক্তো ॥

হ্লাদিন্যা সন্নিদাল্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।

স্বাবিদ্যা সংবৃত্তো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকর ইতীতি ॥

তত্র হ্লাদকরূপোহপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ  
স্যা হ্লাদিনী । তথা সত্ত্বাকরূপোহপি যয়া সত্ত্বাং দধাতি  
ধারয়তি চ স্যা সন্ধিনী । এবং জ্ঞান রূপোহপি যয়া জ্ঞানাতি

সত্ত্ব তমো মিশ্রিতা ত্রিনি বিষয় হইতে উৎপত্তা একারণ  
রাজদী ঐ সকল শক্তি যে আপনার থাকেনা তাঁহার হেতু  
এই, আপনি সত্ত্বাদি গুণবর্জিত ॥ ১৮১ ॥

এই বিষয় সর্বজ্ঞ সূক্তে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর তিনি হ্লাদিনী ও সন্নিৎ এই দুই  
শক্তি যুক্ত, আর যিনি জীব তিনি আপনার অবিদ্যায় আবৃত  
হইয়া সগন্ত ক্লেশের আকর স্বরূপ হইয়াছেন ॥

এ স্থলে ভগবান্ হ্লাদক রূপ হইয়াও যাহা দ্বারা আহ্লাদ  
যুক্ত হয়েন ও আহ্লাদিত করেন তাহার নাম হ্লাদিনী ।  
তথা সত্ত্বা অর্থাৎ বিদ্যমান রূপ হইয়াও যাহার দ্বারা সত্ত্বাকে  
অর্থাৎ বিদ্যমানতাকে ধারণ করেন ও ধারণ করান, তাহার  
নাম সন্ধিনী । এই প্রকার ভগবান্ জ্ঞান রূপ হইয়াও যাহার  
দ্বারা জ্ঞানেন ও জ্ঞানান তাহার নাম সন্নিৎ, ইহা জানিতে

তত্র চেত্তরোত্তর গুণোৎকরণে সন্ধিনী সন্নিং হ্লাদিনীতি  
ক্রমোজ্জেষঃ ॥ ১৮২ ॥

তদেবং তস্যাস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা লক্ষণেন  
তদ্বৃতি বিশেষেণ স্বরূপং বা স্বয়ং স্বরূপ শক্তি বী বিশিষ্টং  
বাবিভবতি ত্রিশুদ্ধসত্ত্বং । তচ্চান্য নিরপেক্ষস্তং প্রকাশ  
ইতি জ্ঞাপন জ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সন্নিদেব । অস্য মায়া  
স্পর্শাভাবাদিশুদ্ধসত্ত্বং । তত্র চেন মেব সন্ধিন্যাংশ প্রধান  
চেদাধারশক্তিঃ । সন্নিদংশ প্রধান মাত্ত্ববিদ্যা । হ্লাদিনী-  
সারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা । যুগপ চ্ছক্তিত্রয়প্রধানং

হইবে ।

এস্থলেও উত্তরোত্তর গুণের উৎকর্ষ দ্বারা সন্ধিনী, সন্নিং,  
হ্লাদিনী এই ক্রম জানিতে হইবে ॥ ১৮২ ॥

অতএব এই প্রকার সেই এক শক্তির তিন স্বরূপত্ব সিদ্ধ  
হইল, যে স্বপ্রকাশতা লক্ষণবৃত্তি বিশেষ দ্বারা স্বরূপ অথবা  
স্বয়ং স্বরূপ শক্তি কিম্বা স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট আবিস্কৃত হইলেন  
তাহার নাম শুদ্ধসত্ত্ব । ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব অন্যকে অপেক্ষা  
করেন না । ভগবানের স্বপ্রকাশ স্বরূপ জ্ঞাপন ও জ্ঞানবৃত্তি  
প্রযুক্ত সেই ভগবানের সন্নিং শক্তি মায়ার সহিত স্পর্শ না  
থাকায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইয়াছেন । তন্মধ্যে এই বিশুদ্ধ সত্ত্বই  
সন্ধিনী শক্তির প্রধান অংশ হইলে আধার শক্তি, সন্নিং  
শক্তির প্রধানাংশ হইলে আত্মবিদ্যা ও হ্লাদিনীর সারাংশ  
প্রধান হইলে গুহ্য বিদ্যা বলা যায়, আর এককালীন

মূর্তিঃ ॥ ১৮৩ ॥

অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে ।

তদ্ব্যক্তং ।

যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশান্তি সত্ত্বং লোকোযত ইতি ।

তথা জ্ঞান তৎ প্রবর্তক লক্ষণ বৃত্তিদ্বয় কয়া আত্মবিদ্যায়া

তদ্বৃত্তিরূপমুপাসকাত্ম্যং জ্ঞানং প্রকাশতে । এবং ভক্তি

তৎপ্রবর্তক লক্ষণ বৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যায়া তদ্বৃত্তিকয়া

প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে ।

শক্তিদ্বয় প্রধান হইলে মূর্তি হয় ॥ ১৮৩ ॥

এস্থলে আধার শক্তি দ্বারা সন্ধিনী বৃত্তিরূপ উপাসক

সকলের ভগবদ্ধামের প্রকাশ হয়, এই বিষয় ১২ স্কন্ধের ৮

অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

হে ভগবন্ ! সাত্বত বংশীয়েরা ঈশ্বরের যে সত্ত্বরূপ ভজনা

করেন তদ্বারা বৈকুণ্ঠ লোকে, অভয় ও আত্ম সুখ প্রাপ্তি

হয় ॥

সেই রূপ জ্ঞান ও জ্ঞান প্রবর্তক স্বরূপ বৃত্তিদ্বয় রূপা

আত্ম বিদ্যা দ্বারা তদ্বৃত্তি অর্থাৎ সষিৎ বৃত্তি রূপ উপাসক

সকলের আশ্রয় স্বরূপ যে জ্ঞান তাহা প্রকাশ পায় ॥

এই প্রকার ভক্তি এবং ভক্তিপ্রবর্তক স্বরূপ বৃত্তিদ্বয় রূপ

হ্লাদিনীর সারাংশ স্বরূপ গুহ্য বিদ্যা ও তদ্বৃত্তি রূপ দ্বারা

প্রেম স্বরূপা ভক্তি প্রকাশ পায় ॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে ॥

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যাচ শোভনে ।

আত্মবিদ্যাচ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি ।

যজ্ঞবিদ্যা কৰ্ম্মবিদ্যা । মহাবিদ্যা অষ্টাঙ্গযোগঃ ।

গুহ্যবিদ্যা ভক্তিঃ । আত্মবিদ্যা জ্ঞানং ।

তৎ সৰ্ব্বাশ্রয়ত্বাত্বেব তত্তদ্রূপা বিবিধানাং মুক্তীনাং

বিবিধানামন্যেষাঞ্চ ফলানাং দাত্রী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮৪ ॥

অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে ।

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে

লক্ষ্মী স্তবে স্পষ্ট কহিয়াছেন যথা ॥

হে শোভনে ! হে দেবি ! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা ও আত্মবিদ্যা হইয়াছ এবং তুমিই মুক্তি ফল প্রদান কর ॥

এ স্থলে যজ্ঞ বিদ্যার অর্থ কৰ্ম্ম বিদ্যা, মহাবিদ্যার অর্থ অষ্টাঙ্গ যোগ, গুহ্য বিদ্যার অর্থ ভক্তি এবং আত্মবিদ্যার অর্থ জ্ঞান, এই সকলের আশ্রয় প্রযুক্ত তুমিই ঐ ঐ স্বরূপা হইয়া বিবিধ মুক্তি সকলের ও অন্যান্য ফল সকলের দাত্রী হইয়াছ ॥ ১৮৪ ॥

অথ মূর্ত্তি অর্থাৎ এককালীন শক্তিত্রয় প্রধান দ্বারা পর-তত্ত্ব স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ পান । এই মূর্ত্তির নাম বাসুদেব ॥

ইয়মেব বাসুদেবাখ্যা তদুক্তং শ্রীমহাদেবেন ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিত্বং যদীয়তে তত্র পুমানপা-  
বৃত্তঃ । সত্ত্বেচ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবোহুঃখাক্রজো  
মে মনসা পিধীয়ত ইতি ।

অস্যার্থঃ ।

বিশুদ্ধং স্বরূপ বৃত্তিতেন জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি ।

বিশেষণ শুদ্ধং সত্ত্বং যৎ তদেব বসুদেব শব্দেনোক্তং

কৃত স্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ । যৎ যস্মাৎ তত্র

এই বিষয় ৪ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে

শ্রীমহাদেব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

মহাদেব সতীকে কহিলেন হে সুন্দরি ! আমি কেবল  
অভাগ্যত ব্যক্তিতে বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমন নহে  
নিতাই মনোমধ্যে বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি, বিশুদ্ধ  
যে সত্ত্বগুণ তাহাই বসুদেব এই শব্দে উক্ত হয়, যে হেতু  
নির্গল সত্ত্ব গুণে পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পান । এই  
কারণে সেই সত্ত্ব স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্  
বাসুদেবকে আমি মনো দ্বারা সতত নমস্কার পূর্বক সেবা  
করি ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিশুদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির  
বৃত্তির হেতু জাড্যাংশ রহিত । বিশেষ রূপে যাহা শুদ্ধ সত্ত্ব  
তাহাই বসুদেব শব্দে কথিত হইয়াছে । যদি বল কি হেতু  
তাহার সত্ত্বতা ও বসুদেবতা হইল এই প্রশ্নে কহিতেছেন ।

তস্মিন্ পূমন্ বাসুদেব ইতি প্রকাশতে । আদ্যে  
 ভাবদগোচরতা হেতুত্বেন লোক প্রসিদ্ধ সত্ত্ব সাম্যাৎ  
 সত্ত্বতা ব্যক্তা । দ্বিতীয়ে ত্বয়মর্থ বসুদেবে ভবতি প্রতী-  
 যতে ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ সচ বিশুদ্ধ সত্ত্বে  
 প্রতীয়তে অতঃ প্রত্যয়ার্থেদ প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নির্ধা-  
 র্যতে । ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বা বসত্য  
 স্মিতি বা বসতং ।

তথা দীব্যতি দ্যোতত ইতি দেবঃ ।

সচাসৌ সচেতি বসুদেবঃ ।

বসুভি ভগবদ্বাক্য লক্ষণৈঃ পুণ্যৈঃ প্রকাশত ইতি বা বসু-

যে হেতু সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে বাসুদেব পুরুষ প্রকাশ পান  
 প্রথমে অগোচরের গোচরতা হেতু দ্বারা লোক প্রসিদ্ধ সত্ত্বের  
 সাম্য প্রযুক্ত সত্ত্বতা প্রকাশ হইয়াছে ।

দ্বিতীয়ে অর্থ এই যে, বসুদেবে “ভবতি” প্রতীত হয়, এই  
 অর্থে বাসুদেব পরমেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এই  
 বাসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রতীত হইবেন । যে হেতু প্রসিদ্ধ  
 প্রত্যয়ার্থ দ্বারা প্রকৃতির অর্থ নির্দ্ধারিত হয় । সেই হেতু  
 দেবকে বাস করান এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অথবা দেব ইহাতেই  
 বাস করেন এই অর্থে বসু শব্দ নিষ্পন্ন হইল । সেই রূপ  
 “দীব্যতি” অর্থাৎ ক্রোড়া করেন অথবা প্রকাশ পাইল এই  
 অর্থে দেব, এই উভয় শব্দে মিলিত হইয়া বসুদেব এই শব্দটি  
 নিষ্পন্ন হইল । কিম্বা “বসুভিঃ” অর্থাৎ ভগবদ্বাক্য লক্ষণ

দেবঃ । তস্মাদ্বস্তুদেব শাক্তং বিশুদ্ধ সত্ত্বং । ইথং  
 সয়ং প্রকাশ জ্যোতিরেক বিগ্রহ ভগবজ্জ্ঞান হেতুত্বেন  
 কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্লিকং তু যৎ ।  
 প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্থিষ্ঠং নিগুণং স্মৃতমিত্যাদৌ  
 বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ্জ্ঞান শ্রবণেন নচ  
 সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধপদাবগতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতা  
 লক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তং । ততশ্চ সত্ত্বে প্রতীয়ত ইত্যত্র  
 করণ এবাধিকরণ বিবক্ষা ॥ ১৮৫ ॥

পুণ্য সকল দ্বারা প্রকাশ পান এই অর্থেই বা বস্তুদেব । অত-  
 এব বস্তুদের শব্দে বিশুদ্ধ সত্ত্ব ।

এই প্রকার সয়ং প্রকাশ জ্যোতিঃ, মুখ্য বিগ্রহ ভগবানের  
 জ্ঞান হেতু দ্বারা এই বিষয় ১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৩  
 শ্লোকে ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন ॥

হে উদ্ধব ! দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্ম বিষয়ক জ্ঞান  
 সাত্ত্বিক জ্ঞান, দেহাদি বিষয়ক জ্ঞান রাজসিক জ্ঞান, বাণ-  
 মুকাদির যে জ্ঞান তাহা তামসিক জ্ঞান, আর আঘাতে নিষ্ঠ  
 যে জ্ঞান তাহাকে নিগুণ বলা যায় ॥

ইত্যাদি বহু বহু প্রমাণে গুণাতীত অবস্থায় ভগবৎ  
 জ্ঞানের শ্রবণ দ্বারা সিদ্ধ । এস্থলে বিশুদ্ধ পদের জ্ঞান স্বরূপ  
 শক্তির বৃত্তিরূপ তাহার স্বপ্রকাশতা শক্তি স্বরূপ ব্যক্ত  
 হইল । অতএব সত্ত্বে প্রতীত হইলেন এস্থলে কারণেতেই  
 অধিকরণ কথনেচ্ছায় হইয়াছে ॥ ১৮৫ ॥

স্বরূপ শক্তি বৃত্তিহমেব বিশদয়তি ।

অপাবৃত্ত আবরণ শূন্যঃ সন্ প্রকাশতে ।

প্রাকৃতং সত্ত্বং চেত্তর্হি তত্র প্রতিফলনমেবাবদীয়তে ।

ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গত তয়া তস্য তত্রাবৃত্ত  
ত্বেনৈব প্রকাশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ফলিতার্থমাহ এবং ভূতে  
সত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ যে ময়া  
মনসা বিশেষেণ বিদীয়তে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ । তৎ সত্ত্বং  
তাদাত্ম্যাপন্নমেব অন্যথা নৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যতে  
ইতি পর্য্যবাসিতং । ননু কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং কিং  
তেন সত্ত্বেন তত্রাহ । হি যস্মাদধোক্ষজঃ অধঃকৃতমতি-

স্বরূপ শক্তির বৃত্তিকে প্রকাশ করিতেছেন । অপাবৃত্ত  
অর্থাৎ আবরণ শূন্য হইয়া প্রকাশ পান । যদি তাহা প্রাকৃত  
সত্ত্ব হইত, তাহা হইলে তাহাতে প্রতিফলনই অবশিষ্ট  
হইতে পারিতা । সেই হেতু দর্পণে মুখের ন্যায় দর্পণের অন্ত-  
র্গত হইয়া সেই মুখের দর্পণে আবৃত্তরূপে প্রকাশ হয়  
ইহাই ভাবার্থ । ফলিতার্থ কহিতেছেন । এই প্রকার সত্ত্বে  
নিত্যই প্রকাশমান ভগবান্ আমা কর্তৃক মনো দ্বারা বিশেষ  
রূপে চিন্তিত হইয়াছেন । সেই সত্ত্ব তৎ স্বরূপই প্রাপ্ত  
হয়, তাহা না হইলে মনের দ্বারা চিন্তা করিতে সমর্থ হওয়া  
যায় না ইহাই চরমার্থ ।

অহে ! যদি বল কেবল মনের দ্বারাই চিন্তা কর, সত্ত্বে  
প্রয়োজন কি ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন । হি শব্দের অর্থ—



ক্রান্তমক্ষজমিদ্ভিন্নজজ্ঞানং যেন সঃ নমসেতি পাঠে হি শব্দ  
স্থানেহপ্যনুশব্দঃ পঠ্যতে । ততশ্চ বিশুদ্ধ সত্ত্বাখ্যা  
স্বপ্রকাশতা শক্ত্যেব প্রকাশমানোহসৌ নমস্কারাদিনা  
কেবলমনু বিধীয়তে সেব্যতে । নতু কেনাপি প্রকাশ্যত  
ইত্যর্থঃ । তদেব সৌহৃদ্যাত্মেনৈব ক্ষুরমসৌ অদৃশ্যেনৈব  
নমস্কারাদিনা অস্মাভিঃ সেব্যত ইতি তৎ প্রকরণ সঙ্গতিশ্চ  
গম্যতে ॥ ১৮-৬ ॥

তথ যতো ভগবদ্বিগ্রহ প্রকাশক বিশুদ্ধ সত্ত্বস্য যুতিত্বং  
বহুদেবত্বং চ তত এব তৎ প্রাচুর্ভাব বিশেষে ধর্মপত্ন্যা  
যুতিত্বং প্রসিদ্ধং । শ্রীমদানকদুন্দুভোচ বহুদেবত্বমিতি

যে হেতু । অধোক্ষজ অর্থাৎ যিনি ইন্দ্రిয় জন্তু জ্ঞানকে অতি  
ক্রম করিয়াছেন । “নমসা” এই পাঠে হি শব্দ স্থানে অনুশব্দ  
পাঠ করিতে হইবে । সেই হেতু বিশুদ্ধ সত্ত্বাখ্যা স্বপ্রকাশতা  
শক্তি দ্বারাই প্রকাশমান এই ভগবান্ কেবল নমস্কারাদি দ্বারা  
অনুবিধেয় অর্থাৎ সেব্য হয়েন কিন্তু কাহারও দ্বারা প্রকাশিত  
হয়েন না । অতএব তিনি যখন অদৃশ্য রূপে ক্ষুর্তি পান  
তখন অদৃশ্য নমস্কারাদি দ্বারাই আমরা তাঁহাকে সেবা করি,  
এই রূপ ব্যাখ্যা করিলে তৎ প্রকরণ সঙ্গতি বোধ হয় ॥ ১৮-৬

অনন্তর যে হেতু ভগবানের বিগ্রহ প্রকাশক বিশুদ্ধ  
সত্ত্বের যুতিত্ব এবং বহুদেবত্ব, সেই হেতু ভগবানের প্রাচুর্ভাব  
বিশেষে ধর্মের পত্নী যুতি নামে প্রসিদ্ধ এবং শ্রীমান্ আনক  
দুন্দুভিতে বহুদেবত্ব, ইহা বিবেচনা করিতে হইবে ॥

বিবেচনীয়ঃ। অত্র শ্রদ্ধা পুষ্ঠ্যাদি লক্ষণ প্রাদুর্ভূত ভগ-  
বচ্ছক্ত্যাংশ রূপস্য ভগিনী তয়া পাঠ সাহচর্যেণ মূর্ত্তে স্তম্ভা-  
সুচ্ছক্ত্যাংশ প্রাদুর্ভাবত্বমুপপত্ত্যতে। তুর্য্যে ধর্ম্ম কলা মর্গে  
নরনারায়ণাব্যবী ইত্যত্র কলা শব্দেনচ শক্তি রেবাভিধী-  
য়তে। ততঃ শক্তি লক্ষণায়াং তস্যাং চ নরনারায়ণাখ্য  
ভগবৎ প্রকাশ ফল দর্শনাৎ বসুদেবাখ্য শুদ্ধ সত্ত্বরূপত্ব-  
মেবাবসীযতে। তদেবমেব তস্যা মূর্ত্তি রিত্যাখ্যা-  
পু্যক্তা ॥ ১৮৭ ॥

তথাচ শ্রদ্ধাদ্যা বিশদার্থ তয়া বিমুচ্য সৈব নিরুক্তা

এ স্থলে শ্রদ্ধা পুষ্ঠ্যাদি রূপ প্রাদুর্ভূত ভগবানের শক্ত্যাংশ  
সমূহের ভগিনী রূপে পাঠ সহচর দ্বারা সেই মূর্ত্তির ভগবানের  
শক্ত্যাংশ রূপে প্রাদুর্ভাবত্ব উপলব্ধি হইল ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে যথা ॥

চতুর্থাবতারে ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তির গর্ত্তে নরনারায়ণ রূপে দুইটি  
ঋষি হইয়া আত্মোপাসনাস্থিত দুশ্চর তপস্যা আচরণ করেন ॥

এ স্থলে কলা শব্দে শক্তিকে কহিয়াছেন। অতএব শক্তি  
রূপা সেই মূর্ত্তিতে নরনারায়ণ নামক ভগবানের প্রকাশ ফল  
দর্শন হেতু বসুদেব নামক শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপত্বই অবশেষ হইল।  
সেই কারণেই এই প্রকার ঐ শক্তির মূর্ত্তি বলিয়া এই আখ্যা  
কথিত হইয়াছে ॥ ১৮৭ ॥

অতএব শ্রদ্ধাদির নির্গলার্থতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে পরি-

চতুর্থঃ ।

মূর্তিঃ সৰ্বগুণোৎপত্তি নরনারায়ণাবুধী ইতি ।

সৰ্ব গুণস্য ভগবত উৎপত্তিঃ প্রকাশো যস্যোঃ সা তাবসু-  
তেতি পূৰ্বেণৈবান্বয়ঃ । ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দ মূর্তেঃ  
প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্তিরিত্যর্থঃ তথৈব তৎপ্রকাশ ফলত্ব  
দর্শনেনচ নামৈক্যেনচ শ্রীমদানকচুন্দুভেরপি শুদ্ধ সত্ত্বাবি-  
র্ভাবত্বং জ্ঞেয়ং ।

তচ্চোক্তং নবমে ॥

ত্যাগ করিরা সেই মূর্তিই চতুর্থস্কন্ধে কথিত হইয়াছে ॥

৪ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে যথা ॥

মূর্তি যাহাতে সৰ্ব গুণের উৎপত্তি হয়, তিনি নরনারায়ণ  
নামে দুইটা ঋষি প্রসব করেন ॥

সৰ্ব গুণ সম্পন্ন ভগবানের যাহাতে উৎপত্তি অর্থাৎ  
প্রকাশ হইয়াছে সেই মূর্তি নরনারায়ণকে প্রসব করিয়াছিলেন,  
পূৰ্বেই সহিত ইহার অন্বয় হইয়াছে । ভগবান্নামী সচ্চিদানন্দ  
মূর্তির প্রকাশ হেতু মূর্তি এই আখ্যা হইয়াছে । সেই প্রকারই  
ভগবানের প্রকাশ ফল দর্শন ও নামের ঐক্য দ্বারা শ্রীমান্-  
আনকচুন্দুভিরও শুদ্ধ সত্ত্ব আবির্ভাবত্ব জানিতে হইবে ॥

এই বিষয় ৯ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে

উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিমিতি । অন্যথা  
 হরেঃ স্থানমিতি বিশেষণস্য অকিঞ্চিংকরত্বং স্যাদिति ॥  
 তদেবং হ্লাদিন্যাদ্যেকতমাংশ বিশেষ প্রধানেন বিশুদ্ধ  
 সত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভুতী নামপি প্রাদুর্ভাবে বিবেক্তব্যঃ ॥  
 তত্রচ তাসাং ভগবতি সম্পদ্রূপত্বং তদনুগ্রাহে সম্পৎ  
 সম্পাদক রূপত্বং সম্পদংশরূপত্বং চেত্যাदि ত্রিরূপত্বং  
 জ্ঞেয়ং । তত্র তাসাং কেবল শক্তি মাত্রত্বেনামূর্তীনাং  
 ভগবদ্বিগ্রহাদৈকাত্ম্যেন স্থিতি স্তদধিষ্ঠাত্রী রূপত্বেন

হে রাজন্ ! বসুদেবের জন্ম কালীন স্বর্গে দেবতাদিগের  
 দুন্দুভি এবং ঢকা বাদ্য হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তাঁহাকে আন-  
 কদুন্দুভি বলিত । তিনি ভগবান্ হরির প্রাদুর্ভাব স্থান  
 ছিলেন ॥

বসুদেবের যদি শুদ্ধ সত্ত্বত্বের আবির্ভাব না হইত তাহা  
 হইলে “হরেঃ স্থানঃ” এই বিশেষণের অকিঞ্চিং করত্ব হইত ॥

অতএব এই প্রকার হ্লাদিন্যাদির মুখ্যাংশ বিশেষ প্রমাণ  
 দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব হেতু যথাযোগ্য শ্রী প্রভুতিরও প্রাদুর্ভাব  
 বিবেচনা করিতে হইবে ॥

তন্মধ্যেও শ্রী প্রভুতি ভগবানের সম্পৎ রূপিণী হইয়া-  
 ছেন, তাঁহার অনুগ্রহে সম্পত্তির সম্পাদক ও সম্পত্তির অংশ  
 এই তিন জানিতে হইবে, তন্মধ্যেও কেবল শক্তিমাত্র দ্বারা  
 মূর্তি রহিত সেই শ্রী প্রভুতির ভগবদ্বিগ্রহাদির ঐকাত্ম্য রূপে

মূর্ত্তানাং তু তদাবরণ ভজেতি দ্বিরূপত্বমপি জেয়মিতি  
দিক্ ॥ ১০ । ৪০ । শ্রীশুকঃ ॥ ১৮৮ ॥

অথৈবং ভূতানস্ব রক্তিকায়া স্বরূপশক্তিঃ সা ত্বিহ ভগবদ্ধা  
মাংশ বর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরেবেত্যাহ ॥

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেরিতি ॥ ১১৮ ॥  
টীকাচ । অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ তত্র হেতুঃ সাক্ষাদা-  
ত্মনঃ স্বস্বরূপস্য চিদ্রূপত্বাস্তস্যাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ ।  
ইতোষা ।

স্থিতি এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী রূপ দ্বারা মূর্ত্তি সকলেরও ভগ-  
বানের আবরণ রূপে স্থিতি, এই দুই প্রকার ভেদ জানিতে  
হইবে ॥ ১৮৮ ॥

অনন্তর এই প্রকার যিনি অনন্তরূপ্তি স্বরূপ শক্তি তিনিই  
ভগবানের বাম পার্শ্ববর্ত্তিনী মূর্ত্তি মতী লক্ষ্মী । এই অভিপ্রায়ে  
কহিতেছেন ॥

১২ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে

শ্রীসূত বাক্য যথা ॥

সাক্ষাৎ শ্রী আত্মরূপ নরনারায়ণের অনপায়িনী শক্তি ॥ ১১৮ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

হরির শক্তি অনপায়িনী অর্থাৎ নিত্য, ভাহাতে কারণ  
এই যে, সাক্ষাৎ আত্মা অর্থাৎ নিজ স্বরূপের চিদ্রূপত্ব প্রযুক্ত  
লক্ষীর তাঁহার সহিত অভেদ ।

এ স্থলে সাক্ষাৎ শব্দ প্রয়োগ হেতু

অত্র সাক্ষাচ্ছন্দেন বিলজ্জমানয়া যস্য স্মাতুমীক্ষাপথেহমু-  
যেত্যাভ্যুক্তা মায়া নেতি ধ্বনিতং । তত্রানপায়িত্বং যথা ।

শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ।

পরমাত্মা হরিদেব স্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা ।

শ্রীদেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ

ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনেতি ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

২ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে ॥

ঐ মায়া “এই মদীয় প্রভু আগার কপট জানেন” এই  
বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিতে লজ্জিতা হয়, স্ততরাং তাঁহার  
উপরে আপনার কার্য্য করিতে পারে না । এই দ্বিতীয় স্কন্ধের  
৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোক বর্ণিত মায়া এস্থলে নহে ইহাই  
ধ্বন্যর্থ ॥

তন্মধ্যে লক্ষ্মীর অনপায়িত্ব শ্রী হয়শীর্ষ

পঞ্চরাত্রে যথা ॥

ইহ লোকে পরমাত্মা হরি যে দেব তাঁহার শক্তি শ্রী  
ইহাই কথিত হইয়াছেন । শ্রী দেবী প্রকৃতি বলিয়া উক্ত  
হইয়াছেন এবং কেশব পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ।  
বিষ্ণু ব্যক্তিরেকে লক্ষ্মী থাকেন না লক্ষ্মী ব্যক্তিরেকে বিষ্ণুও  
থাকেন না ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।

যথা সর্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তমেতি ।

তদ্রান্যত্র ॥

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ ।

অবতারং করোত্যেমা তথা শ্রীস্তুং সহায়িনীতি ॥ ১৮৯ ॥

চিদ্রূপত্বমপি স্কান্দে ।

অপরং অক্ষরং যা সা প্রকৃতিজড়রূপিকা ।

শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণুগংশ্রয়া ।

তামক্ষরং পরং প্রাহুঃ পরতঃ পরমক্ষরং ।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! নিত্য স্বরূপা জগন্মাতা লক্ষ্মী বিষ্ণুর  
অনপায়িনী অর্থাৎ ইনি কখন বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন না,  
যেমন বিষ্ণু সর্বগত তদ্রূপ ইনিও সর্বগামিনী ॥

ঐ বিষ্ণুপুরাণের অন্য স্থলে যথা ॥

এই প্রকার জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দন যেমন অবতার  
করেন এই লক্ষ্মীও তাঁহার সেই রূপ সহায়িনী ॥ ১৮৯ ॥

লক্ষ্মীর চিদ্রূপত্ব যথা

স্কন্দপুরাণে ॥

যিনি অপর অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশিনী তিনি জড়রূপা  
প্রকৃতি । আর যিনি লক্ষ্মী পরাপ্রকৃতি চেতনা রূপে  
বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পরম  
অক্ষর বলিয়া কীর্তন করেন, তথা হরি পরাংপর অক্ষর

# ষট্‌সন্দভঃ ।

—:~:—

শ্রীল শ্রীপূজ্যপাদ-জীবগোস্বামিপ্রণীতঃ

—

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেন শ্লোকান্ সংশোধ্য  
বঙ্গভাষয়া অনূদিতং ।

—

শ্রীরামবিহারিসাধ্যাতীর্থেণ  
সংশোধিতং ।

—

শ্রীব্রজনাথমিশ্রেণ—  
তৃতীয়সংস্করণং ।  
প্রকাশিতং ।

মুর্শিদাবাদ ।

বহরমপুর,—রাধারমণবল্লভে

শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ মণ্ডল প্রিন্টারেণ  
মুদ্রিতং ।

—

বঙ্গাব্দে ১৩৩৬ আশ্বিনে ।

মূল্য ৫০ আনা ।





হরিরেবাখিলগুণ অক্ষর ত্রয়মীরিতমিতি ।

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এব ॥

কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কাল সূত্রস্য গোচরে ।

যস্য শক্তিন্ শুদ্ধস্য প্রসীদতু স মে হরিঃ ।

প্রোচ্যতে পরমেশো যো যঃ শুদ্ধোহপ্যুপচারতঃ ।

প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্বদেহিনামিতি ॥

অত্র স্বামিভিরেব ব্যাখ্যাতঞ্চ ॥

কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কাল এব সূত্রবৎ সূত্রং জগচ্চেক্টা  
নিয়ামকত্বাৎ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্য শক্তিলক্ষ্মীনা

স্বরূপ । অখিল গুণ বিশিষ্ট এই অক্ষরত্রয় কথিত হইল ॥

অতএব বিষ্ণুপুরাণেই বলিয়াছেন যথা ॥

যে শুদ্ধ সত্ত্ব হরির শক্তি অর্থাৎ লক্ষ্মী কলা কাষ্ঠা নিমেষ-  
বাদি কাল সূত্রের গোচর হয়েন না, সেই হরি আগার প্রতি  
প্রসন্ন হউন ॥

পণ্ডিতগণ যাঁহাকে পরমেশ্বর কহিয়াছেন এবং যিনি শুদ্ধ  
হইয়াও উপচার হেতু সকল দেহির আত্মা হইয়াছেন সেই  
বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥

এ স্থলে শ্রীধরস্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥

জগতের চেক্টার নিয়ামক হেতু কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি  
কালই সূত্রের ন্যায় সূত্র হইয়াছে ঐ কালের গোচরে অর্থাৎ  
বিষয়ে, যাঁহার শক্তি লক্ষ্মী বর্তমান হয়েন না, যে হেতু ঐ  
লক্ষ্মী ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্না, স্ততরাং তিনি নিত্যানন্দ

বর্ততে । স্বরূপাভিন্নত্বান্নিত্যেব সা কালাধীনা ন ভবতী-  
 ত্যর্থঃ । অতএব তস্যাঃ স্বরূপাভেদচ্ছুদ্ধস্যোত্মকঃ ॥ ১৯০  
 ননু যদি লক্ষ্মী স্তং স্বরূপাভিন্না কথং তর্হি লক্ষ্ম্যাঃ  
 পতিরিত্যুচ্যতে তত্রাহ প্রোচ্যতে ইতি পরা চার্মৌ মাচ  
 লক্ষ্মী স্তম্যা ঈশো যঃ শুদ্ধঃ কেবলোহপি উপচারতো  
 ভেদ বিবক্ষয়া প্রোচ্যতে ।

দ্বিতীয়োচ্ছদঃ প্রসিদ্ধাবিতি ।

এবমেবাভিপ্রেত্য প্রার্থিতং শ্রীব্রহ্মণা তৃতীয়ে ।

কখন কালের অধীনা হয়েন না । অতএব তাঁহার স্বরূপের  
 অভেদ প্রযুক্ত ঐ লক্ষ্মী শুদ্ধের শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়া-  
 ছেন ॥ ১৯০ ॥

অহে ! লক্ষ্মী যদি ভগবৎ স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেন,  
 তবে কি প্রকারে ভগবানকে লক্ষ্মীর পতি বলিয়া পণ্ডিতগণ  
 কীর্তন করেন, এই প্রশ্নে কহিতেছেন ।

“প্রোচ্যতে পরমেশো যো” এই শ্লোকে পরা শব্দের  
 অর্থ শ্রেষ্ঠা, মা শব্দে লক্ষ্মী তাঁহার ঈশ্বর, যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ  
 কেবল হইয়াও উপচার অর্থাৎ ভেদ কখনেচ্ছায় কথিত হই-  
 য়াছেন । এই শ্লোকে শেষে যে দ্বিতীয় যং শব্দের প্রয়োগ  
 আছে তাহা প্রসিদ্ধার্থে জানিতে হইবে ॥

এই প্রকার অভিপ্রায় করিয়া ৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে

২৩ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছেন যথা ॥

এষ প্রপন্ন বরদোরময়াত্ম শক্ত্যা

যদ্যৎ করিম্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ ।

তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোহপি চেতো

যুঞ্জীত কৰ্ম্ম শমলকং যথা বিজহ্যমিতি ॥

অতো যত্ন ॥

সাক্ষাচ্ছ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্টা তং মহদদ্ভুতং ।

অদৃষ্টাশ্রুত পূর্ব্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতেতি

শ্রীনৃসিংহপ্রাদুর্ভূতাবুত্বং ॥

ব্রহ্মা কহিলেন সেই ভগবান্ শরণাগত জনের বরপ্রদ তিনি আত্মশক্তি স্বরূপ মায়ার সহিত যে কার্য্য করিবেন, আমি তদাজ্ঞায় তাঁহার প্রভাবান্বিত এই বিশ্ব সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তমান থাকিলেও আমার চিত্তকে সেই সমস্ত কৰ্ম্মে নিযুক্ত করুন, আমি যেন ঐ সকল কৰ্ম্মে আসক্তি এবং তৎকৃত বৈষম্যাদি রূপ পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি ॥

অতএব ৭ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে

শ্রীনৃসিংহদেবের প্রাদুর্ভাবে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

দেবগণ স্বয়ং শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট যাইতে অসক্ত হইয়া প্রথমতঃ লক্ষ্মীকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তদ্রূপ রূপ পূর্ব্বকখন দৃষ্ট অথবা শ্রুত না হওয়াতে ঐ মহৎ আশ্চর্য্য রূপ দর্শনে লক্ষ্মীরও সাতিশয় শঙ্কা জন্মিল অতএব তিনিও ঐ নৃসিংহের নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না ॥

তত্রাদৃষ্টাশ্রিত পূর্বত্বং সংভ্রমাদেব জাতমিত্যাহং ।

তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতমনপায়িনী ভগবতীত্যাदि ॥

১২ । ১১ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ১৯১ ॥

তদেবং সচ্চিদানন্দৈকরূপঃ স্বরূপ ভূতাচিন্ত্য বিচিত্রানন্ত-  
শক্তিযুক্তো ধর্মত্ব এব ধর্মিত্বং নির্ভেদত্ব এব নানা ভেদ  
বদ্বমপরূপিত্ব এব রূপিত্বং ব্যাপকত্ব এব মধ্যমত্বং সত্য  
মেবেত্যাदि পরস্পর বিরুদ্ধানন্ত গুণানিধিঃ । স্থূল সূক্ষ্ম  
বিলক্ষণ অপ্রকাশ্যশু স্বস্বরূপ ভূত শ্রীবিগ্রহস্তথাভূত ভগ-  
বদাখ্য মুখ্যৈকবিগ্রহ ব্যঞ্জিত তাদৃশানন্ত বিগ্রহ স্তাদৃশ  
স্থানুরূপ স্বরূপ শক্ত্যাবির্ভাবলক্ষণ লক্ষ্মীরঞ্জিত বামাংশঃ

এস্থলে অদৃষ্ট ও অশ্রুত পূর্বত্ব সন্দ্রম বশতঃ জন্মিয়াছিল  
ইহাই উহ্য করিতে হইবে । অতএব অনপায়িনী ভগবতী  
ইত্যাदि স্বামী উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১৯১ ॥

সেই হেতু এই প্রকার যিনি সচ্চিদানন্দৈকরূপ স্বরূপ  
ভূত অচিন্ত্য আশ্চর্য্য অনন্ত শক্তি যুক্ত ও যিনি ধর্ম হইয়াও  
ধর্মি হইয়াছেন, যিনি ভেদ শূন্য হইয়া ভেদ বিশিষ্ট হইয়া-  
ছেন, যিনি রূপ শূন্য হইয়াও রূপ বিশিষ্ট হইয়াছেন, যিনি  
ব্যাপক হইয়াও পরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন ও যিনি সত্য ইত্যাदि  
পরস্পর বিরুদ্ধ অনন্তগুণের নিধি স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে বিল-  
ক্ষণ অখণ্ড স্বস্বরূপ ভূত শ্রীবিগ্রহ যিনি ভগবন্নামক প্রধান  
এক বিগ্রহ প্রকাশক সেই অনন্ত বিগ্রহও যাহার তাদৃশ  
নিজানুরূপ স্বরূপ শক্তি দ্বারা আবির্ভাব রূপা লক্ষ্মী

স্বপ্রভা বিশেষাকার পরিচ্ছেদ পরিকর নিজধামস্থ বিরাজ-  
মানাকারঃ স্বরূপশক্তিবিলাস লক্ষণাদ্ভুত গুণ লীলাদি  
চমৎকারিতাত্মারামাদিগণো নিজসামান্য প্রকাশাকার  
ব্রহ্মতত্ত্বো নিজাশ্রয়ৈক জীবন জীবাখ্য তটস্থ শক্তিরনন্ত  
প্রপঞ্চ ব্যঞ্জিত স্বাভাসশক্তিগুণো ভগবানিতি বিদ্বদুপল-  
দ্ধার্থ শব্দে ব্যঞ্জিতং ।

তত্র তৎস্বভাবং বস্তুভূতরূপশ্যতোমবিদুষ্যামস্তাবনা ন  
যুক্তেতি বিশিদিষ্মন্ শ্রদ্ধাপরিত্যুং প্রক্ৰিয়তে তত্রৈকেন

কর্তৃক বামাংশ শোভিত হইয়াছে, যিনি নিজপ্রভাব বিশেষা-  
কার পরিচ্ছদ ও পরিকর বিশিষ্ট স্বীয় ধাম সকলে বিরাজমা-  
নাকর, যাহার আকার স্বরূপ শক্তির বিলাস স্বরূপ অদ্ভুত  
গুণ ও লীলাদি দ্বারা আত্মারাম সকলকে চমৎকৃত করিয়া-  
ছেন ও বাহার নিজের সামান্য প্রকাশাকার ব্রহ্মতত্ত্ব, যিনি  
জীবাখ্যা তটস্থ শক্তির মুখ্যাশ্রয় ও জীবন হইয়াছেন, গুণ  
যুক্ত যাহার নিজের আভাস শক্তির গুণ অনন্ত জগতের প্রকা-  
শক হইয়াছে, তিনিই ভগবান্ ইহা বিদ্বান্ সকলের জ্ঞাতার্থ  
শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইল ।

এই ভগবান্ অনন্ত গুণাদি বিশিষ্ট হওয়াতে তৎস্বভাব  
সম্পন্ন অন্যবস্তুরূপে বাহারি না দেখিতে পায় তাহাদের অস-  
ম্ভাবনা যুক্ত হয় অর্থাৎ অজ্ঞানলোকে কখন ভগবত্ত্ব জানিতে  
পারে না, জানিতে ইচ্ছুক সকলকে শ্রদ্ধাশ্রিত করিবার জন্য

তস্যাবিদুষাং জ্ঞানাগোচরত্বং । কিন্তু বেদৈক বেদ্যত্বমে-  
বেত্যাঙ্কঃ ॥ ১১২ ॥

ক ইহ নু বেদ বতাবর জন্মলঘোঃ গ্রন্থসং

যত উদগাদৃষির্মম নু দেবগণা উভয়ে ।

তর্হি ন সম্যচাসদুভয়ং নচ কাল জবঃ

কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবরুধ্য শয়ীত যদা ॥ ১১৯ ॥

বত অহো ভগবন্ ইহ জগতি অগ্রসরং পূর্বসিদ্ধং ত্বাং  
অবর জন্মালয়ঃ অর্কবাচীনোৎপত্তিনাশবান্ কোহপি

অবিদ্বান্ এবং সকলের ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান গোচর হয় না কিন্তু  
তিনি বেদবেদ্য ইহাই বলিতেছেন ॥ ১১২ ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে

শ্রুতি বাক্য যথা ॥

শ্রুতি সকল कहিলেন হে ভগবন্! এই সংসারে পূর্ন  
সিদ্ধ স্বরূপ আপনাকে অর্কবাচীনোৎপত্তি বিনাশশালী কোন্  
পুরুষ জানিতে সমর্থ হইবে? যে হেতু আপনা হইতে ব্রহ্মা  
উৎপন্ন হয়েন, সুতরাং আপনিই পূর্বসিদ্ধ আর সকলেই অর্কবা-  
চীন। আর যখন আপনি সমুদায় জগৎ উপসংহার করিয়া  
শয়ন করেন তখন জ্ঞানসাধন স্থূল আকাশাদি, বায়ুক্ষ্ম মহদাদি  
কিন্মা তদুভয়ারূপ শরীর অথবা কালবৈষম্য কিন্মা শাস্ত্র ইয়ার  
কিছুই থাকে না ॥ ১১৯ ॥

বত শব্দের অর্থ অহো ( আশ্চর্য্য ) হে ভগবন্! এই  
জগতে অগ্রসর অর্থাৎ পূর্বসিদ্ধ আপনাকে অবর জন্মালয়

পুমান্ বেদ জানাতি । ঈশ্বরস্য পূর্বসিদ্ধাবন্যস্য চার্বা-  
চীনত্বে কারণং বদন্ত্যো জ্ঞানকারণাভাবমাত্মঃ । যত উদ-  
গাদিতি যতস্তত্ত্বং এব ঋষি ব্রহ্মা উৎপন্নঃ । যং ব্রহ্মাণ  
মনু উভয়ে আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকা উৎপন্নঃ । অতো  
হর্বাচীনঃ সর্বে যদাতু ভবান্ শাস্ত্রং সৃজ্ঞাপকং বেদমব-  
কৃষ্য বৈকুণ্ঠ এবাকৃষ্য শয়ীত জগৎকার্য্যং প্রতি দৃষ্টিং  
নিমীলয়তি তর্হি তদা অনুশায়িনাং জীবানাং জ্ঞান  
সাধনং নাস্তি । যত স্তদা ন সৎ স্কুলমাকাশাদি নচাসৎ  
সূক্ষ্মং মহদাদি নচোভয়ং সদমন্ত্যামারুদ্ধং শরীরং । নচ  
কাল জবঃ তন্নিমিত্তী ভূতং কাল বৈষম্যং এবং সতি

অর্থাৎ আধুনিক উৎপত্তি নাশ বিশিষ্ট কোন্ পুরুষ জাম্বিবে ।  
ঈশ্বরের পূর্ব সিদ্ধি ও অপরের অর্বাচীনত্বের ( আধুনিকত্বের )  
প্রতি কারণ বলিবার জন্য জ্ঞান কারণের অভাব বলিতে-  
ছেন । ( যত উদগাদিতি ) যতঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই  
ঋষি ( ব্রহ্মা ) উৎপন্ন হইলেন । যে ব্রহ্মার পশ্চাৎ উভয়  
অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সকল উৎপন্ন হইয়াছেন  
অতএব সকলই অর্বাচীন । পরন্তু যখন আত্মজ্ঞাপক শাস্ত্র  
বেদকে আকর্ষণ করিয়া বৈকুণ্ঠে শয়ন করেন অর্থাৎ জগৎ  
কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তখন অনুশায়ি জীব  
সকলের জ্ঞান সাধন থাকে না । যে হেতু ঐ সময় সৎ  
পর্য্যৎ স্কুল আকাশাদি, না অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম মহদাদি ও  
তদুভয় দ্বারা আরদ্ধ শরীর ও কালবেগ এবং তাহার নিমিত্তী



তত্র তদা কিমপি ইন্দ্রিয় প্রাণাদ্যপি ন ॥ ১৯৩ ॥

অর্থার্থঃ যদা সৃষ্টি সময়ে বেদ প্রচারিতং তাদৃশং ভগ-  
বজ্জ্ঞানং তদাৰ্হাক্ সৃষ্টিগতত্বাৎ দেহাদ্যুপাধিকৃতান্তর  
ত্বাৎ । কালকৰ্ম্ম বশেন মলিনসত্ত্বাৎ তেষাং তদবধারণে  
সামর্থ্যং নাস্তি । যদাতু প্রলয় সময়ে ন বহ্নন্তরমপি  
তদাপি তেষাং বেদান্তর্ধান মহা তমোময় স্রষ্টৃপ্তিভ্যাং  
সাধনাভাবান্নতবানুভব সামর্থ্যমিতি ॥ ১৯৪ ॥

তথাচ শ্রুতঃ ॥

ভূত কালের বৈষম্য কিছুমাত্র থাকে না, যখন এই প্রকার  
হইল তখন তৎকালে ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিও কিছুমাত্র থাকে  
না ॥ ১৯৩ ॥

ইহার অর্থ এই যে, যখন সৃষ্টি সময়ে তাদৃশ ভগবৎ জ্ঞান  
বেদ দ্বারা প্রচারিত হইল তখন আধুনিক সৃষ্টি গত প্রযুক্ত  
ও দেহাদির উপাদি কৃত ভিন্ন হেতু কাল ও কৰ্ম্মের বশ হেতু  
মলিন সত্ত্ব নিবন্ধন সেই জীব সকলের ভগবৎ অবধারণে  
অর্থাৎ তাহার নিশ্চয় করণে সমর্থ থাকিল না। পরন্তু যখন  
প্রলয় সময়ে আপনকার বহু ভেদ থাকিল না । তখন সেই  
জীব সকলের বেদের অন্তর্দ্বান ও মহা তমোময় স্রষ্টৃপ্তি দ্বারা  
সাধনের অভাব প্রযুক্ত আপনকার অনুভব করিবার ক্ষমতা  
থাকে না ॥ ১৯৪ ॥

এই বিষয়ে শ্রুতি সকল যথা ॥

নতং বিদ্যাধ যইমাজজানানাদ্যু শ্রাকমন্তরং বভূব ।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ

কো অন্ধা বেদ ক ইহ প্রাযোচৎ ॥

কুত আরাধা কুত ইধং বিসৃষ্টিঃ ।

অপ্রাপ্যেদা অদ্য বিসর্জনেনাথ কোবেদ যত আবভূব ।

অনেজদেবং মননোজবীয়োনেদং দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব-

মর্শন্ তদ্বাবতোহন্যানন্ত্যেতি তিষ্ঠত্যস্মিন্নপোমাতরিষা

বিদম্যতি । ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং নহর্কেন ন স্মৃত্যুর্বেদোহে-

নেই ভগবান্‌কে কেহই জানেন না, যিনি এই জগৎকে

ও অন্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের অন্তর হইয়াছেন ॥

মনের সহিত তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া বাঁহা হইতে বাক্য

সকল নিবর্ত হয়, ইহাঁকে সাক্ষাৎ কে জানে, কে ইহাঁকে

কহিতে পারে ॥

এই বিশেষ সৃষ্টি কোথা হইতে আইল এবং কি হেতুই

বা হইল । অর্থাচীন দেবতা সকল এই জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে

সমর্থ নহেন । বাঁহা হইতে হইয়াছে তাঁহাকে কে জানে ॥

এই পরমেশ্বর এক অচল হইয়াও মন হইতে বেগবান্‌

হইয়াছেন । তাঁহাকে দেবতা সকল প্রাপ্ত হয়েন না ।

ইনি পূর্ব সিদ্ধ বেগবান্‌ অন্যকে অতিক্রম করিয়াছেন,

এই ঈশ্বর বিদ্যামানেই অগ্নি জলকে বিধান করিয়াছেন ।

চক্ষুঃ, কর্ণ, তর্ক, স্মৃতি, বেদ ইহাঁকে জানাইতে পারেন

বৈনং বেদয়তীত্যাদ্যাঃ ॥ ১০ । ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগ-  
বন্তঃ ॥ ১১৫ ॥ অথ তৎপূর্বকং বিদুষাং ভক্ত্যৈব সাক্ষা-  
দনুভবনীয়ত্বমাহত্ৰিভিঃ ॥

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোহজনো  
ন বুধ্যতেহদ্যাপি সমাধি যুক্তভিঃ ।  
কুতোহপরে তস্য মনঃ শরীরধী  
বিসর্গ সৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ ॥ ১২০ ॥

না ইত্যাদি ॥ ১১৫ ॥

অনন্তর ইহার পূর্ব বিদ্বান্ সকল ভক্তি দ্বারা ভগবান্কে  
সাক্ষাৎ অনুভব করেন, এই বিষয় ৩ শ্লোকে কহিতেছেন ॥

৯ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্রীকপিলদেবের

প্রতি অংশুমানের বাক্য যথা ॥

অংশুমান্ কহিলেন হে ভগবন্ ! যে ব্রহ্মা জন্ম রহিত  
তিনিও অদ্যাপি আপনা অপেক্ষা পরমেশ্বর যে আপনি,  
আপনাকে সমাধি দ্বারা দেখিতে পাইলেন না এবং যুক্তি  
দ্বারাও জানিতে পারিলেন না, ইহাতে অন্য অর্কচাঁদীন ব্যক্তির  
কোণা হইতে আপনাকে দর্শন করিবে ? তাহার ব্রহ্মার  
মনঃ, শরীর ও বুদ্ধি হইতে যে বিবিধ দেবতির্ধ্যাক্ নর সৃষ্টি  
হইয়া থাকে তন্মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে আবার  
আমরা অজ্ঞতম অতএব আমরা আপনকাকে দেখিতে পাইব  
সম্ভাবনা কি ? ॥ ১২০ ॥

অজ্ঞানঃ অজ্ঞোব্রহ্মাহপি ত্ৰাসদ্যাপি ন পশ্যতি

নচ বুধ্যতে কথং ভূতং আত্মনং পরং প্রত্যগ্‌রূপং ।

কৈহে'তুভিরপি ন বুধ্যতে ন পশ্যতিচ সমাধি যুক্তিভিঃ ।

ব্রহ্মসমাধিনাহপ্যপরোক্ষং ন পশ্যতি ॥

যুক্তিভিঃ পরোক্ষমপি ন সম্যগ্‌বুধ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

অপরে অর্কবাচীনাস্তু কুতস্ত্বাং পশ্যেয়ুবুধ্যোয়ুর্বা অর্কবা-  
চীনত্বে হেতুঃ তস্য ব্রহ্মণঃ । মনশ্চ শরীরঞ্চ ধীশ্চ সত্ত্ব  
তমো রজঃ কার্য্যানি তাভির্ববিধা যে দেবত্বির্বাঙ্গ্নরাণাং  
সর্গাঃ তেষাং সৃষ্টাঃ ।

অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞ ব্রহ্মাও অদ্যাপি আপনাকে দেখিতে  
পান না ও জানিতে পারেন না, আপনি কি প্রকার ? এই  
প্রশ্নে কহিতেছেন আপনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রত্যগ্‌রূপ  
অর্থাৎ সর্বাস্ত্রর্যামী সমাধি যুক্তি কোন হেতু দ্বারাই দেখিতে  
পান না অর্থাৎ ব্রহ্মা সমাধি দ্বারা আপনি যে অপরোক্ষ  
অর্থাৎ প্রত্যক্ষ আপনাকে দেখিতে পান না, আর যুক্তি  
সকল দ্বারা আপনি যে পরোক্ষ অর্থাৎ অগোচর, আপনাকে  
সম্যক্‌ রূপে বুঝিতে পারেন না । ইহাতে ব্রহ্মার অজ্ঞেয়  
বস্তু কি প্রকারে আধুনিক সকল আপনাকে দেখিবে ও  
জানিতে পারিবে । অন্যের অর্কবাচীনত্বের প্রতি কারণ এই  
যে, ঐ ব্রহ্মার মনঃ, শরীর ও বুদ্ধি দ্বারা সত্ত্ব, তমঃ, রজো-  
গুণের কার্য্য স্বরূপ নানা প্রকার যে দেবতা পশু পক্ষা ও  
নর সকলের সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি হইয়াছে । তাহাতে আবার

তত্রাপি বয়মপ্রকাশাঃ অজ্ঞা কূতঃ পশ্যেমেত্যর্থঃ ॥ ১৯৬ ॥

অপরে তর্হি কিং পশ্যন্তি তত্রাহ ॥

যে দেহভাজস্ত্রিগুণপ্রধানা গুণান্ বিপশ্যন্ত্যত বা তমশ্চ ।

মণায়য়া মোহিতা চতুসঙ্খাঃ পিছুঃ স্বসংস্থং ন বহিঃ

প্রকাশাঃ ॥ ১২১ ॥

আমরা অপ্রকাশ অর্থাৎ অজ্ঞ, কি প্রকারে আপনাকে দেখিব ॥ ১৯৬ ॥

তবে আপনাকে কি প্রকারে দেখিতেছে এই প্রশ্নে কহিতেছেন ॥

৯ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে

শ্রীকপিলদেবের প্রতি অংশুমানের বাক্য যথা ॥

অংশুমান্ কহিলেন হে দেব ! যে সকল ব্যক্তি দেহধারী, তাহারা, আপনি যে আশ্রিতে মন্যক্ অনস্থিত তথাচ আপনাকে জানিতে পারে না গুণ সকলই দর্শন করে অথবা গুণও তাহাদের দৃষ্টি গোচর হয় না, কেবল তনই দেখিতে পায়, কারণ ত্রিগুণা বুদ্ধিই তাহাদিগের প্রধান অতএব বহির্দিকেই তাহাদের জ্ঞান অর্থাৎ তাহারা বুদ্ধির পরতন্ত্র এ প্রযুক্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিষয় দর্শন করে এবং সুষুপ্তিদশায় তমোমাত্র দেখে, আপনি নিগুণ সূত্রাং আপনাকে কোন অবস্থায় দেখিতে পায় না, যে হেতু তাহাদের চিত্ত আপনকার মায়ায় বিমোহিত ॥ ১২১ ॥

যে দেহভাজন্তে অস্মিন্ সম্যক্স্থিতমপি ত্বাং ন বিদুঃ ॥

কিন্তু গুণানুব বিপশ্যন্ত কদাচিচ্চ কেবলং তম্ এব  
পশ্যন্তি যত স্ত্রিগুণা বুদ্ধিরেব প্রধানং যেষাং । বুদ্ধি  
পরতন্ত্র তয়া জাগ্রৎ স্বপ্নয়োবিষয়ান্ পশ্যন্তি অসুপ্তৌহু  
তম্ এব নহু বস্তুতো নিগুণানাং সর্কেয়াং আত্মারামা-  
ণামানুভূতং ত্বাং ।

সর্বত্র হেতুঃ । যৎ যতঃ মায়ায়া যস্য তব মায়ায়া বা  
মোহিতং চেতো যেষাং তে তথাহপি ত্বং বিচারেণ  
জ্ঞান্যসীতি চেৎ মৈবং । যতোনাস্বদ্ধিধানাং জ্ঞানগোচর

যাহারা দেহভাক্ অর্থাৎ শরীরধারী তাহারা স্বীয় শরীরে  
অবস্থিত দে আপনি আপনাকে জানিতে পারে না । কিন্তু  
গুণ সকলকেই দেখিতে পায় । কখন কেবল তমোমাত্র  
অবলোকন করে, যে হেতু তাহাদের ত্রিগুণা বুদ্ধিই প্রধান  
হইয়াছে । তাহারা বুদ্ধির বশীভূত হওয়াতে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন  
গত বিষয় সকলকেই অবলোকন করে, পরন্তু অসুপ্তি অব-  
স্থায় অর্থাৎ ঘোর নিদ্রার সময় কেবল তমই দেখিতে পায়,  
বস্তুতঃ নিগুণ সকলের অর্থাৎ আত্মারামগণের আত্ম স্বরূপ  
আপনাকে দেখিতে, পায় না । সর্বত্র হেতু এই যে, যৎ  
শব্দের অর্থ যে হেতু যাহাদের চিত্ত আপনার মায়া দ্বারা  
বিনোহিত হইয়াছে । তথাপি আপনি বিচার দ্বারা জানিতে  
পারেন ইহা যদি বলা যায়, তাহা বলিতে পারি না । যেহেতু  
আনার মত ব্যক্তিদিগের আপনি জ্ঞান গোচর নহেন, কিন্তু

স্বং কিন্তু ভক্তানমেবেতাহ ॥ ১৯৭ ॥

তং স্বামহং জ্ঞানঘনং স্বভাবপ্রধ্বস্তমায়াগুণভেদমোহৈঃ ।

মনন্দনাদৈর্মুনিভির্বিভাব্যং কথং বিমূঢ়ঃ পরিভাব-  
য়ামি ॥ ১২২ ॥

তং নানাশ্চর্যা বৃত্তিক পরশক্তি নিধানং ত্বাং কথং পরি-  
ভাবয়ামি । কিং স্বরূপং জ্ঞানঘনং সত্য জ্ঞানানন্তানন্দৈক

আপনি ভক্তগণের জ্ঞান গোচর হয়েন, এই অভিপ্রায়ে কহি-  
তেছেন ॥ ১৯৭ ॥

৯ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে

শ্রীকপিলদেবের প্রতি অংশুমানের বাক্য বধা ॥

প্রভো ! আপনি জ্ঞানঘন স্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্তি  
অতএব যে সকল ব্যক্তির মায়াগুণ নিমিত্ত ভেদ মোহ প্রধ্বস্ত  
হইয়াছে তাদৃশ সনন্দনাদি মুনি জনেরও বিচিস্তনীয় । আমি  
মূঢ় বিচার দ্বারাও কিরূপে আপনাকে জানিতে পারি । ফলতঃ  
আপনি জ্ঞান ঘন স্বরূপ এ প্রযুক্ত জ্ঞানের বিষয় নহেন, যদি-  
স্যাৎ বিচারের বিষয় হন, তথাচ আমি মায়াগুণে অভিভূত,  
সুতরাং বিচারে সমর্থ নহি ॥ ১২২ ॥

তৎপর্য্য । যাঁহার নানা আশ্চর্য্য বৃত্তি হইয়াছে সেই পরম  
শক্তি প্রধান আপনাকে আমি কি রূপে জানিব । যদি বলেন  
আমার স্বরূপ কি, তাহার উত্তর এই, আপনার স্বরূপ জ্ঞান-  
ঘন, সত্যজ্ঞান অনন্ত আনন্দ জ্ঞানের এক রসময় মূর্তি ।

রসমূর্ত্তিং অতএব অনির্দেশ্য বপুরিতি সহস্রনামস্তবে ॥

অয়ং ভাবঃ ।

জ্ঞানঘনহাম্যতাবৎ জ্ঞান বিষয়স্ত্বং ।

বিচার বিষয়েহপি মায়াগুণৈরভি

ভূতোহহং ন বিচারে সমর্থ ইতি ॥ ১৯৮ ॥

ননু তর্হি মম তথাবিধে কিং প্রমাণং তত্রাহ ।

শ্বেন তদীয়েন ভাবেন ভক্ত্যা স্বস্যাশ্রনো স্বভাবেনাবির্ভা-

বেনৈব বা প্রকৃষ্টা মায়াগুণপ্রকার কৃতমোহা যেভ্যস্তৈঃ

সনন্দনাদৈর্ভগবত্তত্ত্ববিদ্বিমূর্নিতিবির্ভাব্যং বিচার্য্যং সাক্ষা-

দনুভবনীয়ং চেত্যর্থঃ । তস্মাদুল্লুকৈঃ প্রকাশ গুণ

অতএব সহস্র নাম স্তবে আপনকার শরীর অনির্দেশ্য হই-  
য়াছে । ইহার ভাব এই যে, জ্ঞানঘন প্রযুক্ত আপনি জ্ঞানের  
বিষয় হয়েন না, বিচার বিষয়ে মায়ার গুণ দ্বারা আমি অভি-  
ভূত হইয়াছি অর্থাৎ আমার সমর্থ নাই ॥ ১৯৮ ॥

অহে ! তবে আমার তদ্রূপেই প্রমাণ কি এই প্রশ্নে কহি  
তেছেন । স্ব অর্থাৎ আপনকার ভাব ভক্তি দ্বারা কিম্বা  
আপনার ভাব অর্থাৎ আবির্ভাব দ্বারা যাহারা মায়ার গুণ  
প্রকার কৃত মোহকে বিনাশ করিয়াছেন সেই সনন্দনাদি  
ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ মুনি সকল কর্তৃক আপনি বিভাব্য (বিচার্য্য)  
অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভবনীয়, অতএব যাহার গুণ প্রকাশ হই-  
য়াছে সেই সূর্য্য উল্লুক অর্থাৎ পেচকের নিকট অবিদ্যমান



কল্পেনাসংমতেহপি রবৌ যথাহনৈরুপলভ্যমান তদগুণ-  
কল্পমস্তেব তথাহর্কাক্ দৃষ্টিভি রসস্তাব্যমানমপি ত্বয়ি  
তদগুণকল্পং তদুক্ত বিদ্বৎ প্রত্যক্ষ সিদ্ধমন্ত্যেবেতি ভাবঃ ।  
১৯৯ ॥

তথাচ শ্রুতিঃ ॥

পরাঞ্চি পানি ব্যতীতং স্রয়ংভূ স্তম্মাৎপরাং পশ্যতীত্যাদ্যা ।  
ভক্তিরেবৈবনন্দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী ।  
যস্মৈবৈষ ব্রহ্মতে তেন লভ্যন্তমৈষ আত্মা বিব্রহ্মতে তনুঃ  
স্বামিত্যাাদ্যাচ ॥ ৯ । ৮ ॥ অংশুমান্ ক্রীকপিলদেবং ॥

হইয়াও যেমন তাহার সেই সেই গুণ অন্য কর্তৃক উপলব্ধি  
হইয়াছে, সেই রূপ অর্থাৎ দৃষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞ সকল কর্তৃক  
আপনার গুণ সকল অসম্ভাব্যমান হইলেও আপনাতে ঐ সমু-  
দায় গুণের প্রকাশিত হইয়া তদুক্ত বিদ্বান্ সকলের প্রত্যক্ষ  
সিদ্ধ আছে ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৯৯ ॥

এই বিষয়ে শ্রুতি যথা ॥

আধুনিক সকলকে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই  
হেতু পর পদার্থকে তাহারা দেখিতে পান না ইত্যাদি ॥

ভক্তি ইহাঁকে দেখান, ভগবান্ ভক্তির বশ, ভক্তিই  
সর্বাপেক্ষা প্রধান ॥

ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন তিনিই ইহাঁকে প্রাপ্ত  
হয়েন, তাঁহার সম্বন্ধে এই আত্মা ভগবান্ নিজ স্বরূপকে

বিবর্ত্তো ব্রহ্ম ভগবন্তো ॥ ২০০ ॥

॥ \* ॥ ইতি কলিযুগ পাবন স্বভজন বিভজন প্রয়োজনা-  
বতার শ্রীশ্রীভগবৎ কৃষ্ণচৈতন্যদেব চরণানুচর বিশ্ববৈষ্ণবরাজ  
সভাসভাজন ভাজন শ্রীরূপসনাতনানুশাসন ভারতীগর্ভে শ্রী-  
ভাগবত সন্দর্ভে ভগবৎসন্দর্ভো নাম দ্বিতীয়ঃ সন্দর্ভঃ ॥ \* ॥ ২ ॥ \* ॥

সংখ্যাঃ শ্লোকাঃ ॥

তদ্বসন্দর্ভে ॥ ৪৭৫ ॥

ভগবৎসন্দর্ভে ॥ ২৭৪০ ॥

প্রকাশ করেন ইত্যাদি ॥

ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুই বিবৃত হইলেন ॥ ২০০ ॥

॥ \* ॥ কলিযুগ পবিত্রকারি যে স্বীয় ভজন তাহার  
বিতরণ নিমিত্ত অবতীর্ণ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যদেবের দামানু-  
দাস, বৈষ্ণব রাজ সকলের সম্মান পাত্র শ্রীরূপ সনাতনের  
অনুশাসন বাক্যগর্ভে শ্রীভাগবত সন্দর্ভে শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যা-  
রত্নানু বাদিতে ভগবৎসন্দর্ভ নাম দ্বিতীয় সন্দর্ভ সমাপ্ত ॥ \* ॥ ২ ॥

— — —

চৈতন্যাব্দ ৪০১ । তারিখ ২রা আশ্বিন